ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ
১ম সংখ্যা।

১লা বৈশাখ মঙ্গলবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

নব বর্ষের প্রার্থনা।

হে প্রভো! আর কত দিন আলস্যশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিব? আর কত দিন তোমার প্রদত্ত ধন বৃথা কাজে ব্যয় করিব? তুমি যাহাকে যে ধন দিয়াছ, তাহা জগতের সেবায়, তোমার সেবায় নিয়োজিত দেখিতে চাও, কিন্তু আমরা অলস ও অকর্ম্মণ্য ভৃত্যের ন্যায় সে সমুদায় ধন বৃথা ব্যয় করিতেছি। আমাদের প্রত্যেকের দ্বারা তোমার যে সেবা হওয়া সম্ভব ও উচিত তাহা হইতেছে না। তাই নব বর্ষে তোমার পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত হইতে লজ্জিত হইতেছি। কিন্তু তোমার রাজ্যে সর্ব্বদাই অনুতাপিত ব্যক্তির জন্য দ্বার উন্মুক্ত আছে। যে দিবসের অষ্টম ভাগেও আলস্যের জীর্ণ কন্থা ফেলিয়া দিয়া তোমার সেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তাহার উপরেও তোমার কৃপাবারি বর্ষিত হইয়া থাকে। বৃথা গোলযোগে যে জীবন বিগত হইয়াছে, তাহা ত আর ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। সে সকল সুযোগ ও অনুকূল মুহূর্ত্ত, সে উদ্যম ও কার্য্য করিবার শক্তি কাল হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন স্মরণ করিয়া অনুতাপাশ্রু বর্ষণ ভিন্ন আর উপায় নাই। কিন্তু অতীতের মৃতদেহের উপরে অশ্রু বর্ষণ করিয়া আর লাভ কি? এখনও যদি আলস্যের শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রকৃত সেবার জন্য উদ্যোগী হই, তাহা হইলেও তোমার প্রসাদ লাভ করিতে পারি। এই বিশ্বাসে তোমার দাসগণ আবার তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া, তোমার ধর্ম্মসাধন, তোমার নামপ্রচার ও তোমার পরিবারের সেবার জন্য উৎসাহী হইতেছে। এখন তুমি সহায়। ব্রাহ্মসমাজমধ্যে তোমার পবিত্র শক্তি ত্বরায় জাগ্রত হউক; আমাদের আলস্য, জড়তা, অবিশ্বাস ও নিরাশা সমুদয় অপনীত হউক। আমরা নব উদ্যমে তোমার সেবাতে প্রবৃত্ত হই।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নূতন খাতা—এই নব বর্ষের দিন এই সহরের সমুদয় ব্যবসায়ী লোক, আপনাদের বিগত বর্ষের আয় ব্যয় তুলনা করিয়া, ক্ষতি লাভ গণনা করিয়া নূতন খাতা খুলিতেছে। আজ সকলের ভাব সমান নহে। কাহারও বা মুখ প্রসন্ন, সে খাতাতে দেখিয়াছে যে, সম্বৎসরের শ্রমের ফল স্বরূপ সে আশাতীত লাভ করিয়াছে। আজি সে সেই কার্য্যে আরও মূলধন লাগাইয়া ব্যবসায়ের আরও উন্নতি বিধানের সংকল্প করিতেছে, কাহারও বা মুখ বিষণ্ণ, লাভ করা দূরে থাক, তাহার মূলধনের অধিকাংশ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; সে বাজারে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ সে ভগ্নোদ্যম; অথচ মানুষের বিষয় বাসনা এমনি প্রবল, আশা মানব-হৃদয়কে সহজে ছাড়িতে চায় না, তাই সে ব্যক্তি মনে মনে দ্বিতীয় সংকল্প করিতেছে, অন্য কোন একটা কাজ আরম্ভ করিবে, আরও মূলধন লাগাইবে, ক্ষতির যতগুলি দ্বার আছে, তাহা বন্ধ করিবে, সে দেখিয়াও দেখিতেছে না যে আবার ক্ষতি হইতে পারে। সামান্য বিষয় কর্ম্মেও লোকে সহজে নিরাশ হয় না, তবে ধর্ম্ম রাজ্যের পথিকগণ কেন সহজে নিরাশ হইবেন? অনেক বৎসর বৃথা গিয়াছে, অনেক অমূল্য সময় বৃথা ব্যয়িত হইয়াছে, ঈশ্বরদত্ত মূলধন অনেক ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিলে আর কি হইবে? আবার নূতন খাতা খোলা যাউক, প্রতিজ্ঞা করা যাউক যে অদ্য হইতে নবভাবে ঈশ্বরের সেবা আরম্ভ করিব। এ পথে ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের সহায়। অকপটে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইয়া অদ্যাবধি কেহ প্রতারিত হয় নাই। মরণ-ত্রাসে তাঁহার সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়া কেহ তাঁহার সাহায্যের অভাবে নিরাশ হয় নাই। তবে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন কেন?

বর্ত্তমান সময়ের একটা বিশেষ লক্ষণ—এতদ্দেশীয় নীতি শাস্ত্রের একটা পুরাতন কথা এই :—

স্বল্পানামপি বস্তুনাং সংহতিঃ কার্য্য সাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্ত দন্তিনঃ॥

অর্থ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকেও একত্র করিলে তদ্দ্বারা মহৎ কার্য্য সাধন করা যাইতে পারে। সামান্য তৃণ সকলকে সমষ্টি বদ্ধ করিয়া যে রজ্জু নির্ম্মিত হয় তদ্দ্বারা মদমত্ত হস্তিকেও আবদ্ধ করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে জগতের সর্ব্বত্রই এই প্রাচীণ উক্তির ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি সকলকে সমবেত করিলে যে কি করা যাইতে পারে তাহা লোকে দিন দিন বুঝিতে পারিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে পাঠকগণ শুনিয়াছেন যে ইংলণ্ডের এক বিভাগের চল্লিশ হাজার শ্রমজীবী লোক ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছে। সম্প্রতি চারি লক্ষ কয়লার খনির শ্রমিক এক সপ্তাহের জন্য কাজ বন্ধ করিয়াছিল। চারি লক্ষ লোকের এক বাক্যে কাজ পরিত্যাগ করা ব্যাপারটা কি তাহা সকলে একবার কল্পনা করিবার চেষ্টা করুন। ইহাতে কত লোকের যে কত অসুবিধা ও ক্ষতি হইয়াছে তাহার বর্ণনা হয় না; অনেক কল কারখানা বন্ধ হইয়াছিল, অনেক রেলওয়ে কোম্পানির অনেক ট্রেণ বন্ধ করিতে হইয়াছিল, অনেক গৃহস্থ কয়লার অভাবে কত ক্লেশ পাইয়াছিল। তবে ধর্ম্মঘটকারীগণ এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল কেন? তাহারা দেখিয়াছে যে সকলে দলবদ্ধ হওয়া ভিন্ন তাহাদের আত্মরক্ষার আর উপায় নাই। প্রবল ধনীদিগের সঙ্গে কোনও দরিদ্র লোক একা একা সংগ্রাম করিতে পারে না, একা একা কেহ দাঁড়াইতে পারে না, একা একা দাঁড়াইতে গেলেই বিনষ্ট হইতে হয়; কিন্তু দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরের পার্শ্বে দাঁড়াইলে আর বিনাশ করা সহজ হয় না। এক জনের যে কাতরোক্তির প্রতি প্রভুগণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, চারি লক্ষ লোকের সমবেত উক্তির নিকটে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইলেন। সমবেতভাবে কার্য্য করিবার এই আশ্চর্য্য শক্তি বর্ত্তমান সময়ের একটী বিশেষ লক্ষণ, ইহা সভ্যতার একটী প্রধান চিহ্ন। একজন চিন্তাশীল পণ্ডিত বলিয়াছেন, সমবেত কার্য্যের দ্বারাই সভ্যতার উৎপত্তি ও ইহার গুণেই মানবের শ্রেষ্ঠতা। যদি সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র পশুগণ সমবেত হইতে জানিত, তাহা হইলে কি মানবকুলের রক্ষা ছিল? তাহারা সমবেত হইতে জানে না বলিয়াই তাহাদের মধ্যে সভ্যতার বিস্তার হইতে পারে নাই; এবং তাহারা মানবের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইতেছে। সমবেতভাবে কার্য্য করিতে পারা যেমন সভ্যতার চিহ্ন, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রবৃত্তি সেইরূপ বর্ব্বরতার চিহ্ন। মধ্যআসিয়ার তুর্কী জাতির দৈহিক বলবীর্য্য যথেষ্ট আছে, তথাপি তাহারা কোনও দিন সভ্যতার পদবীতে উঠিতে পারিল না কেন? কারণ এই তাহাদের সম্মিলিত হইবার প্রবৃত্তি অতিশয় অল্প, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারপ্রবৃত্তি এমনি প্রবল, যে কোনও এক স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দীর্ঘকাল বাস করাও যেন তাহাদের পক্ষে কঠিন; তাহারা বহু বহু শতাব্দী ধরিয়া যাযাবর অবস্থাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং লুণ্ঠন কার্য্যের দ্বারা আপনাদিগকে রক্ষা করিতেছে। এই কারণে আরববাসিগণ গ্রীসের সভ্যতার সন্ধান পাইয়াও আপনাদের উন্নতি করিতে পারিল না, জগতে তাহারা সভ্যতার কোনও নিদর্শন রাখিতে পারিল না। যে সমাজ মধ্যে সমবেত কার্য্যপ্রবৃত্তি অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারপ্রবৃত্তি প্রবল, সে সমাজ দিন দিন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে, তাহাদ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে না। তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে সাধুতা বা মহত্ত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা জগতের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে চারিদিকে একতা প্রবৃত্তি প্রবল দেখা যাইতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল সম্প্রদায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতভেদের জন্য কোনও বিষয়ে এক সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না, তাঁহারা এক্ষণে সেই মতভেদ সত্বেও সাধারণের হিতজনক বিষয়ে অপর সকল সম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। একতার মহৎ সংকেত একবার জানিতে পারিয়া সভ্য সমাজের লোক বিধিমতে তাহা কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আর ব্রাহ্মদিগের এমন দুরবস্থা যে তাঁহারা এই একতা-প্রবৃত্তির মধ্যে স্বেচ্ছাচার-প্রবৃত্তিকে প্রবল রাখিবার প্রয়াস পাইতেছেন। সেই জন্যই তাঁহাদের দ্বারা যে কাজ হইতে পারিত, তাহা হইতেছে না। জগতের উপরে তাঁহাদের কোনও শক্তি প্রবল হইতেছে না। আমাদের বোধ হয় সামাজিক উপাসনার ন্যায় সমবেত কার্য্যও ব্রাহ্মধর্ম্মের একটা মূল মত হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তি অকারণে বা অল্প কারণে নিজের ধর্ম্ম-বন্ধুগণের সহিত নিজের যোগ বিচ্ছিন্ন করিবে ও স্বেচ্ছাচার ভালবাসিবে, আমরা তাহাকে অব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজের শত্রু বলিয়া মনে করিব। যেখানে কোনও কার্য্যে যোগ দিলে বিবেকবিরুদ্ধ আচরণ করা হয় ও অধর্ম্ম করিতে হয়, কেবল সেই স্থানেই স্বতন্ত্রতা মার্জ্জনীয়, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও লঘু কারণে যে স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হইবে, তাহাকে যেন আমরা বিকৃত হৃদয়ের কার্য্য বলিয়া মনে করি। এই ধারণা প্রবল না হইলে আর উপায় দেখিতেছি না। ব্রাহ্মগণ আপনাদের স্বেচ্ছাচার প্রবৃত্তির দ্বারা প্রতিদিন এই প্রমাণ দিতেছেন, যে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় ঈশ্বরের অমূল্য সম্পত্তি রক্ষার উপযুক্ত নহেন। এখনও যদি তাঁহাদের চৈতন্য না হয়, এদেশে তাঁহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী! হে অহঙ্কারী, উদ্ধত ও উগ্র ব্রাহ্ম, তুমি ত্বরায় আপনার স্বেচ্ছাচার প্রবৃত্তিকে শৃঙ্খলিত কর, তাহা ঈশ্বরের সত্য রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে যাইতেছে।

পাগলামি।—বিগত বৎসর ইংলণ্ডের ইষ্ট বোরণ নামক সহরের মাজিষ্ট্রেটগণ মুক্তিফৌজের কতকগুলি লোককে রবিবারে রাজপথে ঢাক বাজাইয়া বাওয়ার অপরাধে দণ্ড দিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া ইংলণ্ডে অনেক বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। সম্প্রতি পার্লেমেণ্ট মহাসভা ইষ্ট বোরণের পূর্ব্বোক্ত আইনটী সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পার্লেমেণ্টে যে দিন সংশোধিত আইনের পাণ্ডুলিপির বিচার উপস্থিত হয়, সেদিন মেঃ ফাউলার নামক একজন সভ্য মুক্তিফৌজের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "লোকে ইহাদিগকে পাগল বলে, তাহাতে কি? পিউরিটানগণ, কোয়েকারগণ, মেথডিষ্টগণও এক সময়ে এইরূপ

পাগল বলিয়া পরিগণিত হইত; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আমাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত হইতে সেই পাগলদিগের কাজ বাদ দিতে কেহ প্রস্তুত আছেন কি না?" ফাউলার সাহেব আরও একটু অধিক বলিলেও শোভা পাইত। তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন, ইহাদের কাজ বাদ দিলে ইংলণ্ডের ইতিহাস থাকে কি না? কে না জানে পিউরিটানগণ না হইলে যাহা আজ ইংলণ্ডের গৌরবের বিষয় বলিয়া পরিচিত তাহা আর থাকিত না? জগতের ইতিবৃত্ত হইতে পাগলশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ ও তাঁহাদের শিষ্য মণ্ডলীকে তুলিয়া লও, দেখ জগতের ইতিবৃত্ত কিরূপ থাকে? পাগলেই ত মানবের চিন্তাস্রোত ফিরাইয়াছে, জাতি গড়িয়াছে, ইতিহাস করিয়াছে। বিষয়বুদ্ধির উপদেশ দিবার লোক ত অনেক আছে, বিষয় বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকের পাকা পরামর্শের দ্বারা কোন্ দিন কোন্ মহৎ ব্যাপার সাধিত হইয়াছে? জনসমাজের পক্ষে একদল পাগল লোকের নিতান্ত প্রয়োজন। সত্যানুরাগে যাঁহারা পাগল, তাঁহারাই জনসমাজের লবণস্বরূপ; তাঁহারাই আধ্যাত্মিকস্বাদ রক্ষা করিবেন। যদি আমাদের সকলেরই পাকা টন্‌টনে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা হইলে তোমার শয্যার পার্শ্বে আমিও শয্যা পাতিলাম, এবং তোমার নাসাধ্বনির সহিত আমার নাসাধ্বনির যোগ দিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের আশা ভরসা ফুরাইল। এমন একদল লোক চাই যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য পাগল; যাহারা জন্মের মত বিষয় বুদ্ধির দিকে পশ্চাৎ ফিরাইয়াছে, যাহারা বিষয় সুখের মোহন বংশীরবের প্রতি বধির হইয়াছে, লোকের উপহাস ও বিদ্রুপের বোঝা পৃষ্ঠে বাঁধিয়াছে, ঈশ্বরের করুণাই যাহাদের ভরসা, যাহাদের আশা অনন্ত, আকাঙ্ক্ষা অসীম, সহিবার শক্তি অপরাজিত, যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য করিতে পারে না এমন কাজ নাই, সহিতে পারে না এমন দুঃখ নাই। দেও দেখি এরূপ একদল পাগল লোক, দেখি ব্রাহ্মসমাজের শক্তি জাগে কি না? বুদ্ধিমানের পরামর্শ অনেক শুনিয়াছি, স্বার্থের পুটুলিটী সামলাইয়া রাখিয়া কিরূপে ঈশ্বর-সেবা করিতে হয় তাহাও দেখিয়াছি। ঈশ্বর করুন যাহারা ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিবে মনে করে তাহারা যেন সে পরামর্শ না শোনে, ও সে দৃষ্টান্ত না দেখে। তুমি বল, আমাদের প্রচারকগণ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, পণ্ডিত, সদ্বক্তা, সুলেখক হইবে। প্রচার করিবার জন্য এ সকল গুণ থাকে, তাহা প্রার্থনীয়, সন্দেহ কি? কিন্তু আমি বলি সর্ব্বাগ্রে তাহারা পাগল হউক। এরূপ প্রকৃতির লোক হউক, যাহারা ঘৃণা, লজ্জা, ভয় তিন জয় করিয়া ঈশ্বরেচ্ছাতে সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে সমর্পণ করিবে। অগ্রে কতকগুলা পাগল একত্র কর, তৎপরে তাহাদিগকে পড়াও, পণ্ডিত কর, বিদ্বান কর, সদ্বক্তা কর।

ধর্ম্মহীন শিক্ষা।—পাঠকগণ হয়ত অবগত আছেন, যে জর্ম্মনির সিংহাসনে একণে একজন যুবক সম্রাট আসীন। ইনি ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্‌টোরিয়ার দৌহিত্র। ইনি জর্ম্মনির সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সকলকে বুঝিতে দিয়াছেন, যে ইনি নিজের রাজ্য নিজে শাসন করিবেন। ইহাঁরই সহিত মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে প্রাচীন মন্ত্রী জগদ্বিখ্যাত বিসমার্ক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে ইহাঁর দৃকপাতও নাই। ইহাঁর আর একটী কার্য্যপ্রণালী দেখা যাইতেছে যে ইনি স্বীয় প্রজাকুলের সহিত বন্ধুভাবে কার্য্য করিতে চাহেন। নিজেই শ্রমজীবীদের এক মহাসভা ডাকিয়া স্বয়ংই সে বিষয়ে সাহায্য করিয়া তাহাদের গতি নিয়মিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সম্প্রতি সম্রাট আর একটী কাজ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। তাহাতে জর্ম্মনিদেশে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। সম্রাটের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ে যে ধর্ম্মবিহীন ও ঈশ্বরবিহীন শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে ধর্ম্মবিশ্বাস লোকের হৃদয় হইতে উন্মূলিত হইয়া যাইতেছে, এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের বিলোপ হইতেই বর্ত্তমান সমাজের সমুদায় বিপ্লব ঘটিতেছে। এজন্য তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে বালকদিগের প্রাথমিক শিক্ষা গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাখা হইবে না, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় স্বীয় স্বীয় শিশুদিগকে নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে শিক্ষা দিবেন। প্রত্যেক শিশুকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেই হইবে। জর্ম্মনিতে আর ধর্ম্মবিহীন শিক্ষা থাকিবে না। নূতন প্রস্তাবিত আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে কয়েকটীমাত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়কে রাজানুমোদিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এমন কি মেথডিষ্ট প্রভৃতি সুপরিচিত অনেকগুলি সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই। নাস্তিকদিগের ত কথাই নাই, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীয় স্বীয় শিশুদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে। এই প্রস্তাবিত আইনে আর একটী সাধারণের অপ্রীতিকর কথা আছে। প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে তৎতৎস্থানের ধর্ম্মাচার্য্য ও পুরোহিতদিগের অনুগত হইয়া চলিতে হইবে। এই দুইটী বিষয় থাকাতে জর্ম্মনিতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। হাজার হাজার আবেদন পত্র চারিদিক হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইতেছে। সম্রাট দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি এক বক্তৃতা করিয়া আন্দোলনকারীদিগকে বলিয়াছেন,—"আমি যে পথ ধরিয়াছি তাহা কর্ত্তব্যপথ এবং আমি এই পথে যাইবই যাইব।" দেখা যাউক আন্দোলনের ফলটা কি দাঁড়ায়।

ধর্ম্মশিক্ষাবিহীন শিক্ষার ফল যে কি তাহা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং সভ্যসমাজে সকল প্রকার সামাজিক বিপ্লবের মূলে যে এই ধর্ম্মশিক্ষা বিহীন শিক্ষা অনেক পরিমাণে রহিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। তবে জর্ম্মনির সম্রাট যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা প্রকৃত উপায় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমাদের বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে উদাসীনতা অবলম্বন না করিয়া যদি সমভাব অবলম্বন করেন, তাহাতেও সেই উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সাধিত হইতে পারে। মনে কর গবর্ণমেণ্ট যদি নিজের স্কুল ও কলেজ না রাখেন, কিন্তু সমভাবে সমুদায় ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে শিক্ষা বিধান বিষয়ে সাহায্য বিধান করেন, তদ্দারা বর্ত্তমান অনিষ্ট ফল অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। ভারতবর্ষের প্রতি এই উক্তিগুলি বিশেষ ভাবে খাটিতেছে। এদেশে গবর্ণমেণ্টের কোনও বিদ্যালয় রাখিতে হইলে, ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন না

হইয়া আর রাখিতে পারেন না, কারণ গবর্নমেণ্টের বিদ্যালয় সকল সম্প্রদায়ের সম্পত্তি, কিন্তু এ প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া যদি শিক্ষার ভার ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের হস্তে দেওয়া যায়, এবং গবর্ণমেণ্ট যদি সমভাবে সকলকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষভাব রক্ষিত হয় এবং ধর্ম্মবিহীন শিক্ষায় যে অনিষ্ট হয় তাহাও নিবারিত হইতে পারে।

প্রার্থনার সফলতা—ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্য স্পার্জিয়ানের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ইনি সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার উপদেশের এইরূপ আশ্চর্য্য শক্তি ছিল যে সহস্র সহস্র লোককে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিতেন। ইনি লণ্ডন সহরে আসিবার পর ইঁহার উপদেশে এত লোক আকৃষ্ট হইতে লাগিল যে কোনও গির্জ্জাতে আর লোকে ধরে না; অবশেষে মেট্রপলিটান টেবারনেকল নামে একটী বৃহদাকার ভজনালয় নির্ম্মিত হইল। এই ভজনালয়ে ৭ সহস্র লোক বসিয়া উপাসনা করিতে পারে। স্পার্জিয়ান এই স্থানে উপদেশ দিতেন, সপ্তাহে ছয় সাত সহস্র লোক তাঁহার উপদেশ শুনিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইত। এতদ্ভিন্ন অনাথ পিতৃ মাতৃহীন বালকদিগকে কুড়াইয়া তাহাদের জন্য একটী প্রকাণ্ড আশ্রয়বাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; বাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচার্য্যদিগকে শিক্ষিত ও প্রস্তুত করিবার জন্য একটী কলেজ করিয়াছিলেন। এ সব বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে একদিন বলিয়াছিলেন যে অনাথ বালকবালিকাদিগের জন্য তাঁহার বৎসরে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। ইহার প্রায় সমগ্রই লোকের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা চলিত। একদা একজন সংবাদপত্র সম্পাদক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এই বহু বিস্তীর্ণ ও বহুব্যয় সাধ্য ব্যাপারে আপনার নির্ভরস্থল কি? স্পার্জিয়ান উত্তর করিয়াছিলেন, **প্রার্থনা।** প্রার্থনাই তাঁহার শক্তির মূল ছিল। যে শক্তিতে তিনি ইংলণ্ড কেন সমুদয় ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ লোককে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, যে শক্তির প্রভাবে তিনি লণ্ডনের ধর্ম্ম জগতের অধিনায়কদিগের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ হইয়াছিলেন, যে শক্তির প্রভাবে স্পার্জিয়ান এই শব্দটী লোকচিত্তে উৎসাহ, কার্য্যতৎপরতা ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের সহিত জড়িত হইয়াছিল, সে শক্তির মূলে কেবল একমাত্র গূঢ় সংকেত ছিল, তাহা প্রার্থনা। প্রার্থনাই স্পার্জিয়ানকে স্পার্জিয়ান করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন "আমি চক্ষে যাহা দেখিতেছি তাহাই বিশ্বাস করিতেছি। আমি প্রার্থনার ফল প্রতিদিন জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি, সুতরাং তাহাতে অটল বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছি।" তিনি প্রার্থনার দ্বারা সকলি পাইতেন, টাকা পাইতেন, মানুষ পাইতেন, বল পাইতেন, আশা পাইতেন, পুণ্য শান্তি পাইতেন। এখন প্রশ্ন এই, আমাদের জীবনে প্রার্থনার এই শক্তি প্রকাশ পায় না কেন? উত্তর—প্রার্থনা করিবার অগ্রে যে আয়োজন আবশ্যক তাহার অভাবে। প্রশ্ন—প্রার্থনার পূর্ব্বে কিরূপ আয়োজন আবশ্যক? উত্তর—দুইটী ভাবের বিশেষ প্রয়োজন (১ম) নিজের গৌরব বিস্মৃত হইয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ করা; (২য়) অকপট চিত্তে ও সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হইয়া চলিতে প্রস্তুত থাকা। এই উভয়ভাবে যে ব্যক্তি প্রস্তুত সেই প্রার্থনা করিবার অধিকারী। প্রার্থনা যে দিকে লইয়া যাইবে সেদিকে যাইতে যে প্রস্তুত নহে, তাহার পক্ষে প্রার্থনা করা নৌকার দাঁড় বাঁধিয়া রাখিয়া দাঁড় টানা মাত্র।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

জগতের আশা।

মধুমক্ষিকার চাক ভাঙ্গা ব্যাপারটা কি পাঠকগণ তাহা দেখিয়াছেন। একটী বৃক্ষের শাখায় নিরুপদ্রবে বসিয়া কিছু দিন হইতে মধুমক্ষিকাগণ চাক বাঁধিতেছিল। কেহ মনোযোগ করিয়া বড় দেখে নাই, শেষে চাক খানি প্রকাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। মক্ষিকাগুলি প্রহরীরূপে তদুপরি বাস করিতেছে; শত শত বোলতা দিন রাত্রি পরিশ্রম করিতেছে, চাকে বসিয়া মধু পান করিতেছে, সে বৃক্ষের তলে কাহারও যাইতে হইলে ভয় হয়, পাছে প্রহরী মক্ষিকাগুলি দংশন করে। কিছুকাল পরে ঐ চাকের প্রতি মানবের লোলুপ দৃষ্টি পড়িল; চাক ভাঙ্গিয়া মধু আহরণ করিতে হইবে। না না কৌশলে চাক খানি ভাঙ্গা হইল। তখন মক্ষিকাগুলির কি দুরবস্থা, তাহারা চারিদিকে ধাবিত হইল, কি ব্যস্ত! কি উদ্বিগ্ন! কি অন্বেষণে তৎপর! এক এক বার পুরাতন চাকের নিকট আসিতেছে, আর সে বসিবার স্থানে নাই, নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, কতকগুলি মক্ষিকা প্রাচীন চাক যেখানে ছিল তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে, বসিবার স্থান পায় না, ছাড়িয়া যাইতেও পারে না।

চিন্তাপূর্ণ অন্তরে চাহিয়া দেখ জগতের এই প্রকার দশা উপস্থিত হইয়াছে। বহু বহু শতাব্দীর ও সহস্র সহস্র নরনারীর পরিশ্রমের ফল স্বরূপ এক একটী ধর্ম্ম যেন এক একটী মধু চক্রের ন্যায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে চক্রে বংশ পরম্পরা ক্রমে লক্ষ লক্ষ নরনারী ক্ষুধার অন্ন পাইয়াছে, মধু আস্বাদন করিয়াছে, এখন বিজ্ঞানের প্রখর অগ্নি সেই সকল চক্রে লাগিয়া চক্রগুলি যেন গলিয়া পড়িতেছে। তাই মক্ষিকাগুলি গৃহশূন্য হইয়া উড়িয়া বাহির হইয়াছে। কেহ কেহ উড়িয়া দশদিকে ধাবিত হইতেছে, কেহ বা ব্যাকুল হইয়া বসিবার দ্বিতীয় স্থান অন্বেষণ করিতেছে; কেহ বা প্রেমের অনুরোধে পুরাতন ভগ্ন চক্রের আশে পাশে ঘুরিতেছে, ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারিতেছে না। জগতের যে যে দেশে শিক্ষার এই নূতন আলোক বিকীর্ণ হইতেছে, সর্ব্বত্রই এই ব্যাকুলতা, এই উদ্বেগ এই অস্থিরতা দৃষ্ট হইতেছে।

ইহার ফল কি? ইহার মক্ষিকাগুলি কি দ্বিতীয় চাকে আর বসিবে না? তাহারা কি ঘুরিয়া ঘুরিয়াই জীবন অবসান করিবে? ইহা সম্ভব নহে। মক্ষিকার স্বভাব চাক নির্ম্মাণ করা, তদ্ভিন্ন তাহারা বাঁচিতে পারে না, সুখী হইতে পারে না। মানবের স্বভাব ধর্ম্মসমাজ রচনা করা। যে আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকা-

তেই মানব ধর্ম্মসমাজ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ভজনালয় প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছে, আকাঙ্ক্ষা মানব অন্তরে জাগিবেই জাগিবে; এবং সেই আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকাতেই মানব বর্ত্তমান সময়ে এত ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, জগতের কোন্ ধর্ম্মের দ্বারা সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে পারে? এবিষয়ে একটা কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস দ্বারা যদি সে আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইত তাহা হইলে আর পুরাতন চক্র তাহারা পরিত্যাগ করিত না। পুরাতন ধর্ম্ম সকল এরূপ ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান যে ভিত্তি নূতন বিজ্ঞানালোকে আর কোনও প্রকারে রক্ষা করা যাইতে পারিতেছে না। সে সকল ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে মানিতে গেলে এমন সকল কথা মানিতে হয় যাহা বিজ্ঞানের নব আলোক অসত্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। যাহা অসত্য তাহা কতদিন বলপূর্ব্বক মানা যাইতে পারে? সমাজ শাসনে কত দিন তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যাইতে পারে? একদিন তাহা লোকের মন হইতে খসিয়া পড়িবেই পড়িবে। প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছেন—"যে মিথ্যাকে আশ্রয় করে সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়", ইহা অতীব সত্য কথা। বৃক্ষের যে শাখাটী মূল বৃক্ষের দেহের অঙ্গীভূত আর নাই, সে যেমন রসের অভাবে শুষ্ক হইবেই হইবে, সেইরূপ যাহা মিথ্যা তাহা বিধাতার সৃষ্টি প্রকরণের অঙ্গীভূত নহে, তাহার স্থান কুত্রাপি নাই, তাহা কালে শুষ্ক হইয়া যাইবেই যাইবে। এই মহাসত্যে বিশ্বাস স্থাপন না করাতেই মানুষ মনে করে ধর্ম্মরাজের এই রাজ্যে মিথ্যাকেও প্রতিষ্ঠিত রাখা যাইতে পারে, বা সত্যকে বাধা দিয়া রাখা যাইতে পারে। তাহা কখনই সম্ভব নহে। যাহা সত্য তাহা সত্য, তাহা আজিও সত্য কল্যও সত্য, যাহা মিথ্যা তাহা কিছু নহে, আজিও কিছু নহে কল্যও কিছু নহে। তুমি আজ কোলাহল করিয়া ধূলি উড়াইলে কি হইবে? মানব চিত্ত হইতে সে সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস খসিয়া পড়িবেই পড়িবে। তবে কি মানবের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে? তাহা কখনই নহে, মানব এরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাস চায় যাহা সত্যের অনুগত, যাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে, তাহার জ্ঞান চক্ষুকে মুদ্রিত করিতে হয় না, তাহার সত্য প্রীতিকে আঘাত করিতে হয় না, তাহার বিবেককে অনাদর করিতে হয় না।

যে সহস্র সহস্র নরনারী শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত দেশমাত্রেই প্রাচীন ধর্ম্ম বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহাদের আশাকর ধারণা যে ধর্ম্মের প্রাচীন ভিত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন ভিত্তির উপরে ধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া, হায় হায় সব ভাঙ্গিয়া গেল, বলিয়া ক্ষোভ করিয়া সময় নষ্ট করা বৃথা। এখন হইতে ধর্ম্ম-চিন্তা মানব মন হইতে উঠিয়া যাউক। ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার আর আশা নাই। যাহাদের অন্তর, এরূপ গভীর নিরাশাতে পতিত হইয়াছে, তাহাদিগকে ফিরাইবার একমাত্র উপায় আছে। যদি তাহারা দেখিতে পায়, যে ধর্ম্মসকলের প্রাচীন ভিত্তি পরিত্যাগ করিয়াও বর্ত্তমান জ্ঞানালোকের অনুগত এমন এক নূতন ভিত্তি আছে, যাহার উপরে ধর্ম্মসাধন, ধর্ম্ম-সমাজ, ধর্ম্মের ক্রিয়া সমুদয় দাঁড়াইতে পারে, যে ধর্ম্মে জ্ঞান ও প্রেম উভয় চরিতার্থ হইতে পারে, যে ধর্ম্মে মানব আশা ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে, পাপ প্রলোভনের মধ্যে বল লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা পরস্পরকে বলিবে, "ওহে দাঁড়াও দাঁড়াও; এই যে দেখি ধর্ম্ম আর এক নূতন আকারে আসিতেছে। ইহাতে বিবেকের অনাদর নাই; মিথ্যার আশ্রয় নাই, চল উহারি আশ্রয়তলে আবার নূতন চক্র নির্ম্মাণ করি।"

এই সংশয়াকুল যুগসন্ধির সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়াছেন বলিয়া ইহার প্রতি জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেছেন। যাঁহাদের জীবনতরি প্রাচীন বন্দর পরিত্যাগ করিয়া আবার অকূল জলে ভাসিয়াছে, তাঁহারা দূর হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক স্তম্ভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আমরা জানি ইউরোপের ও আমেরিকার অনেক উদার ভাবাপন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকা দেশের ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের একখানি মাসিক পত্রে লিখিয়াছে—

"And certainly there is no religious movement in the world outside the lines of distinct Christianity in which Unitarians feel a deeper interest than they do in the Brahmo Samaj.

অর্থ—ইহা নিশ্চিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বাহিরে সমুদয় জগতে আর কোনও ধর্ম্ম নাই, যাহার গতিবিধি ইউনিটেরিয়ানগণ এত মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করেন, যেরূপ মনোযোগ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আছে।"

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সর্ব্বদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তির এত মনোযোগ কেন? ইহার কারণ এই, তাঁহারা মনে করেন যে ব্রাহ্মসমাজ বহুদিনের এক কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কি সে সমস্যা? সমস্যাটী এই—জগতের ইতিবৃত্তে আর কখনও বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ অবলম্বন করিয়া কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে উত্থিত হইতে দেখা যায় নাই। হয় অভ্রান্ত গুরু, না হয় অভ্রান্ত শাস্ত্রের চরণে সকলেই পতিত হইয়াছে। অনেকের এতদূর বিশ্বাস যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসমাজ গঠিত হইতে পারে না। আমরা জানি ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা অন্তরে একেশ্বরবাদ অবলম্বন করিয়াও এই কারণে সমাজবদ্ধ হইবার প্রয়াস করিতেছেন না, যে এই ভূমির উপরে ধর্ম্মসমাজ দাঁড়াইতে পারে না। ইহাদের সকলের পক্ষে ব্রাহ্মসমাজ এক নূতন আশার স্থল, কারণ ব্রাহ্মসমাজ কেবল বাক্যে বলিতেছেন না, কিন্তু কার্য্যেও করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছেন যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ অবলম্বন করিলে ধর্ম্মসমাজ দাঁড়াইতে পারে। আমরা বলিতেছি অপর ধর্ম্ম সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ যাহা কিছু করিয়াছেন বা দেখাইয়াছেন আমরা তৎসমস্ত বা তদধিক করিতে ও দেখাইতে পারি। অন্যান্য দেশের বহুসংখ্যক লোক উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, দেখি দেখি কি হয়?

অতএব দেখিতেছি বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতের আশা। ইহার উন্নতিতে সহস্র সহস্র হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইবে, ইহার অবনতিতে তাহাদের আশা ভগ্ন হইবে। বলিতে দুঃখ হইতেছে, যাহারা এককালে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর অনেক আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের দশা দেখিয়া নিরাশ হইয়া মুখ ফিরাইয়াছেন। ইংলণ্ডের অনেক লোকে এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকলাপ মনোযোগের সহিত দেখিতেন, এখন তাঁহারা ইহার প্রতি উদাসীন হইয়াছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "সে কি! ব্রাহ্মসমাজ ত উঠিয়া গিয়াছে, কেশবচন্দ্র সেন নিজ বিশ্বাস মত কাজ না করিতে পারাতে সমুদায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে।" তাঁহাদের মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলেন, যে ধর্ম্মে প্রধান ব্যক্তিদিগকেও বিশ্বাসানুরূপে কার্য্য করিবার শক্তি দেয় না, তাহার ভবিষ্যতের আশা ভরসা অল্প। এ কথার উত্তর কি দেওয়া যাইবে?

জগতের আশা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপরে রহিয়াছে সেই গুরুতর সম্পত্তি আমাদের হস্তে। ইহা কয়জন অনুভব করেন? ব্রাহ্মসমাজকে প্রকৃত ধর্ম্মসমাজ না করিতে পারিলে জগতের আশা বর্দ্ধিত হইবে না। কেবল মুখে বলিলে হইবে না, ফলে দেখাইতে হইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম দুর্ব্বলকে বল দিতেছে, পাপ প্রলোভনে রক্ষা করিতেছে, বিপদে সহায় হইতেছে, শোকে সান্ত্বনা করিতেছে, সদনুষ্ঠানে মাতাইতেছে; স্বার্থনাশে প্রবৃত্ত করিতেছে। যতই ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সকল শক্তি প্রকাশিত হইবে ততই জগতের আশা বর্দ্ধিত ও বলীভূত হইবে। জগতের আশার বস্তু বঙ্গদেশে। মহর্ষি যে বঙ্গদেশকে সৌভাগ্যবান বলিয়াছেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? এ ধনের অবমাননা করিলে বঙ্গদেশের নাম ডুবিবে, গৌরব যাইবে, জগতের আশার চক্ষু আর এদিকে থাকিবে না।

ব্রাহ্ম বালকদিগকে রক্ষা কর।

মৃত্যুর তালিকা তুলনা করিলে দেখা যায়, শৈশবই জীবনের পক্ষে বিষম সঙ্কটের অবস্থা, শৈশবেই মৃত্যু সংখ্যা সমধিক। প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত আশঙ্কার কাল। কিন্তু একবার যৌবনে স্থির হইলে মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ, সমাজ জীবনেও তদনুরূপ। ব্রাহ্মসমাজ এখন শৈশব ও বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিতেছে। এখনও ইহার জীবনাশঙ্কা একেবারে দূর হয় নাই। এমন একদিন ছিল, যখন ব্রাহ্মসমাজের ভ্রূণাবস্থা, যখন ইহার অবয়ব সুন্দরভাবে বিকশিত হয় নাই। তখন যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে দেখিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা আর আমাদিগকে সে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে করিতে পারেন না। এখন এমন অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা দিয়াছে, যাহা পূর্ব্বে কখনও কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই; তখন ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজেরই অঙ্গীভূত ছিল, কিন্তু আজ কাল ইহার স্বতন্ত্র সত্বা হইয়াছে, ইহা দেশের মধ্যে একটী মহাশক্তি, হিন্দুসমাজ ইহার প্রতিকূলে আত্মরক্ষা করিতে সমস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের সঙ্কটের অবস্থা একেবারে চলিয়া যায় নাই। এ বিপদ বাহিরে তত নহে, যত অন্তরে। ব্রাহ্মসমাজ বলিতে এখনও যাঁহাদিগকে বুঝায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই হিন্দুসমাজ হইতে আগত। ব্রাহ্মসমাজে যে সমস্ত বালকবালিকা জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাঁহাদের উপরই ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। এবং এই সমস্ত বালকবালিকার ভবিষ্যত আমাদের হাতে। আমরা যেরূপে তাহাদের শিক্ষা বিধান করিতে সমর্থ হইব, তাহারাও সেইভাবে গঠিত হইবে। বালকবালিকাদের শিক্ষাই ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সুন্দরভাবে পূরণ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মসমাজের জীবন নিঃশঙ্ক, না হইলে বিশেষ দুর্গতি হইবার সম্ভাবনা।

আমাদের জীবন চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলি ও শক্তিরাজির দ্বারা নিয়মিত ও গঠিত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিই, তিনি যতই শক্তিশালী হউন না কেন, এই পার্শ্ববর্ত্তি শক্তির হাত এড়াইতে পারেন না, বাতাসের ন্যায় তাহা তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে পরিবৃত করিয়া রাখে। অল্প শক্তিশালী হইলে সম্পূর্ণভাবে এই শক্তির নিকট মস্তক অবনত করে, অন্যথা আপনার শক্তি দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাহা নিয়মিত করিতে সমর্থ হয়। বালকেরা এই শক্তির প্রতিকূলে আত্মশক্তি পরিচালনা করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। তাই তাহাদিগের শিক্ষা ও সঙ্গ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। এই নৈতিক-জড়তাপীড়িত দেশে ব্রাহ্মসমাজ যে গুরুতর সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা যে কিরূপ দুঃসাধ্য তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়। তাহাতে আবার পুরাতন সমাজ-দেহ গলিতকুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। গঠিত চরিত্র লোক এরূপ নৈতিক সংক্রামক রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন, কিন্তু অনুকরণপ্রিয় বালকবালিকাগণের উপায় কি? তাহাদিগকে এ সংক্রামক ব্যাধি হইতে বাঁচাইবার কি উপায় বিধান হইতেছে? বর্ত্তমান অবস্থায় বালিকাদের সম্বন্ধে আমরা কতক নিরাপদ, কারণ আমাদের বালিকারা যেখানে শিক্ষালাভ করে, সেখানে বাহিরের বালিকারা আসিলেও তাহাদের সংখ্যা ও বয়স নিতান্তই অল্প; সুতরাং বিপদের আশঙ্কাও অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কিন্তু বালকদের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহারা যে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে, তথায় তাহাদের সংখ্যা তুলনায় কিছুই নয় বলিলেই চলে। বাহিরের শক্তি দ্বারা তাহারা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই শক্তি দুর্নীতির পরিপোষক। এখন ব্রাহ্মগণ একবার ভাবিয়া দেখুন ইহার ফল কিরূপ হইবার কথা। এরূপ অবস্থায় আমাদের বালকেরা যদি কোন কোন স্থলে নীতির পন্থা পরিত্যাগ করে, তবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহার জন্য দায়ী কে? আর যদি আমাদের বালকেরা এইরূপই হইল, তবে এক কারয় ব্রাহ্মগণ যে সমাজ গঠন করিতে যাইতেছেন, তাহারই বা ভবিষ্যত কি? যে গুরুতর কর্ত্তব্যভার মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইলে হয়ত অবশেষে দেশব্যাপী নৈতিক সংক্রামক ব্যাধির সীমা হইতে দূরে রাখিয়া বালক বালিকাদিগের শিক্ষা বিধান করিতে হইবে। হয়ত তাহাদিগকে অন্ত

সমাজের বালক বালিকাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা আবশ্যক হইবে। এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলে স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, যেখানে শুদ্ধ ব্রাহ্ম বালক বালিকারাই ব্রাহ্ম শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের অধীনে শিক্ষা লাভ করিবে।

কিন্তু ইহা ব্যয় সাপেক্ষ! সে কথাকে অস্বীকার করিবে? তবে কি এ ব্যয় আমাদের সমাজ সঙ্কুলান করিতে সমর্থ নহে? অবশ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার হস্তস্থিত অর্থের কথা হইতেছে না, কারণ সে সমাজে অনেক হিন্দু সভ্য এখনও আছেন, কিন্তু এস্থলে সমাজ বলিতে Community বুঝিতে হইবে। আমাদের মধ্যে কি প্রকৃতই অর্থের অভাব? দরিদ্র লোক আমাদের মধ্যে অনেক আছেন, কিন্তু ধনী লোকেরই কি অভাব? তাহাও ত নহে। তবে অভাব কিসের? একটু কর্ত্তব্য বুদ্ধির অভাব, আর কি জন্য যে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়াছিলাম, সে বিষয়ে একটু বিস্মৃতি। আমরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছি, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, কোন প্রকার আরামের অভাব হইলেই যা কিছু চাঞ্চল্য, নইলে শান্তিতে বেশ এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে। ঘর বাড়ী করিতেছি, গাড়ী ঘোড়া হাঁকাইতেছি, দশ জনের মধ্যে এক জন হইতেছি, দিন দিন আমাদের মান সম্ভ্রম বাড়িতেছে। তবে আর ভাবনা কি? অভাব কিসের? আমরা যদি দেখিতে পাই কোন ব্যক্তি বালুকার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে, সুরম্য গৃহ সজ্জা ও আসবাবে গৃহ পূর্ণ করিতেছে, ও তাহারই মধ্যে পুত্র কলত্র লইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস করিতে যাইতেছে, তবে তাহাকে আমরা বাতুল বলি কি না? আমরাও কি তদনুরূপ কার্য্য করিতেছি না? যে বালক বালিকাগণ আমাদের ভবিষ্যতের অবলম্বন, আমাদের সমাজ গৃহের ভিত্তি, তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে এক প্রকার উদাসীন হইয়া কি আমরাও বালুকার উপর অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে যাইতেছি না? আমরা যদি ব্যয় বাহুল্য ভয়ে এই সমাজ ভিত্তি দৃঢ় না করিয়া সমাজের অট্টালিকা তুলিতে যাই, তাহা হইলে সুবিবেচক লোকে কি আমাদিগকে নিতান্ত অর্ব্বাচীন মনে করিবে না? আর যদি বুঝিয়া সমঝিয়া বালক বালিকাগণের শিক্ষা বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি কোথায় রহিল? আর যদি এ শৈথিল্য স্বার্থ প্রণোদিত হয়, আত্ম সুখে অন্ধ হইয়া সাধারণের মঙ্গলের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করে, তবে এতদপেক্ষা নিন্দনীয়, এত জঘণ্য কি হইতে পারে?

যাঁহারা কেবল আপন আপন সুবিধার কথা চিন্তা করেন, ব্যক্তিগত মঙ্গলকে সামাজিক মঙ্গল হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বিবেচনা করেন, তাঁহাদের সদাশয়তার কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের বিচক্ষণতারও প্রশংসা করিতে পারি না। জাহাজ ডুবিলে ডেকের ও কেবিনের আরোহীগণ একসঙ্গেই জল মগ্ন হয়। সমাজ যদি অধঃপাতে যায়, তাহা হইলে তাঁহারাও রক্ষা পাইবেন না। সুতরাং অগ্রেই সাবধান হওয়া আবশ্যক। সমাজ বৃহৎ ও স্থায়ী হইলে কেহ কেহ স্বার্থ চিন্তায় মন প্রাণ সমর্পণ করিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় নবীন সমাজে, যাহার চতুর্দ্দিকে এত আপদ বিপদ, যাহার ভবিষ্যত এখনও সুদৃঢ় নহে, সেখানে আপন আপন সুবিধা লইয়া ব্যস্ত হইলে সমূহ অকল্যাণের কথা। সকলে সকলের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত না হইলে আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার। "ব্রাহ্ম বালকদিগকে রক্ষা কর।"—এমন কাতর ধ্বনি কেন তুলিতেছি? নানা কারণে বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলির অবস্থা এরূপ হইতেছে, যাহাতে বালকদিগকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকিতে হয়, পাছে তাহারা মরণের পথে পদার্পণ করে। তাহারা মরণের পথে যাইতে পারে, ইহা যে কেবল কল্পনার বিষয় তাহা নহে, আমরা দেখিতেছি অনেক ব্রাহ্ম বালক মরণের পথে চলিয়াছে। যদি ব্রাহ্ম পরিবারে সেরূপ নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিত, গৃহের শিক্ষা যদি বাহিরের কুশিক্ষাকে বাধা দিতে পারিত, তাহা হইলেও অনেকটা রক্ষা ছিল। কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম পরিবারের পারিবারিক বন্দোবস্ত এখনও বালক বালিকার সংশিক্ষার অনুকূল নহে। যাহা হউক ত্বরায় ব্রাহ্ম বালকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইতে হইতেছে, নতুবা দুর্গতি ও দুঃখের সীমা থাকিবে না। ব্রাহ্মদিগের ঘরে ঘরে অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে। বিষয়টী অতিশয় গুরুতর, বারান্তরে আরও আলোচনা করা যাইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯২।

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারি বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠনের জন্য অধ্যক্ষ সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে বাবু আনন্দমোহন বসু, ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, বাবু শশিভূষণ বসু, বাবু উমাপদ রায়, বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাবু মধুসূদন সেন বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং প্রচারক মহাশয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ বাবু শশিভূষণ বসু কার্য্য নির্ব্বাহক সভার একজন অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ৫ পাঁচ জন কর্ম্মচারী সমেত মোট ১৮ জন সভ্য লইয়া এ বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে।

নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়মানুসারে গত বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাই কার্য্যসম্পন্ন করিয়াছেন। এই সময় মধ্যে পুরাতন কমিটির ৪টী সাধারণ ৬টী বিশেষ এবং নূতন কমিটির ৮টী সাধারণ অধিবেশন হইয়াছে।

গত ডিসেম্বর মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দ্বিষষ্টিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য একটী সব কমিটি গঠন পূর্ব্বক তাঁহাদের উপর উৎসবের সমস্ত আয়োজনের ভারার্পণ করেন। উৎসব কমিটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সহিত পরামর্শ করিয়া অর্থাদি সংগ্রহপূর্ব্বক মাঘোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। পর-

মেশ্বরের কৃপায় মাঘোৎসবের কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের যে কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকৃত হয়, তাহা তত্ত্বকৌমুদী এবং মেসেঞ্জার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ১৪ই মাঘ পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য হইবে এরূপ স্থির হইয়াছিল। তৎপর আবশ্যক বোধে ১৮ই মাঘ রবিবার পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিয়াছিল। এই কয়েকদিন মন্দিরে উপাসনা, প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা, বার্ষিক অধিবেশনের স্থগিত অধিবেশন এবং রবিবার উদ্যানসম্মিলন হইয়াছিল।

এবার মাঘোৎসবে ১১ই মাঘ রাত্রির উপাসনার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন—বাবু জগচ্চন্দ্র দাস, হরিপ্রসাদ সরকার, সতীশচন্দ্র রায়, প্যারীকান্ত মিত্র, ফকীরচাঁদ সাধু খাঁ, গৌরীনাথ বসু, তারাচাঁদ বেরা।

নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ মাঘোৎসবে আগমন পূর্ব্বক উৎসবে যোগদান করিয়া, আমাদিকে উৎসাহিত ও উপকৃত করিয়াছিলেন।

লাহোর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, গয়া, সেওয়ান (ছাপরা) হাজারিবাগ, গিরিধি, ময়ূরভঞ্জ, কাটিহার, পূর্ণিয়া, রামপুরহাট, মুর্সিদাবাদ, বোলপুর, নলহাটী, ধুলিয়ান, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, কাঁথি, চট্টগ্রাম, শিলং, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, রাজসাহি, রংপুর, নেলফামারি, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পাবনা, নওগাঁ, (রাজসাহী,) রসপুর, বানিবন জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর, মজিলপুর, হরিনাভি, শ্রীরামপুর, সাতক্ষীরা, কোন্নগর, হুগলি, বরাহনগর, নলধা, বাগআঁচড়া, চান্দুড়িয়া, জালালপুর, নারায়ণগঞ্জ, বজ্রযোগিনী, ভরাকর, মাণিকদহ, মাণিকগঞ্জ, কুমারখালি, খলিলপুর, জগন্নাথপুর চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারি উপাসনালয়ে বিশেষ উপাসনান্তে নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আপনাদিগের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহার্থে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও অনেকগুলি সব কমিটি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এবৎসর কোন কোন কার্য্যনির্ব্বাহার্থ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা আপন আপন বিভাগের কার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেন। এরূপ স্থির হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উদ্যোগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ সভ্যগণের একটী সভা আহূত হয়। তাহাতে অনেক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় বিশেষ আলোচনার পর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও জ্ঞানালোচনার জন্য তিনটী নূতন কার্য্যবিভাগ স্থাপিত হইবার প্রস্তাব স্থির হয়। আধ্যাত্মিক বিষয়ের উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে উপাসকমণ্ডলীর সহিত একযোগে কার্য্য করিতে হইবে, এরূপ স্থির হইয়াছে। এই বিভাগের উদ্যোগে গত ২৩এ ফাল্গুন রবিবার প্রাতঃকালে নিয়মিত উপাসনার পর "প্রকৃত উপাসনা কি" এ বিষয়ে আলোচনা হয়। বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বাঙ্গালায় এবং ডাঃ প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় ইংরেজিতে এবিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বিভাগের উদ্যোগে গত ৭ই চৈত্র শনিবার বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ বড়াল মহাশয়ের উদ্যান বাটীতে গমনপূর্ব্বক উপাসনা, আলোচনা ও সংকীর্ত্তনাদিতে উক্ত রাত্রি যাপন করা হয়। তৎপর দিন প্রাতঃকাল হইতে সংগীত, সংকীর্ত্তন পাঠ, উপাসনা ও আলোচনাদিতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত যাপন করা হয়। প্রতি মাসে এক এক বার এইরূপ আলোচনা ও উৎসব হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

সামাজিক বিষয় সকল আলোচনার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ সভ্যগণের ২টী অধিবেন হইয়াছে। সামাজিক কমিটি ইতিপূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষের শিষ্টাচার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত দুই সভায় সেই নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এবং আবশ্যক রূপ পরিবর্ত্তন ও সংশোধনান্তে অধিকাংশ নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। এই সকল নিয়ম সম্বন্ধে পুনরায় ১ মাস পরে আলোচনা হইবে। প্রতি মাসে এই বিভাগ হইতে এক এক বার সভ্যগণের সামাজিক সম্মিলন হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে।

জ্ঞানালোচনাবিভাগের বিশেষ কোন কার্য্য এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

গত মাঘোৎসবের সময় যে ব্রাহ্মসম্মিলন হয়, তাহাতে অনেকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হয়। নিম্নলিখিত প্রস্তাব কয়েকটী সম্বন্ধে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রতি ভার দেওয়া হয়।

(১) "আচার্য্যমণ্ডলীর মাসে অন্ততঃ একবার একটী করিয়া সভা হইবে। তাঁহারা বিগত তিন মাসের কার্য্য দেখিয়া আগামী মাসের কার্য্যপ্রণালী নির্ণয় করিবেন। প্রচারকগণ তিন মাসে একবার মিলিত হইবেন। তাহাতে আধ্যাত্মিক অভাব ও মফস্বল পরিদর্শনের ফল আলোচনা হইবে।"

(২) "নবাগত যুবকদিগকে দেখিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করা হউক যে তাঁহারা কোনও উপায় নির্দ্ধারণ করেন।"

(৩) "ব্রাহ্মপরিবারদিগের জন্য অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজ হইতে কোন একটী ফণ্ড স্থাপন করা যাইতে পারে কি না তাহার মীমাংসা করিবার ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে অর্পণ করা হউক।"

(৪) "স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্ম অন্ততঃ তাঁহার একমাসের আয় এদ্য হইতে ৫ পাঁচ বৎসরের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে প্রদান করিবেন। দেয় চাঁদা ইহা হইতে কর্ত্তিত হইবে না। এই অর্থ সংগ্রহের ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর থাকিবে।"

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উক্ত প্রস্তাব সকলের ১মটী সম্বন্ধে উক্ত রূপ কার্য্য করিবার জন্য প্রচারক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। এ বৎসরের জন্য মনোনীত আচার্য্যগণকেও উক্ত রূপ অনুরোধ করা হইবে। ২য় প্রস্তাবানুরূপ কার্য্য করিবার জন্য বর্ত্তমান বর্ষের গঠিত আধ্যাত্মিক বিভাগকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ৩য় বিষয় সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন

মীমাংসা হয় নাই। ৪র্থ প্রস্তাবানুরূপ কার্য্য করিবার জন্য বাবু সীতানাথ নন্দী, বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ এবং বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর অর্থ সংগ্রহের ভার অর্পণ করা হইয়াছে। তাঁহারা একখানি আবেদন পত্র দ্বারা সকলের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিতেছেন। এ সম্বন্ধে আবশ্যকানুরূপ অন্যান্য উপায়ও অবলম্বিত হইবে।

উক্ত সম্মিলনী সভায় অর্থ সংস্থান ও দারিদ্র্য নিবারণোদ্দেশ্যে দুইটী প্রস্তাব স্থির হইয়া দুইটী কমিটির উপর উপযুক্ত উপায় অবলম্বনের জন্য ভার দেওয়া হয়। উক্ত প্রস্তাব দুটী এই (১) "যৌথবাড়ী ভাড়া,(Co-operative)যৌথ দ্রব্যাদির ব্যবসা,সমবেত ভাবে কাপড় ধোয়ার ও শেলাইর ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে কি করা যাইতে পারে তাহা বিবেচনা করা। (২) "কর্ম্মে নিযুক্ত এবং যাঁহারা কোন কার্য্য করিতেছেন না এরূপ ব্রাহ্মগণের ও পদস্থ ব্রাহ্মনিয়োগকারীগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করা এবং ঐ তালিকা মুদ্রিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মগণের নিকট প্রেরণ করা।" এই দুই কমিটির কার্য্যবিবরণ পাওয়া যায় নাই।

সুসংবাদ—মাঘোৎসবের পর বাবু সীতানাথ নন্দী এবং বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা যদিও বর্ত্তমানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন নাই, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের সহায়তা করাই যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য তাহা জানা গিয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভ হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কয়েক জন ব্রাহ্ম বন্ধুকে লইয়া একটি ব্রাহ্ম ওয়ার্কার দল গঠন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি কার্য্যের প্রতি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সহানুভূতি প্রার্থনা করায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অন্তঃকরণের সহিত তাঁহাকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

প্রচার—এ বৎসর প্রচারক মহাশয়দিগের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কার্য্যক্ষেত্র নির্ণয় সম্বন্ধে প্রায় তাঁহাদের নিজ প্রস্তাবানুসারেই কার্য্য করা হইয়াছে। এ বৎসর নিম্নলিখিত রূপ কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—উত্তরবাঙ্গালা ও আসাম। বাবু শশিভূষণ বসু কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান এবং উড়িষ্যা। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পশ্চিম বাঙ্গালা, বেহার এবংউত্তর পশ্চিম প্রদেশ। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—বৎসরের প্রথম ৬ মাস কলিকাতায় থাকিয়া কার্য্য করিবেন। পরে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে গমন করিবেন।

বর্ত্তমান বর্ষে প্রচারক মহাশয়গণ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে দলবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে গমন পূর্ব্বক সংকীর্ত্তন ও ব্যাখ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলে কার্য্যের সুবিধা হয়। তদনুসারে একটী দল সংগঠিত হইয়াছে। এই দলের অনেকে কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থলে কয়েকদিন সংকীর্ত্তন ও ব্যাখ্যাদি করিয়াছেন।

এ বৎসর প্রচারক মহাশয়গণ স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা বৎসরের মধ্যে একমাস কাল কোন নির্জ্জন স্থানে একত্রে যাপন করিবেন। বর্ত্তমান বর্ষে জুলাই মাসে তাহারা এরূপে সম্মিলিত হইবেন এরূপ স্থির হইয়াছে।

নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে প্রচারক পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। মেদিনীপুর, কাঁথি, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, রামপুরহাট, বরাহনগর, শিবপুর, কোন্নগর, হরিনাভি, বাগআঁচড়া, চুয়াডাঙ্গা, বরিশাল, বাগেরহাট।

নিম্নলিখিত রূপে গত তিন মাস প্রচার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু—মাঘোৎসবের পর শরীর অসুস্থ হওয়ায়, ১৫ই ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। উক্ত সময় হইতে নিম্নলিখিতরূপে কার্য্য করিয়াছেন। কলিকাতার ছাত্রোপাসক সমাজে মধ্যে মধ্যে উপাসনা ও আলোচনাদি করেন। রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ে সময়ে সময়ে শিক্ষা দান করেন। সিটি কলেজ গৃহে কয়েকটী বন্ধুর সহিত নিত্য কিছু দিন উপাসনাদি করেন। কিছুদিন হইতে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং বেলেঘাটা, নারিকেলডাঙ্গা, উল্টাডিঙ্গি, মাণিকতলা ও শ্যামবাজারে ৬টি বক্তৃতা করিয়াছেন।

মফস্বল বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন। তথায় উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "সত্যের বল" "উদারতা ও প্রেম" এবং সাধারণ লোকদিগের জন্য "বৈরাগ্য ও বিশ্বাস" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস—মাঘোৎসবের কয়েক দিন পূর্ব্বে মফস্বল হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। এবং উৎসব শেষ হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত কলিকাতাতেই থাকেন। মাঘোৎসবের সময় কয়েক দিন আচার্য্যের কার্য্য করেন, উপদেশ দেন এবং প্রকাশ্যে বক্তৃতা করেন। তৎপর প্রায় প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে পারিবারিক উপাসনাদি করেন, এবং সমাজেও উপাসনাদি করেন। নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রে বাহির হইবার পূর্ব্বে একবার চুয়াডাঙ্গায় গমন করেন। সেখানে উপাসনাদি করেন, "ঈশ্বর লাভের উপায় কি?" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। এখানে প্রায় সপ্তাহ কাল থাকিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তৎপর বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন। সেখানে উৎসব উপলক্ষে পারিবারিক ও সামাজিক উপাসনা করেন। তৎপর শিবপুর প্রার্থনাসমাজের উৎসবে যান। সেখানে উপাসনা এবং পাঠাদি করেন এবং "বঙ্গকল্যাণ" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। তৎপর কার্য্যক্ষেত্রে বাহির হইবার সময় রামপুরহাটব্রাহ্মসমাজের উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। সেখানে সমাজে এবং পরিবারে উপাসনা এবং আলোচনাদি করেন। এখান হইতে নলহাটীতে যান। তথায় সমাজে উপাসনা করেন, এখান হইতে মুর্শিদাবাদে গমনপূর্ব্বক সমাজে ও পরিবারে উপাসনাদি করেন এবং জুবীলিহলে "প্রবৃত্তিজয়" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। এখান হইতে পুনরায় নলহাটীতে আগমন পূর্ব্বক পারিবারিক উপাসনাদি করেন। এখান হইতে সাহেবগঞ্জে যান,তথায় একটী বন্ধুর গৃহে উপাসনাদি

করেন, এখান হইতে কাটীহারে গমন করেন, তথায় বন্ধুদিগকে লইয়া উপাসনাদি করেন। সম্প্রতি দিনাজপুরে অবস্থিতি করিতেছেন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—নিমতা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা করেন।

কলিকাতা।—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মাঘোৎসব উপলক্ষে, দুইটি বক্তৃতা করেন। প্রথমটি "অবতার বাদ" এবং দ্বিতীয়টি "যীশুর চরিত্র ও উপদেশ" বিষয়ে। ছাত্রসমাজের অধিবেশনে "পৌত্তলিকতা ও ব্রহ্মসাধন" বিষয়ে আর একটি বক্তৃতা করেন। মাঘোৎসব উপলক্ষে, দুই দিবস উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। ইহা ভিন্ন অন্য সময়ে মন্দিরে দুই দিবস উপাসনা ও উপদেশ, কোন ব্রাহ্মের বাটীতে একজন যুবার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য এবং কোন ব্রাহ্মের বাটীতে একটি ব্রাহ্মবিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। কোন ছাত্রাবাসে প্রার্থনা ও আলোচনা করেন।

মেদিনীপুর।—মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উৎসব উপলক্ষে তিন বেলা উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন, এবং একটি ভদ্র লোকের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা উপলক্ষে বিশেষ উপদেশ প্রদান করেন। ইহা ভিন্ন অন্য সময়ে উক্ত স্থানে দুই দিবস উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন, পাহাড়ীপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য, ও কোন ব্রাহ্মের বাটীতে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে উপাসনা, মেদিনীপুর সাধারণ পুস্তকালয়ে "জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, "ধর্ম্মের খোসা ও শাঁস" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন এবং একদিন গোপগিরিতে উপাসনা করেন।

রামপুর হাট।—উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ, উৎসবের দিন উপাসনা ও উপদেশ এবং সম্পাদকের ভবনে "জ্ঞান ও ভক্তি" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।

ইহা ভিন্ন, কলিকাতা ও মফঃস্বলে ব্রাহ্ম ও অন্যান্য লোকের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা, ধর্ম্মবিষয়ে পুস্তক রচনা করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—জানুয়ারী মাসের অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকিয়া মাঘোৎসবের সময় উপাসনা, উপদেশ প্রদান এবং বক্তৃতাদি করিয়াছেন। ফেব্রুয়ারি মাসে তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদন, ছাত্রসমাজে বক্তৃতা, মন্দিরের সামাজিক উপাসনা ও বালিগঞ্জের পারিবারিক সমাজের উপাসনা প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার কোন কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া পাঠ ব্যাখ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। মার্চ্চমাসে ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিয়াছেন। একজন ভদ্র লোকের ভবনে পাঠ ও প্রচার করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন একবার বাঘআঁচড়া গ্রামে একটী শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় ২ দিন থাকিয়া বাঘআঁচড়ার ব্রাহ্মদিগকে লইয়া তথাকার মন্দিরে উপাসনাদি করেন। এক্ষণে ব্রাহ্মওয়ার্কার দল গঠনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের জন্য তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় ময়মনসিংহ, ঢাকা এবং মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে প্রচার করিয়াছেন। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাঘোৎসবের সময় কলিকাতায় আগমন করেন এবং মাঘোৎসবের সময় কোন কোন স্থানে বক্তৃতা করেন। খাসিয়া ভাষায় ব্রহ্মসংগীত প্রকাশের জন্য কিছুকাল এখানে অবস্থিতি করেন। তৎপরে শিলংএ গমন পূর্ব্বক তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ মাঘোৎসবে এখানে আগমন করেন। এবং মন্দিরে একদিন হিন্দীতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। একদিন কবিরের জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং বাহিরের কোন কোন স্থানে বক্তৃতা করেন। এখন তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিয়া আপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী, বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু কালীমোহন দাস, বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাশয়গণ নানা প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ৪ঠা এপ্রেল মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয়ের পত্নীর শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে বড়ুয়া মহাশয় নিম্নলিখিত দানগুলি করিয়াছেন,—

সাঃ ব্রাঃ সমাজের স্থায়ী প্রচার ফণ্ড	৫০৲
ব্রাঃ বাঃ শিক্ষালয়	১০৲
ব্রাঃ বাঃ বোর্ডিং	১০৲
ব্রাঃ ওঃ সেল্টার	১০৲

বিগত ৭ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার বঙ্গমহিলা সমাজের একটী সায়ং-সমিতি হইয়াছিল। প্রায় চল্লিশটী ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ণিয়াতে একটি ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বে ছিল, কিন্তু কিছুকাল পর্য্যন্ত স্থানীয় লোকের অনুরাগের অভাবে সমাজটি উঠিয়া যায়। সম্প্রতি সাঃ ব্রাঃ সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় তথায় যাইয়া সে সমাজটি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এক্ষণে স্থানীয় ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগীগণ একটু প্রাণের যত্ন করিলেই সমাজটি স্থায়ী হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ করিতে পারে।

বালকদিগের জন্য যে বোর্ডিংটি খুলিবার কথা ছিল, তাহা বিগত ৪ঠা এপ্রেল সোমবার খোলা হইয়াছে। ৩টি বালক এ পর্য্যন্ত বোর্ডিংএ আসিয়াছে। এখন মফস্বলস্থ বন্ধুগণ স্বীয় বালকগণকে পাঠাইলেই বোর্ডিংটি সুচারুরূপে চলিতে পারে, এবং সমাজেরও কল্যাণ হয়। ব্রাহ্মবালকদিগের সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকিলে কোন ক্রমেই চলিতেছে না। আমরা যে সমস্ত জীবনের উচ্চ আদর্শ দেশে প্রচার করিতে যাইতেছি, ব্রাহ্ম

বালকগণ সহপাঠী হিন্দু-বালকগণের সংস্পর্শে আসিয়া, হিন্দু-বালকগণের শ্লেষোক্তির ভয়ে ভীত হইয়া, তাহারই প্রতিকূল মত পোষণ করিতেছে। এরূপে ঘরের ঢেঁকী কুমীর হইলে যে কি সর্ব্বনাশ হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

আমরা মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের, মৌথার (শিলং) ব্রাহ্মসমাজের ও শিলং ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের বিবরণ পাইয়াছি। মেদিনীপুর সমাজের উৎসব ১লা ও ২রা ফাল্গুন এবং শিলং সমাজের উৎসব ১৭ই জানুয়ারী হইয়াছিল। এত দীর্ঘকাল পরে বিবরণ প্রকাশ হইলে পাঠকগণের প্রীতিকর না হইবার কথা, তজ্জন্য বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করা হইল না। পত্রপ্রেরক মহাশয়দের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু সময় থাকিতে বিবরণ প্রেরণ করেন।

বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী শ্রীহট্টনিবাসী, শিলঙ্গের জেইলার শ্রীযুক্ত বাবু সনৎকুমার দাস মহাশয়ের প্রথমা কন্যার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালিকাটির নাম স্নেহলতা রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে সনৎ বাবু ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিংএ ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পাবনার অন্তর্গত হাসামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র গুহের বিবাহের কথা জ্ঞাপন করিয়াছি। তিনি বিবাহোপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজের প্রচার ফণ্ডে ২৲ দুই টাকা, ব্রাঃ বালিকা বোর্ডিং ও স্কুলে ২৲ টাকা, ও দাতব্য ফণ্ডে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ৩রা এপ্রিল রবিবার সকালে ব্রাহ্মওয়ার্কস্ সেল্‌টারের ভিক্ষার ঝুলি ব্রাহ্মগৃহস্থগণের গৃহে গৃহে প্রেরিত হইয়াছিল। ঝুলিতে প্রদত্ত দান পঞ্চাশ টাকার কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সফলোদ্দেশ্যে যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে ব্রাহ্মসাধারণের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকৃষ্ট হইলেই সকল কার্য্যই শুভফলপ্রদ হইতে পারে।

বিগত ৯ই এপ্রিল সন্ধ্যার পর ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর অভাব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক ও দেশ প্রচলিত সমাজ বিধির মধ্যে বিসম্বাদী ভাব থাকাতে ইংরাজি শিক্ষালব্ধ লোকের জীবনে এক দ্বৈধ ভাব দেখা যাইতেছে। তাহাতে নানাবিধ নৈতিক অবনতি হইতেছে। ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবন নিতান্ত মলিন হইয়া যাইতেছে। ছাত্র সমাজের কার্য্য গ্রীষ্মাবকাশের জন্য আপাততঃ স্থগিত রহিল।

বিগত ১০ই এপ্রিল রবিবার সকালে সাঃ ব্রাঃ সমাজের উপাসনালয়ে উপাসনার পর ব্রাহ্মবালক বালিকাগণের শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্ত বাবু মথুরামোহন গাঙ্গুলী মহাশয়দ্বয় আলোচনা করিয়াছিলেন।

বিগত ৮ই এপ্রিল রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অভিভাবকগণের একটি সভা আহ্বান করেন। অনেকগুলি ভদ্রলোক ও মহিলা সভায় উপস্থিত থাকিয়া নানা আলোচনা করিয়াছিলেন।

বাবু শশিভূষণ বসু কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী যে সকল স্থানে সম্প্রতি বক্তৃতা করিয়াছেন, পুনরায় তিনি সেই সকল স্থান পরিদর্শন করিতেছেন। তিনি গত ৩১শে মার্চ্চ বেলেঘাটা ও ৬ই এপ্রেল মানিকতলায় বক্তৃতা করিয়াছেন। শেষোক্ত স্থানে অনেক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। শশী বাবু নানা রূপ সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা সংসার আসক্তির বিষময় ফলের বিষয় উল্লেখ করেন, এবং পরমেশ্বরের উপর নির্ভর না করিলে, যে কুত্রাপি শান্তি হয় না, তাহা বর্ণনা করেন। বক্তৃতার পর যখন কৈলাস বাবু এবং শশি বাবুও কতিপয় উৎসাহী বন্ধু সংগীত আরম্ভ করেন, চন্দ্রের সুবিমল জ্যোৎস্নায় তখন চারিদিক আলোকিত হইয়াছিল। উপর্য্যুপরি ৩।৪টী সংগীত হইল, এবং যে পর্য্যন্ত আমাদের বন্ধুগণ স্থান পরিত্যাগ না করিলেন, সে পর্য্যন্ত অনেকেই স্থির হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। মাণিকতলার স্থানীয় ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের কার্য্যের সাহায্য করিয়াছিলেন।

দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর নবজাত তৃতীয় পুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে গত ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মোপাসনা ও সংকীর্ত্তন হইয়া প্রীতিভোজন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং ত্রৈলোক্য বাবু নিজে সময়োপযোগী একটী প্রার্থনা করেন। বিগত ৫ই জানুয়ারি তারিখে শিশুটী জন্মগ্রহণ করে।

নারায়ণগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসন্ন বসু মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"নারায়ণগঞ্জ একটী সবডিভিসন হইলেও ইহা পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ বন্দর। ইহার লোক সংখ্যা বিশ হাজার। একমাত্র ঢাকা ব্যতীত পূর্ব্ববাঙ্গালার আর কোন সহরে এত লোকের বসতি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন একটী স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের, কি ব্রাহ্মসাধারণের এ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। বৎসরাধিক হইল এখানে একটী ক্ষুদ্র উপাসকদল গঠিত হইয়াছে, এবং উপাসনার জন্য একখানা সামান্য গৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ হইতে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রচারক আসিয়া এখানে উপাসনার কার্য্য করেন। সম্প্রতি মাসাধিক হইল

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর প্রচারক বাবু মনোরঞ্জন গুহ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সপরিবারে এখানে আছেন। ইতিমধ্যে তিনি এখানে দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রতি বৃহস্পতিবার সামাজিক উপাসনায় বেদীর কার্য্য করিতেছেন এবং প্রতিদিন তাঁহার বাড়ীতে কয়েকটী উপাসক মিলিয়া নাম সাধন ও কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। মনোরঞ্জন বাবুর একটী সন্তানের ওলাউঠা হওয়ায় এই দৈনিক মিলন মাঝে কিছুদিন বন্ধ ছিল। বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বুঝা যায় যে কিছু দীর্ঘকাল কোন প্রচারক এখানে কার্য্য করিলে ক্রমশঃ সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমানে উপাসকগণ একটী স্বতন্ত্র স্থান লইয়া একখানা টীনের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণের জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন, এজন্য কিছু কিছু অর্থও সংগ্রহ হইয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ সংগ্রহ হইতে এখনও অনেক বাকি। সদাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগীগণ যদি কৃপা করিয়া কিছু কিছু সাহায্য করেন, তবে অনায়াসে এ কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে।"

প্রেরিত পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদীর গ্রাহক এবং ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও হিতাকাঙ্খী মহোদয়গণ সমীপেষু

বিনীত নিবেদন,

বাগ আঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ ২৯ বৎসরের। তথায় ৩০টী দরিদ্র ও অশিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবার আছেন, বালক বালিকা লইয়া এক শতের ন্যূন হইবে না। ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত তাঁহাদিগের আর স্থান নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় দুই বৎসর কাল বাস করিয়া তাঁহাদিগের অভাব ও দুরবস্থা স্বচক্ষে আমি যাহা কিছু দর্শন করিয়াছি, আপনারা অন্যের মুখে শুনিয়া অথবা কেহ কেহ ২।৪ দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া যাহা কিছু অবগত হইয়া থাকিবেন তুলনায় তাহা অতি অল্পই হইবে। এই পরিবারগুলির অন্যান্য অনেক অভাবের কথা উল্লেখ না করিয়া, কেবল মাত্র প্রার্থনা করি যাহাতে এই সমাজের বালক বালিকাগণ একটু শিক্ষালাভ করিতে পারে, এবং তাঁহাদিগের পিতা মাতা ও অভিভাবকগণের যাহাতে একটু ধর্ম্মে মতি হয় আপনারা এই ব্যবস্থাটা করিয়া দিন। তথাকার ব্রাহ্ম-মিশন-সংস্পৃষ্ট-উপাসনালয় ও শিক্ষালয় নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্যহেতু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধনাধ্যক্ষ বাবু গুরুচরণ মহলানবীশ মহাশয়কে নং ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় সত্বর কিছু কিছু অর্থ প্রেরণ করত উপরোক্ত ৩০টী ব্রাহ্ম পরিবারকে এবং আমাকেও বাধিত ও উপকৃত করিবেন।

অনুগত

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়

ব্রাহ্ম প্রচারক।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ১৮৯১ সালে চাঁদা দান করিয়া অনেক নিরাশ্রয় লোকের দুঃখ মোচনের সহায়তা করিয়াছেন।

বাবু গোপালচাঁদ বসু কলিকাতা ১১৲; শ্রীযুক্তা পূর্ণময়ী দাস পূর্ণীয়া ১০৲, বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী, সম্পাদক, শীলং ব্রাহ্মসমাজ ১১৸৵০, গৌরনাথ রায় কাকীনিয়া ২৲, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাকিনীয়া ১৲, অনাথ বন্ধু রায় কাকিনীয়া ১৲, গগণ চন্দ্র ঘোষ কাকিনীয়া ১৲, কালীপ্রসন্ন বসু কলিকাতা ১৲, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলিকাতা ১০৲, রাধাগোবিন্দ সাহা কুমারখালী ১২৲, বিপিন বিহারী দত্ত কলিকাতা ১৲, বিহারী লাল মল্লিক কলিকাতা ১৲, শশীভূষণ সেন কলিকাতা ১৲, গোপালচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা ১৲, কেদারনাথ মিত্র কলিকাতা ৩৲, বিপিন বিহারী রায় মানিক দহ ১০৲, শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান, বাবু কেদার নাথ রায় (সিঃ এস) ৫৲, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র কলিকাতা ভ্রাতৃ বধুর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৫৲, পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ২৫৲, ৺শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৫৲, ৺কালীকুমার ঘোষ মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৫৲, ৺কালীনাথ দে মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৫৲, শ্রীমতী কাদম্বিনী মণ্ডল ১৲, বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রক্ষিত ২৲, জয়কৃষ্ণ মিত্র ২৲, ৺কানাইলাল পাইন মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ২৲, পুরীস্থ কয়েক জন ভদ্রলোক মাঃ বাবু পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৪৲, বাবু অভয়াচরণ মল্লিক কলিকাতা ১১৲, নন্দলাল সেন কলিকাতা ২৲, রাখাল চন্দ্র সেন কলিকাতা ১৲, যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী কলিকাতা ৫৲, বাবু নন্দকুমার চৌধুরী কলিকাতা ২৲, যদুনাথ ঘোষ কলিকাতা ৩৲, বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲, প্রিয়নাথ দের বাটীর ঝির দান ১৲, একটী মহিলা মাঃ আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৲, মুন্সি এমাহদ্দিন কলিকাতা ৫৲, বাবু কালীকান্ত রায় চৌধুরী কলিকাতা ৷৷০, কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী গৌরীপুর ২৫৲, বাবু কানাইলাল সাহা তিল্লি ৷৷০, রায় বিপিন কৃষ্ণ বসু বাহাদুর নাগপুর ১০৲, ভুবন মোহন ঘোষ কলিকাতা ।০, ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্ত্তী দারজিলিং ৵০ ভগবান চন্দ্র দত্ত ২৲, শুভকর্ম্মের দান বাবু কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত কলিকাতা ১০৲, নীলমনী ধর কলিকাতা ২৲,

মোট ২২৪৵০—

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ দাতব্য বিভাগের সম্পাদক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৩০ চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১লা বৈশাখ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
২য় সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ বুধবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষ।

তৃষিত পথিক চলে মরুর প্রান্তরে,
ছিন্ন তনু, অবসন্ন প্রাণ ;
কোথা ঝীল, কোথা জল, ব্যাকুল অন্তরে
চারিদিকে করিছে সন্ধান।

গগনে বাড়িছে বেলা ; অগনি বরষে ;
উড়ে ধূলি ঘন ঘনাকার ;
হা জল হা জল-চিত্ত ; বিষাদে বিরসে
পদদ্বয় উঠেনাক আর।

কতই করিছে আশা, কতই নিরাশা,
মরীচিকা পথ ভুলাইছে ;
নিরাশে ডুবিছে মন ; বাড়িছে পিপাসা !
দিবামাঝে আঁধার দেখিছে !

বসিবে যে তরুছায়ে, কোথা বা সে ছায়া,
হেথা সেথা বিটপি যা আছে,
মারব পবনে দগ্ধ জীর্ণ শীর্ণ কায়া,
জীয়ন্তেতে যেন মরিয়াছে।

না বসে সে শাখে পাখী, নাহি পুষ্প, ফল,
নাহি পত্র নয়ন-রঞ্জন !
না বসে পথিক তলে, সে তরু কেবল
বাড়াইছে সে দৃশ্য ভীষণ !

হেন কালে দূরে দেখে ঘন পত্রাবৃত
তরুরাজি শ্যামল নিবিড়,
উড়িছে বসিছে কত বিহগ নিয়ত,
যেন কত বাঁধিয়াছে নীড় !

বাঁচিল পথিক ; ভাবে, আছে জলাশয়,
আছে নদী ও তরুর তলে ;
জলপার্শ্ব বিনা তরু এমন কি হয়,
এমন কি সাজে পত্র ফলে ?

তাই বটে, তাই বটে, বাড়ায় সে গতি,
ছিন্ন তনু বহিয়া ছুটিছে ;
আশার আনন্দে দৃষ্টি নাহি পথ প্রতি,
প্রতি পদে বিষাদ টুটিছে।

তাই বটে, তাই বটে, ওই সে পৌঁছিল ;
দেখে নদী কল নিনাদিনী ;
আনন্দ ধরে না প্রাণে ; সে ছায়ে বসিল,
বহে নদী মৃদু প্রবাহিণী।

পাণি-পাত্রে পিয়ে বারি ঘুচিল পিপাসা ;
শ্রান্ত দেহে আসিল চেতনা ;
হৃদে উপজিল বল, টুটিল নিরাশা,
নব শক্তি পাইল সে জনা।

প্রভু হে জীবন তরু ও জলের পাশে
এইরূপে দেও হে রোপিয়া,
সংসার-পথিক শ্রান্ত শান্তি-ছায়া আশে
তার তলে বসুক আসিয়া।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

টাকা কোথা হইতে আসিবে ?—সকল প্রকার ভাল কাজের সূচনা হইলেই সর্ব্বাগ্রে এই প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হয়, টাকা কোথা হইতে আসিবে ? একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রের সম্পাদক এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দেখাইয়াছেন যে সম্প্রতি ইংলণ্ডের কয়লার খনির চারি লক্ষ শ্রমজীবী যে ধর্ম্মঘট করিয়া এক সপ্তাহের জন্য কার্য্য বন্ধ করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা ঐ সপ্তাহে নিজেদের প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার বেতনের ক্ষতি করিয়াছে। মনে কর কোনও ভাল কাজে যদি সমুদয় শ্রমজীবী লোক এক বাক্যে নিজেদের এক সপ্তাহের আয়ের অর্দ্ধেক দিতে কৃতসংকল্প হয়, তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা উঠিতে পারে। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে বর্ষে বর্ষে

ইংলণ্ডের লোকে সুরাতে ১,৪০০,০০০/০০০ টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। যদি সকল লোকে একবাক্যে এইরূপ স্থির করে যে সুরার জন্ম প্রতি সপ্তাহে যে ব্যয় হয়, তাহার অর্দ্ধেক বাঁচাইয়া কোনও ভাল কার্য্যে দিবে, তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে কত লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। ফল কথা এই যে লোকে যদি কোনও কার্য্যে বাস্তবিক মনোযোগী হয়, এবং তজ্জন্য কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে যদি ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে কোনও না কোনও বিষয়ে ব্যয় সংকোচ করিয়া যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতে পারে। আমরা ব্রাহ্মদিগের দারিদ্র্যের জন্য সর্ব্বদাই দুঃখ করিতেছি। আমরা অতি দরিদ্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আমরাই যদি একহৃদয় হইয়া কোনও সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে অর্থের অভাবে কার্য্যের ক্ষতি হয় না। সদনুষ্ঠানে অনুরাগ ও একতাপ্রবৃত্তি—এই দুইটী জিনিসেই কার্য্য হইতে পারে।

মিলনের ভূমি।—কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই ইংলণ্ডের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানদিগকে কোনও প্রকার কার্য্যে মিলিত করা এক প্রকার দুষ্কর ব্যাপার ছিল। যাহার সহিত ধর্মমতের কোনও সংস্রব নাই, যাহাতে যোগ দিলে কাহারও ধর্ম্ম বিশ্বাসের কোনও ব্যাঘাত হয় না, এরূপ কার্য্যেও তাঁহাদিগকে সম্মিলিত করা কঠিন ছিল। কিন্তু বিগত বর্ষ হইতে অনেক স্থলে এক নূতন আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণের হিতকর কার্য্যে সমুদায় সম্প্রদায়কে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। অনেক সহরে এই নূতন প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, পাপ ও দুর্নীতি নিবারণ বিষয়ে, দরিদ্রজনের রক্ষা ও সাহায্য বিষয়ে, ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে আবার রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট কি? মেথডিষ্ট বা থিষ্টের প্রভেদ কি? তাহা সকলেরই কার্য্য ও তাহাতে সকলেরই সমবেত হওয়া আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ বিষয়ে সভ্য জগতের গতি সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিগত কয়েক শতাব্দীতে লোকের ব্যক্তিত্ববুদ্ধি প্রবল হওয়াতে ধর্ম্মসম্প্রদায় সকল দিন দিন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; প্রত্যেকেই অপর হইতে দূরে থাকিয়া কার্য্য করিতে ভালবাসিত; যে সকল বিষয়ে স্বচ্ছন্দে মিলিত ভাবে কার্য্য করা যায়, সে সকল বিষয়েও মিলিত ভাবে কর্ম্ম করিতে চাহিত না; সকলেরই মনে এই ভয় ছিল, সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে গেলে পাছে প্রত্যেকের স্বাধীনতার ও ব্যক্তিত্বের ব্যাঘাত হয়; কিন্তু এই দীর্ঘকালের পরীক্ষাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহারা যে পরিমাণে কার্য্য করিতেছেন, সম্মিলিত হইলে তদপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে পারেন। এই বুদ্ধি প্রবল হওয়াতে এত দিনের পর সম্মিলনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বাহিরের লোকের শ্রদ্ধার ত্রুটি হইল কেন? আমাদিগকে যদি কেহ এই প্রশ্ন করেন, আমরা তাহার উত্তরে বলি—দুই কারণে; প্রথম ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অগ্রণী ব্যক্তিগণ ইহার আদর্শকে স্থির রাখিতে পারেন নাই, এক সময়ে যাহা প্রচার করিয়াছেন, অপর সময়ে নিজেরাই তাহা বর্জ্জন করিয়াছেন। ইহাতে স্বভাবতঃই লোকের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে সার কিছু নাই, তাহা না হইলে বিশ,পঁচিশ বৎসর ইহার প্রচার ও সেবা করিয়া উহার প্রচারকগণ ইহাকে বর্জ্জন করিলেন কেন? দ্বিতীয় কারণ, ব্রাহ্মদিগের দলাদলি। আমরা ভিতরে সামান্য সামান্য কারণে পরস্পরের সহিত কাটাকাটি করিতেছি, বাহিরের লোক হাসিতেছে ও পরস্পরকে বলাবলি করিতেছে, ইহার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহাতে সকলকে টানিয়া বাঁধিয়া রাখে, অন্যকে আর মারিতে হইবে না, নিজেরাই মারামারি করিয়া মরিতেছে। এই দুইটী কারণেই জনসাধারণের চিত্তে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি হ্রাস হইয়া যাইতেছে। বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও একতা—এই উভয় ভাব বর্দ্ধিত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা অপনীত হইবে না।

এক নূতন বিপদ—বয়ঃপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম যুবক ও যুবতীদিগের জন্য ছাত্র-সমাজ আছে। তাহাতে সপ্তাহে সপ্তাহে যে উপদেশ হয় ও মধ্যে মধ্যে যে আলোচনা সভা, সায়ং সমিতি প্রভৃতি হইয়া থাকে তাহাতে তাহাদের অনেক উপকার হইয়া থাকে। ষোড়শ বর্ষের নিম্ন বয়স্ক বালকবালিকার জন্য মহিলাদের রবিবাসরিক নীতি-বিদ্যালয় আছে, সেখানে সপ্তাহে সপ্তাহে তাহাদিগকে সমবেত করিয়া উপদেশাদি দেওয়া হয়, তদ্দ্বারা তাহাদের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে চক্ষু রাখা হয়। কিন্তু ষোড়শ হইতে বিংশতি বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মবালকদিগের জন্য কেহই কিছু ভাবিতেছেন না, বা করিতেছেন না। এমন কি এরূপ বয়স্ক কতগুলি ব্রাহ্মবালক বাড়িতেছে ও তাহারা কি ভাবে দিন যাপন করিতেছে, কিরূপ সঙ্গে মিশিতেছে ও কি ভাব পাইতেছে, তাহার সংবাদ আমরা কেহ রাখি না। এ কথা সত্য, তাহাদিগকে দেখিবার ভার তাহাদের পিতামাতার উপরে। কিন্তু বালকদিগের চরিত্রের উপরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, এমন মাতা আজিও ব্রাহ্মসমাজে অধিক দেখা দেন নাই, সুতরাং তাহাদের চরিত্র গঠন ও শাসন সম্বন্ধে মাতাদিগের দ্বারা বিশেষ সাহায্য হইতেছে না। ব্রাহ্মপিতাগণকেও সংসারের চিন্তায় ও ব্রাহ্মসমাজের নানা কার্য্যে লিপ্ত হইয়া এত ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে যে তাঁহারাও বালকদিগের গতি বিধির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে পারিতেছেন না। ওদিকে স্কুলে তাহারা এমন সকল বালকের সহিত মিশিতেছে যাহারা কুৎসিত আলাপ ও কুৎসিত আচরণের দ্বারা তাহাদের নীতি ও চরিত্রকে কলুষিত করিয়া দিতেছে। এ বিপদ হইতে ব্রাহ্মবালকদিগকে রক্ষা করিবার উপায় কি? ত্বরায় ইহার কোনও প্রকার উপায় অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। কলিকাতার ব্রাহ্মবালকদিগকে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিয়া নীতি উপদেশ, জ্ঞান চর্চ্চা ও নির্দ্দোষ আমোদ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রত্যেকে যাহা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, আমাদের মধ্যে কয়েক জন পুরুষ ও মহিলার সেই কার্য্য সাধনের ব্রত লওয়া আবশ্যক। এরূপ ব্রত লইতে পারেন এরূপ ব্যক্তি কি আমাদের মধ্যে নাই?

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন—যখন কোন রাজবিধি প্রণয়ন হয় তখন প্রধান প্রধান চিন্তাশীল সদস্যগণ বিচক্ষণতার সহিত প্রথমে তাহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। সংবাদপত্র সমূহ তাহার মর্ম্ম দেশময় প্রচার করেন, কিন্তু সেই নিয়ম ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া সাধারণের নিকট বিবেচিত হইলেও সেই পর্য্যন্ত কেহ তাহা লঙ্ঘন করিতে ভীত হয় না, যে পর্য্যন্ত সেই বিধান রাজ-স্বাক্ষর যুক্ত হইয়া সাধারণে প্রচারিত না হয়। আগে যাহা কেবল একটী ভাল মত ছিল, রাজার স্বাক্ষরে তাহা আইন হইল। আগে যাহা লঙ্ঘন করিলে ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল, এক্ষণ তাহা লঙ্ঘন করিলে সাক্ষাৎ দণ্ড অবশ্যম্ভাবী হইল। বস্তুতঃ লোকেরা আইনকে যেরূপ মান্য করে, মতকে কখনই সেরূপ করে না। আধ্যাত্মিক রাজ্যেও এই দৃষ্টান্তের অনুরূপ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম ও নীতির মূলে যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মরাজের স্বাক্ষর না দেখা যায়, সে পর্য্যন্ত তাহা কতকগুলি মত ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেরূপ ধর্ম্ম ও নীতি পালন করিতেও প্রাণে উন্মাদনী আকাঙ্ক্ষা জন্মে না, এবং তাহা লঙ্ঘন করিতেও অন্ধকারে সংগোপনে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে না। অনেক লোক দেখিতে পাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের মতগুলিকে অতি উৎকৃষ্ট মনে করেন, কিন্তু তাহা পালন করিতেছেন না, অনেকে বলের জোরে কায্য করিয়া পরীক্ষায় আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না। ইহার কারণ এই যে ইঁহারা এই সমস্ত মতের মূলে ঈশ্বরের স্বাক্ষর দেখিতে পান না। আইনে প্রত্যেক অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে যেমন দণ্ডের বিধান রহিয়াছে, সেইরূপ সত্য লঙ্ঘনের সঙ্গে সঙ্গে যে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" স্বাক্ষর রহিয়াছে তাহা যাঁহারা দেখেন না, তাঁহাদের সত্য লঙ্ঘন করিতে তেমন আশঙ্কা হয় না। বস্তুতঃ রাজ-স্বাক্ষর ভিন্ন আইনের উক্তিগুলি যেমন কতকগুলি সৎকথামাত্র, সেইরূপ ধর্ম্মবিধানে ঈশ্বরের স্বাক্ষর না দেখিলে উহা কতকগুলি বিবেচনাত্মক মতমাত্র। সেরূপ মত অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজীবন দাঁড়ায় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট সত্য সকল যতক্ষণ কেবল জ্ঞানে থাকে, ততক্ষণ তাহা ধর্ম্মমত মাত্র, যখন ঈশ্বরের জীবন্ত আদেশ অনুভব করিয়া ও তাঁহার স্বাক্ষর উপলব্ধি করিয়া তাহা প্রাণে অবতীর্ণ হয়, তখন তাহা ধর্ম্ম-জীবন। কেবল উৎকৃষ্ট মত লইয়া কি হইবে? যে মত পাপ প্রলোভনের মধ্যে বাঁচাইতে পারে না, তাহা ধর্ম্মের অস্থি কঙ্কাল মাত্র, তাহার জীবনী শক্তি নাই। কেবল ধর্ম্মের অস্থি কঙ্কাল লইয়া মানব হৃদয় বহুদিন পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। মানুষ পাপ প্রলোভনে বাঁচিতে চায়, শোকে সান্ত্বনা পাইতে চায়, বিপদে আশ্রয় পাইতে চায়, জীবন্ত ঈশ্বরের সত্য বাণী ভিন্ন আর কিছুতেই সেই বল ও আশ্বাস দিতে পারে না। অতএব ধর্ম্মের আইনের মধ্যে বিধি-প্রণেতার স্বাক্ষর দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের ইংলণ্ডীয় ব্রাহ্মবন্ধু ভয়সি সাহেব সেখানকার একখানি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে তিনি এই কারণে প্রচলিত যীশু-পূজার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন যে যীশু বা অপর কোনও মহাজনের প্রতি অত্যধিক ভক্তি হইলে, লোকের নির্ভর ঈশ্বরের উপর হইতে উঠিয়া মানবের উপর পড়িয়া যায়। মহাপুরুষরূপ লাঠি ধরিয়া ধরিয়া অবশেষে লোকে আধ্যাত্মিক খঞ্জতা প্রাপ্ত হয়। তিনি ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতি এই দোষারোপ করিয়াছেন যে তাঁহারা মুখে একেশ্বরবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়াও প্রকৃত একেশ্বরবাদী নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে যীশুকে এমন একটু বিশেষ স্থান দিয়া থাকেন, যাহা দেখিলে বোধ হয় যেন নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরে কুলাইতেছে না। তাঁহাদের মুক্তির জন্য ঈশ্বর এবং যীশু চাই। যীশুকে যাঁহারা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের স্তুতি বন্দনা প্রার্থনা প্রভৃতি শ্রবণ করিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা যীশুকে পাইয়া যথেষ্ট মনে করিতেছেন, ঈশ্বর পশ্চাতে পড়িয়াছেন, এখন ঈশ্বর না থাকিলেও চলে, কারণ তাঁহাদের মুক্তিদাতা যীশু রহিয়াছেন। অপর খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোকগণ বলেন যীশুই ঈশ্বর এবং যীশুই মুক্তিদাতা। ইউনিটেরিয়ানগণ বলেন যীশু এবং ঈশ্বর, মুক্তির পক্ষে উভয় প্রয়োজন। মুসলমানগণেরও মহম্মদ সম্বন্ধে এই প্রকার ভাব,—শুধু ঈশ্বরে কুলাইতেছে না, ঈশ্বর এবং তাঁহার দূত মহম্মদ উভয়ের প্রয়োজন। যখন সাধুভক্তি এই সীমাতে উপনীত হয়—যখন কেবল ঈশ্বরে কুলায় না, একজন সাধুকে তাঁহার সহিত যোগ করা আবশ্যক হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে ঈশ্বরের উপর পূর্ণ নির্ভর জন্মে না। এরূপ সাধুভক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী। যে সাধুভক্তি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরকে হ্রাস না করিয়া বরং বর্দ্ধিত করে, বিশ্বাসকে দৃঢ় করে, ভক্তিকে গাঢ় করে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগত। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ।

অহঙ্কার।—অহঙ্কার হইতেই পাপের উৎপত্তি, হিন্দু শাস্ত্রের এই উপদেশ। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রেরও সেই কথা। অহঙ্কারের বিনাশ না হইলে ধর্ম্মের আরম্ভই হয় না। অজ্ঞতা হইতেই অহংকারের উৎপত্তি। অজ্ঞতা দূর হইলে অহংকার বিনষ্ট হইয়া তাহার স্থানে বিনয় দেখা দেয়। জ্ঞানের বিস্তৃতিতেই বিনয়ের উদয়। এই জন্য শাস্ত্রে বলে, "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।" যেমন কূপমণ্ডূক যতক্ষণ কূপে বাস করে, ততক্ষণ আপনাকে বৃহৎ মনে করিতে পারে, কিন্তু একবার কূপের বাহিরে আসিলে তাহার সেই ভ্রান্তি ঘুচিয়া যায়; তেমনই যতক্ষণ মানুষের জ্ঞান নিতান্ত সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ আপনার অন্তরের ক্ষুদ্র আলোক রশ্মিকেই একমাত্র আলোক মনে করিয়া জগতের বিচার করিতে বসে, আপনার ক্ষুদ্রতা দ্বারাই জগতের পরিমাণ করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু জ্ঞানের আলোকে একবার এই জগতের অতল রহস্য একটু জানিতে পারিলেই সে দম্ভ চূর্ণ হইয়া যায়, আপনার ক্ষুদ্রতা বুঝিতে পারা যায়। এই জন্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে যত অজ্ঞ সে ততই দাম্ভিক, আপনার বুদ্ধি বিবেচনার উপর তার ততই বিশ্বাস অধিক, আপন মতের বিরোধী মত সম্বন্ধে সে ততই অসহিষ্ণু। প্রকৃত বিনয়ী ব্যক্তি জানেন, তাঁহার ভ্রম প্রমাদ হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক, তাই তিনি অন্যের মতামত সম্বন্ধে অসহিষ্ণু নহেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কখন বিশ্বাসবিরোধী

কার্য্য করিতে পারেন না, কারণ তাহাও দুর্ব্বিনীতের লক্ষণ। আমাদের জ্ঞান-শক্তি, ভ্রমপ্রমাদশীল হইলেও, সত্য জানিবার পক্ষে আমাদের একমাত্র উপায়, এবং ভগবৎ-প্রেরিত সত্যের প্রতিকূলাচরণ করা ঘোর ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক।

যেমন আপনার বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করাতে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়, তেমনই যখন আত্মসুখে অন্ধ হইয়া মানুষ অপরের সুখ দুঃখের কথা বিস্মৃত হয়, আপন 'আমি' কে এতই ভালবাসে যে তাহার গাত্রে একটু আঁচড় বা উত্তাপ লাগিলে অমনই অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই নানাবিধ পাপের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। ক্রোধ অহঙ্কারমূলক। যাহার আত্ম-প্রীতি অতিরিক্ত প্রবল, তাহার ক্রোধ-প্রবৃত্তিও অনুরূপ বলশালী, কিন্তু প্রকৃত বিনয়ী ব্যক্তি কখনই ক্রোধের বশীভূত হন না। অত্যন্ত আত্মসুখ-প্রিয় ব্যক্তি বা কোপন-স্বভাব ব্যক্তিতে কৃতজ্ঞতা বা প্রেম কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। কিসের জন্য সে কৃতজ্ঞ হইবে? লোকে তাহার যাহা কিছু সুখবিধান করে, সে তাহা ন্যায়ানুগত প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করে, সুতরাং সে স্থলে সাধু কৃতজ্ঞতার স্থান কোথায়? আত্ম-বিসর্জ্জন মূলক প্রেমই বা কি রূপে সে হৃদয়ে স্থান পাইবে? যে তাহার সুখবিধান করে, তাহার প্রতি তাহার একটা অনুরাগ হইতে পারে। কিন্তু সে আত্মসুখমূলক অনুরাগ আত্মসুখে একটু আঘাত পাইলেই কোথায় পলায়ন করে। একদিকে যেমন প্রেম ও কৃতজ্ঞতার অভাবে অহঙ্কারী ব্যক্তির হৃদয় শুষ্ক মরু হইয়া যায়, নানাবিধ মলিনতা ও পাপের আবাস স্থান হয়, তেমনই দাম্ভিকের হৃদয়ে প্রকৃত অনুতাপ প্রবেশ করিতে পারে না। অহংকার চূর্ণ না হইলে অনুতাপ হইতে পারে না। হয়ত কখন কখন সেরূপ হৃদয়ে আত্মকৃতের জন্য একটু ক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য যদি কাহারও নিকট আপনার উদ্ধত মস্তক অবনত করিতে হয়, আপন রসনায় আপনার অপরাধ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে আর সে ক্ষোভ সে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিতে পারে না। এরূপ স্থলে একটী অতি সহজ অনুতাপ আছে, যদ্দ্বারা অহঙ্কারী ব্যক্তিরা আত্মপ্রতারিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের নিকট অনুতাপ করিয়া তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করা, ইহাদের পক্ষে বড় সহজ; কিন্তু মানুষের নিকট তাহারা মস্তক অবনত করিতে পারে না। এরূপ কপট অনুতাপে ঈশ্বর কখনও প্রতারিত হন না। মানুষের প্রতি অপরাধের জন্য মানুষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই আবশ্যক। কিন্তু ইহাতে অহঙ্কার খর্ব্ব করিতে হয়। ইহা হইতেই বিনয় জীবনে দেখা দেয়।

"So absolutely good is Truth, Truth never hurts
The teller, whose worst crime gets somehow grace,
avowed."

সহিষ্ণুতাতে বিশ্বাসের পরিচয়—একবার একটী কয়লার খানতে দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। কতকগুলি শ্রমজীবী যখন খনির মধ্যে একাগ্রচিত্তে কাজ করিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ খনির সেই ভাগের উপরিস্থ ভূভাগ বসিয়া গেল এবং ঐ সকল শ্রমজীবী ব্যক্তি চাপা পড়িল। এই দুর্ঘটনা ঘটিবামাত্র চারিদিক হইতে দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই কোলাহল করিতেছে, হায় হায় করিতেছে, ছুটা ছুটী করিতেছে, কিন্তু উপায় কেহই দেখিতে পায় না। সেই পাহাড় সমান ভূমিখণ্ড তাহাদের উপর পতিত হইয়াছে। তাহারা কি আর বাঁচিয়া আছে? নিশ্চয় তাহাদের দেহ সকল পিষিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর যদিই বা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের উদ্ধারের উপায় নাই; এ পাহাড় সরাইবে কে? এই ভাবিয়া নিরাশ হইয়া লোকে ছুটাছুটী করিতেছে ও হায় হায় করিতেছে। এমন সময়ে একজন বীর-প্রকৃতি বিশিষ্ট, শ্রমপটু ও ধীসম্পন্ন শ্রমজীবী যুবক সেই কোলাহলময় ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার মুখে অতিরিক্ত উত্তেজনার চিহ্ন নাই, তিনি ধীরভাবে আসিয়া অবস্থাটা কি তাহা পরীক্ষা করিলেন এবং অপর দুই এক জন যুবকের সহিত পরামর্শ করিয়া গাত্রের উত্তরীয় অঙ্গ-বস্ত্র উন্মোচন করিলেন ও দৃঢ় মুষ্টিতে কোদালি ধরিয়া ৩।৪ জনে সেই পাহাড়ের উপরে দমাদম আঘাত আরম্ভ করিলেন। কত লোক কত সমালোচনা করিতে লাগিল। কেহ বলে কোথাকার পাগল দেখ, এই পাহাড় কাটিয়া কি কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে? কেহ বলিল, কাটিয়া পৌঁছিতে পৌঁছিতে ভিতরে যাহারা আছে তাহারা কি আর বাঁচিবে? উক্ত যুবকগণ সে সকল সমালোচনার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া কাটিয়া চলিয়াছেন। প্রতিমুহূর্ত্তে কোদালের প্রচণ্ড আঘাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূখণ্ড অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এক দিন এক রাত্রি এইরূপ দুরন্ত পরিশ্রমের পর, খনির গর্ত্তে উপনীত হওয়া গেল। প্রথম ছিদ্রটী হইবা মাত্র ভিতর হইতে অপরিস্ফুট কাতরধ্বনি শ্রুতি গোচর হইতে লাগিল। তখন বাহিরে, আছেরে আছেরে! আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। ক্রমে সেই গর্ত্ত দিয়া আলোক হস্তে লোক সকল প্রবিষ্ট হইয়া মুমূর্ষদশাপন্ন কয়েক ব্যক্তিকে বন্দী দশা হইতে মুক্ত করিল। অনেকের প্রাণ গিয়াছিল, তাহারা কয়েক জন মাত্র জীবিত ছিল।

এখন প্রশ্ন এই, যদি ঐ যুবকগণ উক্ত সমালোচনাকারীদের কথার প্রতি কর্ণপাত করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য হইতে বিরত হইত, যদি সেই প্রকাণ্ড পাহাড় দেখিয়া নিরাশ হইত, তাহা হইলে যে কয় ব্যক্তি বাঁচিয়াছিল তাহারা বাঁচিতে পারিত কিনা? তাহাদের মনে বিশ্বাস ছিল যে সকলে মরে নাই, এবং কিয়ৎক্ষণ পরিশ্রম করিলেই অন্ততঃ কয়েক ব্যক্তিকে বাঁচাইতে পারা যাইবে। এই বিশ্বাসেই সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া তাহারা সেই কোলাহলের মধ্যে কার্য্য করিতে পারিয়াছিল। আমাদিগকেও জনকোলাহলপূর্ণ সহরের মধ্যে বসিয়া সাধন করিতে হইবে। কত লোকে কত নিরাশকর কথা বলিবে, কত লোকে কত সমালোচনা করিবে। যদি সে সকলের প্রতি কর্ণপাত করি, তাহা হইলে আর আমাদের দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হইবে না, আমাদিগকে নিরাশকর অবস্থার মধ্যে দৃঢ় মুষ্টিতে কোদালি ধরিয়া পথ আবিষ্কার করিয়া যাইতে হইবে। দুঃখের বিষয় সত্যের জন্যে আমাদের সেরূপ বিশ্বাস নাই, ঈশ্বরের প্রতি সে নির্ভর নাই।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সতেজ ধর্ম্মজীবন।

ধর্ম্মজগতের একটী গূঢ় তত্ত্ব আছে। এমন অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় দেখিতেছি, যাঁহারা জ্ঞানে পরিষ্কৃত; সকল প্রকার কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়াছেন; যে সকল ভ্রান্ত মত আবর্জ্জনা স্বরূপ মানবের ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল সে সমুদয়কে বর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনরূপ তরু মরুপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায়। কি এক উত্তপ্ত বায়ু সর্ব্বদা তাহাতে লাগিতেছে, যাহাতে সে তরু শুষ্ক ও নীরস হইয়া রহিয়াছে। যে মতে কিছুমাত্র মধ্যবর্ত্তিবাদ আছে, তাঁহারা এই বলিয়া সে সমুদয়ের প্রতিবাদ ও বর্জ্জন করিয়াছিলেন, যে ঐ সকল মত ঈশ্বরের উপরে অকপটে নির্ভর করিবার পক্ষে ব্যাঘাত উপস্থিত করে। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে ঐ সকল মতের আবর্জ্জনা দূর হইলেই তাঁহারা প্রাণ মনের সহিত ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিতে পারিবেন, এবং ভ্রান্তমতাবলম্বীগণ যে ধর্ম্মজীবন প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, তাঁহারা সেই জীবন প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু ফলে কেন এরূপ হইল? ঈশ্বরের উপরে অকপটে নির্ভরের পথে যে কিছু বিঘ্ন ছিল তাহা দূর করিলেন, কিন্তু অকপটে নির্ভরটা আর আসিল না। ভাবিয়াছিলেন, বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত পাইলেই উন্নত ধর্ম্মজীবন প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু বিশুদ্ধ মত রহিল, অথচ তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন শুষ্ক হইয়া গেল। বৈরাগ্য, আত্ম-সংযম, স্বার্থত্যাগ, মানব-প্রেম প্রভৃতি ধর্ম্ম-জীবনের উৎকৃষ্ট ফল সকল তাঁহাদের জীবনে প্রকাশ পাইল না। কি যেন এক ব্যাধিতে ধরিয়া তাহাদের ধর্ম্ম-জীবনকে শুষ্ক, শক্তি হীন ও নিষ্ফল করিয়া রাখিল। ইহার কারণ কি? আমরা যাহাকে অসত্য বলি তাহার এতদূর শক্তি, এবং যাহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়াছি তাহা এত নিস্তেজ কেন? এই বিসদৃশ ঘটনার গূঢ় কারণ কি?

মানুষ যে অসত্যের প্রতিবাদ করে তাহা দুই ভাবে করিতে পারে। প্রথম, নিজ জ্ঞানের উপরে নির্ভর করিয়া, অর্থাৎ আমি জ্ঞানী, আমি বুদ্ধিমান, আমাতে এই সকল ভ্রম নাই, আমি এ সকল কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিই না—এই ভাবে। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ নিজ বুদ্ধির ক্ষুরধারের উপরে অতিশয় নির্ভর করেন। তাঁহারা মনে করেন, বুদ্ধির ছাঁকুনী দিয়া ভ্রান্তমতের আঠা ছানিয়া পরিষ্কার ধর্ম্মমতের ময়দাগুলি সংগ্রহ করিব। তাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মগৃহ নির্ম্মাণের ভার, আপনাদের ধর্ম্ম-সমাজ গঠনের ভার, আপনাদের সমাজনীতি রচনার ভার, আপনাদের পরিত্রাণের ভার আপনারা লইয়াছেন। এই জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ বুদ্ধির ছাঁকুনীতে ধর্ম্ম ছানিয়া পরিষ্কার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনতরু মরুপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষেরই ন্যায় শুষ্ক ও নীরস হইয়া যায়; কারণ তাঁহাদের নির্ভর ঐশী শক্তির উপরে নহে, নিজ শক্তির উপরেই। মানুষের উগ্র ব্যক্তিত্ব যেখানে মস্তক তুলিয়া থাকে, ঈশ্বরের শক্তি সেখান হইতে অবসৃত হয়। সুতরাং সে জীবনে আর ঐশী শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায় না। আর এক শ্রেণীর সাধক আর এক বিভিন্নভাবে অসত্যের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঈশ্বরচরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সত্যে লইয়া যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের জীবনে অসত্যের প্রতিবাদ দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ঐশী শক্তির উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন, আপনাদিগকে অতি সামান্য ও সেই ঐশী শক্তির দাস বলিয়া জানেন। সেই শক্তির উপরে ইহাঁদের নির্ভর যে পরিমাণে অধিক, শক্তির ক্রীড়াও ইহাদের জীবনে সেই পরিমাণে অধিক।

ঐশী শক্তির উপরে, ঈশ্বরের করুণাস্রোতের উপরে যে জীবন স্থাপিত, তাহাই জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায়। তাহাতে বৈরাগ্য, আত্ম-সংযম, স্বার্থত্যাগ, মানব-প্রেম প্রভৃতি ধর্ম্ম-জীবনের উৎকৃষ্ট লক্ষণ সকল স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। পরিষ্কার ধর্ম্মমত লইয়া ধুইয়া খাওয়া যায় না। পাপ প্রলোভন যখন হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হয় তখন যদি ধর্ম্মে না বাঁচাইতে পারে, বিপদে মন যখন অবসন্ন হয় তখন যদি সান্ত্বনা না দিতে পারে, স্বার্থত্যাগের অবসর যখন উপস্থিত হয় তখন যদি স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তিকে প্রবল না করিতে পারে, তবে সে ধর্ম্মের মহিমা যতই ঘোষণা কর না কেন, তাহা মানব চিত্তকে কখনই বহু দিন আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিবে না। বিশুদ্ধ মত ও যুক্তিসঙ্গত কার্য্য দেখিয়া লোকে দুই দিন আকৃষ্ট হইবে, কিন্তু তিন দিনের দিন আর ভাল লাগিবে না।

ঈশ্বরের শক্তি ও করুণাস্রোতই ধর্ম্ম-জীবনের সতেজতা ও সরসতার মূলে। এই টুকু যদি লাভ না কর, আর যদি সব আয়োজন থাকে, ধর্ম্মরাজ্যে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সে রাজ্যে তোমার কোনও কার্য্য নাই। বিশুদ্ধ মতের ভাজা বালি তুমি শিকায় তুলিয়া রাখিও, পৃথিবীর তৃষিত পথিকগণ তাহার জন্য লালায়িত নহে। তাহারা শান্তিপ্রদ কলনিনাদিনী নদীর অন্বেষণ করিতেছে। এ নদী কোনও দল বা সম্প্রদায় বিশেষের একচেটিয়া নহে। যে কেহ বা যে দল নিজের পরিত্রাণের ভার নিজের হাতে না লইয়া ঈশ্বর চরণে একান্ত ভাবে ও অকপটে আত্ম সমর্পণ করিবে, তাহার জন্যই এই নদী প্রবাহিত হইবে।

আমাদের বোধ হইতেছে, আমরা ঈশ্বরের হাতে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া নিজ নিজ বুদ্ধির হাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আপনাদের ধর্ম্মজীবনকে অনেক পরিমাণে শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছি। আমাদের সকল কার্য্যের মধ্যে ব্যক্তিত্ববুদ্ধি ও কর্ত্তৃত্বজ্ঞানটা প্রবল রহিয়াছে। আমরা কৃতী পুরুষ ও বুদ্ধিমান, আপনাদের ধর্ম্ম ও আপনাদের সমাজ আপনারা পাকা করিয়া গড়িয়া লইব, এই ভাবটা যেন আমাদের কার্য্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই কারণে আমাদের অনেক কাজ ফলে উতরাইতেছে না। সতেজ, উদ্যমশীল ও শক্তিশালী ধর্ম্ম-সমাজের সমুদায় আয়োজন উপস্থিত রহিয়াছে, অথচ দুর্ব্বলতা ঘুচিতেছে না। সমাজের আত্ম-নির্ভরশীল মনটাকে ফিরাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে; ব্যক্তিত্বপ্রধান ও জ্ঞানাভিমানী চিত্তকে বিনয় ও নির্ভরের দিকে ফিরান আবশ্যক হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মজীবন জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় হইবে না।

ব্রাহ্ম বালকগণের রক্ষার উপায় কি ?

আমরা গতবারে ব্রাহ্মবালকগণের সম্মুখ বিপদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। গৃহ সুশাসিত হইলেও বাহিরের অসৎ বালকের সঙ্গে পড়িয়া তাহাদের কুপন্থা অবলম্বন করা বিশেষ বিস্ময়কর নহে। যাহারা নীতিপথ পরিত্যাগ না করে, তাহারাও যে নিতান্ত নিরাপদ, তাহা নহে। তাহারা কার্য্যতঃ কলুষিত জীবন যাপন না করিলেও, অনেক কলুষিত ভাব শ্রবণদ্বার দিয়া ক্রমশঃ অন্তরে প্রবেশ করে। এরূপে অন্তরের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। একবার এ ক্ষতি হইলে কি আর কখনও তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা থাকে ? এ সমস্ত বিপদের কথা অনেকেই অবগত আছেন। বিগত ১৭ই ও ২৪শে এপ্রিলের ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ব্রাহ্মসাধারণের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট না হইলে ব্রাহ্মসমাজের রক্ষা নাই। এতদ্ভিন্ন আর একটি ভয়ানক ক্ষতি হইয়া যাইতেছে, তাহা হয়ত অনেকেই মনোযোগ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। ব্রাহ্মগণ যে সমস্ত উচ্চ সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের জন্য দেশের লোকের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন, বন্ধুবান্ধবগণের মনে নানাবিধ ক্লেশ দিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের বালকগণের মধ্যে স্থায়ী হইতেছে না। নিন্দা প্রশংসার ক্ষমতা বালকগণের উপর সমধিক। তাহারা প্রশংসাতে যেমন উৎফুল্ল হয়, নিন্দাতে তেমনই দমিয়া যায়। বিশেষতঃ শ্লেষোক্তি তাহারা আদবেই সহ্য করিতে সমর্থ নহে। ব্রাহ্মবালকগণ যে সমস্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, সে সকল স্থানে ব্রাহ্মভাব-বিরোধী হিন্দুবালকগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, ব্রাহ্মবালকগণের সংখ্যা গণনার বিষয়ই নহে। এই সমস্ত হিন্দুবালকগণ ব্রাহ্মসমাজের রমণীগণের সম্বন্ধে, তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা, স্বাধীনতা ও যৌবন-বিবাহ লইয়া নানা প্রকার কুৎসিৎ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকে। "দশ চক্রে ভগবান ভূত" একটি প্রচলিত কথা। ইহার মূলে মানব দুর্ব্বলতার পরিচায়ক একটি সত্য রহিয়াছে। এখানেও তাহাই হইতেছে। ব্রাহ্মবালকগণ বিদ্রূপকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া (কোন্ বালকই বা পারে ?) প্রথমতঃ আমাদের সমাজবিধি সম্বন্ধে লজ্জিত হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ তাহারা এই সমস্ত রীতি নীতিকে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখে। যে সামাজিক উচ্চ আদর্শ আমরা দেশের লোকের নিকট প্রচার করিতে যাইতেছি, ব্রাহ্মবালকগণই তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। আমরা কল্পনার কথা বলিতেছি না, যে সমস্ত প্রকৃত ঘটনা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পতিত হইয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া এ কথা বলিতেছি। যে কোন ব্রাহ্মবালককে প্রশ্ন করিলেই আমাদের এ কথা প্রমাণিত হইবে।

এখন এ সঙ্কটে উপায় কি ? উপায় ব্রাহ্মবালকগণকে অন্য বালকদিগের হইতে দূরে রাখা, শুদ্ধ তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সুশিক্ষকের অধীনে রাখিয়া শিক্ষাবিধান করা। আমাদের দেশে সমস্ত বিদ্যালয়ে যে প্রণালীতে শিক্ষা বিধান করা হইয়া থাকে, তাহা আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না। তাহার দোষ বহু। ব্রাহ্মবালকগণকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক হইবে। অল্প বয়স্ক বালকবালিকাগণকে এককালীন চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল একস্থানে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়াতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়া অবশ্যম্ভাবী, এবং এজন্য সমস্ত সুসভ্য দেশ হইতেই এ প্রকার শিক্ষাপ্রণালী উঠিয়া যাইতেছে। শিক্ষা প্রণালীর এই সংস্কার করিতে হইলে বোর্ডিং ইনষ্টিটিউসন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। আমরা বোর্ডিং ইনষ্টিটিউসনের পক্ষপাতী। আমরা এমন কথা বলিতে সাহস করিনা, যে বোর্ডিং ইনষ্টিটিউসনের কোন দোষ নাই। বালক বালিকাগণকে পরিবার হইতে পৃথক করিয়া দিয়া ইহাতে তাহাদের পারিবারিক প্রেম প্রসারণের পক্ষে অন্তরায় হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি সকল দিক দেখিয়া বিচার করিলে ইহার শুভফল অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সুশাসিত গৃহ বালকবালিকার চরিত্র গঠনের পক্ষে, তাহাদের অন্তরের গূঢ় ভাবসমূহকে বিকশিত করিবার পক্ষে যে একান্ত উপযোগী তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু এরূপ সুশাসিত গৃহ কি বিরল নহে ? তারপর এমন গৃহের ইয়ত্তাই বা কে করিবে যেখানে সুশিক্ষার পরিবর্ত্তে বালক বালিকাগণ কুশিক্ষাই লাভ করিয়া থাকে ? এরূপ গৃহের বালকগণের শিক্ষার উপায় কি ? এরূপ গৃহে বর্দ্ধিত বালক বালিকাগণের নিকট হইতে আমরা কি শুভফল প্রত্যাশা করিতে পারি ? তাহাদের সুশিক্ষার জন্য পিতা মাতা দায়ী, তাহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু যদি পিতা মাতা সে দায়ীত্ব বোধ না করেন, তাহা হইলে কি সমাজ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে ? সমাজের শুভাশুভ কি তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে না ? যদি করে, এবং ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, তাহা হইলে আত্মরক্ষার খাতিরেও সমাজকেই তাহাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ, ব্যক্তি বিশেষের মঙ্গল, সাধারণের মঙ্গলের সহিত জড়িত, সাধারণের মঙ্গল না সাধিত হইলে ব্যক্তি বিশেষের মঙ্গল কখনই সাধিত হইতে পারে না ; এবং এই সাধারণ মঙ্গলও ব্যক্তি বিশেষের মঙ্গলের সহিত ঘনিষ্ট সূত্রে বদ্ধ। সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের মঙ্গলের প্রতি সাধারণকে মনোযোগী হইতে হইবে। এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে বালক বালিকাগণের শিক্ষার ব্যয় অনেক দেশেই রাজকোষ হইতে নির্ব্বাহিত হইতেছে, এবং এরূপ আশা করা যায় সমস্ত সুসভ্য দেশেই এই নিয়ম অচিরে প্রচলিত হইবে।

এই উন্নতি-বিমুখ দেশে আমরা নূতন আদর্শে সমাজ গঠন করিতে যাইতেছি। আমাদের পথে যে কত বিঘ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা অনেক আলোচিত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র, সন্তানাদির সুশিক্ষা দিবার ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন, এমন সঙ্গতি অল্পকেরই নাই। বোর্ডিং ইনষ্টিটিউসনের উপকারীতা আমরা কথঞ্চিৎ দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। বোর্ডিং ইনষ্টিটিউসনে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া আরও ব্যয় সাধ্য। তাহা ত অনেকেরই ক্ষমতার বাহিরে। এরূপ সম্প্রদায় বিশেষের জন্য বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টেরও কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও অধিক

প্রত্যাশা করা যায় না, এবং তাহার উপর নির্ভর করা যায় না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? যেমন অন্যান্য দেশে রাজা, বা রাজশক্তির প্রতিনিধি প্রজাকুলের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনই আমাদের প্রতিনিধিস্বরূপ সমাজেরও কর্ত্তব্য ব্রাহ্ম-সাধারণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করা। রাজা বা রাজ শক্তির প্রতিনিধি যেমন সে শিক্ষার ব্যয় কুলাইবার জন্য কর স্থাপন করিয়া থাকেন, সমাজ হইতেও তেমনই অর্থনীতি সঙ্গত উপায়ে ব্রাহ্ম-সাধারণের উপর কর স্থাপন করিয়া শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করুন। কিন্তু এ পথে একটি বিঘ্ন আছে। সমাজ কর স্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মগণ সে কর প্রদান না করিলে সমাজ কি করিতে পারেন? রাজার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিবার অধিকার আছে, আইন ভঙ্গ করিলে দণ্ড দিবার অধিকার আছে; কিন্তু সমাজের কি তাহা আছে? সে শক্তি থাকিলে কি সমাজের প্রাপ্য টাকা এত অনাদায় থাকে? এবং সমাজস্থ ব্যক্তিগণ সমাজের নিকট আপনাপন ঋণ শোধ না করিলেও নিন্দনীয় হন না? এস্থলে ব্রাহ্মগণের দায়ীত্ব বোধ, এবং সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মগণের বদান্যতাই একমাত্র আশার স্থল।

জীবন্ত বিশ্বাস।

১৩ই বৈশাখ রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

নাবিকগণ জাহাজে করিয়া সমুদ্রে যাইতে যাইতে অনেক সময় এমন সকল দ্বীপ প্রাপ্ত হন, যাহাতে জন মানবের সম্পর্ক নাই, কিংবা কোন প্রকার স্থলচর পশুও দৃষ্ট হয় না। অথচ সমগ্র দ্বীপটী জঙ্গলে পরিপূর্ণ। নানা জাতীয় বৃক্ষে বন হইয়া রহিয়াছে। দ্বীপটী দেখিলেই বোধ হয় যে তাহা অচিরকালের মধ্যে সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। তাহার নবীনতার চিহ্ন সকল স্পষ্টই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। প্রশ্ন এই, সেই নবীন দ্বীপে এতগুলি বৃক্ষ রোপণ করিল কে? অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হয় যে হয়ত কোনও দিন কোনও জলমগ্ন জাহাজ হইতে কোনও ফল ভাসিতে ভাসিতে ঐ দ্বীপের তীরে আসিয়া লাগিয়াছে, ক্রমে তাহা তীরস্থ কাদাতে বসিয়া গিয়া অঙ্কুরিত হইয়াছে, অথবা হয়ত কোনও দিন কোনও পক্ষিবিশেষের মুখভ্রষ্ট কোনও ফল ঐ দ্বীপে পড়িয়া ক্রমে তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে। এইরূপে একটীর পর একটী করিয়া বৃক্ষ শ্রেণী দেখা দিয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বীপটী জঙ্গলে আকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জীবন্ত বীজের এমনি শক্তি। সে আপনাকে আপনি বর্দ্ধিত করিবেই করিবে।

জীবন্ত বিশ্বাস যেন জীবন্ত বীজের ন্যায়। ইহা যে হৃদয়ে থাকে, সে হৃদয়ের সংস্রবে যে আসে তাহারও হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাইতেছি যে প্রতিভাশালী, বিচার-পটু, দক্ষ বক্তা প্রচারকের দ্বারা যে কাজ হয় না, একজন জীবন্ত বিশ্বাসী সামান্য সাধকের দ্বারা সে কাজ হইতেছে। তিনি যেখানে গিয়া বাস করিতেছেন সেখানে অচিরকালের মধ্যে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে, মানুষের মন বদলাইয়া যাইতেছে। ইতিহাসেও এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। কিছুদিন গত হইল পঞ্জাব প্রদেশে একজন মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন; কয়েক বৎসর হইল তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি পঞ্জাবের কুকা সম্প্রদায়ের গুরু, রাম সিং। রাম সিং যৌবনকালে ইংরাজদিগের সেনাবিভাগে একজন সামান্য পদাতিক সৈনিকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। সামান্য ৮ কি ১০ টাকার জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার সামাজিক অবস্থা এত হীন ছিল। রাম সিংএর রেজিমেণ্ট অর্থাৎ সেনাদল যখন সিন্ধু নদের তীরবর্ত্তী অটক নামক নগরে অবস্থিত ছিল, তখন দেখা যাইত রাম সিং সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকিতেন। নির্জ্জনে বনের মধ্যে বসিয়া সর্ব্বদা কি চিন্তা করিতেন। দেশে ধর্ম্মের ম্লানতা দেখিয়া তাঁহার চিত্ত এত ব্যাকুল হইত ও এত যন্ত্রণা পাইত যে, তিনি যন্ত্রণা ও ব্যাকুলতাতে চীৎকার করিতেন, যে জন্য তাঁহার সম্প্রদায়ের নাম কুকা হইয়াছে। ক্রমে রাম সিংহের জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল; তাঁহার হৃদয়ে নূতন সঙ্কল্প জাগিতে লাগিল। ক্রমে দুই একটী করিয়া শিষ্য জুটিতে লাগিল। শিষ্যসংখ্যা ক্রমে এক শত, দুই শত করিয়া বাড়িয়া চলিল। তখন রাম সিং বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে শিখ ধর্ম্মের পুনরুত্থানমানসে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যান, সেই খানেই তাঁহার উপদেশে নর নারীর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পাপাসক্ত ব্যক্তিগণ পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র জীবন লাভ করে। পঞ্জাবের আদালত সমূহে এমন অনেক মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে যাহাতে এক ব্যক্তি হয় ত ১৫ বৎসর পূর্ব্বে একটী গরু চুরি করিয়াছিল, তৎপরে রাম সিংহের উপদেশে তাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সেই অপহৃত গাভী প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জানে না সে গাভী কাহার ও সে ব্যক্তি কোথায় আছে। কিছুদিন অনুসন্ধানের পর সে গাভীটীর দড়ি ধরিয়া পুলিস ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ও গাভী প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। চুরি স্বীকার করাতে পুলিস তাহাকে চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে, মোকদ্দমা উঠিয়াছে, এবং বিচারে কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। রাম সিংহের শিষ্য অপহৃত বস্তু প্রত্যর্পণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কারাবাস করিয়াছে। এমন পরিবর্ত্তন সহজে দেখা যায় না। যখন কুকা সম্প্রদায় বর্দ্ধিত হইয়া হাজার হাজার হইতে লাগিল, তখন রাম সিংহের প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা তাঁহার শিষ্যদল ও আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে পঞ্জাবের গোহত্যাকারী কষাইদিগের সহিত শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যে বিবাদ হইত। রাম সিংহের শিষ্যদল, কষাইদিগের বিবাদে অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। রাম সিং দেখিলেন তাহাদিগকে সংযত করিয়া রাখা কঠিন, তখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে সতর্ক হইবার জন্য সংবাদ দিলেন, কষাইদিগকে কিঞ্চিৎ শাসনে রাখিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের যেরূপ রীতি আছে, বিপদ আসিয়া না পড়িলে তাঁহাদের চক্ষু

খোলে না। তাঁহারা সে কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। একদিন প্রাতে শোনা গেল যে কূকাগণ রাত্রিযোগে কয়েকটী সহরের কসাই-দিগকে হত্যা করিয়াছে। তখন রাজপুরুষগণ কূকাদিগকে কঠোর শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অপরাপর শাস্তির মধ্যে রাম সিংকে ধৃত করিয়া ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসিত করা হইল। রাম সিং বর্ম্মার কারাগারে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কারাগারে কি ভাবে দিনযাপন করিতেন, তাহার একটী বিবরণ একবার শুনা গিয়াছিল। রাম সিং কারাগারে নিজ হস্তে রুটী প্রস্তুত করিতেন, কাষ্ঠের শয্যাতে পড়িয়া থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তে কি এক আনন্দের আভা সর্ব্বদাই ছিল। বিশুদ্ধ-চিত্ত সাধু বিপত্তির অন্ধকার মধ্যে পড়িলেও যেরূপ প্রসন্নতার জ্যোতিতে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকেন, রাম সিংএর সেই অবস্থা ছিল। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সেই কারাগার মধ্যেও দলে দলে লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। তাঁহার জীবনের কি এক আশ্চর্য্য জ্যোতি ছিল, যাহাতে মানুষ বদলাইয়া যাইতে লাগিল। কারাগারের বদমায়েসগণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাবে সৎ হইয়া যাইতে লাগিল। ইহাকেই বলে প্রচারক। বল দেখি, কিসের গুণে রাম সিংএর এই শক্তি জাগিয়াছিল? উত্তর এই—জীবন্ত বিশ্বাস। জীবন্ত বিশ্বাস ভিন্ন কিছুতেই মানুষকে পাপে তাপে বাঁচাইতে পারে না। যাহা বিপদের মধ্যে রক্ষা করিতে পারে না, তাহা কি বিশ্বাস? যদি তুমি কল্পনাতে মনে কর, তোমার বাক্সে অনেক টাকা আছে, কিন্তু পুলিষকোর্টে যেদিন মোকদ্দমা বাঁধিয়াছে, সেদিন যদি বাক্স খুলিয়া দেখ যে বাক্সে টাকা নাই, তবে তোমার কল্পিত টাকাতে কি লাভ হইল? কাজের সময়ে যে ধনে কুলায় না, সে ধন কি ধন? সেইরূপ পাপ প্রলোভনে যে ধর্ম্মে কুলায় না, তাহা থাকা না থাকা দুই সমান। জীবন্ত বিশ্বাস ভিন্ন আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে কুলাইবে না। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের নিজের সংসারাসক্তি ও বিষয় বুদ্ধির হ্রাস করিতে পারিতেছে না, তাহা জগতের পরিত্রাণের জন্য কোন সাহসে প্রচার করিব? আমাদের কথাতে ব্রাহ্মদের স্বার্থপরতা কমিতেছে না, বাহিরের লোকের স্বার্থপরতা কি প্রকারে হ্রাস করিব? জীবন্ত বিশ্বাস চাই। জীবন্ত বিশ্বাসই ধর্ম্মজীবনের বীজ, তাহা হইতেই অপর বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হয়। ঈশ্বর আমাদিগকে এই জীবন্ত বিশ্বাসে দীক্ষিত করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯২।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

সঙ্গত সভা—গত জানুয়ারি মাস হইতে ২২এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত সঙ্গত সভার ১০টী অধিবেশন হইয়াছে। তাহাতে নিম্নলিখিত ৭টী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। (১) "উৎসবে কি প্রকারে যোগ দেওয়া উচিত।" (২) "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও তাঁহার উক্তি বিষয়ে আলোচনা।" (৩) "বুদ্ধদেবের জীবন।" (৪) "কলিকাতার উপাসকমণ্ডলীর কি প্রকারে উন্নতি হইতে পারে।" (৫) "বিশ্বাস।" (৬) "ঈশ্বরে বিশ্বাস।" (৭) "পরকালে বিশ্বাস।" সঙ্গতে গড়ে ১৫।১৬ জন উপস্থিত থাকেন। গত মাঘোৎসবের সময় ১৩ই মাঘ মঙ্গলবার সঙ্গত সভার বিশেষ উৎসব হয়, তাহাতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

ছাত্রসমাজ—এই সময়মধ্যে ছাত্রসমাজে নিম্নলিখিত বক্তাগণ নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—"জীবনের সত্যতা"

বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র—১। "মহৎকার্য্যের সামান্যারম্ভ"

২। "ছাত্রজীবন প্রাচীন ও আধুনিক"

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—"পৌত্তলিকতা ও ব্রহ্মোপাসনা"

এতদ্ভিন্ন দুইটি আলোচনা-সভাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ছাত্রসমাজের এক সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় "স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে যীশুখৃষ্টের উক্তি" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গত ২৫ শে জানুয়ারী মাঘোৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে উপাসনার কার্য্য করেন এবং "মহাত্মাগণের জীবন" বিষয়ে উপদেশ দেন।

ছাত্রসমাজের কার্য্য যাহাতে অধিকতর সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে সে বিষয় আলোচনার জন্য গত ৫ই মার্চ্চ সভ্যগণের একটি সভা হইয়াছিল।

গত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে ছাত্রসমাজের সভ্যগণের এক সামাজিক সম্মিলন হয়। তদুপলক্ষে অনেকে উপস্থিত হইয়া সভাকে বিশেষরূপে অনুগৃহীত ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

ছাত্রদিগের দুইটি বাসাতে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় গমন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন।

ছাত্রসমাজের উদ্যোগে মাঘোৎসবের সময়ে নিম্নলিখিত দুটী বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

১ম। "মানব ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা" (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত)

২য়। "সময় ও সংস্কার" (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত)

ছাত্রসমাজের বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা প্রায় ৩৪০ জন।

রবিবাসরিক নীতি বিদ্যালয়।—গত মাঘোৎসবের পর হইতে নীতি-বিদ্যালয়ের কার্য্য পুনরায় নিয়মিত রূপে চলিতেছে। এক্ষণে বালক বালিকার সংখ্যা ৭০। তন্মধ্যে বালিকার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। এ বৎসর কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রনয়ণ ও পুরাতন নিয়ম পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে পূর্ব্বে চারিটী শ্রেণী ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে পাঁচটী করা হইয়াছে। এবং তদনুসারে শিক্ষার ভার আট জনের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে পাঁচ জন মাত্র শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। বালক বালিকাগণের অধ্যয়নের বয়স

বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বালক বালিকাগণ এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

শিক্ষকদের উপর যেমন বালক বালিকাগণের সুশিক্ষা নির্ভর করে, তেমনি অভিভাবকগণের তদ্বিষয়ে মনোযোগ ও যত্ন থাকা আবশ্যক। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুতেই ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এই কারণে নীতি-বিদ্যালয়ের কমিটী হইতে স্থির হইয়াছে যে প্রতি মাসের শেষ রবিবার বিদ্যালয়ের কার্য্যের পর অভিভাবকগণ নীতি-বিদ্যালয়ের কার্য্যগৃহে সম্মিলিত হইবেন এবং আপনাপন বালকবালিকাগণের উন্নতি প্রভৃতির সম্বন্ধে শিক্ষয়িত্রীগণের সহিত আলাপাদি করিবেন; যে যে ত্রুটী এক্ষণে লক্ষিত হইতেছে তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হইবে।

বিলাত হইতে মিস্ মার্টিনো নীতি-বিদ্যালয়ের জন্য অতি সুন্দর কতকগুলি পুস্তক উপহার পাঠাইয়াছেন। তাহাতে পুস্তকালয়টীর বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। মিস্ মার্টিনোকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লেখা হইয়াছে।

ব্রাহ্ম বালিকাশিক্ষালয়।—এই বিদ্যালয়ের আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গাড়ী ভাড়াতে মাসে প্রায় ১২০৲ টাকা লাগিতেছে। মধ্যে ছাত্রও ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭০। গত বৎসরে এই সময়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৩ছিল। পূর্ব্বে যে মাসিক চাঁদা আদায় হইত এখন তাহাও অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। এইজন্য Donationএর টাকা হইতে ২০০ শত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। এজন্য স্কুলের আয় বৃদ্ধির বিশেষ উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ২ জন শিক্ষয়িত্রী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ৫ জন শিক্ষক এবং ৬ জন শিক্ষয়িত্রী শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়-		ব্যয়	
মাসিকদান প্রাপ্তি	৬৭৲	শিক্ষক ও কর্ম্মচারীর	
এককালীন দানপ্রাপ্তি	১২৲	বেতন এবং বাড়ীভাড়া	৩৪১৷৵০
ছাত্র ও ছাত্রীগণের প্রদত্ত		গাড়ীভাড়া	২৪৮৷/০
বেতন	৩৫৫৲	স্কুলের ব্যবহার্য্য জিনিস	
ভর্ত্তি হইবার ফিসাদি	১৫৶	খরিদ	৪৫৲১৫
চরিত্র পুস্তক বিক্রয়	৶/১০	বিবিধ	৭৵০
	৪৪৯৶৶/১০		৬৪২/১৫
পূর্ব্ব ত্রৈমাসিকের স্থিত		স্থিত	৬৮৬৷৶/১০
	৮৭৮৷৷/১৫		
	১৩২৮৷৷/৫		১৩২৮৷৷/৫

ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস—ছাত্রীনিবাসের কার্য্য গত তিন মাস ভাল রূপেই চলিয়াছে, এইক্ষণে ছাত্রীসংখ্যা ২৬টী, বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্তা বিরাজমোহিনী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্তা দীনতারিণী গঙ্গোপাধ্যায় এবং কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য্য তত্ত্বাবধায়িকার কার্য্য করিতেছেন। ইহাঁরা সকলেই অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন এবং বাবু চুকড়ি ঘোষ, বাবু সুন্দরী-মোহন দাস, বাবু নীলরতন সরকার অতি যত্নের সহিত ছাত্রীদিগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ। যাঁহারা দয়া করিয়া এই ছাত্রীনিবাসে মাসিক বৃত্তি এবং চাঁদা দান করিতেছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
চাঁদা আদায়	৫৩৲	খোরাকী, জলখাবার	
ছাত্রীদিগের বেতন	১৬৭৶	ও আলোর ব্যয়	৩১১৷৶/১৫
বৃত্তি হিঃ জমা	৫৪৷০	কর্ম্মচারির বেতন	২১৯৵০
এডমিসন ফী	১০৲	ছাত্রীদিগের স্কুলের	
স্থায়ী ফণ্ডে জমা	২৪৲	বেতন	৭৬৶
		বাড়ী ভাড়া হিঃ	১৫৩৲
	৯০৯৷০	জিনিস খরিদ	৪০৷৶/১০
কার স্থিত	১৪৪৷৶/৫	বৃত্তি হিঃ ব্যয়	১০২৷/৫
	১০৫৩৷৷৶/৫	বিবিধ ব্যয়	৩৷/১০
			৯০৬৶০
		স্থিত	১৪৬৶৶/৫
			১০৫৩৷৷৶/৫

দাতব্য বিভাগ।—দাতব্য বিভাগের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। এই তিন মাস মধ্যে ৫টী ছাত্র, ৪টী দুঃখী পরিবার ২টী অন্ধ, একটী বিধবা, এবং ১টী কুষ্ঠ রোগীকে অর্থসাহায্য করা হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে যদি এই ফণ্ডে কিছু কিছু সাহায্য করেন তবে আরও অনেক কার্য্য করা যাইতে পারে। এই ফণ্ডে যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্য বাদ।

আয় ব্যয় বিবরণ।

জমা		খরচ	
শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান	১১৷৷০	মাসিক দান	৬১৲
শুভ কর্ম্মের দান	৫৲	এককালীন দান	৫৲
মাসিক দান	৬৲		৬৬৲
বার্ষিক দান	১১৲	স্থিত	১৩৩৵০
এক কালীন দান	২৷৷০		১৯৯৵০
বিবিধ	৷৷৶/১০		
বাবু কালী প্রসন্ন বসু মহাশয়ের প্রদত্ত ১০০ শত টাকার সুদ	১২৲		
	৪৮৷৷৶/১০		
পূর্ব্বকার স্থিত	১৫০৷৷৵১০		
	১৯৯৷৵০		

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—গত মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্মগণের যে আলোচনা সভা হয় তাহাতে এই একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে ব্রাহ্মগণ স্থায়ী প্রচার ফণ্ড স্থাপনের জন্য আপনাদের এক এক মাসের আয় ৫ পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রদান করিবেন। সেই সভায় কিঞ্চিদধিক দেড় হাজার টাকা দানাঙ্গীকার পাওয়া গিয়াছিল। উক্ত প্রস্তাবানুযায়ী অর্থ সংগ্রহের জন্য কয়েক-

জনের প্রতি ভারার্পিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলের নিকট আবেদন প্রেরণ করিতেছেন। এই ফণ্ডে এই সময়ে ৯।/১০ টাকা এবং পূর্ব্ব সংগৃহীত ২৯০২।৶১৫ সমেত ২৯১১৸৫ সংস্থান হইয়াছে। এই টাকা হইতে ২৩৬৮৲ টাকা প্রচারক ভবন প্রস্তুতের জন্য ধার দেওয়া হইয়াছে, ৪৭৭।।/১৫ অপরকে ধার দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট ৬৬৶১০ গচ্ছিত আছে।

প্রচার কমিটি—প্রচারক নিয়োগসম্বন্ধীয় নিয়মানুসারে এ বৎসর প্রচার কমিটীর পুনর্গঠন হইয়াছে। পণ্ডিত শিব নাথ শাস্ত্রী, ডাঃ প্রসন্ন কুমার রায়, বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু আনন্দ মোহন বসু, বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় এবং বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় এই কমিটির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ গত বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হইবার জন্য আবেদন করেন। এত দিন নানাকারণে প্রচার কমিটি তাঁহার সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এ বৎসর প্রচার কমিটি তাহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে নিয়োগ করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রবেশার্থী প্রচারক রূপে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব স্থির করিয়াছেন।

পুস্তকালয়—এক জন উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অভাবে পুস্তকালয়ের কার্য্য ভাল রূপ চলিতেছিল না। কিছু দিন হইল বাবু সীতানাথ নন্দী মহাশয় পুস্তকালয়ের ভার গ্রহণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায়, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহার প্রতি এই কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছেন। আশা করা যায় তাঁহার চেষ্টায় পুস্তকালয়ের বিশেষ উন্নতি হইবে।

পুস্তক প্রচার—এ বৎসর পুস্তক প্রচারের জন্য স্বতন্ত্র কমিটি গঠিত হয় নাই। সম্প্রতি আত্মপরীক্ষা এবং (ইংরেজি ভাষায়) সৌদামিনী চরিত নামক দুই খানা পুস্তক সমাজ হইতে মুদ্রণব্যয় প্রদান করিয়া গ্রন্থস্বত্ব সহিত গ্রহণ করিবার প্রস্তাব-স্থির হইয়াছে। পারিবারিক উপাসনার সাহায্যার্থ একখানি পুস্তক সংকলনের জন্য বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রতি ভারার্পণ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসাধারণ তাঁহাকে এই প্রয়োজনীয় কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করেন আমাদের এই অনুরোধ খাসিয়া ভাষায় এক খানি ব্রহ্মসংগীত প্রকাশিত হইয়াছে।

তত্ত্ব-কৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—এই উভয় পত্রিকাই নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতেছে। তত্ত্বকৌমুদীর বর্ত্তমান আয়ের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। পূর্ব্বস্থিত অর্থের সাহায্যে ইহার কার্য্য চলিয়া যাইতেছে। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের ঋণভার ক্রমশঃ বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইতেছে না। মুদ্রাঙ্কণ এবং কাগজাদিতে ইহার জন্য তিন হাজার টাকার উপর দেনা হইয়াছে। এই টাকা পরিশোধের জন্য বিশেষ চেষ্টা না করিলে আর চলিতেছে না। বর্ত্তমান গ্রাহকগণের প্রদত্ত টাকায় আর ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে না। এ নিমিত্ত গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির উপায় করা হইতেছে। মফস্বলস্থ সমাজ সকলের নিকট এক এক খানা কাগজ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ পত্র প্রেরিত হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অধ্যক্ষ সভার নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করা আবশ্যক মনে করিতেছেন যে, অধ্যক্ষ সভার প্রত্যেক সভ্য, নিজ হইতেই হউক বা অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বকই হউক, ঋণ শোধার্থ এ বৎসর ১০ টাকা করিয়া প্রদান করেন। এই প্রস্তাবটী অধ্যক্ষসভার সভ্যগণ গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্যে পরিণত করিলে অনেক পরিমাণে ঋণ ভার লাঘব হইতে পারে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মেসেঞ্জারের ঋণ শোধ, অর্থসংগ্রহ এবং মেসেঞ্জার সম্বন্ধীয় অপরাপর কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য একটী বিশেষ কমিটি গঠন করিয়াছেন।

সুইডেন হইতে মিঃ আর্ম্মিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সহানুভূতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক এক খানা পত্র লিখিয়াছেন। এবং তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তত্রত্য পত্রিকায় যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাও পাঠাইয়া দিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহার পত্র পাইয়া তাঁহার প্রতি সদ্ভাবসূচক পত্র ও কয়েক খানি পুস্তক ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

দানপ্রাপ্তি—বিলাত হইতে অধ্যাপক নিউম্যান ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থ ২ দুই পাউণ্ড দান করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। লাহোর হইতে পরলোকগত সেবারামের সহধর্ম্মিণী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৭৫ টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সামাজিককমিটী বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের বিবাহ সম্বন্ধীয় গত বর্ষের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনের বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয়ের প্রস্তাব বিবেচনা করিতে এত বিলম্ব হইবার কারণ জানাইয়া, এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিষ্কারণটী পাঠাইয়াছেন ;—

"অধ্যক্ষ সভা কর্ত্তৃক সামাজিক কমিটীর বিবেচনার্থ প্রেরিত বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারীর প্রস্তাবের বর্ত্তমান সময়ে কোন কার্য্যকারিতা দেখা যায় না। এই জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে এ বিষয়ে সামাজিক কমিটীর এক্ষণে আর কিছু করিবার আছে কিনা।" ইতিমধ্যে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এক্ষণে এ বিষয়ে কিরূপ কার্য্য করা হইবে, তদ্বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অধ্যক্ষ সভার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

আয়		ব্যয়	
সাধারণ ফণ্ড	৫১১।৶	প্রচার ব্যয়	৬৪৬।।৵০
বার্ষিক দানপ্রাপ্তি ২৬২।।০		কর্ম্মচারীর বেতন	১৫১।।৵১৫
মাসিক দানপ্রাপ্তি ৬৯/০		ডাকমাশুল	৮।/৫
এককালীন দান প্রাপ্তি ১৭৯।।৵		পাথেয় হিঃ	৬৩৵০
	৫১১।৶০	প্রচারক গৃহ হিঃ	২০/১৫
প্রচার ফণ্ড	৪০৯৶৫	কমিসন হিঃ	২।।০
বার্ষিক দান ৩৭।।০		গরীব ব্রাহ্ম ছাত্রদের স্কুলের বেতন দান	৮০৲
মাসিক দান ৩০০।।৶৫		সুজাতা বৃত্তি	৫৸০
এককালীন দান ৭১৲		মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়	৭৲
	৪০৯৶৫	বিবিধ	২৭।৶১৫
			১০১২।।/১০

প্রচারক গৃহ হিঃ		গচ্ছিত শোধ	১২৫৲
(বাড়ী ভাড়া)	১২২৵০	হাওলাত শোধ	২৪৲
পাথেয়	২৮৵০		১১৬১॥/১০
শুভকর্ম্মের দান	১৩৲	স্থিত	৯১০৶১৫
সিটিকলেজ হইতে প্রাপ্ত দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রগণের স্কুলের বেতন	৮০৲		২০৭১৸/৫
সুজাতাবৃত্তি	৫৸০		
মুদ্রাঙ্কণ	১৪৲		
কর্ম্মচারীর বেতন অর্থাৎ তত্ত্বকৌমুদী ও পুস্তকের ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত	৪০৲		
	১২২৩॥৵৫		
গচ্ছিত	২৲		
	১২২৫॥৵৫		
পূর্ব্বস্থিত	৮৪৬৶০		
	২০৭১৸/৫		

পুস্তকের হিসাব।

আয়-		ব্যয়-	
বাকীমূল্য আদায়	৮৪।৵৫	অপুরের পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য শোধ	১২৫৶১০
নগদ বিক্রয়	৪৭৩৲১০	কমিশন	৪/১৫
সমাজের ২৮৩।৵১৫		বিবিধ	২২৸/১০
অপরের ১৮৯॥/১৫		পুস্তকের ডাক মাশুল	৭/১০
৪৭৩৲১০		ডাকমাশুল	।৫
কমিসন	৩০।৫	কাগজ খরিদ	১১৸/০
পুস্তকের ডাকমাশুল	৬৵১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৩৬৲
গচ্ছিত শোধ	৪৯৲	পুস্তক বাঁধাই	৩৫৲
	৬৪২৸/১০	গচ্ছিত শোধ	৫৫৲
পূর্ব্বস্থিত	৩২২৪।/১৫		২৯৭/১০
	৩৮৬৭৶৫	স্থিত	৩৫৬৯৸/১৫
			৩৮৬৭৶৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার

মূল্য প্রাপ্তি	২৪৯৵০	ডাকমাশুল	৬৭৸/২পাই
নগদ বিক্রয়	।৬পাই	কর্ম্মচারীর বেতন	২৯/৩পাই
বিজ্ঞাপন	৪৲	মুদ্রাঙ্কণ	১৪৲
ঋণগ্রহণ	৩০॥৵৪পাই	কমিশন	১৵০
		কাগজ	৯৩॥/৬পাই
	২৮৪৲১০পাই	বিবিধ	৭৸৵৩পাই
পূর্ব্বস্থিত	২১৩৵৩পাই	ঋণশোধ	৬৲
	৪৯৭৶১পাই		২১৯॥২পাই
		স্থিত	২৭৭॥৵১১পাই
			৪৯৭৶১পাই

মুদ্রাঙ্কণ ও হাওলাতাদিতে তিন হাজার টাকার উপরে দেনা আছে।

তত্ত্ব-কৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্য প্রাপ্তি	১৯৩৸/০	বিবিধ	১৯॥৶১০
নগদ বিক্রয়	৸০	কাগজ খরিদ	৫৯। ১০
সুদ	৮৫৲	ডাকমাশুল	৩৭৵৫
		মুদ্রাঙ্কণ	১২১॥০
	২৭৯॥/০	কর্ম্মচারীর বেতন	৫৪৲
গত ত্রৈমাসিক স্থিত	১৫৫৮৸০	কমিসন	৪।১০
	১৮৩৮।/০		২৯৫৸৵১৫
		স্থিত	১৫৪২।৵৫
			১৮৩৮।/০

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রম বা ব্রাহ্ম ওয়ার্কারদিগের শেলটার—বিগত ১লা বৈশাখ বিশেষ উপাসনান্তে ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রমের কার্য্য বিধিপূর্ব্বক আরম্ভ হইয়াছে। আপাততঃ ২ জন পরিচারক শ্রেণীভুক্ত ও ত্রয়োদশ জন সহায় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই জন মহিলা "সহায়" আছেন। এতদ্ভিন্ন, দুইটী যুবক "সহায়" শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাঁহাদিগকে আপাততঃ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে। প্রতিদিন প্রাতে ৯॥ টার সময়ে ৪৫।৩ নং বেনিয়াটোলা লেন, ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রমে রীতিমত ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। বাহিরের লোকে ইচ্ছা করিলে এই উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন প্রতিদিন সায়ংকালে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইয়া থাকে। তাহাতে অনেকে যোগ দিয়া থাকেন। এই আশ্রম হইতে ইতিমধ্যে "ব্যাকুলতা" ও "কর্ম্মসাধন" নামে দুই খান পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পরিচারকগণ যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক পুস্তক ও পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রচার করিতে পারেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন। ঈশ্বর তাঁহাদের চেষ্টার সহায় হউন।

ব্রাহ্মবালকদিগের বোর্ডিং—ব্রাহ্ম বালকদিগের যে বোর্ডিং স্থাপিত হইবার কথা ছিল, এপ্রিল মাসের প্রথম হইতে তাহা স্থাপিত হইয়াছে। আপাততঃ ৪টী বালক লইয়া বোর্ডিং খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ নন্দী বি, এ, এবং শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশ চন্দ্র বসু আপাততঃ বালকদিগের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাতে বালকদিগকে লইয়া সংক্ষিপ্ত উপাসনা পূর্ব্বক দিবসের কার্য্যারম্ভ করা হয়। শিক্ষকগণ তাহাদিগের পাঠে সাহায্য করিয়া থাকেন। ত্বরায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কতিপয় পুরুষ ও মহিলাকে লইয়া একটী তত্ত্বাবধারক কমিটী নিযুক্ত করা হইবে। আপাততঃ বালকগণ বোর্ডিংএর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ করিবে, কিন্তু অচিরকালের মধ্যে বোর্ডিংএর মধ্যেই স্কুল করিবার সংকল্প আছে। বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যালয় গুলির নীতির অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে যত শীঘ্র ব্রাহ্মবালকদিগকে ঐ

সকল স্কুল ছাড়াইয়া স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় ততই শ্রেয়। আশা করি আগামী গ্রীষ্মের ছুটীর পরে এই বোর্ডিংএর বিশেষ উন্নতি হইবে।

আদ্য শ্রাদ্ধ—বিজনীর দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু বরদানাথ হালদার মহাশয়ের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ বিগত ২০শে এপ্রিল শনিবার ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে বরদা বাবু নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ প্রচার ফণ্ড	৩০৲
সাঃ ব্রাঃ সমাজ দাতব্য ফণ্ড	৩০৲
ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়	১০৲
ব্রাহ্ম বালিকা বোর্ডিং	১০৲
বিক্রমপুর প্রচার সভা	২০৲

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন। সেখানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিবেন।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজ ও জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সমাধা করিয়া রঙ্গপুরে গমন করিয়াছেন। সেখান হইতে আসাম যাইবারঅভিপ্রায় আছে; যদি না যাওয়া হয়, তাহা হইলে সাঃ ব্রাঃ সমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন।

দার্জিলিঙ্গ সমাজের সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

বিগত ১০ই হইতে ১৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত দার্জিলিঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উৎসবে সহায়তা করণার্থ আসিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য হইয়াছে।

১০ই এপ্রিল ২৯শে চৈত্র। প্রাতে সাধারণ সাপ্তাহিক উপাসনা। সায়ং ৭টায় উৎসবের উদ্বোধনার্থ উপাসনা। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্য।

১১ই এপ্রিল, ৩০শে চৈত্র। প্রাতে ৯টা, উৎসবের প্রথম উপাসনা—আচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণে ৩টা হইতে ৫টা বন্ধু সমাগম ও আলোচনা, সায়ং ৭টা, বর্ষশেষের ব্রহ্মোপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস।

১২ই এপ্রিল, ১লা বৈশাখ। প্রাতে ৮টা নববর্ষের ব্রহ্মোপাসনা। ৩টা হইতে ৫টা ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা। সায়ং ৭টা ব্রহ্মোপাসনা—আচার্য্য নবদ্বীপ বাবু।

১৩ই এপ্রিল, ২রা বৈশাখ। প্রাতে স্থানীয় আচার্য্যের ভবনে পারিবারিক উপাসনা—আচার্য্য নবদ্বীপচন্দ্র দাস। এই উপাসনান্তে তিনি দার্জিলিঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

১৪ই এপ্রিল, ৩রা বৈশাখ। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আগমন করেন, এবং স্থানীয় আচার্য্যের ভবনে কথোপকথন হয়।

১৫ই এপ্রিল, ৪ঠা বৈশাখ। প্রাতে ৯টা মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা, আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়। অপরাহ্ণে ৩॥টা হইতে ৫।০টা পর্য্যন্ত বার্চ্ হিল্ পার্কে নির্জ্জন স্থানে গমন, এবং তথায় ব্রহ্মসঙ্গীত, প্রার্থনা ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সহায়তা করেন।

১৬ই এপ্রিল, ৫ই বৈশাখ। প্রাতে ৮॥টা মন্দিরে উপাসনা, আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়। অপরাহ্ণে ৪॥টা হইতে ৬॥টা পর্য্যন্ত একটী বাঙ্গালা বক্তৃতা জিলা স্কুলগৃহে শাস্ত্রী মহাশয় দ্বারা প্রদত্ত হয়; বক্তৃতার বিষয় "ভারতে প্রাচীন ও নবীন"। স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্র মণ্ডলীর অধিকাংশ লোক এই বক্তৃতায় উপস্থিত হইয়া আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া সন্তোষপ্রকাশ করেন। বক্তৃতান্তে কোন কোন কঠিন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য প্রশ্নোত্তর ভাবে কথোপকথন হইয়াছিল, এবং তৎপর দিন বিকালে ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত পুনরায় আলোচনার্থ সকলে শাস্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করায় তিনি সম্মত হইলেন।

১৭ই এপ্রিল, ৬ই বৈশাখ। প্রাতে মন্দিরে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা—আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়। অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৩টা। নেপালী ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ সিং নামক স্থানীয় নেপালী ব্রাহ্ম কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। এই বক্তৃতার মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দিতে "সুবিশাল মিদং বিশ্বং" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন।

৩টা হইতে ৪॥টা শাস্ত্রী মহাশয় জিলা স্কুলগৃহে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকেও ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক উপদেশ দেন ও সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত গত পূর্ব্বদিনের বক্তৃতার বিষয়ে আলোচনা করেন। তৎপরে ঐ স্থানে মিস্ মুলার নাম্নী এক থিওসফিষ্ট মহিলা কর্ত্তৃক একটী ইংরাজি বক্তৃতাতে পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতার বিষয় "মৃত্যু নাই" (There is no death)। বক্তৃতান্তে শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতার বিষয়ে কয়েকটী সারগর্ভ মর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া সভা ভঙ্গ করেন, সায়ং ৭টায় মন্দিরে উৎসবের শেষ উপাসনা। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

পরদিন (১৮ই এপ্রিল) প্রাতে শাস্ত্রী মহাশয় দারর্জিলিঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জলপাইগুড়ি ও রঙ্গপুর ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি জলপাইগুড়িতে একদিন ও নেলফামারিতে একদিন অবস্থিতি করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ত, স,

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অভিপ্রায়ানুসারে ব্রাহ্মদিগের নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনা ও ধর্ম্ম সাধনের সাহায্যার্থ একখানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়া প্রচারিত হইবে। পুস্তকখানি একটু বৃহদায়তন হইবে এবং তাহার মধ্যে যেমন সাধারণ সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী প্রার্থনা, ধর্ম্মচিন্তা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হইবে। যতদূর উৎকৃষ্ট ভাবোদ্দীপক লেখা সকল পাওয়া যায়, সংগ্রহ করা যাইবে। কলিকাতা মফস্বলের বন্ধুগণ আপনাদিগের রচিত বা সংগৃহীত প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া উদ্দিষ্ট কার্য্যের সহায়তা করিলে পরম বাধিত হইব। আগামী ৭ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে এই সাহায্য পাওয়া প্রার্থনীয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
৪ঠা এপ্রেল, ১৮৯২।

নিবেদক
উমেশচন্দ্র দত্ত

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই বৈশাখ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৬ই বৈশাখ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

…শ ভাগ।
…য় সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥৹
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

জীবনের উৎস।

ওই যে নামিছে নদী গিরি-সানু দিয়া,
ঘুরে ফিরে প্রস্তরে প্রস্তরে ;
ঘুরিয়া বেড়ায় যেন পথ হারাইয়া,
লুকাইছে বিটপি-অন্তরে।

কি শুনি মধুর মরি কুলুকুল ধ্বনি,
দিবারাতি ও বিপিন মাঝে !
শ্যামল, হরিত, তথা তরু-লতা-শ্রেণী,
ফলে ফুলে কি সুন্দর সাজে !

কঠিন পাষাণে ওই স্নিগ্ধ বারিধারা,
লয়ে যায় শান্তি, উর্ব্বরতা ;
আসিতেছে দলে দলে শুষ্ক কণ্ঠ যারা,
ওরি পাশে করিছে জনতা।

কোথা হতে আসে নদী কে বলিতে পারে ?
কোন শৃঙ্গে জন্মিল তটিনী ?
কেমন সে উৎস, যার বারি এ প্রকারে,
নামিতেছে দিবস যামিনী।

কি বসন্ত, কি নিদাঘে, বরষা, শরতে,
নামে—নামে—চির বারিধারা ;
শ্রান্তি বা বিরাম নাই ; নিত্য এই মতে,
সিক্ত স্নিগ্ধ হইতেছে ধরা।

আছে কিগো হেন উৎস মানব-জীবনে,
শান্তি-প্রদ স্নিগ্ধ বারি যার
সম্পদে বিপদে সদা বহিবে এমনে,
উর্ব্বরতা করিবে বিস্তার।

বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবা যে উৎস হইতে,
উৎসারিত হবে নিরন্তর ;
পুণ্য-প্রদ সেই বারি নামি ধরনীতে,
এইরূপে জুড়াবে অন্তর !

সম্পাদকীয় মন্তব্য

বল দেখি ব্রাহ্ম কে ?—এক জন উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তি একমাত্র নিরাকার চৈতন্যস্বরূপকেই মানবের উপাস্য বলিয়া বিশ্বাস করে, উপাসনার আবশ্যকতা ও মানবাত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে, অপর পক্ষে ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে কোনও মধ্যবর্ত্তী স্বীকার করে না, কিংবা কোনও মনুষ্য বা গ্রন্থ বিশেষকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করে না, সেই ব্রাহ্ম। আর একজন এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিবেন,—মতে স্বীকার করিলে কি ? একজন যদি অনুষ্ঠান কালে আপনার মতের অনুসারে কার্য্য না করে, তবে সে মত থাকা না থাকা দুই সমান। অতএব আমার বিবেচনায় যে ব্যক্তি পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ বর্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের রীতি অনুসারে সমুদায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন, তিনিই ব্রাহ্ম। তৃতীয় ব্যক্তি বলিবেন, কেবল মাত্র পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ বর্জ্জন করিলে কি হইবে, আরও কত প্রকার সামাজিক দুর্নীতি আছে, ব্রাহ্ম তাহাও বর্জ্জন করিতে বাধ্য, এবং তাহা বর্জ্জন না করিলে কেহ ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। যে বাল্য-বিবাহের পোষকতা করে, বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করে, রমণীর অবরোধের সপক্ষতা করে ইত্যাদি, সে ব্যক্তি ব্রাহ্ম নহে। প্রথমোক্ত ব্রাহ্মগণ মতে ব্রাহ্ম, কিন্তু কার্য্যতঃ হিন্দুসমাজ মধ্যে রহিয়াছেন ; দ্বিতীয় দুই শ্রেণীর ব্রাহ্ম সমাজ মধ্যে দেখা যাইতেছে। কিন্তু আমাদিগকে যদি কেহ ব্রাহ্মের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেন, আমরা বলি—সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন করিয়া যাহার মুখ বিষয়-সুখ হইতে ফিরিয়া ঈশ্বর-মুখীন হইয়া রহিয়াছে, তিনি ব্রাহ্ম। কেহ অনুষ্ঠান দুইটা করে কি দশটা করে, তাহা দিয়া ব্রাহ্মের বিচার নহে ; সমাজসংস্কার দুইটা করে কি দশটা করে, তাহা দিয়াও ব্রাহ্মের বিচার নহে। কে কতদূর ঈশ্বরকে চায়, তাহা দিয়াই ব্রাহ্মের বিচার। ব্রাহ্ম এদেশের আধ্যাত্মিকতার শক্তির প্রতিনিধি। যে বলে এদেশের পাপরাশি পরাজিত হইবে, সেই বল তাঁহার জীবন হইতে উত্থিত হইবে।

সে বল বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশের বল, অতএব ব্রাহ্ম বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশের নিদর্শন এদেশকে দেখাইবার জন্য দায়ী। যে পরিমাণে তিনি ধর্ম্মের জন্য বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশ করিতে প্রস্তুত, সেই পরিমাণে তিনি ব্রাহ্ম। বর্ত্তমান সময়ে লোকের প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হওয়াতে বিষয়বুদ্ধি প্রবল হইতেছে। এই প্রবল বিষয়াসক্তির মধ্যে ব্রাহ্ম ঈশ্বরের সাক্ষী ও ধর্ম্মের সাক্ষী। তিনি ধর্ম্মকেই আপনার হৃদয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবেন ও বিষয়কে তাহার অধীন করিবেন। এই আদর্শ যাহার জীবনে যে পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইতেছে, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম।

নিজের প্রতি অবিশ্বাস—মানুষের যত প্রকার বিপদ ঘটিতে পারে, নিজের প্রতি অবিশ্বাস তাহার মধ্যে একটা, প্রধান বিপদ। মানুষ বার বার চেষ্টা করিয়া ও বার বার অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে আপনার প্রতি অবিশ্বাস করিতে শিক্ষা করে। কোনও প্রকার শুভ সংকল্প হৃদয়ে উদিত হইলেই আপনার মন বলিতে থাকে, এ শুভ সংকল্প হৃদয়ে উদিত হইয়া ফল কি? ইহা ত কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব না, আর পরিণত করিলেও ত অধিক দিন থাকিবে না, তবে আর চেষ্টা করিয়া ফল কি? অবশেষে এই অবিশ্বাস সর্ব্বগ্রাসী নিরাশার আকার ধারণ করে। কোনও কার্য্যের প্রস্তাব কর, সেই পুরাতন কথা, সেই পুরাতন দীর্ঘ নিশ্বাস—"করিয়া কি হইবে, কিছুই ত দাঁড়াইবে না।" অনেক ব্রাহ্মকে এই দারুণ ব্যাধিতে ধরিয়াছে, এবং ইহা কীটের ন্যায় তাঁহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সকল প্রকার শুভকার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেছে। তাঁহারা দিন দিন এক প্রকার স্বার্থপর ও নিষ্ক্রিয় জীবনে পতিত হইতেছেন। তাঁহাদের মূলমন্ত্র এই হইয়াছে, খাও দাও, নির্ব্বিরোধে বাস কর, যথাসাধ্য আত্মোন্নতি কর, ইহার অতিরিক্ত আমাদিগের দ্বারা আর কিছু হইবে না। কাহার দ্বারা কি হইতে পারে না পারে, তাহা মানুষ কি জানে? মানুষ যদি নিরাশাতে আপনাকে উদ্যমবিহীন না করিয়া ঈশ্বরের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করে, তাহা হইলে, ঈশ্বর তাহার দ্বারা অনেক কার্য্য করিতে পারেন। এইরূপে ধর্ম্মজগতে সামান্য সামান্য ব্যক্তির দ্বারা মহৎ কার্য্য সকল সাধিত হইয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে। সংগ্রাম, চেষ্টা ও উদ্যমই জীবন, এবং উদ্যমবিহীনতাই মৃত্যু। আমাদের যতক্ষণ সাধ্য আছে, ততক্ষণ আমরা পাপ ও অসত্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিব, নিজের ও অপরের দুর্গতি দূর করিবার যত প্রকার উপায় হওয়া সম্ভব তাহা অবলম্বন করিব, তৎপরে ফলাফলদাতা ঈশ্বর আছেন। ইহা না করিলে ঈশ্বর'সদনে আমাদের নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই।

ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?—এতদিন পরে এ প্রশ্ন কেন? এত উপাসনা করিলাম, প্রার্থনা করিলাম, এত ধর্ম্মের চর্চ্চা করিলাম, তার পর আর এ প্রশ্ন কেন? ১০ বৎসরের বালক ঋষি-বচন উল্লেখ করিয়া বলিবে, "হস্তস্থিত আমলকবৎ ব্রহ্মকে দর্শন করা যায়।" তবে আজ প্রবীন ব্রাহ্ম হইয়া এ প্রশ্ন করি কেন? এতদিন যাহা ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিয়াছি, তাহা কি কল্পনা?—আমাদের জীবনের গতি দর্শন করিয়া এ প্রশ্ন আপনি প্রাণে উদয় হয়। ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছি, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে দেখা যায়—এ বিশ্বাস প্রাণে আছে কিনা, তাহাও গভীর সন্দেহের বিষয়। এক জন্মান্ধ তাঁহার কোন আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই দুধের রং কি প্রকার?" বন্ধু উত্তর করিল, "কেন, বকের পাখার ন্যায়।" অন্ধ আবার বলিল, "ভাই, বক কি প্রকার?" আবার উত্তর হইল—"কেন, ধান্য কর্ত্তন করিবার কাস্তের মত।" আবার অন্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, কাস্তে কি প্রকার?" তখন আপন হস্ত কাস্তের ন্যায় বক্র করিয়া বলিল, "এই দেখ।" অন্ধ তখন বক্র হস্ত স্পর্শ করিয়া তৃপ্ত হইয়া বলিল, "হাঁ, দুধ চিনিতে পারিলাম।" ঈশ্বরকে দেখা যায় কি না, তাহাতেই পরিষ্কার বিশ্বাস নাই। আর যদিও বা দেখা যায় বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু দেখিলে আমাদের কি লাভ তাহা বোধ নাই। সুতরাং প্রাণে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা নাই। একান্ত ব্যাকুলতা ভিন্ন প্রাণে জ্ঞান ভক্তি, প্রেম পবিত্রতা লাভ হয় না, মোহ কাটে না, আসক্তি যায় না—ঈশ্বর দর্শন সম্ভবে না। তবে এক প্রকার ঈশ্বর দর্শনের কল্পনা করিয়া থাকি—বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বা ভাবের আবেগে ঈশ্বর দর্শনের একটা তৃপ্তি পাইতে চাই। ঐ অন্ধ ব্যক্তির দুধ দর্শনের ন্যায় আমাদের ব্রহ্মদর্শন। অন্যের মুখে শ্রবণ করিয়া, উপমার পর উপমা দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতে চাই।

ব্রহ্মকে দেখা যায়—এই বিশ্বাস প্রাণে জাগিলে মানুষের গতি ফিরিয়া যায়। ব্রহ্মকে যাঁহারা দেখিবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের কার্য্য ও ব্যবহার, গতি ও মতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সৃষ্টির কার্য্যে তিনি আছেন, তাঁহার কার্য্য করি, এই শুষ্ক দর্শন ও জ্ঞান দ্বারা বিতর্কে বুঝাইয়া রাখিয়া, আমরা অনেক সময় প্রবঞ্চিত হই। দর্শন বলিলে, হয় আমরা জড়দর্শন মনে করি, না হয় একটুকু জ্ঞানের বা ভাবের কল্পনা বুঝি। কিন্তু এই দ্বিবিধ দর্শন ছাড়া অপার্থিব কোন দর্শন আছে, তাহাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। ব্রহ্ম আমাদের নিকট আজও কল্পনার বস্তু, নতুবা আমাদের গতি কি সংসার সুখে স্বার্থের দিকে ছুটিয়া যায়? পরস্পরের মধ্যে অমিল হয়। সত্যে বিরোধ নাই—যথার্থ ঈশ্বর দর্শন হইলে মানবাত্মার মুক্তি হয়, সর্ব্ব প্রকার সংশয় অন্ধকার কাটিয়া যায়। উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য করিয়া, সংসারকে সার করিয়া, সংস্কার ও দলাদলিকে মুখ্য মনে করিয়া কি বসিয়া থাকিব? গোলমালে কি আসল কথা ভুলিব? রথ টানিতে গিয়া কি জগন্নাথ দর্শন করা ভুলিয়া যাইব। আসল কথা ভুল না—তাঁহাকে দেখা চাই, তাঁহাকে পাওয়া চাই, জগতের নিকট তাঁহার নামের সাক্ষ্য দেওয়া চাই। তাঁহাকে সত্যভাবে পাইলে মন্দির পূর্ণ হইবে, নিজের ও দেশের কল্যাণ হইবে—সকল দুঃখ ও অশান্তির অবসান হইবে। একটুকু ব্যাকুলতা চাই—অপর একটুকু সহিষ্ণু হইয়া প্রতীক্ষা করা চাই। ঈশ্বর দয়া করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা ব্যাকুল প্রাণে তাঁহার দর্শন লালসায় দিন রাত তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিতে পারি।

সাধনে বিশ্বাসের পরিচয়—কোনও মহৎভাব এক দিনে, এক মুহূর্ত্তে মানুষের মনে আসিতে পারে, ঈশ্বরের আদেশবাণী পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, এক মুহূর্ত্তে মানুষের কর্ণে আসিতে পারে, কিন্তু জীবনকে সে পথে নিয়োগ করা, সাধনার দ্বারা সেই মহৎ ভাবকে আয়ত্ত করা, ও জীবনের দ্বারা সেই আদেশকে পালন করা বিশ্বাসের দৃঢ়তার কর্ম্ম। আফ্রিকা দেশের এক জন সুবিখ্যাত খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকের জীবন চরিতে এরূপ উক্ত হইয়াছে, যে যৌবনকালে তিনি এক দিন স্কটলণ্ড দেশের রাজধানী এডিনবরা নগরের রাজপথে চিন্তিত অন্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, হঠাৎ নগরের প্রাচীরস্থিত একটী বিজ্ঞাপন পত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। ঐ বিজ্ঞাপন পত্রে লেখা রহিয়াছে "কে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ দিতে চাও?" কে আফ্রিকা দেশের অসভ্য বন্য জাতিদিগের মধ্যে প্রভু যীশুর নাম প্রচার করিতে যাইতে চাও? যদি কেহ এরূপ থাক তবে অমুক স্থানে অমুক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ কর।" সেই বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিবামাত্র তাঁহার অন্তরাত্মা যেন বলিয়া উঠিল, "আমি, আমি—আমি প্রভু যীশুর জন্য প্রাণ দিতে চাই।" এই বিজ্ঞাপনের উক্তিগুলি এরূপভাবে তাঁহার চিন্তা ও কল্পনাকে অধিকার করিল, যে দিবারাত্রি সেই আহ্বান ধ্বনি তাঁহার অন্তরে জাগিতে লাগিল। যেখানে যান, যাহা করেন, সেই আহ্বানধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়। তাঁহার আহার নিদ্রা রহিত হইল; তিনি আর কোনও মতে সুস্থির হইতে পারেন না। অবশেষে সেই মিচার বিভাগের অধিনায়কের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন "আমাকে আফ্রিকাদেশে প্রেরণ করুন।" তাঁহার ভাবের মধ্যে এমন একটা চিত্তের একাগ্রতা, ও মনের ঐকান্তিকতার লক্ষণ বিদ্যমান ছিল, যাহা দেখিবামাত্র উক্ত অধিনায়কের চিত্ত মুগ্ধ হইয়া গেল, তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে এই ব্যক্তির দ্বারাই কাজ হইবে। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আফ্রিকাদেশে প্রেরণ করা স্থির হইল; কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি আফ্রিকা যাত্রা করিলেন। বিশ্বাসের আশ্চর্য্য দৃঢ়তা!—সেই দিনের সঙ্কল্প তিনি ৫০ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কার্য্যে পরিণত করিলেন। অসভ্য কাফ্রিদিগের মধ্যে বাস করিয়া তিনি প্রাণ পণে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র চারিদিকে বিস্তার হইতে লাগিল; যৌবনে তিনি অজ্ঞ ছিলেন, ক্রমে পাঠ ও চিন্তার দ্বারা অনেক জ্ঞান সঞ্চার করিলেন। ক্রমে তাঁহার কৃষ্ণ কেশ শুক্ল হইয়া গেল; শরীরের অঙ্গ সকল বলিত হইল; চক্ষের জ্যোতি হীন হইয়া গেল; যৌবনে যে দেহ ঈশ্বরচরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যে ও সেই দেহ ঈশ্বর চরণে রহিল, অবশেষে সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির মধ্যে তিনি এই জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মেথডিষ্ট নামক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তা জন ওয়েসলির বিষয়েও এইরূপ দেখা যায়, যে এক রাত্রে এক মুহূর্ত্তে তাঁহার অন্তরে যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, তিনি আজীবন তাহাই সাধন ও কার্য্যে পরিণত করিলেন। মহাত্মা বুদ্ধও একদিনে যে সত্য দেখিয়াছিলেন, তাহা চিরজীবন সাধনে ও প্রচার করিলেন। মনুষ্যকুলে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই, এক শ্রেণীর মন স্বভাবতঃ এরূপ নির্ম্মল ও শ্রদ্ধা-সমন্বিত যে তাঁহারা স্বতঃই সত্যের অনুগত হন, সহজে ঈশ্বরের হস্তে দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করেন; অপর শ্রেণীর পক্ষে সত্যের হস্তে আপনাদিগকে সমর্পণ করা কঠিন। সাধুভাবের হস্তে যাঁহারা আপনাদিগকে সমর্পণ করেন, সাধুভাব তাঁহাদের সমগ্র হৃদয় ও জীবনকে অধিকার করিয়া বসে। ঈশ্বর আমাদিগকে এইরূপ বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রদান করুন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

আধ্যাত্মিক অবসাদ।

আমাদের অন্তরে যেন এক প্রকার আধ্যাত্মিক অবসাদ উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিকেই এক প্রকার নিরাশা ও অবসাদের ভাব দেখিতেছি। কোনও বিষয়ে যেন সহজে লোকের উৎসাহ হয় না। যে কার্য্যের প্রস্তাব কর, এই বিষাদময় ধ্বনি উত্থিত হয়—"কি হবে"। না ধর্ম্মসাধনে একাগ্রতা আসিতেছে, না সদনুষ্ঠানে উৎসাহ জন্মিতেছে, না সংস্কারকার্য্যে অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে। এই আধ্যাত্মিক অবসাদ এত গভীর ও দূরব্যাপী হইয়াছে, যে ব্রাহ্মপ্রচারক ও আচার্য্যগণ যাহা কিছু বলিতেছেন, যাহা কিছু সৎপ্রসঙ্গ করিতেছেন, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উপকার দর্শিতেছে না। উচ্চ সত্য শুনিয়া শুনিয়া তাঁহারা সেই সকল সত্যের গুরুত্ব যেন ভুলিয়া গিয়াছেন।

একদিকে অবসন্নতা যেমন বাড়িতেছে, অপরদিকে বিষয়বুদ্ধি প্রবল হইতেছে। ধর্ম্মভাব যদি মানব হৃদয়ে জাগ্রত না থাকে, বিষয় তাহাকে আকর্ষণ করিবেই করিবে; কারণ তাহা তাহার হাতের নিকটে আছে; তাহা তাহার হৃদয়দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। অতএব যে পরিমাণে আমাদের অন্তরের ধর্ম্মভাবের জাগ্রত ভাব ম্লান হইতেছে, সেই পরিমাণে বিষয়-সুখস্পৃহা বাড়িতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের জীবনের লক্ষ্য যেন আমরা ভুলিয়া যাইতেছি।

ব্রাহ্মগণ যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভাবিতে হইবে, তাঁহারা কি করিতেছেন? তাঁহাদের সম্মুখে আশার ক্ষেত্রে কি রহিয়াছে? তাঁহারা দেশের শত শত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইয়া থাকিবেন, এই কি তাঁহাদের লক্ষ্য? অথবা ভারতকে পরাজয় করিয়া ইহার ধর্ম্ম-চিন্তা ও ধর্ম্মভাবকে পবিত্র স্বরূপের চরণে ধাবিত করিবেন, এই তাঁহাদের লক্ষ্য? মুখে বলিলে হইবে না, ভারতকে পরাজয় করা আমাদের লক্ষ্য। আত্ম-পরীক্ষার দ্বারা দেখ, ঐ আদর্শ চক্ষের সমক্ষে বাস্তবিক রহিয়াছে কি না। যদি এই লক্ষ্যই থাকে, তবে প্রশ্ন এই, কিরূপ অস্ত্রে ভারতকে পরাজয় করিবেন ভাবিতেছেন? তাহার আয়োজন কি আছে? জগতের ইতিহাস দেখিলে কি দেখিতে পাই? যে সকল ধর্ম্ম জগতে বহুল পরিমাণে জয়লাভ করিয়াছে, তাহারা কিরূপ অস্ত্র লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? তাহারা কি বিষয়াসক্তির দ্বারা বিষয়াসক্তিকে বিনাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, না বৈরাগ্যের দ্বারা

বিষয়াসক্তিকে বিনাশ করিয়াছে। স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, যে তাহারা বৈরাগ্যের অস্ত্রেই বিষয়াসক্তিকে বিনাশ করিয়াছিল। বৈরাগ্যের অর্থ এখানে সন্ন্যাস, বা দণ্ড কৌপীন ধারণ বুঝিতে হইবে না। বৈরাগ্য শব্দের অর্থ বিষয়ের দিকে পশ্চাৎ করিয়া ও ঈশ্বরের দিকে সুমুখ ফিরিয়া দণ্ডায়মান হওয়া, বিষয়-সুখকে সর্ব্বদাই ধর্ম্মবিশ্বাসের অধীন রাখা, এবং স্বার্থপ্রবৃত্তি অপেক্ষা স্বার্থনাশ-প্রবৃত্তিকে প্রবল রাখা। বৈরাগ্যের এই ভাব ব্যতীত অদ্যাপি কোনও ধর্ম্ম আপনার শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। আমরা কেন সমর্থ হইব? যাহা কোনও ধর্ম্ম কখনও সাধন করিতে পারে নাই, তাহা কি আমাদের দ্বারা সাধিত হইবে? আমরা প্রত্যেকে বিষয় সুখকে শ্রেষ্ঠ বোধে তাহার অনুসরণ করিব, অথচ আমাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে জয়যুক্ত হইয়া উঠিবে, ইহা কি সম্ভব?

যদি ব্রাহ্মসমাজ ভারতকে জয় করিবার ইচ্ছা করেন তবে, তাহা বৈরাগ্যের অস্ত্রের দ্বারা করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ নরনারীর বৈরাগ্য-ভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক। ব্রাহ্মগণের সকলকেই যে বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও বিষয়-সুখ অপেক্ষা ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিবেন, এবং বিষয়-সুখ-স্পৃহা চরিতার্থ করা অপেক্ষা ধর্ম্মের সুখের জন্য অধিক মনোযোগী হইবেন। এরূপ ভাবাপন্ন হইবেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সে ভাব কই? দেখিতেছি আমাদের বিষয়-বুদ্ধিই প্রবল হইতেছে, স্বার্থনাশ প্রবৃত্তি দিন দিন হ্রাস হইতেছে; ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব-জ্ঞান হৃদয়ে ম্লান হইতেছে। বিশ্বাস ও বৈরাগ্যে এরূপ হীন সম্প্রদায়ের দ্বারা কখনও কোনও মহৎ কার্য্য সাধিত হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের ম্লানতাতে ভারতের ধর্ম্মজীবনেরও ম্লানতা ঘটিবে।

এক্ষণে উপায় কি? উপায় একদল লোককে প্রস্তুত হইতে হইবে। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতার প্রতিনিধি স্বরূপ হইবেন; ইহার ধর্ম্মভাবের রক্ষক, পোষক, ও সম্বর্দ্ধক হইবেন; তাঁহারা সাধারণ স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া না দিয়া, ইহা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া বসিবেন, এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে বিশ্বাস ও বৈরাগ্য সাধন করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার শক্তি, বিশ্বাস ও স্বার্থনাশের শক্তি ঘনীভূত হইবে, এবং ক্রমে তাহা সমগ্র সমাজ দেহে ব্যাপ্ত হইবে। এরূপ সাধন ও ব্রতপরায়ণ একদল ভিন্ন, বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অবসাদ দূর হইবার উপায় দেখি না।

প্রচারের দায়িত্ব।

(২০শে বৈশাখ রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)।

যৌবনকালে আমার একজন মিত্র ছিলেন; তাঁহাকে আমি অতিশয় ভালবাসিতাম, দুই জনে সর্ব্বদা এক সঙ্গে বাস, এক সঙ্গে আহার বিহার, এক সঙ্গে নানা বিষয়ে কথোপকথন করিয়া বড় সুখী হইতাম। দুই জনের চিন্তা ও ভাবের বিনিময় সর্ব্বদা হইত, এবং চিন্তা ও ভাবে অপূর্ব্ব মিলন ছিল। কিছুদিন যায় আমার সেই বন্ধু কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া হঠাৎ ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি অজ্ঞেয়তাবাদ অবলম্বন করিলেন। ইহাতে আমি এত মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছিলাম যে, প্রায় প্রত্যহ দেড় ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা কাল তাঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতাম। এই তর্কে কখনও কখনও আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত। সমবয়স্ক ও নিতান্ত আত্মীয়কে লোকে যে প্রকার স্বাধীনতার সহিত কথা বলে, আমি সেইভাবে বলিতাম, কখনও কখনও উপহাস বিদ্রূপ ও কর্কশ কথা বলিতাম। তাহাতে দেখিলাম যে আমার বন্ধু ধর্ম্মবিশ্বাসের দিকে না আসিয়া আরও নাস্তিকতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন আমি নিরাশ হইয়া তর্ক বিতর্ক পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু যখনি আমি আমার উক্ত বন্ধুর সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতাম, তখনি তিনি আমাকে বলিতেন—"বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মশাসন না হইলেও চলে। আমাকে ব্রাহ্ম করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? আমার স্ত্রীকে ধর্ম্মের উপদেশ দেও, তাহাকে ব্রাহ্মিকা করিয়া লও। মেয়ে মানুষের একটা ধর্ম্ম না থাকিলে বিপদ।" এ কথা যে তিনি উপহাসচ্ছলে বলিতেন তাহা নহে, সরল ভাবেই বলিতেন। অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে এ প্রকার ভাব অনেক লোকের অন্তরে আছে। সমুদায় সভ্যদেশে এক্ষণে এরূপ সহস্র সহস্র ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা নিজে সকল প্রকার ধর্ম্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াও দেশের প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই বলিয়া থাকেন, স্ত্রীলোক, বালক ও দেশের অজ্ঞ লোকদিগের জন্য একটা ধর্ম্মের প্রয়োজন, তাহারা বিশ্বাসের সহিত একটা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং তাহাতে সান্ত্বনা পাইতেছে, কাজ কি তাহাদের সেই সুখকে ভঙ্গ করিয়া, ইহার সঙ্গে যোগ দিয়া থাকাই ভাল। এই ভাবেই ভগবদ্গীতা লিখিত হইয়াছে;—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাং।

অর্থ, বিজ্ঞ ও কর্ম্মেতে আসক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তে দ্বিধাভাব উৎপন্ন করিবে না।" অর্থাৎ কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়াও আসক্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় কার্য্য করিবে। এই ভাবেই একজন ফরাসি দেশীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"যদি একটা ঈশ্বর না থাকিত তাহা হইলে একটা ঈশ্বর কল্পনা করিয়া লওয়া প্রয়োজন হইত," কারণ ঈশ্বর ও ধর্ম্ম ভিন্ন সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না।

আমাদের বোধ হয়, এভাবে ধর্ম্মকে সেবা করিলে অপরাধ হয়। ধর্ম্ম এরূপ বস্তু নয় যাহা লইয়া লোকে ছেলে খেলা করিতে পারে। মানুষকে আশা দিয়া নিরাশ করা পাপ; কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে আশা দিয়া নিরাশ করা মহা পাপ। মনে কর এই প্রখর গ্রীষ্মের দিন কোন গ্রামের পার্শ্বে কতকগুলি বালক দণ্ডায়মান আছে। রৌদ্রে পুড়িয়া মাঠ দিয়া একজন পথিক সেই গ্রামের অভিমুখে আসিতেছে। সে ব্যক্তি তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জলের অন্বেষণ করিতেছে, কোনও স্থানেই পান করিবার উপযুক্ত শীতল ও পরিষ্কার জল পূর্ণ পুষ্করিণী পায় নাই; যত

স্থানে গিয়াছে সকল স্থানেই পঙ্কিল ও উষ্ণ বারি। অবশেষে আশা করিয়া আসিতেছে যে এই গ্রামে শীতল ও পরিষ্কার জল মিলিবে। তৃষ্ণাতে তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছে, মুখে কথা সরিতেছে না। সে ব্যক্তি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়া উক্ত বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয় এ গ্রামে কি পান করিবার উপযুক্ত ভাল পুষ্করিণী আছে? বালকগণ বলিল—হাঁ আছে, এস দেখাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া সেই ব্যক্তিকে আরও অর্দ্ধক্রোশ পথ লইয়া গেল; অবশেষে এক পঙ্কিল, শুষ্ক, পচা, দুর্গন্ধযুক্ত ডোবার নিকটে লইয়া গিয়া দেখাইয়া দিল ও "পান কর" বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। এই বিবরণ শুনিয়া আপনাদের কি মনে হইতেছে? যদি সেই বালকদিগকে এখনি এখানে উপস্থিত করা যায়, এবং আপনাদের কাহারও হস্তে একগাছি চাবুক দেওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি ঐ বালকদিগকে উত্তম মধ্যম দেন কিনা? তাহাদের কার্য্যের প্রতি এতটা ঘৃণার সঞ্চার হইতেছে কিনা?

ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহারা নিজে কিছু পায় নাই, তাহারা যদি দিব দিব বলিয়া লোকদিগকে আহ্বান করে, তাহাদের ও অপরাধ এই প্রকৃতির কি না? সংসারপথের শ্রান্ত পথিকগণ শান্তির লালসায় চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে। যাঁহারা আধ্যাত্মিক অশান্তির যন্ত্রণা কখনও ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে সে যন্ত্রণা কিরূপ দুঃসহ। "কোথায় শান্তির স্থান পাই,"—"কোথায় শান্তির স্থান পাই" বলিয়া মানুষ কি ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছে!! ধর্ম্মের জন্য কি অসহ্য দুঃখই বহন করিতেছে, কি শ্রমই স্বীকার করিতেছে। যাহারা নিজে শান্তির স্থান না পাইয়া সংসারের এই সকল শ্রান্ত পথিককে ডাকিয়া আনেন, তাঁহাদের দায়িত্ব কত? তোমরা কি এই জন্য ব্রাহ্মসমাজের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছ যে সংসারপথের এই শ্রান্ত পথিকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বিবাদ বিসম্বাদ, পরনিন্দা, বিদ্বেষ, গ্লানির প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলিয়া দিবে? তাহাতে কি অপরাধ নাই? অপরকে ডাকিবার অগ্রে ভাবিয়া দেখ, নিজেরা এই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে শান্তি পাইয়াছ কি না? ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তোমাদিগকে প্রলোভনে রক্ষা করিতেছে, বিপদে আশ্রয় দিতেছে, সংকটে উদ্ধার করিতেছে, প্রাণে শান্তি দিতেছে? যদি এসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে, তবে কেন বৃথা এ মন্দিরের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছ? এই লোকটাকে যে বেদীতে বসাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের মনের ভাব কি, এই যে আমাদের আর কিছু পাইবার নাই, এখন পরের কিছু কাজ হউক? জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যাহাতে শান্তি পাইতেছ না, কোন্ সাহসে ভাব যে তাহাতে অপরে শান্তি পাইবে? এরূপ আত্ম-প্রবঞ্চনা ও লোক-প্রবঞ্চনা কেন কর? কেন স্পষ্ট করিয়া বলনা যে এ ব্রাহ্মধর্ম্মে কুলাইল না; ইহাতে আমাদের হৃদয়ের তাপ শান্তি হইল না, আমাদের সমাজ দেহের পাপ ব্যাধি দূর হইল না, অতএব আর ইহা প্রচার করিবার প্রয়োজন নাই? যদি কেহ এরূপ বলেন, যেহেতু দেখিয়াছি যে এই ধর্ম্ম জগতের সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা সংস্কৃত ও উন্নত, ইহাতে কুসংস্কার নাই, গুরু ও শাস্ত্রের পীড়ন নাই, আত্মার স্বাধীনতা আছে, সকল ধর্ম্মের সার ইহাতে আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, অতএব মনে করি এই ধর্ম্মই সভ্যজগতের উপযোগী, এবং সেই জন্যই ইহার প্রচার করিতেছি; তবে তাঁহাকে বলি, তর্কে বুঝিলে চলিবে না যে এ ধর্ম্মটা ভাল, হৃদয়ে হাত দিয়া বল দেখি, ইহা পাইয়া তোমার প্রাণ জুড়াইয়াছে কি না? তুমি কি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা প্রলোভনের মধ্যে বাঁচিয়াছ? যখন পাপ প্রলোভন তোমার হৃদয়দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন কি ব্রাহ্মধর্ম্মের শক্তি তোমাকে দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত করিয়া রক্ষা করে? যখন তোমার গৃহে শোকের আগুণ জ্বলিয়া উঠে, তখন কি ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমার প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করে? যখন বিপদে তোমাকে ঘেরিয়া ফেলে, তখন কি ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমাকে শান্তি ও আশা বিধান করে? রেখেদেও তোমার পরিষ্কৃত ধর্ম্মমত, মত লইয়া কেহ স্বর্গে যাইবে না। তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মের গুণে বিপদে বাঁচিতেছ কি না? যদি ইহার আশ্রয়ে শান্তি ও সান্ত্বনা না পাইয়া থাক, তবে বাহিরে ধর্ম্মের ও ভদ্রতার পরিচ্ছদ পরিয়া লোক-প্রবঞ্চনা কেন করিতেছ? ও পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া ফেল, তোমার ভিতরে যে জীর্ণ গলিত ও মলিন কন্থা রহিয়াছে, তাহা বাহির হইয়া পড়ুক। অন্যকে দিবে কি, নিজের দরিদ্রতা নিবারণের জন্য অগ্রে সচেষ্ট হও।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনা।

(১)

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ গৌরব, ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন শাস্ত্র বা কোন মহাপুরুষের বাক্যের উপর নির্ভর করে না, ইহার মূল মানব প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত, মানবাত্মাই ইহার এক অবিনাশী শাস্ত্র। এ ধর্ম্ম মানবের আত্ম-প্রত্যয়-সম্ভূত; মানবাত্মার নিগূঢ়তত্ত্ব অন্বেষণ করিলেই এ ধর্ম্মের সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়;—এমন কি, যদি কোন মত বা কার্য্য আত্মার পূর্ণ বিকাশের প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু এ আত্ম-প্রত্যয় বড় সহজ কথা নহে। ইহা শ্রুতি-প্রত্যয় বা সংস্কার নহে। আমরা বাল্যকালাবধি যে সমস্ত মতামত ও ভাবের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হই, তাহা মাতৃস্তন্যের সহিত, নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত আমরা গ্রহণ করি, সে সমস্ত মতামত ও ভাব আমাদের মনের অঙ্গীভূত হইয়া যায়, সে সমস্তকে প্রকৃতিসিদ্ধ বলিয়াই প্রতীতি হয়; এবং কালে এ শ্রুতি-প্রত্যয়কেই আমরা আত্ম-প্রত্যয় বলিয়া মনে করি ও মহাভ্রমে পতিত হয়। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব জানিতে প্রয়াসী, তাঁহাকে যত্ন সহকারে আত্মার এই বহিরাবরণ ফেলিয়া দিয়া আত্মার স্বরূপ দেখিতে হইবে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিয়া মনকে পরীক্ষা করিতে হইবে, যাহা কিছু বাহিরের তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে কঠোর জ্ঞানসাধনার প্রয়োজন। মনস্তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়া আত্মার

প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইবে, হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। শুদ্ধ অন্যের চিন্তার ভার বহন করিলে হইবে না, কিন্তু আত্ম-প্রত্যয়ের অন্তর্ভূত করিতে হইবে। একদিকে যেমন জ্ঞানের শাণিত অস্ত্রে সংস্কারজ জ্ঞান হইতে আত্মতত্ত্বকে পৃথক করিতে হইবে, অন্য পক্ষে তেমনই দর্শনশাস্ত্রের একদর্শিতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া আত্মার কোন মৌলিক ভাবের অপলাপ করিলে সে জ্ঞান অজ্ঞানেরই রূপান্তর হইবে মাত্র। মানব প্রকৃতি অতীব গভীর, ইহা কোন দর্শনশাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে, যে দর্শনশাস্ত্র ইহার উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না, তাহার জীবনকাল অল্পস্থায়ী। দর্শনশাস্ত্র দ্বারা মানব প্রকৃতি নিয়মিত নহে, কিন্তু মানবপ্রকৃতি দ্বারাই দর্শনশাস্ত্র নিয়মিত। যে অপরিসীম বিশ্বকে আয়ত্ত করিতে যাইয়া মানব কল্পনা পরাস্ত হয়, সেই বিশ্বের কেন্দ্রও যেখানে অবস্থিত মানবাত্মার কেন্দ্রও সেখানে—অন্তর্জগত ও বহির্জগত এক ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং মানবাত্মার মূলে অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্ম বিরাজিত।

আত্মজ্ঞানের মূলে ব্রহ্মজ্ঞান। আপনাকে জানিতে হইলে ব্রহ্মকে জানাও অবশ্যম্ভাবী; শুদ্ধ তাহাই নহে, সমস্ত জ্ঞানের মূলেই ব্রহ্মজ্ঞান অস্ফুটভাবে নিহিত রহিয়াছে। নিত্য, অনন্ত, ধ্রুব জ্ঞান ধরিয়া না লইলে কোন জ্ঞানই সম্ভবপর হইত না। আমাদের সকল সন্দেহ, সকল যুক্তিতর্কের মধ্যে একটি ধ্রুবজ্ঞান, একটী অটল ভিত্তি গূঢ় ভাবে বিদ্যমান থাকে। এই ধ্রুবজ্ঞান না থাকিলে কোন সন্দেহ বা যুক্তিতর্কের কোন অর্থ থাকে না। আমাদের সমস্ত সন্দেহের মধ্য হইতেই বিশ্বাসের ভিত্তি দেখা দেয়। আমরা যখনই বলি, আমাদের জ্ঞান ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ, সুতরাং তাহাতে কোন প্রকার আস্থা স্থাপন করা যায় না, তখনই কোন অভ্রান্ত, পূর্ণ জ্ঞানের আদর্শ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে বিরাজিত থাকে। যখনই বলি, আমরা অপূর্ণ, সীমাবদ্ধ জীব, তখনই পূর্ণতা ও অসীমের আদর্শ আমাদের প্রাণে প্রকাশিত হয়। বস্তুত, এই সসীমের জ্ঞানই আমাদিগকে সীমার অতীত স্থানে লইয়া যায়, অথবা অনন্ত আমাদের অন্তরে আছেন বলিয়াই আমরা আপনাদের সান্তত্ব অনুভব করিতে পারি। যেমন এক জন জন্মান্ধ যে কখনও আলোকের কথা শুনে নাই, দর্শন শক্তির কথা শুনে নাই, সে কখনও আপনার অন্ধতা বুঝিতে পারে না, তেমনই যে একান্তই সান্ত, তাহার অন্তরে সীমানুভূতি কখনই জন্মিতে পারে না। সসীমের সীমাজ্ঞানই অনন্তের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত করিতেছে। সীমাজ্ঞান বিশিষ্ট সান্তের অন্তরেই অনন্তের সাক্ষ্য বিদ্যমান। সসীম আপন সীমা অতিক্রম করিতে চায় বলিয়াই সীমাবোধ জন্মে, এবং এই সীমা-জ্ঞানেই সীমার লোপ হয় ও সসীম অসীমের সহিত মিলিত হয়।

যেমন সীমাজ্ঞানই অসীমের জ্ঞান প্রদান করে, তেমনই পরিণাম-বোধ আমাদিগকে অপরিণামী সত্তাতে লইয়া উপনীত করে। যে একান্তই পরিণামী, তাহার কখনও পরিণাম-বোধ হইতে পারে না। পরিণাম-বোধ ও অবস্থান্তর-বোধ একই কথা। এবং এরূপ জ্ঞানে উভয় অবস্থায় তুল্যভাবে কোন জ্ঞানময় সাক্ষীর বিদ্যমানতা প্রকাশ পায়, অর্থাৎ এই পরিণামের মধ্যেও এক অপরিণামী জ্ঞানময় সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। নিয়ত পরিণামী বস্তু নিয়তই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, এক অবস্থার লয় হইলে অন্য অবস্থা উপস্থিত হইতেছে, এবং সে অবস্থা লয় হইলে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, এইরূপে এক অবস্থা যখন বর্ত্তমান, তখন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা সমূহ অতীতের বিষয় হইয়াছে। পরিণাম-বোধ হইতে গেলে এমন কোন অপরিণামী সাক্ষী থাকা আবশ্যক যে এই পরিণামের সহিত আপনিও পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে না, যাহার নিকট অতীত ও বর্ত্তমান তুল্যভাবেই বর্ত্তমান। সকল জ্ঞানের মূলেই এই অপরিণামী জ্ঞানময় সাক্ষীর অস্তিত্ব একান্ত আবশ্যক। আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের পক্ষে আমাদের আত্মা এই অপরিণামী সাক্ষী। যখন আমরা এই জগৎকে পরিণামশীল বলি, তখন তাহার মূলেও এক অপরিণামী জ্ঞানময় সাক্ষীর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লই। এই কল্পনার উপরই আমাদের সমস্ত জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, এই অপরিণামী সাক্ষী ছাড়িয়া দিলে কোন জ্ঞানই দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের আত্মজ্ঞানও কতক পরিমাণে দেশ কালের মধ্যে আবদ্ধ, সুতরাং পরিণামশীল জগতের অন্তর্ভূত। একটু নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে আমাদের আত্মার মূলেও এক অপরিণামী পরমাত্মা বিরাজিত। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আত্মজ্ঞানের মূলেই পরমাত্ম-জ্ঞান, জীবের অন্তরে এক ধ্রুবজ্ঞানময় অনন্ত সত্তা প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানের প্রকৃতি এই যে ইহা একদিকে যেমন অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তেমনই আপনাকেও প্রকাশ করে, ইহা কখনই আত্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত নহে। এই আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট জ্ঞানকেই পুরুষ বলা যায়। তবে ব্রহ্মকে যে অপৌরুষেয় জ্ঞান বলা হয়, তাহা দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে তিনি আমাদের ন্যায় সীমা-বিশিষ্ট জ্ঞান নহেন। এই রূপে আমরা আমাদের অন্তরের গূঢ় প্রদেশে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই জীব ও জগতের মূলে এক ধ্রুব জ্ঞানময় অনন্ত পুরুষ বিদ্যমান, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সমস্ত সত্তাবান্ হইয়াছে। ইহাই ব্রহ্মের "সত্যং" স্বরূপ।

যেমন আমরা জীবাত্মার অন্তরেই অনন্ত ব্রহ্মের সত্যস্বরূপের সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তেমনই তাঁহার শিবস্বরূপ উপলব্ধি করিতে আমাদিগকে অন্যত্র যাইতে হইবে না। এমন কি, তাঁহার সত্যস্বরূপের প্রমাণ বরং বহির্জগতে অনেক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার শিবস্বরূপ আমাদের অন্তরেই বিশেষ ভাবে প্রকাশিত। আমরা বহির্জগতে শিবের সহিত অশিবের সংগ্রাম দেখিতে পাই; অনেক সময় দৃশ্যতঃ অশিবের দ্বারা শিবকে পরাভূত হইতেও দেখি। সাধুর বিপদ ও অসাধুর প্রতিপত্তি দেখিতে পাই, কিন্তু আত্ম-দৃষ্টিমান যিনি, তিনি আপন অন্তরে মঙ্গলময়ের নিত্য জয় দেখিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন। আমরা অন্তর পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাই, আমাদের মলিন, আত্মসুখপরায়ণ, স্বার্থান্ধ ইচ্ছা কোন পবিত্র, অপার শক্তিশালী, মহতী ইচ্ছা দ্বারা প্রতিনিয়তই ব্যর্থ হইতেছে, প্রতিনিয়তই আপন ইচ্ছার প্রতিকূলে কোন মহৎ লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত হইতেছে। মানুষ যখন

আপনার ক্ষুদ্র শক্তিকে, মলিন ইচ্ছাকে এই মহতী ইচ্ছার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান করিতে চায়, তখন তাহার পরাভব অবশ্যম্ভাবী, তাহার সে শক্তি, সে ইচ্ছা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহার মূলে কি অপার করুণা, কি অতুল স্নেহ বিরাজিত! যখন পাপী পাপের তাড়নায় অস্থির হইয়া উঠে, যখন সংসার-মোহে মুগ্ধ জীব শোকে তাপে জর্জ্জরিত হয়, যখন আমরা নিরাশার গভীর অন্ধকারে ডুবিতে থাকি, হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়, তখন কাহার পুণ্যময় হস্ত আমাদিগকে সেই গভীর নরক হইতে উদ্ধার করে? কে মধুর হস্ত বুলাইয়া আমাদের শোক সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করিয়া দেয়? সেই নিরাশার ঘনান্ধকারে কাহার অভয়বাণী আমাদের প্রাণে স্বর্গের বার্ত্তা আনয়ন করে? পাপী যখন ভগবানের আশীর্ব্বাদে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, যখন সেই মধুর স্পর্শে তাহার তাপিত প্রাণ শীতল হয়, যখন সে সেই আশার কথা শুনিতে পায়, তখন আর তাঁহার দয়াময় নাম শুদ্ধ তাহার শ্রুতির বিষয় থাকে না, যুক্তি তর্কের বিষয় থাকে না, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তর হইতে গভীর ও মধুর স্বরে সে নাম উত্থিত হইতে থাকে। তখন আর সন্দেহ, অবিশ্বাস তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করে না, নিরাশার ছায়া তাহার প্রাণে পতিত হয় না, আশায় বুক বাঁধিয়া সে অনন্তের পানে ছুটিতে থাকে। স্বর্গের বাতাস লাগিয়া তাহার দুর্ব্বল প্রাণ সবল হইতে থাকে, পাপের মলিনতা ঘুচিয়া তাহার স্থানে পুণ্যের জ্যোতি ফুটিয়া উঠে, সংকীর্ণ স্বার্থপর প্রাণ প্রশস্ত হইতে থাকে, উদার প্রেমের আলয় হইয়া উঠে। সে অভয়-বাণী শুনিয়া চলিলে অমঙ্গল আর অগ্রসর হইতে পারে না, শিবস্বরূপের নিত্যরাজত্ব অন্তররাজ্যে স্থাপিত হয়। সংসারের সুখ দুঃখ তাহার ব্যাঘাত জন্মায় না; সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে পুণ্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, সংসারের সুখ দুঃখের অতীত এক চিরনির্ম্মল, পাপনুদ, অদ্বিতীয়, ধ্রুব মঙ্গল অন্তরে প্রকাশিত হন। তিনিই জীবের একমাত্র গতি, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন বস্তুই শিব নহে, কিছুই জীবের কাম্য নহে। অন্য পক্ষে তাঁহা হইতে মুখ ফিরাইলেই মৃত্যুর অন্ধকার, কে ছাড়িলেই নরকের ঘোর আবর্ত্ত। যিনি নিত্যই তাঁহার আহ্বানের অনুবর্ত্ত হন, তাঁহাকেই পরাগতি জানিয়া জীবন মন তাঁহাতেই সমর্পণ করেন, তাঁহার অন্তরে শিব নিত্য-কাল জয়যুক্ত হন।

অন্তর রাজ্যে যেমন আমরা শিবের নিত্যজয় দেখিতে পাই, মানবের ইতিহাসেও আমরা তাহার প্রচুর নিদর্শন পাই। কালসহকারে সাধু চেষ্টার ফলস্বরূপ, ভগবানের অপ্রতিহত বিধানে জনসমাজে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, পুণ্যের রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে, মানুষ দিন দিন জীবনে ভগবৎসত্তা স্পষ্টতর ভাবে উপলব্ধি করিতেছে। কিন্তু সে গুরুতর বিষয় স্বতন্ত্র স্থলে আলোচ্য।

"সত্যং" ও "শিবং" স্বরূপের প্রমাণ আমরা অন্তরে দেখিয়াছি। "সুন্দরং" স্বরূপ বিশেষ ভাবে আত্ম প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত। সৌন্দর্য্যবোধ কোন বাহিরের যুক্তি তর্ক বা আদর্শের উপর নির্ভর করে না। ইহার স্বতন্ত্র চক্ষু প্রয়োজন। শিক্ষার দ্বারা সৌন্দর্য্যানুভূতি তীক্ষ্ণ করা যায় বটে, মার্জ্জিত করা যায় বটে, শিক্ষা দ্বারা ইহা সৃষ্টি করা যায় না। আর ইহার শিক্ষা প্রণালীও স্বতন্ত্র। সুন্দর দ্রব্য দেখিতে দেখিতেই সৌন্দর্য্যানুভূতি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মূলে সে শক্তি থাকা আবশ্যক, নইলে এ শিক্ষা সম্ভবপর হয় না। যেমন জড় জগতের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য বিশেষ চক্ষু থাকার প্রয়োজন, সেইরূপ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের জন্যও সেই আধ্যাত্মিক চক্ষুর প্রয়োজন। যাহাদের সঙ্গীত বুঝিবার শক্তি আছে তাহাদের নিকটই সঙ্গীত মধুর, অন্যের নিকট তাহা গোলমাল মাত্র; তেমনই প্রেমিকই ভগবানের রূপে মুগ্ধ, অন্যের নিকট তাহা বাতুলতা মাত্র। সৌন্দর্য্যে প্রেমের উৎপত্তি এবং প্রেমে মানুষ পাগল হয়। সৌন্দর্য্যে যখন অভিভূত হয়, তখন তাহা আর সাধারণ ভাষায় প্রকাশ পায় না, সৌন্দর্য্যের সেবক তখন আকাশের আলো ধরিয়া পটে তিনি সেই সৌন্দর্য্য ফুটাইতে থাকেন, আকাশের বায়ু ধরিয়া তিনি মধুর তানে গগণ মেদিনী ভাসাইয়া দেন। সৌন্দর্য্যে বিমোহিত প্রেমিক কবি মধুর সঙ্গীতে আপনার প্রাণের ভাব ব্যক্ত করেন, তাঁহার প্রাণ উধাও হইয়া অনন্তের অভিমুখে ছুটিতে থাকে। প্রেমের আনন্দ বা প্রেমের ব্যথা কেবল প্রেমিকই অনুভব করিতে পারেন, অন্যের নিকট তাহা অর্থহীন।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয়া ভগ্নী নগেন্দ্রবালা দত্ত।

(পরলোকগতা নগেন্দ্রবালা দত্তের শ্রাদ্ধবাসরে, শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনী মোহন রায় কর্ত্তৃক পঠিত)

বাল্যজীবন—ইংরাজি ১৮৬৯ সালের অক্টোবর মাসে বাঙ্গালা ১লা কার্ত্তিক তারিখে নগেন্দ্রবালার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম বাবু উমাচরন বসু। জন্মের অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, ইঁহার মাতা ২টী পুত্র সন্তান এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ এই কন্যাটীকে লইয়া তাঁহার পিত্রালয় কোন্নগরে আসিয়া বাস করেন। সেই অবধি নগেন্দ্রবালা ঐ স্থানেই প্রতিপালিত এবং কতকটা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। হিন্দু সমাজের প্রথানুসারে ১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার ১॥ বৎসরের মধ্যেই তিনি বিধবা হন। এই সময়ে ভক্তিভাজন শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পত্নী নগেন্দ্রবালাকে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহার ভিতরে অজ্ঞাতসারে ব্রহ্মতেজ সঞ্চারিত হইতে লাগিল এবং এইরূপে সেই সময় হইতে তাঁহার প্রাণ ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে উপস্থিত হইতেন। তৎকালের কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপস্থিতি কালে সীতানাথ বাবু তথায় যাইয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। সেই সময়েই সীতানাথ বাবুর সহিত নগেন্দ্রবালার আলাপ পরিচয় হয়। নগেন্দ্রবালার মাতা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করেন, এবং সীতানাথ বাবুর নিকট এ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, কিন্তু নগেন্দ্রবালার বয়স তখন

১৩॥ বৎসর বলিয়া সীতানাথ বাবু সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। মাতা কথনই কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছায় বিরত হন নাই, কিন্তু নগেন্দ্রবালার জ্যেষ্ঠ সহোদর কোন্ গতিকে এই অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া নগেন্দ্রবালাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। এ দিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নগেন্দ্রবালার আন্তরিক আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং তিনি তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীকে আপনার অবস্থা জানাইয়া একখানি পত্র লিখেন। সেই পত্র পাইয়া কলিকাতা হইতে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল ও আরও কয়েকজন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা যাইয়া কোন্নগর হইতে নগেন্দ্রবালাকে গোপনে লইয়া আইসেন।

এখানে আসিয়া কয়েকটী ব্রাহ্মপরিবারে তাঁহাকে ১৷৷০ বৎসর কাল থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ে সীতানাথ বাবু তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা এবং উপাসনার উন্নতির জন্য প্রত্যহই সময় দিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন উভয়ের ঘনিষ্ঠ মিলনে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা এবং প্রেম ঘনীভূত হইয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরতর হয়, এবং এই সময়ে সীতানাথ বাবু নগেন্দ্র বালাকে বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। তৎপরে ১৮৮৫ সালের অক্টোবর মাসে সীতানাথ বাবুর সহিত নগেন্দ্র বালার পরিণয় হয়।

বিবাহিত জীবন—এখন হইতে নগেন্দ্র বালা সংসারী হইলেন। এখন হইতে তিনি সীতানাথ বাবুর সহধর্ম্মিণী হইলেন। বাস্তবিকই তিনি সীতানাথ বাবুর সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সহধর্ম্মিণী কথার প্রকৃত অর্থ যাহা তাহা নগেন্দ্রবালার চরিত্রে বিকশিত হইতেছিল। অবশ্য নগেন্দ্রবালার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং ধর্ম্মসাধন সীতানাথ বাবুর অপেক্ষা অনেক কম ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সীতানাথ বাবুর সর্ব্ব প্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। সাংসারিক অসুবিধার জন্য অল্প কালের মধ্যেই তাঁহাকে স্কুল ছাড়িতে হইয়াছিল, বেথুন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর উর্দ্ধে পড়িতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা কোন দিনই বন্ধ হয় নাই। জ্ঞান সম্বন্ধে যেমন ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধেও তেমনি তিনি সীতানাথ বাবুর সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সীতানাথ বাবু যেমন প্রচলিত পূর্ণাঙ্গ উপাসনা প্রণালীর বিশেষ পক্ষপাতী, নগেন্দ্রবালা তেমনি ঐ উপাসনা-প্রণালী নিত্য প্রাণের সহিত সাধন করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার অকৃত্রিম সরলতা এবং ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা থাকায় সীতানাথ বাবু অনেক সময় তাঁহার নিকট উচ্চতত্ত্ব এবং গভীর ভাব সকল প্রকাশ করিয়া তৃপ্তি পাইতেন। স্বামীর প্রতি যেমন তাঁহার প্রগাঢ় প্রেম, তেমনি উজ্জ্বল কর্ত্তব্য জ্ঞান ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রকারে সীতানাথ বাবুকে সুখী করিতে এবং সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেন।

সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য—নগেন্দ্রবালার চরিত্রে ঈশ্বরের মাতৃভাব আস্তে আস্তে বিকশিত হইতেছিল। তাঁহার এই অল্প বয়সে ভগবান তাঁহার ভিতরে সন্তান পালনের এমনি সুনিয়ম সঞ্চারিত করিয়াছিলেন যে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কিন্তু তিনি যে কেবল সন্তানদিগের শারীরিক সুস্থতার জন্য যত্নশীলা ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি সন্তানগুলির মানসিক উন্নতি ও নৈতিক চরিত্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি সন্তানগুলিকে এমনি সুনিয়মিত করিয়াছিলেন যে তাহারা কোন দিন তাঁহার অনুমতি না লইয়া ঘরের বাহির হইত না, এমন কি, তাঁহার সন্তানদিগকে তাঁহার অসাক্ষাতে কেহ কোন খাবার জিনিস দিলে তাহারা মাতাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া খাইত না। সন্তানগুলিকে সর্ব্বদাই চক্ষের সমক্ষে রাখিতেন। পাছে সন্তানেরা অশাসিত ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া কোন কুশিক্ষা পায় সেইদিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। একদিনকার একটী ঘটনা দ্বারা তাঁহার এই গুণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একদিন তাঁহার বড় কন্যাটি কিরূপে একটী মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, এই শুনিয়া তিনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সন্তানেরা যখনই কাহারও সম্বন্ধে কোন অপরাধ করিত, নগেন্দ্রবালা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সেই অপরাধ স্বীকার করাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করাইতেন। বস্তুত সন্তানদিগের নৈতিক চরিত্রের দিকে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। এখন তাঁহার যত্নের গুণে সন্তানগণের চরিত্র অতি মধুর হইয়াছে।

গৃহস্থালী ও দৈনিক জীবন—এই বিষয়েও তাঁহার আশ্চর্য্য সুপ্রণালী ছিল। তিনি সংসারের কার্য্যে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজে একেবারে অপারগ না হইতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরিবারের কাহাকেও কোন কার্য্য করিতে বলিতেন না। যে কার্য্য চাকরের কর্ত্তব্য, অনেক সময়ে তিনি নিজে সেই কার্য্য করিতেন। তাঁহার সংসারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও আশ্চর্য্য ছিল। তাঁর গরীবের সংসার ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার শৃঙ্খলার গুণে গরীবের ঘর গুলিকেও তিনি দেবালয়ের ন্যায় করিয়া রাখিতেন। তাঁহার গৃহের সমস্ত জিনিষগুলিই এমনি ভাবে সজ্জিত থাকিত যে কেহ কোন সময় তাঁহার একটা জিনিষ এদিক ওদিক করিয়া রাখিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি সে গুলিকে পুনরায় যথাস্থানে রাখিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সুস্থির হইতে পারিতেন না। তিনি পরিবারস্থ লোকের বিশৃঙ্খল স্বভাবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ইঁহাদের পরিবার একটী আশ্রম ছিল। ইঁহাদের পারিবারিক জীবনের প্রথম হইতেই ইঁহাদের আশ্রয়ে অনেকগুলি যুবতী বাস করিতেন। নগেন্দ্রবালা চিরদিনই ইঁহাদিগের সহিত ভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। বিশেষতঃ যাহারা স্কুলের ছাত্রী তাহাদের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার আশ্রিত প্রত্যেকের সমস্ত সংবাদ লইতেন। তাহাদের দৈনিক উপাসনা হইতেছে কিনা সে সংবাদও নগেন্দ্রবালা রাখিতেন। তাঁহার সঙ্গে যাহারা কিছুদিন বাস করিয়া গিয়াছেন, সকলেই নগেন্দ্রবালাকে আপনার জন মনে করিতেন। একটী নেপালী মেয়ে তাঁহার স্বদেশ এবং পিতা মাতা ছাড়িয়া আসিয়া নগেন্দ্রবালার ভাল বাসায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চরিত্রের একটী আশ্চর্য্য

গুণ এই ছিল যে তিনি যাহাদের সঙ্গে বাস করিতেন, তাহাদের সমস্ত সুখ দুঃখের সঙ্গে আন্তরিক সহানুভূতি করিতেন। এই গুণেই তিনি সকলকে আপনার করিতে পারিতেন। তাঁহার পরিবারে বাস করিত, এরূপ কোন কোন বালিকাকে বলিতে শুনা গিয়াছে যে "নগেন দিদি বকিলেও মিষ্ট লাগে, রাগ হয় না।"

ভৃত্যদের প্রতি কর্ত্তব্য—তাঁহার সংসারে সকলেই সুখী ছিল। চাকরটীর প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য স্নেহ ছিল। তিনি অনেক সময় চাকরের কাজ নিজে করিয়া চাকরকে বিশ্রাম করিতে দিতেন। এই জন্য সময়ে সময়ে সীতানাথ বাবু তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতেন, তথাচ তিনি চাকরকে অতিরিক্ত ফরমাইস করিতেন না। চাকরের স্নান আহারের বেলা হইতেছে দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন, বোধ হইত যেন তাঁহারই স্নান আহার হয় নাই। আহারের পর চাকর শয়ন করিয়াছে এমন সময়ে হয় ত কোন জিনিষ আনিবার আবশ্যক হইলে তিনি চাকরকে ফরমাইস করিতেন না। তাঁহার ভালবাসায় ধোপানী, দুধওয়ালা এবং ডালওয়ালা, মেথর সকলেই বশীভূত এবং আকৃষ্ট হইয়াছিল। যে ডালওয়ালা তাঁর বাড়ীতে ডাল দিত, তাঁর ব্যারামের সময় একদিন দেখি যে তার দুটী চক্ষে জল আসিয়াছে, এবং যোড়হস্তে বলিতেছে, "বাবু আমার মাকে একবার আমি দেখিতে চাই, আমি এমন মা কখন দেখি নাই।" যে গোয়ালা তাঁহার বাড়ীতে দুধ যোগান দিত সেও তাঁহার মৃত্যুতে শোক করিতেছে ও বলিতেছে, এমন মা আর দেখি নাই, অথচ অনেক সময় এরূপ দেখা গিয়াছে যে তিনি এই গোয়ালাকে তাঁর ক্রটীর জন্য তিরস্কার করিয়াছেন।

সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য—নগেন্দ্রবালা নিজের সংসার-কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন, কাহারও বাড়ী গিয়া তত্ত্ব লওয়া অনেক সময়ই ঘটিয়া উঠিত না। কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই সকলের তত্ত্ব তল্লাস লইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। সীতানাথ বাবুর বন্ধু বান্ধব যাঁহারা একদিন তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর একটী ব্রাহ্ম বন্ধু এক দিন বলিতেছিলেন, যে সংবাদ পত্র পড়িবার আবশ্যক হইলে—বাবুর বাড়ীতে যাইয়া থাকি, আর মন খারাপ হইলে, মনে অশান্তি হইলে সীতানাথ বাবুর বাড়ীতে আসিতাম এবং তৃপ্তি পাইতাম, এখন আর অমন একটী পরিবার কোথাও পাইব না। যে সকল মহিলার তাঁহার সঙ্গে একটু বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল, তাঁহারা তাঁহার অভাব বিশেষ অনুভব করিতেছেন। এক সময়ে তাঁহার যত্নে পাড়ায় মেয়েদের মধ্যে একটী সঙ্গত সভা স্থাপিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে বিশেষ উপকার হইতেছিল। সমাজের সেবা করিবার জন্য তাঁর প্রাণে একটী প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, এবং সেই জন্য অল্পে অল্পে প্রস্তুত হইতেছিলেন। এক সময়ে তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের মেয়েদের (primary) প্রাইমারি শ্রেণীর ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনায় ছাত্রীগণ বিশেষ উপকার ও আনন্দ লাভ করিত। ভগবান তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিলে বোধ হয় ভবিষ্যতে তিনি এই কার্য্যের জন্য বিশেষ ভাবে উপযুক্তা হইতেন।

তাঁহার দয়া। তিনি গরীব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর দয়াবৃত্তি খুব প্রবল ছিল। কয়েকটী মেয়ে কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার উপরে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছিলেন, অথচ তাঁহার সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ ছিল। কিন্তু তাঁহার সমদুঃখানুভব এমন প্রবল ছিল যে তিনি একদিনও তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন নাই। বরং সর্ব্বদাই তাহাদের দুঃখ-মোচনের চেষ্টা করিতেন। তিনি নিজে চেষ্টা করিয়া কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া অনেক দিন হইতে একটী হিন্দু বৃদ্ধা বিধবাকে মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। আশ্রয়হীন পীড়িত লোকদের জন্য তাঁহার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইত।

ধর্ম্মসাধন—নিত্য উপাসনাতে কোন দিনও তাঁহার শৈথিল্য দেখি নাই। তিনি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনা প্রণালীটী জীবন্তরূপে সাধন করিতে চেষ্টা করিতেন। আরাধনা, ধ্যান এবং প্রার্থনা দৈনিক সাধন ছিল। অল্পদিনের মধ্যে আরাধনা এমনি সাধন করিয়াছিলেন যে অনেক পুরাতন ব্রাহ্মের জীবনেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক সময় পারিবারিক উপাসনাতে তাঁর উপাসনায় যোগ দিবার জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে উপাসনা করিতে অনুরোধ করিতেন, কিন্তু তাঁহার এমনি বিনয় ছিল যে তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে নিতান্ত অনুপযুক্ত মনে করিতেন, এবং নিজেকে সর্ব্বদাই পশ্চাতে রাখিতেন। কেহ উপাসনা করিতে বলিলেই বলিতেন, "আপনাদের নিকট আমার উপাসনা করিতে ভয় হয়। আমার উপাসনাতে আপনাদের কি তৃপ্তি হইবে? আমি উপাসনা করিতে কি জানি?" নাম সাধন তাঁহার বড় প্রিয় জিনিস ছিল। সাংসারিক কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে, বিশেষতঃ রোগ ও বিপদের অবস্থায় তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন। ঈশ্বর প্রাণ-স্বরূপ, আত্মার আত্মা, এই সত্যের আভাস পাওয়া অবধি তিনি এই ভাবটী সাধন করিতে বিশেষ যত্নবতী হইয়াছিলেন। রোগ-শয্যায় পড়িয়াও এই স্বরূপের আলোচনা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এই নাম যখন তাঁহার কাণের নিকট উচ্চারণ করা হয়, তখন তাঁহার চক্ষু দিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। এই অল্প বয়সে এবং সংসারের অনেক প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও যাঁহার ধর্ম্মজীবন এরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, পরিণত বয়সে এবং ক্রমশঃ সংসারের প্রতিকূল অবস্থা দূর হইলে এই জীবন কিরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিত তাহা ঈশ্বরই জানেন।

পাঁচ ফুলের সাজি।

1. Seneca,—

"It is no advantage that conscience is shut within, as we lie open to God."

বিবেক আমাদের অন্তরে আবদ্ধ বলিয়া আমাদের কোন বিশেষ সুবিধা নাই; আমরা ঈশ্বরের নিকট উন্মুক্ত।

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,—

"তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

যাঁহারা ঈশ্বরে সতত যুক্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহাকে ভজনা করেন তিনি তাঁহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন যদ্দ্বারা তাঁহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন।

"তেষামেবানুকম্পার্থ মহমজ্ঞানজংতমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞান দীপেন ভাস্বতা॥"

অনুকম্পা প্রদর্শনার্থে ঈশ্বর তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে থাকিয়া উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রদীপের আলোকে তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া থাকেন।"

3. F. W. Newman,—

"There is indeed an elementary religion, a certain religiosity, implied in the perception and enjoyment of the Sublime."

মাহাত্ম্য বোধ এবং মাহাত্ম্য উপভোগের মধ্যে ধর্ম্মের বীজ কিয়ৎ পরিমাণে নিহিত আছে।

4. J. G. Whittier,—

"And each good thought or action moves the dark world nearer to the sun."

(এবং) প্রত্যেক সাধু চিন্তা বা কার্য্য তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীকে সূর্য্যের অধিকতর নিকটে অগ্রসর করে।

5. Marcus Aurelius,—

"Let your choice therefore run all one way, and be hold and resolute for what is best. Now what is profitable is best. If that means profitable to man as he is a rational being, stand to it; but if it means profitable to him as a mere animal, reject it, and keep your judgment without arrogance."

অতএব এক বিষয়েই যেন তোমার রুচি থাকে, এবং যাহা উত্তম তদ্বিষয়েই সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে। যাহা মঙ্গলজনক তাহাই উত্তম। ইহার অর্থ যদি ইহাই হয় যে মনুষ্য জ্ঞানবান হইলে উহা তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক, তবে উহাকে ধরিয়া থাক! কিন্তু যদি ইহাই বুঝায় যে মনুষ্য কেবল পশু হইলে উহা তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক, তবে উহা পরিত্যাগ কর, এবং অগর্ব্বিত ভাবে তোমার বিবেচনাকে রক্ষা করিবে।

ব্রাহ্মসমাজ।

চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের উৎসব—দুই বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামে কেবল মাত্র নববিধান সমাজই ছিল, পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় এখানে ক্ষুদ্র একটী উপাসক দল লইয়া একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন। সেই সমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর প্রচারক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। পরব্রহ্মের ইচ্ছায় নিম্নলিখিত রূপে উৎসব এবং প্রচারকার্য্য হইয়াছে।

১লা বৈশাখ—আজ সমাজের জন্মদিন, প্রাতে উপাসনা; একটী ব্রাহ্মবন্ধু উপাসনার কার্য্য করিলেন। রাত্রে সামাজিক উপাসনা, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি এই ভাবে উদ্বোধন করিলেন, "করুণাময় পরমেশ্বরের অজস্র দান সর্ব্বদা আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে, তাহা আমরা সকল সময় অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু যে দিন হইতে জীবনের কোন বিশেষ শুভ আরম্ভ হয়, সেই দিন মনে করিয়া স্বভাবত আমাদের প্রাণ উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, এবং সেই দিনকে জীবনের কেমন শুভদিন বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর সকলই দিতেছেন, পলকে অনন্ত দান, তাহার সংখ্যা করা যায় না, কিন্তু যে দিন তিনি আমাদের হৃদয়ের নিকট সত্য ধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতিঃ প্রকাশ করিলেন সেই দিন আমাদের কত শুভদিন, এবং সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া হৃদয় কেমন কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়। আবার যে দিন কোন সহরে বা পল্লীতে একটী উপাসনামন্দির স্থাপিত হয়, সেই দিন সেই সহর বা পল্লীর কেমন শুভদিন। দুর্ভিক্ষের সময় দেশমধ্যে যেমন একটী অন্নছত্র, বর্ত্তমান সময়ে এদেশে তেমনি ব্রহ্মমন্দির। সংসারতাপে তাপিত ব্যক্তিরা এখানেই আসিয়া নামামৃত পানে প্রাণ জুড়াইতে পারে। ব্রহ্মমন্দির এক একটী অন্নছত্র। আজ চট্টগ্রামে ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন, আজিকার দিন এ দেশের এবং আমরা যাহারা এখানে ব্রহ্মনাম করিতে আসিয়াছি আমাদের কি শুভদিন! এই শুভদিনে সেই শুভদিনের কথা স্মরণ করিয়া আমরা কৃতজ্ঞতাভরে সেই শুভদাতার চরণে প্রণত হই।" অদ্য যে উপদেশ দেওয়া হয় তাহারই সার মর্ম্ম ১৬ই বৈশাখের তত্ত্বকৌমুদীতে সম্পাদকীয় মন্তব্যে "ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

২রা বৈশাখ—প্রাতে সমাজে উপাসনা, রাত্রে স্কুল সমূহের এসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ মহাশয়ের বাসায় উপাসনা। দুই বেলাই মনোরঞ্জন বাবু উপাসনার কার্য্য করেন।

৩রা বৈশাখ—কয়েকটী বন্ধু একত্রিত হইয়া সহর হইতে প্রায় ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড়ের পাদদেশে মহামুনি নামক স্থানে যাত্রা করেন। এই সময় মহামুনিতে একটী বিখ্যাত বৌদ্ধমেলা হয়। নানাদূর হইতে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ নরনারী আসিয়া এখানকার স্থাপিত বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করে। ৩রা বৈশাখ রাস্তায় কোন ব্রাহ্মবন্ধুর বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিয়া প্রচারযাত্রীগণ পরদিন ৪ঠা বৈশাখ ৮টার সময় মহামুনি পৌঁছিলেন। সেখানকার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র গুহ মহাশয় সযত্নে অতিথিসৎকার করিলেন। স্নানান্তে মহিম বাবুর বাড়ীতে উপাসনা হইল। মধ্যাহ্নে সকলে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগের সহিত কিছু কিছু আলাপ করিলেন। বিকাল বেলা ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে মেলায় উপস্থিত হইলেন এবং মনোরঞ্জন বাবু সরল ভাষায় সাধারণের উপযোগী করিয়া ছোট একটী বক্তৃতা করিলেন।

রাত্রে কোন কোন স্থানীয় লোকের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ হয়, পরদিন যাত্রীদল মহামুনি হইতে সহরে প্রত্যাগত হন। কয়েক দিন বিদ্যালয় ও আফিস বন্ধ থাকায় বাহিরের কোন কার্য্য হয় নাই। ৮ই বৈশাখ ও ৯ই বৈশাখ স্থানীয় মিউনিসিপাল স্কুলহলে এবং ১০ই বৈশাখ অন্যতম প্রধান উকীল বাবু যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের বাসায় মনোরঞ্জন বাবু ক্রমান্বয়ে "মানবাত্মার তৃপ্তির অন্ন" "ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি কি" "ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন কি" এই তিন বিষয়ে ৩টী বক্তৃতা প্রদান করেন।

দীক্ষা—১৫ই বৈশাখ রাত্রে চট্টগ্রামের ন্যাসনেল ইন্‌ষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টার বাবু হরিশচন্দ্র দত্ত এবং ষোড়শীমোহন সেন নামক একটী যুবক পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীল বাবু যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের বাসায় দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন, এই উপলক্ষে যাত্রামোহন বাবুর বাড়ী সজ্জিত হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ এই শুভানুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। দীক্ষিত যুবকদ্বয় আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। ভগবান ইহাঁদিগের হৃদয়ে বল বিধান করুন।

নামকরণ—১৮ই বৈশাখ বোম্বাই নিবাসী চট্টগ্রাম প্রবাসী শ্রীযুক্ত ভ্যাঙ্কাটারাও মঞ্জুনাথ স্থলীকার মহাশয়ের পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। বালকের নাম রামমোহন ভ্যাঙ্কাটারাও স্থলীকার রাখা হইয়াছে। মনোরঞ্জন বাবু অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন, এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ভ্যাঙ্কাটারাও মহাশয় পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীতে ১৲ এক টাকা এবং স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে ১৲ এক টাকা দান করিয়াছেন। ঈশ্বর নবশিশুকে নামের উপাযোগী জীবন দান করুন।

বিগত ৭ই মে শনিবার শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্রের নামকরণ কার্য্য ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাসনা স্থানে কলিকাতার অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বালকের নাম সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় রাখা হইয়াছে।

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক বন্ধু শশিভূষণ বসু মহাশয় উৎসাহের সহিত কলিকাতার চতুঃপার্শ্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি প্রথমে কিছুদিন কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকাশ্য রাজপথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সাধারণ জনমণ্ডলীর নিকটে প্রচার করিয়াছেন। সম্প্রতি গত ১১ই মে বুধবার অপরাহ্ণে পটলডাঙ্গা কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতাদি করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজস্থ প্রার্থনা-সমাজে ও শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজে নিয়ম পূর্ব্বক গমনকরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে উক্ত দুই সমাজের সভ্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় রঙ্গপুর হইতে কুড়িগ্রাম ও ফুলবাড়ি হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই লচমনপ্রসাদ ইন্দোর সমাজের সভ্যদিগের দ্বারা বিশেষভাবে আহূত হইয়া উক্ত সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন। ইন্দোর সমাজের বর্ত্তমান উৎসবে তিনটী মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। (১ম) ইন্দোর প্রার্থনা-সমাজ নাম বদলাইয়া সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ব্রাহ্মসমাজ (মধ্য ভারত ব্রাহ্মসমাজ) নাম রাখা হইয়াছে। ইহা একটী প্রধান পরিবর্ত্তন। এতদিন ইন্দোর সমাজ বোম্বাই প্রার্থনা-সমাজের অঙ্গীভূত ছিল। এখন উত্তর ভারতবর্ষের ব্রাহ্মসমাজ সকলের সহিত আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা সূত্রে একীভূত হইল। (২য়) এতদুপলক্ষে ইন্দোর সমাজের নবনির্ম্মিত উপাসনা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইন্দোরের একটী মহৎ অভাব অপনীত হইয়াছে। মহারাজা হোলকার এই সমাজ মন্দির নির্ম্মাণের জন্য বিশেষ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। (৩য়) এতদুপলক্ষে ইন্দোরস্থ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগকে বিশেষ প্রতিজ্ঞাব দ্বারা এক পরিবার ভূক্ত করা হইয়াছে। আমরা মধ্যভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় দেখিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিতেছি।

প্রচার—বিগত ২৩এ বৈশাখ শনিবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রমের পরিচারক এবং সহায়গণ সমভিব্যাহারে তালতলাস্থ "হরিসেনা" সমাজে গমন করেন। সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার পর শাস্ত্রী মহাশয় ভগবদ্গীতা হইতে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলিলেন, যিনি ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছেন তিনি সিদ্ধ, আর যিনি লাভ করিতে সচেষ্ট তিনি সাধক। চৈতন্য, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষেরা তাঁহাকে এক এক ভাবে লাভ করেন। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ মাতৃভাবে, মহর্ষি ঈশা পিতৃভাবে, মহম্মদ প্রভুরূপে, পারসীক কবি হাফেজ সখারূপে এবং শ্রীচৈতন্য মধুরভাবে সিদ্ধিলাভ করেন। এইরূপে দেখা যায় যে, পরমেশ্বরের যে স্বরূপ অবলম্বনে যে সাধক সাধন করেন তিনি সেইভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। এইরূপে আরও কয়েক কথা বলিয়া তিনি তাঁহার আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে শেষ করেন।

তৎপরে পূর্ব্ব বাঙ্গালা সম্মিলনীর প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা এতই সুন্দর ও মধুর হইয়াছিল যে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রই ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই বক্তৃতায় তিনি, ঈশ্বর নির্ণয়, মানবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধনা ও সিদ্ধি পর্য্যন্ত সমুদয় বিষয় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন, পার্থিব ধনরত্নাদিতে সুখ নাই, নশ্বর ঐশ্বর্য্য আত্মার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না। মানব যতই ধনমান লাভকরে, ততই তাহার ধনলিপ্সা, মানলিপ্সা বর্দ্ধিত হয়, ধনমান আকাঙ্ক্ষাগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করে। মানবাত্মার আকাঙ্ক্ষা অনন্ত। এই অনন্ত, অসীম আকাঙ্ক্ষা কখনও সসীম বস্তু দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। ইহার তৃপ্তি সাধন করিতে হইলে এক অসীম বস্তুর প্রয়োজন। এইরূপে দেখা যায়, মানবাত্মা স্বভাবতঃই এক অনন্ত অসীম বস্তু লাভের জন্য লালায়িত—আত্মা স্বতঃই ঈশ্বরলিপ্সু। কিন্তু মানব কি কখনও আত্মশক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে? কখনই না। যে মানব মনে করে, "আমি ধ্যান ধারণা করতঃ ঈশ্বরকে লাভ করিব" সে নিতান্ত ভ্রান্ত। পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, তিনি আপনা হইতেই মানবাত্মাতে প্রকাশিত হন। কিন্তু তাই বলিয়া কি মানব ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করিবে না? ইহা কখনই সম্ভব নয়। মানব যদি আত্মশক্তি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে চেষ্টা না করে, তাহা হইলে পরমেশ্বরের কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর—প্রকৃত নির্ভর যাহাকে বলে—তাহা হয় না। মানব আত্মশক্তির সম্পূর্ণ নিয়োগান্তে যখন দেখিতে পায় যে, সে স্বশক্তির দ্বারা কোনও রূপেই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিল না, এমন কি স্বশক্তি দ্বারা একটা পাপকে, একটা প্রবৃত্তিকেও পরাভূত করিতে সমর্থ হইল না, যখন দেখে যে, যে পাপের মস্তকে সে নিজ হস্তে আঘাত করিল, তাহা পরাভূত হওয়া দূরে থাকুক, রক্তবীজের বংশের ন্যায় তাহা হইতে আরও কত পাপ জন্ম গ্রহণ করিল, তখন আর তাহার আত্ম-শক্তিতে নির্ভর থাকে না, প্রাণে প্রবল ব্যাকুলতার উদয় হয়, যন্ত্রণায় প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। সুতরাং মানব তখন স্বভাবতঃই আপনাকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করে, সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করে, মানব প্রাণে যখন এইরূপে নির্ভরশীলতা ও ব্যাকুলতা আসে, তখনই মানব ঈশ্বরকৃপায় ঈশ্বরলাভের অবস্থা প্রাপ্ত হয়; এবং কৃপাময় স্বপ্রকাশ ক্রমে ক্রমে মানবান্তরে প্রকাশিত হন। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ উক্তরূপ নির্ভরশীলতা ও ব্যাকুলতা পাইয়াছেন, তিনি তদবস্থায় যে ধ্যান করেন সে ধ্যানে আত্ম-শক্তি বলে ঈশ্বর দর্শনের ভাব আদৌ থাকে না। "কোন সময় ঈশ্বর প্রকাশিত হন" এই অপেক্ষায় তিনি তখন নিমীলিত নয়নে প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করেন। তদীয় ধ্যানের এই অবস্থাকে প্রতীক্ষা বলিতে পারা যায়, এবং এই প্রতীক্ষাবস্থা হইতেই সাধক ক্রমে ক্রমে ধ্যানের সম্ভোগাবস্থায় উপনীত হন অর্থাৎ সিদ্ধি লাভ করেন। তখন তিনি নির্ব্বাত নিষ্কম্প তড়াগের ন্যায় প্রশান্ত ভাব ধারণ করেন! আহা এই অবস্থা কি মনোহর! কোন্ মানব না এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন!

তৎপরে শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় নামসাধন সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন এবং নামসাধনকে সিদ্ধি লাভের প্রশস্ত উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

বিগত মাঘোৎসবের অব্যবহিত পরেই আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়ের পত্নী নগেন্দ্রবালার মৃত্যু হয়। বিস্মৃতিক্রমে তত্ত্ব-কৌমুদীতে সেই শোকজনক ঘটনার উল্লেখ করা হয় নাই। নগেন্দ্রবালার গুণে সীতানাথ বাবুর পরিবার অনেক পরিমাণে একটী আদর্শ পরিবার ছিল। শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনী-মোহন রায়, নগেন্দ্রবালার বিবাহকাল হইতেই ইঁহাদের পরিবারে বাস করিয়াছেন ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রবালার শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার একটী সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করিয়াছিলেন। তাহা মুদ্রিত করিবার জন্য আমাদের হস্তে দিয়াছেন, আমরা সাদরে তাহা স্থানান্তরে মুদ্রিত করিলাম। আশা করি আমাদের মধ্যে অনেক নব-গৃহিণী নগেন্দ্রবালার অনুকরণ করিবেন।

ব্রাহ্ম বিবাহ—বিগত ১০ই জানুয়ারী মঙ্গলবার ঢাকা নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী সুমতির সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ হিমাংশুনাথ চক্রবর্ত্তীর শুভ বিবাহ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়ঃক্রম ২৪ পাত্রীর বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর। এই বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৪এ মে মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪॥ টার সময়ে সিটী কলেজ গৃহে নিম্নলিখিত বিষয় পুনর্বিবেচনার্থ সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কলিকাতাস্থ আনুষ্ঠানিক সভ্যগণের এক অধিবেশন হইবে, স্থানীয় সভ্যগণ তাহাতে উপস্থিত হইয়া বাধিত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
৬ই মে, ১৮৯২।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সামাজিক কমিটী সম্পাদক।

বিবেচ্য বিষয়।

স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

আগামী ২রা ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৪শ বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পন্ন হইবে। এই উৎসবে সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

ব্রহ্মোৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

২রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার প্রাতঃকালে ৬ ঘটিকার সময় সংকীর্ত্তন তৎপর উপাসনা। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় সংকীর্ত্তন। তৎপর বক্তৃতা। বক্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

৩রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতঃকালে ৬ ঘটিকার সময় সংগীত ও সংকীর্ত্তন। তৎপর উপাসনা। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় আলোচনা তৎপর সংগীত ও সংকীর্ত্তন। ৭ ঘটিকার সময় উপাসনা।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়।
২৭এ বৈশাখ, ১৮১৪ শক।

শ্রীকৃষ্ণদয়াল রায়
সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
৪র্থ সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

দাঁড়াবে কোথায় ?

দাঁড়াবে কোথায় ? ঘোর সংসারের তরঙ্গে,
ভূমি তব লয় দেখ ভাঙ্গিয়া ;
যাহা ধর আশা করে ভেসে যায় সে সঙ্গে,
ওই স্রোতে যায় তাহা সরিয়া।

ভাসিয়া অগাধ জলে সাঁতারিয়া কেমনে,
ও তরঙ্গে লবে বুক পাতিয়া ?
ডুবিবে অতলে ভূমি নাহি পেয়ে চরণে,
হস্ত পদ যাবে শেষে ভারিয়া।

দেখে শক্ত সত্য-ভূমি বিধাতার করুণা,
তদুপরি পদ রাখ নির্ভয়ে ;
এ ঘোর তরঙ্গে তাহে আর ভয় রবে না ;
দাঁড়াইবে ব্রহ্মপদ আশ্রয়ে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিশ্বাস সাধন—যাঁহার চরণ কর্ত্তব্য বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং যাঁহার আত্মার দেহ অভিসন্ধির বিশুদ্ধতারূপ বর্ম্মের দ্বারা সুরক্ষিত তিনিই সৌভাগ্যবান্। আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি ইহা ঈশ্বরাদিষ্ট পথ, আমার ও জগতের কল্যাণ ও মুক্তির পথ, এই জ্ঞানের উপরে যিনি প্রতিষ্ঠিত তাঁহাকে কে সে পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে ? এই ঈশ্বরাদিষ্ট জীবনের পথ যতক্ষণ প্রাপ্ত না হওয়া যায়, ততক্ষণ কোনরূপেই সুস্থিররূপে দণ্ডায়মান হইতে পারা যায় না ; ততক্ষণ মন জলস্রোতোপরি ভাসমান বায়ুতাড়িত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ইতস্ততঃ নীত হইতে থাকে ; ততক্ষণ মনের সংশয় সম্পূর্ণরূপে ঘোচে না, হৃদয়ে শান্তি থাকে না। জীবনের কঠিন সংগ্রামের মধ্যে পরের মুখের অভয়বাণীতে মানবের মন কখনই সম্পূর্ণরূপে অভয়প্রাপ্ত হয় না। বিশ্বাসনয়নে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে সত্যভূমিরূপে দেখিতে না পাইলে, কিছুতেই মনকে প্রকৃত সাহসী ও নির্ভয় করিতে পারে না। যতদিন কোনও গুরুতর প্রলোভন বা বিপদ উপস্থিত না হয়, ততদিন কর্জ্জ করা বিশ্বাসে চলিতে পারে ; কিন্তু সংকটের দিনে আর তাহাতে চলে না। দেখিতে পাওয়া যায়, এতদিন যাহা কিছু বলিয়াছিলাম বা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে কুলাইল না। আমি আত্ম-প্রতারিত হইয়া আপনাকে সিংহ ভাবিতেছিলাম, এখন দেখিতেছি একটা কুকুরের বলও আমার হৃদয়ে নাই। কিংবা যখন ঘন ঘন নিরাশকর ঘটনা ঘটিতে থাকে, তখন সেই কর্জ্জ করা বিশ্বাসটুকুতে রক্ষা করিতে পারে না। ইচ্ছা হয়, মনকে দণ্ডায়মান রাখি কিন্তু সে কেবলই বসিয়া পড়িতে চায় ; মনে করি চক্ষের সমক্ষে মেঘের ন্যায় যে নিরাশায় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা হস্তদ্বারা ঠেলিয়া ফেলিয়া আবার মনকে আশার আলোক প্রদর্শন করি, কিন্তু সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও মন অন্ধকারই দেখিতে থাকে। যদিও একবার বোধ হয় যে একটু অনুকূল বায়ু লাগিয়াছে, এইবারে বোধ হয় মেঘ কাটিয়া যাইবে, কিন্তু আবার দেখি বিপদের মেঘ ঘিরিয়া আসে। আবার জীবনের পথ ভাল করিয়া দেখিতে পাই না। সত্য ভূমির উপরে যে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার এই প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। এইজন্য **বিশ্বাস সাধন** সকল প্রকার ধর্ম্ম সাধনের মূলে। সত্যের উপরে অগ্রে প্রতিষ্ঠিত হও তৎপরে ত অন্য সাধন করিবে। এই বিশ্বাসসাধন অনেক আত্ম-দৃষ্টি, অনেক ব্যাকুলতা, অনেক চিত্ত ও জীবনের একাগ্রতার কর্ম্ম ; সামান্য সাধনে ঘটে না।

বৈচিত্র্যে একতা—খ্রীষ্টীয়দিগের মধ্যে দুই সম্প্রদায় আছে, রোমান কাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট। প্রোটেষ্টাণ্টগণ দুই শতেরও অধিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত, কিন্তু রোমান কাথলিকদিগের মধ্যে অদ্যাবধি গৃহবিচ্ছেদ ঘটে নাই। ইহাতে এরূপ মনে করিতে হইবে না যে তাঁহাদের মতে সম্প্রদায় ভেদ নাই, বা মতগত পার্থক্য নাই, বা চিন্তা, কার্য্য ও সাধন প্রণালীর বিভিন্নতা নাই। যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। জেসুয়িট সম্প্র-

দায়ের একজন কাথলিক ও ফ্রান্‌সিসক্যান সম্প্রদায়ের একজন কাথলিক—এই দুই জন কাথলিককে একত্র দেখিলে, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বোধ হইতে পারে; কার্য্য ও সাধনপ্রণালীগত এতই প্রভেদ লক্ষিত হইবে। কিন্তু এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁহারা এক দেহের দুই অঙ্গ; এবং পরস্পরকে সেইরূপ চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। রোমনগরবাসী পোপ উভয়েরই অধিপতি। রোম্যান কাথলিক সম্প্রদায় কিরূপে জগতে এই আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে সমর্থ হইলেন? কিরূপে বিবাদ কলহ বিচ্ছেদ নিবারণ করিয়া শান্তি ও একতা রক্ষা করিলেন? অনুসন্ধান করিলেই দৃষ্ট হইবে যে একটী অতি উদার নিয়ম অনুসারে কার্য্য করাতেই এই লক্ষ্য সাধিত হইয়াছে। সে নিয়মটী এই—(in essential things unity, in secondary things liberty, in all things charity) অর্থ, "মূল বিষয়ে একতা, অবান্তর বিষয়ে স্বাধীনতা, সকল বিষয়ে উদারতা। যখনই ইহাঁদের মধ্যে কোনও নূতন মত বা নূতন সাধন প্রণালী দেখা দিয়াছে, তখন পোপ নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, যে সেই নব সাধনপ্রণালী যাঁহারা অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত মূল মতে ঐক্য আছে কিনা? যখনই দেখিতে পাইয়াছেন যে সাধনে ও কার্য্যে বৈচিত্র্য থাকিলেও মূল বিষয়ে ঐক্য রহিয়াছে, তখনই তাঁহাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া স্বীয় দলের লোক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এইরূপে অশেষ প্রকার মত ও প্রণালীগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মগণ যদি আপনাদের মধ্যে একতা ও শান্তি রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও এই উদার নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে সকলেই যে এক ভাবাপন্ন, এক সাধনাবলম্বী হইবেন, এরূপ আশা করা কর্ত্তব্য নহে, মত, ভাব, কার্য্য ও সাধন প্রণালীগত বহু বৈচিত্র্য থাকিবে; এবং ইহাও স্বাভাবিক যে প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় কার্য্য ও সাধনপ্রণালীর পক্ষপাতী হইবেন। এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। আমরা অনেক চিন্তা ও বাদানুবাদের পর কতকগুলি মূল মত স্থির করিয়াছি। পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ বর্জ্জন করিয়া, যিনি চিন্ময় নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসক হইবেন, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিবেন, এবং মধ্যবর্ত্তীবাদ বা অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরু প্রভৃতিতে বিশ্বাস না করিবেন তিনিই ব্রাহ্ম। এই টুকু যদি আমাদের সাধারণ ভূমি বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে, তবে আমরা ইহার উপরেই দাঁড়াইব এবং যতক্ষণ এই টুকুতে মিল দেখিব, ততক্ষণ তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিব। তৎপরে মত ও প্রণালীগত যে কিছু পার্থক্য থাকিবে তাহাতে পরস্পরের স্বাধীনতা আছে জানিয়া উপেক্ষা করিব। এইরূপে কোনও ব্রাহ্ম খ্রীষ্ট ভাবাপন্ন, কোনও ব্রাহ্ম বৈষ্ণব ভাবাপন্ন, কোনও ব্রাহ্ম ভূত প্রেত বিশ্বাসী, কোনও ব্রাহ্ম পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাসী, কোনও ব্রাহ্ম কুম্ভকযোগী, কোনও ব্রাহ্ম কর্ম্মী, কোনও ব্রাহ্ম জ্ঞানী, কেহ বা গৈরিকধারী, কেহ হেট কোট পরিধায়ী, কেহ বা নিরামিষাশী, কেহ বা আমিষাশী, কেহ বা প্রাচীন হিন্দু প্রথার পক্ষপাতী, কেহ বা পাশ্চাত্য রীতির অনুযায়ী থাকিবে। সকলে এক আধ্যাত্মিক ঘরে, এক আধ্যাত্মিক পরিবারে বাস করিব। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিব—"আমাদের পিতার ঘরে অনেক কামরা আছে, পরস্পর ঝগড়া না করিয়া বাস করা যায় এমন অনেক স্থান আছে।" পরস্পরের রুচি প্রবৃত্তি বা মতে যাহা ভাল বোধ হয় তাহা অপরের স্কন্ধে চাপাইতে গেলেই অপ্রেম, অশান্তি ও বিরোধ উৎপন্ন হইয়া সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে। আর এই উদার নীতি বিস্মৃত হওয়াতেই আমাদের মধ্যে অনেক বিচ্ছেদ ঘটিতেছে।

একতাতে বৈচিত্র্য—ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত হইবে, তখন নানা দেশের ব্রাহ্মগণের সামাজিক রীতিনীতি, সাধন ও কার্য্যের প্রণালী কিরূপ হইবে? মুসলমানদিগের সম্বন্ধে যেরূপ দেখিতে পাই, মুসলমান জগতের যেখানেই থাকুক, সেই দিনে পাঁচবার নমাজ, সেই দাঁড়াইয়া ও বসিয়া নমাজ, সেই রোজা, সেই সাধন প্রণালী সর্ব্বত্র একবিধ। মহম্মদ যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন আজিও তাহা অনুষ্ঠিত হইতেছে। আফ্রিকার আলজিরিয়ার পশ্চিম প্রান্তে এবং তাতারের পূর্ব্ব প্রান্তে সেই একই রীতিতে সকল কার্য্য চলিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি এইরূপ সকল দেশের সকল রীতি ভাঙ্গিয়া বঙ্গদেশের ব্রাহ্মদের অবলম্বিত রীতি নীতি সকলের উপরে চাপাইবেন? অথবা মূল মতে ও মূল লক্ষ্যে একতা রাখিয়া সামাজিক রীতি নীতি সাধন প্রণালীতে নানা বৈচিত্র্য রাখিবেন? আমাদের এইরূপ বোধ হয় মুসলমান ধর্ম্ম যেরূপে প্রচার হইয়াছে ব্রাহ্মধর্ম্ম সেইরূপে প্রচারিত হইবে না। এমনকি জগতের সকল দেশের একেশ্বরবাদীগণ যে ব্রাহ্মনাম গ্রহণ করিবেন, তাহাও নহে। ইংলণ্ডের ব্রাহ্মবন্ধু ভয়াস সাহেব ব্রাহ্মনাম গ্রহণ করেন নাই; তিনি তাঁহার ধর্ম্মসমাজকে থিইষ্টিক চার্চ্চ বলেন। এজন্য কি তিনি কিছু কম ব্রাহ্ম? বোম্বাইএর ব্রাহ্মগণ আপনাদের সমাজকে প্রার্থনাসমাজ বলিতেছেন, তাহাতে কি তাঁহারা কম ব্রাহ্ম? যেরূপ নামগত প্রভেদ থাকিবে সেইরূপ কৌলিক ও সামাজিক রীতিনীতি গত প্রভেদও থাকিবে। কেবল মূলে একতা; সেই নিরাকার চিন্ময়কে স্বকীয় উপাস্য বলিয়া অবলম্বন করিবেন; এবং মানবের ভ্রাতৃত্বে সকলে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন। সকল প্রকার পরিমিত দেবতার উপাসনা ও মধ্যবর্ত্তীবাদ প্রভৃতি সকলে পরিত্যাগ করিবেন।

আত্মতত্ত্ব—কোন সময়ে একদেশে বড় জলকষ্ট উপস্থিত হয়। সেই দেশে প্রায় বারমাস বৃষ্টি পতিত হইত এবং বৃষ্টির জলই তাহাদের একমাত্র ভরসা ছিল। খানা নালায় প্রচুর বৃষ্টির জল থাকিত তাহাদ্বারাই সেই দেশবাসী লোকদের জীবনযাত্রা চলিত। পুষ্করিণী বা কূপ খননের প্রথা সেদেশে ছিল না; এমন কি পৃথিবী খনন করিলে ইহার মধ্যে যে জল পাওয়া যায় তাহা পর্য্যন্ত তাহারা জানিত না। অনাবৃষ্টি হওয়াতে খানা নালা সব শুষ্ক হইয়া গেল। ধনী দরিদ্র সকলে সমভাবে

জলের জন্য নিদারুণ ক্লেশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে একজন পরিব্রাজক সেইদেশে উপস্থিত হন। তিনি লোকের জলকষ্ট দেখিয়া পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিবার জন্য উপদেশ দেন। ভূগর্ভে জল নিহিত আছে এই বিশ্বাস লোকের মনে প্রবিষ্ট করিবার জন্য প্রয়াস পান। এক শ্রেণীর লোক তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিল "সত্যই তোমাদের দেশে মানুষ জলের পরিবর্ত্তে মৃত্তিকা সেবন করে।" অন্য শ্রেণীর লোক সন্দিহানচিত্তে মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করিল। একটুকু মাত্র খনন করিয়া নিরস্ত হইল এবং পথিকের কথা ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিল। অন্য শ্রেণীর লোক তাঁহার কথায় কিঞ্চিৎ আস্থা স্থাপন করিয়া প্রাণপণে মৃত্তিকা খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিছুদূর খনন করিলে অল্প অল্প জল দৃষ্ট হইল। তখন তাহারা আশান্বিত হইয়া ভূগর্ভ হইতে প্রচুর জলপ্রাপ্ত হইয়া পিপাসা নিবারণ করিল; এবং প্রতিবেশীদিগকে জল দিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল।

যথার্থ আত্মতত্ত্বের সহিত এই ঘটনাটীর গভীর সাদৃশ্য আছে। মানবাত্মারূপ ভূমিকে খনন করিলে প্রেম পুণ্য, শান্তির প্রস্রবণ স্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শন পাওয়া যায় এ কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। বহির্ম্মুখীন চিত্ত ধনজনরূপ সামান্য বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসে। আপনার প্রাণে যে স্থায়ী উৎস উৎসারিত করা যায়, আপন আত্মার মধ্যে যে ব্রহ্ম দর্শন ও ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় তাহা সহজে ধারণা হয় না। লৌহ সদৃশ সুদৃঢ় মৃত্তিকার মধ্যে পিপাসা নিবারক জল যে নিহিত রহিয়াছে তাহা কি সহজে মনে স্থান পায়? ইহার মধ্যে আবার সকল ভূমি সমান নহে। কোথাও বা ৫।৬ ফুট খনন করিলে জল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোথাও ৫০।৬০ খনন করিলে জল পাওয়া যায়। কাহারও আত্মাতে সহজে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠে; কাহারও প্রাণ ভিজা তৃণের ন্যায় সহজে জ্বলে না। কিন্তু ভূমি খননে জললাভ যে প্রকার নিশ্চয়, আত্মাকে কর্ষণ করিলে ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভ নিশ্চয়।

"যে ধন সাগরে নাই, যে ধন ভাণ্ডারে নাই,
সে মুক্তার শুক্তি বটে মন।"

বহির্ম্মুখীন চিত্তকে ফিরাইয়া আপনার ভিতরে প্রবেশ করাইলে যথার্থ ধনলাভ হইবে, ব্রহ্ম ধন জীবনে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইবে।

সাধন-বিঘ্ন—আমাদের দেশীয় শাস্ত্রাদিতে নানা প্রকার সাধন-বিঘ্নের কথা শুনা যায়। সাধককে সাধনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নানা প্রকার বিভীষিকা ও প্রলোভন তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় ও তপোবিঘ্ন সম্পাদন করে। পুরাণাদিতে বাহ্য বিভীষিকার কথাই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক এই সমস্ত বিঘ্ন বাহিরের নহে, অন্তর হইতেই সে সমস্ত উপস্থিত হয়। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, বিক্ষেপ মনের একটি ধর্ম্ম। মন নিয়ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করিতেছে, তাহাকে ধরিয়া এক বিষয়েই আবদ্ধ রাখা নিতান্তই দুরূহ। অধুনাতন মনস্তত্ত্ব মনের এই বিক্ষেপকে Unconscious Cerebration র ফল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। নানাবিধ চিন্তাস্রোত, নানাবিধ কল্পনা ও মানসচিত্র সর্ব্বদাই মনের মধ্যে দর্শন দিতেছে ও বিলীন হইতেছে। ইহার মধ্যে যে চিন্তা বা কল্পনা সাময়িক ভাবে আমাদের ইচ্ছা শক্তিকে অধিকার করিতে পারে, সেই তৎকালে মনের অধীশ্বর হয়। কিন্তু এ আধিপত্য স্থায়ী নহে, অপর কোন চিন্তা আসিয়া তাহাকে দূর করিয়া দেয়। এরূপ স্থলে মনের বিক্ষেপ নিবারণ করা বা একই বিষয়ে মনকে আবদ্ধ রাখা বিশেষ সাধন-সাপেক্ষ। ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে মনকে একই বিষয়ে আবদ্ধ রাখিয়া অপরাপর বিষয়কে মন হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে কখনই প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন লাভ করা যায় না।

আমরা উপাসনাকালে দেখিতে পাই, ভগবৎ-চিন্তা করিতে করিতে কোথা হইতে মন বিষয়ান্তরে গমন করিয়াছে। হয়ত এমন বিষয় মনে আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহার কথা এক প্রকার স্মৃতির অতীত হইয়াছিল যে হয়ত যাহা কখনই বিশেষ ভাবে চিন্তার বিষয়ীভূত হয় নাই। হয়ত পথ চলিতে চলিতে কোন একখানি অপরিচিত মুখ দেখিয়াছিলাম, কোন একটি অসম্বন্ধ কথা শ্রবণে প্রবেশ করিয়াছিল, হয়ত কোন একটি দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, সে সমস্তই আসিয়া উপাসনা কালে চিত্তক্ষেত্রে উদিত হয়। একদিন একটি সাধক বলিয়াছিলেন তিনি কেরোসিন তেল অত্যন্ত অপকারক বলিয়া মনে করিতেন, যাহাতে কেহ কেহ উক্তদ্রব্য ব্যবহার না করে সে জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেন; একদিন উপাসনাকালে সেই কেরোসিন তেলই তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল, তিনি বহু চেষ্টাতেও তাহা হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনেক সময় এরূপ দেখা যায়, বাক্য ও সঙ্গীতের সাহায্যে উপাসনাকালে মন বেশ সেই ভাবের সহিত এক হইয়া চলিতেছে, কিন্তু যখনই স্থির হইয়া ধ্যানে নিযুক্ত হইতে চেষ্টা করা যায়, অমনই মন কোথায় উদ্ধত হইয়া চলিয়া যায়। যতদিন না চিত্ত সংযত হইয়া একান্ত ভাবে ভগবৎ চিন্তা, ভগবৎ ধ্যানে নিযুক্ত হইয়া "নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার" ন্যায় স্থির হয়, ততদিন প্রকৃত সাধন পথ অবলম্বন করাই হইল না। চঞ্চল চিত্তকে এরূপে সংযত করিবার উপায় কি? হিন্দু সাধন প্রণালীর মধ্যে নাসাগ্রে বা কোন বিন্দুবিশেষের প্রতি দৃষ্টি স্থির করা, নাম জপাদি নানা প্রকার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। আমাদের মধ্যে সাধারণ ভাবে একটি প্রণালী আছে, কিন্তু কি ভাবে সে প্রণালী জীবনগত করিতে হইবে, সে বিষয়ে যাহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতেছেন। ইহাতে অধিকাংশ স্থলই শ্রম বিফল হইতেছে। বিশেষ উপায় নির্দ্দিষ্ট না হইলে এই সাধন বিঘ্ন কখনই বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা নাই। চিত্তস্থির করিবার জন্য আমাদের বিবেচনায় নাম জপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। প্রত্যেকেই আপনার অভাবানুযায়ী একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা, বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগার্থ সূচক কোন একটি বাক্য নিরন্তর অন্তরে জপ করিলে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। এই নাম সাধন করিতে করিতে চিত্ত একাগ্র হইয়া ভগবৎ চিন্তায় ডুবিতে থাকিবে, এবং মন নির্ম্মল ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। এ সাধন পথে বাক্যের অংশ

হ্রাস হইয়া যতই নাম জপ ও ধ্যানের ভাগ বেশী হইবে, ততই সাধক অধিকতর ফল লাভ করিবেন। অবস্থা বিশেষে বাক্যাদি সাধনের সহায় না হইয়া বিঘ্ন হইয়াই দাঁড়ায়। এজন্য বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। বাক্য ও সঙ্গীতের সাহায্যে মনকে বেশ ভাবাবিষ্ট হইতে দেখা যায়, কিন্তু সে অবলম্বন সরাইয়া লইলেই চিত্ত যদি বিক্ষেপের অধীন হয়, তাহা হইলে সে ভাবাবেশে লাভ কি? সে আধ্যাত্মিকতার মূল্য কি? প্রকৃত যোগ সাধন করিতে হইলে আত্মার এই একাগ্রতা, মনের এই অচঞ্চল ভাব লাভ করিতে হইবে; না হইলে সকল শ্রমই পণ্ড হইবে।

ধর্ম্মের আগুন—খনিতে স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু খনিতে যে স্বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নানা প্রকার নিকৃষ্ট ধাতুতে মিশ্রিত। এই অবিশুদ্ধ স্বর্ণকে কি করিয়া পরিষ্কার করা যায় এই চিন্তা যখন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে উদয় হয় তখন তাহার চিত্ত একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে। স্তরে স্তরে রেণুতে রেণুতে নানা প্রকার নিকৃষ্ট বস্তু মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ছুরীতে কাটিলে স্বর্ণ সমেত কাটিয়া ফেলিতে হয়, উকার দ্বারা মর্দ্দন করিলে স্বর্ণ ক্ষয় হইয়া যায়, হাতুড়ীর আঘাত নিষ্ফল হয়, তবু অবিশুদ্ধ বস্তুকে পৃথক করা যায় না। বিশুদ্ধ সোণার ঝকমকে ভাব মনে রহিয়াছে—অথচ ইহাকে বিশুদ্ধ করিতে পারিতেছে না। যে খনিজ সোণার অস্থিতে অস্থিতে রেণুতে রেণুতে অবিশুদ্ধ পদার্থ রহিয়াছে তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ কর, দেখিবে সে কেমন বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল হয়। অবিশুদ্ধ ভাগ অগ্নি স্পর্শে দগ্ধ হইয়া যায়—যেটুকু খাটি সোণা তাহা অগ্নি স্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

আমাদের জীবনের অবস্থার সঙ্গে এইটীর বড় সাদৃশ্য আছে। স্বার্থপরতা, সংসারাসক্তি, গৌরববুদ্ধি, কপটতা, হিংসা, দ্বেষ, জীবনের সঙ্গে এরূপ ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে, এ সবগুলিকে পৃথক করিয়া জীবনকে পবিত্র করা শক্তির অতীত বলিয়া মনে হয়। স্বার্থপরতা সুখপ্রিয়তা জীবনের স্তরে স্তরে এমন প্রবেশ করিয়াছে যে জীবন হইতে ইহাদিগকে পৃথক করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। স্বার্থপরতার বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য কত চেষ্টা করি, গৌরববুদ্ধিকে বিনাশ করিতে কত বল ক্ষয় করি, কিছুতেই কিছু হয় না। প্রবৃত্তি-সংগ্রামের ফল আপন শক্তি ক্ষয়, চিত্তের দুর্ব্বলতা, নিরাশা ও প্রাণের অশান্তি। তখন মনে হয় বোলতার চক্রে হাত না দেওয়াই ভাল ছিল—দংশনের জ্বালা সহ্য করাই পরিণাম। এই কষ্টের অবস্থায় একটী আশার কথা, একটী সৎ পরামর্শ আছে;—সে ধর্ম্মাগ্নি, ব্রহ্মাগ্নি, ঈশ্বরের করুণা। ধর্ম্মের আগুন ভাল করে জ্বাল, ঈশ্বরের করুণায় সর্ব্বান্তকরণে নির্ভর কর—স্বার্থপরতা, বিষয়বুদ্ধি, আত্মগৌরব স্পৃহা ও পরশ্রীকাতরতা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে—বিশুদ্ধ সোণার ন্যায় প্রাণ মন উজ্জ্বল হইবে। ধর্ম্মের আগুন জ্বলুক, ঈশ্বরবিশ্বাস উজ্জ্বল হউক সকলদিকে হাওয়া ফিরিবে। সে আগুন না জ্বলিলে যাহা মঙ্গলের জন্য তাহা অনিষ্টের কারণ হইবে; যাহা উন্নতির জন্য তাহা অবনতির হেতু হইবে। সমাজমধ্যে, আত্মজীবন মধ্যে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হউক, গৃহে ও সমাজে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক—চক্ষু ফিরিয়া যাইবে,—আমাদের চেহারা নূতন হইবে। যে সমাজের ও জীবনে জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস নাই—ঈশ্বর-ভীতি যাঁহাদের জ্ঞানের সূচনা নহে সে সমাজ, সে গৃহ, সে জীবন পূতিগন্ধযুক্ত ও পাপ তাপ পূর্ণ হইবেই হইবে। এক ধর্ম্মাগ্নিতেই সকল পাপরাশি, সকল অমঙ্গল দুঃখকে পোড়াইয়া ছারখার করা যায়। ঈশ্বর আমাদের প্রাণে, গৃহে ও সমাজ মধ্যে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করুন।

ভারতের আধ্যাত্মিকতা—আদর্শই জীবনের নিয়ন্তা। ব্যক্তি বিশেষই হউক, আর জাতি বিশেষই হউক, আদর্শ লইয়াই সকলে বড় হয়। যে কোন মহৎ আদর্শ লক্ষ্য-স্থলে রাখিয়া নিঃস্বার্থভাবে তাহার অনুসরণ করিলেই জীবন মহৎ হয়। পৃথিবীতে যে সমস্ত জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহাদের জাতীয় জীবনে কোন না কোন একটা আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, সে আদর্শ বিস্মৃত হইয়া কোন ব্যক্তিই কার্য্য করে না। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতাই জাতীয় জীবনোৎকর্ষের প্রধান হেতু। ভারতের হিন্দুগণ চিরদিনই অন্তর্মুখী; তাঁহারা আত্মরাজ্যের অমূল্য ধন সম্পত্তির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, সে ধনে ধনী হওয়াই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য। এই জন্যই ভারতের ধর্ম্ম-শাস্ত্র, ভারতের দর্শন জগতের এত আদরের বস্তু; সুসভ্য ইউরোপ তাহা দেখিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে পূর্ব্বদিকে চাহিতে-ছেন। ভারতের মৃণ্ময় প্রদীপ কখনও বোধ হয় ঘুচে নাই, কিন্তু সেই আলোকেই সাংখ্য বেদান্ত, উপনিষদ ও গীতাদি বিরচিত হইয়াছিল। "মোটা ভাত কিন্তু মহৎ চিন্তা" এই প্রবাদ বাক্যটীর দৃষ্টান্তটী ভারতেই দৃষ্ট হইয়াছে। ভারতের শুভদিন অস্তমিত হইলে অবশ্য জগতের উন্নতিস্রোত বন্ধ হয় নাই; এমন অনেক বিষয়ে বিশেষ উন্নতি অনেক দেশে হইয়াছে, যাহা ভারতে ছিল না, বা নিতান্ত হীনাবস্থায় ছিল। সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতি, বাণিজ্য বা কলাবিদ্যা ভারতে কখনই প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই, ভারতে মানবের ব্যক্তিত্বভাব ও স্বাধীনতার বিশেষ উৎকর্ষ কখনই হয় নাই। এ সমস্ত বিষয়ে অবশ্যই আমাদিগকে অপর জাতির নিকট গমন করিতে হইবে। কিন্তু যখন অধ্যাত্ম জীবনলাভের কথা উঠিবে, তখন কি ভারতের বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান মনোযোগ আকর্ষণ করিবে না? অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সমস্ত সত্যপ্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সমস্ত ত আমরা গ্রহণ করিব তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যে জাতি তিন চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া কেবল আত্মরাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা কি আমরা সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় মনে করিব না? যে আধ্যাত্মিকতা লইয়া ভারতের জ্ঞানী ঋষিরা জগতের পূজা লাভ করিতেছেন, আমরাও কি সেই আধ্যাত্মিকতা লইয়া সেই শ্রেষ্ঠ স্থান লাভের চেষ্টা করিব না? যাহা ভারতের অভাব ছিল, আমরা তাহা অন্য দেশ হইতে আনিব, কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতাই আমাদের জাতীয় জীবনের কেন্দ্র হইবে। আমরা সে আধ্যাত্মিকতা কিরূপে লাভ করিব?

শুদ্ধ আধ্যাত্মিকত্ব চাই বলিয়া উচ্চ চীৎকারে গগন ফাটাইলে এই মহামূল্য সম্পত্তি লাভ হইবে না। তাহার জন্য বিশেষ সাধনার প্রয়োজন। সচরাচর লোকের এক প্রকার বিশ্বাস আছে, যে অধ্যাত্ম-রাজ্যে কোন নিয়ম নাই, কোন প্রণালী নাই, সে রাজ্যে সকলই অলৌকিক। এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসই মানুষের প্রকৃত অধ্যাত্ম-জীবন লাভের পক্ষে বিষম অন্তরায়। এরূপ বিশ্বাসের সহিত উৎসাহ ও অনুরাগ, ভাব ও ভক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মার অন্তরে প্রবেশ করা অসম্ভব, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান কেবল কল্পনার বিষয় হয়।

এই অলৌকিকতা ভারতবর্ষের ঋষিদের মধ্যে কখনই স্থান পায় নাই, তাঁহারা সাধন দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যরাজি করতলস্থিত আমলকবৎ উপলব্ধি করিতেন। তাঁহারা ভগবানকে কখনই দূরবর্ত্তি মনে করিতেন না, কিন্তু আত্মার আত্মা বলিয়া জানিতেন। সুতরাং আত্মজ্ঞানের অনুসরণ করিয়াই তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইতেন। আমাদিগকেও আত্মজ্ঞানের মধ্যে পরমাত্ম-জ্ঞানকে অন্বেষণ করিতে হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

আধ্যাত্মিক উপাসনা।

উপাসনা ধর্ম্মের প্রাণ। যাহাতে যথার্থ উপাসনা ধর্ম্মসমাজে প্রচলিত থাকে, সেইজন্য ধর্ম্ম-পিপাসু, সাধুসংকল্প ব্যক্তি মাত্রই সচেষ্ট থাকেন। সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচীন পূজ্যপাদ ঋষিগণ ও বর্ত্তমান সময়ের শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মগণ যথার্থ উপাসনা প্রচলন করিতে যত্নশীল। তাঁহারা নিরাকার পরব্রহ্মের পূজা মানব সমাজে প্রবিষ্ট করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" এই বাক্যটী দ্বারা তাঁহারা সংক্ষেপে উপাসনার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঋষিগণ শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ উপাসনার কথা বলিয়াছেন। বাক্যদ্বারা, স্তোত্র মন্ত্রাদি দ্বারা পূজাকে অশ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়াছেন। চিন্তা ও ভাব দ্বারা উপাসনাকে মধ্যম শ্রেণীর উপাসনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবাত্মা পরমাত্মার সম্মুখীন হইয়া আত্মদানের দ্বারা যে উপাসনা তাহাকে তাঁহারা যথার্থ আধ্যাত্মিক ব্রহ্মোপাসনা বলিয়াছেন।

ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানকে তাঁহারা কর্ম্মযোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যথার্থ আধ্যাত্মিক উপাসনা না হইলে কর্ম্মযোগ বা সৎকার্য্যের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না ইহাই তাঁহাদের মত। আমি কর্ত্তা এই অহঙ্কার-বুদ্ধি বিনষ্ট না হইলে, যে সব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় তাহা পরিত্রাণের হেতু না হইয়া বন্ধনের কারণ হয়। কারণ রাজস ও তামস কর্ম্মের ফল অভিমান ও অজ্ঞানতা। উপাসনার অন্যান্য অঙ্গ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া যথার্থ আধ্যাত্মিক উপাসনা কি এই বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

যথার্থ আধ্যাত্মিক উপাসনাতে উপনীত হইবার অনেক অন্তরায়। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় মানব প্রবিষ্ট হইয়া এক বিষম সঙ্কটে পতিত হন। জড়জগতে তিনি যাহাই দেখিতে পাইতেন, তাহাই স্পর্শ করিতে পারিতেন, তাহারই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা পরিমাণ করিয়া লইতে সমর্থ হইতেন। সেই বস্তুর আকৃতি প্রকৃতি সকলই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সেই বস্তুর পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করিত। ব্রহ্ম-উপাসক বাহ্য জগতের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবিষ্ট হইয়া এক বিষম বিভ্রাটে পতিত হন। পার্থিব জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অথবা সংসারের শিক্ষক ও গুরু সেই বস্তু কি, তাহা পরিচয় করাইয়া দিতে পারেন না। বাক্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, মন চিন্তা করিতে অসমর্থ। চিন্তার অতীত নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতে সাধক নিমীলিত নয়নে উপবিষ্ট হন, কিন্তু সেই রাজ্যের বস্তু কি তাহা ধরিতে পারেন না। চক্ষু মুদ্রিত করিলে সকলেই অন্ধকার দেখে; উপাসনায় উপবিষ্ট সাধক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধকার দেখেন। এই সময়ে নিরাকার সৎস্বরূপের উপাসক ও যে কল্পনায় পড়িয়া আপন পথ ভ্রষ্ট হইয়া যান, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যাহাদের প্রাণে ধর্ম্মের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা জন্মে নাই যাহারা সংসারের দশ কাজের মধ্যে ধর্ম্ম করাকে একটা কাজ বলিয়া গণনা করেন, তাঁহারা এই কল্পনার উপাসনাও করেন, অথচ ষোল আনা সংসারের ও ইন্দ্রিয়ের সেবাতেও নিযুক্ত থাকেন। ধর্ম্মসমাজে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এই অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইলে সাধককে অন্য প্রকার আবর্জ্জনায় পড়িতে হয়। এই অবস্থায় উপাসক নিজের মনের ভাবকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হন। এই অবস্থাতে ঈশ্বরের বস্তুত্বে ও ব্যক্তিত্বে জ্ঞান জন্মে না। ঈশ্বরকে মিষ্ট শব্দ ও মিষ্ট সংগীতে ডাকিলে প্রাণে ভাব হয়, এই ভাবকেই তিনি ঈশ্বর মনে করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় হৃদয়ে অনেক সুখ, শান্তি ও আরাম পাওয়া যায়। সুতরাং ঈশ্বরের জন্য তৃষিত হৃদয়ও কিছুদিনের জন্য এই অবস্থায় পড়িয়া সন্তুষ্ট থাকে। এই অবস্থায় উপাসক দিনরাত ভাব খুঁজিয়া বেড়ান। ঈশ্বরকে এ নামে ডাকা হইবে না, কারণ এ নামে ডাকিলে প্রাণে ভাব আসে না, এ সংগীতে প্রাণ তুষ্ট হয় না, সুতরাং এ সংগীত গাওয়া হইবে না। ভাব ভিন্ন মানব জীবন থাকিতে পারে না সত্য, কিন্তু ইহা জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। এই শ্রেণীর সাধক মনের ভাবুকতাকে জাগাইবার জন্য ঈশ্বরকে মা, বন্ধু, সখা ইত্যাদি মিষ্ট শব্দে সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। যথার্থ আত্মদৃষ্টিশালী ব্যক্তি বহুদিন ভাবুকতা লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারেন না। নিজের মনের ভাব মানবের প্রাণকে কয়দিন সুখী করিতে পারে? শব্দের নূতনত্ব, ভাবের সৌন্দর্য্য অল্পদিনেই নষ্ট হইয়া যায়। প্রাণ নিত্য নূতন জীবন্ত বস্তু চায়, যে বস্তু প্রতিদিন তাঁহার প্রাণকে নব ভাবে ডুবায়। অনেক উপাসক এই অবস্থা হইতে সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মা বলিয়া মনে যে প্রেম ও ভক্তির উদয় হইত, তাহা দুইদিন পরে আর হয় না। কারণ মা শব্দের পশ্চাতে এমন বস্তু ধরিতে পারা যায় নাই, যাহা মা শব্দকে জীবিত রাখে। ঈশ্বরের করুণা বর্ণনা করিয়া প্রাণে

যে আনন্দ হইত তাহা আর হয় না—কারণ সেই করুণার আধার সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান জন্মে নাই। এই অবস্থায় মন নিরাশ ও অবিশ্বাস পূর্ণ হয়। এত দিন ত উপাসনা করিলাম তবু প্রাণে শান্তি হইল না, প্রাণ শুষ্ক রহিল। তবে বুঝি মানুষ আর ঈশ্বরকে পাইবে না। অথবা ঈশ্বর কিছু নয়—ইহা কল্পনা মাত্র। উপাসক এই বলিয়া ঘোর নাস্তিকতাতে পতিত হন। কল্পনা ও ভাবুকতার অবস্থা অতিক্রম করিয়া অতি অল্প লোকেই যথার্থ আধ্যাত্মিক উপাসনার অবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থ হন,—এই জন্যই প্রকৃত ব্রহ্ম উপাসকের সংখ্যা অতি দুর্লভ।

যাঁহারা এই ভাব-প্রধান জীবনের অবসানেও নিরাশ ও অবিশ্বাসী না হইয়া সহিষ্ণুতা ও অনুরাগের সহিত ব্রহ্মপদ প্রার্থনা পরিত্যাগ করিলেন না, তাঁহারাই ব্রহ্মকে জীবন্ত প্রত্যক্ষ স্বতন্ত্র সত্যবস্তুরূপে ধরিতে পারিয়া যথার্থ আধ্যাত্মিক উপাসনায় প্রবিষ্ট হন। তখন সাধক বুঝিতে পারেন, ঈশ্বর কল্পনা নহেন, মনের ভাব নহেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রত্যক্ষ দেবতা। তখন ঈশ্বরের বস্তুত্বে তাঁহার বিশ্বাস জন্মে। তাঁহার নিকট ঈশ্বর নাম-শূন্য, উপাধি-শূন্য "তুমি" ও "আমির" মধ্যস্থিত জীবন্ত চিন্ময় দেবতা। ঈশ্বরকে তখন তিনি "তুমি" বলিতে পারেন না, তাহাতে অনেক দূরত্ব হয়। যাঁহাকে তিনি প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন বলিয়া বুঝিতেছেন, তাঁহাকে সংসারের সুখদ পুরুষায় "তুমি" বলিলে বড় দূরত্ব হয় ও প্রাণ শীতল হয় না। ঈশ্বরকে তিনি "আমি"ও বলিতে পারেন না; কারণ ঈশ্বরের স্বতন্ত্র বস্তুত্বে তাঁহার জ্ঞান রহিয়াছে। লৌহ অগ্নিতে দগ্ধ হইলে অগ্নিময় হয়, লৌহের প্রত্যেক অণুতে অগ্নি, লৌহের মলিনত্ব আর নাই। জীবাত্মা ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ হইলে ঈদৃশী দশা ঘটিয়া থাকে। তখন ঈশ্বর তাঁহার নিকট নিরঞ্জন। ব্রহ্ম বলিলেও যাঁহাকে বুঝিতে পান, মাতা বলিলেই সেই প্রাণারাম পরমবস্তু তাঁহার আত্মার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তখন তাঁহার নামের প্রয়োজন নাই, ভাষার প্রয়োজন নাই, প্রার্থনারও প্রয়োজন নাই। তাঁহার মনই প্রার্থনা, তাঁহার মনই কৃতজ্ঞতা, তাঁহার মনই ভক্তি। তখন সাধকের চিন্তাশক্তির গতি রুদ্ধ হয়, ভাব ও ভাষা নীরব হয়।

এই প্রকারে অন্ধকার ও কল্পনার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, ভাবের রাজ্য অতিক্রম করিয়া মানব আত্মা ব্রহ্মধামে উপনীত হয়। ব্রহ্মধামের যাত্রীর গমন বিপরীত দিকে, গমন দূরে নহে—দেশের পর দেশ পরিত্যাগ করিয়া, নদীর পর নদী পার হইয়া কোন স্থানে উপস্থিত হওয়া নহে। কিন্তু নিকট হইতে নিকটে, আরও নিকটে, আরও গৃহের অভ্যন্তরে, আরও কেন্দ্রের মধ্যে উপস্থিত হওয়াই ব্রহ্মধামে যাওয়া। যাহার চিত্ত স্থির হয় নাই, যে দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, যে বিষয়ের মায়া পরিত্যাগ করে নাই, তাহার পক্ষে আত্মকোষে চিৎস্বরূপের সন্নিধানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে। মানুষ কোনও জাহাজের সাহয্যে অল্পদিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে, কিন্তু এই বিন্দুপরিমাণ পথভ্রমণ করিয়া আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সাধকের বহু বৎসর কাটিয়া যায়।

সৎচিদানন্দ স্বরূপের সাক্ষাৎ ভিন্ন যথার্থ আধ্যাত্মিক উপাসনা হয় না। বাক্য দ্বারা চিন্তা দ্বারা উদ্দেশ্যে পূজা হয়। সর্ব্বপ্রকার পূজায় বলির প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক পূজায় মহা বলির প্রয়োজন। পরমাত্মার সম্মুখীন জীবাত্মা প্রেম ও কৃতজ্ঞতা ভরে তাঁহার পূজা করিতে ব্যস্ত হয়। সেই পূজায় জীবাত্মা নিজকে বলি স্বরূপ ব্রহ্মচরণে উপহার দিয়া কৃতার্থ হয়।

যখন বড় ভাবের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা দ্বারা ব্রহ্মকে সম্বোধন করা হয়, অনেক কথায় প্রার্থনা হয়, তখন যথার্থ আধ্যাত্মিক উপাসনা হয় না। যথার্থ আধ্যাত্মিক উপাসনা নীরব। আধ্যাত্মিক উপাসনায় নিমগ্ন ব্যক্তি যখন কোন ভাব ভাষযোগে প্রকাশ করেন, তখন তাহা অনেক সময় অসংলগ্ন ও অস্ফুট। ঈশ্বর কৃপা করুন আমরা নীরবে অস্ফুট ভাবে যথার্থ ভাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক উপাসনায় নিযুক্ত হই।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

তবে কি সৌন্দর্য্যের স্বরূপ মানবী ভাষায় প্রকাশ করা যায় না? জন রসকিন্ (John Ruskin) বলিয়াছেন, **জড়জগতে অনন্তের অভিব্যক্তিই সৌন্দর্য্য।** যে বস্তু যে পরিমাণে অনন্তকে প্রকাশ করিতে সমর্থ, সে বস্তু সেই পরিমাণে সুন্দর। কিন্তু জড় আত্মরূপী ভগবানকে প্রকাশ করিবে কিরূপে? জড়কে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া সৌন্দর্য্য কখন জড় নহে। সৌন্দর্য্য আত্মাকে কখনই জড়ে আবদ্ধ করে না, বরং সৌন্দর্য্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ হইলে সংসারের মলিন বন্ধন কাটাইয়া আত্মা অধ্যাত্মরাজ্যে নীত হয়। এই জন্য রস্কিন্ স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "So far from Art being immoral, little else except Art is moral." যে সৌন্দর্য্যের উপাসক সেইই অনন্ত পথের যাত্রী। **পূর্ণিমাতেই সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি,** যাহা পূর্ণ নহে, তাহা সুন্দরও নহে। যাহা অপূর্ণ, তাহাতে আমাদের প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না, আমরা কোন কিছুর অভাব অনুভব করি, সুতরাং তাহা সুন্দরও নহে। সৌন্দর্য্যে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, কোন প্রকার অভাব-বোধ থাকে না;—দেখিয়াই মুগ্ধ, তাঁহার অতীত কোন কামনা থাকে না। এই জন্য সৌন্দর্য্যের সন্নিহিত হইলে অশান্তিপূর্ণ প্রাণে শান্তি আইসে, শোক সন্তপ্ত প্রাণ শীতল হয়, উদ্ধত হৃদয় বিনম্র হইয়া আইসে। সৌন্দর্য্যের শক্তি প্রাণে পতিত হইলে, প্রাণ তাহাতে ডুবিয়া যায়, তাহাতে মুগ্ধ হয়, তাহাতে আর কামনার তাড়না থাকে না, তাই স্বার্থপরতা প্রাণ হইতে পলায়ন করে। এই জন্য মহামতি ক্যান্ট সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগকে স্বার্থভাব-বিরহিত বলিয়াছেন। **সৌন্দর্য্য বিজয়ের নিদর্শন।** অপূর্ণ যতদিন পূর্ণতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে থাকে, ততদিন ঘোর সংগ্রামের অবস্থা। সংগ্রামের অবস্থা শক্তির পরিচায়ক, কিন্তু সৌন্দর্য্য শান্তির অবস্থা, বিজয়ী বীরের বিশ্রামের অবস্থা। বাত্যাবিলোড়িত, তরঙ্গায়িত সমুদ্রবক্ষ গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জক, কিন্তু সান্ধ্যাকাশতলে স্থির নিশ্চল

বারিরাশির উপর যখন পশ্চিম গগনের কোমল বর্ণচাতুর্য্য প্রতিফলিত হয়, তখন সৌন্দর্য্যে আমাদের প্রাণ ভাসিয়া যায়, প্রকৃতির সে সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে আমরা আত্মহারা হইয়া যাই। ধর্ম্মবীর যখন সিংহবিক্রমে পাপের সহিত, অন্ধকারের সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার মহত্ত্বের নিকট আমরা মস্তক অবনত করি; আবার যখন তিনি সংগ্রামে বিজয়ী হন, তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হয়, তিনি যখন সাধুতায় বিভূষিত হইয়া পরাশান্তি উপভোগ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার সেই শান্তিময়, মধুময় মুখশোভা দেখিলে আমাদের প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, সে স্বর্গের শোভা দেখিয়া আমাদের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

সৌন্দর্য্যের এই ত্রিবিধ গুণ পূর্ণভাবে ভগবানে বিরাজিত। তিনি চিরনির্ম্মল, পূর্ণমঙ্গলময়,—পাপীর হৃদয়ে তাঁহার লীলাই তাঁহার অসীম প্রেমের জলন্ত নিদর্শন। তিনি নিত্যপূর্ণ, তাঁহাতে কোন সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, তাঁহাতে কোন প্রকার বিক্ষোভ নাই, তাঁহাতে কোন প্রকার সংগ্রাম নাই। তাঁহাকে কোন অভাব বা মলিনতা কখনও স্পর্শ করে না। তিনি পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আকর, তাই তাঁহার সাধুভক্ত যখন তাঁহার মুখের কণিকা মাত্র জ্যোতিঃ আপন হৃদয়ে স্বতঃপ্রতিফলিত দেখেন, তখন ভক্তের হৃদয় আনন্দে বিগলিত হয়, তাঁহার আত্মা জরামৃত্যুর অতীত হইয়া অমৃতময় রাজ্যে গমন করে। সাধুর নির্ম্মল হৃদয়ে ভগবান আপনিই প্রকাশিত হন, তাই তাঁহাকে স্বপ্রকাশ বলা হয়। সে রূপমাধুরী দেখিয়া ভক্ত তাঁহাকে "অমৃতং, অমৃতং" শুদ্ধ এই কথাই বলেন, অন্য ভাষায় তাহা প্রকাশ পায় না।

তিনি যে শুদ্ধ সাধুদের নিকটই আপনাকে প্রকাশ করেন, তাহা নহে; পাপীর অন্তরেও তাঁহার মঙ্গল নিদর্শন রহিয়াছে। তিনি যে শুদ্ধ সাধুরই ঈশ্বর, তাহা নহে; তিনি দীন দুঃখী, পাপী তাপী সবারই প্রাণের দেবতা। পাপের ঘনান্ধকারের মধ্যে যদি সে মুখের একটী জ্যোতিঃরেখা না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কি গতি হইত? এই ত তাঁহার বিশেষ করুণা, বিশেষ প্রেম যে পাপী তাঁহাকে ছাড়িলেও পাপীকে তিনি কখনও ছাড়েন না। পাপী নরকের এমন কোন্ গভীর কুণ্ডে ডুবিতে পারে, যেখানে তাঁহার কৃপার হস্ত পৌঁছে না? পাপের এমন কি গাঢ় অন্ধকার হইতে পারে, যাহা ভেদ করিয়া তাঁহার মুখের জ্যোতিঃ প্রকাশ পায় না? তিনি যে শুদ্ধ সাধুর হৃদয়েই স্বপ্রকাশ তাহা নহে, পাপীর মলিন হৃদয়েও তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন। জীবের অন্তরে তাঁহার এই প্রকাশই আদর্শরূপে আমরা জানিতে পাই। হৃদয় যে পরিমাণে নির্ম্মল হইবে, এ আদর্শও সেই পরিমাণে স্পষ্টরূপে, উজ্জ্বলরূপে দেখা দিবে। এই আদর্শই স্বর্গরাজ্যের সেতু। যিনি নির্ম্মল দৃষ্টিতে এই আদর্শের শোভা দেখিতে পান, যিনি এই আদর্শ দৃঢ়ভাবে প্রাণে ধারণ করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে অমৃতময় রাজ্যের যাত্রী। অপূর্ণ, মলিন জীবের অন্তরে এ পূর্ণ পবিত্রতার আদর্শ আসিল কোথা হইতে? অন্ধকারের মধ্যে এ জ্যোতিঃ ফুটিল কিরূপে? সীমাবিশিষ্ট মানব সন্তান আপন সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তের পানে ছুটিতে চায় কেন? এ চির অতৃপ্তির বীজ মানব হৃদয়ে বপন করিল কে? এ কি আলেয়ার আলো? এ কি শুদ্ধ আমাদের কল্পনার বিজৃম্ভন? যে দর্শনশাস্ত্র আদর্শকে কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, তাহা কি প্রকৃত জ্ঞান?-না, অজ্ঞানের নামান্তর মাত্র? জীব ও জগতের স্বরূপ নির্ণয় করা দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, কিন্তু যে দর্শনশাস্ত্র আপনার জ্ঞানের সীমাদ্বারা মানব প্রকৃতির সীমা নিয়মিত করিতে চায়, আপনার উপযোগী করিয়া লইবার জন্য মানব-প্রকৃতিকে সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করে, তাহা কখনও দর্শন নামের উপযুক্ত নহে। আদর্শ কল্পনাই হউক, আর মানব প্রাণে ভগবানের প্রকাশই হউক, ইহাই মানবের বিশেষত্ব, ইহা আছে বলিয়াই মানুষ মানুষ হইয়াছে, স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইয়াছে। আদর্শই মানবের অনন্ত উন্নতি-পথে একমাত্র সহায়, আদর্শই মানবের অধ্যাত্ম-জীবনে চালনী-শক্তি, ইহার অভাবে মানুষ কখনই পশুভাব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইত না। মুহূর্ত্ত মাত্রও আমরা এই আদর্শ বিস্মৃত হইলে পশুত্বে পরিণত হই। আদর্শ জীবের প্রাণে **পরম-সুন্দরের** অভিব্যক্তি, ইহাই প্রেমের সোপান। ইহা মানবজ্ঞানের কোন সংস্কার অধীন নহে, সকল সংস্কার পরাভব করিয়া সান্তের অন্তরে ইহা অনন্তের আভাস আনিয়া দেয়। আদর্শের শক্তি সাধুজীবনে প্রকাশ পাইলে পরে দর্শনশাস্ত্র তাহা সংস্কারবদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। যে সাধু আদর্শের এই সৌন্দর্য্য স্পষ্টভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই জীবন ধন্য হইয়াছে, যিনি এই নির্ম্মল সৌন্দর্য্য-সমুদ্রে আপনা হারাইতে পারিয়াছেন তিনিই অমৃত পান করিয়া, অমর হইয়াছেন, জরামৃত্যু আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার প্রাণে নিত্য আনন্দ বিদ্যমান।

আমরা দেখিলাম, ভগবানের "সত্যং শিবং সুন্দরং" এই তিন মূল স্বরূপের প্রমাণ আত্মপ্রত্যয় লভ্য, মানবাত্মাই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের নিত্য সাক্ষী। শুদ্ধ মানবাত্মাই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাক্ষী তাহা নহে, মানবের ইতিহাসও ইহার মহাসত্য প্রমাণ করিতেছে। এ পৃথিবীতে তিনটী আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে, এবং এই তিন ধর্ম্ম-বিধানের মুখস্বরূপ তিন জন মহাপুরুষ, বুদ্ধ, খৃষ্ট ও চৈতন্য। বুদ্ধ এই নশ্বর, পরিণামশীল জগতের মধ্যে অপরিণামী অনন্ত সত্তা জানিবার জন্য এই নশ্বর জগতের রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া বনচারী হইলেন। তিনি বুঝিলেন, বাসনাই জীবের বন্ধন, ইহাতেই জীবের দুঃখ। তাই তিনি এই বাসনার একান্ত নিবৃত্তি সাধন করিয়া সকল পরিণামের অতীত অনন্ত সত্তায় সম্পূর্ণ আত্মহারা হইবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবিধান জ্ঞান-প্রধান, জ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিশেষভাবে ব্রহ্মের "সত্যং" স্বরূপের সাধক ছিলেন, তাই এ ধর্ম্মে শান্ত রসের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। খৃষ্ট ব্রহ্মের "শিবং" স্বরূপের বিশেষ সাধক ছিলেন, এবং জগতকে এই অমূল্য সত্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর জীবের পিতা, তাঁহারই মঙ্গলময় বিধানে জগতের কার্য্য নিয়মিত হইতেছে। এই মঙ্গলময় বিধান পূর্ণ করিবার জন্য,

পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনয়ন করিবার জন্যই খৃষ্টের জীবন ও মৃত্যু। জগতের দুঃখী তাপীর জন্য তিনি আশার বাণী লইয়া আসিলেন, দারিদ্র্য অমঙ্গল নহে, স্বর্গরাজ্য দরিদ্রের জন্য। শোকাশ্রু অমঙ্গলের নিদর্শন নহে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা লাভ করিবে। পৃথিবীতে যাহারা বড়, তাহারা সে রাজ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। তাঁহার ক্রুশ বহন করাই জীবের গৌরব। যে মৃত্যুর ভয়ে জীবমাত্রই আতঙ্কিত, সে মৃত্যু যে ভয়দ নহে, তাহা খৃষ্ট ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রমাণ করিলেন। জগতের পাপী তাপী যাহারা, সংসারের ঘৃণিত যাহারা, তিনি তাহাদেরই ভাই, তিনি তাহাদেরই জন্য স্বর্গের বার্ত্তা আনিয়াছিলেন। সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, ভাই ভাই,—সুতরাং ভাই ভাইয়ের জন্য খাটিবে ইহাই তাঁহার রাজ্যের বিধি। ঈশ্বরই পূর্ণ মঙ্গল, তাঁহাকে যে সর্ব্বাগ্রে কামনা করে, তাহাকে অন্য কিছুরই জন্য ভাবিতে হয় না। এ ধর্ম্মবিধানে সাধক ঈশ্বরের দাস, প্রভুর কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করাই দাসের কর্ত্তব্য, ফলবিধান প্রভুর হাতে। দাস প্রভুর ভূমি কর্ষণ করিবেন ও বীজ বপন করিবেন; সময় পূর্ণ হইলে প্রভুর বিধানে ফল আসিবে। তাই এ ধর্ম্মবিধানে দাস্যরসের প্রাবল্য। চৈতন্যের মধ্যে ভগবানের "সুন্দরং" স্বরূপ বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই পরম সুন্দর পুরুষের ভুবন মোহন রূপে তাঁহার নয়ন মুগ্ধ, সে মহাভাবে তাঁহার প্রাণ মাতোয়ারা। তিনি যে জগতের নশ্বরতা বুঝিতেন না, তাহা নহে; তিনি যে সংসারের পাপভার জানিতেন না, তাহা নহে; তিনি যে পুণ্যময়ের পুণ্যরাজ্য বিস্তার করার প্রয়োজন বুঝিতেন না, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার এ সমস্ত ভাবিবার অবসর ছিল না। যে রূপে তাঁহার প্রাণ মন পূর্ণ ছিল, সে রূপ রাশি যে জগৎবাসী লোক দেখিল না, এই তাঁহার বড় দুঃখ। তাই তিনি তাঁহার প্রাণসখার অপরূপ রূপের কথা জগৎবাসীকে শুনাইবার জন্য গৃহের বাহির হইলেন, লোকের পায়ে ধরিয়া হরিনাম লওয়াইতে লাগিলেন, তাঁহার প্রেমস্রোতে দেশ ভাসিয়া গেল। কেবল সেই রূপের কথা, আর প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ। "জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে গৌর হয়েছে, তার প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয়, নয়নে নিশানা আছে।" যে সেই নিশানা দেখিল, যাহারই নয়নে সে রূপের তরঙ্গ লাগিল, সেইই মাতিল, সেইই জরামৃত্যুর অতীত অমৃতময় রাজ্য প্রাপ্ত হইল। দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম ও সাধনের ফল মুহূর্ত্তের প্রেমের হিল্লোলে মানুষ প্রাপ্ত হইল। বহু পরিশ্রমের সিঞ্চিত জলে যে উর্ব্বরতা সম্পাদন করিতে পারে না, স্বল্পকালব্যাপী বর্ষণ অনায়াসেই তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকে; এখানেও তাহাই ঘটিল। শুষ্ক, অমানুষিক তন্ত্রপীড়িত দেশে প্রেমের বাণ ডাকিল, প্রেমে কঠোর জাতিভেদ ভাসিয়া গেল, ব্রাহ্মণ চণ্ডালের কণ্ঠালিঙ্গন করিল, হিন্দু যবনের পদধূলি ভক্তিভরে মস্তকে গ্রহণ করিল, রমণী ধর্ম্মোপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিলেন। প্রেমে বৈরাগ্য মধুর হইল, বৈরাগ্যে প্রেম দৃঢ়তা লাভ করিল। প্রেমে সমস্ত ভারতবর্ষ একাকার হইল। সর্ব্বত্রই এক মধুর রস উৎসারিত হইয়া উঠিল। ভগবান আর শুষ্ক জ্ঞানের বিষয় নহেন, দূরস্থ প্রভু নহেন, কিন্তু প্রাণের দেবতা, প্রাণ-সখা, হৃদয়স্বামী।

ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে আমরা এই ভাবে সত্যশিবসুন্দরের আত্মপ্রকাশ দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই তিন ধর্ম্মবিধানের সমন্বয় করিবার জন্য এই তিন মহাসত্য লইয়া মানব জাতিকে পরাগতি দিবার জন্য মানবের হৃদাকাশে উদিত হইয়াছেন। মহা সত্য সূর্য্য আকাশে উদিত, চক্ষু থাকিতেও যে দেখিল না, তাহার চক্ষুর সার্থকতা কি? ইহার জন্য অন্যত্র গমন করিতে হইবে না, যত্ন সহকারে আপন হৃদয় অন্বেষণ করিলেই দেখা যাইবে। আর যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি মলিন, তাহারাও সরলভাবে অকপট হৃদয়ে এই সত্য লাভের প্রার্থী হউন, প্রকৃত জ্ঞানালোচনায় দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ করুন, দেখিবেন এই মহাসত্য প্রাণের অতি গূঢ় প্রদেশে বিরাজিত।

ব্রাহ্মবালকগণের শিক্ষা।

আমরা কয়েকবারের তত্ত্বকৌমুদীতে ব্রাহ্মবালকগণের সমস্ত বিপদের কথা জানাইয়াছি। বড় আনন্দের বিষয় ব্রাহ্ম সাধারণ এই বিপদ সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছেন। রোগ নির্ণয় হইলে ঔষধ প্রয়োগ করা নিতান্ত দুষ্কর হইবে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে ইহাও বলিয়াছি যে স্বতন্ত্র করিয়া ব্রাহ্মবালকগণের শিক্ষা বিধান করিতে না পারিলে আমরা তাহাদিগকে বিপদ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারিব না। এখন বিবেচ্য, শুদ্ধ ব্রাহ্মবালকগণের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় করিবার সামর্থ্য আমাদের আছে কি না।

এ বিষয়ে আমাদের প্রথম কথা, যাহা অবশ্যকরণীয় তাহা করিতেই হইবে। ব্রাহ্মসমাজের বালকবালিকাগণই ব্রাহ্মসমাজের আশাস্থল; সুতরাং তাহাদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া আমাদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। এজন্য যদি আমাদের অন্যান্য কার্য্যের ক্ষতি হয়, বরং তাহাও প্রার্থনীয়। এ ভাবে চিন্তা করিলে, ইহার পথের বাধা বিঘ্ন আর দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া অনুভূত হইবে না। যাহা পূর্ব্বে অত্যন্ত দুষ্কর ছিল, তাহাও সহজ হইয়া আসিবে।

দুই বৎসর হইল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বালিকাদের জন্য একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া চালাইয়া আসিতেছেন। বিদ্যালয়টীর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে। অবশ্য ইহার উপর আবার আর একটী বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টাকে কখনই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় একমাত্র উপায় আমাদের বিবেচনায় ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বনীয় বলিয়া বোধ হয়, সেটী বালকবালিকাগণের একত্র শিক্ষা বিধান করা। এরূপ প্রস্তাব একেবারে নূতন নহে। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে ষোড়শ বর্ষের অনধিক বয়স্ক বালকবালিকাগণকে একত্রে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে চৌদ্দ বৎসর বয়সের উচ্চতম সীমা ছিল। একত্র বালকবালিকাগণের শিক্ষাবিধান করাতে উপকার লাভ হইয়াছে দেখিয়াই রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বয়সের সীমা বাড়াইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যা-

লয়ের শ্রেণীতেও স্ত্রীপুরুষ ভেদ করা হয় না। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়েও এ নীতি কথঞ্চিৎ পরিমাণে অবলম্বিত হইয়াছে। নবম বর্ষের অনধিক বয়স্ক বালকদিগকে বালিকাবিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তাহার কারণ, একত্র শিক্ষা হইলে বালকবালিকা উভয়েরই উভয়ের সাহায্যে উৎকর্ষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে এই বয়সের উর্দ্ধতম সীমা আট বৎসর ছিল, উপকার দেখিয়াই বয়স বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আর একটা কথা আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, ব্রাহ্মবালকবালিকাগণ ক্লাসে একত্র না মিশিলেও গৃহে ত সর্ব্বদাই মিশিতেছে। যে স্থলে শিক্ষকের চক্ষের সমক্ষে থাকিবে সেথানে বিপদাশঙ্কা করা নিতান্তই কি অমূলক নহে? ক্লাসের বাহিরে যাহাতে নির্জ্জনে একত্রিত হইতে না পারে, সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। ক্রীড়াস্থলে শিক্ষকেরা উপস্থিত থাকিবেন ও ক্রীড়ার সহায়তা করিবেন, তাহা হইলে আর কোনই আশঙ্কা থাকিবে না।

কিন্তু এ সমস্ত পরের কথা। আমাদের সর্ব্বপ্রধান যুক্তি ৬টী স্কুল চালাইবার শক্তি আমাদের নাই, অথচ বালকদিগকেও আমরা আর কোন সাধারণ বিদ্যালয়ে রাথিতে পারিতেছি না। তাহাতে সমূহ বিপদ দিন দিন লক্ষ্য করিতেছি। দেশের বালকদিগের নীতির অবস্থা দিন দিন যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে সাধারণ বিদ্যালয়ে বালকদিগকে প্রেরণ করিয়া কথনই নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে না। অথচ বালকদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তথন বর্ত্তমান বালিকা শিক্ষালয়কে এরূপে পুনর্গঠন করা যায় কিনা যাহাতে বালক বালিকা একত্র পাঠ করিতে পারে, তাহা আমাদের বিবেচ্য। যদি এই শিক্ষালয়টীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা যায়, এবং বালকদিগকে লইবার বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে আমাদের অভাব আপাততঃ নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু কত বয়স পর্য্যন্ত বালকদিগকে লওয়া যাইতে পারে, তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। এ বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য কয়েক ব্যক্তির প্রতি ভার অর্পিত হইয়াছে। ত্বরায় একটা কর্ত্তব্যপথ নির্ণীত হইবে। আশা করি, অভিভাবকগণ এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া পরামর্শ দিবেন।

কেহ কেহ প্রস্তাব করেন যে প্রথমতঃ দ্বাদশবর্ষের অনধিক বয়স্ক বালকদিগকে বালিকাদের শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হউক, এবং তদূর্দ্ধতন বয়স্ক বালক বালিকাগণের জন্য আপাততঃ স্বতন্ত্র শ্রেণী থাকুক। উপর হইতে একদিকে যেমন বালক বালিকাগণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়া যাইবে, এবং অপর দিকে নিম্নের বালক বালিকাগণ উন্নীত হইবে, তথন আর স্বতন্ত্র শ্রেণী থাকিবে না। যাহারা নিম্ন শ্রেণীতে একত্রে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, এবং আপনাদের সদ্ব্যবহারের পরিচয় দিয়াছে, তাহাদিগকে আর স্বতন্ত্র শ্রেণীতে রাখা আবশ্যক বোধ হইবে না। এই প্রণালীতে শিক্ষা দিলে ও একত্রে ক্রীড়াদি করিলে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, বালক বালিকাগণের কি নৈতিক, কি মানসিক, কি শারীরিক, সকল বিষয়েই শুভফল পরিলক্ষিত হইবে, এবং অল্পকালের মধ্যেই স্বতন্ত্র শ্রেণী রাখিবার আবশ্যকতা থাকিবে না। স্বতন্ত্র শ্রেণী না রাখিতে হইলে, আমাদের অর্থেরও স্বচ্ছলতা হইবে, এবং আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে নানাবিধ উন্নতি সাধন করিতে পারিব।

এই প্রণালী কতদূর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, অথবা ইহার অনুরূপ অপর কোন প্রণালী উদ্ভাবিত করা যায় কিনা, তাহা সকলে বিচার করুন। যদি ব্রাহ্মবালিকাশিক্ষালয়কে পুনর্গঠন করিতে হয়, তাহার সময় এই, ত্বরায় একটা কিছু স্থির করা আবশ্যক। যদি আমাদের হস্তে একটী প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়, এবং তাহাতে বালকবালিকাদিগকে একত্র পড়ান আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে, সকলে এক মন হইয়া তাহা করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারা যাইবে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়কে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী করিয়া তাহার ব্যয়ভার বহন করিবার প্রয়োজন কি? সেই প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রতি যদি দৃষ্টি রাখিতে হইল, তবে বেথুন স্কুল ত আছে, তদ্দ্বারাইত কাজ চলিতেছে। ইহার উত্তরে ইহার পুনর্গঠনের পক্ষে ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, বেথুন স্কুল থাকিলেও তিন কারণে আমাদের একটা স্বতন্ত্র স্কুল রাখা আবশ্যক। প্রথম বেথুন স্কুলের উপরে আমাদের সমাজের লোকের বিশেষ হাত নাই, আমাদের নিজের স্কুলে তাহা থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মশিক্ষা, শিল্প, সংগীত প্রভৃতি আমরা বিশেষ বিশেষ বিষয় যাহা শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি, তাহা নিজের স্কুলে যেরূপ পারিব অপর স্থানে তাহার সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ আমাদের স্কুলে আমরা বালকবালিকাদিগকে এক সঙ্গে পড়াইতে পারিব, অপর স্থানে তাহার সম্ভাবনা নাই।

আমরা বলি, যে কারণেই হউক, যদি আপনাদের একটী স্বতন্ত্র স্কুল রাখিতে হয়, তবে সেজন্য সকলেরই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। আপনাদের বালকবালিকার শিক্ষার ভার যদি আমরা সমুচিতরূপে বহন করিতে না পারি, তবে আমাদের দ্বারা আর কোন্ মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে? বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ একজন খ্রীষ্টীয় মহিলা, সেথানে খ্রীষ্টীয়দিগকে গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনও নিষেধ নাই। অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সেথানে খ্রীষ্টীয় বালিকা কতগুলি পড়িতেছে। ব্রাহ্মবালিকাদিগের সহিত সংখ্যা তুলনাতে তাহারা কত অল্প। ব্রাহ্মবালিকা ৬০টীর অধিক হইবে, খ্রীষ্টীয় বালিকা সমগ্র স্কুল কলেজে ২০টী হয় কি না সন্দেহ। অথচ কলিকাতাতে দেশীয় খ্রীষ্টীয় পরিবারের সংখ্যা বড় অল্প নহে। তবে তাঁহাদের বালিকারা এথানে আসে না কেন? ইহার কারণ এই যে তাঁহাদের নিজের বিদ্যালয় আছে, সেথানে তাঁহারা আপনাদের মনের অভিমত প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় নিজ নিজ অভীষ্ট প্রণালীতে আপনাদের বালকবালিকার শিক্ষা দিতে ব্যগ্র, আর ব্রাহ্মেরাই কি এরূপ অপদার্থ যে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য বোধ নাই! নিজেদের কোনও প্রণালী নাই? শিক্ষার কোনও আদর্শ নাই? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীর অতিরিক্ত কিছু শিথাইবার নাই? আর যদি তাহা থাকে, তবে সেজন্য কি পরিশ্রম ও ব্যয় কর্ত্তব্য নহে?

পাঁচ ফুলের সাজি।

1. Epictetus,—

"What is the subject about which we are enquiring? Pleasure? Submit it to the rule, cast it to the scales. Now the good must be a thing of such sort that we ought to trust in it? *Truly.* And we ought to have faith in it? *We ought.* And ought we to trust in anything which is unstable? *Nay.* And hath pleasure any stability? *It hath not.* Take it then, and fling it out of the scales, and set it far away from the place of the good."

আমরা কোন্ বিষয় অনুসন্ধান করিতেছি? সুখ? ইহা কি শ্রেয়? ইহার পরিমাণ কর, তুলাতে ওজন কর। এখন, শ্রেয়ঃ এমন বস্তু হওয়া চাই, যাহাতে আমরা নির্ভর করিতে পারি?—যথার্থ। এবং উহাতে আমাদের বিশ্বাস থাকা কর্ত্তব্য?—কর্ত্তব্য। অস্থির কোন বিষয়ের উপর কি আমাদের নির্ভর করা উচিত?—না। সুখের কি কোন স্থিরতা আছে? না, তাহা নাই। অতএব উহাকে লইয়া তুলা হইতে দূরে নিক্ষেপ কর এবং শ্রেয়ের স্থান হইতে উহাকে সুদূরে রাখিয়া দাও।

2. Shelley.—

"My faint spirit was sitting in the light
Of thy looks, my love;
It panted for thee like the hind at noon
For the brooks, my love."

হে প্রিয়তম! আমার ক্ষীণ প্রাণ তোমার নয়নকিরণে বসিয়াছিল; মধ্যাহ্নে যেমন হরিণী নির্ঝরের জন্য আকুল হয়, আমার হৃদয়ও তেমনি, হে প্রিয়তম! তোমার জন্য লালায়িত হইয়াছিল।

3. Hesiod (quoted by socrates)—

"Not work, but idleness disgraces men."

পরিশ্রম নহে, আলস্য মনুষ্যের অবমাননা করে।

4. S. T. Coleridge,—

Undreamt of by the sensual and the proud.

সুখ, আনন্দ ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং অহঙ্কৃত ব্যক্তিগণের স্বপ্নেরও অগোচর।

"O Lady! we receive but what we give,
And in our life alone does nature live."

অয়ি ভদ্রে! আমরা যাহা দান করি তাহাই লাভ করি, এবং আমাদের জীবনেই প্রকৃতির জীবন।

রসনা-সংযম।

(চীন দেশীয় ধর্ম্মপদ গ্রন্থের অনুবাদ অবলম্বনে লিখিত।)

শাক্যকুমার রাহুল যখন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পিতার অনুগামী হইলেন, তাহার পরেও অনেক দিন তাঁহার জীবন বিশৃঙ্খল ও তাঁহার রসনা অশাসিত ছিল। তিনি কথা কহিবার সময় সত্য মিথ্যা বিচার করিতেন না। একদা বুদ্ধ তাঁহাকে কোন এক বিহারে গিয়া নির্জ্জনে বাস ও রসনা সংযম অভ্যাস করিতে আদেশ করিলেন; এবং সেখানে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে দিন যাপন করিতে বলিলেন। রাহুল কিয়ৎকাল সেইভাবে দিন যাপন করিতেছেন, তখন একদিন বুদ্ধ তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য সেই বিহারে গমন করিলেন। পিতাকে দেখিবামাত্র রাহুল আনন্দিত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং চরণে প্রণিপাত করিলেন। বুদ্ধ আসন পরিগ্রহ করিয়া রাহুলকে একপাত্র জল আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। জলপূর্ণ পাত্র আনীত হইলে তিনি রাহুলকে বলিলেন, "আমার পদদ্বয় ধৌত কর"। রাহুল তাহাই করিলেন। তদনন্তর বুদ্ধ রাহুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে জলে আমার চরণ ধৌত করিয়াছ, তাহা আর পানের উপযুক্ত আছে কিনা? রাহুল বলিলেন, "নাই, কারণ এই জল ধুলি-মিশ্রিত হইয়া কলুষিত হইয়াছে।" তখন বুদ্ধ বলিলেন;—"তোমারও দশা এই প্রকার। পরিষ্কার জল যেমন ধূলি সংযোগে কলুষিত হইয়াছে, সেইরূপ তুমি আমার পুত্র হইয়াও এবং রাজ্যেশ্বরের পৌত্র হইয়াও মিথ্যাবাদিতার জন্য কলুষিত হইয়াছ, তুমি আর কোনও কার্য্যের উপযুক্ত নও।" এই কথা শুনিয়া রাহুল অতিশয় লজ্জিত হইলেন, তখন বুদ্ধ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি শ্রবণ কর, আমি তোমাকে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা উপদেশ দিতেছি। পুরাকালে একজন রাজার একটি বৃহৎকায় ও বলিষ্ঠ হস্তী ছিল। রাজা এক সময় বিদ্রোহী প্রজাকুলের শাসনার্থ যুদ্ধযাত্রা করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তখন ঐ রণহস্তী সুসজ্জিত হইতে লাগিল। তাহার দন্তদ্বয়ে দুইখানি সুশাণিত তরবারি বাঁধিয়া দেওয়া হইল; তাহার কর্ণদ্বয়ে দুইটী লৌহশলাকা সংলগ্ন করা হইল; প্রত্যেক পায়ে বক্রাকার বড়শী বাঁধিয়া দেওয়া হইল ইত্যাদি। হস্তিচালক হস্তিকে এইরূপে সুসজ্জিত করিয়া রণক্ষেত্রে লইয়া গেল, এবং তাহাকে শুণ্ডটী গুটাইয়া রাখিবার জন্য আদেশ করিল, কারণ শুণ্ডটীর মধ্যভাগে আঘাত লাগিলেই তাহার জীবনের আশঙ্কা। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মূর্খ হস্তী শুণ্ড খুলিয়া একখানি তরবারি ধরিবার চেষ্টা করিল। ইহাতে হস্তির চালক রাজাকে কহিল, যে আর তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। তদনুসারে তাহাকে আর রণক্ষেত্রে না লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল।" এই দৃষ্টান্ত দিয়া বুদ্ধ বলিলেন—"হে রাহুল! যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তির পক্ষে শুণ্ডটীকে সংযত রাখিয়া জীবন রক্ষা যেরূপ প্রয়োজন, যতীদিগের পক্ষে রসনাকে সংযত রাখাও সেইরূপ প্রয়োজন। নতুবা তাহাকে কোনও গুরুতর কার্য্যে প্রেরণ করা যায় না।"

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

সম্পাদক মহাশয়!—বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ কারণে জাতিভেদ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, আশাকরি এই পত্রখানিকে তত্ত্বকৌমুদীতে স্থান দান করিবেন।—

জাতিভেদ তিন প্রকার,—ব্যবসায় গত, অন্নগত এবং বিবাহ গত। ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনে এখন হিন্দু সমাজেও অন্নগত ও ব্যবসায় গত জাতিভেদ শিথিল হইয়াছে। বিসকুট, লেমনেড এবং বিলাতি "আচার" অনেক হিন্দুর ঘরে প্রচলিত হইয়াছে। যাঁহারা একটুক অগ্রসর, তাঁহারা ইংরাজি খানা খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যদিকে যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণসন্তান গো-চর্ম্মের কারবার করিতেছেন, বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঘোষ বসু মহাশয়েরা জুতা বিক্রয় করিতেছেন; গোস্বামী ঠাকুরও দোকানদারের ব্যবসায় ধরিয়াছেন।

এইরূপে অন্নগত ও ব্যবসায়গত জাতিভেদের মূল শিথিল হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ এ সম্বন্ধে যে আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, ইংরাজি শিক্ষা তাহাতে সহায়তা করিতেছে বলিয়া শীঘ্র শীঘ্রই এই শ্রেণীর জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্ত হইতেছে। ইহা অতীব সুখের বিষয়। এখন বিবাহগত জাতিভেদকে যদি এই রূপে হীনবল করা যায়, তবেই দেশের মঙ্গল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এসম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বড়ই উদাসীনভাব প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা পাত্র পাত্রীর সম্বন্ধ স্থাপন কালে স্ববর্ণের প্রতিই আকৃষ্ট হন। ভিন্নবর্ণে পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে বড় রাজি নহেন। এই স্থানেই আমরা ব্রাহ্মসমাজের গুরুতর দায়িত্ব দেখিতে পাই। বিবাহগত জাতিভেদ ভাঙ্গিতে না পারিলে কিছুতেই হিন্দুজাতিভেদ বিনাশ হইবে না।

হিন্দু জাতিভেদের ব্যবসায়গত ও অন্নগত পার্থক্য বিনাশ করিবার জন্য মহাত্মা শাক্যসিংহ, চৈতন্য দেব এবং নানাক প্রভৃতি সকলেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিবাহগত জাতিভেদ এপর্য্যন্ত কেহই বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই। ব্রাহ্মগণই সর্ব্বপ্রথম এই চেষ্টা করিতেছেন। বুদ্ধ চৈতন্যের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তাঁহাদের ধর্ম্মাবলম্বীগণ সামান্য জাতিভেদও বিনাশ করিতে পারেন নাই।

হিন্দুজাতিভেদ চুম্বক লৌহের ন্যায়। চুম্বক যেমন নিকটস্থ লৌহকে আকর্ষণ করিয়া একীভূত করে, হিন্দুধর্ম্ম তেমন হিন্দুজাতিভেদ বিনাশী সমাজ সমূহকে জাতিভেদের প্রাচীরের ভিতরে আনয়ন করিয়াছে। এইরূপে বৌদ্ধ, নানক, চৈতন্য সম্প্রদায় ধর্ম্ম শ্রেণী হিন্দুজাতিভেদের কবলে নিপতিত হইয়াছে। জাতিভেদ বিনাশ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব এই যে, ব্রাহ্মগণ বিবাহগত জাতিভেদ ভঙ্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে যতই কৃতকার্য্য হইবেন, জাতিভেদ ততই বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মেরা যদি বিবাহকালে জাতিভেদ রক্ষা করেন, তবে বড়ই গুরুতর চিন্তার বিষয়। আমরা এ বিষয়টি অতি সংক্ষেপে উপস্থিত করিলাম। এক্ষণে ভ্রাতা ভগিনীদিগের মধ্যে এ বিষয়টি বিশেষ রূপে আলোচনা হয়, প্রার্থনীয়। জাতিভেদ ধর্ম্মবিরোধী, ঈশ্বর বিরোধী এবং মানব জাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রতিরোধক। এই মহাপাপকে কেহ এক্ষণে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। আমরা সকলকে অতি বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি, কেহ যেন বিবাহগত জাতিভেদকে প্রশ্রয় না দেন।

একজন ব্রাহ্ম।

ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রাদ্ধ—কিছুদিন হইল আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মবন্ধু ফণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী পরলোকগত হইয়াছেন। বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ফণীন্দ্র বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন:—

মহাশয়,

আমার স্বর্গগত সহধর্ম্মিণী জগত্তারিণী জীবীতকালে যে সকল কার্য্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, সেই সকল কার্য্যের স্মৃতি যৎসামান্য সাহায্যার্থ আজ তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদত্ত হইতেছে। তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে* আহারাদিতে অর্থ ব্যয়িত না হইয়া তাহা এইরূপ কার্য্যে দেওয়া হয়, ইহা তাঁহার অভিলাষ এবং শেষ অনুরোধ ছিল। ইতি

শ্রীফণীন্দ্রমোহন বসু।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার বিভাগ ২০৲
ঐ দাতব্য ঐ ১৫৲
ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় ১০৲
ব্রাহ্মছাত্রী নিবাস ১০৲
রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় ৫৲
বঙ্গমহিলা সমাজ ১০৲

শ্রীপুর বালিকা বিদ্যালয় ১০৲
শ্রীপুর প্রকাশ্য পুস্তকালয় ৫৲
শ্রীপুর হিতসাধিনী সভা-দাতব্য বিভাগ ৫৲

২০৲
টাকী বালিকা বিদ্যালয়
টাকী হিতকারী সভা-দাতব্য বিভাগ

১০৲

কিছুদিন হইল, উলুবেড়িয়া সবডিবিজনের বানিবন নামক স্থান প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু এককড়ি সিংহ রায় তাঁহার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ব্রাহ্ম-পরিচারকাশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী বানিবনে গিয়াছিলেন। এককড়ি বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ফণ্ডে ১৲ এক টাকা ও ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রমে ১৲ এক টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ২রা ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার ও রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ সভাগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দ্দশ জন্মোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। শনিবার প্রাতে মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা। সায়ংকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাতে তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রথমে যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন ইহাতে ৫টী লক্ষণ সন্নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (১ম) নিরাকারের উপাসনার আধ্যাত্মিকতা; (২য়) গৃহীর ব্রহ্মজ্ঞান সাধন; (৩য়) সকল শ্রেণীর মানবের ব্রহ্মজ্ঞানে অধি-

* ইহা আমি যথাস্থানে প্রেরণ করিব।

কার; (৪র্থ) সকল ধর্ম্মের মৌলিক একতা বা উদারতা, (৫ম) মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তী নেতাগণ ঐ সকল লক্ষণকে আরও বিকাশিত করিয়াছেন। ঈশ্বরকে আত্মার পরমাত্মারূপে দেখিয়া আধ্যাত্মিক ভাবে উপাসনা করা ও গৃহস্থাশ্রমে উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করা—এই দুইটী মহর্ষির বিশেষ ভাব, এই দুইটীতে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। যদি কেহ এই দুইটীকে উজ্জ্বলরূপে দেখিতে চান, তবে মহর্ষির পদতলে গিয়া উপবিষ্ট হউন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা, বিবেকে ঈশ্বরাদেশ শ্রবণ, সাধুভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণকে বিশেষভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছিন্ন শক্তি সকলকে সমবেত করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মগণের কার্য্যোৎসাহকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন যে তাঁহার উপাসনার অঙ্গ—এই ভাবটী প্রবল করিয়াছেন। রবিবার প্রাতেও সন্ধ্যাগতে মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল, অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তাহা অবলম্বন করিয়া আলোচনা হয়। অনেকে তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ, মহাশয় আমাদের পরলোকগত বাবু পণ্ডিত নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের ফটোগ্রাফ দৃষ্টে একখানি সুন্দর অয়েল পেইন্টিং প্রস্তুত করিয়া নবীন বাবুর বিধবা পত্নীকে তাহা উপহার দিয়াছেন। ছবিখানি এক্ষণে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বালিগঞ্জস্থ ভবনে আছে। নবীন বাবুর এইরূপ চিত্র লাহোরের কোনও প্রকাশ্য স্থানে একখানি থাকা উচিত।

বিবাহ—বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার ময়মনসিংহ জেলা নিবাসী শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোমের সহিত মজীলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বসন্তবালা দত্তের শুভবিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ৩১ বৎসর, কন্যার বয়স ১৭ বৎসর। বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

(২য়) বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী নিবাসী শ্রীযুক্ত অভয়কুমার মজুমদারের সহিত মজীলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী শান্তশীলা দত্তের শুভবিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ২৫ বৎসর, পাত্রীর বয়স ১৮ বৎসর। বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

(৩য়) বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার কুমিল্লা জেলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ নন্দী বি, এ, বি, এল, এর সহিত পূর্ণিয়ার সুবিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ দাস গুপ্ত মহাশয়ের প্রথমা কন্যা কুমারী কুসুমকুমারী দাস গুপ্তের শুভবিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহঅনুষ্ঠান সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে হইয়াছিল। বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

(৪র্থ) বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ ভাঙ্গুরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুহ বিএর সহিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চৌধুরির দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী স্বর্ণলতা চৌধুরীর শুভবিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি ও ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ২৪ বৎসর পাত্রীর বয়স ২০ বৎসর। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

খুলনা ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে। কুচবেহারের মহারাজা ৫০৲, কুচবেহারস্থ বন্ধুগণ মাং বাবু মনোরঞ্জন গুহ ১৫৲, মেদিনীপুরস্থ বন্ধুগণ মাং বাবু মনোরঞ্জন গুহ ২৭৲, মিঃ ডিঃ এন, মুখার্জি ২০৲ ডাক্তার পি, সি, রায় ২৫৲ টাকার মধ্যে ১০৲, নলধার বন্ধুগণ ২০৲ বাবু ফণিভূষণ বসু ৬৲ বাবু শশিভূষণ মজুমদার ১২৷৷০, বাবু বিপিনবিহারী সেন ৫৲ টাকার মধ্যে ১৲, বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ ৫৲, বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায় ৫৲, বাবু শশধর রাহা ৪৲, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৲, ডাক্তার ডি, বসু ২০৲ টাকার মধ্যে ১০৲, বাবু অনাথবন্ধু গুহ ৫৲, বাবু জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ১০৲, জনৈক বন্ধু, মৈমনসিংহ ১৲, বাবু সূর্য্যকুমার আচার্য্য চৌধুরী ৫৲, বাবু হৃদয়মোহন বসু ২৫৲ টাকার মধ্যে ৫৲ টাকা, বাবু বেণীমাধব মিত্র ১০৲, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ৪৲ টাকার মধ্যে ২৲ জনৈক বন্ধু, ফরিদপুর ১৲, বাবু কেদারনাথ রায় ৩৲, বাবু প্রিয়নাথ রায় ১৲, জনৈক বন্ধু ১৲। ক্রমশঃ—

খুলনা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
৫ম সংখ্যা।

১লা আষাঢ় মঙ্গলবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

বাণী।

সংশয় তিমিরে যবে এ দুই নয়ন
মগ্ন হয়; প্রবৃত্তি কুয়াসা,
বাড়াইয়া সে তিমির ডুবায় জীবন,
হৃদে চাপে পাষাণ নিরাশা।

তখন,—তখন প্রভু যদি কৃপা করি,
সেই বাণী শুনাও এ জনে,
যে বাণী অমিয়-সম পরাণে সঞ্চরি,
দেয় শক্তি অবসন্ন মনে।

যে বাণী চক্ষের জ্যোতি আনি দেয় ফিরে;
যে সংশয়ে বিশ্বাসে জাগায়;
যে বাণী আলোক-স্তম্ভ হইয়া তিমিরে,
ভবার্ণবে সুপথ দেখায়।

তবে ত এ দাস তরে, তরে ত সাহসে
দাঁড়াইতে পারে ঘোর রণে,
তবে ত পরাণ সিক্ত হয় সুধারসে,
তবে বাঁচি পাপ প্রলোভনে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

উন্মাদিনী শক্তি—দুই জন ধীবরের সন্তান নৌকায় বসিয়া জাল বুনিতেছিল, যীশুর মুখের কি কথা শুনিল যে তাহাদের মন প্রাণ মুগ্ধ হইয়া গেল! যীশু বলিলেন, "আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাদিগকে মানুষ ধরিতে শিখাইব," অমনি তাহারা উভয়ে জাল পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহচর অনুচর হইল। একজন প্রতিবেশী রাজার প্রেরিত দূত মদিনা হইতে ফিরিয়া গিয়া স্বীয় প্রভুকে বলিল—"মহারাজ, অনেক রাজসভাতে, অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছি, কিন্তু কোনও নরপতি প্রজাকুলের এত অনুরাগভাজন দেখি নাই। অন্ততঃ এক হাজারটী মস্তক অগ্রে না কাটিলে মহম্মদের মস্তকে পৌঁছিবার উপায় নাই।" চৈতন্যের একজন শিষ্য ভিক্ষাতে বাহির হইয়া একজন স্ত্রীলোকের সহিত হাস্য পরিহাস করিয়াছিল, ইহা শুনিয়া চৈতন্য তাহার মুখ দেখিলেন না, সেই ক্ষোভে সে ব্যক্তি গিয় আত্মহত্যা করিল। জুডাস ইস্কারিয়ট ৩০৲ টাকার লোভে যীশুকে ধরাইয়া দিল, যীশু যখন ধৃত হইলেন তখন জুডাসের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই দৃষ্টি বিষাক্ত শেলের ন্যায় জুডাসের প্রাণে এরূপ বিদ্ধ হইল, যে সে সেই যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়া সেই ৩০৲ টাকা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল। কুলটা মেরী যেরুসালেম নগরের রাজপথে ঘোর পাপের পঙ্কে নিমগ্ন ছিল, সে যীশুতে এমন কি দেখিল, যে নিজের পাপ জীবন পরিত্যাগ করিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল, তিনি যেখানে যান সেই খানে যায়, যীশুর শিষ্যগণের তিরস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সভার মধ্যে আসিয়া যীশুর চরণ চুম্বন করে, তাঁহার পদদ্বয় সুগন্ধি তৈলের দ্বারা অভিসিক্ত করে, ও নিজের দীর্ঘ কেশপাশ দ্বারা তাঁহার চরণ প্রক্ষালিত করে; কোনও বাধা মানে না। অবশেষে যীশুর দেহ যখন কবরে নিহিত হইল, তখন সেই নারী তাঁহার কবরের উপরে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সকল মহাজনের জীবনেই দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা অদ্ভুতরূপে মানব-হৃদয়ের প্রেমকে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের সংস্রবে আসিয়া ও তাঁহাদের জীবন অনুধ্যান করিয়া শত শত নরনারী উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে, এবং অদ্যাপি হইতেছে। ইহার মূল কোথায়? ইহার মূল তত্ত্ব নিম্নলিখিত দুই পংক্তির মধ্যে আছে;—

"ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়,
যাঁহাকে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়;"

অকপট ঈশ্বর-প্রীতি যেখানে, সেই খানেই মানব-হৃদয় প্রেমে আকৃষ্ট হয়। ইহাদের সংস্রবে আসিয়া লোকে দেখিয়াছে যে ইহারা সত্যের প্রেমে ও ঈশ্বর-প্রেমে এতদূর আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, যে নিজের বলিবার আর কিছু রাখেন নাই; প্রেমানলে ইহাদের সমুদায় মন প্রাণ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল;

সংসার-বাসনা ও স্বার্থ অভিসন্ধি সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং সে জীবনের বিষয়ে চিন্তা করিতে গিয়াই তাঁহাদের মন পাগল হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দ্বারাই মানবের স্বার্থপর হৃদয় পরাজিত হইতে পারে। ব্রাহ্মেরা ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুন। তাঁহারা যদি এদেশে ধর্ম্মের উন্মাদিনী শক্তি জাগ্রত করিতে না পারেন, তাঁহাদের দ্বারা এদেশ জাগিবে না, কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে প্রকৃত বৈরাগ্যের ভাব না জাগিলে সে উন্মাদিনী শক্তিও জাগিবে না। তাঁহাদের অধিকাংশ লোক বৈরাগ্যভাবাপন্ন না হইয়া যদি বিষয় বুদ্ধি বিশিষ্ট লোক হন, তবে তাঁহাদের দ্বারা এদেশ জাগিবার আশা ভরসা ফুরাইল।

মডেল ফারম—মান্দ্রাজ সহরে সে দেশের গবর্ণমেণ্ট একটী কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ে উপযুক্ত ও কৃষিবিদ্যাভিজ্ঞ ইউরোপীয় অধ্যাপকদিগের দ্বারা কৃষি বিষয়ে উপদেশ দেওয়ান হইত। এদেশীয় অনেক ছাত্র কৃষিবিদ্যা শিক্ষা মানসে সেই বিদ্যালয়ে বাস করিত। সেখানে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইত, তাহাতে কৃষির প্রণালী, প্রকরণ, ভূমি, সময় ও ফসল প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু তথাকার গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, তৎসঙ্গে সঙ্গে একটী মডেল ফারম বা আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে হল চালন করিয়া, বীজ বপন করিয়া, সার প্রস্তুত করিয়া, যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া, গো মেষাদি রক্ষা করিয়া, উপদেশের বিষয় সকল কাজে করিয়া দেখান হইত। অধ্যাপকগণ পাঠাগারে যে উপদেশ দিতেন, কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া তাহা হাতেকলমে করিয়া দেখাইতেন। এই আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ভিন্ন কৃষি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া বিফল হইত। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্তটী লাগাইয়া দেখিলে একটী মহা উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্ম প্রচারকগণ যে সকল ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও সাধন-প্রণালী প্রচার করিয়া আসিতেছেন, তাহা যেন সেই কৃষিবিদ্যালয়ের উপদেশের ন্যায়। কেবল তাহাতে হইবে না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র থাকা চাই। ব্রাহ্মসমাজ সেই আদর্শ কৃষিক্ষেত্র। ব্রাহ্ম প্রচারকগণ যাহা লোকদিগকে বলিয়া আসিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজ তাহা জীবনে পরিণত করিয়া তাহাদিগকে দেখাইবেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি এই গুরুতর ভার। আমরা এই ভারটা ভাল করিয়া বহন করিতে পারিতেছি না বলিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবটা লোকের মনে উজ্জ্বল হইতেছে না। আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রটীর দিকে মনোযোগী না হইলে প্রচারকদিগের প্রচারের কোনও ফল হইবে না।

পরদোষ চর্চ্চা—কোন সময় এক গৃহে অভিনয় হইতেছিল। অভিনেতৃগণ যে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তাহা দূরে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ ভাল করিয়া শুনিতে পাইতেছিলেন না। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি মৃদুস্বরে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের কথোপকথন বন্ধ করিবার জন্য একজন লোক দাঁড়াইয়া বলিলেন, "চুপকর, চুপকর।" তাহার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থ আরও কয়েক ব্যক্তি বলিলেন, "চুপ চুপ।" তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অন্যে বলিল, "চুপ চুপ।" ক্রমে সেই গৃহে একটা চুপ চুপ মহা শব্দ উত্থিত হইল। কেহ কাহারও কথা শুনে না—সকলেই অন্যকে থামাইতে ব্যস্ত—আপনি থামিতে কাহারও প্রবৃত্তি নাই। মহা গোলোযোগ উপস্থিত হওয়াতে কাহার দোষে গোল হইল, এই বিচার লইয়া পরস্পরে বিবাদ উপস্থিত হইল, ক্রমে মুখের বিচার গিয়া হাতাহাতি হইবার উপক্রম। অভিনেতাদিগকে অভিনয় একপ্রকার বন্ধ করিতে হইল।

আমাদের অবস্থার সঙ্গে কি ইহার কোন সাদৃশ্য নাই? সেদিন প্রচার সভায় শুনিলাম;—প্রচারকদিগের দোষে আমাদের সমাজের বড় দুর্গতি হইতেছে। কোন স্থানে শুনিলাম, কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অকর্ম্মণ্যতার জন্য সমাজের উন্নতি হইতেছে না। কোনও স্থানে শুনি, আচার্য্যগণের দোষে এই সমাজের বড় ক্ষতি ঘটিতেছে। কোনও স্থানে, যুবকগুলি উদ্ধত, তাহাদের দোষে সমাজের সর্ব্বনাশ হইতেছে। অন্য স্থানে অভিযোগ হইতেছে, সমাজের বৃদ্ধগণ সমাজের অধোগতির মূল কারণ। প্রত্যেকে অন্যকে সংশোধন করিতে ব্যস্ত, কেহ বলে না যে, আমার দোষে সমাজের ক্ষতি হইতেছে। সকলেই অন্যকে "চুপকর" উপদেশ দিতেছে, কিন্তু নিজে কেহ চুপ করিতেছে না। পরের প্রতি দৃষ্টিটা কিছু কম করিয়া যদি নিজের প্রতি দৃষ্টি কিছু অধিক করিতে পারি, তাহা হইলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাটাও কিছু ফিরিতে পারে। যে অবস্থাতে মানুষ আপনার দোষের চিন্তা অপেক্ষা পরদোষের চিন্তা অধিক করে, সে অবস্থাটা বড় উচ্চ অবস্থা নহে। কোনও কোনও লোকের প্রকৃতি এই প্রকার চঞ্চল, যে সহিষ্ণু হইয়া দশ দিন কোন কাজের জন্য প্রতীক্ষা করা তাহাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। তাঁহাদের প্রকৃতি এরূপ, যে যখনই কোনও বিশেষ ভাব তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হইল, যখনই কোন কাজ করিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণে আগ্রহ জন্মিল, অমনি তাহারা সেই কার্য্যকে ষোলকলায় পূর্ণ দেখিতে চান;—তখনই তাঁহারা সেই উদ্দেশ্য ও কল্পনা কার্য্যে পরিণত দেখিবার জন্য এতদূর ব্যস্ত ও অসহিষ্ণু হন, যে ত্বরিত তাহার ফল দেখিতে না পাইলে নিরাশ হইয়া পড়েন, আর সে কার্য্যে তাঁহাদের উৎসাহ থাকে না। সংসারে দেখি মানুষ এক পুরুষে বৃক্ষ রোপণ করিয়া তৃতীয় পুরুষে ফলভোগ করিবে বলিয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকে, ধর্ম্মসাধন বিষয়ে ততোধিক সহিষ্ণুতা ও ধীরতার প্রয়োজন। বাক্য ও বক্তৃতায় মানুষ একদিনে ধার্ম্মিক হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মজীবন, সাধুজীবন একদিনে লাভ করা যায় না। এসব দীর্ঘকাল ব্যাপী সাধন ও চেষ্টার ফল। ২০ বৎসর সাধনে যে সাধুতা ও পবিত্রতা একজন বৃদ্ধজীবনে লাভ করিয়াছে, তাহা হঠাৎ ভাব তরঙ্গে বালক লাভ করিতে পারে, ইহা মূর্খের কল্পনা মাত্র। ধর্ম্মজগৎ কি এই প্রকার অসার ভাবপূর্ণ স্থান?

এ জগতে ধীরভাবে সহিষ্ণুতার সহিত ঈশ্বরের করুণার প্রতীক্ষা করিতে হয়। তাঁহার প্রসাদে একটা করিয়া সত্য জীবনে অখণ্ড করিতে হয়, গভীর আত্মদৃষ্টির সাহায্যে একটী পাপ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া জীবনে সাধুতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে কেন? আজ জীবনে কোন সত্যের সাধন আরম্ভ করিলাম, আজ কোন নূতন ব্রত গ্রহণ করিলাম, কল্যই তাহার ফলের প্রত্যাশা করিলে বালকত্ব প্রকাশ পায়। মানুষের কথায়, নিজ প্রকৃতির উত্তেজনায় চঞ্চল হইলে চলিবে না। সহিষ্ণু হইয়া ঈশ্বরচরণে পড়িয়া থাকিতে হইবে, তিনি সময় হইলে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন। ঈশ্বর কৃপা করুন, আমরা ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হই।

যথার্থ অনুতাপ—পাপের প্রায়শ্চিত্ত অকৃত্রিম অনুতাপ। ধর্ম্মরাজ্যে অকৃত্রিম অনুতাপের মূল্য অনেক। দুর্ব্বল ও অপূর্ণ-স্বভাব মানবের পক্ষে পাপে পতিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ধর্ম্মপরায়ণ সাধুভক্তদিগেরও সময়ে সময়ে শিশুর ন্যায় পদ-স্খলন হইয়া থাকে। পাপে পড়িলেই কি সাধুর সাধুত্ব একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়? মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ,—মুনিদিগেরও মতির ভ্রম হয়; তাঁহারাও সময় সময় ভ্রমপ্রমাদে পতিত হন। দুর্ব্বলতা ও ভ্রমবশতঃ পাপ করিলে তাহা দ্বারা মানবের সাধুতা বিনষ্ট হয় না। মানব যদি আপন ভ্রম ও পাপকে হৃদয়ে পোষণ না করিয়া অনুতাপ সহকারে তাহাকে বর্জ্জন করিবার প্রয়াস পায়, তাহা হইলে তাহার হৃদয় কলুষিত হয় না। কিন্তু অনুতাপকে অনেকে এমন সামান্য চক্ষে দেখেন, যে তাঁহারা ইহাকে পাপের উপযুক্ত দণ্ড বলিয়া মনে করেন না। এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে আমরা যথার্থ অকৃত্রিম অনুতাপের দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাই। মানুষ পাপ করিয়া দণ্ডের ভয়ে বা লোকের নিন্দার ভয়ে যে দুঃখ প্রকাশ করে, তাহা যথার্থ অনুতাপ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। দ্বিতীয় কারণ—অনুতাপের আভ্যন্তরিক অগ্নিদাহ মানব বহিশ্চক্ষুতে দেখিতে সমর্থ হয় না। অকৃত্রিম অনুতাপ যে কি ভয়ানক ক্লেশকর তাহা যে সেই আগুণে পুড়িয়াছে, সে ভিন্ন অন্য কেহ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। যথার্থ অনুতাপের কয়েকটী লক্ষণ আছে। অকৃত্রিম অনুতাপের প্রথম লক্ষণ এই যে সেই অনুতপ্ত ব্যক্তি ক্ষমা ও দয়ার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করে না। সে আপনাকে ক্ষমার অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করে। আপনার অপরাধের গুরুত্বকে কমাইবার জন্য অন্য দুর্ব্বৃত্তান্বিত ব্যক্তিদিগের সহিত কখন নিজকে তুলনা করে না। সে আপনার পাপের এরূপ চিন্তা করে না, অমুক লোক এই প্রকার কাজ করিয়া ক্ষমা পাইয়াছে, তবে আমি ক্ষমার উপযুক্ত নই কেন। সে ভাবে না সংসারের দশজন ত এই পাপ করিয়া থাকে—আমি দুর্ব্বল, তাই এই কাজ করিয়াছি। বস্তুতঃ সেই অনুতপ্ত অপরাধী আপনাকে কোন প্রকারেই ক্ষমা করিতে পারে না। যথার্থ অনুতাপের দ্বিতীয় লক্ষণ, সর্ব্বপ্রকার দণ্ডগ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকা। যাহার প্রাণে অকৃত্রিম অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে, সে সমাজ ও রাজদ্বার হইতে যে কোন দণ্ড প্রাপ্ত হয়, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। সে আপনাকে মানব ও ঈশ্বরের অবিমিশ্র ঘৃণার পাত্র মনে করে। মানব ও বিধাতার কঠোর শাস্তি তাহাকে যতই ক্লেশ দেয়, হৃদয়মনকে ভগ্ন করে, ততই সে আপনার পাপমুক্তির পথ হইতেছে বলিয়া আশান্বিত হয়। এমন কঠিন দণ্ড নাই যাহা মস্তক পাতিয়া সে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে, এমন কোন গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত নাই, যাহা সে করিতে প্রস্তুত নাই। এ বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। একবার একজন চিনদেশীয় সম্রাট সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া প্রকৃত অনুতাপিত কারাবাসিদিগকে কারা মুক্ত করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। এই সংকল্প করিয়া তিনি স্বয়ং কারাগার পরিদর্শনার্থ গমন করিলেন। প্রত্যেক কয়েদীর নিকটে নিজে গিয়া সে প্রকৃতরূপে অনুতাপিত কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যাহার নিকট যান ও জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কেন কয়েদে আসিয়াছ?" সেই ক্রন্দন করে ও বলে যে অন্যায় পূর্ব্বক তাহাকে কয়েদে রাখিয়াছে, দুষ্টলোকে চক্রান্ত করিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সম্রাট এইরূপে অনেকের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া অবশেষে একজন কয়েদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তুমি কেন কয়েদ হইয়াছ, জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র সে ব্যক্তি বলিল, "নিজ পাপের শাস্তি ভুগিবার জন্য। আমি অতি দুরাচার, অনেক পাপ করিয়াছি, ঈশ্বর তাহারই শাস্তি দিয়াছেন।" সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে যে দণ্ড ভোগ করিতেছিলে, সে সম্বন্ধে তোমার অভিযোগ করিবার কিছু আছে কি না।" সে বলিল, "না, অভিযোগ করিবার কিছুই নাই," তখন সম্রাট তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "দেখ, ভাই, এই কারাগারের সকল কয়েদীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারা সকলেই বলিয়াছে যে তাহারা সাধু, তুমিই কেবল বলিতেছে যে তুমি অসাধু; অতএব সাধু মণ্ডলীর মধ্যে একটা অসাধু রাখিবার প্রয়োজন নাই, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" এই বলিয়া তাহাকে কারামুক্ত করিলেন।

যথার্থ অনুতাপের তৃতীয় লক্ষণ—জীবনের পরিবর্ত্তন। স্বর্ণ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইলে উজ্জ্বল হয়, মানব-জীবন সেই প্রকার অনুতাপের আগুণে পুড়িলে পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয়।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপসনা।

(৩)

ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ, ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালীও তেমনই স্বাভাবিক ও সরল। আমরা দেখিতে পাই, যাহা আমাদের জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, তাহা সহজ ও স্বাভাবিক, তাহা স্বতঃই আমাদের নিকট উপস্থিত। তেমনই অধ্যাত্ম-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন যে উপাসনা, তাহাও সহজ ও স্বাভাবিক হওয়াই বিধি। এ উপাসনা-প্রণালী কি,

তাহা জানিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল-ময়ী কল্পনার প্রয়োজন নাই, কঠোর আয়াসসাধ্য প্রণালীর প্রয়োজন নাই। ইহা মানব-প্রকৃতি-প্রসূত, সুতরাং ধর্ম্ম-পিপাসু উন্নতিশীল মানবাত্মার স্বাভাবিক গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই এই উপাসনা-পদ্ধতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শৈশবে মানবের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেই আবদ্ধ থাকে, ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় শিশুচৈতন্যের অতীত। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্ঞান শক্তি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে থাকে, পরে সসীমের রাজ্যে সে জ্ঞানের কার্য্য দেখা যায়। এ পর্য্যন্ত পরাজ্ঞান মানবান্তরে প্রস্ফুটিত হয় নাই। যখন অনন্তের জ্ঞান মানব অন্তরে অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠে, যখন মানুষ বুঝিতে পারে, এই পরিদৃশ্যমান, পরিণামশীল জগতের অন্তরালে কোন অপরিণামী অনন্তসত্তা রহিয়াছেন, যখন মানুষ বুঝিতে পারে, মানবাত্মার মূলে পরমাত্মা বিদ্যমান, এই সসীমের মধ্যেই মানবের জীবনগতির পরিণাম নহে, কিন্তু সান্ত জীব অনন্তের অধিকারী, অনন্তই তাহার চরম লক্ষ্য, তখন হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ। ইহাই অধ্যাত্ম-জীবনের উদ্বোধন। যতদিন পর্য্যন্ত জীব ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ থাকে, সংসারে ডুবিয়া থাকে, আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডী কাটাইতে পারে না, ততদিন তাহার মোহ নিদ্রা। যখন এই মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জীব পরমাত্মায় জাগরিত হয়, যখন তাঁহাকেই পরাগতি জানিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, ব্যাকুল প্রাণে অনন্তের অভিমুখে ছুটিতে থাকে, তখনই জীবাত্মা প্রবুদ্ধ হয়, জীবনের উদ্বোধন আরম্ভ হয়। কিন্তু এ মোহনিদ্রা বড় গভীর, সহজে এ নিদ্রা ভাঙ্গে না। অনেকের জীবনে এ নিদ্রা ভঙ্গ হয়ই না, কাহার কাহার বা নিদ্রা ও জাগরণের অন্তর্বর্ত্তী অবস্থাই থাকিয়া যায়। এরূপ সৌভাগ্যশালী সাধুর সংখ্যা নিতান্তই বিরল, যাঁহারা সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া পূর্ণ চেতনা লাভ করিয়াছেন। প্রাণ একবার এভাবে উদ্বুদ্ধ হইলে পরমেশ্বরকে স্বরূপতঃ জানিবার বাসনা স্বাভাবিক। ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে হইলে জীব ও জগতের স্বরূপ জানিতে হইবে, সুতরাং তাহাতে গভীর গবেষনা, কঠোর জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন। এই ভাবে গভীর জ্ঞানালোচনা দ্বারা ব্রহ্মের একএকটি স্বরূপ নির্ণয় করাতেই ভগবানের প্রকৃত আরাধনা। এ আরাধনা জীবন-ব্যাপী। ব্যষ্টিভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ একটি একটি করিয়া নির্ণীত হইলে, সমষ্টি ভাবে সে গুলিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এক পরম পুরুষের গুণ বলিয়া সে গুলিকে প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করাতেই ধ্যান। যেমন জীবদেহে অস্থি, মাংসপেশী ও চর্ম্ম, এবং শোণিত সকলের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া সমস্তকেই সজীব রাখিয়াছে; তেমনই উদ্বোধন, আরাধনা ও ধ্যানের মধ্যে প্রার্থনা ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া সমস্ত উপাসনাকেই জীবন্ত রাখিয়াছে। প্রার্থনাই সর্ব্বত্র প্রাণ রূপে বিদ্যমান। এ ভাবে দেখিলে সাধকের সমস্ত জীবনই একটি অখণ্ড উপাসনা, অন্ততঃ (এইরূপ একটী অখণ্ড উপাসনা) হওয়া উচিত। কিন্তু এ প্রার্থনা কি? সত্যশিবসুন্দরের প্রতি মানবাত্মার স্বাভাবিক যে আকর্ষণ তাহাই প্রার্থনা। যেমন পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়, তদভিমুখে গমন করে, তেমনই মানবাত্মাও একবার আপনার চরম লক্ষ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হইলে তাঁহাকে লাভ করিতে চায়, তাঁহার দিকেই মানবাত্মার স্বাভাবিক গতি। এই আকর্ষণই কামনারূপে মানবান্তরে প্রকাশ পায়। এ কামনা যাহার অন্তরে যত প্রবল, যত স্থির, তিনি সেই পরিমাণেই ধর্ম্মলাভের অধিকারী। জীবনে এ কামনা স্থির হইলে পৃথিবীর মেরুদণ্ড ধ্রুবতারার দিকে যে ভাবে স্থির থাকে, মানবের প্রাণও ভগবানে সেইরূপ স্থির হয়। কিন্তু এ পথে বিঘ্ন অনেক, মানুষের প্রাণও বড় দুর্ব্বল, তাই তাহার প্রাণের এ কামনা স্থির থাকে না, সংসারের নানা প্রকার প্রলোভন, সুখলালসা, আলস্য আসিয়া তাহার স্থৈর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়, তাহার হৃদয়ের মেরুদণ্ডকে সে ধ্রুবতারা হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। মানুষ যখন আপনাকে স্থির রাখিতে পারে না, মৃত্যুর বিভীষিকা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে থাকে, সংসারের ঘোর আবর্ত্ত আসিয়া তাহাকে ভোগাইতে চায়, তখনই মানব প্রাণ হইতে ব্যাকুল ক্রন্দন উত্থিত হয়, দুর্ব্বলের বল, পাপীর বন্ধু মঙ্গলময় বিধাতার নিকট প্রাণভয়ে জীব পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করে।

উদ্বোধনের পর প্রার্থনা এবং প্রার্থনাতেই উদ্বোধন। মোহমুগ্ধ জীব আপনাকে কখনও প্রবুদ্ধ করিতে পারে না। জীবের অন্তরে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত না হইলে মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। "তিনি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত্ত ধায়?" একবার এ নিদ্রা ভাঙ্গিলেও বিশ্বাস নাই। মোহেতে এমনই অবসন্ন, যে আবার নিদ্রাকর্ষণ হয়, এ নিদ্রা ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না, তাই নিয়ত প্রার্থনা, নিয়ত উদ্বোধনের প্রয়োজন। নিত্যকাল পরব্রহ্মে প্রবুদ্ধ থাকাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য, এ লক্ষ্যভ্রষ্ট হই বলিয়াই আমাদের দুর্গতি। যেমন এই মোহনিদ্রা বশতঃ আমাদিগকে ব্রহ্মে জাগ্রত থাকিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতে হয়, তেমনই আমাদের জ্ঞানও বড় ইন্দ্রিয়াভিভূত, সুতরাং মলিন। তজ্জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েই আমাদের আস্থা অধিক। আমরা জ্ঞানান্ধতা নিবন্ধন ইন্দ্রিয়াধীন বিষয়কেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়কে ধরিয়াও যেন ধরিতে পারি না, তাহাতে বিশ্বাস হইয়াও যেন হয় না, ছায়ার ন্যায় তাহা আমাদের মানসচক্ষুকে প্রতারিত করিয়া পলায়ন করে। এই জন্য দেখিতে পাই যে মানুষ প্রাণের অতি প্রিয় ছিল, যাহার সহিত জীবনের গভীর সুখ দুঃখ একত্রে ভোগ করা হইয়াছে, সে ব্যক্তিও চক্ষুর অন্তরাল হইলে বা মৃত্যু কর্ত্তৃক অন্তর্হিত হইলে, ক্রমে যেন অবাস্তব ছায়া রূপে পরিণত হয়, ক্রমে বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া যায়। যখন মনুষ্য সম্বন্ধেই আমাদের ইন্দ্রিয়াভিভূত চৈতন্যের কার্য্য এইরূপ, তখন বিশুদ্ধ চৈতন্যগ্রাহ্য পরমাত্মস্বরূপ সম্বন্ধে তাহার কার্য্য সহজই অনুমেয়। ব্রহ্মস্বরূপকে সত্যরূপে, বাস্তবরূপে প্রাণে উপলব্ধি করাই দুরূহ, তারপর তাহাকে সেই ভাবে ধরিয়া রাখা, তাহাকে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতেও স্থিরতর সত্য বলিয়া তাঁহাতে আস্থা স্থাপন করা এবং এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া জীবনের কার্য্য-

কলাপ সম্পন্ন করা তদপেক্ষা শতগুণ দুরূহ। আবার সেই সমস্ত পৃথক পৃথক পরমাত্ম-স্বরূপকে সমষ্টি ভাবে অন্তরে ধারণ করা, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, হৃদয়-দেবতা রূপে উপলব্ধি করা, তাঁহাকেই সারাৎসার, পরাৎপর, পরম প্রণয়াস্পদ জানিয়া তাঁহাতেই মন প্রাণ সমর্পণ করা, জীবনকে একান্তভাবে তাঁহারই অধীন করিয়া দেওয়া, সান্ত জীবকে অনন্তের প্রবহণ স্বরূপ করা যে কি কঠিন, তাহা বলিবার কথা নহে। এই জন্যই আমাদের নিকট ধর্ম্মটা মুখের কথা থাকিয়া যায়, পরমেশ্বর কল্পনার বিষয় হইয়া পড়েন, আমরা সংসারকে অধিকতর সারবান বলিয়া মনে করি। এই প্রকৃত নাস্তিকতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একদিকে যেমন নিত্য উদ্বোধন, নিত্য প্রার্থনার প্রয়োজন, তেমনই নিয়ত তাঁহার স্বরূপ-চিন্তন ও ধারণা, আরাধনা ও ধ্যানের প্রয়োজন। এই ভাবে সত্য শিব সুন্দরকে প্রাণে ধারণা করিতে হইলেই তাঁহার প্রতি আকর্ষণ অনিবার্য্য। এই প্রাণের আকর্ষণই প্রার্থনা।

দেখিতে জানিলে একটি সামান্য অণুর মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কৌশল জানা যায়, মুহূর্ত্তের মধ্যেই অনন্তকালের সত্তা উপলব্ধি করা যায়, একটী ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে সমস্ত উদ্ভিজ্জ ও জীবজগতের জীবন-গতি নিহিত রহিয়াছে। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমস্ত জীবন, আবার সেই মুহূর্ত্তই সমস্ত জীবনব্যাপী হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত জীবনই একটী মহা উপাসনা, আবার এক মুহূর্ত্তের ঈশ্বরোপলব্ধিতেই সমস্ত জীবনব্যাপী উপাসনা ঘনীভূত হয়। এইভাবে সমস্ত জীবনের উপাসনা দৈনিক জীবনে প্রকাশ পায়, এবং দৈনিক উপাসনা দ্বারাই জীবনব্যাপী উপাসনা গভীরতর হইতে থাকে, ভগবান ক্রমশঃ বাহির হইতে অন্তরের অন্তরতম স্থানে প্রবেশ করিতে থাকেন। ক্রমশঃ জীবাত্মা পরমাত্মাতেই নিত্যকাল উদ্বুদ্ধ হয়, প্রত্যেক মুহূর্ত্ত এ প্রাণের যোগ ঘনীভূত করে এবং সাধকের জীবন একটী অখণ্ড উপাসনা হয়।

এই ভাবে ভগবান সাধকের প্রাণে প্রকাশ পাইলে, সাধকের জীবনের সমস্ত কার্য্যকলাপ স্বতন্ত্র ভাব প্রাপ্ত হয়। সাধক ভগবানকে অন্তরে লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না; বাহিরে সমাজ-জীবনে সে পরম ধন উপলব্ধি করিতে চেষ্টিত হন। আপন অন্তরে প্রভুর অখণ্ড প্রভুত্ব স্থাপিত হইলেই যথেষ্ট নহে, তাঁহার স্বর্গরাজ্য মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। এই স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য, মানবের সেবার জন্য, প্রভুর আদেশ পালনের জন্য, জীবন মন তাঁহার চরণ তলে উৎসর্গ করা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধি। সাধক আপনার জন্য কিছু রাখিবেন না, সংসারের জন্য কিছু রাখিবেন না, সুখের প্ররোচনা বাক্যে ভুলিবেন না, কিন্তু তাঁহার জীবনে ভগবানই একেশ্বর প্রভু। যখন এই ভাবে অন্তরে বাহিরে এক অখণ্ড উপাসনা স্রোত চলিবে, তখনই ব্রাহ্মজীবনের আদর্শ পূর্ণ হইবে, ব্রাহ্ম ধন্য হইবেন।

ব্রাহ্মজীবনে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক, জগদীশ।

যথার্থ আধ্যাত্মিক উপাসনা।

সাধন।

২

উপাসনা শব্দের অর্থ নিকটে উপবেশন করা। উপাস্য দেবতার সম্মুখীন হইয়া উপহারাদি দ্বারা পূজা করাই যথার্থ উপাসনা। জীবাত্মা পরমাত্মাকে যতক্ষণ না সম্মুখে পায়, ততক্ষণ যথার্থ উপাসনা হয় না। উদ্দেশে কাল্পনিক ও শ্রুতগুণ স্মরণ পূর্ব্বক স্তুতি বন্দনাদি হইতে পারে—কিন্তু যথার্থ উপাসনা হইতে পারে না। এই উদ্দেশে পূজায় প্রাণের ভক্তি শ্রদ্ধার উত্তেজনা হয় বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। নিতান্ত আত্মীয় ব্যক্তিরও যদি একখানা ছবি গৃহের দেয়ালে রাখা যায়, দুই চার দিনমাত্র সেই ছবিতে দৃষ্টি পড়ে,—ক্রমে ইহা পুরাতন হইয়া যায়,—পরে সেই ছবিখানা ঘরে থাকা না থাকা সমান। ছবির পশ্চাতে যে প্রিয়জন ছিল, সে যদি থাকিত, তবে কি আর উপেক্ষার চক্ষে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চলিত? ধর্ম্ম জীবনের সূচনা, উপাসনার আরম্ভ হয় তখন, যখন জীবাত্মা পরমাত্মার সম্মুখীন হইয়া জীবন্তভাবে তাঁহাকে দর্শন করে। উপমা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা এ দর্শন ব্যাখ্যা করা যায় না। এ দর্শন গুরুতর সাধন-সাপেক্ষ। ব্রহ্ম-দর্শন বালকের কল্পনা নহে, অলসের স্বপ্ন নহে, ইহা স্থিরচিত্ত ও প্রশান্তাত্মা ব্যক্তির জীবনের প্রত্যক্ষ ও অভ্রান্ত সত্য।

সৃষ্টি আছে অতএব স্রষ্টা আছেন, এই বুদ্ধি ধর্ম্মজীবনের প্রথমে সহায়তা করিতে পারে, কিন্তু সাধকজীবনে এ জ্ঞান সম্পূর্ণ উলটিয়া যায়। ব্রহ্ম-জ্ঞান পূর্ণ, হৃদয়ে সাধক ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া বলেন, "ব্রহ্ম আছেন বলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড।"

ব্রাহ্মের প্রথম ও প্রধান সাধন ব্রহ্ম-দর্শন। যাঁহার পূজা করিব, যাঁহার ইচ্ছানুসারে জীবন পরিচালিত করিব, যাঁহার কথা শুনিয়া জীবনের সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিব, তাঁহাকে না দেখিলে, তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে কি ধর্ম্মজীবন কখনও দাঁড়াইতে পারে? তাঁহাকে দেখা চাই—তাঁহার অস্তিত্বে ও দয়ায় সংশয় শূন্য হওয়া চাই—নতুবা উপরে উপরে সাধনে জীবন দাঁড়ায় না, ধর্ম্ম হয় না।

ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটুকু ভূমি আছে, সেই ভূমির উপর দাঁড়াইয়া সাধন আরম্ভ করিতে হয়। ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য সাধন করিব, কিন্তু সেই সাধনের পূর্ব্বে মন প্রাণ পরীক্ষা করা উচিত—হৃদয়, ঈশ্বরকে দেখিলে অধিক সন্তুষ্ট হও, না দশটী টাকার মুখ দেখিলে অধিক সন্তুষ্ট হও? প্রাণ, ঈশ্বর চাও, না টাকা চাও? ঈশ্বর চাও, না মান চাও? ঈশ্বর চাও, না সংসারের সুখ চাও? প্রতি দিন দুইবার চারবার দশবার আগে মনকে পরীক্ষা কর—উত্তেজনাশূন্য মুহূর্ত্তে যখন প্রাণ উত্তর করিবে, ঈশ্বরকে দেখিতে চাই—কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া নহে, কিন্তু জীবনের অভাব কিছুতেই ঘুচে না, সেই জন্য—তখন সাধনে প্রবৃত্ত হইবে।

ঈশ্বর-দর্শনের প্রথম সাধন মনের স্থিরতা সাধন। চঞ্চল মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়—ইহাকে স্থির করিয়া

আত্মসাধন করা অতি দুরূহ ব্যাপার। অভ্যাস ও বিষয়ে বিতৃষ্ণা দ্বারা চিত্তকে বশীভূত করা যায়, এই প্রকার উপদেশ গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিয়াছেন। নিয়মিত আহার, নিয়মিত নিদ্রা ও ব্রহ্ম-চর্য্য ব্রত ধারী হইয়া নিয়ত সাধন করিবারও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সংযম করিবার পক্ষে এই উপদেশ সম্পূর্ণ সত্য ও পালনীয়। যে কেহ এই সব উপায় অবলম্বন করিবেন, তিনি যথেষ্ট উপকার লাভ করিবেন। সংসারের বিষয়কর্ম্ম ও সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিয়া একটুকু অবসর পাইলে একটুকু ঈশ্বরের নাম করি, এই প্রকার ভাবে সাধন করিলে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিয়া জীবন্ত ধর্ম্মজীবন পাইবার আশা নাই। আমোদ ও বাচালতা মন সংযমনের অত্যন্ত বিঘ্নকারী। গাম্ভীর্য্য ও স্থিরতা রক্ষা করিয়া বিষয়কর্ম্ম করা ও জনসমাজেরকার্য্য করাও সাধারণ বিঘ্ন হয় না। বৃথালাপ, পরনিন্দা ও উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্যে নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গ করিলে জীবনের লঘুত্ব বৃদ্ধি পায়, মনের চঞ্চলতার পরিমাণ আরও অধিক হয়। সাধুসঙ্গ ও সংগ্রন্থপাঠে জীবনের ধীরতা বৃদ্ধি হয়। অসৎ ও উদ্দেশ্য-বিহীন জীবনের সঙ্গে সংসর্গ করিলে জীবনের অত্যন্ত অপকার হয়। সাধু সংকল্প লইয়া সাধু সঙ্গ করা, কার্য্যের অনুরোধে লোকের নিকট গমন করা, কার্য্য শেষ হইলেই আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করাতে দোষ নাই, কিন্তু কল্যাণই সাধিত হয়।

কোন নির্জ্জন স্থানে বাস করিলেই মন স্থির হয় না। একাকী বসিয়া আছি, কিন্তু মনে চিন্তার পর চিন্তা প্রবেশ করিয়া মনকে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমণ করাইতেছে, তাহাতে লাভ কি? চিত্তকে এক বিষয়ে নিবিষ্ট করা চাই, সেই সর্ব্ব ব্যাপী সৎচিদানন্দস্বরূপ দ্বারা মনকে পূর্ণ করা চাই।

চিত্তের উত্তাপদ্বারা মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়। যদি প্রিয়-বাক্যে মনের আনন্দ বৃদ্ধি হয়, অপ্রিয় বাক্যে মন উত্তপ্ত হয়—প্রিয় ঘটনায় মন আহ্লাদিত হয়, অপ্রিয় ঘটনায় চিত্তের উষ্ণতা হয়, তবে সে চিত্তকে স্থির করা সহজ নহে। সংসারের কোন ঘটনা দ্বারা যাহাতে চিত্তের উত্তাপ না হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনে মনের অবলম্বন কি? ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অবলম্বন গ্রহণ করিতে পারেন। কেহ সত্তা মাত্র চিন্তন করিবেন—সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ অন্তর বাহির সব পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, ইহা মনে মনে চিন্তা করিবেন। কেহ কেহ দয়াময় প্রেমময়, ওঁব্রহ্ম, ইত্যাদি কোন নামকে অবলম্বন করেন। এই প্রকার অবলম্বন ভিন্ন সাধন হইতে, পারে না। মনের ধারণা শক্তিকে শূন্যকরা সম্ভবে না, এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ঈশ্বর শক্তির উপর নির্ভর ও অনুপ্রাণন ভিন্ন হইতে পারে না।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিতে হইবে। "যে সর্ব্ব প্রকার পাপ ও ইন্দ্রিয়ের সেবা হইতে বিরত হয় নাই, সে জ্ঞান মাত্র সম্বল করিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে পারে না।" এই প্রকার সাধনপথ অবলম্বন করিলে চঞ্চল চিত্ত ক্রমে ক্রমে স্থির হইবে, সংসার আসক্তি হ্রাস হইবে, জীবনে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মশ্রবণ সম্ভব হইবে। সাধন বিনে সিদ্ধি নাই, বিনা আয়াসে ব্রহ্মধন জীবনে লাভ হয় না। যথেষ্ট উপায় অনুসরণ করিলে আমরা জীবনের মহামূল্য বস্তু লাভ করিয়া ধন্য হইব।

সত্যস্বরূপ সাধন।

(প্রাপ্ত)

উপাস্য দেবতার স্বরূপ না জানিলে, তাঁহার সাধন হইতে পারে না। তিনি কি বস্তু, তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে উপাসনা আরম্ভই হইতে পারে না।

আমাদের দেবতা নিরাকার। তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। তিনি ইন্দ্রিয়াতীত। তবে তাঁহাকে কোথায় কি রূপে দর্শন করিব? কোথায় গেলে তাঁহার সত্তার পরিচয় পাইব?

তিন প্রকারে ঈশ্বর-সত্তা মানবমনের গোচরীভূত হয়। ইতিহাস, জড়জগৎ এবং মানবাত্মার ভিতরে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক জাতি জড়জগতে ঈশ্বরকে দর্শন করিতেন, ইহুদি দেশে কার্য্যজগতে অর্থাৎ ইতিহাসে পরমেশ্বরের লীলা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইতেন, এবং ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ হৃদয়ের অন্তস্থলে গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আত্মার আত্মা রূপে তাঁহাকে দর্শন করিতেন।

এই তিন প্রকার দর্শনের মধ্যে আত্মায় পরমাত্মাকে দর্শন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ। জড়জগৎ ও ইতিহাসের মধ্যে পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ সত্তা উপলব্ধি হয় না। তিনি চন্দ্র সূর্য্য অনল সলিলে আছেন, তিনি আকাশ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন ইত্যাদি কথা অপরোক্ষ জ্ঞান-মূলক। সৃষ্টি কৌশল দেখিয়া স্রষ্টার সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। এই পরোক্ষ জ্ঞান সাধককে প্রথম প্রথম সাধন রাজ্যে অগ্রসর করে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে পরোক্ষ জ্ঞান লইয়া সাধক সন্তুষ্ট থাকেন না। তখন তিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ করিতে ব্যাকুল হন। তিনি ঈশাকে দেখা দিয়াছিলেন, চৈতন্য দেব তাঁহারই প্রেম সাগরের তরঙ্গে বঙ্গ দেশকে প্লাবিত করিয়াছিলেন, শাক্য সিংহ তাঁহার শান্ত স্বরূপের যোগে শরীরের অস্থি চর্ম্ম সার করিয়াছিলেন ইত্যাদি অপ্রত্যক্ষ কথায় এবং সাধনে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। সাধক স্বচক্ষে তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক। শোনা কথায় কত দিন মন প্রবোধ মানে?

এই পরিবর্ত্তন-শীল জগতে সত্য বস্তু কোথায়? প্রতি মুহূর্ত্তে জাগতিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সাগর মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে, মরুভূমি সাগর হইতেছে। ধনে জনে যে নগর পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ছিল, সে স্থান মনুষ্যবাসের অযোগ্য এবং যে স্থান বন্য পশুতে পরিপূর্ণ ছিল, সে স্থানে অপূর্ব্ব নগর নির্ম্মিত হইয়াছে! কল্য পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ ছিল, অদ্য তাহা নাই। আবার অদ্য যাহা দেখিতেছি, তাহা কল্য থাকিবে না। পরিবর্ত্তন চক্রে অনন্ত বসুন্ধরা নিয়ত বিঘূর্ণিত

হইতেছে। এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় স্থায়ী বস্তু কোথায়? ঋষিগণ বলিয়াছেন, অনন্ত প্রবাহ মধ্যে আত্মাই প্রবাহ-শূন্য স্থায়ী বস্তু। জাগতিক পরিবর্ত্তনের স্থায় আত্মার মৌলিক অবস্থান্তর ঘটে না। আত্মা চৈতন্যময়, প্রবাহ শূন্য।

"আমি" উপাধি বিশিষ্ট অশরীরী, চৈতন্যরূপী বস্তুই আত্মা নামে অভিহিত হয়। "আমি আছি" এ জ্ঞানই আমার অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমি পূর্ব্বে যে "আমি" ছিলাম, এখনও সেই "আমি" আছি। আমার মধ্য দিয়া শোক দুঃখ, বিষাদ আহ্লাদের অনেক ঘটনা স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার আমিত্বের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। রাম অজ্ঞানী ছিল, ক্রমে তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে, অপ্রেমিক ছিল প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে, পাপে নিমগ্ন ছিল, পুণ্যালোকের দিকে গতি হইয়াছে। এ সকল ঘটনা আত্মার মৌলিক পরিবর্ত্তন-মূলক ঘটনা নহে। মানবাত্মা স্বীয় সুদৃঢ় অস্তিত্বে অচল অটল থাকিয়া নিয়ত উন্নতি রাজ্যে গমন করিতেছে। আত্মা সত্য বস্তু, পরিবর্ত্তনরহিত। এই স্থানেই সাধক সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি ক্রমে দেখিতে পান যে এই অপূর্ণ মানবাত্মার মধ্যেই পূর্ণ সত্যস্বরূপের বিকাশ। এই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ বারংবার আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং মহাত্মা সক্রেটিস নিয়ত বলিতেন, "আত্মাকে চেন, আত্মাকে চেন।"

আত্ম-জ্ঞানের মূলে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, স্মৃতি ও বুদ্ধি প্রভৃতির জ্ঞান উপার্জ্জন করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। পূর্ণতোয় সাগর যেমন নদী ও খাল বিলে জল প্রেরণ করে, তেমন এক অক্ষয় অবিনাশী সত্যামৃতভাণ্ড হইতে আত্মার মূলে রস সঞ্চারিত হইতেছে। তাহাতেই আত্মা জীবিত ও কর্ম্মক্ষম। মানব যখন নিদ্রিত হয়, কে তাহাকে জাগ্রত করে? কেহ কি ইচ্ছা করিয়া চৈতন্য লাভ করিতে পারে? অচেতন অবস্থায় চেতন আনয়ন করিতে কেহই পারেন না। পরন্তু যে জ্ঞান মানবের ভিতরে নাই, তাহা মানব কিরূপে আনয়ন করিবে? জানা বিষয়ই আলোচনা অথবা চিন্তা করিতে পারা যায়, কিন্তু যে বিষয় জানা নাই, সেই তত্ত্ব আনয়ন করিতে মানবের কি সাধ্য আছে? অনন্ত উৎস হইতে যখন জ্ঞানধারা মানব আত্মায় পতিত হয়, তখনই সেই অভিনব জ্ঞান সমূহে মানবের ধারণা হয়।

যেমন স্মৃতি, জ্ঞান ইত্যাদি আনয়ন করিতে মানবের কোনই ক্ষমতা নাই, তেমনই প্রেম পবিত্রতা আনয়ন করিতেও মানবের সামর্থ্য নাই। সেই পূর্ণাধার হইতে সকল মহৎ ভাব মানবাত্মায় নিয়ত প্রেরিত হইতেছে। তিনি আত্মার আধার, আত্মা আধেয়; তিনি আশ্রয়, মানব আশ্রিত; তিনি দাতা, মানব গৃহীতা; তিনি পিতা, মানব পুত্র; ইত্যাদি সম্বন্ধ তখনই উপলব্ধি হয়, যখন সাধক আত্মসাগরে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মসত্ত্বরস পান করেন।

পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার অনন্ত কালের যোগ। এই অস্থি মাংসময় শরীরের সহিত আত্মার ইহকালের সম্বন্ধ মাত্র। তেমনই জড় জগৎ ও ইতিহাসে ঈশ্বর দর্শন (যদিও দর্শন হয় না) ইহকালের সহিত সম্পর্ক যুক্ত। যখন এই দেহ মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইবে, তখন কোথায় বা থাকিবে সমবেত উপাসনা, কোথায় বা থাকিবে বন্ধুগণ? মনোহর ব্রহ্ম সংগীত কেবা শ্রবণ করিবে? মৃদঙ্গের মধুর বাদ্যে ও কীর্ত্তনে কার প্রাণ বা নৃত্য করিবে? শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সকল বিলোপ হইবে। ইন্দ্রিয় দ্বার সমূহ চিতায় ভস্ম হইবে। তখন কেবল অবিনাশী আত্মা সেই পরব্রহ্মের জ্ঞান প্রেম পুণ্যে সঞ্জীবিত থাকিয়া অনন্ত কাল তাঁহার সহবাস সুখ অনুভব করিবে। আত্মার ভিতরে যে ব্রহ্ম-দর্শন, তাহাই প্রকৃত কল্পনা বর্জ্জিত সত্য দর্শন এবং অনন্তকাল স্থায়ী।

"তিনি আত্মার আত্মা, মনের মন, প্রাণের প্রাণ" ইত্যাদি কথা ব্রাহ্ম মাত্রেই ব্যবহার করিয়া আসেন; কিন্তু উপাসনার সময় অনেকেই জড় জগৎ ও ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন! প্রাণের ভিতরে প্রবেশ না করিলে সত্যস্বরূপের সাধন হয় না। তাঁহাকে আত্মার আত্মা বলিয়া সাধন করিতে আরম্ভ করিলে আত্মা বস্তুটী কি তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। আত্মজ্ঞান সুস্পষ্ট ধারণা না হইলে, পরমেশ্বরের জ্ঞান উদিত হয় না। যিনি আপনাকে চিনেন না, তিনি পরমেশ্বরকে চিনিবেন কি রূপে? আপনাকে জানিলেই তাঁহাকে জানা হয়। যে সাধক স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই দেখিতে পান।

"এক শাখী পরে,
দুবিহগ বরে, সুখে বস বাস করে রে;
উভে উভয়ের সখা, প্রেমে মাখা মাখা,
দোঁহে দোঁহায় নিরখে রে।
এক জন সুরস রসাল লইয়ে যতনে
দিতেছে আর সখারে;
আর জন লভিয়ে সে ফল, প্রেমেতে বিহ্বল,
সুখেতে ভোজন করে।"

বিবাহ দিবসে দম্পতীর প্রতি উপদেশ।

(শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ ও কুমারী স্বর্ণলতা চৌধুরীর বিবাহোপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)

শ্রীমান্ রজনীকান্ত ও শ্রীমতি স্বর্ণলতা, আজ তোমরা এই প্রার্থনাটীর মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে বলিয়াছ যে তাঁহারই মঙ্গলময় হস্ত বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া আনয়ন করিয়া তোমাদিগকে সম্মিলিত করিয়াছেন। বাস্তবিক এই সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধে তোমরা আজ আবদ্ধ হইলে, এই সম্বন্ধ তাঁহারই মঙ্গলহস্তের বন্ধন। এই সম্বন্ধ তোমরা অনেক দেখিয়াছ, অনেক বিবাহস্থলে উপস্থিত হইয়াছ, জগতে প্রতিদিন এই ব্যাপার কত সংঘটিত হইতেছে; কিন্তু এত দিন তোমরা এই সম্বন্ধের গুরুত্ব ও মহত্ব বুঝিতে পার নাই। আজ তোমাদের তাহা অনুভব করিবার দিন। ইহার গুরুত্ব, ইহার মহত্ব, ইহার পবিত্রতা আজ আর বিস্মৃত হইও না। আজ প্রার্থনাতে যাহা বলিয়াছ তাহা

হৃদয়ে অনুভব কর। যে হস্ত তোমাদিগকে জননীর গর্ভে রক্ষা করিয়াছেন, এ জীবনের নানা বিঘ্ন ও বিপদের মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন, যে মঙ্গল হস্ত তোমাদিগকে এতদিন কত ভয়ঙ্কর প্রলোভন ও পাপের মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন, সেই মঙ্গল হস্তই আজ তোমাদিগকে মিলিত করিয়াছেন। কিন্তু যদি তোমরা পারিবারিক সুখ ভোগ করিবে বলিয়া আপনা আপনি একত্র হইয়া থাক, যদি দুই জনে মিলিত হইয়া অধিক পরিমাণে স্বার্থের সেবা করিবে বলিয়া মিলিত হইয়া থাক, তবে তোমরা ব্রাহ্ম নও, ব্রহ্মের উপাসক নও—তোমরা ঘোর নাস্তিক। যদি পার্থিব সুখের জন্য আপনা আপনি পছন্দ করিয়া একত্র হইয়া থাক তবে তোমাদের এ বিবাহ নয়। দুজনে মিলিত হইলে ব্রহ্মভক্তি বাড়িবে, কর্ত্তব্য সাধনে অধিক অগ্রসর হইবে বলিয়া যদি একত্র হইয়া থাক, তবে আজ দিব্যচক্ষু খুলিয়া তোমাদের এই সম্বন্ধে, এই পবিত্র বন্ধনে, সেই পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ হস্ত বিদ্যমান দর্শন কর। হস্তবন্ধন বাহিরের বন্ধন নয়। এই যে পুষ্পমালা দ্বারা তোমাদের হাত একত্র করিলে, এ বন্ধন অতি তুচ্ছ। এই বন্ধনের সূত্র, ভিতরকার সূত্র, দর্শন কর। পরম মঙ্গলময়, প্রেমময় বিধাতা আজ এই বন্ধনে তোমাদিগকে কেন বাঁধিতেছেন? পার্থিব সুখের জন্য কি? একা একা যত স্বার্থপরতা করিতেছিলে দুই জনে মিলিয়া তাহা বৃদ্ধি করিবে, দুই জনে একত্র হইয়া স্বার্থপরতায় একেবারে ডুবিয়া যাইবে বলিয়া কি একত্র হইলে? তোমরা কি সাংসারিক সুখে অন্ধ হইয়া এই জগৎকে ভুলিবে? নিকৃষ্ট সুখের সাধনা করিবে? না, তা নয়। আজ চক্ষু খুলিয়া দেখ, স্বয়ং ঈশ্বর তোমাদিগকে বাঁধিতেছেন, তোমাদের আত্মার কল্যাণ লাভের জন্য। তাঁহাকে একা একা যত জানিতে পারিতে, দুই জনে তাহা অপেক্ষা অধিক জানিবে; একা একা যত প্রীতি করিতে, এখন তাহার অধিক করিবে, জগতের প্রতি প্রেমে ও তাঁহার কার্য্য সাধনে অধিক অগ্রসর হইবে। এই জন্য তিনি তোমাদিগকে সম্মিলিত করিয়াছেন, এই জন্য তোমাদিগকে তাঁহার বিদ্যালয়ে, পবিত্র ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইতেছেন। এমন উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আর নাই, এমন শিক্ষক কখনও পাইবে না। কেমন মধুরতা ও মিষ্টতার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার ছাত্র ছাত্রী দিগকে শিক্ষা দেন। যাহারা একা একা স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত ছিল, কেবল আপনারই ভাবনা ভাবিত, তিনি তাহাদিগকে একত্র করিয়া স্বার্থের পথ অবরুদ্ধ করিলেন, একের ভাবনা অন্যকে ভাবিতে দিলেন; শক্ত কঠিন, স্বার্থপর মনকে নিজের হাতে প্রেমে গলাইয়া ফেলিলেন। তোমরা এক বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াই, এখন নূতন এক বিদ্যালয়ে প্রবেশ কর। এ বিদ্যালয়ে স্বয়ং ব্রহ্ম উপদেষ্টা। এই পবিত্র চক্ষে এই সম্বন্ধকে দর্শন কর। নাস্তিকের মত, অধমের মত দেখিও না। তিনিই এই বিদ্যালয়ে তোমাদিগকে প্রবিষ্ট করিলেন। এই বিদ্যালয়ে অনেক পরীক্ষা আছে। মনে করিও না, যে সংসারে তোমাদের জন্য ফুলের শয্যা পাতা রহিয়াছে, সেখানে গিয়া আনন্দে দিন কর্ত্তন করিবে। ঐ দেখ তোমাদের অগ্রগামী কত লোকের রক্তের চিহ্ন এই পথে রহিয়াছে। কত লোক রক্তাক্ত পদে এ পথে গিয়াছেন। ইহা কঠোর সাধনার স্থান, আত্মসংযমের স্থান, আত্মশাসনের স্থান। যে এ স্থানে স্বার্থপরতা লইয়া, কর্ত্তব্যপরায়ণতাহীন হইয়া আসে, তাহার দুর্গতি। এস্থান ব্রহ্মের আদেশ পালনের স্থান। অতএব কর্ত্তব্যপরায়ণতার মহামন্ত্র আজ গ্রহণ কর। এই যে আজ পরস্পরের ভার লইতেছ, যদি কর্ত্তব্যপরায়ণ না হও, তবে এ ভার বহন করা তোমাদের সাধ্য নয়, এখানে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা। তোমাদের সহিষ্ণুতার অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা হইবে। সংসারের নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় তোমাদের সহিষ্ণুতা রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। আজ যেমন অনুরাগে পরস্পরকে পাইয়া পরম সুখী হইলে, চিরদিন এরূপ থাকিবে না। সংসারে অনেক সময় তিক্ত রস পান করিতে হইবে। সেই তিক্ত রস পান করিয়া পরস্পরের প্রতি বিরাগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। সাবধান, সাবধান, সেই সময় ঈশ্বরের চরণ আশ্রয় করিও। আজ কয়েকটী গূঢ় সন্ধান বলিয়া দিতেছি; এই পথে কতকগুলি মহাবিঘ্ন আছে,—সেগুলি সর্ব্বদা পরিহার করিবে। (১) স্বার্থপরতা; সংসারে ইহার মত বিঘ্ন আর নাই। পারিবারিক সুখ যদি কিছুতে নষ্ট করিতে পারে, তবে সে পতি পত্নীর স্বার্থপরতা। তোমরা আপনার সুখ চাহিও না। পতি নিজের অপেক্ষা পত্নীর সুখ অধিক দেখিবেন, পত্নীও নিজের সুখ অপেক্ষা পতির সুখ অধিক দেখিবেন। যে গৃহে পতি পত্নী আপন আপন সুখ লইয়াই ব্যস্ত, সেখানে সুখ নাই—সুখ থাকিতে পারে না, সে গৃহ ব্রাহ্মের গৃহ নয়। অতএব স্বার্থপরতাকে বলি দাও,—স্বার্থপরতা লইয়া সংসার গৃহে প্রবেশ করিও না। (২) স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও সন্দেহ। কখনও পরস্পরকে ঈর্ষা ও সন্দেহের চক্ষে দেখিবে না। পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস, চিত্তের সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হইলে কখনও সুখী হইতে পারিবে না। আর যেখানে পরস্পরের স্বাধীনতার সম্মান নাই, সেখানে সুখ কখনও আসে না। (৩) বলের দ্বারা শাসন করিবার চেষ্টা করা পারিবারিক সুখের একটী কণ্টক। এই রাজ্যে বলের শাসন নাই—এখানে শুধু প্রেমের শাসন, ভালবাসার শাসন, পবিত্রতার শাসন, ধর্ম্মের শাসন থাকিবে।

* *—আত্মসংযম—* *

যদি সুখের জন্য ঈশ্বরের নিকট কখনও কৃতজ্ঞ হইতে হয় তবে আজ তোমাদের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। যখন তিনি তোমাদিগের জন্য সুখের দরজা খুলিয়া দিলেন, তখন যেন তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিও না। যদি সুখে মাতিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যাও, তবে সকলি বৃথা, এই বিবাহ-সম্বন্ধ বৃথা। অতএব ভুল'না, সেই মঙ্গলদাতাকে ভুল'না। তোমরা নূতন গৃহে প্রবেশ করিতেছ, সর্ব্বাগ্রে এই গৃহে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত কর। বড়ই দুঃখের কথা যে অনেক ব্রাহ্মের গৃহে প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা হয় না। আমি অনুরোধ করিতেছি, তোমাদের এমন দিন যেন যায় না, যে দিন দুই জনে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা না করিবে। তাঁহাকে ছাড়িও না, তাঁহাকে ভুলিও না। তাঁহার চরণে বসিতে অবহেলা করিও না। কাহারও কথা

শুনিও না, কাহারও দৃষ্টান্তে ভুলিও না। প্রতিদিন ঈশ্বরের পূজা করিয়া তোমাদের সংসার পবিত্র রাখিবে।

যে ব্রাহ্মসমাজ তোমাদিগকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, যে ব্রাহ্মসমাজে কত ঈশ্বরের অনুগত দাস দাসীর সঙ্গে বসিয়া ঈশ্বরের নাম করিয়াছ, কত প্রলোভনী ও পরীক্ষার মধ্যে যে ব্রাহ্মসমাজ তোমাদিগকে বল বিধান করিয়াছেন, সংসারের সুখে ডুবিয়া সেই ব্রাহ্মসমাজকে ভুলিয়া যাইও না। স্মরণ রাখিও যে এই ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য ও বল বুদ্ধির জন্যই তোমরা আজ গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছ। যেখানেই যাও সর্ব্বান্তঃকরণে এই ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ সাধন করিবে।

যাও, এই সকল উপদেশ স্মরণ রাখিয়া এই মহৎ ব্রত মস্তকে লইতে প্রস্তুত হও। প্রেমময়ের করুণা তোমাদিগের সম্বল, তাঁহারই প্রেমচক্ষের আলো সংসারের অন্ধকারে তোমাদিগকে পথ দেখাইবে। তিনিই সংসারের ভয়ে বিপদে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। তোমরা তাঁহাকে না ভুলিলে তিনি তোমাদিগকে কখনও ভুলিবেন না, প্রাণপণে তোমরা ধর্ম্মকে রক্ষা কর। যাঁহারা ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। তাঁহার চরণ তোমাদিগের ভরসা। তিনিই সংসার পথে সহায়, তিনি তোমাদিগকে এই মহৎ ব্রত পালনে সমর্থ করুন।

প্রার্থনা।

হে প্রভু, তোমার বিচিত্র লীলা। তোমার বিচিত্র লীলার আজ এ দুটি হৃদয় মিলিত হইল। প্রভু, আমাদিগের বড় আনন্দের বিষয় যে তোমার বিশ্বাসী পরিবারের সংখ্যা বাড়িতেছে। কোথায় ছিল এই দুই জন—কোথায় প'ড়ে ছিল—কত ঘটনার ভিতর দিয়া তুমি স্বয়ং হাতে ধরিয়া আনিয়া আজ এই স্থানে হৃদয়ে হৃদয় বাঁধিয়া দিলে, মহৎ ব্রত ইহাদের মস্তকে অর্পণ করিলে। যে তুমি এই ব্রত ইহাদিগকে দিলে, সেই তুমি বল দাও ; স্বয়ং করে ধ'রে এই সংসার-গৃহে প্রবিষ্ট কর। এই মহৎ ব্রত পালনে সমর্থ কর। তুমি ইহাদিগের সহায় হও। তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

পাঁচ ফুলের সাজি।

৫। যোগবাশিষ্ঠ—

"সহস্রাঙ্কুরশাখাত্মফলপল্লবশালিনঃ।
অস্য সংসারবৃক্ষস্য মনোমূলমিতি স্থিতিঃ॥
সংকল্পমেতন্মনোঽহং সংকল্পোপশমেন তু।
শোষয়ামি যথাশোষমেতিসংসার পাদপঃ॥"

মনকেই এই সহস্র সহস্র অঙ্কুর (বাসনা), শাখা (কর্ম্ম), ও ফলপল্লবশালী (সুখদুঃখময়) সংসারতরুর মূল বলিয়া জানিবে। এই মন সংকল্পস্বরূপ ; বৃক্ষ যেরূপ (অঙ্কুর নষ্ট হইলে) শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সংকল্প-নাশ দ্বারা সংসারভূরুহ শুষ্ক হইয়া যায়॥

৬। মুণ্ডকোপনিষদ্—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী॥"

ইহা (ব্রহ্ম) হইতে প্রাণ, মন, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ বায়ু, জ্যোতি, বারি, ও সকলের আধার এই ধরণী জন্মিয়া থাকে।

৭. The Koran,—

"Your God is one God, there is no God but He, the most merciful."

তোমার ঈশ্বর এক, তিনি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নাই, তিনি পরম দয়ালু।

"God is with those who fear him.

যাঁহারা ঈশ্বরকে ভয় করেন, ঈশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন।

"God loveth those who do good."

সাধুকারিগণকে ঈশ্বর ভালবাসেন।

8. St. Matthew,—

"Blessed are the pure in heart: for they shall see God."

নির্ম্মল হৃদয় ব্যক্তিগণই ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

সম্পাদক মহাশয়, নিম্ন লিখিত পত্রখানি আপনার পত্রিকাতে মুদ্রিত করিয়া বাধিত করিবেন। আলোচ্য বিষয়টী অতি গুরুতর, আশা করি ব্রাহ্মবন্ধুগণ এ বিষয়ে চিন্তা করিবেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক ধর্ম্মসমাজের নেতা। হিন্দুসমাজে গুরু ও পুরোহিতগণ ধর্ম্মের রক্ষক ও নেতা। রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে পোপ সর্ব্বোপরি কর্ত্তা। রুষিয়া দেশে সম্রাট ধর্ম্মের নেতা ও পরিচালক। কোন কোন খৃষ্টান সমাজে ব্যক্তি বিশেষ নেতা, কোন কোন খৃষ্টান সমাজে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী প্রচলিত। এই ৬০ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মসমাজেও দুই প্রকার প্রণালীই সাধারণ ভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং ইহার ফলাফল, গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচার ও চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত। কোন পদস্থ ব্যক্তির দোষ গুণ বিচারের কষ্টি পাথর (Canons) অনেক। পূর্ব্ববর্ত্তী সময় অপেক্ষা কার্য্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি তাঁহার কৃতকার্য্যের প্রথম সাক্ষী। যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন, কাল যদি তাহাকে উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করাইতে না পারেন, তবে তিনি সেই কার্য্যের উপযুক্ত এ কথা বলা যাইতে পারে না। ধর্ম্মসমাজের উন্নতির পরিচায়ক আধ্যাত্মিকতার উন্নতি। যে প্রণালীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলে লোকের ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হয়, মানবের সৎকার্য্য করিবার প্রবৃত্তিকে বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, সদাকাঙ্ক্ষাকে প্রবল করে, সেই প্রণালীকে শ্রেষ্ঠতম প্রণালী বলা যাইতে পারে।

রুষ দেশের ন্যায় রাজশক্তির সহিত ধর্ম্মসমাজের নেতৃত্ব সংযুক্ত করিয়া দিয়া মানবের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করা, মানবের বিবেকের স্বাধীনতা লোপ করার ন্যায় হীনতর প্রণালী আর নাই। পুরোহিতগণের হস্তে ধর্ম্মসমাজের ভার দিলে, ধর্ম্মসমাজের যে দুর্গতি হয়, তাহার প্রমাণ গ্রহণ করিতে আর আমাদিগকে বহুদূরে যাইতে হইবে না। জন্মগত প্রাধান্যের পরিণাম সর্ব্বত্রই অতি ভীষণ। গুণগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই সমাজের মঙ্গল। দর্শনশাস্ত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে চিকিৎসার ভার দিলে চলিবে না, বিজ্ঞানবিদ্ সঙ্গীত বিদ্যার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। সেই প্রকার ধর্ম্মসমাজের নেতৃত্ব ধার্ম্মিক ও সাধুদিগের হস্তে থাকা কর্ত্তব্য। পোপের পুত্র পোপ হইবেন না, মোহন্তের পুত্র মোহন্ত হইবেন না, প্রচারকের পুত্র প্রচারক হইবেন না। মুদারপুত্র সচ্চরিত্রতা ও সাধুতা দ্বারা ধর্ম্মসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। সাধু ও ধার্ম্মিকদিগের হস্তে ধর্ম্মসমাজের পরিচালনের ভার থাকা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু অপূর্ণ মানবের হস্তে এতদূর ক্ষমতা দেওয়া উচিত নহে, যাহাতে সমাজশক্তিকে অতিক্রম করিয়া সে আপন ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিয়া যাইতে পারে। সমাজশক্তির অন্য দিকে ডিমক্রিসের তরবারি তাহার মস্তকের উপর লম্বমান রাখা কর্ত্তব্য নহে। ধার্ম্মিক ও সাধুদিগের বিরুদ্ধে সমাজশক্তিকে তখন দাঁড়াইতে হইবে, যখন তাঁহারা সংসারবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সমাজের গুরুতর অনিষ্টজনক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেনের সময় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালীর একটী দোষ ছিল—তাহাতে সমাজশক্তিকে একবারে খর্ব্ব করিয়া ব্যক্তি বিশেষের উপর সমাজের সমুদয় ভার অর্পিত হইয়াছিল। সমাজের উন্নতি, পরিচর্য্যা ও পরিচালন বিষয়ে কেশব বাবুর অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল, ইহা দোষের নহে—তাহাতে, সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইয়া থাকে। কিন্তু যখন ধর্ম্মবিরুদ্ধ, সমাজনীতি বিরুদ্ধ কোন কার্য্যে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সমাজশক্তির এতটুকু ক্ষমতা থাকা উচিত ছিল, যে তাঁহাকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে; আর যদি নিবৃত্ত করিতে না পারে, তবে তাঁহাকে নেতৃত্ব হইতে চ্যুত করে। ধার্ম্মিকজীবনের মধ্যে একদিকে যেমন ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম উজ্জ্বল থাকিবে, অন্যদিকে স্বার্থ ত্যাগ সাধু জীবনের প্রধান ভূষণ। ধর্ম্মসমাজের নেতাদিগের জীবনে যখন এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মানুষ তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের অনুসরণ করে।

ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতার অপব্যবহার দেখিয়া সাধারণ তন্ত্রের উপর সাধারণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি বিশেষের শক্তির অপব্যবহার নিবারণের জন্য সাধারণসমাজ সমাজশক্তিকে জাগ্রত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। সাধারণ সমাজের অবস্থার আলোচনা করিলে এখন দেখা যায় এই, এখন আর ব্যক্তি বিশেষ নাই—শাসন করিবার ব্যক্তি নাই—কিন্তু শাসন দণ্ড সর্ব্বদা উর্দ্ধে উত্থিত রহিয়াছে, সময়ে অসময়ে ইহার অপব্যবহার হইতেছে। নিয়মতন্ত্রপ্রণালী দ্বারা যে দল (body) গঠিত হয়, তাহাকে আত্মা শূন্য দেহ (A body without a soul) বলিয়া অনেকে অভিহিত করিয়া থাকেন। মিউনিসিপাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ইত্যাদিকে আইন প্রণেতারা জীবনশূন্যদেহ বলিয়াছেন। ধর্ম্মসমাজের নিয়মপ্রণেতাগণ কি সেইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করিয়াছেন? এই বিষয়ের একটুকু আলোচনা করিব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষ কে? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা কে? কোন ব্যক্তি বিশেষকে ব্রাহ্মসমাজ নেতা বলিয়া মান্য করেন না,—কোন ব্যক্তি বিশেষ সমাজের পরিচালক নহে। প্রচারকগণ ব্রাহ্মসমাজের ভৃত্য। চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রমের সহিত পরীক্ষা পাশ করিলে তাঁহারা চারি বৎসরের জন্য নিযুক্ত পত্র পাইবেন,—চারি বৎসর পরে তাঁহারা পুনর্নিযুক্ত হইতে পারিবেন। সুতরাং প্রচারকরূপে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালন সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ক্ষমতা নাই। ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা। নির্দ্দিষ্ট নিয়মপ্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই কর্ত্তৃপক্ষ কি মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ন্যায় আত্মা শূন্য দেহ? যে সমস্ত লোকদ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত, ধর্ম্মসমাজের নেতার যে দুইটি লক্ষণ—ঈশ্বরপ্রেম ও স্বার্থত্যাগ,—তাহা কি তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়? প্রচারক ভৃত্য অপেক্ষা প্রভুদিগের জীবন উন্নত নহে। সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে কে না চায়? যদি সেই কর্ত্তৃত্ব ক্লেশকর ও স্বার্থত্যাগ সাপেক্ষ হয়, তথাপি তাহা সকলে চায়। প্রচারক নিযুক্ত করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম আছে—চারি বৎসর পরীক্ষাধীনে আসিতে হইবে—তৎপর নানা প্রকার পরীক্ষার পর তাঁহাকে চারি বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য—যিনি প্রচারকদিগের পরিচালক, তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের কি কোন পরীক্ষা থাকা উচিত নহে? যদি আজ নিয়ম করা যায় যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রত্যেক সভ্যের আয়ের অর্দ্ধাংশ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য দিতে হইবে,—বৎসরের মধ্যে এক মাস অন্ততঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, তবে কি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সিংহাসন শূন্য পড়িয়া থাকে না? যাহারা বিষয়কর্ম্ম করিবে, তাহারা ধর্ম্মসমাজের পরিচালক হইতে পারিবে না, ইহা আমাদের মত নহে। যিনি ধর্ম্মসমাজের পরিচালক হইবেন, আধ্যাত্মিকতা দেশে বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন, স্বার্থনাশ ও বিবেকের সাক্ষী জগতের সমক্ষে দিবার জন্য নরনারীকে আহ্বান করিবেন, তিনি সংসারকে, টাকাকে, স্বার্থসুখকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে পারিবেন না। বৎসরের পর বৎসর ধর্ম্মসমাজের নেতা হইলে, কত প্রচারকের পরীক্ষা গ্রহণ করিলে—আর টাকার পুটলী তেমন করে বাঁধিলে, ব্রাহ্মসমাজের চাঁদা সেই ॥০ আনা রহিল—তবে তোমার পরিচালকত্ব কে মান্য করিবে? ইহা কি ভ্রষ্টাচারী দ্বারা পবিত্রতা প্রচার নহে? ধর্ম্মসমাজে ধর্ম্মের আদর দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হাত দেওয়া উচিত নহে। যদি সমাজের আধ্যাত্মিকতার সহায়তা করিতে না পার, যদি

স্বার্থত্যাগ অসম্ভব হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজের দ্বার চাপিয়া রাখিয়া কি হইবে? উপযুক্ত লোক থাকে কার্য্য হইবে, নতুবা নাশ হইয়া যাক। এক সংসার ভঙ্গ করিয়া অন্য সংসার বাঁধিয়া কি ফল? ধর্ম্মজীবন কি সংসার বুদ্ধির সঙ্গে মিলাইয়া লইতে চাও?—তবে ধর্ম্ম হয় না, সংসার হয়।

অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান নিয়মপ্রণালী ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির অন্তরায়। যদি তাহাই হয়, তবে এ সব নিয়ম পরিবর্ত্তন করা কি সাধ্যায়ত্ত নহে? ব্রাহ্মসমাজে স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত নাই কেন? আজও শুনা গেল না—একজন ব্যক্তি আপনার সম্পত্তি উইল করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় দিয়া গিয়াছেন। আজও দেখা গেল না, ২০০ টাকা বেতনের একজন চাকুরীয়া আপনার জীবন ব্রাহ্মসমাজের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। (তাই বলিয়া ২০।৫০র চাকুরী যাঁহারা ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদিগের স্বার্থত্যাগকে আমরা সামান্য চক্ষে দেখি না—ঈশ্বরের চক্ষে সকল স্বার্থত্যাগ সমান।) শুনা যায় না, দুইজন ব্রাহ্ম আপনার আয়ের চতুর্থ অংশ ব্রাহ্মসমাজকে দিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছে। এরূপ কেন হয়? ইহার অনেক কারণ থাকিতে পারে—একটা কারণ এই মনে হয়—বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী সমাজকে যন্ত্রের ন্যায় করিয়াছে। মৃত Resolution মানবকে প্রাণ দিতে পারে না। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নির্দ্ধারণ করিলেন যাহাতে সমাজের আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা করা যাইবে। ইহাতে কি ধর্ম্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কি আত্মাশূন্য দেহ? তাঁহাদের কার্য্য কি কেবল অন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করা? তখন কি একজন বলিতে পারেন, "আমি চলিলাম—বিশেষ সাধনে নিযুক্ত হইব।" একটী বিশেষ প্রস্তাবনা করিয়া এই বিষয় আজ শেষ করা যাইতেছে।

সাধারণ সভার সভ্যদের গুণাবলীর মধ্যে এই থাকা আবশ্যক যাঁহারা অন্ততঃ ১০ বৎসর যাবত ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া অনুষ্ঠানাদি করিতেছেন—ও সমাজের আচার্য্যের কাজ করিবার উপযুক্ত এবং যাঁহারা (বিষয়ী হইলে) আপন আয়ের এক অষ্টম অংশ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য মাসে মাসে দিবেন। যাঁহাদের আয় ৫০ টাকার ন্যূন তাঁহারা ১/১৬ অংশ দিবেন। তাঁহাদের বয়স ২৫ বৎসরের ন্যূন না হয়।

আর যাঁহারা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হইবেন তাঁহাদের বয়স ৩০ বৎসরের ন্যূন না হয়, সমাজকে তাঁহারা আপনার আয়ের এক চতুর্থাংশ দিবেন। যদি আয় ৫০৲ টাকার ন্যূন হয়, তবে এক অষ্টাংশ দিবেন। উপযুক্ত সভ্য না পাইলে সভ্য সংখ্যা হ্রাস করা হইতে পারিবে।

মানুষ কথায় ভুলে না—কার্য্যে ভুলে। ধর্ম্মসমাজের নেতা ধার্ম্মিক হইতে স্বার্থত্যাগী, ঈশ্বরপরায়ণ হইবে। বিষয়ীই হউক, আর প্রচারক হউক—তাঁহার সকল ধন মন ঈশ্বরের জন্য, সত্য রাজ্য বিস্তারের জন্য থাকিবে। কেহ ডুব দিয়া জলের মধ্য হইতে মুক্ত আহরণ করে, কেহ পাম্প দিয়া তাঁহাদের নিশ্বাস যোগায়—উভয়ই সমান ফলভাগী।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে জ্যৈষ্ঠ বাগেরহাট ব্রাহ্মসমাজের নবম বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত তথায় একটী স্বতন্ত্র উপাসনা গৃহ ছিল না, এবার একটী নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং এই উৎসবের সময় তাঁহারও প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রমের বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল তথায় গমন করিয়াছিলেন।

বিগত ২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে মে মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হয়। তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রমের বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী তথায় গমন করিয়া উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। স্থানীয় মন্দিরে সকাল সন্ধ্যায় উপাসনা ও নগরসংকীর্ত্তন হইয়াছিল ও গুরুদাস বাবু একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।

পোষ্ট আফিসের ডেপুটী কম্পট্রোলার ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দাস তাঁহার গৃহসংলগ্ন উদ্যান বাটিকার নির্জ্জন সাধনের জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিগত ৬ই জুন তাহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা ও ভবানীপুরের অনেক ব্রাহ্মবন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত ৪ঠা জুন খালোড়ে উলুবেড়িয়া সব ডিভিসনের ব্রাহ্মবন্ধুগণের একটী সম্মিলনী হয়। কিরূপে তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারে, তাহা আলোচনা করাই এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য।

বিগত ৩১শে মে ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রমের পরিচারক ও সহায়গণ শ্যামবাজারে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। একটী হিন্দু ভদ্রলোকের গৃহে একটী সভা আহুত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপনিষদের কয়েকটী শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন ও পরে প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তনাদি হয়।

বিগত ৪ঠা জুন ফরিদপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু ভুবনমোহন সেনের কন্যা শ্রীমতী হেমলতার সহিত আমতা নিবাসী বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। পাত্র ও পাত্রীর বয়স ২৩ ও ১৭ বৎসর। ভুবন বাবু নিজেই আচার্য্যের কার্য্য করেন।

ঐ তারিখে আরও একটী ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিবাহ রেজেষ্টারী করা হয় নাই। পাত্র, নলহাটীর বাবু নীলকান্ত সিদ্ধান্ত ও পাত্রী, রামপুরহাটের বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষের বিধবা ভগিনী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী। তাঁহারা একজন স্থানীয়

রেজিষ্টারের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ না হওয়াতে আইনের আশ্রয় না গ্রহণ করিয়াই বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

১২৯৮ সালের গত ১৪ই চৈত্র হুগলী জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া সবডিভিজনের অধীন রামনগর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ বসুর সহিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ নন্দন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হরিদাসী নন্দনের ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। পাত্রের বয়স ২৬ বৎসর এবং পাত্রীর বয়স ১৮ বৎসর। গৌরী বাবু এই বিবাহ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ২১শে জ্যৈষ্ঠ বাগেরহাটের বাবু হরিনাথ দাসের দৌহিত্রের নামকরণ হইয়াছে। বালকটীর নাম সুধাংশুকুমার রাখা হইয়াছে। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে হরিনাথ বাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজের প্রচার ফণ্ডে ১৲ টাকা ও ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ১১ই জুন বাবু দুর্গামোহন দাসের দৌহিত্রী, বাবু সত্যরঞ্জন দাসের প্রথমা কন্যার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালিকার নাম চার্টর্লমায়া দাস রাখা হইয়াছে।

আমাদের ইংলণ্ডস্থ বন্ধু ভয়সী সাহেব তাঁহার পুত্র এলিসন এনেস্লী ভয়সীকে আচার্য্যত্বে বরণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মবন্ধুগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ সহানুভূতি উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া দেয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে লাহোরস্থ অনেকগুলি বন্ধু একত্র হইয়া উপাসনা ও তদন্তে প্রীতিভোজন করিয়াছিলেন। ইহার অনুকরণ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ব্রাহ্ম বালকগণের বোর্ডিং শীঘ্রই একটি ভাল বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইবে। অভিভাবকদের স্মরণ রাখা উচিত ১৪ দিনের নোটিস না দিলে কোন বালককে গ্রহণ করা হয় না। অন্য দিকে ২০টি বালক না পাইলেও আশানুরূপ কার্য্য করাও যাইবে না।

ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয় এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল না। কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্ম অভিভাবক এরূপ শিক্ষার অনুকূল নহেন। এমন কি, অনেকে এজন্য বালিকা উঠাইয়া লইয়াছেন। এ জন্য এডুকেশন কমিটী বিদ্যালয়টীকে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী করা স্থির করিয়াছেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর নূতন প্রণালীতে স্কুল খোলা হইবে। এজন্য নূতন কমিটী ও সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিগত ৪ঠা জুন শনিবার বাবু শশিভূষণ বসু নিমতা ব্রাহ্মসমাজে "মরুভূমে ফুলের বাগান" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, মরুভূমের মধ্যে পথিকেরা মধ্যে মধ্যে বাগান দেখিতে পান, সেই সকল উদ্যানে উত্তপ্ত পথিকেরা অঙ্গ শীতল করিয়া থাকেন। শশী বাবু বলেন, এ সংসার মধ্যে তেমনি পাপে তাপে তাপিত পথিকেরা ব্রহ্মভক্ত সাধুদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া তেমনি শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। তিনি অনেক উদাহরণ দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দেন।

৫ই জুন, রবিবার শশী বাবু হুগলী জেলার অন্তর্গত খালোড় নামক গ্রামে গমন করেন, তথায় সেই দিন বৈকালে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। তৎপর স্থানীয় সমাজে উপাসনা ও উপদেশ দেন। ৬ই সোমবার অপরাহ্ণে স্থানীয় স্কুল গৃহের সম্মুখে "ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। তৎপর নগরসংকীর্ত্তন হয়, এবং শশী বাবু স্থানীয় থানার সম্মুখে একটী বক্তৃতা করেন। এই সকল বক্তৃতায় যে লোকের মনে উৎসাহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, নানারূপ লক্ষণ দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। পর দিবস মঙ্গলবার একটী কীর্ত্তনের দল নিশান উড়াইয়া নজরপুর নামক গ্রামে গমন করেন, তথায় কীর্ত্তন হয়; এবং শশী বাবু একটী স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর আবার কীর্ত্তন হয়।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১০ই ও ১৭ই জুলাই রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সংস্রবে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক বার্ষিক পরীক্ষা হইবে। যে সকল পরীক্ষার্থী ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র নহেন, তাঁহারা আগামী ২৬এ জুনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন। প্রত্যেক আবেদন-পত্রের সঙ্গে পরীক্ষার্থীর সচ্চরিত্র সম্বন্ধে কোন সুপরিচিত ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মিকার প্রশংসা-পত্র পাঠান আবশ্যক, এবং প্রত্যেক আবেদন-পত্রে নিম্নলিখিত বিষয় সকল থাকা আবশ্যক:—পরীক্ষার্থীর নাম, বয়স, ধর্ম্মমত, ব্যবসায়, ছাত্র হইলে কলেজ বা স্কুল ও শ্রেণীর নাম, অভিভাবকের নাম, এবং যে ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মিকার তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার, এবং যে কোর্সের পরীক্ষা দিতে চান, তাহার নাম।

কোর্স।

ENGLISH SENIOR.—Martineau's *Study of Religion*,—Introduction, and the following parts of Book II,—Sections 1 and 3 of Chap. I, Chap. II, and Sec. 1 of Chap. III; and Wright's *Grounds and Principles of Religion.*

BENGALI SENIOR.—বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা' ১ম ভাগ, বাবু সীতানাথ দত্ত প্রণীত 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' ও বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা' ১ম ও ২য় ভাগ।

ENGLISH JUNIOR.—Wright's *Grounds and Principles of Religion*, and Slater's *Laws of Duty*, Part I.

BENGALI JUNIOR.—বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ১ম ভাগ, আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস' ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রণীত 'জাতিভেদ' ২য় প্রবন্ধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ,
২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীসীতানাথ দত্ত,
ব্রহ্মবিদ্যালয়-সম্পাদক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১লা আষাঢ় প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১৬ই আষাঢ় বুধবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

ভব-পারের তরি।

উঠিয়াছে ঝড়—তুমুল—তুমুল
গম্ গম্ রবে বহিছে পবন।
মুহূর্ত্তে প্রলয়, সৃষ্টি হুলস্থূল
বায়ু-পদাঘাতে কম্পিত ভুবন।

লেগেছে তুফান ঘোর সিন্ধুজলে,
উন্মত্তের মত লাফায় সে বারি;
তীরে আসি লোটে; হাসে খল খলে;
কে সহে বিক্রম প্রচণ্ড তাহারি!

ছুটিয়া জাহাজ, লাগিল পাহাড়ে;
ছিন্ন ভিন্ন রসি পাইল মাস্তুল,
গুঁড়া হয় তরি আছাড়ে আছাড়ে,
উঠিয়াছে ঝড় তুমুল—তুমুল।

কে রাখে, কে রাখে এ ঘোর বিপদে,
আরোহী কাঁদিছে হতাশ পরাণ!
গেলরে! গেলরে! ভাবে পদে পদে
ভাবিয়া বিষাদে ডুবিতেছে প্রাণ।

হেনকালে দেখ আসিছে তরণী,
সদর্পে উঠিছে সে তরঙ্গোপরি;
ফেলিতেছে দাঁড় করি বীরধ্বনি,
সিন্ধু গর্ব্ব যেন আসে খর্ব্ব করি!

লাগিল তরণী পাইল পরাণ,
আরোহী সকলে উঠিল সত্বর,
কাটিল বিপদ, বিভু গুণ গান
করি যায় তারা আনন্দ-নগর।

এ ভব সাগরে বিপত্তি দুর্দ্দিনে
কে দিবে সে তরি, কাহার সহায়ে,
উত্তাল তরঙ্গ তরি শুভক্ষণে,
হইব নির্ভয় ব্রহ্মপদাশ্রয়ে?

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

জীবন-রক্ষক নৌকা—সমুদ্রের তীরবর্ত্তী কোনও নগরের অধিবাসীগণ একদিন রাত্রে সকলে নিদ্রিত, বাহিরে ভয়ঙ্কর ঝড় বহিতেছে, সমুদ্রের জলরাশি উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে; দ্বারে ও গবাক্ষে বায়ুর সোঁ সোঁ শব্দে নগর-বাসীদিগের নিদ্রার ব্যাঘাত না করিয়া বরং নিদ্রাসুখকে বৃদ্ধি করিতেছে; এমন সময়ে হঠাৎ বিপদসূচক কামানের ধ্বনি শ্রুত হইল, অমনি "জাহাজ বিপদে পড়িয়াছে," "জাহাজ বিপদে পড়িয়াছে," এই রব নগরে উত্থিত হইল। অমনি বহুসংখ্যক লোক সাগরউপকূলে বন্দরের দিকে ধাবিত হইল। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিবার অবসর নাই, ত্বরায় "জীবন-রক্ষক" নৌকা ভাসাইতে হইবে। কিন্তু সেই রাত্রে ও সেই ঝড়ে কে নৌকাতে আরোহণ করে? দেখিতে দেখিতে কয়েকজন সাহসী বীরপ্রকৃতি পুরুষ নৌকাতে আরোহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারা জানিত, সেই ভয়ঙ্কর কালে নৌকা লইয়া সাগরে নামিলে প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা অল্পই, তাহারা জানিত হয় ত আর তাহারা ফিরিবে না, হয় ত সেই যাত্রাই তাহাদের শেষ যাত্রা হইবে; হয় ত তাহাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে দয়াশীল ব্যক্তিদিগের দয়ার উপরে রাখিয়া যাইতে হইবে, তথাপি তাহারা ভয় পাইল না। বীর-সাজে সজ্জিত হইয়া নৌকাতে আরোহণ করিল। সুখের বিষয় তাহাদের পত্নীগণ ইহাতে দুঃখিত না হইয়া বরং সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং বিপন্ন ব্যক্তি-দিগের প্রাণরক্ষা হইবে এই আশাতে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নৌকা পর্ব্বতশৃঙ্গসম অত্যুচ্চ সাগর তরঙ্গোপরি আরোহণ করিল। সে তরঙ্গ ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া কি সামান্য কথা! কিন্তু সেই বলবান ও সাহসী ব্যক্তি-গণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিকটে সিন্ধুতরঙ্গও পরাস্ত হইল। তাহারা অবশেষে বিপন্ন জাহাজের সন্নিহিত হইল এবং যথাসময়ে আরোহীদিগকে উদ্ধার করিল। তাহারা যখন ফিরিল, তখন আনন্দসূচক করতালি ধ্বনি ও ঈশ্বরের ধন্যবাদে সেই নগর

কম্পিত হইয়া যাইতে লাগিল। এখন প্রশ্ন এই, উক্ত বীর-প্রকৃতি পুরুষগণ স্বীয় স্বীয় স্ত্রীপুত্রকে অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া জীবন-সংশয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রশংসনীয় কার্য্য কি নিন্দনীয় কার্য্য করিয়াছিলেন? অনেকে বলিবেন, যে এরূপ আসন্ন বিপদ হইতে মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজের জীবন-সংশয় করা ও নিজের বিপদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। প্রাচীন হিন্দু নীতিশাস্ত্রে আছে:—

ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥

অর্থ—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরোপকারার্থে ধন ও জীবন উৎসর্গ করিবেন, কারণ যখন বিনাশ নিশ্চিত, তখন ভাল কার্য্যে ঐ সকল ব্যয় হওয়াই ভাল।—তুমি ইচ্ছা না করিলেও যখন মৃত্যু সমুদায় হরণ করিয়া লইবে, তখন কেন স্বইচ্ছায়, স্ববশে, সদানুষ্ঠানে তাহা দিয়া মনুষ্য জন্মকে সার্থক কর না? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—সমুদ্রের তরঙ্গ হইতে মানুষকে বাঁচাইবার জন্য জীবন দেওয়া ও স্ত্রীপুত্রকে পথের ভিখারী করা যদি প্রশংসনীয় কার্য্য হয়, তবে পাপ তাপ হইতে, সংসার দুর্গতি হইতে মানুষকে বাঁচাইবার জন্য জীবন দেওয়া কতগুণে প্রশংসনীয়? সংসার বিপদ তরঙ্গের মধ্যে যাঁহারা জীবন-রক্ষক নৌকা লইয়া বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কিরূপ উৎসাহিত করা উচিত? ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক কি আপনাদিগকে এই ব্রতে ব্রতী বলিয়া অনুভব করিতেছেন?

কিন্তু আর একটী কথা আছে। এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে কি আমরা জীবন-রক্ষক নৌকা মনে করিয়াছি? যাঁহারা এই নৌকাতে আরোহণ করিয়া পাপীর উদ্ধারের জন্য যাত্রা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তাঁহারা কি এই নৌকাকে বাস্তবিক জীবন-রক্ষক নৌকা বলিয়া অনুভব করিতেছেন? সত্য সত্যই কি দেখিয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন, প্রমাণ পাইয়াছেন, যে এই নৌকা দ্বারা জীবন রক্ষা হয়? তাঁহারা যখন সংসার সাগরের তরঙ্গে পড়িয়াছিলেন, তখন কি এই নৌকা তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়াছে? তাঁহারা যখন রিপুর ঝড়ে পড়িয়াছিলেন, তখন কি এই নৌকা তাঁহাদিগকে নিরাপদ করিয়াছে? যদি এরূপ কোনও প্রমাণ না পাইয়া থাকেন তবে কোন্ সাহসে এই নৌকা লইয়া বাহির হইতেছেন? নিজেদের পাপের জ্বালা যদি না জুড়াইয়া থাকে, কোন সাহসে পাপের জ্বালা জুড়াইবে বলিয়া লোককে ডাকিতেছেন?

শৈশবে যত্ন কর, যৌবনে সুরক্ষিত হইবে—দুইজন মেষব্যবসায়ী মেষ বিক্রয় করিতে যাইতেছে। একজন অপর জনকে বলিতেছে—"তোমার বরাত ভাল, তোমার মেষগুলি বাজার বসিবা মাত্র বিক্রয় হইয়া যায়, আমার মেষগুলির দুই চারিটী বিক্রয় হয়, অপরগুলি ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হয়। আচ্ছা ভাই, তোমার মেষগুলিকে এত সুন্দর কর কিরূপে? আমি ত খাওয়াইতে ও যত্ন করিতে ত্রুটী করি না, তথাপি আমার মেষগুলি তোমার মেষের মত হয় না, ইহার কারণ কি?" দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল—"আমি আমার মেষগুলিকে শিশুকাল হইতে যত্ন করি, রুগ্ন ও বৃদ্ধ মেষ কিনিয়া যত্ন করিলে সেরূপ হয় না, যেরূপ শিশুকাল হইতে যত্ন করিলে হয়।" কলিকাতার লোকেরা গোবৎসদিগকে বড় ক্লেশ দিয়া দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া থাকে। প্রায় সমস্ত দিন রাত্রি বৎসগুলি গলে রজ্জু দিয়া আবদ্ধ রাখা হয়। এই প্রখর গ্রীষ্মের দিনে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া তাহারা আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, তথাপি তাহাদের বন্ধন একটু উন্মুক্ত করা হয় না। ইহার ফল এই হয়, বৎসগুলি অচিরকালের মধ্যে জীর্ণ শীর্ণ, রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ক্রমে ঐ সকল গো-শিশু যখন বয়োবৃদ্ধি সহকারে ধেনু হয়, তখন তাহারা রুগ্ন, খর্ব্বাকৃতি, দুর্ব্বল ধেনু হইয়া থাকে। তাহাদের দুগ্ধ দিবার শক্তি তাহাদিগের মাতাদিগের ন্যায় থাকে না। এইরূপে দিন দিন গোবৎসের দুর্গতি হইতেছে। এইজন্য অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেই বলিয়া থাকেন যে দুগ্ধবতী ধেনু যদি চাও, তবে শৈশবকালে গো-শিশুদিগকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা কর। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম, জনসমাজেও এই নিয়ম। বালকদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেই ভাবী সমাজের পুরুষদিগকে উন্নত করা হয়। ব্রাহ্মসমাজের ভাবী অবস্থার বিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন ও সে সম্বন্ধে অনেক নিরাশকর ঘটনা দেখিয়া শঙ্কিত হইতেছেন, তাঁহারা যদি প্রত্যেক ব্রাহ্ম বালকবালিকার আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন বিষয়ে মনোযোগী হন, তাহা হইলে সেই নিরাশার কারণ অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে, বিশেষতঃ বালকবালিকার উন্নতি সম্বন্ধে প্রত্যেক গৃহস্থই কিছু না কিছু করিতে পারেন। প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ গৃহের বালকবালিকার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী হন, তাহা হইলেও অনেকটা কাজ হইতে পারে। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই, যে অনেক ব্রাহ্মপরিবারের অভিভাবকগণ নানা কার্য্যে সর্ব্বদা এতদূর ব্যস্ত যে স্বীয় স্বীয় গৃহের বালকবালিকাদিগকে বিশেষরূপে দেখিবার সময় হয় না। অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ভার গৃহিণীদের উপরে পড়িয়া যায়। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সমুচিতরূপে বালকবালিকার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতে পারেন, এমন গৃহিণীর সংখ্যা ব্রাহ্মসমাজে অদ্যাপি অল্প। এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য কি? যখন অভিভাবকগণ তাহাদের অধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির দিকে সমুচিতরূপে মনোযোগী হইতে পারিতেছেন না, তখন ব্রাহ্মসমাজের দিক হইতে যে কিছু উপায় অবলম্বিত হইতেছে বা হইবে, তাহাতে বালকবালিকাদিগকে যোগ দিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের বোধ হয় এরূপ ব্রাহ্মপরিবার অনেক আছেন, যাহাদের বালকবালিকাগণকে আজিও রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয়ে পাঠান হয় নাই। অথচ এই বিদ্যালয়ে কয়েকটী শিক্ষিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা আমাদের বালকবালিকার কল্যাণের উদ্দেশেই বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। দুঃখের সহিত ইহাও উল্লেখ করিতে হইতেছে যে, অনেক ব্রাহ্মপরিবারে অদ্যাপি পারিবারিক উপাসনার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অনেক ভবনে বালকবালিকা ধর্ম্মভাব বিহীন হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। এ

অবস্থা ত্বরায় দূর হওয়া আবশ্যক, নতুবা ব্রাহ্মসমাজের ভাবী অকল্যাণ নিবারিত হইবার আশা দেখা যায় না।

জাতীয়তা—সকল জাতীয় বৃক্ষ সকল দেশে জন্মায় না। কোন কোন বৃক্ষ দেশান্তরিত হইয়াও বেশ জীবন ধারণে সক্ষম, আবার কোন কোন জাতীয় বৃক্ষের ভিন্ন দেশীয় আবহাওয়া সহ্য হয় না। উদ্ভিজ্জ জগতে যে নিয়ম, জীব জগতেও সে নিয়ম অনেক পরিমাণে প্রযুজ্য, মানবের অধ্যাত্ম-প্রকৃতিও এ নিয়মের বহির্ভূত নহে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির সহিত জাতি বিশেষের এই প্রকার ঘনিষ্ট সম্বন্ধে যে প্রকৃতি গঠিত হয়, তাহাই সেই জাতির জাতীয়তা। এই জাতীয় প্রকৃতি মৌলিক এবং অনেক পরিমাণে অপরিবর্ত্তনীয়। এই জাতীয়তার আমূল সংস্কার সম্ভবপর নহে। যদি বা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও ইহা যে নিতান্ত বিপজ্জনক তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই, ইহার ফল, জাতীয় জীবনের তেজে হয় সে সংস্করণী শক্তি পরাস্ত ও পর্য্যুদস্ত হইবে, নতুবা ঘাতপ্রতিঘাতে সে জাতি উৎসন্নের পথে উপনীত হইবে। যাঁহারা সংস্করণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে, কোথায় এই জাতীয় প্রকৃতির প্রতিকূলে তাঁহারা গমন করিতেছেন। যদি অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহারা এই মৌলিক জাতীয় জীবনের প্রতিকূলগামী হন, তাহা হইলে তাঁহারা ব্যর্থকাম হইবেন।

ভারতের জাতীয়তা—ভারতের জাতীয়তা আধ্যাত্মিকতা। আজকাল আধ্যাত্মিকতা বলিলে সচরাচর যাহা বুঝা যায়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সে ভাবে বুঝিতেন না। তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা অন্তর্ম্মুখী। কে কত ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন, কে কতদূর অধ্যাত্মরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছেন, জানিতে হইলে, তাঁহারা দেখিতেন, কে কতদূর অন্তর্ম্মুখী হইয়াছেন, কে কতদূর বহিরিন্দ্রিয়ের ঘোর মায়াজাল কাটাইয়া আত্মাকে ধ্রুব সত্যরূপে স্পষ্ট দর্শন করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়াদির বন্ধনে পড়িয়াই আত্মা বহির্ম্মুখী হয়, সেই বহির্ম্মুখী আত্মাকে অন্তর্ম্মুখী করাই সকল সাধন ভজনের লক্ষ্য। জীব যখন অন্তর্ম্মুখী হইয়া আত্মস্থ হয়, তখনই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে। এমন কি, বহির্ম্মুখী হওয়াকেই তাঁহারা পাপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই জন্য বহির্ম্মুখী কর্ম্মকে তাঁহারা পাপের বন্ধন বলিয়া মনে করিতেন। যাহাদ্বারা চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হয়, যে কার্য্য দ্বারা মানবের প্রজ্ঞাচক্ষু বহিরিন্দ্রিয়ের প্রভাবে মলিন হইয়া যায়, যাহাতে আত্মা অন্তর্দৃষ্টি বিহীন হইয়া স্থূল দৃষ্টিতে জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করে, তাহাই পাপ, সুতরাং সর্ব্বথা পরিহর্য্য।

এই আধ্যাত্মিকতা ভারতের বিশেষ সম্পত্তি। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অমূল্যরত্নজ্ঞানে এই আধ্যাত্মিকতা প্রাণে পোষণ করিতেন। এই আধ্যাত্মিকতা হিন্দুর রক্তমাংসের সহিত এমনই ভাবে মিশিয়া গিয়াছে, যে এই দুর্গতির দিনেও বর্ণজ্ঞান বিহীন কৃষকের মুখে এমন সমস্ত আত্মজ্ঞান ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যাহা অন্য দেশের পণ্ডিতের নিকটও গৌরবের বিষয়। হিন্দুকে বৈরাগ্য শিখাইতে হয় না, বৈরাগ্য আমাদের শোনিতগত। এই অধোগতির দিনে আমরা ভোগ বিলাসের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছি, ইহা ক্ষোভের বিষয় হইলেও, সত্য কথা, কিন্তু তথাপি আমরা জানি, ইন্দ্রিয়ের বিষয় নশ্বর, ইন্দ্রিয়ের সুখ নশ্বর। যে জীবন এই নশ্বরের অনুসরণে অতিবাহিত হইল, তাহা জীবন নয়, মৃত্যু। আমরা মায়াতে ডুবিলেও, জানিয়া শুনিয়া ডুবি, আমাদের মৃত্যু অজ্ঞানতামূলক নহে। এখন আমাদের জাতীয় জীবনের মূলে সে তেজ নাই, যাহাতে এই সংসার সুখের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কঠোর সাধন দ্বারা অধ্যাত্মসত্য লাভে কৃতসংকল্প হই, আবার ঋষিদিগের সেই অমূল্য সত্যরাজিকে সজীব করিয়া তুলি, অন্য পক্ষে, পাশ্চাত্য জাতি দিগের ন্যায় বাহ্য সুখ সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধনের পক্ষেও আমাদের বৈরাগ্য-ভাব, জীবনের নশ্বরতা-জ্ঞান বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই আমরা কোন দিকেই জাতীয় সজীবতা দেখিতে পাইতেছি না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুত্ব।—ভারতের গভীর জাতীয় জীবনের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক পতিত হওয়াতে যে নূতন জীবন সঞ্চার হইতেছে, তাহারই অভিব্যক্তি—ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে জাতি এক ঘোর জড়তাতে অভিভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহাকে সেই মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার দায়ীত্ব ও গৌরব—ব্রাহ্মধর্ম্মের। যদি ব্রাহ্মগণের অপদার্থতা ও স্থূলদৃষ্টির জন্য ব্রাহ্মসমাজ সে গৌরব হইতে বঞ্চিত হন, তবে সে কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাই। এসময় সকল ব্রাহ্মেরই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, আমরা কি করিতে আসিয়া কি করিতেছি।

আমরা দেখিয়াছি, হিন্দুমনের গতি অন্তর্ম্মুখী। আমরা যদি সেই জাতীয় জীবনের প্রতিকূলে ধর্ম্মের নামে কোন বহির্ম্মুখী প্রণালী প্রদান করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে সে প্রণালী কখনই এদেশে বদ্ধমূল হইবে না। আমরা যদি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সাহায্যে আধ্যাত্মিক সত্যরাজি প্রচার করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত প্রয়াস বিফল হইবে। আর আমরা যদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত দাঁড়াইতে সমর্থ না হই, আমাদের তত্ত্বজ্ঞান যদি ইন্দ্রিয়াভিভূত হয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় পরিত্যাগ করিলে যদি আমাদের ভগবৎচিন্তা এক মহাশূন্যে পরিণত হয়, এক কথায়, আমরা যদি বহির্ম্মুখী হই, তাহা হইলে কোন্ হিন্দু আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবে? প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক-ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়ের বন্ধন কাটাইয়া আত্মস্থ হইতে না পারিলে কখনই এ ধর্ম্ম যাজন করা হয় না। ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিশিষ্ট কল্পনার সাহায্যে যদি চতুর্দ্দশ ভুবন ঘুরিয়াও আসি, তাহা হইলেও কখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না, অহোরাত্রও যদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলেও অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করা হয় না। হিন্দুদের আধ্যাত্মিকতা বড় একদেশদর্শী ছিল, তাই ধর্ম্ম-সংস্কারের প্রয়োজন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিবার জন্য অবতীর্ণ, ঋষিগণের অন্তর্ম্মুখী আধ্যাত্মিকতার প্রতি উদাসীন হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন একদিকে বাহ্য জগতে ও মানবের ইতিহাসে ব্রহ্মের অভি-

ব্যক্তি উপলব্ধি করিবে, অন্যদিকে আত্মায় অধিষ্ঠিত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া মানব জাতিকে অমৃতময় রাজ্যে লইয়া যাইবে। ব্রাহ্ম আপন জীবনে যেমন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবেন, সমাজ-জীবনেও অমৃতময়ের রাজ্য স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

কেন চাই?—একদিন একজন শিক্ষক তাঁহার অধীনস্থ বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বল ত, তোমরা বিদ্যা-শিক্ষা কর কি জন্য?" একজন উত্তর করিল—অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য। আর একজন বলিল—বিদ্যাশিক্ষা করিলে নাকি বিদ্বান হয়, সেইজন্য। আর জন বলিল—আমাদের কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা রক্ষা করিতে হইলে কিছু লেখাপড়া জানা চাই, সেইজন্য। আর একজন বলিল—লেখাপড়া শিখিলে খবরের কাগজ ও নভেল পড়া যায়, সেইজন্য পড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্ব্বশেষে একজন বলিল—পড়া না করিলে আপনি ও বাবা ঠেঙ্গান সেইজন্য বই সম্মুখে করে বসিয়া থাকি। আমি বিদ্যাশিক্ষাও করি না, উদ্দেশ্যও নাই।

আমাদিগের ধর্ম্মগুরু ঈশ্বর যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন—"তোমরা ব্রাহ্মসমাজে কেন এসেছ?" আমরা তাঁহার নিকট কি উত্তর দিতে পারি? আমরা যদি যথার্থ কথা বলি, তবে কি সেই বালকদিগের ন্যায় উত্তর করিতে হয় না? কাহাকেও বলিতে হয়—সমাজ সংস্কার করিতে, কাহাকেও বলিতে হয়—সংসার করিতে, কাহাকেও বলিতে হয়—একটু জনহিতকর কাজ করিতে,কাহাকেও বলিতে হয়—জাতি মানিনা ও পুত্তল পূজা করি না বলিয়া। কাহাকেও বলিতে হয়—প্রভো তুমি ধরিয়া আনিয়াছ বলিয়া আসিয়াছি, ধর্ম্ম করিবার মতলব নাই, তোমার গঞ্জনায় ধর্ম্মসমাজ সম্মুখে করে বসিয়া আছি। সকলে কি এই কথা বলিতে পারি—প্রভো, তোমাকে পাইবার জন্য, তোমার সেবা করিবার জন্য, তোমার চিহ্নিত দাস হইবার জন্য? আপন আত্মীয়স্বজন, আপন বন্ধু বান্ধব, পিতামাতাকে ক্লেশ দিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া কি আসল কথা ভুলিয়া গেলাম? ঈশ্বর করুন, আমরা যেন বলিতে পারি, "প্রভো, তোমার প্রীতির জন্য ও তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি।"

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য।

এ সংসারে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সর্ব্বদাই বিরোধ ঘটিতেছে। মানবের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, অপরের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। সময়ে সময়ে এক প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্যের সহিত অপর প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন এরূপ অবস্থা ঘটে যে এক প্রকার কর্ত্তব্য পালন করিতে গেলে অপর প্রকার কর্ত্তব্য পালনের ব্যাঘাত ঘটে। সে সময়ে লোকে সচরাচর যে কর্ত্তব্যটাকে গুরুতর বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে, তাহাই পালন করে; ইহা আমরা জীবনে প্রতিদিন করিতেছি। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর বিশ্রামপ্রাপ্ত দেহ মনের পুনঃপুষ্টি সাধনের জন্য সুনিদ্রা আমাদের প্রতি জনেরই পক্ষে নিজের প্রতি কর্ত্তব্য। কিন্তু যে দিন পরিবারস্থ কোনও আত্মীয়ের কোনও গুরুতর পীড়া উপস্থিত, যে দিন শিশু সন্তানটি রোগ যন্ত্রণায় ছট ফট করিতেছে, সে দিন নিদ্রাসুখে আপনাকে বঞ্চিত করাই কর্ত্তব্য। ইহা গৃহী মাত্রেই প্রতিদিন করিয়া থাকেন। শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহার করিতে যাইতেছি, তখন অন্ন পানের দ্বারা ক্ষুধা নিবারণই কর্ত্তব্য, কিন্তু এমন সময়ে একজন অতিথি উপস্থিত যাঁহার দুই দিন আহার হয় নাই, তখন সে অন্ন পান তাঁহাকে দিয়া নিজে অনাহারে থাকাই কর্ত্তব্য। এইরূপ সামান্য সামান্য বিষয়ে যেরূপ, গুরুতর বিষয় সকলেও সেইরূপ গুরুতর কর্ত্তব্যবুদ্ধির নিকটে লঘুতর কর্ত্তব্য সকল সর্ব্বদাই পরাস্ত হইতেছে। এই কলিকাতা সহরে যে সকল ইংরাজ গৃহস্থ দেখিতেছ, তাঁহারা কেমন স্বার্থ ও সুখান্বেষণে ব্যস্ত। তাঁহাদের পারিবারিক ভাব কিরূপ প্রবল! যে ভাবে তাঁহারা স্ত্রী পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুখবর্দ্ধনে মনোযোগী, দেখিলে বোধ হয়, সেই কর্ত্তব্য কার্য্যকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আজ সংবাদ আসুক যে পঞ্জাবে বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে, অথবা রুষগণ ভারতের উত্তর পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে পরদিনেই দেখিবে ঐ সকল ইংরাজ সেই স্ত্রী পুত্র পশ্চাতে ফেলিয়া সশস্ত্র হইয়া দেশ রক্ষার্থে ধাবিত হইবেন; তাঁহারা স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যকে পরিবার পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্যের উপরে স্থান দিবেন। মানব ইতিবৃত্তে দেখা যায়, এই নীতি অনুসারেই সমুদায় রাজ্য চিরদিন রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। রোম রাজ্যের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে রোমে যখন সাধারণ-তন্ত্র-প্রণালী প্রচলিত ছিল, তখন রোমে বেতনভোগী সেনাদল (standiug army) ছিল না। যখনই যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইত, তখন যুদ্ধযাত্রার জন্য সমুদয় প্রজাকে আহ্বান করা হইত, এবং তখন কৃষককে হল পরিত্যাগ করিয়া, বণিককে দোকানপাট বন্ধ করিয়া, যুদ্ধে গমন করিতে হইত, ওজর আপত্তি করিবার উপায় ছিল না; স্ত্রী পুত্রের সুখের দিকে চাহিবার অবসর থাকিত না। জাতি সকলে স্বদেশ রক্ষার আবশ্যকতা এতই গুরুতর রূপে অনুভব করিয়াছেন, যে জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশে এতদর্থে লোকের স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে। সেখানে যৌবন প্রাপ্ত পুরুষ মাত্রকেই কয়েক বৎসর সেনাদলে প্রবিষ্ট হইতে হয়। সে বিষয়ে লোকের স্বাধীনতা নাই। বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকিলে রাজপুরুষদিগের অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়।

এইরূপে প্রায় প্রত্যেক সভ্য সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে বড় বড় সহরের স্বাস্থ্যরক্ষাকে তাঁহারা এত গুরুতর কার্য্য মনে করেন, যে সেজন্য লোকের স্বাধীনতা হরণ করাও আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। তুমি দরিদ্র, বহুঋণগ্রস্ত, পুত্র কলত্র ভারে প্রপীড়িত, তোমার সাধ্য নাই যে তুমি দুই টাকা দিয়া নিজের সহরের স্বাস্থ্যের উন্নতির সহায়তা কর। কিন্তু তাহা হইবে না,

রাজবিধি দ্বারা মিউনিসিপালিটীকে এরূপ শক্তি দেওয়া হইয়াছে, যে তোমাকে বল প্রয়োগ দ্বারা সেই কর্ত্তব্য করাইবে, তুমি সহজে দুই টাকা না দেও, তোমার গোয়ালের গরুটা বিক্রয় করিয়া লইবে, তোমার দ্বার জানালা খুলিয়া বিক্রয় করিবে, স্কুলের গুণ্ডার দ্বারা তোমার কর্ত্তব্য তোমাদ্বারা করাইবে। ক্রমে সকল দেশেই সন্তানদিগের শিক্ষা বিষয়েও লোককে আইনের দ্বারা বাধ্য করা হইতেছে। তুমি যে বলিবে, আমি দরিদ্র, আমি কিরূপে সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইব? তাহা হইবে না, তোমাকে রাজদণ্ডের দ্বারা এ কার্য্য করান হইবে।

এই সকল রাজবিধি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, যে সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে মানবের এত ঔদাসীন্য, যে স্থল বিশেষে বল প্রয়োগের দ্বারা সে কার্য্য না করাইলে, উক্ত কর্ত্তব্য কার্য্যের লঙ্ঘনজনিত সমাজের গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবার কথা। এজন্য কর্ত্তব্য পালনে বল প্রয়োগ করাও আবশ্যক হইতেছে।

যাহা হউক, যে জন্য আমরা এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি তাহা এই—স্বদেশের প্রতি, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যটা এত গুরুতর যে তাহার নিকটে অপর সকল কর্ত্তব্যকে হীন করা হইতেছে। এখন প্রশ্ন এই, ব্রাহ্মসমাজের হস্তে মিউনিসিপালিটীর ন্যায় বল প্রয়োগের শক্তি নাই বলিয়া কি ব্রাহ্মগণ সমাজের প্রতি স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন হইবেন? গবর্ণমেণ্ট কাণে পাক দিয়া প্রত্যেক টাকার কিয়দংশ আদায় করিয়া লইতেছেন, তাহা প্রাণে সহিতেছে; তখন আর স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য বলিবার অবসর থাকিতেছে না, আর ব্রাহ্মসমাজ কাণে পাক দিতে পারিতেছেন না বলিয়া কি ইহার কার্য্য সকল অর্থাভাবে হীন ভাবাপন্ন হইয়া রহিবে? ব্রাহ্মগণ কি জগৎকে ইহাই দেখাইতে ইচ্ছা করেন, যে তাঁহারা ইংরাজের রুলের গুঁতাতে যাহা প্রতিদিন করিতেছেন, ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া, তাঁহার কার্য্যের জন্য তাহা করিতে প্রস্তুত নহেন? কতবার আলোচনা হইল, যে প্রত্যেক ব্রাহ্ম স্বীয় স্বীয় আয়ের কিয়দংশ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে দিবেন, এরূপ নিয়ম থাকিবে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের প্রতি আমাদের এতই ঔদাসীন্য, যে সে সকল আলোচনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। ইহার কারণ এই, প্রত্যেকই সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য অপেক্ষা নিজের সুখ ও নিজ পরিবার পরিজনের সুখকেই অধিক প্রিয় জ্ঞান করিতেছেন। এই ভাব যখন আমাদের মনের মধ্যে কার্য্য করিতেছে, তখন কি ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয়, যে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি দিন দিন ম্লান হইয়া যাইতেছে? যে সমাজকে আমরাই স্বার্থের উপরে স্থান দিতে পারিতেছি না, তাহাকে অপরে একটা মূল্যবান বস্তু কেন ভাবিবে? এরূপ স্বার্থপরতাতে ডুবিয়া কোন্ সম্প্রদায় কবে জগতে জয়লাভ করিয়াছে? এরূপ দুর্ব্বল অস্ত্রে কবে পৃথিবীর পাপপ্রবৃত্তি পরাজিত হইয়াছে? ব্রাহ্মগণ যাহাকে আপনাদের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসমাজ বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহার প্রতি তাঁহাদের যেরূপ ঔদাসীন্যবুদ্ধি, এরূপ বোধ হয় জগতের ইতিহাসে কখনও দেখা যায় নাই। মন্দিরের দ্বার খুলিয়া, পৃথিবীর পাপী এস এস, বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? সেই আহূত পাপীদিগের মধ্যে কেহ যদি বুদ্ধিমান থাকে, সে দাঁড়াইয়া বলিবে, যে ধর্ম্ম তোমাদের স্বার্থপরতা ও সংসারাসক্তিকে দমন করিতে পারিল না, তাহাতে আমাদিগকে ডাকিতেছ কেন? ইহার উত্তর ব্রাহ্মেরা কি দিবেন? এরূপ আত্ম-প্রবঞ্চনা ও লোক-প্রবঞ্চনা কতদিন চলিতে পারে? ঈশ্বরের সত্যরাজ্যে অসত্য কতদিন তিষ্ঠিতে পারে?

আধ্যাত্মিক উপাসনা।

সাধন।

২

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মের প্রথম সাধন ব্রহ্মদর্শন। বিষয়ে বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা চিত্ত স্থির করিয়া ঈশ্বর দর্শন লাভ করা যায়। পূর্ব্বোক্ত সাধনে প্রবৃত্তির দুইটী হেতু আছে, একটা অভাবাত্মক, অন্যটী ভাবাত্মক। ভাবাত্মক কারণটি সাধনের প্রথম অবস্থায় বিশেষ কার্য্যকরী হয় না। বৈরাগ্য ও প্রেম সাধনে প্রবৃত্তি জন্মাইবার হেতু, এই পৃথিবীর সব অসার, স্ত্রী পুত্র, ধন জন সব, দুই দিনের জন্য; এই দেহটা পর্য্যন্ত চিরদিন থাকিবে না, ইত্যাকার ভাব প্রাণে দৃঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইলে কষ্ট সাধ্য সাধন করিতে মানুষ কুণ্ঠিত হয় না। মানবের চিত্ত অবলম্বন ব্যতীত থাকিতে পারিত না। সংসার, স্ত্রীপুত্র, ধনজন, মান সম্ভ্রমকে অবলম্বন করিয়া মানুষ দিন কাটাইতে ছিল; ঈশ্বর কৃপায় যখন তাঁহার মনে এই ভাব জাগ্রত হয়, এই সকলের অসারত্ব অনুভব করিতে পারে, তখন এই মৃত শবের ন্যায় অসার সংসারকে সম্মুখে লইয়া বসিয়া থাকিবার আর তাঁহার ইচ্ছা হয় না। মৃত শবের ন্যায় সকল বৈরাগ্যের অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া জীবন্ত ও স্থায়ী বস্তুর অনুসন্ধানে সে বহির্গত হয়। যথার্থ বৈরাগ্য জীবনে আসিলে সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে। বৈরাগ্যের জন্য বৈরাগ্য হয় না। যখন সংসার ও ধন জনে মায়া রহিয়াছে, স্ত্রীপুত্রে আসক্তি রহিয়াছে সঙ্গলালসা আছে—কিন্তু জোর করিয়া বৈরাগ্য ভাব অবলম্বন করা হইল। বৈরাগ্য সাধনের জন্য আহার, সামান্য পরিধান, সুখের ব্যাঘাত করা হইল। অমুক ব্যক্তি সন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়া দেশে ধর্ম্মের আগুন জ্বালিয়াছিল, এ ভাব দ্বারা পরিচালিত হইলে যথার্থ ফল লাভ হয় না। মানব প্রাণে বৈরাগ্যের একটা অবস্থা আছে, যাহা কাহারও কাহারও প্রাণে বিশেষ ভাবে প্রজ্বলিত হয়, তাহার নিজেদের বিশেষ সাধনা করিতে হয় না। মৃতশব আমরা প্রতিদিন দেখি, কিন্তু বুদ্ধ যে চক্ষু দ্বারা দেখিয়া ছিলেন, সে চক্ষু দিয়া দেখিলে আমরা আজ নিশ্চিন্ত মনে সংসার করিতে পারি না।

অন্যের জীবনের বৈরাগ্য দর্শন করিলে, অন্যের জীবনের বৈরাগ্য আলোচনা করিলে, জীবনে বৈরাগ্য লাভ হয় না। অন্যের জীবনের বৈরাগ্য দর্শন করিয়া তাহা অনুকরণ করা যায় না। বৈরাগ্য আত্মজীবনে উপলব্ধির ফল। স্থির চিত্তে আত্মজীবনের অসারতা, স্ত্রী পুত্র পরিবারের অস্থায়ীত, জগতের সকল বস্তুর চঞ্চলতা দর্শন করিতে করিতে জীবনে বৈরাগ্যের

ভাবের উদয় হয়। যথার্থ বৈরাগ্য প্রাণে আসিলে সর্ব্ব প্রকার ত্যাগ তাঁহার নিকট অতি সহজ হইয়া যায়, সর্ব্ব প্রকার সুখ সৌভাগ্য তিনি অক্লেশে পরিত্যাগ করেন। আহারে অনাহারে, গৃহে ও বৃক্ষতলে, তাঁহার তুল্যজ্ঞান। বৈরাগ্যের জন্য যাঁহারা বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্তে অভিযোগ প্রকাশ করেন। আর একটী ত্যাগকে অতি গৌরবের সহিত দর্শন করেন। মন যখন গভীরভাবে আপনার ও জগতের পরিণাম বিষয়ে চিন্তা করে, তখন এই সংসারের ধন জনের অসারতা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। সুরাপায়ীরা যেমন মনের ক্লেশ উপস্থিত হইলে সুরাপান করিয়া চিত্তকে ভুলাইয়া রাখে, সেই প্রকার মানুষ আপন পরিণাম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনের অশান্তিকে দূর করিবার জন্য সন্তানের আধ আধ স্বর, আত্মীয় পরিজনের প্রেম, টাকাকড়ির প্রলোভন দ্বারা মনকে ভুলাইয়া রাখে। মনকে যতই নিজের ও জগতের পরিণাম চিন্তা করিতে অবসর দেওয়া যাইবে, ততই বৈরাগ্যের ভাব উজ্জ্বল হইবে। জীবনে বৈরাগ্য না থাকিলে ঈশ্বরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে না। চিত্ত সংযমের পক্ষে বৈরাগ্য প্রধান সহায়। যেখানে ধন সেখানে মন। যে বিষয়ে চিত্তের গতি, সেই বিষয়ে মন অজ্ঞাতসারে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাইয়া ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসে। মন স্থির করিবার জন্য যেমন একদিকে "নেতি নেতি" জপ করিতে হয়, অন্যদিকে ধ্যান ধারণা দ্বারা আত্মস্থ হইতে অভ্যাস করিতে হয়। অনেক সময় দুই ঘণ্টা ধ্যানে বসিলে দুই সেকেণ্ড ধ্যান হয় কি না সন্দেহ। যথার্থ আধ্যাত্মিক যোগের অবস্থা অতি দুর্লভ। ব্রহ্মের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম ও অতি সহজ! অন্য অস্তিত্ব হইতে পৃথক করিয়া দর্শন করা অতি কঠিন। আপনার চক্ষু দ্বারা আপনার চক্ষুকে দর্শন করা যেমন কঠিন, অনেকে ব্রহ্মকে পৃথকরূপে দর্শন করা তাদৃশ সাধ্যাতীত কার্য্য বলিয়া মনে করেন। এই কাঠিন্য হইতেই অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি। যেমন উচ্চ গণিতবিজ্ঞান বুঝিতে ও ধারণা করিতে মনের উৎকর্ষ সাধন অত্যন্ত প্রয়োজন, সেই প্রকার সর্ব্বাপেক্ষা যে বৃহৎ **সত্য—"ঈশ্বর"** তাহা জানিতে আত্মা ও মনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ সাধন অত্যন্ত প্রয়োজন। জড় চিন্তায় অভ্যস্ত চিত্ত সেই সূক্ষ্মস্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শন করিতে যাইয়া গলৎঘর্ম্ম হইয়া পড়ে। নিদ্রা, তন্দ্রা, কল্পনা মনকে ব্যতিব্যস্ত করে। যোগ পথাবলম্বীরা বলেন, শক্তিসঞ্চার না করিলে মন সেই মহাসত্যকে ধারণা করিতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী বিগত-পাপ চিত্তে ঈশ্বরদর্শনশক্তি আপনি উপস্থিত হয়। মনের শক্তি সঞ্চারের জন্য ইন্দ্রিয়-সংযম অত্যন্ত প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য মনের দুর্ব্বলতার কারণ! এক ব্যক্তি অন্যের চিত্তে ঈশ্বর দর্শনের জন্য শক্তি সঞ্চার করিতে পারে কি না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু যিনি বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া, ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী হইয়া অধ্যাত্মযোগ অভ্যাস করেন, তিনি নিশ্চয় ব্রহ্ম-দর্শন করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মের স্বরূপ হৃদয়ে অনুভূত হইলে আত্মাতে ভাবাবেশ হয়, ঈশ্বর শক্তির ক্রিয়া অনুভব করা যায়—কিন্তু তাহা যথার্থ দর্শন নহে। কূটস্থ হইয়া আত্মাতে সমাধি হইলে, অনিমেষ দৃষ্টি বিশিষ্ট ব্রহ্ম আত্মাকে আবরণ করিয়া, অনুপ্রাণিত করিয়া কোলে করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহা উজ্জল ভাবে দেখা যায়। সেই চিন্ময় ব্রহ্মের দৃষ্টি লাভ না করিয়া যে দর্শন, তাহা অদ্বৈত ভাবে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু যে দর্শন দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে সম্মিলন, তাহা যথার্থ দর্শন। দুঃখভাগী মানবের পক্ষে সেই দর্শন অতি দুর্লভ। সেই দর্শন লাভের জন্য যিনি প্রার্থী তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। মানুষ যখন সেই দৃষ্টিলাভ করে, তখন সে উন্মত্ত হয়। বিদ্যুৎবৎ সেই দৃষ্টি কখনও কখনও কাহার ভাগ্যে ঘটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী করা কজনের জীবনে হইয়াছে? প্রার্থনা ও কীর্ত্তনাদিদ্বারা মানবের ধর্ম্ম জীবনের সহায়তা হয় বটে, কিন্তু অধ্যাত্মযোগে ব্রহ্মদর্শন না হইলে, জীবাত্মার মুক্তি হয় না। এই দর্শন লাভ হইলে মানব-আত্মার সংশয় অন্ধকার দূর হয়। আর বিজ্ঞানের সাহায্যে ঈশ্বরে অস্তিত্ব প্রকাশ করিতে হয় না।

প্রতিভাশালী মানবের দৃষ্টিতে একজন লোক পড়িলে যেমন সে **মেস্‌মেরাইজ** হইয়া যায়, সেই অনন্ত শক্তির আধার ব্রহ্মের দৃষ্টিতে পতিত মানব আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। তখন সেই দৃষ্টির ইঙ্গিতে সে পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারে, সর্ব্বস্ব ছাড়িতে পারে, তখন প্রেম সাধনে প্রবৃত্ত করিবার হেতু বলিয়া গণ্য হয়। তখন তাঁহার ইচ্ছা পালন মানবের জীবনের ব্রত হয়। পাপীর উদ্ধারব্রত তখন কল্পনার বস্তু নহে। সেই দৃষ্টির অনুরোধে পৃথিবীর সেবায় সে ব্যস্ত, নরসেবা তখন তাহার জীবনে যেমন সুন্দর, আর কোথাও তেমন নাই! যে পরিত্রাণ পায় নাই, সে পরিত্রাণের মন্ত্র ঘোষণা করিতে পারে না।

এই প্রকারে ঈশ্বর দর্শন হইলে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম যোগে জীবাত্মা পরমাত্মার সেবা করিয়া, পূজা করিয়া ধন্য হয়।

ধর্ম্ম ও সমাজ।

ধর্ম্ম ব্যক্তিগত জীবনের সহিত অনন্তের মিলনে উৎপন্ন, ইহা মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের বিশেষ সম্বন্ধ, এস্থলে অন্য মানুষের বড় একটা সম্বন্ধ নাই। এ সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে শরীরটাকে লোকালয় হইতে দূরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন না হইলেও, প্রাণটাকে ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয় হইতে পৃথক করিয়া আত্মার অন্তরের কোলাহল শূন্য বিজন প্রদেশে লইয়া যাইতে হইবে। সে বিজন প্রদেশে এ পৃথিবীর কোন সাড়াশব্দ পৌঁছিলেই সমস্ত পণ্ড হইয়া গেল। সেখানে সান্ত অনন্তের ক্রোড়ে আত্মহারা, সে শুভ মুহূর্ত্ত সান্তে অনন্তে একাত্মবোধ।

সমাজ মনুষ্য মনুষ্যের সম্বন্ধ, এখানে মনুষ্য বহির্মুখী হইয়া অপরের সহিত মিলিত হয়, পরস্পরের সেবা ও সাহায্যে রত হয়। সমাজে মানুষ স্বার্থের অন্বেষণে ঘোরে বটে, কিন্তু স্বার্থচিন্তাই সমাজ গঠনের মূল কারণ নহে। সাধারণের মঙ্গল কামনা হইতেই সমাজের উৎপত্তি, সাধারণ মঙ্গলের উপরই

সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সমাজে মানুষ স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত জীবন লাভ করে, তাই সমাজ ধর্ম্মের সহায় ও ধর্ম্মের সাধন ক্ষেত্র। স্বার্থচিন্তা মানবাত্মাকে বন্ধন করে, কিন্তু সাধারণ মঙ্গল চিন্তা মানুষকে মুক্ত করে। এই সাধারণমঙ্গল ধর্ম্মের সহিত একতা সূত্রে বদ্ধ, মনুষ্যের সম্বন্ধের মধ্যে পরমাত্মা বিদ্যমান।

সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হইলেও পার্থক্যও বিস্তর। ধর্ম্ম মানবাত্মাকে অন্তর্ম্মুখী করে, পরমাত্মাকে লাভ করিতে হইলে আপন আত্মার অন্তঃপুরে গমন করিতে হইবে। কিন্তু মানুষ যখন অপর মনুষ্যের সহিত মিশিতে যায়, জন সমাজের সেবার প্রবৃত্ত হয়, তখন মানবাত্মাকে বহির্ম্মুখী হইতেই হইবে। এ ভাবে দেখিলে আমরা ধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে একটা বিপরীত ভাব দেখিতে পাই। ভাব বিরোধী হইলেও, বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ নাই। বস্তু মাত্রেরই দুটি প্রকৃতি থাকে, একটি অন্তঃ-প্রকৃতি, একটি বহিঃ-প্রকৃতি। যখন কোন বস্তু আপন অন্তঃ-প্রকৃতিতেই আবদ্ধ থাকে, তখন তাহা অপরের জ্ঞানের অগোচর; লোকের জ্ঞান গোচর হইতে হইলে তাহাকে আত্ম প্রকাশ করিতে হইবে। এই আত্ম-প্রকাশেই তাহার বহিঃ-প্রকৃতি প্রকটিত হয়। একটি চিন্তা যখন চিন্তা-মাত্রেই অবস্থিত থাকে, তখন তাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায় না, তাহাকে জ্ঞানের বিষয় করিতে গেলেই তাহা একটি বাক্যে পরিণত হইল। এই বাক্যটী সেই চিন্তাটির বহিঃ-প্রকৃতি। বৃক্ষ আপন অন্তঃ-প্রকৃতিতে বীজাকারে অবস্থিত, বীজের আত্ম-বিকাশে তাহার বহিঃ-প্রকৃতি প্রকাশ পায়। এই জড় দেহের সহিত আত্মার কি নিগূঢ় সম্বন্ধ তৎসম্বন্ধে যদিও এখন মানব জ্ঞান কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই, তথাপি ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে জীবাত্মা আপন সত্তা প্রকটিত করিতে যাইয়াই এই জীবদেহ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই দেহই আত্মার বহিঃ-প্রকৃতি। আত্মার বহির্ব্বিকাশে এই জীবদেহ উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু সে বিকাশ দেহের সীমাতেই আবদ্ধ নহে। যখন আত্মা দেহের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্য দেহের আশ্রয়ী আত্মার সহিত মিলিত হয়, নানা প্রকার সম্বন্ধে আত্ম-প্রকাশ করে, তখনই পরিবার, ও পরে সমাজ গঠিত হয়। এই বিকাশ নানা প্রকার রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু কোন না কোন বাহ্যবিকাশ থাকিবেই থাকিবে। এই ভাবে দেখিলে দেখা যায়, যে অন্তঃ ও বহিঃ প্রকৃতি এক অচ্ছেদ্য সূত্রে বদ্ধ। এই উভয় প্রকৃতির মধ্যে যে বিরোধী ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা বাস্তব নহে, দৃশ্যতঃ মাত্র। উভয়ই একই বস্তুর দুটী বিভিন্ন দিক মাত্র। মানব সমাজ মানবাত্মারই বাহ্য বিকাশ, বহিঃ-প্রকৃতি। মানবাত্মার অন্তঃপ্রকৃতির পরিস্ফুরণে ধর্ম্মভাব প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে, আবার বহিঃ-প্রকৃতির পরিস্ফুরণে সমাজ সুদৃঢ় ও পবিত্র হয়, সমাজে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হয়। আত্মার অন্তঃ-প্রকৃতিকে তাহার গভীরতা ও বাহ্য প্রকৃতিকে পরিসর বলা যাইতে পারে। আত্মার উন্নতির পক্ষে একদিকে তাহার গভীরতা বৃদ্ধির যেমন প্রয়োজন, অন্যদিকে তাহার পরিসর বৃদ্ধিরও তুল্যরূপ প্রয়োজন, একের অভাবে অন্য অর্দ্ধাঙ্গ মাত্র। একদিকে যেমন গভীর অন্তর্ম্মুখী আধ্যাত্মিক সাধন দ্বারা পরমাত্মার সহিত যোগস্থাপন করিয়া আত্মার গভীরতা বৃদ্ধি করিতে হইবে, তেমনই অন্যপক্ষে-প্রেমে মানব জাতির সহিত এক হইয়া, সাধারণমঙ্গল সাধন ব্রতে ব্রতী হইয়া আত্মার পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইবে। এতদুভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ এত নিগূঢ় যে একের উপযুক্তরূপ উৎকর্ষ না হইলে অপরের উন্নতি সম্ভবপর নহে। যাঁহারা একদেশদর্শী হইয়া কেবল একাঙ্গের উৎকর্ষ সাধনেই যত্নশীল হন, তাঁহারা কখনই সফল-মনোরথ হইতে পারিবেন না। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই উভয় অঙ্গের তুল্যরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে অভ্যুদয় হইয়াছে। ঈশ্বর করুন, ব্রাহ্মগণ এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যাজনকরিতে সমর্থ হন।

স্বর্ণ খনির দেশ।

(ভবানীপুর সুবার্বান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।)

কোনও প্রদেশে প্রজা সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সে প্রদেশের শ্রমজীবিগণ অতি দীন দরিদ্র। তাহাদের অধিকাংশের এরূপ অবস্থা যে মাসের অধিকাংশ দিন এক বেলা খাইয়া থাকিতে হয়। যদি দেশে অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয়, তবে ত আর কথাই নাই; তাহাদের গৃহে হাহাকার রব উপস্থিত হয়, এবং তাহাদিগকে সপরিবারে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতে হয়। ঐ প্রদেশের প্রজাকুল এইরূপ দারিদ্র্য ক্লেশে কালাতিপাত করিতেছে, এমন সময়ে দেশে এক জনরব উঠিল যে কয়েক শত মাইল দূরে একটা সুবর্ণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানে যে শ্রমজীবী লোক যাইতেছে তাহারই অন্নের সংস্থান হইতেছে। এই জনরব প্রচার হইলে ঐ দরিদ্র প্রজাগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিল—"চল ভাই, উঠিয়া সেই দেশে যাই। এখানে আর বাস করিয়া সুখ কি? এ অনাহার যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। সেখানে এত লোকে কর্ম্ম পাইতেছে, আমরাও নিশ্চয় পাইব। যখন তাহারা পরামর্শ করিয়া সে দেশে গমন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল, তখন তাহাদের সঙ্গীদের মধ্যে অনেকে তাহাদিগকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলিল, "ও জনরব মিথ্যা, স্বার্থপর লোকে লোক প্রবঞ্চনার জন্য ওরূপ জনরব তুলিয়া দিয়াছে। নির্ব্বোধেরাই এই জনরব শুনিয়া যাইবে।" কেহ বলিল, "হউক অন্নকষ্ট, পৈতৃক ভিটা কি ছাড়িয়া যাওয়া যায়! না খাইতে পাই এইখানেই পড়িয়া থাকিব। এই ভাবেই বংশ পরম্পরাক্রমে এই খানে কাটাইয়াছে, আমরা আজ একটা নূতন কিছু করিয়া তুলিতে পারি।" কেহ বলিল, "বাপ্‌রে! এতটা পথ যাওয়াও ত সহজ নয়। এতটা শ্রম করা ত আমার সাধ্য নয়। এইরূপে অনেকে অনেক প্রকার সমালোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কতিপয় প্রতিজ্ঞারূঢ় ব্যক্তি কিছুতেই ভগ্নোদ্যম হইল না। তাহারা যথাসময়ে গ্রামের বাস উঠাইয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সেই দূরদেশে গমন করিল।

তাহারা যাওয়ার পর কয়েক বৎসর গত হইল। তাহাদের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তাহারা বাঁচিয়া রহিল কি সপরিবারে মারা পড়িল তাহার স্থিরতা নাই। ইতিমধ্যে এদিকে এক বৎসর বড় মন্বন্তর উপস্থিত। প্রজাকুল আর আহার পাইতেছে না। মজুরি মিলে না—ভিক্ষাও মিলে না। এরূপ অবস্থাতে আবার কয়েক জন প্রজা একত্র হইয়া পরামর্শ করিল, চল ভাই দেখিয়া আসি, সেই যে আমাদের কতক-গুলি সঙ্গী দেশ ছাড়িয়া স্বর্ণখনির দেশে গেল, তাহাদের সংবাদ ত আর পাইলাম না। চল না দেখিয়া আসি; যদি তাহাদের দীন দশা বাস্তবিক ঘুচিয়া থাকে, তবে আমরা আর কেন এখানে পড়িয়া কষ্ট ভোগ করি।" এই বলিয়া আবার কয়েক জন লোক সেই স্বর্ণ খনির দেশের অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহারা গিয়া দেখে তাহাদের পুরাতন সঙ্গীদের আর সে দশা নাই। তাহারা সেখানে এক একটী সুন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। এক একজন যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেহ কেহ শ্রমিক দলের অধিপতি হইয়া খাটাইতেছে; কেহ কেহ খনির কাজ ফুরাইয়া লইয়া প্রচুর ধন লাভ করিতেছে। তাহাদের চেহারা, রীতি নীতি সমুদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় লক্ষ্মীশ্রী হইয়াছে। নবাগত শ্রমিকগণ পুরাতন বন্ধুদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। তখন যাহারা পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তাহাদের জন্য মনে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। আহা, তাহারা কত ক্লেশই পাইতেছে! তখন তাহারা পূর্ব্বাগত বন্ধুদিগকে ব্যগ্রতা সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিল, "ওগো চল, তোমাদের দুই একজন একবার আমা-দের সঙ্গে দেশে চল। তোমাদের চেহারা দেখিলেই তাহাদের ভ্রম ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাহারা দলে দলে এদেশে উঠিয়া আসিবে। আমরা কয়েক জন লোকে এই সুখে থাকিব, আর তাহারা দুঃখ কষ্টে মরিবে, ইহা ভাল নয়। চল তাহাদিগকে আনি।" এই বলিয়া তাহারা পূর্ব্বাগত সঙ্গিদের দুই এক জনকে লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল। তাহাদিগকে দেখিয়া সেই দরিদ্র দেশের সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। হাতে ধন হইলে লোকের চেহারা যেরূপ ফিরিয়া থাকে, তাহাদের চেহারা সেরূপ ফিরিয়াছে। হাতে দুই দশ টাকা আছে; দেশে আসিয়া দান ধ্যান করিতেছে। তখন লোকের মনে আর সংশয় রহিল না। যাহারা অনাহারে ক্লেশ পাইতেছিল, তাহারা তখন একবাক্যে স্থির করিল যে স্বদেশ হইতে সেই স্বর্ণখনির দেশে গমন করিবে। যথাসময়ে দলে দলে লোক সেই দেশে গমন করিতে লাগিল।

ধর্ম্ম প্রচারের প্রণালী এই। জনরব উঠিয়াছে যে দেশে স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেখানে গেলে দরিদ্র জনের দরিদ্রতা আর থাকে না। কিন্তু কেবল এই জনরব উঠিলে চলিবে না। দেখিতে হইবে এমন কেহ আসিয়া সাক্ষ্য দিতেছে কি না, যে সেই স্বর্ণের খনির দেশে গিয়া তাহার অবস্থা ফিরিয়াছে। সে যদি মুখে বলে—"হাঁ আমার অবস্থা ফিরিয়াছে তাহা হইলেও হইবে না, তাহার চেহারা দেখিয়া তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ কি না যে তাহার অবস্থা ফিরিয়াছে। সে যখন তোমাদের নিকট আবার আসিতেছে, তখন তাহাকে দেখিয়া বুঝিতেছ কি না যে সে স্বর্ণ খনির দেশের লোক? যদি বাস্ত-বিক খনি বাহির না হইয়া থাকে, যদি বাস্তবিক দরিদ্রের দারিদ্র্য না ঘুচিয়া থাকে, তবে মিথ্যা জনরব কতদিন থাকিবে? কিছুদিন হইল কলিকাতা সহরে স্বর্ণখনির এক জনরব উঠিয়া-ছিল। স্বর্ণখনি, স্বর্ণখনি বলিয়া লোকের একটা বাতিক উপস্থিত হইল। এমন বাতিক যে লোকে স্বর্ণখনির শেয়ার কিনিবার জন্য উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিল। একশত টাকার শেয়ার পাঁচ শত টাকাতে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু দুই মাস যাইতে না যাইতে জানা গেল যে, স্বর্ণখনি পাওয়া গেল না, আশা করা গিয়াছিল পাওয়া যাইবে, সে আশা পূর্ণ হইল না। তখন সর্ব্বনাশ! একশত টাকার "শেয়ার" তখন পাঁচ টাকাতে বিক্রয় করা কঠিন। যাহারা অনেক টাকার শেয়ার কিনিয়াছিল, তাহারা ধনে প্রাণে মারা পড়িল। চতু-র্দ্দিকে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল।

ব্রাহ্মগণ বলেন ব্রাহ্মধর্ম্ম এক স্বর্ণেরখনি—এক অমৃতেরখনি। এই খনির দেশে উঠিয়া আসিলে, পৃথিবীর দরিদ্র জনের দারিদ্র্য দুঃখ আর থাকিবে না। এটা কি গুজব না সত্যকথা? এই খনির দেশে উঠিয়া গিয়া যাহাদের দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচিয়াছে, চেহারা ফিরিয়াছে এরূপ কয়েক জনের নাম কর। দেখি তাহারা কিরূপ সাক্ষ্য দেয়। সাবধান! এই স্বর্ণের খনিতে যদি স্বর্ণ না পাইয়া থাক, তবে বৃথা গুজব তুলিয়া শেয়ারের দাম বাড়াইও না। সে গুজব আর অধিক দিন থাকিবে না। কিছুদিনের মধ্যেই লোকের চক্ষু ফুটিয়া যাইবে, তখন তাহারা আর বৃথা জনরবে ভুলিবে না, তোমাদের ব্রাহ্ম শেয়ার তখন আর দুই টাকা দিয়াও কেহ কিনিবে না। স্বর্ণের খনি পাইয়াছ কি না পরীক্ষা করিয়া দেখ।

পাঁচ ফুলের সাজি।

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণং॥"

হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার, হোম, দান, এবং তপস্যা করিয়া থাক, তৎসমুদায় ঈশ্বরেতে (আমাতে) অর্পণ কর।

2. St Paul,

"Whatever ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God."—

যাহা কিছু তুমি আহার বা পান কর, বা যাহা কিছু তুমি (অনুষ্ঠান) কর, সকলি ঈশ্বরের গৌরবার্থে করিবে।

3. Bulwer Lytton.

"If we went at noonday to the bottom of a deep pit, we should be able to see the stars, which on the level ground are invisible.—Even so, from the depths

of grief-worn wretched, seared, and dying—the blessed apparitions and tokens of heaven make themselves visible to our eyes."

"মধ্যাহ্ন কালে গভীর গর্ত্তের নিম্নে যাইলে, সমভূমীর উপর হইতে অদৃশ্য নক্ষত্রগণ আমরা দেখিতে পাই। তেমনি, গভীর শোকের মধ্য হইতে (অন্য সময়ে অদৃশ্য) স্বর্গের ছায়া এবং চিহ্ন সমূহ নয়নগোচর হয়।

৪। তুলসীদাস,—

"সব্‌কি ঘট্‌মে হরি হৈঁয়,
পর্ ছান্‌তা নহি কোই।
নাভিকা সুগন্ধ মতা নহি জানত,
ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই।"

সকল ঘটেই হরি আছেন; অথচ কেহ চিনিতে পারে না। কস্তুরীমৃগ নাভিতে সুগন্ধ আছে না জানিয়া ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করে।

5. Shakespeare.—

"Conscience is a thousand swords."

বিবেক সহস্র অসির সমান।

"Use every man after his desert, and who should scape whipping?"

প্রত্যেক লোকের প্রতি যদি তাঁহার যোগ্যতা অনুসারে ব্যবহার করা যায়, তবে কে বেত্রাঘাত হইতে রক্ষা পায়?

"Virtue is bold and goodness never fearful."

সাধুরা নির্ভীক এবং সততা কখনই ভীত হয় না।

6. Tennyson—

"Self-reverence, self-knowledge, self-control. These three alone lead life to Sovereign-power."

আত্মমর্য্যাদা, আত্মজ্ঞান এবং আত্মসংযম—কেবল এই গুণত্রয় জীবনকে সর্ব্বোচ্চ শক্তির অধিকারী করে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী পত্রিকা

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়, নিম্নলিখিত পত্রখানি আপনার পত্রিকাতে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন:—

ভাষার মাহাত্ম্য।

সংস্কৃতভাষা হিন্দুসমাজে দেবভাষা। পূজা অর্চ্চনা, মন্ত্র-তন্ত্র সবই সংস্কৃতভাষায় না হ'লে আর চলে না। উক্ত ভাষার জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক, অর্থ বুঝুক আর নাই বুঝুক মন্ত্রাদি মুখস্থ করিয়া সংস্কৃতেই পড়িতে হইবে। দেবতারা যেন অন্য কোন ভাষা জানেন না।

ব্রাহ্মসমাজ প্রধানতঃ হিন্দুসমাজের লোক লইয়া গঠিত। অন্য সমাজের লোক এখানে অতি অল্পই আছেন, তাই উপাসনা, বক্তৃতাদিতে সংস্কৃত শ্লোকের এত আদর। "সত্য কথা বল" বলা চেয়ে "সত্যং ব্রূয়াৎ" বলিলেই যেন কথাটার মূল্য অধিক হয়। একবার উৎসবের সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ইংরাজিতে ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিয়াছিলাম, তাহাতেও "সত্যংজ্ঞান-মনন্তং" শ্লোকটী উচ্চারিত হইয়াছিল! বোধ হইল যেন সংস্কৃতে এ শ্লোকটী না বলিলে আর উপাসনাই হইতে পারে না।

ব্রাহ্মসমাজ নামে সার্ব্বভৌমিক হইলেও বস্তুতঃ হিন্দুভাবাপন্ন। "সব সমাজের ভাল জিনিষগুলি গ্রহণ করিতে হইবে," আমরা বলিয়া থাকি, কিন্তু গ্রহণ করিবার বেলায় গণ্ডী ছাড়িয়া বাহির হইতে পারি না। তাই কোন সংস্কারে হাত দেওয়ার পূর্ব্বে আমরা হিন্দুশাস্ত্র থেকে তদনুযায়ী শ্লোক বাছিতে বসিয়া যাই। সহজ ব্যাখ্যা কিম্বা "আধ্যাত্মিক" ব্যাখ্যার আবরণে তাহাদিগকে দাঁড় করাইয়া কি যেন মহাপাপ থেকে নিজকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে যাই। স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, কেন না শাস্ত্রে আছে "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ"। অবরোধ প্রথা ভাল নয়, কেন না রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে অবরোধ প্রথার উল্লেখ নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই হিন্দুভাবের প্রাদুর্ভাব দিনদিনই ব্রাহ্মসমাজে বাড়িতেছে। সেদিন শুনিলাম, বোলপুরের শান্তি নিকেতনের ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠার সময়ে "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়" হইয়াছে, কোথায় বা ব্রাহ্মমতে পোষ্য পুত্র গ্রহণের পাতি দেওয়া হইতেছে। এত গেল উন্নতিবিরোধী সমাজের কার্য্য। কিন্তু সংপ্রতি শুনিতেছি, উন্নতিশীল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষ স্থানীয় কেহ পারিবারিক অনুষ্ঠানে পর্য্যন্ত সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ মফঃস্বলের আদর্শস্থল। তথাকার অগ্রণীগণ কোন পথ অবলম্বন করিলে, উহা শীঘ্রই মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী তাঁহারা যেন এখন বিবাহের মন্ত্র সংস্কৃত পড়াইলেন, যুবক যুবতী কোন মতে উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু আমাদের মত সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্রাহ্মেরা যেখানে বাস করেন, সেখানে কি করে এই সব অনুষ্ঠানকার্য্য সম্পন্ন হইবে? তারপরে যখন অন্যান্য অনুষ্ঠানে এই সংস্কৃত মন্ত্র অধিকার বিস্তার করিবে তখনত মহা-বিপদ। ছেলে মেয়েদিগকে জন্মাবধি সংস্কৃত শিক্ষা না দিলে তাহারা বাড়ীর অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিতে পারিবে না।

এখন একটা কথা উঠিতে পারে যে ব্রাহ্মসমাজ স্বাধীন মতের সমর্থক। কেহ ইচ্ছা করিলে সংস্কৃতে তাহার অনুষ্ঠানাদি করিতে পারেন, ইহাতে কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার নাই। ভাল; সংস্কৃত যদি তাঁহার মাতৃভাষা হয় অথবা উক্ত ভাষায়ই যদি তিনি কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন, তিনি বিনা আপত্তিতে সংস্কৃতে উপাসনা প্রভৃতি নিজ সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানাদি করিতে পারেন, কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না, কিন্তু ছেলে মেয়ের বিবাহে কিম্বা অন্যকে নিয়া কোন অনুষ্ঠানে তিনি মাতৃ ভাষা চেয়ে সংস্কৃতের প্রাধান্য কি করে স্থাপন করেন, বুঝিতে পারা যায় না।

ব্রাহ্মসমাজ অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজও অটলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এমন হিন্দুভাবরূপ কীট ইহার মূলদেশে প্রবেশ করিয়া ইহার সার্ব্বভৌমিকত্বরূপ জীবনী-শক্তিকে বিনাশ করিতে পারিলেই এই সব ভাষার স্রোতে

ইহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার সমাজ রক্ষা করুন।

অচিন্দু ব্রাহ্ম।

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়।—বিগত ২রা জুন সোমবার হইতে উক্ত শিক্ষালয় আবার খোলা হইয়াছে। এখন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার জন্য বালিকাদিগকে প্রস্তুত করা হইবে, এরূপ স্থির হইয়াছে। তদনুসারে প্রবেশিকা পরীক্ষার শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক বি, এ, ও শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুহ বি, এ, দুইজন অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয় স্কুল স্থাপনের সময় যে একখানি "ওমনিবস" গাড়ি দান করিয়াছিলেন, তাহা এতদিন বসিয়াছিল, সম্প্রতি দুইটী ঘোড়া ক্রয় করিয়া গাড়িখানি খাটান হইতেছে। বালকবালিকা-গণ ঐ গাড়িতে স্কুলে আসিতেছে। আমরা আশা করি যাহারা বালিকাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিবার পক্ষে, তাঁহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া এই স্কুলে স্বীয় স্বীয় বালিকাদিগকে প্রেরণ করিবেন।

ব্রাহ্ম বালকদিগের বোর্ডিং—পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বিগত এপ্রিল মাসের প্রথম হইতে ব্রাহ্ম-বালক-দিগের জন্য একটী বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ৮ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালকদিগকে লওয়া হয়। বিশেষ স্থানে এ সীমাকে অতিক্রম করা হয়। আপাততঃ বালকগণ বোর্ডিংএ দুইজন ব্রাহ্ম শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া যে যে স্কুল বা কলেজে তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, সেই স্কুল বা কলেজে গিয়া পড়িয়া আসে। বোর্ডিংএ প্রতিদিন প্রাতে সংক্ষিপ্ত উপাসনা পূর্ব্বক দিবসের কার্য্যারম্ভ হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে বালকদিগকে লইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন প্রভৃতি করা হয়। গ্রীষ্মের বন্ধের পর বালকের সংখ্যা ৯টী হইয়াছে। আরও কয়েকটী বালকের অভিভাবকের নিকট হইতে আবেদন পাওয়া গিয়াছে। ২০টী বালকের নাম পাইলেই একটী বড় বাড়ী লইয়া ইহার উন্নতির বিশেষ উপায় অবলম্বন করা যাইবে। আপাততঃ বালকসংখ্যা অধিক হওয়ায় বোর্ডিংটী ৪৫।৩ নং বেনিয়াটোলা লেন হইতে তুলিয়া ৪ নং কলেজ স্কোয়ারে লইয়া যাওয়া হইতেছে। [illegible] যাঁহারা স্বীয় স্বীয় বালক-দিগকে এই বোর্ডিংএ রাখিতে চান, তাঁহারা ১লা জুলাইএর পর লিখিতে হইলে, ৪ নং কলেজ স্কোয়ারে শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ নন্দী বি, এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে পত্র লিখিবেন।

ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রম বা ব্রাহ্মওয়ার্কারদিগের শেল্‌টার—ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রম ৪৫।৩ বেনিয়াটোলা লেন হইতে উঠিয়া ১০।৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে আসিয়াছে। এই বাড়ীটী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সন্নিকট। এখানে আসিয়া নবভাবে ও নব-উৎসাহের সহিত আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিবার সূচনা হইতেছে। বিগত তিন মাসে ব্রাহ্ম-বন্ধুদিগের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা প্রায় ১৫৩ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, শুভ কর্ম্মের দান ৩২ টাকা। ঈশ্বর করুন, এই আশ্রমের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের প্রকৃত সহায়তা হয়।

উৎসব।—টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের সহ-সম্পাদক লিখিয়া-ছেন:—

সবিনয় নিবেদন,—তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ জন্য টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম বার্ষিক উৎসবের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম বার্ষিক উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ব্রহ্মকৃপায় গত ২১এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার হইতে ২৪এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

২১এ জ্যৈষ্ঠ—বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারপর উৎসবের উদ্বোধন, বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

২২এ জ্যৈষ্ঠ—শুক্রবার প্রাতে উপাসক মণ্ডলী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানাথ মজুমদার মহাশয়ের বাসা হইতে একটী সঙ্গীত করিতে করিতে নূতন মন্দিরের সম্মুখভাগে উপস্থিত হন। সঙ্গীত শেষ হইলে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া শ্রীযুক্ত গুরু-গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী প্রার্থনা করেন। তৎপর আর একটী সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করা হয়। সঙ্গীত শেষ হইলে বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনা করেন। উপাসনান্তে "ধর্ম্মে বিশ্বাস" বিষয়ে উপদেশ দেন। তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র গুহ মহাশয় প্রার্থনা করেন। পরে সঙ্গীতান্তে এবেলার কার্য্য শেষ হয়। মধ্যাহ্নে সংক্ষেপে উপাসনান্তে পাঠ ও আলোচনা হয়। বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। রাত্রিতে উপাসনা হয়। বাবু দুর্গানাথ মজুমদার মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র গুহ মহাশয় প্রার্থনা করেন এবং তৎপর সঙ্গীত হয়।

২৩এ জ্যৈষ্ঠ—শনিবার প্রাতঃকালে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র গুহ মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপা-সনার শেষে শ্রীমন্মহর্ষির ব্যাখ্যা হইতে সময়োপযোগী একটি উপদেশ পাঠ হয়। পরে সঙ্গীত হয়। অপরাহ্নে আলোচনা হয়। রাত্রিতে উপাসনা হয়। বাবু মথুরানাথ গুহ উপাসনার কার্য্য করেন এবং বিশ্বাস বিষয়ে উপদেশ দেন।

২৩এ জ্যৈষ্ঠ—রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা হয়। বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপা-সনান্তে ভিক্ষুকদিগকে তণ্ডুল ও অবস্থা বিশেষে কাহাকে কাহাকে তণ্ডুল ও পয়সা বিতরণ করা যায়। অপরাহ্নে সমাজের বার্ষিক সভা হয়। সন্ধ্যারপর উপাসনা হয়। বাবু গুরু-গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে বৈষ্ণব সাধুদিগের জীবন অবলম্বনে উপদেশ দেন। অদ্য দুইবেলার উপাসনাতে আমাদের প্রেমাস্পদ বন্ধু স্থানীয় উকীল

বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সুললিত সঙ্গীত দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব উৎসবের ন্যায় এবার আমরা অধিক বন্ধুসমাগম লাভ করি নাই। আমাদের উপাসকমণ্ডলীর অনেকে অনুপস্থিত ছিলেন। এবার আমাদের উৎসব সম্পূর্ণ বাহ্যিক আড়ম্বর শূন্য। কিন্তু উপাসনার ভাবের গভীরতা ও মধুরতা আমাদের সর্ব্বপ্রকার ক্ষতিপূরণ করিয়াছে। বাহ্যিক আড়ম্বর যে ব্রহ্মোৎসবের প্রকৃত আয়োজন নয়, তাহা আমরা এবার প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি। বাহ্য আড়ম্বর পূর্ণ কোন অনুষ্ঠান অভাবেও আমরা প্রচুর রূপ ব্রহ্মকৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। ভগবান করুন্ এবারকার উৎসবাগত পুণ্য, প্রেম ও শান্তি আমাদের জীবনগত হইয়া স্থায়ী বলবিধান করুক।

বাগেরহাট হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—

অদ্য ৯ বৎসর যাবৎ এই বাগেরহাটে প্রতি সপ্তাহে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু নানা কারণ বশতঃ সমবেত উপাসনার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহ ছিল না। পরমেশ্বর কৃপা করিয়া আমাদের সেই অভাব দূর করিলেন। এ মন্দির নির্ম্মাণের ভিতরে তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

মন্দির প্রতিষ্ঠা ও উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস এবং ব্রাহ্ম পরিচারক শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়দ্বয় এখানে আগমন করেন। পিরোজপুর হইতেও কয়েকটি ধর্ম্মবন্ধু আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রে আমাদের সাবেক উপাসনার স্থানে (অর্থাৎ শ্রীযুত বাবু আনন্দ চন্দ্র সেন উকিল মহাশয়ের গৃহে) উৎসবের উদ্বোধন হয়। বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অদ্যকার উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে, বাইবেলে যীশুখৃষ্ট একটি গল্প দ্বারা উপদেশ দিয়াছেন, "যাহারা আলো প্রজ্জলিত করিয়া বরের জন্য অপেক্ষা করে তাহারাই সুচতুর।" আমরা বিশ্বাস ও ভক্তির আলো জ্বালিয়া প্রভুর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিব। তিনি আমাদের হৃদয়াকাশে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবেন। কিন্তু কখন তাঁহার শুভাগমন হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তিনি যখনই আসুন না কেন, আমরা নিয়তই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিব। প্রাণনাথকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আলো প্রজ্বলিত করিয়া জাগ্রত থাকাই ধর্ম্মরাজ্যে বুদ্ধিমানের কার্য্য।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ঐ স্থানে উপাসনা হয়। এবং নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের স্থূল মর্ম্ম এই, আমাদের এতদ্দেশীয় এক জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ইংলণ্ডে এক ধনীর গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম দিন যখন আহারে বসিলেন, তখন তাঁহার পত্নীকে দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইলেন। ইংরাজ সমাজে এই নিয়ম আছে যে, বাটীর কর্ত্রী যদি অতিথিকে আদর ও অভ্যার্থনা না করেন, তবে অতিথি বড়ই অসম্মানিত হন, সুতরাং ইংলণ্ডীয় নিয়ম অনুসারে আমাদের বন্ধু গৃহ কর্ত্রীকে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে লজ্জিত হইতে ছিলেন, কিন্তু যখন আহার আরম্ভ হইল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন, একখানা ইজি চেয়ারে একজন স্ত্রীলোক বসিয়া রহিয়াছেন এবং পিছনে পিছনে আর একজন লোক তাঁহাকে ঠেলিয়া আনিতেছে। তখন গৃহ স্বামী নিকটস্থ হইয়া বাঙ্গালী অতিথিকে কহিলেন, "মহাশয়! ক্ষমা করিবেন। ইনি আমার স্ত্রী। ইনি ভয়ানক বাত রোগে আক্রান্ত হইয়া কথা বলিবার শক্তি বিহীন এবং উত্থান শক্তি রহিত হইয়াছেন, এজন্যই যথা সময় আপনাকে অভ্যর্থনা করিতে পারেন নাই। ইহাঁর সমুদয় সেবা শুশ্রূষা আমি স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া থাকি। ইহাঁর পরিচর্য্যাতেই আমার সুখ। আমি ইহাঁর মুখে আহার্য্য তুলিয়া দি, এবং পুস্তক পাঠকালে পাতা উল্টাইয়া দি।" বাঙ্গালী ভদ্র লোক ইংরেজ ধনীর রুগ্না ভার্য্যার প্রতি অলৌকিক অনুরাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মানুষের প্রেমেই লোকে এরূপ আত্মত্যাগ করিয়া থাকে, ঈশ্বরে প্রেম জন্মিলে, লোকে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আত্মত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না কি? প্রেমের আদি অন্ত, ত্যাগের ব্যাপার। যেখানে আত্মত্যাগ নাই সেখানে প্রেম নাই। আমরা স্বীয় স্বীয় হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া যদি দেখিতে পাই, পরমেশ্বরের সেবার জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তত আছি, তবেই জানিতে পারিব যে, তাঁহার প্রতি আমাদের প্রেম জন্মিয়াছে। কথায় প্রেম হয় না। প্রেমের চিহ্ন ত্যাগ স্বীকারে।

অদ্য বৈকালে ঐ গৃহে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া পতাকা হস্তে কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে নব-মন্দির দ্বারে উপস্থিত হন। সম্পাদক বাবু হরিনাথ দাস মহাশয় মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া একটি প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করেন। তৎপরে সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিলে, অত্রত্য প্রধান মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় মুদ্রিত প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করেন। পরে হরিনাথ বাবু উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "এই মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে আমরা আশাতিরিক্ত সাহায্য পাইয়াছি। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মহোদয়গণও যথেষ্ঠ সাহায্য করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহিত করিয়াছেন, অদ্য তাঁহাদের চরণে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। তৎপর শিতিকণ্ঠ বাবু অতি সুমিষ্ট ভাষায় প্রতিষ্ঠাপত্রের ব্যাখ্যা করেন। তৎপর নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। উপদেশের স্থূল মর্ম্ম এই,—ব্রহ্ম মন্দিরে আসিয়া লোক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; মিথ্যা বাদী, মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করে; কুকর্ম্মান্বিত লোক, সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; ক্রোধী অক্রোধী হয়। ইহার কারণ কি? ব্রাহ্মেরা কি যাদু জানে? বাস্তবিক ব্রাহ্মেরা যাদু জানে না। ব্রাহ্মদিগের যিনি উপাস্য দেবতা তিনিই যাদুকর। তাঁহার যাদুতে সকলেই পরিবর্ত্তিত হন। ব্রহ্মমন্দিরে আগমনের ইহাই বিশেষ ভাব। এখানে আসিলে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য।

২০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, অদ্য প্রাতঃকালে কাশী বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের স্থূল মর্ম্ম এই যে, বিলাতে এক জন লর্ডের পুত্র পারিবারিক দুর্বিপাক বশতঃ

স্থানান্তরে গমন করেন, কিন্তু তিনি নানা শ্রেণীর লোকের সহিত মিলিত হইয়াও কোন কুক্রিয়ায় লিপ্ত হন নাই। যখনই তাঁহার নিকট প্রলোভন উপস্থিত হইত, তখনই তিনি মনে মনে বলিতেন, "আমি লর্ডের পুত্র, আমি কি অন্যায় কার্য্য করিতে পারি?" এখানে লর্ডের পুত্র স্বীয় বংশ মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া পাপ হইতে বিরত ছিলেন। আমাদের পিতা মহান্ পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার দিক চাহিয়া আমরা কি পাপ হইতে বিরত থাকিতে পারিব না? সন্তান অন্যায় কার্য্য করিলে পিতা দুঃখিত হন, তাব মুখ মলিন এবং বংশে কলঙ্ক আরোপিত হয়। আমরা ব্রহ্মসন্তান হইয়া, পবিত্র ব্রহ্মবংশে কি কলঙ্ক আনয়ন করিতে পারি? পিতার প্রাণে আঘাত দিতে পারি? এই বিষয়টী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলে ধর্ম্মপথে চলিতে আমাদের প্রভূত উপকার হয়।

অদ্য অপরাহ্ণে নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয়। বহুলোক কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে বাজারে উপস্থিত হইলে, নবদ্বীপ বাবু, কাশী বাবু এবং হরিনাথ বাবু উত্তেজিত ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপরে কীর্ত্তন দল মন্দিরে প্রত্যাগত হইলে, হরিনাথ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

অদ্য বৈকালে রিপন হলের প্রাঙ্গনে নবদ্বীপ বাবু ভারতের আধ্যাত্মিক অবস্থার সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। শিতিকণ্ঠ বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী ও সারগর্ভ হইয়াছিল। শুক্রবার রাত্রিতে উৎসবের শান্তি বচন হয়।

ভ্রম সংশোধন।

গত ১লা আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে ব্রাহ্মসমাজ কলমে অনবধানতা বশতঃ দুইটি ভ্রম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু সত্যরঞ্জন দাসের কন্যার নামকরণের সংবাদে শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের "দৌহিত্রীর" পরিবর্ত্তে "পৌত্রী" হইবে। এবং বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসুর বিবাহের দিন ৪ঠা জুন লেখা হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে ৩রা জুন হইবে। ১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে বাবু কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহ ১০ই জানুয়ারী না হইয়া "১০ই মে" হইবে।

NOTICE.

The second quarterly meeting of the General Committee of the Sadharan Brahmo Samaj will be held on Thursday the 14th July 1892, at the premises of the City College, 13 Mrizapur Street at 5½ P.M. The presence of the members of the Commitee is earnestly solicited.

List of Business.

1. Quarterly report and accounts.
2. Appointment of Auditors.
3. To consider the letter of Babu Kunjabehari Sen for revising the following rules of the S. B. Samaj.

(ক) ১১শ নিয়মের ৪র্থ পংক্তিতে আছে যে "পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া গৃহীত হইবে"। "গৃহীত হইবে" এই কথার পরিবর্ত্তে "কার্য্যের দোষ গুণ সমালোচনা পূর্ব্বক সভ্যগণ নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন" এইরূপ হইবে।

(খ) উক্ত ১১শ নিয়মের ২য়• প্যারায় আর একটী এইরূপ নিয়ম করা হউক যে "উক্ত কার্য্য বিবরণ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া এই সভার পরবর্ত্তী কোন স্থগিত অধিবেশনে গৃহীত হইবে এবং তাহা এক মাসের মধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।"

(গ) ১৩শ নিয়মের শেষ দুই পংক্তিতে অর্থাৎ "অন্যূন ৩০ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে অধিবেশনের কার্য্য হইতে পারিবে না" এই কথা কয়েকটীর পূর্ব্বে "অধ্যক্ষ সভার সভ্য ব্যতীত" এই কয়েকটী কথা বসিবে।

(ঘ) ২৯শ নিয়মের ২য় প্যারায় "১০ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্য হইতে পারিবে" এই কয়েকটী কথার পূর্ব্বে "কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য ব্যতীত" এই কয়েকটী কথা বসিবে।

(ঙ) ৩৯শ নিয়মের ২য় প্যারায় প্রথম পংক্তিতে "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের" এই কথা গুলির পরে "অধ্যক্ষসভার সভ্যগণ ব্যতীত" এবং ২য় পংক্তিতে "অধ্যক্ষসভার" এই দুইটী কথারপর "কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ ব্যতীত" এই কয়টী কথা বসিবে।

(চ) ১৫শ নিয়মে "ধনাধ্যক্ষ" এই কথার পরে "ও দুই জন হিসাব পরীক্ষক" এইরূপ হইবে।

(ছ) ২০শ নিয়মের পরে আর একটী নূতন নিয়ম হইবে যে "হিসাব পরীক্ষকগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব সম্বন্ধে নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নাম স্বাক্ষর করিবেন।"

(জ) ২২শ নিয়মের ২য় প্যারায় ৪র্থ পংক্তিতে "কার্য্য নির্ব্বাহক সভার" এই কথার পরিবর্ত্তে "অধ্যক্ষসভার" এইরূপ হইবে।

4. To consider the following proposals from Babu Dwarkanath Ganguli.

(ক) এই সভার মতে ইহা প্রার্থনীয় নহে যে ২১ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে এবং বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিবার উপযুক্ত শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ বিবাহ করেন। এইরূপ যোগ্যকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বিবাহ হইলে ব্রাহ্মসমাজের তাহার সহায়তা করা কর্ত্তব্য নহে।

(খ) এই সভার মতে ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় যে ব্রাহ্মসমাজে অনেক বিবাহ শারীরিক সৌন্দর্য্য, বংশ, জাতি প্রভৃতির প্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া সম্পন্ন হইতেছে। নারীজাতির সুশিক্ষা ও সদাচারের প্রতি দৃষ্টি না রাখায় ব্রাহ্মবিবাহের উচ্চ আদর্শ ক্রমে মলিন হইয়া যাইতেছে; ভবিষ্যতে নারীজাতির সুশিক্ষার ব্যাঘাত জন্মিবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং এরূপ হীন আদর্শের বিবাহ ব্রাহ্মসমাজ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন না।

5. Miscellaneous.

17th June 1892.
S. B. S. Office.

KRISNADAYAL RAY,
Secy. S. B. Samaj.

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৬ই আষাঢ় প্রকাশিত।

তত্ত্বকৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
৭ম সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ শুক্রবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

অতৃপ্তি।

নীরস হৃদয় কিছুতে না বসে,
মন যেন ছুটিয়া বেড়ায়;
শান্তিহীন দিন কাটিছে বিরসে,
হৃদিক্ষেত্র মরুভূমি-প্রায়।

কি হলো? সকলি কেন শুকাইল?
প্রিয়বস্তু সবি পুরাতন?
প্রকৃতির শোভা কে হরিয়া নিল,
কেন তৃপ্তি না পায় নয়ন?

আজ কেন ফুল পুরাতন লাগে?
আজ পাখী পুরাতন গায়,
শুনিলে সুস্বর, প্রাণে নাহি জাগে
সে আনন্দ সুধা-ধারা প্রায়!

স্নেহপূর্ণ মুখ দেখিয়া যাদের,
ভুলিয়াছি দুঃখ কষ্ট কত,
আজ পুরাতন সে মুখ তাদের,
প্রেমহীন পাষাণের মত।

দ্যুলোকে ভূলোকে যত যা দেখেছি,
মনোরম পবিত্র সুন্দর,
হৃদয়ের পটে লিখে যা রেখেছি,
কল্পনার বর্ণে মনোহর।

কিছুই লাগে না; আজ উদাস পরাণ,
কি হারায়ে যেন কিছু চায়,
কোথায় কি খোঁজে না পায় সন্ধান!
বিষাদেতে তাই ডুবে যায়।

এরূপে অস্থির বাহিরে ভিতরে,
মন যেন ছুটিয়া বেড়ায়;
গভীর অতৃপ্তি যেন পশিয়া অন্তরে,
নিরাশাতে হৃদয় ডুবায়!

এরূপে সাধক করে হাহাকার,
অবিশ্রান্ত প্রার্থনা সহায়ে;
দেখ হে নিরাশে আশার সঞ্চার,
ব্রহ্ম-কৃপা নামিল হৃদয়ে।

আসে বেগবতী স্রোতস্বতী সম,
সেই কৃপা হৃদয়-আলয়ে;
নিবাইল তাপ—অতৃপ্তি বিষম;
আবর্জ্জনা যায় ধুয়ে লয়ে।

রোগেই আরোগ্য বিধাতার বিধি
তবে কেন হওরে নিরাশ?
ছাড়িলে না ছাড়ে প্রভু কৃপানিধি,
তবে কেন কর অবিশ্বাস?

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

মৃত্যুতে জীবন—যীশু একদিন বলিলেন—"গোধূম বীজ বিনষ্ট না হইলে তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয় না, সেইরূপ না মরিলে জীবন পাওয়া যায় না।"* ইহার দৃষ্টান্ত তাঁহারই জীবনে প্রাপ্ত হওয়া গেল। তাঁহার জীবদ্দশাতে তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা বড় অধিক হয় নাই। যে দ্বাদশ জন শিষ্যকে তিনি স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য বিশেষ ভাবে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাঁহারা ও সংকটের দিনে তাঁহার অনুগমন করিলেন না। যে সময়ে তিনি ধৃত ও রাজদ্বারে নীত হন, সে সময়ে একমাত্র পিটার ভিন্ন আর কাহাকেও তাঁহার সহচর দেখা যায় নাই। যখন তাঁহাকে ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়, তখন কোনও পুরুষ শিষ্য সাহস করিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারেনাই; কেবল "কতকগুলি স্ত্রীলোক, (যাহারা গালিলি প্রদেশ হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, ও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিত) দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে ছিল।" ঐ ভয়ঙ্কর

দিনে যীশুর মৃত দেহ ক্রুশ কাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়া বহুক্ষণ রহিল, কোনও শিষ্যের দেখা নাই; সায়ংকালে আরিমেথিয় প্রদেশের একজন ধনী লোক,—নাম জোশেফ—আসিয়া তাঁহার মৃতদেহ চাহিয়া লইল এবং সমাহিত করিতে লইয়া গেল। যাঁহারা বলেন যীশু স্বয়ং পূর্ণ ভগবান,মানবাকারে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং যাহাঁরা ইহাও বলেন যে যীশু অবিশ্বাসী জগতের বিশ্বাসউৎপাদনের জন্ত অনেক অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তাহাদের পক্ষে ইহা একটী চিন্তার বিষয় যে স্বয়ং ভগবান|ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ও এত অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াও কি অবশেষে এই কয়েক জন মাত্র শিষ্য সংগ্রহ করিলেন। এবং যাহাদিগকে সংগ্রহ করিলেন তাহারাও অনুগমন করিতে সাহসী হইল না। এত অলৌকিক ক্রিয়ার ফল কি এই হইল!!

সে যাহা হউক, যীশুর জীবনে যাহা হইল না তাঁহার মৃত্যুতে তাহা সংঘটন করিল। তাঁহার মৃত্যুর পরেই দেখা যায় যে ১২০ জন শিষ্য যেরুশালেম নগরে সমবেত হইলেন ও এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়া নিরন্তর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যু শিষ্য দলের মধ্যে তিনটী বিশেষ ভাব আনিয়া দিল (১ম) একতা, (২য়) ব্যাকুলতা, (৩য়) নির্ভর। তাঁহারা সকলে একবাক্যে পিটারের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া দলবদ্ধ হইলেন; একসঙ্গে বাস, একসঙ্গে আহার, একসঙ্গে সাধন করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়তঃ সকলে একবাক্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিরন্তর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৃতীয়তঃ সকলেই উৎসুক হইয়া ঈশ্বরের করুণার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই তিনটী বীজ হইতেই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়াছে; এই তিন ভাব হইতে যে মহাশক্তি জন্মিয়াছে তাহাই জগৎকে জয় করিয়াছে।

কিন্তু প্রশ্ন এই যীশুর জীবন অপেক্ষা মৃত্যুর শক্তি এত অধিক হইল কেন? উত্তর;—মৃত্যুই তাঁহার জীবনের প্রকৃত মূল্য প্রকাশিত করিল; তাঁহার প্রেমের গভীরতা যে কত ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা যে কত, বৈরাগ্য যে কিরূপ অকৃত্রিম তাহা প্রকাশ করিয়া দিল। এরূপ মৃত্যু না হইলে জীবনের এ সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতনা। বৈরাগ্য না হইলে ধর্ম্মের শক্তি জাগে না। শাক্যসিংহ সন্ন্যাস না লইলে তাঁহার প্রাণে কত ব্যাকুলতা ছিল, তাহা জগৎ বুঝিতে পারিত না; তাঁহার প্রতি মানব কুলের প্রগাঢ় ভক্তিও জন্মিত না। এই জন্যই বিশ্বাসী সাধুজন বলিয়াছেন মৃত্যুতেই জীবন। যীশু প্রাণ দিয়া জগতে এমন জীবন সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, যে তাহার অনুধ্যানে দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র লোকে জীবন পাইতেছে। এখনও তাহার অবসান নাই; এখনও ভাবুকগণ প্রতিদিন নব নব সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিতেছেন। সাংসারিকতার মৃত্যু হউক, দেখিবে সেই চিতাভস্ম হইতে আধ্যাত্মিকতার অভ্যুদয় হইবে।

ব্যগ্রতার সহিত বীজ বপন কর, ধৈর্য্যের সহিত ফলের প্রত্যাশা কর।—বাঙ্গালি জাতির প্রকৃতি কিছু অধিক ভাব-প্রবণ। হৃদয়ের গভীরতা অল্প; অল্পেই ভাবের উচ্ছ্বাস উৎপন্ন হয়; এবং সেই উচ্ছ্বাসেই আমরা আত্ম-তৃপ্ত হইয়া থাকি। ভারতের অন্যান্য জাতির, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যবাসী জাতি সকলের ও আমাদের মধ্যে এই প্রভেদ যে তাঁহাদের অন্তরে অগ্নির উত্তাপ অধিক, আমাদের অন্তরে অগ্নির প্রভা অধিক। অগ্নির দুই ধর্ম্ম, তাপ ও দীপ্তি। মহারাষ্ট্রীয় বা মান্দ্রাজবাসিগণের অন্তরে তাপ আছে; নিকটে না গেলে বুঝিতে পারা যায় না; আমাদের অন্তরে দীপ্তি আছে, যাহা দূর হইতে দেখা যায়; কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। আমাদের চিত্তের লঘুতা ও ভাব-প্রবণতা আমাদের ধর্ম্ম-সাধনের মধ্যে ও প্রবেশ করে। ভাবের পরিতৃপ্তিতেই আমরা পরিতৃপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি; তদপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী ফলের প্রতি আর দৃষ্টি থাকে না। যে সকল ফল লাভ করিবার জন্য কালবিলম্বের প্রয়োজন, সে সকল ফলের আশায় আমরা ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি না। অথচ ধর্ম্ম জীবনের স্থায়ী ফল সকল কালসাপেক্ষ। অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে আম্র বৃক্ষ রোপণ করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা পরেই ফল পাওয়া ইন্দ্রজালেই সম্ভবে; প্রকৃতিরাজ্যে এরূপ অসঙ্গত ত্বরা নাই। প্রকৃতি অসহিষ্ণু মানবের ব্যস্ততার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। তুমি চাও আর না চাও তোমাকে পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিতেই হইবে, তবে উৎকৃষ্ট কলমের আম্রটী আহার করিতে পারিবে। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কলাপের মধ্যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ অভাব আছে, এই জন্যই আমাদের কার্য্য সকল ক্ষণিক উত্তেজনা-ময় ও অস্থায়ি-ফল-প্রদ হইতেছে। একজন চারিদিকে বক্তৃতা ছড়াইয়া বেড়াইতেছেন, এক এক স্থানে দুই দিন তাহা লইয়া একটু চর্চ্চা হইতেছে, তৎপরে সমুদায় কালগর্ভে বিলীন হইতেছে। অপর এক ব্যক্তি কতকগুলি ব্রাহ্মবালিকা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের শিক্ষা ও ধর্ম্মোন্নতি লইয়া পড়িয়া আছেন। এই উভয়ের কার্য্যে আপাততঃ অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে। যিনি সদ্বক্তা, তিনি হয় ত লোকের দৃষ্টিকে অধিক আকৃষ্ট করিতেছেন, তার যিনি বালক বালিকার শিক্ষা লইয়া আছেন তিনি হয় ত লোকের দৃষ্টিকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতেছেন না। কিন্তু দশ বৎসর পরে ইঁহাদের উভয়ের কার্য্যে আর এক প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হইবে; তখন হয় ত সদ্বক্তা মহাশয়ের কার্য্যের ভগ্নাবশেষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, অপর দিকে দ্বিতীয় ব্যক্তির শ্রমের ফল স্বরূপ সমাজ মধ্যে ধর্ম্মভাব-সম্পন্ন অনেকগুলি যুবক যুবতী প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ইহারা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া যে খানেই যাইবে সেই খানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের শক্তিকে বিকীর্ণ করিবে। স্থায়ী ফল বিলম্বেই ফলে; অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সে ফলের প্রত্যাশা করিতে হয়।

ঈশ্বরের জন্য বড় কাজ কর, ঈশ্বরের বড় সাহায্য পাইবে—এ উক্তিটী আমাদের নহে। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে উইলিয়ম কেরী যখন ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ ইংলণ্ডে প্রচার-সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেন, সেই সময়ে তিনি এক উপদেশ দিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে এই সত্যটী ঘোষণা করিয়াছিলেন। তদবধি এই মহাবাক্যটী অনেক স্থলে উদ্ধৃত

হইয়াছে; এতদ্বারা অনেক বিশ্বাসীর হৃদয়কে দৃঢ় করিয়াছে। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে দিবসে প্রথমে ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের সংকল্প হয়। কেরী তাহার প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা, এবং তিনিই তাহার প্রথম পথপ্রদর্শক। কেরীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকগণের বিদিত আছে। এই প্রস্তাব উপস্থিত হওয়ার অল্পকাল পরেই কেরী এদেশে আগমন করেন, এবং ৪০ বৎসরের অধিক কাল ধর্ম্মপ্রচারে রত থাকিয়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কেরীর প্রচারোৎসাহ, ধর্ম্মানুরাগ, ও স্বার্থনাশের শক্তির অধিক প্রশংসা করিবার প্রয়োজন নাই, এই বলিলেই যথেষ্ট হয়, যে তিনি এখানে নানা প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ভারতের প্রায় ২৪টী ভাষাতে বাইবেল অনুবাদ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের কোনও কোনও গির্জ্জাতে ভারতের প্রচার কার্য্যের শতবর্ষ সূচক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সেই উৎসব উপলক্ষে অনেকে কেরীর গুণাবলী স্মরণ করিয়াছেন।

বন্ধন ও মুক্তি—প্রকৃত প্রতিভাশালী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির সংস্রবে আসিয়া আমরা অনেক বার অনুভব করিয়াছি, যে তাঁহারা আমাদের চিন্তাশক্তিকে আবদ্ধ না করিয়া বরং মুক্তভাবই প্রদান করিয়া থাকেন; যাহা তোমার আমার হৃদয়ে অস্ফুট ছিল তাহা তাঁহারা ফুটাইয়া তোলেন; যাহা তুমি আমি আভাসে পাইতেছিলাম, কিন্তু ধরিতে পারিতেছিলাম না, তাহা তাঁহারা ধরাইয়া দেন; তাঁহাদের উক্তিতে আমরা হারাণ ধন যেন কুড়াইয়া পাই; আমাদের প্রাণের নীরব ভাষার যেন সাক্ষ্য পাই; আমাদের উচ্চ প্রকৃতির আদর্শ দেখিতে পাই। আমাদের চিন্তা-শক্তিকে আবরণ করা দূরে থাক্, তাহাঁরা একটী চিন্তার দ্বারা দশটী চিন্তাকে অভ্যুদিত করিয়া থাকেন; যেন চিন্তারাজ্যের দ্বারের যবনিকা তুলিয়া তাহার ভিতরে আমাদিগকে ছাড়িয়া দেন। ইহাঁরাই প্রকৃত গুরু। ইহাঁরা আত্মাকে অলস ও অপটু না করিয়া কৃতী ও স্বাবলম্বনশীল করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাঁদের শক্তি আমাদের বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তিরই কারণ হয়। এই অর্থে সাধুভক্তি মুক্তির সহায়। প্রকৃত সাধুভক্তি আত্মার ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরস্পৃহাকে নির্ব্বাণ করে না, বরং প্রেমানলে ঘৃতাহুতির ন্যায় হইয়া তাহাকে উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু যখন দেখা যায় সাধুভক্তি মুক্তির কারণ না হইয়া বন্ধনের কারণ হইতেছে, চিন্তার খনিত্রের সাহায্যে আমাদের চিন্তাকে আবিষ্কৃত না করিয়া, আমাদের চিন্তাশক্তিকে আবরণ করিতেছে, আমাদের দৃষ্টিকে ঈশ্বর হইতে আকৃষ্ট করিয়া ক্ষুদ্রস্থানে আবদ্ধ করিতেছে, আমাদিগকে নিজের উপরে দণ্ডায়-মান না করিয়া পরের উপরে দণ্ডায়মান করিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে সাধুভক্তি আত্মার স্বাস্থ্যকর না হইয়া ব্যাধির আকার ধারণ করিতেছে। জগতের ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের মধ্যে এই বিকৃত সাধুভক্তির অনেক নিদর্শন দেখা গিয়াছে, এবং তাহাতে মানব জাতির অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে। কিন্তু সেই অনিষ্টের ভয়ে প্রকৃত সাধুভক্তির উপকারিতা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। বিধাতা মানবের ধর্ম্মজীবন পোষণে যতগুলির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সাধুভক্তি একটী প্রধান উপায়। সাধু-ভক্তি যদি আত্মাকে বন্ধন না করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করে তবে তাহা ত অতীব বাঞ্ছনীয়।

খ্রীষ্টধর্ম্মের পুনরুত্থান—বিগত বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিজ্ঞানের সহিত ও ঐতিহাসিক গবেষণার সহিত প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরোধ প্রথমে যখন উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্মাচার্য্যগণ ভাবিয়াছিলেন, যে ভ্রুকুটী করিয়া ও অবজ্ঞাসূচক ভাষা ব্যবহার করিয়া সেই নবাগত শত্রুদ্বয়কে বিদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু অচিরকালের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া গেল, যে সেই শত্রুদ্বয় বড় পরাস্ত হইবার নহে। বিজ্ঞান ধর্ম্মাচার্য্যদিগের ভ্রুকুটীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল; ঐতিহাসিক গবেষণা লোকের পূর্ব্বাগত সংস্কার সকলকে ভস্ম ও চূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল। তখন ধর্ম্মা-চার্য্যগণ দেখিলেন যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাচীন ভূমির উপরে আর জোর দেওয়া যায় না। তাঁহারা ক্রমে আপনাদের স্বর ফিরাই-লেন। এখন বড় বড় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরে আদমের পাপে মানবকুলের পাতিত্য, অনন্ত নরক, যীশুর অবতারত্ব, অলৌ-কিক ক্রিয়া প্রভৃতি মতের প্রতি অধিক জোর দেওয়া হয় না। খ্রীষ্টধর্ম্মের এই প্রাচীন ভিত্তি পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান-সময়ের ধর্ম্মাচার্য্যগণ যীশুর গুণাবলীর প্রতি অধিক দৃষ্টি করিতেছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাগের প্রতি জোর দেওয়াতে খ্রীষ্টধর্ম্ম এক আকারে মরিয়া আর এক আকারে অভ্যুত্থিত হইতেছে। এই নব অভ্যুত্থিত খ্রীষ্টধর্ম্মকে ইহার প্রচারকগণ দুইটী লক্ষণ সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। প্রথম, ইহাকে তাঁহারা এক প্রবল নৈতিক শক্তিরূপে পরিণত করিতেছেন। সামাজিক দুর্নীতি নিবারণ, নারীর রক্ষা, সুরাপান নিবারণ, অহিফেন ব্যবসায় নিবারণ, প্রভৃতি সকল প্রকার নৈতিক সংগ্রামে এই নবোত্থিত খ্রীষ্টধর্ম্মকে তাঁহারা এক প্রবল অস্ত্রস্বরূপ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ এই নবোত্থিত খ্রীষ্টধর্ম্মকে তাঁহারা পরোপকার প্রবৃত্তির প্রধান পরিপোষক করিয়া তুলিতে ছেন, যীশুর দৃষ্টান্ত ও উপদেশকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা দুঃখীর দুঃখ নিবারণ, পাপীর উদ্ধার প্রভৃতি নরহিতব্রতে ব্রতী হইতেছেন। নবোত্থিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের এই উভয় ভাব প্রস্ফুটিত হওয়াতে ইহা জন সাধারণের চিত্তকে নবভাবে আকর্ষণ করিতেছে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি, যাঁহারা এক সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি বিমুখ হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা আবার ফিরিয়া ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন ও যীশুর চরণ তলে আসিয়া বসিতেছেন।

আমাদের দেশে যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহাদের এ শুভ বুদ্ধি যোগায় না কেন? আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি যে তাঁহারা নবোত্থিত হিন্দু ধর্ম্মকে নীতির রক্ষা ও উন্নতির এবং পরোপকারের প্রধান যন্ত্রস্বরূপ না করিয়া ইহাকে দুর্গতির প্রশ্রয়দাতা করিতেছেন। যদি পুনরুত্থানকারী-গণ দেশীয় রঙ্গভূমিগুলির দমন, যুবকগণের নীতির উন্নতি

সুরাপাননিবারণ পাপীর উদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে মতের বিভিন্নতা থাকিলেও আমরা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা না হইয়া যখন দেখিতেছি যে তাঁহারা ধর্ম্মের নামে নাস্তিকতা আর্য্য নীতির নামে দুর্নীতি ও আর্য্য রীতির নামে ভণ্ডতার প্রশ্রয় দিতেছেন, তখন দেশের দুর্গতি স্মরণ করিয়া ক্ষোভেরই উদয় হইতেছে।*

ব্রাহ্ম-ছাত্রদিগের দারিদ্র্য—ব্রাহ্মদিগের প্রতি লোকের বিরুদ্ধভাব জন্মিয়াছে ও দিন দিন বাড়িতেছে। এখন কোনও যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই তাহাকে আত্মীয় স্বজনের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সে যদি ছাত্রাবস্থাতে থাকে তবে অর্থাভাবে তাহার পাঠ বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। এমন কি অনেকের চলাও ভার হইয়া উঠে। এরূপ ঘটনা প্রতিদিন ঘটিতেছে। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মযুবক এরূপ দুরবস্থাতে পড়িয়া ক্লেশ পাইতেছেন। ব্রাহ্মেরা যদি ইহাদিগকে সাহায্য না করেন, তবে অন্য কোনও স্থান হইতে কোনও প্রকার সাহায্য পাইবার আশা অতি অল্প। এই সকল ব্রাহ্ম-যুবকের জন্য কি করা যায়, এই চিন্তা প্রবলরূপে অনেকের হৃদয়ে উদিত হইতেছে। এইরূপ দুরবস্থাতে পড়িয়া অনেক যুবককে অসময়ে পাঠ সাঙ্গ করিতে হইতেছে। যদি তাহাদের সাহায্য করিবার কেহ থাকিত, তাহা হইলে হয় ত তাহারা আরও কিছুদিন বিদ্যা-শিক্ষাতে যাপন করিতে পারিত, কিন্তু তাহা হইল না। দারিদ্র্যের তাড়নায় অস্থির হইয়া তাহাদিগকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। পরিত্যাগ করিয়াই বা যায় কোথায়? মনে করিলেই ত আর কর্ম্ম কাজ পাওয়া যায় না। প্রায় সকল দ্বার বন্ধ। ঐ সকল যুবক অতি হীনাবস্থাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আবার যাহাদের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি একান্ত মমতা; তাঁহাদের কষ্টের অবধি নাই। তাহারা লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া কোনও প্রকারে পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু আবশ্যকমত অর্থ সাহায্য করিতে পারেন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এরূপ সঙ্গতিসম্পন্ন লোকই বা কত জন আছেন? অতি অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ লোককেই সামান্য আয়ের উপরে নির্ভর করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে হইতেছে। এরূপ অবস্থাতে কর্ত্তব্য কি? এই প্রকার অবস্থা দেখিয়াই খ্রীষ্টীয়গণ এক সময়ে বারিক প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। যে সকল যুবক খ্রীষ্টধর্ম্মের জন্য আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক তাড়িত হইত, তাহারা তাঁহাদের বারিকে স্থান প্রাপ্ত হইত। সেখানে রাখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। তাঁহাদিগের প্রচুর অর্থ সঙ্গতি আছে, এজন্য ইংলণ্ড হইতে রাশি রাশি অর্থ প্রেরিত হইতেছে, সুতরাং তাঁহারা মনে করিলে দশ জনকে আশ্রয় দিতে পারেন। ব্রাহ্মদিগের সেরূপ শক্তি নাই যে, মনে করিলে তাঁহারা দশজনকে আশ্রয় দিতে পারেন; আর যদিই বা শক্তি থাকিত, তাহা হইলেও প্রত্যেক নিরাশ্রয় যুবককে আশ্রয় দিবার জন্য এক একটা বারিক নির্ম্মাণ করা যুক্তিসঙ্গত হইত কি না সে বিষয়েও সন্দেহ। আমরা খ্রীষ্টীয়দিগের বারিক প্রথার প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করিয়া আসিয়াছি যে এতদ্দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল ও অশাসিত যুবকদিগকে সামান্য কারণে আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি দেওয়া হয়। কোনও যুবকের স্নেহ মমতা অতি অল্প, স্বভাবটা উচ্ছৃঙ্খল, শাসনাধীনে থাকিতে চায় না, গুরুজনের প্রতি ভক্তি কম, সে পিতা মাতার সহিত বিবাদ করিয়া খ্রীষ্টীয়দিগের বারিকে গিয়া উঠিল। সেখানে তাহার জন্য আশ্রয় স্থান প্রস্তুত। এইরূপে অনেক ধর্ম্মভাবহীন লোক খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে; এবং ইহাদেরই দোষে দেশীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ যদি "বারিক" প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, যদি আজ এই সংবাদ প্রচার হয় যে, ব্রাহ্মদিগের নিকটে গেলেই আশ্রয় পাওয়া যায়, পরের সাহায্যে মনের মত থাকিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক অসার, উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব, অলস ও ধর্ম্মভাবহীন ব্যক্তি কেবল পার্থিব সাহায্যের লোভে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইবে। এরূপ ব্যক্তিদিগকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের বলবৃদ্ধি না হইয়া দুর্ব্বলতাই বৃদ্ধি পাইবে। অতএব সঙ্গতি থাকিলেও কতকগুলি আশ্রয়-বাটিকা নির্ম্মাণ করা উচিত হইত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে এখন কর্ত্তব্য কি? যদি এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন যুবকদিগের জন্য একটা ফণ্ড তুলিয়া রাখা যায় তাহাতেও অলস ও অকর্ম্মণ্য যুবকদিগের ব্রাহ্ম হইবার পক্ষে প্ররোচনা হইতে পারে। ব্রাহ্ম-যুবকগণ বিপদসাগরে পড়িয়া সন্তরণ করিয়া উঠেন, ইহাতে তাঁহাদের ও সমাজের কল্যাণ আছে। কিন্তু তাঁহারা যখন বিপদসাগরে সন্তরণ করিতেছেন তখন এক গাছি রজ্জুও ফেলিয়া দিয়া তাঁহাদের একটু সাহায্য করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। আমাদিগের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি যদি এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন যুবকদিগের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন এবং উপস্থিত মত যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রয়াস পান, এবং ব্রাহ্ম-গৃহস্থগণও যদি ইহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন ও যিনি যেরূপে পারেন, সাহায্য করেন তাহা হইলেও অনেকটা ক্লেশের লাঘব হইতে পারে।

দারিদ্র্যের আনুষঙ্গিক সমস্যা—হিন্দুসমাজে একান্নভুক্ত প্রথা প্রচলিত। এক ব্যক্তির নিজের উপার্জ্জন অল্প হইলেও তাহাকে পরিবার ভারে প্রপীড়িত হইতে হয় না; তাহার পিতা, ভ্রাতা, প্রভৃতি পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের আয়ের দ্বারা তাহার অভাব পূর্ণ হয়; তাহার স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণের ভার কেবল তাঁহার নহে, তাহা সকলের; কিন্তু ব্রাহ্মদিগের অনেকেই গৃহতাড়িত, বিবাহ করিবামাত্রই তাঁহাদিগকে পরিবার পালনের সম্পূর্ণ ভার নিজ নিজ মস্তকে লইতে হইতেছে। এদিকে আবার সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সহকারে বিবাহিত দম্পতির সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে। ৪০।৫০ টাকা যাহার মাসিক আয়, তাহাকেও বিবাহ করিতে ভয় পাইতে হইতেছে, কারণ দুই একটী সন্তান জন্মিলেই ঘোর দারিদ্র্য। অথচ মাসে ৪০।৫০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, এরূপ সুবিধাও অনেকের ঘটিতেছে না। সুতরাং বাধ্য হইয়া অনেক ব্রাহ্ম-যুবককে অবিবাহিত থাকিতে হইতেছে। ব্রাহ্মবালিকা-

গণও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহিত হইতেছেন সুতরাং তাহারা ও তাহাদের অভিভাবকগণ দারিদ্র্য দুঃখে পড়িবার ভয়ে, বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। এই-রূপে অনেক অবিবাহিত বালিকা বর্দ্ধিত হইতেছে, যাহাদের বিবাহের উপযুক্ত পাত্র দেখা যাইতেছেনা। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশেও দেখা যাইতেছে, যে সভ্যতা ও বিলাসের আতিশয্য হওয়াতে বহু বহু সংখ্যক পুরুষ ও রমণী অবিবাহিত থাকিয়া যাইতেছেন। পূর্ব্বে অনেক রমণীকে কেবল নিরাশ্রয় অবস্থার জন্যই বিবাহ করিতে হইত, এক্ষণে সে কারণ আর নাই। এক্ষণে নারীদিগের অর্থোপার্জ্জনের নানা প্রকার দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে। যে সকল রমণী একবার স্বীয় শ্রমে অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বাধীনতা সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের আর বিবাহের প্রবৃত্তি থাকিতেছে না। তাঁহারা বিবাহকে পরাধীনতা ও দরিদ্রতার কারণ স্বরূপ মনে করিতেছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অবিবাহিত পুরুষ ও রমণীর সংখ্যা দিন দিন এত বাড়িতেছে যে, তাহা দেখিয়া সমাজের কুশল-কাঙ্খী ব্যক্তিগণ শঙ্কিত ও চিন্তিত হইতেছেন। কোনও কোনও দেশে গবর্ণমেণ্টকে বিবাহের প্ররোচনা দিতে হইতেছে, নতুবা দেশের সমূহ বিপদ। যাঁহারা জনসমাজের কল্যাণোদ্দেশ্যে বা ঈশ্বর ও মানবের সেবার জন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ বন্ধন গলে লইবেন না আমরা তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না, ঈশ্বর করুন এরূপ বৈরাগ্যভাবাপন্ন নরনারীর সংখ্যা দেশে বর্দ্ধিত হউক; কিন্তু যাঁহাদের অন্তরে সেরূপ বৈরাগ্যের ভাব নাই, এরূপ বহু সংখ্যক পুরুষ ও রমণীকে যদি বাধ্য হইয়া অবিবাহিত থাকিতে হয়, তাহা হইলে সে প্রকার অবস্থা সমাজের পক্ষে কল্যাণ-জনক নহে। এই জন্য দুইটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য। প্রথম, দেশের অন্যান্য যুবকগণ যেরূপ স্বল্প আয়ে সন্তুষ্ট; ব্রাহ্মযুবকদিগের সেরূপ হইলে চলিবে না, তাঁহাদিগকে সকল প্রকার কার্য্যের উপযুক্ত হইতে হইবে; মেষপালের ন্যায় কেরাণীগিরি ও মাষ্টারির দ্বারে জনতা না করিয়া অর্থোপার্জনের নব নব দ্বার উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ব্রাহ্মযুবক যে বিভাগে থাকিবেন, সেই বিভাগেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি থাকেন, তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্টস্থান অধিকার করিবার প্রয়াস পাইতে হইবে, কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্যে যদি যান, সেখানে উৎকর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শ্রম, অধ্যবসায় ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার গুণে তাঁহারা সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধা ভাজন হইবেন। ইহা না হইলে আঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব কি রহিল? তাহা না হইয়া কি ইহাই দেখিতে হইবে, যে যুবক ব্রাহ্ম হইল, সেই অকর্ম্মণ্য হইল? তাহা কি লজ্জার বিষয়! এরূপ হইলে চলিবে না। সকল বিভাগে ব্রাহ্মদিগের কৃতিত্ব দেখিতে ইচ্ছা করি। একদিকে ব্রাহ্মযুবকগণ শ্রমশীল, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, উপার্জ্জন-ক্ষম ও কৃতি হইবেন, অপরদিকে ব্রাহ্ম-বালিকাদিগকে মিতব্যয়িতা, মিতাচার প্রভৃতিতে শিক্ষিত করিতে হইবে। ব্রাহ্মবালিকাগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার অতি সন্নিকটে বাস করিতেছে। ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিহীন বিলাসময়ী সভ্যত তাহাদের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদের শিক্ষার মধ্যে ধর্ম্মভাবের একটু অল্পতা হইলেই ঐ নূতন রাক্ষসী তাহাদিগকে গ্রাস করিবে; অনেককে ইতিমধ্যে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে। অতএব প্রাণপণে অপরদিকে টানিতে হইবে। তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে, যে শ্রমশীলা হইয়া পতির সামান্য আয়ে সামান্য খাইয়া পরিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গৃহধর্ম্ম করিতে পারে। বালক বালিকার শিক্ষার ভার যাঁহাদের হস্তে, তাঁহা-দিগকে এই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সামাজিক অতৃপ্তি।

একজন সুবিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত বলিয়াছেন;—"তোমরা এই বলিয়া দুঃখ কর যে, মানব জীবন এত হীন ভাবাপন্ন।' কিন্তু কিরূপে জানিলে যে ইহা হীন ভাবাপন্ন? তবেই ত তোমাদের অন্তরে এমন কোনও আদর্শ রহিয়াছে, যাহার সঙ্গে তুলনাতে তোমাদের জীবনকে হীন ও মলিন বোধ হইতেছে।" বাস্তবিক কথাও এই, যে নিজের জীবন দেখিয়া অতৃপ্ত তাহার অতৃপ্তির পশ্চাতে কোনও উচ্চ আদর্শ আছে, যাহার উপরে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং যাহা জীবনে সাধন করিতে না পারাতেই অতৃপ্তি জন্মিতেছে। অতএব যতক্ষণ অতৃপ্তি আছে, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে, উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি আছে। যখন অতৃপ্তি সন্তোষে পরিণত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার হৃদয় হইতে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হইয়াছে।

একবার আলিপুরের পশুশালাতে একটী ব্যাঘ্র ধরিয়া আনা হয়। ঐ ব্যাঘ্রটী হাজারিবাগের সন্নিকটস্থ অরণ্য মধ্যে পথিক গণের ভীতি উৎপাদন করিয়া বিচরণ করিত। নরশোণিতের আস্বাদ পাইয়া, সে নরশোণিত লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল। যখন সে ধৃত হইয়া কলিকাতাতে আনীত হইল, তখন পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় তাহার ক্লেশ দেখিলে দুঃখ হইত। অবোধ পশু আপনার বন্দিদশা বুঝিতে না পারিয়া সর্ব্বদা তাহার পিঞ্জরের লৌহময় শলাকার উপরে সবেগে ধাবিত হইত ও সেই চেষ্টাতে আপনাকে আহত করিত। এইরূপ সংগ্রাম কয়েক মাস গেল, ক্রমে সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার মুক্তিলাভের প্রয়াস বৃথা। সে এরূপ বন্ধনে পড়িয়াছে যে, তাহা অতিক্রম করা তাহার সাধ্যাতীত। নিরাশাতে তাহাকে ধৈর্য্য ও শান্তি শিক্ষা দিল। তাহার আবেগ ক্রমে মন্দীভূত হইল। পরিশেষে সে মেষ শিশুটীর ন্যায় শান্ত ও নিরীহ হইয়া গেল; তখন রক্ষী পুরুষেরা তাহার অঙ্গে হাত দিলেও সে কিছু বলিত না।

এ জগতে মানবেরও অনেক সময়ে এই প্রকার দশা ঘটে। যখন ধর্ম্মজীবনের উচ্চ আদর্শ আমাদের অন্তরে প্রতিভাত হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইবার বাসনা আমাদের প্রাণে জাগ্রত হয়। হৃদয়ে প্রবল আধ্যাত্মিক সংগ্রাম চলিতে থাকে। প্রবৃত্তিকুলের দাসত্বপাশ

অভ্যাসের শৃঙ্খল, তখন যেন আত্মার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইতে থাকে। আমরা সেই শৃঙ্খল ভেদ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকি। কিন্তু বার বার ভগ্নোদ্যম হইয়া অবশেষে নিরাশা আমাদের চিত্তে প্রবেশ করিতে থাকে। তখন মনে হইতে থাকে, প্রবৃত্তিকুলকে শাসন করিবার প্রয়াস পাওয়াই বৃথা। তাহাদের দাসত্বশৃঙ্খল ভেদ করা আমাদের সাধ্যাতীত। যে উচ্চ আদর্শের আভাস হৃদয়ে পাইয়াছি, তাহা জীবনে সাধিত হইবার নহে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তত উচ্চ অবস্থা আমাদের প্রাপ্য নহে। যতটা সম্ভব তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। হৃদয়ে এই প্রকার চিন্তার উদয় হইয়া আমরা অল্পে তৃপ্ত হইয়া পড়ি। এই স্বল্প-তৃপ্ততা ধর্ম্মজীবনের একটী প্রধান বিঘ্ন। তৃপ্তি যেমন মৃত্যুর লক্ষণ, অতৃপ্তি সেইরূপ জীবনের লক্ষণ। অতৃপ্তি আধ্যাত্মিক ক্ষুধার রূপান্তর মাত্র।

ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ, সমাজ সম্বন্ধেও সেইরূপ। সমাজের যে অবস্থাতে ব্যাধি রহিয়াছে, অথচ লোকে তাহা দেখিতে পায় না, দারিদ্র্য আছে অথচ সে দুঃখ নিবারণের আকাঙ্ক্ষা নাই, অভাব রহিয়াছে অনুভব নাই, সে অবস্থা অতি শোচনীয় অবস্থা। কিন্তু যে অবস্থাতে লোকে অনুভব করে যে, সমাজ-দেহে ব্যাধি রহিয়াছে, সে অবস্থাতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সমাজের জীবনীশক্তি জাগ্রত রহিয়াছে। এই জন্য একটা চলিত কথাই আছে যে, "রোগ নির্ণয় করিতে পারিলে, অর্দ্ধেক চিকিৎসার কাজ হইয়া যায়।"

সামাজিক অতৃপ্তি যেন বায়বীয় উষ্মার ন্যায়। নিদাঘকালে যখন বায়বীয় উষ্মা অত্যধিক হয়, তখন সকলেই বলিতে থাকে যে গ্রীষ্মটা বড় অধিক হইতেছে, ত্বরায় এক পসলা জল হইবে। ফলে ও বাস্তবিক তাহাই ঘটে। গ্রীষ্মের প্রখর তাপের মধ্যে বর্ষার জলধারা প্রচ্ছন্ন থাকে। যে প্রাকৃতিক নিয়মে অত্যধিক গ্রীষ্ম হয়, সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই বর্ষা নামিয়া থাকে। এইরূপে প্রকৃতি রাজ্যে ঈশ্বর রোগের মধ্যেই আরোগ্যের বীজ নিহিত রাখিয়াছেন। সামাজিক অতৃপ্তি সম্বন্ধেও এই নিয়ম। মানব ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই, প্রত্যেক সমাজবিপ্লব বা রাষ্ট্র বিপ্লবের অগ্রে ঘোরতর সামাজিক অতৃপ্তি অনুভূত হইয়াছে। যাহা শত শত ব্যক্তি অন্তরে অনুভব করিতেছিল, মুখে ফুটিতে পারিতেছিল না, যে দুঃখ সহস্র সহস্র হৃদয়ের মর্ম্ম স্থানে বাস করিতেছিল, গোপনে প্রধূমিত হইতেছিল, তাহাই যুগ প্রবর্ত্তক মহাজনদিগের অগ্নিময় ভাষা দিয়া বহির্গত হইয়াছে। এইরূপে প্রায় সমুদায় মহাজনের অভ্যুদয় হইয়াছে; সমুদায় ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লব ঘটিয়াছে। মহাত্মা লুথারের জীবন চরিত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন, যে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রায় সমগ্র ইউরোপ ধর্ম্মাচার্য্যগণের কঠোর শাসনের ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; ধর্ম্মের নামে প্রতি দিন চতুর্দ্দিকে যে সকল অধর্ম্ম আচরিত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া অপর সাধারণ সকলেরই মনে ধর্ম্মের প্রতি ও ধর্ম্ম-সমাজের প্রতি গভীর অনাস্থা জন্মিতেছিল। এই গভীর সামাজিক অতৃপ্তির মধ্যে লুথারের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

বুদ্ধ জন্মিবার পূর্ব্বে ও ভারতে গভীর সামাজিক অতৃপ্তি দেখা গিয়াছিল। শুষ্ক প্রাণবিহীন ক্রিয়া কলাপে আর লোকের মন পরিতৃপ্ত হইতেছিল না; যজ্ঞ, হোম, পশুবধ, এসকলে মানুষের পাপ তাপকে নিবারণ করিতে পারিতেছিল না; ওদিকে ব্রাহ্মণদিগের প্রচণ্ড প্রতাপে সমাজের সকল শ্রেণীর লোক কম্পিত হইতেছিল; যেন নিম্ন শ্রেণীর লোক সকল ত্রাহি ত্রাহি করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল, এই গভীর সামাজিক অতৃপ্তির মধ্যে মহাত্মা শাক্যসিংহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যেমন গ্রীষ্মের তাপ বর্ষার জলধারাকে ডাকিয়া আনে, তেমনি এই সামাজিক অতৃপ্তি শাক্যসিংহকে অভ্যুত্থিত করিয়াছিল।

এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দর্শন করিয়াই সমাজ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সামাজিক অতৃপ্তি দেখিলেই কোনও নব শক্তির অভ্যুদয়ের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইতেছি যে, এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রণালীর প্রতি ব্রাহ্মদিগের গভীর অতৃপ্তি জন্মিতেছে। এই অতৃপ্তির লক্ষণ সকল চারিদিকে প্রকাশ পাইতেছে। যে ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতেছে, ও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকলাপ চলিতেছে, ব্রাহ্মগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না। ইহাতেই প্রমাণ যে, তাঁহাদের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের, ব্রাহ্মসমাজের এমন একটা আদর্শ রহিয়াছে, যাহার সঙ্গে তুলনাতে তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে অতিশয় শোচনীয় বোধ হইতেছে। কেবল তাহা নহে, সেই আদর্শের দিকে যাইতে পারিতেছেন না বলিয়া তাঁহাদের অন্তরে এত বিষাদ জন্মিতেছে যে, সে জন্য তাঁহাদের আর কোনও কাজ ভাল লাগিতেছে না।

এই সামাজিক অতৃপ্তি কেহ বা ক্ষোভে, সমালোচনাতে ও কটূক্তিতে প্রকাশ করিতেছেন, আবার কেহ কেহ বা আপনাদের আদর্শের অনুরূপ কিছু কিছু কাজ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। আমাদের অতৃপ্তিটা ক্ষোভ প্রকাশেও পরের সমালোচনাতে পর্য্যবসিত না হইয়া কোন প্রকার স্থায়ী কার্য্যের আকার ধারণ করে, ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। একটা বিষয় আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের কোনও প্রকার অভাব দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া নিরস্ত হইলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয় না, সে সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করিবার আছে। তুমি যে আদর্শ সম্মুখে দেখিতেছ, তাহা জীবনে সাধন করিবার জন্য কিছু কর। তোমার যাহা করিবার আছে কর, আমার যাহা করিবার আছে করি, এরূপে প্রত্যেকে যদি সমালোচনাতে সময় যাপন করা অপেক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াকে অধিক অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করি,তাহা হইলে সামাজিক অতৃপ্তির কারণ অল্প কালের মধ্যে অপনীত হইতে পারে।

যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে এই সামাজিক অতৃপ্তি অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি:—ধৈর্য্যাবলম্বন কর, ব্রাহ্ম সমাজের শক্তির পুনরুত্থানের দিন নিকটস্থ হইতেছে। এই অতৃপ্তি তাহার পূর্ব্বাভাস মাত্র। ইহা গ্রীষ্মের তাপ, বর্ষার জলধারা আসিতেছে। কোন সময়ে কাহার ক্ষুদ্র চেষ্টার দ্বারা এই শক্তি জাগিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। হয়ত আমরা আশাপূর্ণ নয়নে যে ব্যক্তির বা যে দলের মুখ চাহিয়া আছি,

সে ব্যক্তি বা সে দলের দ্বারা এ শক্তি জাগিবে না, আবার যাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য বোধে উপেক্ষা করিতেছি, হয় ত তাহাদিগের দ্বারাই শক্তি জাগিবে। যাহার দ্বারাই জাগুক, সে বিষয়ে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। তবে সে সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের যাহা করিবার আছে তাহা করিবার জন্য প্রত্যেককে প্রস্তুত হইতে হইবে। বর কখন আসিবে তাহার ত স্থিরতা নাই, কুমারীগণ যেন ঘুমাইয়া পড়ে না, বাতিতে তৈল দিয়া বরের প্রতীক্ষা করুক। অতৃপ্তি অতৃপ্তি করিয়া রাজপথে ছুটিয়া বেড়াইলে হইবে না, প্রত্যেকে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর, যতক্ষণ না স্বর্গীয় বারিধারা অবতীর্ণ হয়।

ব্রাহ্মসমাজে একতা।

ইহা একটী প্রাচীন উক্তি;—"একতাতেই বল।" অসংখ্যবার এই মহাসত্য প্রচারিত হইয়াছে এবং অসংখ্যবার মানবসমাজের কার্য্যকলাপে ইহার নিদর্শন দৃষ্ট হইয়াছে। জগতের সভ্য জাতি সকল ইহারই গুণে আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতেছেন। শুনিতে পাওয়া যায় মিশর দেশীয় পিরামিড নামক অদ্ভুত স্তূপ-মন্দির সকল ক্রীতদাসদিগের শ্রমের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরাক্রমশালী রাজাগণ নানা দেশ হইতে শত সহস্র দাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন; গ্রামের পর গ্রাম নিঃশেষ করিয়া নরনারীকে বন্দিদশায় আনিয়াছিলেন; যুদ্ধে পরাজিত বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে দাসত্বে পরিণত করিয়াছিলেন; এবং এই সকল পদানত দাসকে বল প্রয়োগের দ্বারা শ্রমে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, তবে বহু বৎসরের শ্রমের পর এক একটী স্তূপ-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু সভ্যতাকালে মানবগণ মিশরীয় স্তূপ-মন্দির অপেক্ষাও আশ্চর্য্য কীর্ত্তি সকল স্থাপন করিয়াছেন। অথচ তাহার একটীও ক্রীতদাসের শ্রমের দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। কেবল স্বাধীন ব্যক্তিদিগের স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্রম ও একতার গুণে সম্পাদিত হইয়াছে। আমেরিকার চিকাগো নগরে আগামী বর্ষে যে মহামেলা খোলা হইবে, তাহা সভ্যজাতি সকলের একতা প্রবৃত্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এত বড় মেলা জগতে কেহ কখনও দেখে নাই; ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ জাতীয় মিত্রতা ও একতা সংসাধিত হওয়া অসম্ভব ছিল। এক শতাব্দী পূর্ব্বে কেহ এরূপ স্বপ্নেও দেখে নাই। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি ও বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানবের একতা-প্রবৃত্তি অদ্ভুত রূপে বিকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বে যে সকল দরিদ্র লোক ধনিদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইত, একা একা প্রবল প্রতিপক্ষের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিত না, তাহারা এক্ষণে একতার গুণে, কেবল যে আপনাদিগকে রক্ষা করিতেছে তাহা নহে, আপনাদের ন্যায্য অধিকার ও লাভ করিতেছে; ধনিদিগের গর্ব্বিত মস্তক নত করিতেছে।

একতাতে শক্তি, এই প্রাচীন উক্তির প্রমাণ বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, পূর্ব্বে এরূপ কখনও পাওয়া যায় নাই। সকল বিষয়েই একতা। কেবল যে বিষয় বাণিজ্যে একতার দ্বারা মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে তাহা নহে, জন সমাজের নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতি বিষয়েও একতার আশ্চর্য্য ফল ফলিতেছে। এখন এই নিয়ম দাঁড়াইয়াছে যে, যদি কোনও নূতন সত্য প্রচার করিতে চাও, যদি কোনও কুরীতি সংশোধন করিতে চাও, তবে একজন, দুই জন, দশ জন করিয়া দলবদ্ধ হও, দলবদ্ধ হইয়া ক্রমাগত সে বিষয়ে লোককে প্ররোচনা করিতে থাক, দেখিবে কালে লোকের মত ও ভাব পরিবর্ত্তিত হইবে। এইরূপ উপায়েই জগতে দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে, সুরাপান নিবারিত হইতেছে, এবং সকল বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইতেছে।

এখন ব্রাহ্মগণ চিন্তা করুন তাঁহারা কি করিবেন। বিগত প্রজাসংখ্যা গণনাতে স্থির হইয়াছে, সমগ্র ভারতে ব্রাহ্ম সংখ্যা ৩৫০০ সাড়ে তিন হাজারের অধিক নয়। ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে তিন হাজার, একলক্ষে একটী। একলক্ষ অপর ধর্ম্মাবলম্বী একদিকে, একটী ব্রাহ্ম অপরদিকে। কল্পনাতে একটী সংগ্রাম ক্ষেত্র রচনা কর, একলক্ষ লোক একদিকে দেও আর একটী ব্রাহ্মকে অপর দিকে দণ্ডায়মান কর, কিরূপ ব্যাপার! একথা বলিতে পার, যে মানব ইতিবৃত্তে অনেক বার দেখিয়াছি, সংখ্যাতে কিছু করে না। তিন শত বীরপুরুষে থার্ম্মাপলির যুদ্ধে বহু সহস্র সৈন্যকে পরাঙ্মুখ করিয়াছিল, মুষ্টিমেয় ইংরাজ সৈন্যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সৈন্যকে বিদ্রাবিত করিয়াছে। আজ যদি তিন শত ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ করা যায়, তাহারা বঙ্গদেশীয় বিশ খানি গ্রামের সমুদয়, পুরুষ রমণী, বালক বালিকাকে ধৃত করিয়া পিঞ্জরে পুরিয়া আনিতে পারে অতএব সংখ্যাতে কি করে; বিশেষ আধ্যাত্মিক বিষয়ে কতিপয় গালিলির ধীবর জগতকে কম্পিত করিয়া দিয়াছে, এ সকল সত্য কথা। কিন্তু ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করি, যে বলে সেই কতিপয় ব্যক্তি জগতকে পরাজিত করিয়াছে সে বল তোমাদের আছে কি না? যদি থাকে কেন তোমরা বৃক-তাড়িত মেষযূথের ন্যায় ডাকিতে ডাকিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছ?

যেরূপ স্থলে জগতের সুসভ্য অসভ্য সকল দেশেই মানবকুলের মধ্যে একতা-প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়, সেরূপ স্থলেও ব্রাহ্মদিগের একতা-প্রবৃত্তির উদয় হইতেছে না। সমাজমধ্যে প্রতিদিন দেখিতেছি জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে বিরোধ, মুখ দেখা দেখি নাই, পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা করিতেছে, কিন্তু যেই কোন সাধারণ শত্রুর সহিত বিরোধ বাঁধিল, অমনি তাহাদের বিরোধ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, বিবাদের সময় সকলে সম্মিলিত হইল; পরস্পরের সহায় হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। একটী গ্রামে প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে অতিশয় বিবাদ, কেহ কাহারও মুখ দেখে না; কেহ কাহারও সংবাদ লয় না; একদিন ভয়ানক ঝটিকা উপস্থিত। সামান্য পর্ণশালাতে যাহারা বাস করিতেছিল, তাহাদের আর নিস্তার নাই; খণ্ড প্রলয় হইয়া যাইতেছে, সেই বিপত্তির সময়ে দেখা গেল, যে দশ বাড়ীর লোক একটী পাকা বাড়ীতে একত্র হইল; সকলে আসিয়া এক সঙ্গে বসিল; পরস্পরের সাহায্য করিতে লাগিল। বিপদে শত্রুতাকে মিত্রতাতে পরিণত করিয়া দিল। আর এই ব্রাহ্মগণকে কি শণিতে ধরিয়াছে, যে প্রবল বৈরিদলের সহিত সংগ্রামেও তাহা-

দিগকে এক করিতে পারে না, ঘোর বিপদেও তাহাদের একত্ব-প্রবৃত্তির উদয় হয় না?

ব্রাহ্মগণ যেরূপ অল্পসংখ্যক ও তাঁহাদের বৈরিগণ যেরূপ প্রবল, তাহাতে ধর্ম্মভাবের সবলতা ও কার্য্যের একতা ভিন্ন তাঁহাদের দাঁড়াইবার সম্ভাবনা নাই। এই একতা কিরূপে সাধিত হইতে পারে? ব্রাহ্মসমাজের ভগ্ন খণ্ড সকলকে কোনওরূপে যোড়া দেওয়া যায় কি না? মতগত পার্থক্য নিবন্ধন এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। যদি কেহ এরূপ মনে করেন, যে মতের একতা স্থাপন করিয়া বিচ্ছিন্নভাব দূর করিবেন, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মানুষের স্বাধীন চিন্তা বিলুপ্ত না করিলে মতগত পার্থক্য নিবারণের আশা নাই। আমাদিগকে যে একতা সাধন করিতে হইবে, তাহা মতগত পার্থক্যকে রক্ষা করিয়াই করিতে হইবে। রোমান কাথলিক সম্প্রদায় যে নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়াছেন, তদনুরূপ নীতি অবলম্বন না করিলে উপায় দেখা যায় না। সে নীতিটী এই—"মূলমতে একতা, অন্য মতে স্বাধীনতা এবং সকল বিষয়েই উদারতা।" আমাদিগকেও ভাবিতে হইবে যে যতক্ষণ মূলমতেও কার্য্যে একতা দৃষ্ট হইতেছে এবং নীতি ও ধর্ম্মভাব দেখা যাইতেছে ততক্ষণ তাঁহারা আমাদেরই লোক, ততক্ষণ পরস্পরের সহায় হইতে হইবে।

এইরূপ কোন একটা নীতি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র খণ্ড সকলকে সমবেত করিবার চেষ্টা না করিলে, বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা দূর হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। যদি আমাদের মধ্যে একজন এরূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তি অভ্যুদিত হন, যিনি আমাদের সকলেরই প্রতিনিধি ও আদর্শ, যাঁহার শক্তি আমাদের সকলেরই উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, যাঁহার জীবনে ও চরিত্রে আমাদের মধ্যে সকল ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় ভাবের অনুরূপ ভাব দেখিতে পাইবেন, যাঁহাকে জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মী, ভাবুক সকলেই আপনার লোক ভাবিতে পারিবেন, তাহা হইলে তাঁহার চেষ্টাদ্বারা এই একতা সত্বর সাধিত হইতে পারে। কিন্তু কবে এরূপ ব্যক্তি পাওয়া যাইবে? এই আশায় ত আর বসিয়া থাকা যায় না। তদভাবে সমাজের প্রত্যেকেই যদি আপনাদের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া একতা স্থাপনে প্রয়াসী হন, তাহা হইলেও অনেক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মাননীয়

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্র খানি আপনার পত্রিকায় স্থান দান করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা।

চতুর্দ্দিক হইতে যে প্রকার আত্মঘাতী ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে, তাহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে আমাদের বড় সঙ্কট কাল উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই শুনা যায়, আমাদের দ্বারা কিছু হইয়া উঠিতেছে না। ৬২ বৎসর একটি সমাজের পক্ষে নিতান্তই সামান্য কাল বলিতে হইবে; বলিতে গেলে, ব্রাহ্মসমাজ আজ ও শৈশব অতিক্রম করে নাই, ইহারই মধ্যে এ নিরাশার কথা কেন? এত আর্ত্তনাদ কেন? এই ক্ষীণ জীবী বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনও কি এত ক্ষীণ? এ কি মুমূর্ষুর ক্রন্দন?

কেহ কেহ এ সাজ্যাতিক কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতে পারেন, যাঁহাদের অন্তরে হিন্দু সংস্কার এখনও প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, তাঁহারা ষাটষষ্টির নাম করিয়া আপদ দূর করিতে পারেন, কেহ বা "সত্যমেব জয়তে" এই যুক্তি দ্বারা আশঙ্কা নিরাকরণের প্রয়াস পাইতে পারেন। কিন্তু সকলে এরূপ সহজ উপায়ে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন না, তাই তাঁহারা সাধারণ উপায়ে রোগ নির্ণয় ও ঔষধের ব্যবস্থা করিতে যত্নশীল হন।

মুমূর্ষু না হইলেও ইহা যে একটি সঙ্কট রোগের অবস্থা তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। চারিদিক হইতেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সকলেই একটা না একটা কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাহার কোন একটা, বা কতকগুলি কারণের সমবায়েই বর্ত্তমান অবস্থা যে ঘটিয়াছে, তাহাও এক প্রকার সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোনটি যে সে কারণ—ইহা একটি দুরূহ সমস্যা। ব্রাহ্মধর্ম্ম বাহিরে প্রচার হইতেছে না। এক দিন দেশের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত লোকই ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট ছিলেন, বিশ্বাসানুযায়ী আপন আপন জীবন পরিচালিত করিতে না পারিলেও অন্ততঃ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহাদের অন্তরের সহানুভূতি ছিল কিন্তু আজ কাল দেখিতে পাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক বৃন্দ অধিকাংশ স্থলেই ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী। বরং অশিক্ষিত লোকের নিকট আমরা অধিক সহানুভূতি প্রাপ্ত হই, ইংরাজি নবিস নব্য বাবুদের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা বাতুলতা বই আর কিছুই নহে। তবে কি অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে? তাহাও নহে। কোন নিরক্ষর ব্যক্তি (পুরুষ) এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন, এ কথা শুনা যায় না। এমন কি, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ভিন্ন অন্য জাতীয় লোক ব্রাহ্মসমাজে অতি অল্পই আসিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম না হয় বাহিরে অধিক প্রচার নাই হইল, সহস্র শব্দ-সার ব্রাহ্ম অপেক্ষা কি একটি প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞানী ব্রাহ্ম অধিকতর গৌরবের বিষয় নহে? শুনিয়াছি, না কি একটি আত্মা মুক্ত হইলে দেব লোকে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হয়, সমস্ত জগৎ আনন্দে স্পন্দিত হইতে থাকে। ইহা কবির কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে যে একটি সত্য আবৃত রহিয়াছে, তাহাতে কি আর কোন সংশয় আছে? ব্রাহ্মসমাজ কি সে আদর্শ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন? তাহাই যদি হইবে, তবে এ

আর্ত্তনাদ কিসের? এই ত সেদিন বাবু ভগবতীচরণ দে "সময়" নামক সংবাদ পত্রে এক খানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিগণের, বিশেষতঃ প্রচারক মহাশয়দের, ত্রুটিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতেছে না, এইরূপ লিখিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি হয় ত বা অতি রঞ্জিত, কিন্তু কিছু সত্য যে নাই, এ কথা বলা যায় না। কয়েক দিন হইল কতকগুলি শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মের নিকট আমি সে কথা উত্থাপন করি, তাঁহারা প্রায় সকলেই বলিলেন, বা অনুমোদন করিলেন, "পত্র খানি পড়িতে পড়িতে অনেক কথাই সত্য বলিয়া বোধ হয়।" ভগবতী বাবুর পত্রের অধিকাংশ কথার মধ্যেই যদি সত্য থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র যাঁহারা, তাঁহাদের জীবন যে আদর্শস্থানীয় হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। প্রতি সপ্তাহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে যে সমস্ত উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহাতেও ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ব্রাহ্মগণের জীবন নিতান্তই হীন, ব্রাহ্মেরা স্বার্থপর, সংসারাসক্ত, অলস, কর্ত্তব্যবিমুখ, সাধনবিমুখ, ইত্যাদি। কোথাও শুনিতে পাই, ব্রাহ্মগণ আপাতঃ সুখ বা পদমর্য্যাদার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইতেছেন, ঋণ পরিশোধের উপায় নাই, এক ঋণ শোধ করিতে যাইয়া অন্য ঋণ করিতে হইতেছে, সুতরাং কথা ঠিক থাকিতেছে না, ব্রাহ্মেরা পাওনা দারের নিকট মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক প্রভৃতি রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। কোথায়ও শুনিতে পাই, শুষ্ক জ্ঞানের চর্চ্চা করাতে নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মের ভক্তি ও বিশ্বাস মলিন করিয়া দিতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হীন হইয়া পড়াতে ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা হইতেছে; অপর কোথায়ও শুনা যায়, অন্ধ বিশ্বাস ও ভাবুকতা-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ব্রাহ্মগণ এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছেন। এক শ্রেণী, কার্য্যশীল জীবনের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া এতই কার্য্যের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন, যে গভীর অধ্যাত্মবিষয়ে দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হইয়া বহির্ম্মুখী হইতেছে; উপাসনা হইতে গভীর ধ্যান ধারণা লোপ পাইয়া শুদ্ধ কার্য্যোৎসাহ বর্দ্ধিত হইতেছে। অন্য দিকে অন্তর্ম্মুখী অধ্যাত্ম যোগের অনুরাগী হইয়া এক শ্রেণী, হিন্দু যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রকৃত অন্তরের যোগ হারাইয়া অল্পাধিক পরিমাণে বাহিরে যাইয়া পড়িতেছেন। এক দল হিন্দুসমাজের রীতি নীতির এতই পক্ষপাতী যে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াও তাঁহারা সামাজিক ভাবে এক প্রকার হিন্দুই রহিয়াছেন, অন্য দল পাশ্চাত্য সমাজের অনুরাগে বিভোর হইয়া বেশ ভূষা, আহার বিহার, রীতি নীতিতে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গলা পুস্তকের বিলাতি সংস্করণ হইয়া পড়িয়াছেন। প্রাচীন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যুবকগণের ঔদ্ধত্য, স্ব স্ব প্রাধান্য, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির অভাব, তাহাদের বিচার প্রবৃত্তির আতিশয্য প্রভৃতি দোষে সমাজের ভিত্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে; অন্য পক্ষে যুবকেরা ও ছাড়িয়া কথা কহিবার লোক নহেন, তাঁহারা বলেন, বৃদ্ধদের অনুদারতা, পক্ষপাতিতা, অসারল্য, ঔদাসীন্য ও অপ্রেম এবং সকল প্রকার শক্তিহীনতাই আমাদের উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তার পর এই ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যেই আবার কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল, তাহাতে আবার কাহারও সহিত কাহারও মিলন দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া চুল পাকাইলেন, প্রায় সমস্ত জীবন একত্রে যাপন করিলেন, সুখে দুঃখে যাঁহারা এক হইলেন, একত্র হইয়া গান গাহিলেন, "ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ মনঃ-পীড়া আর রবে না," তাঁহারাও বিবাদ করিয়া পরস্পরের মুখ দর্শন করেন না, একত্র হইয়া সমাজের কার্য্যাদি করিতেও প্রস্তুত নহেন। (ইহাও যদি সাংঘাতিক রোগের লক্ষণ না হয়, তবে আর কি লক্ষণ থাকিতে পারে?) এরূপ স্পষ্ট বিবাদ বরং প্রার্থনীয়, কিন্তু যে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা গুপ্তভাবে কার্য্য করে, পরস্পরের কার্য্যে বাধা প্রদান করে, অথচ মুখে বেশ লৌকিক সদ্ভাব, তাহা সমাজের জীবনীশক্তিকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া দেয়। এমন কি প্রাচীন সর্ব্বজনমান্য ব্রাহ্মের বিরুদ্ধে তুলারূপ শ্রদ্ধেয় চরিত্র ব্রাহ্মদ্বারা মিথ্যা কথনের অভিযোগ উপস্থিত ও সমর্থিত হইতে আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। অপ্রিয় কথা বলিবার প্রয়োজন হইলে ও গোলযোগের আশঙ্কা থাকিলে সৎসাহসের অভাবে নানা প্রকার অসরল উপায়ে তাহা পরিহার করিতেও দেখিয়াছি। এখন এ রোগের ঔষধ কি? অনেক সময় ঔষধের ব্যবস্থা করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সংগ্রহ করাই দুরূহ। মার্জ্জারের গলদেশে ঘণ্টা লম্বমান হইলে মূষিকবংশ নিরাপদ হইতে পারে, কিন্তু সে দুরূহ কার্য্য কিরূপে যে সম্পন্ন হইবে ইহাই চিন্তার বিষয়। এরূপ ব্যবস্থা করিতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি বা গভীর গবেষণার প্রয়োজন করে না, যে আমাদের একজন সর্ব্বগুণসম্পন্ন অধিনায়কের বিশেষ প্রয়োজন, যিনি আমাদের সমস্ত অভাব বুঝিতে পারিবেন এবং প্রত্যেক অভাব উপযুক্ত-ভাবে পূরণ করিতে সমর্থ হইবেন। এরূপ কল্পবৃক্ষের ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ লাভ নাই, তাহা এ মর্ত্ত্যধামে নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য, এবং তাহা ইচ্ছা করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে জাগতিক নিয়মের অধীনে এরূপ মহাপুরুষদের অভ্যুদয় হয়, তাহা আমাদের ইচ্ছায়ত্ত নহে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে এমন কোন নেতা নাই, যিনি জ্ঞানে, সাধনে ও শক্তিতে নেতৃত্ব পাইবার উপযুক্ত। এ নেতৃত্ব দিবার জিনিস নহে, ইচ্ছা করিলেই কেহ ইহা পাইতে পারেন না,—ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ প্রভুত্ব। যেখানে সে শক্তি আছে, সেখানে আপনা হইতেই মস্তক অবনত হইয়া আইসে, তাহা চাহিতে হয় না। আমাদিগকে মান্য কর, ভক্তি শ্রদ্ধা কর, বলিলে কেহ ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে না, ভক্তি শ্রদ্ধার উপযুক্ত গুণ থাকিলে কাহারও সাধ্য নাই, ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদান না করিয়া থাকিতে পারে। কথিত আছে, দানবেরাও সত্যের নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকে। আর যদি সেই অকৃত্রিম সাধুতা না থাকে, তবে সহস্র চেষ্টা, সহস্র বক্তৃতা, সহস্র নিয়মেও শ্রদ্ধা ভক্তি রক্ষিত হইবে না। ঠেকা দেওয়া শ্রেষ্ঠত্ব, বিচারের একটু উগ্র নিশ্বাসে ভূশায়িত হইবে। রক্ষা করে কাহার সাধ্য?

বিচারে সাধুর সাধুতা, জ্ঞানীর জ্ঞান লোপ পাইবে না। তাঁহারা অসাধু ও অজ্ঞানী হইবেন না। স্বর্ণ শতবার দগ্ধ

করিলেও স্বর্ণই থাকিয়া যাইবে, কোন হীন ধাতুতে পরিণত হইবে না। তবে যুবকগণের বিচার-প্রবণতা লইয়া এত চিন্তিত হইবার কি আছে? ইহা আরও আশ্চর্যের বিষয়, যে যুবকগণ একদিন ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, শ্রদ্ধাবনত মস্তকে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল, প্রাচীন ব্রাহ্মগণকে যাহারা একদিন দেবতা জ্ঞান করিত, আজই বা তাহাদের এরূপ ভাববিপর্য্যয় কেন হইল? তাহাদের প্রকৃতি বিকৃত হইয়াছে বলিয়াছ—না, বৃদ্ধগণ আপনাদের ত্রুটিতে তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে পারিলেন না? প্রথম কারণটির মধ্যে সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু আমার বিবেচনায় দ্বিতীয়টিই সর্ব্ব প্রধান কারণ। কোন যুবক মানসিক বৃত্তি পরিচালন করিতে করিতে পূর্ব্বতন সরল বিশ্বাস হারাইয়া নানা প্রকার সন্দেহের মধ্যে পতিত হইল, কোন ভক্তিভাজন ব্রাহ্মের নিকট আপনার সংশয় জ্ঞাপন করিল, তিনি সহজ বিশ্বাসের দোহাই দিলেন, প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন। দিনের পর দিন যাইল, প্রার্থনাতেই অবিশ্বাস, প্রার্থনা করিবে কিরূপে?—সন্দেহ মিটিল না, বরং গাঢ় হইতে লাগিল। প্রচার হইল, অমুক অবিশ্বাসী হইয়াছে, ধর্ম্মবিহীন হইয়া পড়িতেছে, সকলেই সন্দেহের চক্ষে তাহাকে দেখিতে লাগিল, তাহার সংসর্গ যুবক ও বালকগণের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হইল। ইহার ফল,—মতের বিচার, জ্ঞানের বিচার, লোকের বিচার। পরে আর কে সন্দেহের দিনে তাঁহার নিকট গমন করিবে? কেহ দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে কর্ম্মের উপদেশের প্রত্যাশায় কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মের নিকট উপস্থিত হইল, তিনি হয় ত সংসারের অনিত্যতা, কর্ম্মের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া সাধন ভজনে মনোযোগী হইবার উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন, অন্য কোথায়ও বা কোন মুমুক্ষু আত্মা ব্রহ্ম দর্শনের উপদেশ লাভের জন্য কাহারও নিকট উপস্থিত হইল, তিনি তাহাকে কিঞ্চিৎ কর্ম্মোৎসাহ প্রদান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এরূপ হইলে কিরূপে আস্থা থাকিবে, ভক্তিশ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে? তাহার পর আবার যদি প্রেমের পরিবর্ত্তে উপেক্ষা, ব্রহ্মে নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে সংসার নিষ্ঠা, উদারতার স্থলে সংকীর্ণতা, সরলতার স্থানে কুটিল কৌশলময় ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অশ্রদ্ধা নিবারণ করে কাহার সাধ্য?

এইরূপ নানা কারণে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র দল গঠিত হইতেছে। সমভাবাপন্ন কতিপয় লোক দিনের পর দিন একত্র মিলিত হইয়া এইরূপ কোন না কোন বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, এবং তাহাতেই দলাদলির সূত্রপাত হইতেছে। চারিদিক হইতেই অমুক অমুকের সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়া থাকে, 'অমুক অমুকের সমালোচনা, নিন্দা প্রভৃতি কত কি করে এইরূপ কথা প্রচারিত হইতেছে। তাহাতে নানা প্রকার মনোমালিন্য বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিতেছে। পরস্পর পরস্পরকে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অন্য কারণে না হইলেও, এই কারণে যে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশ হইতেছে ও হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাসের কারণ নাই।

ব্রাহ্মসমাজে, যে একজন প্রকৃত উপযুক্ত নেতার অভাবে এরূপ দোষ ঘটিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এরূপ নেতা হইবার উপযুক্ত লোক ও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তবে কি আমাদের কোন আশা ভরসা নাই? যাহা এক জনের দ্বারা হইতেছে না, তাহা বহু জনের চেষ্টায় করিতে হইবে। কেহ বলিবেন, সাধন ভজনে মন দেও, সকল ঠিক হইবে; কেহ বলিবেন, সমবেত হইয়া কার্য্য কর আর মনোমালিন্য থাকিবে না। সে সাধন ভজন, সে সমবেত কার্য্য কিরূপে হইবে?

সকলের মানসিক প্রকৃতি একরূপ নহে, শিক্ষাও লোকের ভিন্ন ভিন্ন। সকলেই আপন আপন মতই অভ্রান্ত মনে করিতেছেন, অপর সকলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমরা কেহই আপনার বিরোধী মতের সম্মান করিতে পারি না। আমরা মুখে নানা প্রকার উদারতার কথা বলিতে পারি, কিন্তু কার্য্যকালে আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরের কোন মতকে যথার্থ সম্মান করিতে পারি না। সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত জ্ঞানালোচনা না হইলে কখনই এ ব্যাধি দূর হইবে না। আমরা কূপেই আবদ্ধ রহিয়াছি, কূপের বাহিরে না যাইলে কখনই প্রকৃত উদারতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের জানা আবশ্যক, আমরাই জগতে প্রথম ধর্ম্মসমাজ গঠন করিতে যাইতেছি না, জগতের ইতিহাসে কত ধর্ম্মসমাজের উৎপত্তি ও বিলোপ হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। কত "সনাতন" ধর্ম্ম কাল সহকারে ও মানব প্রকৃতির ক্রমিক বিকাশে অসত্য-পূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। আজ আমরা যে মতকে বিশুদ্ধ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, কাল সহকারে তাহারও কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। এমন কি, এই অল্প কালের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কত প্রকার মত বিবর্ত্তন হইয়াছে। যাঁহারা বিশ্বাসের অভিমানে আপনাদের ধর্ম্মমতকে অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা যুক্তি তর্কের বশে নহেন, তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদন করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। জগতের ইতিহাস বহুবার তাহা খণ্ডন করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। যদি সকলেই আপনাপন অন্ধ বিশ্বাসের অজেয় দুর্গে বসিয়া অপরকে অবিশ্বাসী নাস্তিক প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন, তাহা হইলে কেবল অগ্নিই উৎপন্ন হইবে, আলোক প্রকাশ পাইবে না। বিস্তৃত জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত প্রকৃত উদারতা কখনই হইতে পারে না, উদারতা না আসিলেও আমাদের মধ্যে কখনও সদ্ভাব প্রকাশ পাইবে না। গভীর জ্ঞানানুশীলনের অভাবে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নানা প্রকার কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা দিন দিন দেখা যাইতেছে। জ্ঞানের অভাবে বৃদ্ধগণ [illegible]দের উপযুক্ত ভক্তিশ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিতেছেন না। [illegible]হাদের জ্ঞানের যে ক্ষুদ্র ভাণ্ডার, তাহা ত বহুকাল পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে, এখন কেবল "থোড়বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়" হইতেছে। পুরাতন কথা আর ভাল লাগিতেছে না, তাই চারিদিক হইতে তীব্র সমালোচনা শুনা যাইতেছে। সমালোচকের মুখ চাপিলে আর চলিতেছে না। আধ্যাত্মিক বিষয়েও সেই হাল্‌কা ভাব, বাহিরের কথা; কেবল রূপকের উপর রূপক চলিতেছে, বিপুল জড় জগতের মধ্যেই পরমাত্মার

অনুসন্ধান হইতেছে, ভাবুকতা ও কার্য্যোৎসাহের দ্বারাই আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা হইতেছে, এরূপ কবিত্বের ধর্ম্মেও আর পোষাইতেছে না।

তত্ত্বজ্ঞান ও সাধন ভজনাদিতে যে হাল্‌কা ভাব, সমাজতত্ত্ব বিষয়েও সেইরূপ, আমরা নূতন আদর্শে সমাজ গঠন করিতে যাইতেছি, আমাদের চিরন্তন সংস্কারের প্রতিকূল কত সামাজিক রীতি নীতি বিদেশ হইতে আমদানি করিতেছি, আইন কানুন করিয়া শিষ্টাচার শিখাইতে যাইতেছি, আমাদের একদিকে হিন্দু ভাবাপন্ন রক্ষনশীল সম্প্রদায়, অন্যদিকে ইংরাজের অনুকরণকারী পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন সংস্কারক দল, এবং মধ্যস্থলে কতকগুলি Rationality র নামে ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্‌কালিক একদেশদর্শী স্বাধীনতাপ্রিয় যুবক দল—সকলে মিলিয়া সমাজ সংস্কারের এক খিচুড়ী পাকাইতে বসিয়াছি, আমরা মানবপ্রকৃতির মৌলিক গুণ সম্বন্ধে এক প্রকার অজ্ঞ, কিরূপ অবস্থায় তাহার কিরূপ পরিণাম হয় জানি না। মনস্তত্ব, আমরা কার্য্যশীল জীবনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করি। মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যেমন অজ্ঞানেরই ছায়া, সমাজতত্ত্ব ও সমাজ বিবর্ত্তনের নিয়মাদি সম্বন্ধেও আমরা তেমনই অনভিজ্ঞ। আমাদের মধ্যে এক জনও সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত নাই বলিলে বোধ হয় অসত্য কথা বলা হয় না। এত অল্প জ্ঞানের উপর যে কার্য্যের ভিত্তি স্থাপিত, তাহা নিষ্ফল হওয়া আশ্চর্য্য কি? কোন অভীষ্ট সফল করিবার বাসনা থাকিলে, উপযোগী উপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক, না হইলে ব্যর্থমনোরথ হইতেই হইবে। পথ চলিতে হইলে চক্ষু খুলিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

শ্রীসীতানাথ নন্দী

ব্রাহ্মসমাজ।

শুভসংবাদ—এবারকার মাঘোৎসবের পর একদিকে কিছু শুভ চিহ্ন দেখা যাইতেছে। মাঘোৎসব সাঙ্গ হইতে না হইতে ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রমের সূত্রপাত হইল। আবার ইতিমধ্যে আরও দুইটী শুভকার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রোগীদের শুশ্রূষার জন্য একটী অনাথনিবাস খুলিয়াছেন। এই সহরে আপাততঃ তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে, ক্রমে মফস্বলেও বিস্তার করিবার ইচ্ছা আছে। দ্বিতীয় শুভ অনুষ্ঠান নলহাটীতে। নলহাটীর ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মানুরাগ ও সদনুষ্ঠানের বিষয় সকলে অবগত আছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, উক্ত সমাজের কয়েক জন সভ্য বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া সেখানে এক প্রচারক্ষেত্র খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। জগদীশ্বর এই সকল শুভানুষ্ঠানের উপরে তাঁহার কৃপাবারি বর্ষণ করুন।

বিগত ১৮ই আষাঢ় শুক্রবার শ্রীমতী প্রভাবতী ঘোষের সহিত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দাসের ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইয়াছে। বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী হইয়াছে।

গত ২৫এ জ্যৈষ্ঠ খাসিয়া পাহাড়ের অন্তর্গত সেলা ব্রাহ্মসমাজে উ কৃষ্ণ ও কা টেপের প্রথম সন্তানের নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

২৭এ জ্যৈষ্ঠ খাসিয়া পাহাড়ের অন্তর্গত সেলা ব্রাহ্মসমাজে উ থাম (বয়স ৬৫ বৎসর) উ নাট রায় (বয়স ৩৫) এবং উ মিসিং (বয়স ২৫) ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। দীক্ষা কার্য্যে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ১৮ই আষাঢ় (১লা জুলাই) ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রমে বিশেষ উপাসনান্তে বাবু সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামময় কুণ্ড, শ্রীমতী স্বর্ণলতা গুহ এবং শ্রীমতী গঙ্গামনি দাসী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন এবং বাবু রজনীকান্ত গুহ ও বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পরিচারকাশ্রমের সহায়তাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। বাবু সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাটের একজন পূজকের পুত্র। ইনি অনেক দিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার পিতা কত প্রকার ভয় দেখাইয়াছেন এবং যন্ত্রণা দিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে প্রহারও করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি স্বীয় সংকল্পচ্যুত হন নাই। রামময় কুণ্ড কলিকাতাবাসী একজন তন্তুবায়। তিনি নিজ হাতে তাঁত বোনেন। অনেক দিন হইতে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশার্থী বিশেষ ব্রতধারীগণের হৃদয়ে পরমেশ্বর নববল দান করুন।

বরিশালের জমিদার বাবু রাখালচন্দ্র রায় মহাশয় ব্রাহ্মবালিকাশিক্ষালয়ে উপায়হীন বালকবালিকাদিগের শিক্ষাকার্য্যের সাহায্যার্থ বার্ষিক ৮৪ টাকার বৃত্তি দান করিয়াছেন। আমরা এজন্য দাতাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্রদ্ধাস্পদ জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় আর ইহ সংসারে নাই। গত ২৫এ আষাঢ় যকৃতের পীড়াতে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। জগদীশ্বর বাবু ব্রাহ্মসমাজের অনেকের পরিচিত। বাগেরহাট, কুষ্টিয়া প্রভৃতি যে যে স্থানে তিনি মুনসেফি কর্ম্ম উপলক্ষে গিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের শক্তিকে জাগ্রত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহার, ভক্তি ও ব্যাকুলতা ঐ সকল স্থানের ব্রাহ্মবন্ধুদিগের মনে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার শোকে আজ যে কেবল তাঁহার বিধবা পত্নীর চক্ষে জলধারা বহিতেছে তাহা নহে, আরও অনেক ব্রাহ্মের চক্ষে জল পড়িতেছে। সান্ত্বনার বিষয়, জগদীশ্বর বাবু মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয় "চৈতন্যচরিত সাঙ্গ করা রূপ ব্রত" উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঈশ্বর আমাদের পরলোকগত বন্ধুর আত্মাকে শান্তিতে রক্ষা করুন ও শোকসন্তপ্ত বিধবাকে সান্ত্বনা দান করুন।

গত ২৭এ আষাঢ় ২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বাবু ভবসিন্ধু দত্তের প্রথমা কন্যার জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ৩রা জুলাই সিমলা প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের কন্যার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। বালিকার নাম নীহারিকা রাখা হইয়াছে। কন্যার পিতা নিজেই উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে শ্রীশ বাবু সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের দাতব্য বিভাগে ২ টাকা ও প্রচার বিভাগে ২ টাকা এককালীন দান করিয়াছেন।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ—বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের বিগত উৎসবের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন—

২৪এ জুন রাত্রিতে উদ্বোধন। শ্রদ্ধেয় প্রচারক নবদ্বীপ-চন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করেন। উদ্বোধন সূচক সুন্দর উপদেশ দ্বারা সকলকে উৎসবের জন্য আশান্বিত ও ব্যাকুল হইতে উপদেশ দেন।

২৫এ জুন প্রাতে উপাসনা সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনাদি হয়, উপাসনার কার্য্য বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় সম্পন্ন করেন। অপরাহ্নে টমসন হলে "কার কথা শুনিব?" এই বিষয়ে একটী সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। অনুমান ২।৩ শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। রাত্রিতে উপাসনা সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হয়, শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন।

২৬এ জুন রবিবার প্রাতে উপাসনা, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রচারক মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন, উপাসনাতে একটী সুন্দর উপদেশে লোককে মোহিত করেন। মধ্যাহ্নে আলোচনা, অপরাহ্নে সংকীর্ত্তন, ও রাত্রিতে উপাসনা, সঙ্গীত এবং সংকীর্ত্তন হয়, শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনা করেন ও অতি জলন্তভাবে উপদেশ দান করেন। সকল আত্মা প্রেমে এক না হইলে জগতের কোন কার্য্য হইবে না, সকল ব্রাহ্মের আত্মা এক না করিলে জগতের লোক মুগ্ধ হইবে না, এভাবে উপদেশ দেন।

২৭এ জুন প্রাতে উপাসনা, সঙ্গীত, ও সংকীর্ত্তন হয়, উপাসনার কার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় করেন। মধ্যাহ্নে দরিদ্রদিগকে তণ্ডুল দান করা হয়। অপরাহ্নে নগর-সংকীর্ত্তন। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস বাজারে সাধারণ লোকের মধ্যে বক্তৃতা করেন। রাত্রিতে উপাসনা, সঙ্গীত, ও সংকীর্ত্তন, হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

২৮এ জুন রাত্রিতে সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু গিরি-গোপাল রায় মহাশয়ের বাসাতে উপাসনা, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হয়। উপাসনা শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় করেন। এখানে বেশ জলন্ত উপদেশ দ্বারা উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে মোহিত করেন।

২৯এ জুন রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু কামিনীকুমার ঘোষের বাসায় প্রার্থনান্তে প্রীতি-ভোজন হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নব প্রতিষ্ঠিত সমাজ মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা হয়। উপাসনা শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় করেন।

৩০শে জুন রাত্রিতে এই সমাজের সঙ্গত সভার আলোচনা হয়। আলোচ্য বিষয়, পাপ কি ও কোথা হইতে উৎপত্তি হয়। প্রচারক মহাশয় পাপের উৎপত্তি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন।

১লা জুলাই প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাজারের ডিসপেন্সেরির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হয়। উপাসনা শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় করেন।

২রা জুলাই রাত্রিতে পরলোকগত জানকীনাথ পোদ্দারের পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

দান প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত এককালীন দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস (রংপুর) পত্নীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৫, বাবু এককড়ি সিংহ (বানীবন) পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১, বাবু হরিমোহন দত্ত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে ১, কাকিনিয়া প্রবাসী পরলোকগত বাবু কালীকুমার গুপ্ত মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদীয় পুত্র দান করেন ৫, বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় (বগুড়া) মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ২, বগুড়া, সুতরাপুর ব্রাহ্মসমাজের নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথা হইতে প্রাপ্ত ২, শ্রীমতী সুশীলা দেবী (বগুড়া) মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ২, বাবু যাদবচন্দ্র ব্রহ্মসন্তান (বগুড়া) পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ॥০, বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত (কলিকাতা) মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ২, বাবু গোপাল-চন্দ্র মল্লিক (কলিকাতা) কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে ১, বাবু নীলকান্ত সিদ্ধান্ত (নলহাটী) নিজ বিবাহ উপলক্ষে ৩, বাবু বঙ্কবিহারী দাস (বর্ম্মা) ১, বাবু হরিনাথ দাস (বাগেরহাট) দৌহিত্রের নামকরণ উপলক্ষে ১, বাবু হেমচন্দ্র শূর (কলিকাতা) মাতৃশ্রাদ্ধোপক্ষে ৫, বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বরাহনগর) ১, বাবু উমাচরণ সেন (বাঁকীপুর) কন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ২, বাবু উদয়রাম দাস (মিসা) ২, বাবু যুগলকিশোর চট্টোপাধ্যায় (ভাস্তাড়া) ১, বাবু সীতানাথ বকসী (মেদিনীপুর) ১, বাবু সুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (হাজারিবাগ) ॥০, শ্রীমতী চঞ্চলা ঘোষ (হাজারিবাগ) ॥০, বাবু উমেশচন্দ্র বসু (কলিকাতা) শ্বাশুড়ীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১, বাবু সত্যানন্দ বসু (কলিকাতা) ৫০, মিসেস্ ব্রজেন্দ্রকুমার বসু (ডোমরাওন) কন্যার নামকরণ উপলক্ষে ২, বাবু রাধাকান্ত আইচ (নোয়াখালি) মাতৃশ্রাদ্ধোপ-লক্ষে ৪, বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ (কাঁথি) স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ২, এবং কন্যার নামকরণ উপলক্ষে ১, জনৈক মহিলা ১, শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র (কলিকাতা) ১, শ্রীমতী হরসুন্দরী দত্ত (বর্দ্ধমান) ৪, বাবু প্রমথনাথ সরকার (নলহাটী)—কন্যার নামকরণ উপলক্ষে ২, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী (কলিকাতা) কন্যার নামকরণ উপলক্ষে ১, এবং পরলোকগতা কন্যা অপরা-জিতার জন্মদিন উপলক্ষে ১, বাবু গৌরীনাথ বসু (কলিকাতা) নিজ বিবাহ উপলক্ষে ২, বাবু নিমচাঁদ দে মহাশয়ের মাতা (জলপাইগুড়ি) ২, বাবু ভুবনমোহন ঘোষ (কলিকাতা) মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১, বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী (কলিকাতা) কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ২। মোট ১১৬॥ টাকা।

শ্রীকৃষ্ণদয়াল রায়
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৫এ জুলাই সোমবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সিটি কলেজ গৃহে "স্ত্রীপুরুষের শিষ্টাচার" সম্বন্ধীয় নিয়ম সকল স্থিরী-করণার্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থানীয় আনুষ্ঠানিক সভ্যদিগের স্থগিত অধিবেশন হইবে, সকল সভ্যের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

কলিকাতা,
১২ই জুলাই ১৮৯২।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সামাজিক কমিটীর সম্পাদক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা শ্রাবণ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে ১লা শ্রাবণ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
৮ম সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ শনিবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে. ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

শক্তি-পূজা

বড় সত্য শুনেছি ত ঢের,
ভাল কথা পড়েছি অনেক,
বড় কথা-কাণে সকলের,
ঢালিয়াছি অনেক—অনেক !

সর্ব্বশাস্ত্র লিখিলেন ব্যাস,
ধর্ম্ম-কথা গাঁথিলেন কত !
সেই ব্যাস-উদাস-উদাস,
বিজনেতে কাঁদেন নিয়ত !

শান্তিজল দিলাম অপরে,
তৃষ্ণা মোর রহিল পরাণে !
মুক্তি-পথ দেখানু সংসারে,
নিজে পুড়ি অশান্তি আগুনে !

বাঁচিবার বলিনু সন্ধান,
নিজে কেন বাঁচিতে নারিনু ?
মোর বাক্যে পরে বলবান,
নিজে কেন পাপেতে হারিনু ?

কি হবে সে ধর্ম্ম উপদেশে,
কি হবে সে বড় কথা বলে,
বলে কয়ে যদি অবশেষে,
নিজে বন্দী রিপু-পদতলে ?

আমারে যা মুক্তি দিতে নারে,
পরে মুক্তি কিরূপে তা দিবে ?
আমারে নিল না ভব-পারে,
অপরে তা কিরূপে বা নিবে ?

থাক্ সে প্রচার পড়ে থাক্ তবে,
বাক্য-জাল কি হবে বিস্তারি ?
শক্তি-পূজা সাধনাতে সবে,
এস বসি প্রাণপণ করি !

বড় সত্য শুনেছি ত ঢের,
শক্তি বিনা তার মূল্য নাই ;
শক্তি-পূজা মহাসাধনের
আয়োজন কর সবে তাই।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সজনে ধর্ম্মসাধন—বর্ত্তমান সময়ের এক জন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সাধু বলিয়াছেন “ঐশী শক্তি নির্জ্জনে বাস করেন।” যেমন কোনও কোনও পক্ষীর স্বভাব এ প্রকার যে, তাহারা সর্ব্বদা নির্জ্জনতাকে অন্বেষণ করে, সজনতার কোলাহলের মধ্যে তাহাদের প্রকৃতি প্রমুক্তভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না ; নির্জ্জন না হইলে তাহাদের সঙ্গীতের মধুরতা প্রকাশ পায় না। ঐশী-শক্তির প্রকৃতিও যেন এই প্রকার ; আত্মার নির্জ্জনতার অবস্থা না পাইলে ইহা হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় না। কিন্তু আত্মার এই নির্জ্জনতা সম্ভোগ করিতে হইলে যে বিজন অরণ্যে গমন করা প্রয়োজন তাহা নহে ; জন কোলাহলময় মহানগরের মধ্যেও এই নির্জ্জনতা সম্ভোগ করা যাইতে পারে, যদি সে প্রকার অভ্যাস ও সাধন থাকে। নতুবা সজনে ধর্ম্ম-সাধন করিতে গেলেই পদে পদে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। এমন কোনও কাজ করিতে পারিবে না, যাহা লোকের ভাল-মন্দ সমালোচনার অতীত। পার্শ্বে যাহারা দণ্ডায়মান আছে, তাহারা উপরে উপরে সকল কার্য্যেরই সমালোচনা করিবে। যদি সে সমালোচনার দ্বারা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হইতে দেও, তবে আর ধীরভাবে সাধন করিতে পারিবে না। অতএব সজনে থাকিয়াও আপনাকে নির্জ্জন করিয়া লইতে হইবে। যেমন কৃষক মৃন্নির্ম্মিত সেতুর দ্বারা জল আবদ্ধ রাখিয়া নিজ ক্ষেত্রকে কর্ষণ করে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক সেতুর দ্বারা লোকের সমালোচনা ও চিন্তার স্রোতকে নিজ হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিয়া মনকে একান্ত করিয়া লইতে হইবে এবং যে সত্য হৃদয়ে অনুভব করিয়াছ তাহার অনুসরণ

করিতে হইবে। যাঁহার চিত্তের সে দৃঢ়তা নাই, সজনে ধর্ম্ম সাধন করা তাঁহার পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনা। তাঁহার মন, স্রোতো নিক্ষিপ্ত তৃণ খণ্ডের ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে; বায়ু তাড়িত ধূলিপটলের ন্যায় দশজনের ভাবের অগ্রে ছুটিতে থাকে, অন্তঃসার-শূন্য সচ্ছিদ্র বংশ যষ্টির ন্যায় লোকের নিশ্বাসে বাজিতে থাকে। এরূপ অসার লোক সমুদায় ধর্ম্মসমাজ মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যেক সৈন্য দলের সঙ্গে যেমন কতকগুলি বাজে লোক (Camp-followers) থাকে, ধূলি উড়ান, জনতা করা, তাঁবু গাড়া ও বিপদ দেখিলে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়া তাহাদের কার্য্য; সেইরূপ ধর্ম্মসমাজ মধ্যেও ধূলা উড়াইবার জন্য, দল বাড়াইবার জন্য ও হৈ হৈ করিবার জন্য কতকগুলি অসার লোক থাকে। তাহারা মনে করে যে, তাহারা ধর্ম্মসমাজে আছে, ধর্ম্ম সাধনে আছে, কিন্তু তাহাদের সাধনের গভীরতা দ্বি-অঙ্গুলি পরিমাণ। বিশেষ আত্ম-দৃষ্টিপরায়ণ না হইলে আমাদের সকলেরই সমালোচনার স্রোতে পড়িয়া সাধনের গভীরতা হারাইবার সম্ভাবনা।

বাহির ও ভিতর—সমুদ্রবক্ষ নিয়ত ভীষণ উত্তাল তরঙ্গে আন্দোলিত। পর্ব্বত মালার ন্যায় সফেন তরঙ্গ সমূহ, গভীর নিনাদে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া জলধি বক্ষকে চঞ্চলতা ও অশান্তির আলয় করিয়াছে। সমুদ্র চিরচঞ্চলতাময়। সরোবরের নিষ্কম্প, নিশ্চল, স্নিগ্ধ জলরাশির ন্যায় সাগরবক্ষ শান্তির স্থান নহে। সাগরের স্বভাবই ভীষণতা ও মহাচঞ্চলতা। সাগরের বহির্দ্দেশে এইরূপ; কিন্তু ভিতরে নীরবে অতি শান্তভাবে ধীরে ধীরে দিবানিশি ভিন্ন দিকে স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। বাহিরে স্রোত কিম্বা তরঙ্গাবলীর চঞ্চলতার সহিত সেই অন্তরবাহী স্রোতের কোন সম্বন্ধ নাই। বাহিরের চঞ্চলতা অন্তরপ্রবাহী স্রোতকে স্পর্শ করিতেও পারে না। অন্তরপ্রবাহী স্রোত সর্ব্বপ্রকার চঞ্চলতা-পরিশূন্য হইয়া অবিরাম গতিতে নির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিতেছে। সাগর জলে যেমন দুই প্রকার স্রোত দৃষ্ট হইয়া থাকে, মানব-হৃদয়েও এইরূপ দুই প্রকার স্রোত দৃষ্ট হয়। কোনও পুত্রবৎসলা জননীর বিষয় চিন্তা কর। তিনি যখন পুত্র কন্যা কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সংসার পালন করিতেছেন, তখন কত সময় দেখিতে পাই যে, প্রতিদিনের পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাবলীর দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের ও জীবনের উপরিভাগ বার বার আন্দোলিত হইতেছে। কখনও তিনি বিপদে অভিভূত ও অবসন্ন, নিরাশাতে মৃতপ্রায়, ক্রোধে উত্তেজিত এবং হর্ষ বিষাদে চঞ্চল। কখনও হয় ত ক্রোধভরে সন্তানের কোম লাঙ্গে আঘাত করিতেছেন, আবার কখনও বা স্নেহভরে তাহাকে চুম্বন করিতেছেন। উপরে দেখিতে তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তনশীল, অস্থায়ী ও চঞ্চল; কিন্তু ভিতরে নিমগ্ন হইয়া দেখ, হৃদয়ের অন্তস্তলে সন্তানের প্রতি একটী স্থায়ী প্রেমের স্রোত অবিরল গতিতে প্রবাহিত রহিয়াছে। তরঙ্গ ও চঞ্চলতা যাহা দেখিতেছ, তাহা উপরেই, তাহা কেবল হৃদয়ের বাহির পিঠকেই স্পর্শ করিতেছে। অন্তরকে স্পর্শ করিতেছে না। দাম্পত্য প্রেম সম্বন্ধেও এইরূপ, দম্পতী যখন গৃহ ধর্ম্ম করিতেছেন। তখন কত সময় দেখি তাঁহাদের চিত্ত বাহিরের ঘটনাবলীর দ্বারা আন্দোলিত হয়। কখনও দেখি তাঁহারা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া পরস্পরকে কর্কশ কথা কহিতেছেন, দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা কোনও দিনও প্রীতির চক্ষে পরস্পরকে দেখেন নাই। কিন্তু এই সকল বাহিরের উত্তেজনার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া দৃষ্টি কর, দেখিবে অন্তরে নিস্তরঙ্গ প্রীতির স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে। যাঁহারা বাহিরে বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত, নিয়ত সংসারের সেবায় ছুটাছুটি করিতেছেন, অর্থোপার্জ্জন, স্ত্রী-পুত্রপরিজনের ভরণপোষণ ইত্যাদির জন্য যাঁহারা মাথার ঘাম পায় ফেলিতেছেন, লোকে দেখিয়া বলিতেছে, "ইনি বড়ই সাংসারিক।" অথচ তাঁহার অন্তরের প্রীতিস্রোত ভগবানের দিকে। বাহিরের কার্য্য বাহুল্য ও বিষয় ভোগের সহিত অন্তরের কোনই যোগ নাই। সাগরের অন্তরবাহী স্রোতের ন্যায় তাঁহাদেরও ভাব ঠিক এইরূপ। যাঁহাকে বাহিরে ঘোরতর বিষয়ী লোক বলিয়া মনে হয় এবং ভিতরে যিনি বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ভগবানকে সার-সত্য বলিয়া উপলব্ধি করেন, তিনিই ধর্ম্ম পথে সুদৃঢ় হইয়াছেন। যাঁহার হস্ত সংসারে এবং মন ঈশ্বরের চরণে, তিনিই ধর্ম্মের প্রকৃত পথ চিনিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তির বাসস্থান হৃদয়ের অন্তস্থল গভীরতম প্রদেশে, বাহিরে নহে।

গৃহতাড়িত ব্রাহ্মযুবক—গতবারে আমরা গৃহতাড়িত ব্রাহ্মযুবকগণের বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ করিয়াছি। রোমান কাথলিকগণ বলিয়া থাকেন—ঈশ্বর পিতা ও ধর্ম্মসমাজ মাতা। ইহার অর্থ এই, আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ঈশ্বর-করুণার আবির্ভাব হয়, কিন্তু সে জীবনকে পালন করিবার ভার ধর্ম্মসমাজের হস্তে। ধর্ম্মসমাজ ধাত্রীর ন্যায় শিশু আত্মাদিগকে পালন করিয়া থাকেন। এ ভাবটী কেমন সুন্দর! মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্ম একদিনে হইতে পারে; হৃদয় এক মুহূর্ত্তে ফিরিতে পারে; কিন্তু সেই ধর্ম্মভাবকে রক্ষা ও স্থায়ী করা কঠিন কার্য্য এবং সেই ভার ধর্ম্মসমাজের হস্তে। ধর্ম্মসমাজ যদি সে ভার বহনে ও সে কর্ত্তব্য সাধনে উদাসীন বা অমনোযোগী হন, তাহা হইলে ধর্ম্মসমাজের অনুপযুক্ত কার্য্য হয়। যদি এই আদর্শের দ্বারা আমাদের কার্য্যকে বিচার করি, তাহা হইলে অতিশয় লজ্জিত হইতে হয়। বর্ষে বর্ষে কত ব্রাহ্মযুবক ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, আমরা তাহাদের ধর্ম্মজীবনকে পালন পোষণ ও উন্নত করিবার জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করি না। তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কতকগুলি দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছি। মন্দিরে প্রতি সপ্তাহে যে উপদেশ হয়, ছাত্রসমাজে যে বক্তৃতাদি হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক যে সকল গ্রন্থাদি প্রণীত ও মুদ্রিত হয়, প্রচারকগণ যে সকল বক্তৃতাদি করেন, তদ্দ্বারা অনেকের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে ও তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া থাকেন তাঁহাদিগকে পালন করিবার কোনও বন্দোবস্ত নাই। অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের বসিবার স্থান ও আসন না রাখিলে যে প্রকার বন্দোবস্ত হয়, আমাদের যেন সেই প্রকার বন্দোবস্ত। যুবকগুলি আহুত

হইয়া ব্রাহ্মসমাজ গৃহের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে; করিয়া দেখে কেহ তাহাদিগকে দেখিবার লোক নাই; কেহ একবার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না; কোথায় কিরূপে বসিতে হইবে তাহা কেহ বলেন না; সুতরাং তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে ঘুরিয়া বেড়ায়, যেখানে ইচ্ছা বসে, যাহা ইচ্ছা করে, যেথানে ইচ্ছা যায়; এবং অবশেষে হয় ত অনেকে সরিয়া পড়ে। যাহারা সরিয়া না পড়িয়া গৃহের মধ্যে থাকে, তাহাদের দশাটাও যে বড় ভাল দাঁড়ায় তাহা নহে। তাহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া আর কিছু শিখুক না শিখুক সমালোচনা করিতে শিখে। তাহাদের অপরাধই বা কি? যে বাসায় বেড়াইতে যায়, যে দলে প্রবেশ করে, যে মিটিংএ উপস্থিত হয়, কেবল দেখে যে সমালোচনার স্রোত বহিতেছে; ব্রাহ্ম ব্রাহ্মের শ্রাদ্ধ করিতেছেন; সকল কার্য্যের গুণভাগ পশ্চাতে রাখিয়া দোষভাগেরই কীর্ত্তন হইতেছে; পরস্পরের অভিসন্ধির বিশুদ্ধতার প্রতি সন্দেহ করা হইতেছে। এরূপ হাওয়াতে যাহারা বর্দ্ধিত হয়, তাহারা যদি সমালোচনাপ্রিয় হইয়া উঠে, তবে তাহাদিগকে কি দোষ দিতে পারা যায়?

অতএব আমরা দেখিতেছি যুবকদিগকে আকৃষ্ট করিয়া আর কিছু করিতে পারি আর না পারি সমালোচনাতে, পরের দোষ গুণ বিচারে পরিপক্ব করিয়া তুলিতেছি। ইহার অনিবার্য্য ফল এই হইতেছে, যে তাহারা অহঙ্কৃত ও উদ্ধত হইয়া উঠিতেছে। এই ত গেল তাহাদের ধর্ম্মজীবনের তত্ত্বাবধান করা। তাহাদের লৌকিক জীবনের তদারক এইরূপ চলিতেছে। তাহাদের অনেকে অসহ্য নির্য্যাতন ও দারিদ্র্য ক্লেশে দিন কাটাইতেছে। সমাজের লোকে তাহাদিগকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না। পিতা মাতা, ভাই ভগিনীর স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, কত যুবকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; ব্রাহ্মপরিবারদিগের মধ্যে কেহই তাহাদিগের দিকে একটুকু স্নেহের হস্ত প্রসারণ করিতেছেন না। তাহারা নিজ নিজ ভার বহন করিয়া পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। নবাগত যুবকদিগের প্রতি এরূপ ঔদাসীন্য বৃদ্ধি থাকিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুচিতরূপে প্রচারিত হইবে না।

সমালোচনা।—সমালোচনার প্রসঙ্গ যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। পরস্পরের দোষের সমালোচনা করা যেন আমাদের একটা ব্যাধির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। আজ যদি ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে কোনও ব্যক্তি কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন বা কোনও কল্যাণকর প্রস্তাব উপস্থিত করেন, অমনি দেখি কিরূপে তাঁহার সদনুষ্ঠানের সহায়তা করিতে পারি, এ চিন্তা হৃদয়ে উদিত না হইয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের বা প্রস্তাবের মধ্যে কি দোষ আছে এই চিন্তাই আমাদের অন্তরে অগ্রে উদিত হয়। কাহার কাহার ও বিরুদ্ধ ভাব এত প্রবল হয়, যেন সে ব্যক্তি কি দুষ্কার্য্যেরই প্রস্তাব করিয়াছে। এই যে সাংঘাতিক ব্যাধির স্বরূপ দোষৈকদর্শিতা, ইহারি কারণে ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য জমিতেছে না। কিরূপে মিলিয়া কাজ করিতে পারি, এ প্রবৃত্তি অপেক্ষা কিরূপে স্বতন্ত্র থাকিতে পারি এই প্রবৃত্তিই যেন আমাদের অধিক। ব্রাহ্মের মুখে ব্রাহ্মের দোষকীর্ত্তন, এই পাপে ব্রাহ্ম-সমাজ মরুক্ষেত্র হইয়া যাইতেছে। ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, ঐশীশক্তি আমাদের চালক নহে, ক্ষুদ্র মানবীয় ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ অহংকার প্রভৃতি আমাদের চালক। ঐশীশক্তি যদি আমাদের চালক ও পথ প্রদর্শক হইত তাহা হইলে যেথানে সাধু সংকল্প ও সাধু কার্য্য সেই খানেই আমাদের হৃদয় অনুরাগ ও প্রেম দিত; ঈশ্বর সাধু সংকল্পের চির সহায়, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছার সহিত যাহার ইচ্ছার যোগ হয়, তিনিও সকল প্রকার সাধু সংকল্পের সহায় হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ এই সমালোচনা-প্রিয়তাতে এই প্রকাশ পায় যে, প্রত্যেকে অপরকে লইয়াই ব্যস্ত, নিজের উন্নতির প্রতি সেরূপ দৃষ্টি নাই। যে সমাজের লোক নিজের দুর্গতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অপরের দুর্গতি লইয়া টানাটানি করিতে অধিক ব্যস্ত, সে সমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়।

ভাবুকতা ও ধর্ম্মজীবন—ভাবুকতা ও স্থায়ী ধর্ম্মজীবন এই উভয়ে অনেক প্রভেদ। এক মুহূর্ত্তে একটা ধর্ম্ম ভাব হৃদয়ে উদিত হইল, তাহার আবেগে হর্ষ পুলক অশ্রু প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, সেই আবেগে ভাবোন্মাদ প্রাপ্ত হইলাম; প্রার্থনা সংগীত রোদন প্রভৃতি করিলাম। ইহার কিছুই কঠিন বা দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে। ইহা প্রতিদিন অনেকের জীবনে ঘটিতেছে এবং ঘটিবার সম্ভাবনা। অনেকে ইহাকে ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু ধর্ম্ম জীবন আর এক প্রকার। ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তদনুসারে নিজ চরিত্র ও কার্য্যকে নিয়মিত করাই ধর্ম্ম জীবন। তাহা বিশেষ সংগ্রাম ও আত্ম সংযমের কর্ম্ম। কর্ত্তব্যের আদেশে আপনার প্রবৃত্তিকে শাসনাধীন করা, নিজের স্বার্থ ও সুখাসক্তিকে জলাঞ্জলি দেওয়া, আপনার ইচ্ছাকে সর্ব্বদা ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত রাখা, এ সকল সামান্য সাধনের কর্ম্ম নহে। এবং অল্পকালের সাধনেরও কর্ম্ম নহে। ইহা দীর্ঘকালের সংগ্রাম ও সহিষ্ণুতার ফল। ভাবুকতার ধর্ম্ম মার্জ্জার-প্রকৃতি সম্পন্ন। দুই দিন যদি দুগ্ধের বাটীটী, মৎস্যের মুড়াটী বা অন্নের গ্রাসটী না পায় তাহা হইলে আর তাহার অনুরাগ থাকে না; সে স্থানান্তরে মিষ্টতার অন্বেষণে যায়। বিশ্বাসের ধর্ম্ম এরূপ নহে, তাহা কুকুর-প্রকৃতি-সম্পন্ন, তাহা দুই দিন আহার না পাইলেও প্রভুর দ্বারেই পড়িয়া থাকে। সরসতা বিরসতা, আশা, নিরাশা, সকল অবস্থাতেই হৃদয়স্থ আদর্শ ও প্রভুর আদেশ পালনের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখে।

ব্রাহ্ম বালক বালিকার জন্মের রেজিষ্টার—বহুদিন হইল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থির করিয়াছিলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফীসে ব্রাহ্ম বালক বালিকার জন্মের একটা রেজিষ্টার রাখা হইবে। তদনুসারে ব্রাহ্মবন্ধুগণকে স্বীয় স্বীয় বালক বালিকার জন্মের সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি যে, এবিষয়ে ব্রাহ্মবন্ধুগণ মনোযোগী হইতেছেন না। আমাদের বালক বালিকার

ঠিক বয়সের একটী নিদর্শন থাকা অতিশয় প্রয়োজনীয়। ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে আমাদের বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। উক্ত আইনে বালিকাদিগের বিবাহোপযুক্ত বয়স ১৪, এবং বালকদিগের বয়স ১৮। যদি কোনও কারণে বয়সের ভুল হয়, তাহা হইলে সে বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বালিকাদিগের রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দ্বাদশ বর্ষকে সীমারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন ও বালিকা দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে কি না জানিতে হইলেও তাহার জন্ম দিনের একটা নির্দ্দেশ থাকা আবশ্যক। যাহারা স্বীয় স্বীয় পুত্রদিগকে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদের সন্তানাদিগের বয়সের একটা নির্দ্দেশ থাকা আবশ্যক। পুরাকালে প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের গৃহে বালক বালিকার জন্মমাত্র জন্মপত্রী রচনা করিবার প্রথা ছিল। ব্রাহ্মগৃহে সেরূপ জন্ম-পত্রী রাখার প্রথা তিরোহিত হইয়াছে, কারণ ব্রাহ্মগণের অনেকে জ্যোতিষের ফলাফলে বিশ্বাস করেন না। তৎপরিবর্ত্তে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আফীসে এক প্রকার জন্মপত্রী রাখা হইয়াছে, যাহা প্রত্যেক শিশুর নামকরণের সময়ে ব্যবহৃত হইতে পারে। দুঃখের বিষয় তাহাও অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয় না। অতএব আমরা দুইটী বিষয়ের জন্য ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে অনুরোধ করিতেছি; প্রথম তাঁহাদিগের গৃহে বালক বালিকার জন্ম হইলে যেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফীসে সংবাদ প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় নাম করণের সময়ে যে জন্ম-পত্রী ব্যবহার করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে, তাহাতে যেন কেহ অমনোযোগী না হন।

সেবার অধিকার—ঈশ্বর ও মানবের সেবা যাঁহারা করিবেন, তাঁহাদিগকে অগ্রে সেবার অধিকার উপার্জ্জন করিতে হইবে। সংসারে প্রতিদিন এইরূপ বিচার চলিতেছে। যে ব্যক্তিকে একখানি গ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়া দেখা গেল যে, কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিল, তাহাকে দশখানি গ্রামের তহশিলের ভার দেওয়া হয়; আবার সে বিষয়ে যে কৃতকার্য্য হয় তাহাকে বিস্তীর্ণ জমিদারির দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করা হয়। যে ব্যক্তি দুই শত মুদ্রার ভাল ব্যবহার করিতে পারে, তাহারই হস্তে সাহস করিয়া দশ শত মুদ্রা দেওয়া হয়। এবং যাহাকে দুই শত মুদ্রা দিয়া দেখা গিয়াছে যে, সে তাহারই সমুচিত ব্যবহার করিতে সমর্থ নহে, তাহাকে আর অধিক মুদ্রার ভার দিতে সাহস হয় না। ঈশ্বর কি তাঁহার ভৃত্যদিগকে এই ভাবে বিচার করেন না? ব্রাহ্মসমাজ যাহাদিগকে নিজ ক্রোড়ে পাইয়াছেন যদি তাহাদের উন্নতির উপায় বিধান করিতে না পারেন, তাহা হইলে আর প্রচার করিয়া অধিক লোক সংগ্রহ করিবার অধিকার থাকিবে না। সেরূপ চেষ্টাকে ঈশ্বর সফল করিবেন না। আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি যে, ক্রমেই এদিকে ব্রাহ্মগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত ব্যক্তিগণের উন্নতির উদ্দেশে অনেকগুলি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। (১ম) শিশুদিগের জন্য রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয় (২য়) ব্রাহ্মবালিকাদিগের বোর্ডিং (৩য়) ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় (৪র্থ) ব্রাহ্মবালকদিগের বোর্ডিং (৫ম) ব্রাহ্মযুবক-সমিতি। এ সকলেরই উদ্দেশ্য ব্রাহ্মবালক বালিকা ও যুবকদিগের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান। এ সকলগুলি আমরা আদর্শের অনুরূপ করিতে পারি আর না পারি, কায়মন যত্নে যে চেষ্টা করিতেছি তাহাতেই আমরা ঈশ্বরের নিকট নিরপরাধ বলিয়া গণ্য হইব। পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলিকে আদর্শের অনুরূপ করিতে দুইটী বিষয়ের প্রয়োজন। প্রথম অর্থ, দ্বিতীয় কাজ করিবার লোক। এখনও আমাদের এই দুইটীরই অপ্রতুল আছে। তাহা বলিয়া দুঃখ করিয়া আর কি করিব? অর্থ ও লোক আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় আমরা কার্য্য করিয়া যাইব, অর্থ ও লোক তিনি কালে দিবেন। তবে ব্রাহ্মসাধারণের এ সম্বন্ধে কিছু কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা দেখিবেন, এই সকল কার্য্যের সাহায্যের জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য করিতেছেন কি না? কারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা সহায় হওয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে কর্ত্তব্য; এজন্য ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরের নিকট দায়ী। না করিলে তাঁহারা ঈশ্বরের চক্ষে পাপী বলিয়া গণ্য হইবেন। যে ধর্ম্মসমাজের মূল্য কি, যে সমাজের ব্যক্তিগণ আপনাদের সমাজের অন্তর্গত নরনারীর উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী নহে? এরূপ সমাজের দ্বারা জগতে কোনও মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। ধর্ম্ম প্রচার করা তাহাদের কর্ম্ম নয়। তাহারা লোকের ঘৃণা ও বিদ্রূপেরই উপযুক্ত। আজ যদি ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় যে, তাঁহারা বিরোধই করুন আর নিন্দাবাদই করুন ব্রাহ্মগণ যাহা সত্য ও জীবনের আদর্শ বলিয়া ধরিয়াছেন তাহার সাধনে মনোযোগী, সে বিষয়ে তৎপর ও তন্নিমিত্ত অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাহা হইলে কালে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ঈশ্বর করুন আমরা যেন সমুচিতরূপে ঈশ্বর ও মানবের সেবার দ্বারা সেবার অধিকার উপার্জ্জন করিতে পারি।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ইহার প্রচারক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য আবার কতকগুলি প্রচারক কেন? জগতে ত প্রতিদিন অনেক মত প্রচার হইতেছে যাহার কোনও নিযুক্ত প্রচারক নাই। তাঁহাদের মাসিক বা পাক্ষিক পত্রিকা আছে; পুস্তক পুস্তিকা প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, দেশ দেশান্তে সেই সমুদয় নীত ও বিক্রীত হয়, তদ্দ্বারা তাঁহাদের অবলম্বিত মত চারিদিকে প্রচারিত হইয়া থাকে; সেইরূপ করিয়া কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারিত না? মনোবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের কত নূতন সত্য দিন দিন আবিষ্কৃত ও দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে; এ সকল সত্যের প্রচারক নিয়োগ

করেন না? তবে প্রচারক নিযুক্ত না করিলে কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতে পারে না?

এই প্রশ্নের বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম, কি নূতন বস্তু দিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? প্রথমে চিন্তা কর, কোনও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সত্য প্রচার করিবার জন্য যেমন অনেক সভা থাকে ব্রাহ্মসমাজ কি তেমনি একটী সভা? সাকার উপাসনা অপেক্ষা নিরাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ, কোন প্রকার অভ্রান্ত গ্রন্থ বা ব্যক্তি নাই, মানবাত্মা অমর ও চিরউন্নতিশীল, এই কতকগুলি সত্য লোককে বুঝাইয়া দিতে পারিলেই কি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হয়? মনে কর শঙ্করের ন্যায় বা রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় আবার একজন দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ অভ্যুত্থিত হইলেন। তিনি তর্কাস্ত্রে বিপক্ষ কুলের যুক্তি সকলকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ঐ সকল মতকে স্থাপন করিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে নিরুত্তর করিলেন; তাহা হইলেই কি বুঝিতে হইবে যে, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য হইয়া গেল?

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, কেবল মাত্র মত প্রচার করা ত আর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নয়, দেশের কুরীতি কুনীতি সকলকে সংশোধন করা ইহার কার্য্য। আবার মনে কর, ভারত সভা যেমন প্রজাকুলের রাজনৈতিক অধিকার লাভ ও রাজনৈতিক অত্যাচার সকল নিবারণের জন্য আন্দোলন করিয়া থাকেন, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজ নিরন্তর নানাপ্রকার সামাজিক দুর্নীতির উন্মূলের জন্য আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ক্রমে ইঁহাদের চেষ্টাতে জনসমাজের দুর্নীতি সকল তিরোহিত হইয়া গেল। ইংলণ্ড-প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের যেমন একটী নূতন সমাজ হইতেছে সেইরূপ একটী সমাজ হইল, যাহাতে বাল্যবিবাহ নাই, বিধবাবিবাহ আছে, নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা আছে, বিবাহের পূর্ব্বে পূর্ব্বরাগ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহা হইলে কি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হইবেন ও মনে করিবেন যে, ব্রাহ্মসমাজ যে জন্য তাহা সুসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে?

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, কেবল ইংলণ্ড প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের সমাজের ন্যায় একটী সমাজ হইলে কি হইল? তাহারা যে ধর্ম্মের নাম গন্ধ করে না, কেবল ৩ আইন অনুসারে বিবাহ করে, সেরূপ হইলে চলিবে কেন? আচ্ছা মনে কর ধর্ম্মের গন্ধ ও একটু রাখিলাম। মনে কর ঐ নবীন সমাজের স্বাধীন নর নারী আমোদ প্রমোদ বিলাসে, ইন্দ্রিয় সেবাতে ডুবিবে, কেবল একটু ছিটা ফোঁটা ধর্ম্মের সহিত যোগও রাখিবে। আর কেনই বা না রাখিবে? সে টা যে দেখিতে ভাল! বড় বড় ইংরাজেরা কেমন মেম সঙ্গে উপাসনা মন্দিরে গাড়ি হাঁকাইয়া যায়, নব্য উন্নত সমাজের লোকেরা কেন যাইবেন না? অতএব মনে কর ইংলণ্ড প্রত্যাগত দিগের সমাজের উপরে একটু ধর্ম্মের বার্ণিস দেওয়া গেল, তাহাতে কি এই তৃতীয় শ্রেণী সন্তুষ্ট হইবেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ কি চাহিতেছেন? কেহ হয় ত বলিবেন সুসংস্কৃত সমাজও একটু বেশী ধর্ম্ম। নিতান্ত পাতলা গোচ ধর্ম্ম রাখিলে চলিবেনা, একটু ঘন ধর্ম্ম রাখিতে হইবে। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাহারা মনের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখুন কি চাহিতেছেন? ধর্ম্ম, সমাজের ও বিষয়ের অনুগত হইয়া থাকুক, ভোগ বিলাস ও বিষয় ব্যাপার দয়া করিয়া যতটুকু সময়ও মনোযোগ দিতে দেয় তাহাই ধর্ম্মার্থে দেওয়া হউক, এই কি চান? অথবা সমাজ ও বিষয় ধর্ম্মের অনুগত থাকুক, ব্রাহ্মের সামাজিক ও বৈষয়িক কার্য্য সমুদয় ধর্ম্মার্থে ও ধর্ম্মভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকুক এই চান? যদি ধর্ম্মকে সমাজ ও বিষয়ের অনুগত করিয়া রাখিতে চান, তবে সে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য প্রচারক নিয়োগের প্রয়োজন নাই? প্রচার করিয়াও কোনও ফল দেখা যায় না। আর যদি বল যে, সমাজ ও বিষয়কে ধর্ম্মের অনুগত করিতে হইবে, তবে প্রশ্ন করি কোন শক্তিতে তাহা করিবে? সমাজের আধ্যাত্মিকতার কতটা শক্তি থাকিলে তবে তাহা সমগ্র সমাজের উপর ও বিষয় বাণিজ্যের উপর স্বীয় অধিকার ও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে?

এই আধ্যাত্মিকতার শক্তির বিষয়ে চিন্তা করিলেই ব্রাহ্মসমাজের জীবনের মহালক্ষ্য অনুভব করিতে পারি। ব্রাহ্মসমাজ এমন কি নূতন সত্য প্রচার করিতেছেন, যাহা পূর্ব্বে প্রচারিত হয় নাই; একেশ্বরবাদ কি এদেশে নূতন? আত্মার অমরত্বের মত কি নূতন? প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা কি নূতন? ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় উভয় ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে ধর্ম্ম বিজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া স্বীয় কলেবর পুষ্টি করিয়াছেন। তবে নূতন কি? ইহার উত্তর এই,—এই সকল পুরাতন সত্যকে এরূপ শক্তিশালী করা যে, তাহারা মানব জীবনকে জয় করিবে,—ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের জীবনের লক্ষ্য; এইটী জগতে নূতন। এটী যে জগতে নূতন তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ একেশ্বরবাদ জগতে বহুদিনের প্রাচীন হইলেও ইহা মানব-ইতিবৃত্তে কখনই এরূপ শক্তিশালী হয় নাই যে, মানবসমাজ ও মানবজীবনকে শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আবার সেই প্রশ্ন উঠিতেছে পুরাতন সত্য সকলকে শক্তিশালী করিবার উপায় কি? উত্তর এই, অপর সকল ধর্ম্মে যে প্রণালীতে সত্য শক্তিশালী হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মেরও তাহাই হইবে? যীশু কি নূতন কথা বলিয়াছিলেন? তাঁহার উক্তি ও উপদেশের মধ্যে এমন কি কথা ছিল, যাহা সে দেশে ও অপরাপর দেশে পূর্ব্বে প্রচারিত হয় নাই? তবে সেই সকল সত্য কিরূপে শক্তিশালী হইল? উত্তর, যীশুর জীবন ও স্বার্থনাশের দ্বারা। মহাত্মা বুদ্ধ এমন কি বলিয়াছেন যাহা প্রাচীন হিন্দু দর্শনে ছিল না? তবে পুরাতন সত্য শক্তিশালী হইল কিরূপে? উত্তর, বুদ্ধের জীবন ও বৈরাগ্যের দ্বারা। মহম্মদ যে একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা কি প্রাচীন য়িহুদী শাস্ত্রে ছিল না? তবে তাঁহার মুখে প্রাচীন একেশ্বরবাদের এত পরাক্রম হইল কিরূপে? উত্তর, মহম্মদের অনন্ত বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা। ব্রাহ্মদিগকে ও এই প্রণালীতে বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের শক্তি লাভ করিতে হইবে। এই সত্যটী অনুভব করিলেই এক দল প্রচারক থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। প্রচারকগণ সমগ্র সমাজের আধ্যাত্মিকতার মুখপাত্র স্বরূপ হইবেন; তাঁহারা

বিশ্বাস বৈরাগ্যের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের শক্তিকে জাগ্রত করিবেন। যেখানে যাইবেন অপনাদের জীবনের সংস্পর্শে অপর হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিবেন। এইরূপ এক দল বিশ্বাসী ও শক্তিশালী প্রচারকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সকলে চিন্তাকরুন এই বিশ্বাসী দল কিরূপে প্রস্তুত হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ২য় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯২।

গত তিন মাসে কার্য্যনির্ব্বাহকসভার ১৩টী নিয়মিত অধিবেশন হইয়াছে।

এই সময় মধ্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ২টী ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ১মটী বর্ষশেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে, ২য়টী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে হইয়াছিল। বর্ষশেষ উপলক্ষে ৩০এ চৈত্র অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় সংগীত সংকীর্ত্তন তৎপর উপাসনা। নববর্ষ উপলক্ষে ১লা বৈশাখ প্রাতঃকালে সংগীত সংকীর্ত্তন ও উপাসনা—অপরাহ্নে আলোচনা সংগীত সংকীর্ত্তন এবং উপাসনা হইয়াছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৪শ বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ২রা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে সংগীত সংকীর্ত্তন ও উপাসনা, অপরাহ্নে সংকীর্ত্তন ও ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্ত বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। ৩রা জ্যৈষ্ঠ দুই বেলা সংগীত সংকীর্ত্তন ও উপাসনা ও অপরাহ্নে আলোচনা হইয়াছিল।

এই উৎসবের সময় প্রচারক এবং কার্য্যনির্ব্বাহকসভার সভাগণের একটী সম্মিলন-সভা হয়। তাহাতে ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় আলোচনা হইয়াছিল।

গত ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণে অবগত করা হইয়াছে যে সমাজের কার্য্যের সুব্যবস্থার জন্য ৩টী নূতন কার্য্যবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক বিভাগের কার্য্য উপাসকমণ্ডলীর সহিত একযোগে সম্পন্ন হইতেছে। মাসিক উপাসনার দিনে উপাসনান্তে বিশেষভাবে আলোচনা হইয়াছে। এই বিভাগের উদ্যোগে ব্রাহ্মযুবকগণের জন্য একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মপরিবার এবং ছাত্রাবাস সকলে যে সকল ব্রাহ্মযুবকগণ বাস করেন, তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধান জন্য কয়েক জনের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। যুবকগণের ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রভৃতির বন্দোবস্তের জন্য মাসে দুইবার করিয়া যুবকগণের সম্মিলন সভা হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে। বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদাদির বন্দোবস্তেরও ব্যবস্থা হইবার কথা হইয়াছে।

এই বিভাগের উদ্যোগে কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে পারিবারিক উপাসনার ব্যবস্থা হইতেছে।

সামাজিক বিভাগের উদ্যোগে যে "স্ত্রীপুরুষের শিষ্টাচার" সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রণীত হইয়াছে আর একটী সভায় তাহার আলোচনা হইবার কথা ছিল। উক্ত উদ্দেশ্যে ২ বার সভা আহূত হইয়াছিল, কিন্তু সভ্যগণের উপস্থিতির সংখ্যা আশানুরূপ না হওয়ায় কার্য্য হয় নাই। শীঘ্র এই বিষয়ের মীমাংসার্থ সভা হইবে।

অন্য বিভাগের (জ্ঞানালোচনার) কার্য্য এ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই।

কার্য্যনির্ব্বাহকসভা গত বৎসর অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রস্তুত সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠান-পদ্ধতির একটী পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত হইয়াছিল। এ বৎসর উক্ত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি যাহাতে স্থিরীকৃত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা হইতেছে।

এ বৎসর ১৮৭২ সালের ৩ আইন অর্থাৎ যে আইন অনুসারে ব্রাহ্ম-বিবাহ রেজিষ্টারি হইয়া থাকে, তাহার সংশোধন জন্য চেষ্টা হইতেছে এবং একটী সবকমিটির উপর উক্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে।

কলিকাতায় ব্রাহ্মগণের শবদাহ করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র স্থান গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন অধিকতররূপে উপলব্ধি হইতেছে।

প্রচার—কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রচার কমিটীর অনুরোধ ক্রমে মিঃ লছমন প্রসাদকে পরীক্ষাধীন না রাখিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রবেশার্থী প্রচারকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ করিবার হেতু 'এই যে তিনি বহুকাল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যদিও তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রেণীভুক্ত হন নাই, তথাপি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হইয়াই কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যের উপযুক্ততারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এরূপ বহুদিনের পরিচিত প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ব্রাহ্ম পরিচারককে পরীক্ষাধীন রাখিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। এজন্য, তাঁহাকে পরীক্ষাধীন না রাখিয়া প্রবেশার্থী প্রচারকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই সময় মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে প্রচারক প্রেরণের জন্য নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, হাজারিবাগ, বগুড়া, বাগেরহাট, টাঙ্গাইল, মুর্শিদাবাদ, বানিবন, খালড়, নলধা,

নিম্নলিখিতরূপে গত তিনমাসে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—নিম্নলিখিত রূপে কার্য্য করিয়াছেন।

কলিকাতা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে, ছাত্রসমাজের অধিবেশনে ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর এবং কোন ব্রাহ্মের বাটিতে বিপদুদ্ধার উপলক্ষে উপাসনা।

হাজারিবাগ। উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে তিন বেলা বেদীর কার্য্য। ইহা ভিন্ন অন্য সময়ে ছয় দিবস ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ। এক দিবস গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা। একদিবস শ্মশান ভূমিতে মৃত ব্যক্তির জন্য সর্বাঙ্কবে প্রার্থনা। কেশব হলে নীতি শিক্ষা বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সভাপতির কার্য্য এবং ছাত্রদিগের নীতি শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা। কেশবহলে গৃহস্থাশ্রম ও

ধর্ম্মসাধন বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। উক্তস্থানে যীশুখৃষ্টের চরিত্র ও উপদেশ বিষয়ে দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা। কেশব-হলে নীতি শিক্ষা বিদ্যালয় কর্ত্তৃক আহূত সভায়, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্ত্ব বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। সমাজ মন্দিরে, পার্থিব সুখ ও উন্নতির সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

বাঁশবেড়িয়া। ছাত্র সভার সভাপতির কার্য্য এবং কার্য্যগত জীবন বিষয়ে বক্তৃতা। মাদকসেবন নিবারিণী সভা সংস্থাপন উপলক্ষে সভাপতির কার্য্য এবং মাদক-সেবনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা। ছাত্র সভার সভাপতির কার্য্য এবং ভারতের অবনতির কারণ কি? এই বিষয়ে বক্তৃতা। আরও এক দিবস ছাত্র সভার সভাপতির কার্য্য এবং স্ত্রী ও পুরুষ জাতির শিক্ষা প্রণালীর প্রভেদ কি? এই বিষয়ে বক্তৃতা। ছাত্র সভার অধিবেশনে ভক্ত কবি রামপ্রসাদ ও তাঁহার সঙ্গীত, এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে বেদীর কার্য্য, এবং উক্ত উৎসব উপলক্ষে সাংসারিক উন্নতির সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে গড়বাটীতে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ইহা ছাড়া অন্য সময়ে সমাজের বেদীর কার্য্য।

বাবু শশিভূষণ বসু—এই তিন মাসের মধ্যে শরীরের অসুস্থতা হেতু প্রায় এক পক্ষকাল কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হন নাই। অবশিষ্ট সময় এইরূপে কার্য্য করিয়াছেন। ছাত্রোপাসক সমাজে উপাসনা এবং উক্ত সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে সভাপতিরূপে সে সকল বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করেন। রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ে মধ্যে মধ্যে শিক্ষা দান এবং মাণিকতলা,উল্টাডিঙ্গি,শ্যামবাজার, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাট, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার, বিডন স্কোয়ারে ৭টী বক্তৃতা করিয়াছেন। উল্টাডিঙ্গিতে একদিন কীর্ত্তনাদির পর ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। কোন কোন পরিবারে উপাসনা ও উপদেশাদি প্রদান করেন। ভবানীপুরে একটী পারিবারিক সমাজে একদিন উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করেন। শিবপুর প্রার্থনা সমাজে দুই সপ্তাহ উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার ভার গ্রহণ করিয়া কয়েক সপ্তাহ উপাসনা করিয়াছেন ও উপদেশ দিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে দুই রবিবার স্বায়ংকালীন উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত প্রার্থনাদি করিয়াছেন।

মফস্বল। নিমতা ব্রাহ্মসমাজে কয়েক সপ্তাহ উপাসনা করিয়াছেন ও উপদেশ দিয়াছেন, এবং (১) পরমেশ্বর কি? (২) তিনটী উৎকৃষ্ট উপায়, (৩) মরুভূমে ফুলের বাগান সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা করেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত থালোড় ও নজরপুর নামক স্থানে গমন করেন এবং থালোড় ব্রাহ্মসমাজে একদিন উপাসনা ও উপদেশ দান করেন, এবং উক্ত স্থানদ্বয়ে ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধ ৪টী বক্তৃতা করিয়াছেন।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম-সূত্র" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একখানি বাঙ্গালা ও একখানি ইংরাজি পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত আছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—বিগত তিন মাসে প্রধানতঃ কলিকাতায় থাকিয়া কার্য্য করিয়াছেন। এখানে অবস্থিতি কালে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও তত্ত্ব-কৌমুদীর সম্পাদকতা করিয়াছেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে অধিকাংশ সময় সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে "ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্ত"সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। ৪টী বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন, একদিন তালতলাতে ও একদিন শ্যামবাজারে বক্তৃতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, ভবানীপুর সুবার্ব্বান ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা করেন, ভবানীপুরে একজন বন্ধুর উদ্যানস্থ সাধন-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার তাঁহার বালিগঞ্জস্থ ভবনে সঙ্গত ও প্রত্যেক রবিবার প্রাতে সামাজিক উপাসনা হয়, তাহা নিয়মপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এই সকল কার্য্য ব্যতীত ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রমের কার্য্য ও ব্রাহ্মবালকদিগের বোর্ডিংএর কার্য্য এবং ব্রাহ্মবালিকাশিক্ষালয়ের কার্য্যে কিছু কিছু সময় দিতে হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং নেলফামারিতে গমন পূর্ব্বক উপদেশ, বক্তৃতা, আলোচনাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

নবদ্বীপচন্দ্র দাস—চক্ষুর অসুখের জন্য কাটিহারে কিছু দিন অবস্থিতি করেন। এই সময় সমাজে এবং পরিবারে প্রায় নিত্যই উপাসনা ও আলোচনাদি করেন। এখান হইতে পূর্ণিয়া যান, তথায় প্রায় সপ্তাহ কাল থাকিয়া উপাসনা ও আলোচনাদি করেন, পূর্ণিয়া সমাজ অনেক দিন হইতে একরূপ বন্ধ ছিল, সেই সমাজ তথাকার বন্ধুগণ পুনরায় নিয়মিত রূপে চালাইবার জন্য উদ্যোগী হন, শ্রদ্ধেয় বন্ধু পার্ব্বতী বাবুর গৃহেই সমাজের কাজ আরম্ভ করা হয়। পূর্ণিয়া হইতে পুনরায় কাটিহারে আসিয়া কিছু সময় থাকিয়া দিনাজপুরে গমন করেন। তথায় সমাজে একদিন বন্ধুদিগকে লইয়া উপাসনাদি হইয়াছিল। এখান হইতে জলপাইগুড়ি গমন করেন। সেখানে একদিন মাত্র অবস্থিতি করেন। তৎপর দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন সেখানেও ৫ দিন থাকিয়া উৎসবের কাজ করেন। সমাজে ও পরিবারে উপাসনা উপদেশ ও আলোচনাদি করেন। দারজিলিং হইতে তিনধারিয়া যান, সেখানে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। এখান হইতে সিলিগুড়ি যান। এখানকার সমাজটী একরূপ বন্ধ আছে, কিন্তু বন্ধুদিগের যত্নে গৃহখানা রহিয়াছে। তথাকার বন্ধুগণ পুনরায় সমাজ চালাইতে উৎসাহী হইয়াছেন। এখান হইতে পুনরায় জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে আহূত হইয়া গমন করেন। সেখানে উৎসবের কাজ ও সমাজে এবং পরিবারে উপাসনা আলোচনা ও পাঠাদি হয়। একদিন 'ভারতে সংগ্রাম' এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়। এখান হইতে নেলফামারী গমন করেন। সেখানে সমাজে ও পরিবারে উপাসনা উপদেশাদি হয়। একদিন "মনুষ্যের ধর্ম্ম লাভের উপায় কি? এই বিষয়ে বক্তৃতা

করেন। এখান হইতে সৈয়দপুর যান, সেখানে বন্ধুদিগকে লইয়া উপাসনা ও উপদেশাদি হয়। এখানকার সমাজ গৃহটী অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছে, বন্ধুদিগের সঙ্গে তাহার সংস্কার বিষয়ে আলোচনাতে এই স্থির হয়, গৃহটী একবারে পাকা করিবার উদ্যোগ করিতে হইবে। এখান হইতে রংপুরে গমন করেন, এখানে সমাজে ও পরিবারে উপাসনা ও উপদেশাদি হয়। একদিন গ্রামস্থ কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে "ধর্ম্মচর্চ্চা" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং অপর একদিন সমাজগৃহে "ব্রাহ্ম হওয়ার লাভ কি?" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এখান হইতে কুড়িগ্রামে যান, সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া উপসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন, একদিন "গৃহ-বিবাদ" এই বিষয় বক্তৃতা করেন। এখান হইতে ফুলবাড়ী যান, এখানে একদিন পারিবারিক উপাসনা ও আলোচনাদি হয়। এখান হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব এবং প্রচার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আহূত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে উৎসবে উপাসনা এবং আলোচনাদি করেন। কলিকাতায় থাকার সময় সমাজে এবং পরিবারে উপাসনা করেন। এখান হইতে উৎসবের জন্য আহূত হইয়া বাগেরহাট যান, সেখানে উৎসবে উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন। সমাজে ও পরিবারে উপাসনাদি হয়, একদিন বন্দরে এবং রিপণ হল প্রাঙ্গনে "ভারতের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অবস্থা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সেখান হইতে খুলনা যান, সেখানে সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনা ও উপদেশাদি হয়। এখান হইতে যশোহরে যান, কিন্তু বিশেষ প্রতিবন্ধকতায় কথাবার্ত্তা ভিন্ন অন্য কাজ হয় না। টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের জন্য গমন করেন, পথে কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজে ।একদিন উপাসনা উপদেশ হয়। টাঙ্গাইলে ৪।৫ দিন সমাজে ও পরিবারে উপাসনা উপদেশাদি হয়। একদিন রমেশ হলে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এখান হইতে করটীয়া যান। এখানে কথাবার্ত্তা ভিন্ন অন্য কাজ হয় না। এখান হইতে জন্মভূমি ভাদগ্রামে গমন করেন, এখানে ৪।৫ দিন থাকিয়া বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে আহূত হইয়া যান। গ্রামে থাকার সময় একদিন "ধর্ম্ম ভিন্ন প্রবৃত্তি জয় করা যায় না" এই বিষয় বক্তৃতা করেন। বগুড়ায় ৮।৯ দিন থাকিয়া সমাজে ও পরিবারে এবং সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপাসনা উপদেশ ও আলোচনাদি করেন। একদিন সুতরাপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা উপদেশ হয়। একদিন একটী আনুষ্ঠানিক উপাসনা হয়। একদিন টমসন হলে "কা'র কথা শুনে চলিব" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। একদিন মধ্য বঙ্গ ইংরেজী স্কুলের ছাত্রদের সুনীতি সংস্কারিনী সভায় ব্রহ্মচর্য্য, বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই স্কুলটী একটী ব্রাহ্মবন্ধু দ্বারা চালিত। ২ দিন স্কুলটী পরিদর্শন করেন। জুলাই মাসে প্রচারকগণ সকলে একত্র হইয়া নির্জ্জনে বাস করিবার যে সংকল্প ছিল তাহার জন্য একবার কলিকাতায় আগমন করেন।

এতদ্ভিন্ন বাবু কালীপ্রসন্ন বসু, বাবু নীলমনী চক্রবর্ত্তী, মিঃ লছমন প্রসাদ, বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী, বাবু কালীমোহন দাস, বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাশয়গণ বক্তৃতা, উপদেশ প্রভৃতি নানা উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

সঙ্গত-সভা—এই সময় মধ্যে সঙ্গত-সভার ১২টী অধিবেশন হইয়াছিল। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। কেবল গত ১লা বৈশাখ ও ১২ই জ্যৈষ্ঠ এই দুই মঙ্গলবারে সমাজের বাৎসরিক উৎসব এবং সমাজ মন্দিরে বিবাহ উৎসব থাকায় সঙ্গত-সভার কার্য্য বন্ধ থাকে। উক্ত ১২টী অধিবেশনে নিম্নলিখিত ১০টী বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। "ধর্ম্ম নিয়মে বিশ্বাস" "শক্তি" "নির্ভর" "আনন্দ" "আত্ম-নিগ্রহ" "বিনয়" "জ্ঞান" "উন্নতি" এবং "বিশেষত্ব" ও "উৎপীড়ন"।

উপাসক মণ্ডলী—এই কাল মধ্যে মন্দিরের নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনা ব্যতীত, বর্ষশেষ, নববর্ষ ও সাঃ ব্রাঃ সমাজের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত, নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সীতানাথ দত্ত, ও শশিভূষণ বসু মহাশয় গণ ইহার নিয়মিত ও উৎসবের উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। সঙ্গতের কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিয়াছে। আয় ব্যয়ের যে হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল তাহাতে দেখা যাইবে যে ইহার আর্থিক অবস্থা ভাল নহে।

জমা		খরচ	
চাঁদা আদায়	৮৩৲	বিবিধ ব্যয়	৩২॥৴১০
গ্যাসের আলোর হিসাবে প্রাপ্ত	৩৲	পাখা টানার ব্যয়	৯॥৵১০
দানাধারে প্রাপ্ত ও দান		গ্যাসের আলোর ব্যয়	২৮
সংগ্রহ	১৫।৴১০	কর্ম্মচারীর বেতন	২৫৲
		গ্যাস মেরামত প্রভৃতি	১৬৲
একটী বিবাহে প্রাপ্ত	১০৲		
			১১১।৵০
		হস্তে স্থিত	২৬৸৵৭॥
	১১১।৴১০		
পূর্ব্বকার স্থিত	২৬৸১৭॥		১৩৮।৭॥
	১৩৮।৭॥		

ব্রাহ্ম-ছাত্রিনিবাস—এই তিন মাস ব্রাহ্মছাত্রিনিবাসের কার্য্য সুন্দররূপে চলিয়াছে। গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে অধিকাংশ ছাত্রী স্বীয় স্বীয় বাটীতে গিয়াছিলেন, অনেকেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। এইক্ষণে ছাত্রী সংখ্যা ২৭। গত বৎসরে এই সময় ১৩টী ছাত্রী ছাত্রিনিবাসে ছিলেন। ৩টী ছাত্রী এখনও আসেন নাই, তাঁহারা আসিলে ছাত্রী সংখ্যা ৩০ হইবে। তত্ত্বাবধায়িকাগণ অতি যত্নের সহিত নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। ছাত্রিনিবাসের এই তিন মাসের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয় বিবরণ এইরূপ।

জমা		খরচ	
চাঁদা হিঃ জমা	৬৯॥০	খোরাকী জলখাবার ও	
ছাত্রী দিগের বেতন হিঃ	৫৬২৲	আলোর ব্যয়	২৭২॥৵০
বৃত্তি হিঃ জমা	২৮৲	ছাত্রীদিগের স্কুলের	
এড্‌মিসন ফীঃ	৫৲	বেতন	৪৮।০
স্থায়ীফণ্ড হিঃ	২৫৲	কর্ম্মচারীর বেতন	১৮৮।১০
এককালীন দান	৪০৲	বাড়ী ভাড়া হিঃ	১৫৩৲
		জিনিস খরিদ	১৪৲১৫
	৭২৯॥০	বিবিধ ব্যয়	১০/১০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৪৬৸৴৫	বৃত্তি হিঃ	৮৯৵০
	৮৭৬।৴৫		৭৭৫।৴০
		হস্তে স্থিত	১০১৲৫
			৮৭৬।৴৫

দাতব্য বিভাগ—দাতব্য বিভাগের কার্য্য এই তিন মাস কাল প্রায় পূর্ব্ববৎই চলিয়াছে। এই তিন মাস মধ্যে একজন অন্ধ, একটী কুষ্ঠরোগী, ৩টী অনাথ পরিবার ও ৪টী ছাত্রের অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে আরও কয়েকজন ছাত্রকে মাসিক দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত মাঘোৎসবের সময় আলোচনার দিন (Conference) এইরূপ কথা হইয়াছিল যে, কলিকাতা এবং মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্ম-পরিবারের অনুষ্ঠান উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে কিছু কিছু অর্থ দান করা হইবে। কিন্তু সেরূপ দান অধিক পাওয়া যাইতেছে না। এই মহৎ কার্য্যে ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, অনেক দুঃখীর দুঃখ মোচনের উপায় হইতে পারে।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা-		——খরচ—	
অনুষ্ঠানোপলক্ষে প্রাপ্তি	৫৯৲	মাসিক দান	৩৫৷৷০
এককালীন দান প্রাপ্তি	৭৮৷৷০	এককালীন দান	১৪।০
বার্ষিক দান প্রাপ্তি	১৬৲		——
মাসিক দান প্রাপ্তি	৩৲		৪৯৸০
		হস্তে স্থিত	২৪০৵০
	১৫৬৷৷০		——
পূর্ব্বকার স্থিত	১৩৩।৵০		২৮৯৸৵০
	২৮৯৸৵০		

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—এই ফণ্ডের উন্নতির জন্য মাঘোৎসবের সময় যেরূপ আলোচনা ও প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তদনুরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া একখানি আবেদন পত্র কলিকাতার ব্রাহ্মগণের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। মফঃস্বলে তাহা শীঘ্রই প্রেরিত হইবে। আবেদন পাইয়া অতি অল্প সংখ্যক স্থান হইতেই উত্তর পাওয়া গিয়াছে, আশা করি বন্ধুগণ এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। এই ফণ্ডে গত তিন মাসে ৭৫৲ টাকা আয় এবং ৩।৴ ব্যয় হইয়াছে। গত ত্রৈমাসিকের স্থিত ২৯১১৸৴৫ সহিত এখন ২৯৮৩৷৷৫ সংস্থান হইয়াছে।

পুস্তকালয়—পূর্ব্ব ত্রৈমাসিক বিবরণে জানান হইয়াছে যে, বাবু সীতানাথ নন্দী পুস্তকালয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আরও কোন কোন বন্ধুর সহায়তা লইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে পুস্তক সকল সুশৃঙ্খল করিয়াছেন এবং যাহাতে ইহার বিশেষ উন্নতি হয় তাহার আয়োজন করিতেছেন।

পুস্তক প্রচার—প্রকৃত বিশ্বাস নামক পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

তত্ত্ব-কৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—এই দুই পত্রিকাই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। তত্ত্ব-কৌমুদীর আয় ব্যয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মেসেঞ্জারের আয়ের অবস্থা একটু ভাল দেখা যাইতেছে এবং ইহার মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল কারণে আশা হয়, মেসেঞ্জারের নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে আর ঋণ হইবে না।

নীতি বিদ্যালয়—বিগত দুই মাস গ্রীষ্মোপলক্ষে নীতি-বিদ্যালয়ের কার্য্য স্থগিত ছিল। সম্প্রতি ইহার কার্য্য পুনরায় আরব্ধ হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর ভবনে বালকবালিকাদিগের একটী সাম্বৎসমিতি হয়। তথায় বহুসংখ্যক বালকবালিকা সম্মিলিত হইয়াছিল। নানা প্রকার ক্রীড়া কবিতাপাঠ ও গীতবাদ্যাদিতে বালকবালিকাগণ অতিশয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিল। প্রীতি-ভোজন হইয়া সমিতির কার্য্য শেষ হয়। এক্ষণে এই বিদ্যালয় ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং বালক বালিকা অন্যূন ৭০ জন। আট জন শিক্ষয়িত্রী এবং এক জন শিক্ষক নিয়মিতরূপে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য করিয়া থাকেন। অন্যান্য কার্য্য প্রণালীর এই তিন মাসে কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়—বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৪। তন্মধ্যে ৭ জন বালক অবশিষ্ট বালিকা।

গ্রীষ্মের বন্ধের পরে এই বিদ্যালয় এণ্ট্রান্সস্কুলে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন জন্য দুই জন বি, এ, উপাধিধারী শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। একজন পুরাতন শিক্ষক পদত্যাগ করিয়াছেন এবং কয়েক জন বন্ধু অনুগ্রহ করিয়া অবৈতনিক শিক্ষকের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রদত্ত অমনিবস্ গাড়ী স্কুলের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এজন্য দুইটী অশ্ব ক্রয় করা হইয়াছে। শিক্ষালয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আয়——		——ব্যয়——	
ছাত্র প্রদত্ত বেতন	২৮৯৲	কর্ম্মচারীর বেতন	৩০২৷৷৵১০
পাখা টানিবার ফি	১৷৷০	বাড়ী ও গাড়ী	
চাঁদা প্রাপ্তি	১১৯৲	ভাড়া	২৯৯।৵১৫
এককালীন দান প্রাপ্তি	৩৫৲	পুস্তক ও স্কুলের ব্যব-	
সুদ	২৭৷৷৴	হার্য্য জিনিষ খরিদ	২৲১০
বিবিধ	৷৷/৫	বিবিধ	৮/০
			——
	৪৭২৷৷৶৫		৬১২।৶১৫
গত ত্রৈমাসিকের		হস্তে স্থিত	৫৫৪৸৵১০
স্থিত	৬৯৪৷৷৶০		——
			১১৬৭।৵৫
	১১৬৭।৵৫		

বঙ্গমহিলা সমাজ—গত এপ্রিল মাসে সভার দুইবার কার্য্য হয়, তাহাতে মহাভারত হইতে বিশেষ বিশেষ স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করা হয়। মে ও জুন দুই মাস গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে সভার কার্য্য স্থগিত থাকে, পুনরায় জুলাই মাস হইতে কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ব্রাহ্ম মিশন প্রেসের ১ম ও ২য় ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব। *

জমা		খরচ	
ছাপাই অর্থাৎ যত		মুদ্রাঙ্কণ, কাগজ	
প্রকার কাজ হই-		ইত্যাদির বাবদ	
য়াছে	১৬৪১।১৫	যাহা ভিন্ন ভিন্ন	
মুদ্রাঙ্কণ ও নগদ		ব্যক্তিকে ধার	
বিলাত বাকী অর্থাৎ		দেওয়া হইয়াছে	২০৫৮৸/০
দপ্তরী কাগজ ইত্যা-		প্রেস প্রস্তুত হিঃ	২৭১।/১০
দির বাবদ আদায়	২১১২।৵০	বাড়ী ভাড়া হিঃ	৬৲
প্রেস প্রস্তুত হিঃ	২০৭॥৵১০	কাগজ খরিদ হিঃ	৯॥৫
গৃহ প্রস্তুত হিঃ	৬০৲	বেতন হিঃ	১০৯১৸১৫
কাগজ বিক্রয় হিঃ	১৭৻৫	সুদ হিঃ	১৩।১০
বিবিধ হিঃ	৪২/১০	সরঞ্জামী হিঃ	১০৯৸/৫
হাওলাত হিঃ	১৭২৩৸৵০	ওয়ারেণ্টীয়ার	১৬১৲
কর্ম্মচারীর বেতন		রসিদ ষ্ট্যাম্প	৸/০
বাবদ ১০২১৵১০		গৃহ প্রস্তুত হিঃ	২৪৻১০
সুদ হিঃ ১২৮।১০		ডাকমাশুল	৸/০
কাগজ ১৩০৻১০		বিবিধ হিঃ	৫৩৸৶১০
টাইপ বাবদ ১৪৯৵১০		ছাপাই হিঃ দরুণ ছাড়	।৶০
দপ্তরী বাবদ ৭৫৸৶০		হাওলাত হিঃ	১৮০৮।/১০
নগদ ২১৯।/০		কর্ম্মচারীর	
		বেতন ৯৯১৸৵১০	
১৭২৩৸৵০		সুদ শোধ	
		হিঃ ২১৩৲	
	৫৮০৪।৶০	কাগজের	
গত বৎসরের স্থিত	৭৲	মূল্য ৪১৸৵০	
		টাইপের	
মোট	৫৮১১।৶০	মূল্য ৩৪৫/০	
		গৃহের জন্য	
		কাষ্ঠেরমূল্য ১০৲	
		দপ্তরী ৬৲	
		নগদ ২০১৲	
		১৮০৮।/১০	
		আমানত হিঃ	২।০
			৫৭৮৩৶১৫
		হস্তে স্থিত	২৮৶৫
		মোট	৫৮১১।৶০

* যথাসময়ে ব্রাহ্মমিশন প্রেসের প্রথম ত্রৈমাসিক হিসাব প্রস্তুত না হওয়ায় অধ্যক্ষ সভার প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করা হয় নাই, এই জন্য দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে দুই কোয়ার্টারের হিসাব একত্র প্রদত্ত হইল।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		ব্যয়	
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের		প্রচার ব্যয়	৪৩১॥০
চাঁদা প্রাপ্তি	১১৮৶০	কর্ম্মচারীর বেতন	১৫২৸/৫
প্রচার ফণ্ডের			
চাঁদা প্রাপ্তি	৩৫২।৵০	ডাকমাশুল	১॥/৫
পাথেয়	২০৲	পাথেয়	২৩৲
কর্ম্মচারীগণের বেতন		প্রচারক গৃহ হিঃ	২৪।৶১০
(তত্ত্বকৌমুদী ও পুস্ত-		দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্র-	
কের ফণ্ড হইতে		দিগের স্কুলের বেতন	
প্রাপ্ত)	৬০৲	দান	৫০৲
প্রচারক গৃহ হিঃ			
(বাড়ীভাড়া)	১৫৩।৶০	মুদ্রাঙ্কণ	৩।৶০
সিটিকলেজ হইতে		কমিশন	১॥০
ব্রাহ্ম বালকদিগের		বিবিধ	২০৸/৫
স্কুলের বেতন দিবার		গচ্ছিত শোধ	৯০৲
জন্য দানপ্রাপ্তি	৫০৲		
শুভকর্ম্মের দান	৬৲		৭৯৯৵৫
গচ্ছিত	৯৫৲	স্থিত	৯৬৬৵১০
	৮৫৫/০		১৭৬৫।১৫
পূর্ব্বস্থিত	৯১০৶১৫		
	১৭৬৫।১৫		

পুস্তকের আয় ব্যয় বিবরণ

আয়		ব্যয়	
বাকী মূল্য আদায়	৪৮৸৶১০	অপরের পুস্তক বিক্র-	
নগদ বিক্রয়	১১১৸৶১৫	য়ের মূল্য শোধ	৭৸৶০
সমাজের	৭৪৸৵০	কমিশন	১॥৵১০
অপরের	৩৭/১৫	ডাকমাশুল	৪॥/১০
কমিশন	২৭/০	কাগজ খরিদ	৫॥/৫
পুস্তকের ডাকমাশুল	৪॥৶১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৩৬৲
গচ্ছিত	৩২॥/০	বিবিধ	২/০
		পুস্তক বাঁধাই	৪২।৵০
	২২৫॥১৫	গচ্ছিত শোধ	২৫।/০
পূর্ব্বস্থিত	৩৫৬৯৸/১৫		
			১৯৩॥৫
	৩৭৯৫।৵১০	স্থিত	৩৬০১৸৵৫
			৩৭৯৫।৵ ॰

তত্ত্বকৌমুদী।

মূল্যপ্রাপ্তি	২৪৯৮৶৹	ডাকমাশুল	৪৬'৫
নগদ বিক্রয়	।৹	বিবিধ	৭॥/৫
গচ্ছিত হিঃ	২॥৶৹	কর্ম্মচারীর বেতন	৬৯৲
	———	কাগজ খরিদ	৫০।/৫
	২৫২৸৹	কমিশন	৩।৶৹
পূর্ব্বস্থিত	১৫৪২।৶৫	মুদ্রাঙ্কণ	৫৪৲
	———	গচ্ছিত শোধ	২॥৶৹
	১৭৯৫৶৫		———
			২৩৩৵৫
		স্থিত	১৫৬১৸৵৹
			১৭৯৫৶৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

মূল্যপ্রাপ্তি	৪৪২৸৯পাই	ডাকমাশুল	৯৮॥৵৫পাই
নগদ বিক্রয়	৸৵৹	বিবিধ	১৫॥৵৬
বিজ্ঞাপন	৩২৲	কর্ম্মচারীর বেতন	৭২।৶৩
গচ্ছিত	৫০৲	মুদ্রাঙ্কণ	১৩৩৲
বিবিধ	৪॥৵৹	ঋণশোধ	৩৯॥৶৬
	———	কাগজ	৫৬।৹
	৫৩০।৶৯	কমিশন	৯।৹
পূর্ব্বস্থিত	২৭৭॥৶১১	গচ্ছিত শোধ	৫০৲
	———		———
	৮০৮/৮		৪৭৪৸৵৮
		হস্তে স্থিত	৩৩৩৶৹
			———
			৮০৮/৮

ব্রাহ্মসমাজ।

১২ ই জুলাই কুমার খালী ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাবু শশিভূষণ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৫ই জুলাই স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের অনুরোধে শশী বাবু সমাজ গৃহে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার শেষে তিনি ছাত্রদিগকে একটি ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করেন। ছাত্রবৃন্দ তাহা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বাবু হারাণ চন্দ্র সরকার মহাশয় এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শশী বাবুর উপদেশে ছাত্রেরা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত রজনীতে যখন কলিকাতা যাত্রা করেন, কয়েকজন ছাত্র ষ্টেসন পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করেন, এবং তাঁহার কার্য্যের জন্য বিশেষ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এবং তাঁহাকে উক্ত স্থানে মধ্যে মধ্যে যাইতে অনুরোধ করেন।

বাবু শশিভূষণ বসু বর্ষার জন্য সম্প্রতি বাহিরের বক্তৃতাদি বন্ধ করিয়া, তাঁহার বন্ধুগণের সহিত কলিকাতায় কোন কোন হিন্দু পরিবারে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা করিতেছেন, এবং "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম" এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিতেছেন।

বিগত ২২এ মে তারিখে দিনাজপুরস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ দাস মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী তরঙ্গিনী প্রায় ৬।৭ মাস হইতে নানা রূপ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যু বিশেষ পরিতাপের কারণ। এই শোক সন্তপ্ত পরিবারের শোক শান্তির জন্য তৎপর দিনই ত্রৈলোক্য বাবুর বাসায় বিশেষ উপাসনা হয়। বিগত ২১এ জুন রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০ টার সময় তরঙ্গিনীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ত্রৈলোক্য বাবুর বাসাতে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রাদ্ধের ৭ দিন পূর্ব্ব হইতে, যে স্থানে তাঁহার প্রাণ বায়ু বিমুক্ত হয় সেই স্থানে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। তৎপরে বিগত ২৯এ জুন সোমবার সমাজমন্দিরে তরঙ্গিনীর পরলোকগত আত্মার কল্যাণকামনায় সামাজিক উপাসনা হইয়াছিল। স্থানীয় আচার্য্য শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ভুবন মোহন কর মহাশয় প্রত্যেক দিন উপাসনা করিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধ—গত ৯ই শ্রাবণ শনিবার ২১০/৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বাবু জগদীশ্বর গুপ্তের আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শাস্ত্রপাঠ ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত জগদীশ্বর বাবুর জীবনচরিত সম্বন্ধে কিছু বলেন, এবং বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় ও জগদীশ্বর বাবুর এক জন আত্মীয় সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করেন। তৎপরে বাবু দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী, জগদীশ্বর বাবুর সম্বন্ধে দু চারিটি প্রাণস্পর্শী কথা বলেন। জগদীশ্বর বাবুর উইলের পাণ্ডুলিপি অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পাঁচ শত ও নববিধান সমাজে পাঁচ শত টাকা প্রদান করিবেন বলিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিনী ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। পরমেশ্বর দুঃখিনী বিধবার হৃদয়ে শান্তি দান করুন।

ছাত্রসমাজ—ছাত্র সমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ২৫শে আষাঢ় অপরাহ্ণ ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মন্দিরে বক্তৃতা করেন। তৎপর দিন শনিবার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ইংরাজি ভাষায় উপসনা করেন, এক উপদেশদেন। রবিবার প্রাতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও অপরাহ্ণে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনা করেন।

ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রম—গত পক্ষে ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রম হইতে প্রচারক দল বহুবাজার, সিমলা ও পটলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। বগুড়া হইতে আগত

বাবু যাদব চন্দ্র পাল এবং আশ্রম হইতে বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল উলুবেড়ে গমন করেন। তথায় বাবু এককড়ি সিংহ ও বাবু অমৃত লাল গুপ্ত তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া ছিলেন। পুলিস ইনস্পেক্‌টারের বাসায় দুই দিন সংগীত সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হয়। স্থানীয় মুন্সেফ, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও উকিল প্রভৃতি অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সংবাদ পত্র পাঠে সাঁওতাল পরগণার দুর্ভিক্ষের কথা জানিতে পারিয়া আশ্রম হইতে তাহার প্রতিবিধান করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ কোন্ স্থানে আরম্ভ হইয়াছে এবং সংবাদ পত্রের লিখিত বর্ণনা সত্য কিনা তাহা জানিবার জন্য আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ চিঠি লিখিয়াছেন। গত ৮ই শ্রাবণ পরিচারক বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর কন্যার নামকরণ হইয়াছে। বালিকার নাম সান্ত্বনা রাখা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ—কোয়েটা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বাবু লক্ষ্মন দাসের প্রথম পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে বাবু অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম অমর নাথ রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৩৲ টাকা ও কোয়েটা ব্রাহ্মসমাজে ৩৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। এবং ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম সভ্য বাবু জমায়েত রাও স্বীয় জন্মদিন উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে ২৲ কোয়েটা ব্রাহ্ম সমাজে ২৲ ও বৈদ্যনাথ কুষ্ঠ নিবাসে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন, আমরা দাতা দিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

নামকরণ—কাকিনিয়ার বাবু গগন চন্দ্র ঘোষের তৃতীয় কন্যার নাম করণ উপলক্ষে ৩৲ টাকা এবং উক্ত স্থানের বাবু গৌরীলাল রায়ের মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৪৲ টাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রচার ফণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে। এজন্য আমরা দাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

দান—পরলোকগতা শ্রীমতী চূড়ামনি আম্মারের পতি, পত্নীর স্মরণার্থে দক্ষিণ ভারতবর্ষের ব্রহ্মমন্দিরে জলের কল স্থাপনের জন্য ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য আমরা দাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিশেষ উপাসনা—আগামী ৬ই আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ হইয়া পরবর্ত্তী রবিবার সারাদিন শ্রীযুক্ত বাবু প্রেমচাঁদ বড়াল মহাশয়ের বালিগঞ্জস্থ উদ্যানে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হইবে। সম্মিলনীর সভ্যগণকে অধিবেশনে যোগদিবার নিমিত্ত সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

দান প্রাপ্তি।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থে নিম্নলিখিত দান প্রাপ্তিস্বীকার করা যাইতেছে।

বাবু ভুবন মোহন ঘোষ,	কলিকাতা	২৲
,, পার্ব্বতীচরণ দত্ত,	কলিকাতা	২৲
,, রামলাল সাহা	বগুড়া	৫৲

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৭ই শ্রাবণ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৭ই শ্রাবণ প্রকাশিত

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
৯ম সংখ্যা।

১লা ভাদ্র মঙ্গলবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ✓১০

অসার খ্যাতি।

কে চায় শুনিতে ওই বৃথা কোলাহল,
সাধু সাধু অসার সুখ্যাতি?
দরিদ্রের ধনী খ্যাতি তাহে কিবা ফল?
পিত্তলের কেন স্বর্ণভাতি?

আমি যে পিত্তল; আমি ধাতুর অধম;
স্বর্ণ স্বর্ণ কেন জনরব?
আমি যে দরিদ্র, দীন, কাঙ্গাল বিষম,
ধনী ধনী এ কেন গৌরব?

গৃহে অন্ন নাই; দিন কাটে অনাহারে;
ভাবনাতে অন্তর শুকায়;
ধনী ধনী বলে লোক পূজে যদি তারে,
সে পূজাতে প্রাণ কি জুড়ায়?

তেমনি দরিদ্র আমি; পাপের জ্বালায়,
জ্বলিতেছি কিবা নিশি দিন;
একি রে বিদ্রূপ সাধু বলিয়া আমায়,
পায়ে পড়ে নবীন প্রবীণ!

লোকে ভাবে এই ব্যক্তি ধর্ম্মের বাজারে,
কেনা বেচা করে বহু কাল;
নিশ্চিত সম্পদ কিছু আছে ধনাগারে,
অভিজ্ঞতা হয়েছে বিশাল।

যদি বলি কিছু নাই, তবে ত নিরাশে
পাপী পুন ফিরিবে সংসারে;
তাই বলি শান্তি-ধন দেহ প্রভু দাসে,
বিলাইয়া বাঁচহি সবারে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রচারের দায়িত্ব—আমরা দেখিতে পাই জনসমাজে এক এক প্রকার রোগের এক এক প্রকার ঔষধ প্রচলিত হইয়াছে। কিরূপে কবে সেই সকল ঔষধ প্রচলিত হইল, কে কবে তাহার আবিষ্কার করিল, তাহা কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারে না, অথচ দেখি পরস্পর পরস্পরকে সেই ঔষধ সেবনের পরামর্শ দিতেছে। লোকে কেন এ প্রকার পরামর্শ দেয়? উত্তর—তাহারা নিজে বা নিজ পরিবারের মধ্যে বা নিজ বন্ধু বান্ধবের মধ্যে দেখিয়াছে যে, উক্ত ঔষধ সেবন করিয়া কেহ না কেহ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। সেই জন্যই তাহার উপকারিতাতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিন্তু মনে কর, এক ব্যক্তি কখনও দেখে নাই যে, একটী ঔষধ বিশেষের দ্বারা কাহারও উপকার হইয়াছে, অথচ সে ব্যক্তি অপর এক জনের সংকট রোগের মধ্যে তাহা সেবন করিতে পরামর্শ দিতেছে। অথবা মনে কর সে নিজে সেই ঔষধ সেবন করিয়া দেখিয়াছে যে, তদ্দ্বারা তাহার রোগ শান্তি হয় নাই, অথচ অপরকে তাহা সেবন করিতে পরামর্শ দিতেছে। এরূপ ব্যক্তিকে তোমরা কি বল? যে ব্যক্তি মানুষের সংকট পীড়ার মধ্যে, বিষম রোগ যাতনার মধ্যে এরূপ দায়িত্ব-বিহীন কার্য্য করিতে পারে, সে লোক-সমাজে নিন্দনীয় হয় কি না? মানুষের জীবন লইয়া এ প্রকার ক্রীড়া করা অতি লঘুচেতা, অসার ও ধর্ম্মজ্ঞান-বিহীন লোকের কর্ম্ম। দেশের প্রচলিত দণ্ড বিধিতে এরূপ ব্যক্তির জরিমানা ও কারাদণ্ডের বিধান আছে। ইহা এক প্রকার সামাজিক অপরাধ। রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা পাপের যন্ত্রণা কি সামান্য? রোগ যন্ত্রণাতে যে ক্লেশ পাইতেছে, তাহার প্রতি এ প্রকার ব্যবহার করা যদি ধর্ম্মসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে পাপ-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি এরূপ ব্যবহার সমুচিত ও ধর্ম্ম-সঙ্গত কি না? এখন ব্রাহ্ম তুমি বিবেচনা কর, তুমি যে পৃথিবীর পাপী তাপীর পাপ রোগের ঔষধ স্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রচার করিতে যাইতেছ, তুমি কি দেখিয়াছ যে নিজ জীবনে ও তোমার বন্ধু বান্ধবের জীবনে এই মহৌষধের দ্বারা পাপ রোগের শান্তি হইয়াছে? তুমি কি এই বস্তু হৃদয়ে রাখিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা পাইয়াছ? তুমি কি ইহার বলে পাপ প্রলোভনকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছ? তুমি কি বলিতে পার—"আমি বাঁচিয়া গিয়াছি, পাপের জ্বালা জুড়াইয়াছি, অভয় ধাম প্রাপ্ত হইয়াছি।" তোমাদের মধ্যে যে কেহ সম্পূর্ণ হৃদয়ে

অসংকোচে ও বিবেককে সাক্ষী করিয়া এই কথা বলিতে পারেন, তাঁহারই এ ধর্ম্ম প্রচার করিবার অধিকার আছে, নতুবা না দেখিয়া দেখেছি বলা, না পাইয়া পেয়েছি বলা, এরূপ দায়িত্ব-বিহীন প্রচার ত অনেক করিতেছি এবং করাও কঠিন নয়। তবে তাহাতে ঈশ্বর-চরণে অপরাধী হইতে হয়, এবং সেরূপ প্রচারের কোনও ফল হয় না এবং হইতেছেও না।

ব্রাহ্মের বিপদ—প্রাচীন কালের সাধকগণ সাধন-পথের এক অতিরিক্ত সীমাতে গমন করিতেন। তাঁহারা অতিরিক্ত নির্জ্জনতা-প্রিয় ছিলেন। আর বাস্তবিক নির্জ্জনতা না পাইলে ধর্ম্মরাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। যাঁহারা সজন নগরে বাস করেন, তাঁহাদিগকেও সাধনের সময় সজনে থাকিয়া নির্জ্জনে থাকিতে হয়, জন কোলাহলের মধ্যে বিচরণ করিয়াও আত্মার একাকিত্ব রক্ষা করিতে হয়। আত্মার একাকিত্ব ব্যতীত সেই পরম একাকীর সন্নিকটে আসীন হওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু সাধকগণ এই একাকিত্ব এতদূর অন্বেষণ করিয়াছিলেন যে, অবশেষে জগতের প্রতি উদাসীন হইয়া গিয়াছিলেন; জগতের সুখ দুঃখের সহিত তাঁহাদের আর বিশেষ সংস্রব ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে অগ্রসর ব্যক্তিগণ জনসমাজকে ঘৃণাপূর্ব্বক বর্জ্জন করিয়া নির্জ্জন অরণ্য বা গিরিগুহাবাসী হইতেন। প্রাচীন হিন্দু সাধনের বিপদ যেমন জগতকে বিস্মৃত হওয়া, ব্রাহ্মদিগের সাধনের বিপদ তেমনি জগতকে সর্ব্বস্ব করা। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই গৃহে ও জনসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাধন করিতে হইবে। এই ভাবের আতিশয্য হইলে এরূপ হইতে পারে যে, একজন কেবল গৃহের ও সমাজের কোলাহলের মধ্যেই ঘুরিতেছেন, নির্জ্জনতা ও আত্ম-দৃষ্টি একেবারে নাই। এই যে বহির্ম্মুখীন ভাব ইহাতে মানুষকে অসার, চিন্তাহীন, গভীরতাহীন করে। গভীরতাহীন সাধনের দ্বারা আত্ম-তত্ত্ব সকল সমুচিতরূপে আয়ত্ত করিতে পারা যায় না। আমরা সচরাচর লোকের মুখে ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে এই অভিযোগ শুনিতে পাই যে, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোককে পাঠ ও আত্ম-চিন্তাতে সময় যাপন করিতে দেখা যায়। তাঁহাদের অধিকাংশ লোক পাঠ ও আত্ম-চিন্তাবিহীন; আত্ম-দৃষ্টির অভ্যাস নাই; সুতরাং যখন করিবার কিছু না থাকে, তখন তাঁহারা পরনিন্দা ও পরের সমালোচনাতে কাল কাটায়। এই অভিযোগের মধ্যে যে সত্য নাই, তাহা কে বলিবে? আমরা এতদূর পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, নেতাদিগের দোষে ব্রাহ্মদিগের এই অখ্যাতি জন্মিয়াছে। এক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অপর কতিপয় শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম ব্যতীত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই পাঠ, নির্জ্জন বাস ও আত্ম-চিন্তার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। পাণ্ডিত্য লাভের জন্য যে পাঠ তাহার কথা বলিতেছি না, ধর্ম্মজীবনের ও ধর্ম্মসাধনের গভীরতা সম্পাদনের জন্য যে পাঠ তাহারই বিষয় বলিতেছি। নির্জ্জনবাস, পাঠ ও আত্মচিন্তার দ্বারা চরিত্রেরও ধর্ম্মভাবের যে গভীরতা হয়, তাহা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

ব্রাহ্মের সাধনের ভিত্তি—একদিন কতিপয় ব্রাহ্ম সমবেত হইয়া নিম্নলিখিতভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন:—

প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা ব্রাহ্মেরা ত বলিয়া থাকেন যে, আমরা সর্ব্বদেশের সকল জাতির সাধু সজ্জনকে প্রাণের সহিত প্রীতি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তবে কি ইহা বুঝিতে হইবে যে, যীশুর একটী উক্তি যেমন অনেক খ্রীষ্টীয় পুরুষ ও মহিলার জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে, সেইরূপ তাঁহার উক্তি সকল ব্রাহ্মেরও জীবনকে বদলাইয়া দিতে পারে? যীশু একদিন বলিয়াছিলেন, "দরিদ্রদিগের জন্য যাহা করিবে, তাহা আমারই জন্য করা হইবে", এই উক্তি ধ্যান করিয়া little sister of the poor গরিবের ক্ষুদ্র ভগিনী সম্প্রদায়ের ন্যায় কত দল দেহ মন জীবন যৌবন সমুদায় পরহিতব্রতে সমর্পণ করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ ত সেই সকল উক্তি প্রতিদিন পাঠ করিতেছেন ও সে বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন,—তবে সে সকল উক্তি তাঁহাদের হৃদয়কে বদলাইতে পারে না কেন?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন—"ঈশা, মূষা, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতি সাধুদিগকে তাঁহাদের শিষ্যগণ যে ভাবে দর্শন করেন, ব্রাহ্ম ত সেভাবে দর্শন করেন না। ঐ সকল সাধুর শিষ্যগণ স্বীয় স্বীয় গুরুকে নিজ নিজ বিচার শক্তির উপরে স্থান দিয়া থাকেন, ব্রাহ্ম সর্ব্বোপরি নিজের বিবেক ও ঈশ্বরের আলোককে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। নিজের বিচার শক্তির দ্বারা ঈশা, মূষা, মহম্মদ সকলকেই বিচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কোনও উক্তি বা গ্রহণ করেন, কোনওটী বা বর্জ্জন করেন।"

তৃতীয় ব্যক্তি—"হাঁ তা বৈ কি? যীশু বলিয়াছেন বলিয়া ত আর আমরা কোনও সত্যকে গ্রহণ করি না, আমরা যে স্থলে বিশ্বাস করি যে, যীশু যাহা বলিয়াছেন তাহা যুক্তি ও বিবেক সঙ্গত, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি।"

প্রথম ব্যক্তি—"বেশ তাহা যেন বুঝিলাম, ব্রাহ্ম সাধুভক্তি বা শাস্ত্রাদেশের দ্বারা চালবেন না, নিজের বিবেকে যে ঈশ্বরালোক প্রাপ্ত হইবেন তদ্দ্বারা চলিবেন। এখন প্রশ্ন এই, অপর ধর্ম্মাবলম্বিগণ সাধুজনের উক্তির উপরে আপনাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবার উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন, ব্রাহ্ম পূর্ণ পরাৎপর পরমেশ্বরের বাণীর উপরে নির্ভর করিয়া কেন তাহা করিতে পারিতেছেন না? কেবল মুখে একথা বলিলে হইবে না, "আমরা কুসংস্কারপন্ন নহি, আমরা সাধুজনের উক্তিকে অভ্রান্ত মনে করি না।" তোমরা যাহাকে সাধুজনের উক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে কর, সেই যে ঈশ্বরের বাণী কৈ তাহা অবলম্বন করিয়াও ত জীবনে বিশ্বাস বৈরাগ্য সেবার উৎকর্ষ দেখাইতে পারিতেছ না। ব্রাহ্মধর্ম্মের শক্তি সেরূপ জাগিতেছে না কেন?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি—"ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ তেমন করিয়া সাধন করিতেছেন না বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের গতি মৃদুভাবে চলিয়াছে।

প্রথম ব্যক্তি—"যাঁহারা এই অভাব অনুভব করিতেছেন তাঁহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সাধন করিতেছেন না কেন? নিজেরা সাধন করিলাম না, সত্যের জীবন্তভাব সাক্ষাৎকার করিলাম না

অথচ প্রচারের জন্য ব্যগ্রতা আছে। এরূপ অসার প্রচারে ফল কি? ইহা কতদিনই বা চলিতে পারে?"

দুঃখের বিষয় যে ব্রাহ্ম যেমন পরধর্ম্মের দোষ বিচারে নিপুণ, নিজ ধর্ম্মসাধনে সেরূপ মনোযোগী নহেন।

রোগেই আরোগ্যের বীজ—আমরা বারান্তরে বলিয়াছি যে, সামাজিক অতৃপ্তির মধ্যেই তাহা নিবারণের কারণ নিহিত থাকে। আমরা ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি। শুভ লক্ষণ এই, চারিদিকেই সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি ব্রাহ্মদিগের অসন্তোষ লক্ষিত হইতেছে। দুইটী ব্যাধি বিশেষরূপে আমাদের চক্ষে পতিত হইতেছে। প্রথম আমাদের পরস্পরের সাহায্য-প্রবৃত্তি অপেক্ষা বিরোধ-প্রবৃত্তির আধিক্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ সভ্যগণের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহারা দশজনে কোনও একটী সামান্য কার্য্যের জন্য একত্র হইলেই যেন তুচ্ছ কথা লইয়া মতদ্বৈধ ও বাদানুবাদে কার্য্যের হানি হওয়া অপরিহার্য্য। কোনও একটা ভাল প্রস্তাব উপস্থিত হইলে কিসে আমরা সহায় হইয়া তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, এ চিন্তা অপেক্ষা তাহার কি দোষ আছে, এই অনুসন্ধান প্রবৃত্তিই যেন অগ্রে আমাদের অন্তরে উদিত হয়। ইহার ফল এই হইতেছে, যে আমরা পরস্পরের কার্য্যের সহায় হইতে পারিতেছি না, এমন কি বৃথা বিবাদ বিসম্বাদে অনেক ভাল বিষয়ের ক্ষতি হইতেছে, সমাজের উন্নতি বিষয়ে সমুচিতরূপ মনোনিবেশ করিতে পারা যাইতেছে না। আমরা নিয়মতন্ত্র প্রণালীর যখন প্রতিষ্ঠা করি, তখন আশা করিয়াছিলাম যে, এতদ্দারা দশখানি হস্ত একত্রিত হইবে, দশটী হৃদয়ের উৎসাহ ও কার্য্য-শক্তি সম্মিলিত হইবে, একজনের দ্বারা যতটা কার্য্য হওয়া সম্ভব দশজনের সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা তদপেক্ষা অধিক কার্য্য হইবে। এ আশা যে কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ হয় নাই তাহা নহে। এই নিয়মতন্ত্রপ্রণালী না থাকিলে আজ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রে যাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি তাঁহাদের অনেককে হয় ত দেখিতে পাইতাম না। এই নিয়মতন্ত্র প্রণালী না থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ আজ কোথায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। কিন্তু আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে পরস্পরের সহিত বিবাদে শক্তি ক্ষয় করা ত নিয়মতন্ত্রের উদ্দেশ্য নহে; পরস্পরের শক্তিকে সমবেত করিয়া ঈশ্বরের কার্য্যে নিয়োগ করাই ইহার উদ্দেশ্য। যদি দেখ তোমরা পরস্পরের শক্তিকে যে পরিমাণে ক্ষয় করিতেছ, সে পরিমাণে ঈশ্বরের কার্য্যকে অগ্রসর করিতে পারিতেছ না, তাহা হইলেই চিন্তা করিতে হইবে যে তবে বুঝি এই সমাজ-দেহ গঠনের কোনও স্থানে কোনও ত্রুটী রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী বস্ত্রের কলের বিষয় চিন্তা কর। কলখানির চাকাগুলি এভাবে বসান হইয়াছে যে চক্রে চক্রে ঘর্ষণ হইয়া কলের শক্তির প্রায় দশ আনা নষ্ট হইয়া যায়, অবশিষ্ট ছয় আনা শক্তিতে বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এরূপ হইলে বুদ্ধিমান লোকে কি করে? চাকাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখে কেন চক্রে চক্রে এত সংঘর্ষণ হইতেছে। চাকাগুলি খুলিয়া পূর্ব্বকার ভ্রম সংশোধন করিয়া আবার বসায়। আমাদিগকেও দেখিতে হইবে আমাদের মধ্যে কি বিঘ্ন থাকাতে পরস্পর মতদ্বৈধ ও বিবাদে কার্য্যের হানি হইতেছে। ইহা নিবারণের উপায় কি?

দ্বিতীয় ব্যাধি, যে আধ্যাত্মিকতাতে মানুষের স্বার্থনাশ-প্রবৃত্তি প্রবল করে, সেই আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি না দেখিয়া বরং হ্রাস দৃষ্ট হইতেছে। কোথায় ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের তেজ দিন দিন দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়া সমগ্র দেশকে কম্পিত করিবে, না বিষয়াসক্তি, স্বার্থপরতা ও সুখ-প্রিয়তা যেন বিষের ন্যায় তাহাদিগকে অল্পে অল্পে গ্রাস করিতেছে। তাঁহাদের সংখ্যা অল্প, ইহাতে কিছু দুঃখ ছিল না, এই অল্প সংখ্যক ব্যক্তি যদি বিশ্বাস ও বৈরাগ্যবলে বলী হইতেন, তাহা হইলে তাহাদের তেজে জগৎ কম্পিত হইয়া যাইত। কিন্তু বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের সেই তেজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না পাইয়া বরং যেন ম্লানভাব ধারণ করিতেছে।

সুখের বিষয় এই, পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকার ব্যাধির প্রতিই ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই তাহা দূর করিবার জন্য আগ্রহ দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহাদের হস্তে একটী ঔষধ আছে, যাহা তাঁহারা সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতে পারেন। সেটী দশজনে মিলিয়া এতদর্থ বিশেষ প্রার্থনা করা। সকলেই মুক্তির প্রার্থী, সকলেই ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী সুতরাং সকলে একত্র হইয়া পড়িয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিতে পারেন। এইরূপ সম্মিলিত উপাসনা ও প্রার্থনার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। ঈশ্বর করুন এই সকল চেষ্টার উপরে তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। তিনি তাঁহার বিশ্বাসী দলকে সম্মিলিত করিয়া বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের বলে দুর্জ্জয় করিয়া তুলুন।

ভীতি ও প্রীতি—জ্ঞানের সূচনা ঈশ্বর-ভীতিতে। মানবাত্মা অনন্তের ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, সাগর, পর্ব্বত, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকল সৃষ্ট পদার্থই মানবাত্মার নিকট সেই অনন্তের পরিচয় প্রদান করে। মানবাত্মা যতই স্রষ্টার বিষয় ভাবে, ততই স্রষ্টার অনন্ত মহিমা ও গৌরব দেখিয়া স্তব্ধ হয় ও আপনার ক্ষুদ্রতা দেখিয়া ভীত হয়। কত জীব, কত জন্তু, কত মনুষ্য, এই সৃষ্টিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঈশ্বরের রাজত্ব কত বড়; সেই অসীম রাজ্যে মনুষ্য কীটাণু সমান। ঈশ্বরের অনন্তভাব ও নিজের ক্ষুদ্রতা যখন হৃদয়ে প্রতিভাত হয় তখন মানবাত্মা দাউদ নরপতির সঙ্গে মিলিত হইয়া বলিয়া উঠে, "মনুষ্য কে যে তুমি তাহার সংবাদ লইবে?" ঈশ্বর অনন্ত মহান্, আমি ক্ষুদ্র কীট, আমি কিরূপে তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইব? তিনি ন্যায়বান্ দণ্ডদাতা ঈশ্বর—সকলকে অখণ্ড নিয়মে শাসন করিতেছেন। আমি দুর্ব্বল পাপী, কিরূপে তাঁহার নিকটস্থ হইব, এই ভীতি ধর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থা। এ অবস্থাতে মানব প্রাণে কেবল ভয় ভাবনা, নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও অসারত্বের চিন্তায় দিন অতিবাহিত হয়। এই অবস্থায় সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া স্রষ্টার স্তুতি ও প্রার্থনা বন্দনা করে। কিন্তু এই অবস্থায় মানবাত্মার তৃপ্তি হয় না। স্রষ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে বাসনা হয়। এই প্রকার প্রতাপান্বিত রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকা অত্যন্ত

ক্লেশকর। এই অবস্থায় সংগ্রাম করিয়া আত্মার আর একটী অবস্থা হয়, তাহাকে শিশুর অবস্থা বলা যায়। সরল প্রাণ শিশুর ন্যায় আত্মা ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া অকপটে আপন দুর্ব্বলতা ও অভাব জ্ঞাপন করে। অকপট ও ব্যাকুল প্রার্থনা এ অবস্থার প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এ অবস্থাও প্রাণকে যথার্থ তৃপ্তি দিতে পারে না। মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যথার্থ সম্বন্ধ তখনও স্থাপিত হয় নাই। আত্মা প্রার্থনা করে অভাবের জন্য, নির্ভর করে দুর্ব্বলতার জন্য, সহায়তা চায় নিজে অসহায় বলিয়া। এই অবস্থাতেও আত্মা বলিতে পারে না—"প্রভু আমার, আমি প্রভুর"। ক্ষুদ্রের সঙ্গে তাঁহার যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আছে, তাহা আত্মা বুঝিতে পারে না। ঈশ্বরের অনেক অনুগ্রহের পাত্র আছে, কৃপার ভিখারী আছে, আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন।

ঈশ্বর করুণায় মানবাত্মা আর এক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহাকে আত্মার স্ত্রীত্ব বলা যাইতে পারে! এই অবস্থা দেখিয়াই সাধক বলিয়াছেন, "সতী যেমন সৎপতিকে ভালবাসে, এবং সৎপতি যেমন সতী স্ত্রীকে ভালবাসেন, আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ঠিক সেই প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।" এই অবস্থায় আত্মা বুঝিতে পারে, অনন্ত ঈশ্বর তাহাকে এত ভালবাসেন যেন এই পৃথিবীতে তাঁহার আর দ্বিতীয় প্রেমের বস্তু নাই। সতী যেমন পতি ভিন্ন আর কাহারও প্রতি চক্ষু রাখা পাপ মনে করেন, এবং সমুদয় প্রাণ মন সেই পতির সেবায় নিয়োগ করেন, সেই প্রকার আত্মা সংসার ও বিষয়াসক্তির প্রতি চক্ষু রাখাকে সতীত্বের হানিজনক জ্ঞান করেন, এবং এক মনে সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির পদ সেবায় নিযুক্ত হন। আত্মা ভালবাসার জন্যই প্রভুকে ভালবাসে, স্বাধীনতা চায় না বলিয়াই নির্ভর করে, একাকী নরক যন্ত্রণা, সেই জন্যই প্রভুর সঙ্গ তাহার এত প্রিয়। "অনন্তের মধ্যে আমি বিন্দুমাত্র; এই বিন্দুর প্রতি কি অনন্ত ঈশ্বর ফিরিয়া চান্?" এই নিরাশা ভয় তখন আর তাহাকে দেখা দেয় না। বিশ্বাস ও ভক্তিচক্ষুতে ঈশ্বরের নিকটত্ব ও সুন্দর প্রেমানন সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। যথার্থ সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় পরম পতিতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবায় ও তাঁহার গুণগানে পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা সেই প্রেমযোগ সম্ভোগ করিয়া ধন্য হই।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শক্তি জাগাইবার উপায় কি?

যাঁহারা স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, ইহা সকল দেশে, সকল জাতিমধ্যে ও সকল প্রকার সামাজিক অবস্থাতে প্রচলিত হইতে পারে না। এই প্রণালী অনুসারে সুচারু রূপে কার্য্য চলিবার পক্ষে একটী অত্যাবশ্যক নিয়ম এই যে, রাজনীতি বিষয়ে দেশের লোকের মনোযোগ ও অনুরাগ থাকা চাই। যদি রাজনীতি বিষয়ে লোকের অনুরাগ না থাকে তাহা হইলে তাহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত স্বীয় স্বীয় প্রতিনিধিকে মনোনীত করিবে না, অথবা মনোনীত প্রতিনিধিগণ কি প্রকার কার্য্য করিতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না, শাসন কার্য্যের মধ্যে কোনও প্রকার দুর্নীতি প্রবিষ্ট হইলে তাহার সংশোধনের প্রয়াস পাইবে না; সুতরাং সে দেশে নামে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী প্রচলিত থাকিলেও শাসন কার্য্যে অচিরকালের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তির সর্ব্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে; রাজনৈতিক শক্তি সাধারণের নামে ব্যবহৃত হইবে, কিন্তু কালে ব্যক্তিবিশেষের বা দল বিশেষের স্বার্থসাধনার্থই নিযুক্ত হইবে। যে দেশে অধিকাংশ লোক রাজনীতির প্রতি উদাসীন সে দেশে স্বায়ত্ত শাসন প্রণালীর এরূপ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। ইংলণ্ডে যে স্বায়ত্ত-শাসনের এমন উৎকৃষ্ট ফল ফলিতেছে, তাহার প্রধান কারণ এই ইংলণ্ডে এই শাসনপ্রণালীর অন্তরালে রাজনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও রাজনীতির অনুশীলনে তৎপর বহু সংখ্যক ব্যক্তি রহিয়াছেন। আমরা দূর হইতে ইংলণ্ডীয় রাজনীতিতে যে ঘাত প্রতিঘাত লক্ষ্য করিতেছি তাহার পশ্চাতে এই সকল ব্যক্তি রহিয়াছেন। এই সকল মানুষ যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজনৈতিক শক্তি জন্মিত না।

আবার এই সকল ব্যক্তি যে সকল ভাবের দ্বারা চালিত হইতেছেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে ইহাদেরও পশ্চাতে রাজনৈতিক শক্তির উৎসস্বরূপ এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল রহিয়াছে। এক একটী ক্লব বা মিলন-ক্ষেত্র রহিয়াছে, যেখানে সমভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা এক সঙ্গে বাস করিয়া ও সমবেত হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে রাজনীতির আলোচনা করিতেছেন। দশটী অনুরাগী উদ্যোগী ও সমভাবাপন্ন আত্মার সম্মিলন বড় সামান্য ব্যাপার নহে। হৃদয়ে হৃদয়ে সংস্পর্শ হইলে অগ্নি উত্থিত হয়; চিন্তাতে চিন্তাতে ঘর্ষণ হইলে নব নব প্রণালী উদ্ভাবিত হয়, প্রেমে প্রেমে সাক্ষাৎ হইলে স্বার্থনাশ প্রবৃত্তি বলবতী হয়। যাঁহারা ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জীবনের বিষয়ে কিছু জানেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই ক্লব, বা মিলন-ক্ষেত্র গুলি রাজনৈতিক শক্তির উৎস স্বরূপ হইয়া ইংলণ্ডের রাজনীতিকে নিয়মিত করিতেছে। এই সকল মিলন-ক্ষেত্রে যে সকল সত্য ও কার্য্য প্রণালী নির্ণীত হয়, তাহাই সংবাদ পত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, এবং সংবাদ পত্রে যাহা প্রদর্শিত হয়, তদ্দ্বারা প্রজাকুলের ও পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্যগণের মত গঠিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে সংবাদপত্র গুলির শক্তি দিন দিন এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, এখন পার্লেমেণ্ট মহাসভার বিচারকেও নিষ্ফল বোধ হইতেছে; সভ্যগণ পার্লেমেণ্ট গৃহের প্রাচীরের মধ্যে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহা অধিকাংশ স্থলেই কোনও না কোনও সংবাদ পত্রের প্রদর্শিত যুক্তির পুনরুক্তি মাত্র। এই কারণে পার্লেমেণ্ট মহাসভার বাদানুবাদের প্রতি ইহার সভ্যগণের ও দেশের লোকের আস্থা হ্রাস হইতেছে এবং উত্তরোত্তর

আরও হইবে। কিন্তু সংবাদপত্র দিগের যে অদ্ভুত শক্তি দৃষ্ট হইতেছে ইহার পশ্চাতে ক্লব বা মিলন-ক্ষেত্রগুলি রহিয়াছে। সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ আর কিছু করুন বা না করুন, ক্লব বা মিলন-ক্ষেত্রগুলির সহিত যোগ রাখিয়া থাকেন। সেই সকল উৎস হইতে যে সকল চিন্তা ও ভাবের স্রোত উত্থিত হয়, তাঁহারা সেই সকল স্রোতের প্রণালী স্বরূপ হইয়া লোকের নিকটে তাহা উপস্থিত করেন, এই তাঁহাদের কাজ।

ইংলণ্ডের রাজনীতির এই দৃষ্টান্তটী উদ্ধৃত করিবার অভিপ্রায় এই যে, রাজনৈতিক শক্তির উৎস স্বরূপ যেমন এক একটী মিলন-ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎসস্বরূপ এক একটী মিলন-ক্ষেত্র বা সাধন-ক্ষেত্রের প্রয়োজন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন স্থাপিত হয়, এবং ইহার নিয়মাবলী যখন প্রণীত হয়—তখন এই ভাবটা আমাদের মনে ছিল, যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী দ্বারা ভারতের সমুদায় ব্রাহ্মসমাজকে আত্মীয়তা-সূত্রে বদ্ধ করা ইহার প্রধান লক্ষ্য। এই ভাবেই ইহার প্রথম নিয়মাবলী প্রণীত হইয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর মধ্যে একটী উপাসনা মন্দিরের উল্লেখ থাকিবে কি না, এ বিষয়েও অনেকের স্থির ছিল না। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল, যে কেবল নিয়মতন্ত্র প্রণালীর দ্বারা সমুদায় সমাজকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যাহাকে ধর্ম্মের আদর্শ বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই আদর্শ জগতের নিকট ধরিবার একটী স্থান চাই, অতএব আমাদের সাধন প্রণালীর আদর্শক্ষেত্র স্বরূপ একটী উপাসনা-মন্দির রাখিতে হইবে। এইরূপ নির্দ্ধারণ বিষয়ে আমাদের পরলোকগত বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদের সাধন প্রণালীর একটা আদর্শ কোনও স্থানে দণ্ডায়মান রাখা চাই—এই সত্যটী তিনি বিশেষ একাগ্রতার সহিত সকলের মনে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন বিষয়ে তিনি যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আজ তাঁহার প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা স্রোত প্রধাবিত হইতেছে।

যাহা হউক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মজীবন ও সাধন প্রণালীর আদর্শকে দণ্ডায়মান রাখিবার জন্য কলিকাতার মধ্যস্থলে আমরা একটী উপাসনা মন্দির পাইয়াছি বটে, কিন্তু এই চতুর্দ্দশবর্ষ পরে অনুভব করিতেছি যে গোবিন্দ বাবুর হৃদগত উদ্দেশ্য এখনও সম্পূর্ণ রূপে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। মন্দিরটী থাকাতে আমাদের অনেক কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ধর্ম্মসাধন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই মন্দিরে সকলে সমবেত হইয়া পরব্রহ্মের পূজা করিয়া কত আনন্দ ও প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই মন্দিরে ঈশ্বর চরণে সকলে একত্র হই বলিয়া আমাদের মধ্যে এখনও একতা ও আত্মীয়তা রহিয়াছে। মন্দিরটী না থাকিলে আমরা যে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় যাইতাম, তাহা কল্পনা করিলেও ভয় হয়। কিন্তু একমাত্র মন্দিরটীর দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত করা যাইতেছে না। আমাদের সমুদায় কার্য্যের অন্তরালে ও সমুদায় কার্য্যের শক্তির উৎস স্বরূপ কলিকাতাতে একটী মিলন-ক্ষেত্র চাই। যেখানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তাঁহাদের অভীষ্ট প্রণালী অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাধন করিবেন, যেথান হইতে নব নব চিন্তা ও নব নব ভাব উৎসারিত হইবে। সেই মিলন ও সাধনের ক্ষেত্রে যে আধ্যাত্মিকতার শক্তি জন্মিবে, সেই শক্তি সমাজ দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে, আমাদের পত্রিকা সকল প্রণালী স্বরূপ হইয়া সেই শক্তিকে চারিদিকে বহন করিবে, প্রচারকগণ তাড়িত সঞ্চালকের ন্যায় হইয়া সেই শক্তিকে চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত করিবেন। আধ্যাত্মিকতার এরূপ একটী উৎস ব্যতীত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম-জীবন ঘনীভূত হইবে না।

বিগত চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে এরূপ একটী মিলন ও সাধন-ক্ষেত্র সৃষ্টি করার দিকে আমাদের দৃষ্টি না পড়াতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আমরা একটী "মিসন হোম" (প্রচারকাবাস) নির্ম্মাণ করিয়াছি, সেখানে কয়েকজন প্রচারককে স্থায়ীরূপে রাখিয়া যদি একটী মিলন ও সাধনক্ষেত্র স্থাপনের প্রয়াস পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় এতদিন একটা কিছু দাঁড়াইত। কিন্তু সে গৃহটীও সেরূপে ব্যবহার হইতেছে না। এক্ষণে সমাজের যে কতিপয় প্রচারক আছেন, তাঁহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। তাঁহারা সহরে আসিলে সকলের একত্রে বসিবার ও থাকিবার একটী স্থান নাই। যে যেখানে সুবিধা করিতে পারেন, সেই স্থানে থাকেন। এরূপ অবস্থাতে তাঁহাদের মধ্যেও ঘনিষ্ট আত্মীয়তা স্থাপিত হইতেছে না। সুখের বিষয় এরূপ একটী মিলন ও সাধন ক্ষেত্রের আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এরূপ একটী মিলন ও সাধনক্ষেত্র কিরূপে গঠিত হইতে পারে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এই ক্ষেত্র গঠন ও রক্ষার ভার, বিষয় কার্য্যে নির্লিপ্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি দিতে হইবে। বিষয়কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা তাহা হইবে না—কারণ সময়াভাব। এবিষয়েও ইংলণ্ডের অনুসরণ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে যদি রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে বহু সংখ্যক এরূপ ব্যক্তি না থাকিতেন, যাঁহারা অনন্যকর্ম্মা হইয়া রাজনীতির অনুশীলনে লাগিয়াছেন, তাহা হইলে সে দেশে রাজনৈতিক শক্তি জাগিত না। তাঁহারা অনন্যকর্ম্মা হইয়া রাজনীতিকে সাধন করিতেছেন; সেজন্য পাঠ, চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা প্রস্তুত হইতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের মিলন-ক্ষেত্রেও কতকগুলি লোককে অনন্যকর্ম্মা হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, বিষয়িগণ তাঁহাদের সহকারী হইবেন। আমরা দিন দিন অধিকতর প্রবলরূপে অনুভব করিতেছি যে, এরূপ এক একটী মিলন ও সাধন-ক্ষেত্র না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক শক্তি সমুচিতরূপে জাগিবে না।

ব্রাহ্মসন্তানগণের ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা বিষয়ে ব্রাহ্ম পিতামাতাগণের দায়িত্ব।

(প্রাপ্ত)

প্রথম প্রস্তাব।

শিক্ষা ও সভ্যতার যুগ উনবিংশ শতাব্দীর এই শেষভাগে যদি এমন কথা প্রচার করা যায়, যে মহাত্মা নিউটন নিগ্রো পরিবারে এবং জন হাউয়ার্ড ফিজিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মিল্টন্ আণ্ডামানবাসী অসভ্য পিতামাতার ঘরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তবে নিশ্চয়ই সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎ—কেবল বৈজ্ঞানিক জগৎ কেন, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন। সেইরূপ যদি বলা যায়, যে কালিদাস শৈশবাবধি অসভ্য সাঁওতালদিগের মধ্যে বাস করিতেন, চিরকাল সেই অসভ্যজাতির সঙ্গে থাকিয়াই তিনি সুসভ্য হিন্দুজাতির সভ্যতা, শিক্ষা, রীতিনীতি প্রভৃতি সমস্ত উচ্চ ভাবগুলি মধুর ভাষায় চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, তবে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এইরূপ উক্তি পাগলের পাগলামীমাত্র বলিয়া নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিবেন। ব্যক্তিগত শক্তিদ্বারা সামাজিক শক্তি বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় বটে, কিন্তু সামাজিক শক্তির বিকাশের উপরই ব্যক্তিগত শক্তির উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সেক্ষপীয়র বা কালিদাস যদি হটেনটট্ বা সাঁওতালের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সেইরূপ সমাজেই থাকিতেন, তবে না তাঁহাদের শক্তির বিকাশ হইত, না সেই সকল অসভ্যজাতির কোন উন্নতিসাধিত হইত। সমস্ত মালমস্লাগুলি পাকা না হইলে তদ্দ্বারা যেমন পাকা গাঁথুনি হয় না, সমাজের অধিকাংশ লোক অনুন্নত থাকিলে তাহাদিগকে লইয়াও তেমনি সুসভ্য সমাজ গঠিত হইতে পারে না। আবার যেখানে সমাজের জনসাধারণ অনুন্নত, সেখানে ব্যক্তিবিশেষের শক্তি ফুটাইবে কে? তোমাদের শক্তির সংঘর্ষণেই আমার শক্তির বিকাশ, আবার আমার শক্তির পরিচালনেই তোমাদের শক্তির প্রসারণ। তোমাদের জীবন, তোমাদের আকাঙ্ক্ষা, তোমাদের শিক্ষা এবং তোমাদের বিশেষ বিশেষ ভাবের দ্বারাই আমার ভাব জন্মে; আবার তোমরা আমার ভাব গ্রহণ কর বলিয়াই আমার ভাব ফুটিয়া উঠে। তোমরা আমার জন্য, আমি তোমাদের জন্য, ইহাই সামাজিক উন্নতির প্রথম সূত্র। অনেকেই এই মহাসত্যটী অনেক সময় ভুলিয়া যান এবং ব্যক্তিগত জীবনকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া মহা ভ্রমে পতিত হন। ব্রাহ্ম বালকবালিকার শিক্ষা ও ধর্ম্মজীবন-গঠন সম্বন্ধেও অনেক পিতামাতাকে এইরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হইতে দেখা যায়। তাঁহারা মনে করেন, আমাদের বালকবালিকার উন্নতির জন্য আমরা দায়ী, তোমাদের বালকবালিকার উন্নতির জন্য তোমরা দায়ী। আমাদের সন্তানগণের সুশিক্ষা ও চরিত্রগঠনের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, তোমাদের সন্তানগণের কল্যাণের জন্য তোমরা চেষ্টা কর ভালই, না কর তোমরাই তাহার ফলভোগ করিবে। তোমার ঘরটী যেন তুমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে, সুসজ্জিত করিয়া রাখিলে; ভাল জিজ্ঞাসা করি, চতুর্দ্দিকের দূষিত বায়ু আসিয়া যখন বাড়ীর স্বাস্থ্য নাশ করিবে তখন উপায় কি? যাহাদের সঙ্গে আদান প্রদান নাই, আহার বিহার পর্য্যন্ত নাই এমন যে হিন্দু-সমাজের লোক, তাহাদের ভালমন্দেই যখন আমাদের আসে যায়, তাহাদের উন্নতি অবনতির উপরই যখন আমাদের উন্নতিও অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, তখন একসম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীগণের মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে কি তোমার সন্তানগণের মঙ্গলামঙ্গল অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্বদ্ধ নয়?

চতুর্দ্দিকের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে না করিলেও অপ্রত্যক্ষভাবে জীবনকে অধিক পরিমাণে নিয়মিত করে। যাঁহারা মনে করেন, আমাদের সন্তানগণকে আমরা যেখানে সেখানে, যার তার সঙ্গে মিশিতে না দিলেই চলিবে, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, যে মনুষ্যসমাজে বহুকাল হইতে যে সকল পাপ-ব্যাধি সমাজের অস্থিমাংস শোষণ করিতেছে, সে গুলি ত কেহ কাহাকেও প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেয় না, তথাপি বহুকাল ধরিয়া সে গুলি সমাজে স্থান পাইতেছে কি প্রকারে? শিক্ষা ও সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় বলিয়া যে সকল স্বাধীনজাতির উন্নত ভাব ও আদর্শ সকল আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে গ্রহণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছি, তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করিলে কি দেখিতে পাই? দেশের জনসাধারণের বালকবালিকার শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। সভ্যতার লীলাভূমি আমেরিকার প্রত্যেক বর্গ-মাইলের ভিতর এক একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে। সুযোগ্য শিক্ষকগণের দ্বারা এই সকল বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। ইউরোপে একটী বালক বা বালিকার জন্য যে ব্যয় হয়, আমেরিকায় প্রত্যেক বালক বালিকার জন্য তদপেক্ষা ছয় গুণ অধিক ব্যয় হইতেছে, অথচ রাজকোষের এক কপর্দ্দকও হ্রাস হইতেছে না—দেশের ধনীলোকদিগের দান ও বৃত্তির দ্বারাই স্কুল কালেজগুলির জীবন রক্ষা পাইতেছে। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে আপনাদের হিত চান, তাঁহারা অপরের হিতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না।

আমার হিত যখন অপরের হিতের সহিত সুদৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে, তখন অপরের হিতের প্রতি উদাসীন হইয়া চলিলে আমার যথার্থ হিতসাধন হওয়া দূরের কথা, সমান স্বার্থসাধনও হইতে পারে না। কিন্তু এই স্বার্থের চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতেই পরাধীন জাতিগুলি ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও অবনত হইয়া পড়ে। আর স্বাধীন জাতির পুরুষ রমণীগণ আপনাদের যথার্থ হিতসাধন করিতে গিয়া পরোক্ষভাবে স্বদেশেরও কল্যাণ করিয়া থাকেন। জন সাধারণকে ধর্ম্মেতে, নীতিতে, পরহিতব্রতে তুলিয়া লইতে হইলে, এক কথায়, জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, হিতবাদীর ন্যায় কার্য্য করিলেই কৃতকার্য্য হইবার অধিক সম্ভাবনা। আধ্যাত্মিকভাব বুঝেই বা কয়জনে, বুঝিবার জন্য ব্যস্তই বা হয় কয়জন? মহাজনেরাও দেশ কালের অবস্থানুসারে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিচালিত হইয়া বাহিরে হিতবাদের প্রণালী অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন দেশীয় লোক ও রাজপুরুষদিগকে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের প্রত্যক্ষ উপকারিতা বুঝাইয়া দিতে সক্ষম

হইয়াছিলেন, তখন ইংরাজী শিক্ষা এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই কার্য্যে আপাততঃ এই কল্যাণ হইবে, এইরূপ বিশ্বাস না জন্মিলে লোক কখনও কোন কার্য্যে মনোযোগী হইতে চায় না। দেশের ছাত্রবৃন্দের নৈতিক দুরবস্থা দেখিয়া আজ কাল দেশের জ্ঞানী ও সাধুসজ্জনগণ ক্ষোভ করিতেছেন। এই নৈতিক দুরবস্থা দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়াও আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না। কিন্তু আজ যদি আমেরিকার ন্যায় এদেশেও উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চচরিত্র, রাজপদ সকল লাভ করিবার একটী গুণ বলিয়া ধরা হয়, তবে নিশ্চয়ই দেশের নৈতিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় থাকে না। আমেরিকায় নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও একজন শিক্ষা ও চরিত্রাংশে উন্নত হইলে দেশের প্রেসিডেণ্টের পদ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। আর আমাদের এই হতভাগ্য দেশে নিতান্ত হীন চরিত্র হইয়াও বংশ-মর্য্যাদাবলে ও উপাধীর জোরে কত লোক দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ উচ্চ পদ সকল লাভ করিতেছে। ইংরেজী না শিখিয়াও যদি আজ কাল লোকে উচ্চ উচ্চ রাজপদ সকল লাভ করিতে পারিত, তবে শতকরা নিরনব্বই জন লোক ইংরাজী শিখিবার ব্যয়ভার বহন করিতে ও ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইত কি না, গভীর সন্দেহের বিষয়। তেমনি সচ্চরিত্র না হইলেও যখন ধনবান ও পদ লাভের কোন বাধা জন্মে না, তখন নীতির পারমার্থিক মঙ্গল চিন্তা করিয়া কয়জনইবা নীতিপরায়ণ হইবে? নানা কারণে দেশের প্রাচীন শিক্ষা, হিন্দু রীতি নীতি, শিথিল হইয়া পড়িতেছে। প্রাচীন ভক্তি ও বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে, অথচ নূতন কিছু আসিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতেছে না। দেশের লোক দেশীয় বস্তু হারাইয়া কাঙ্গাল হইতেছে, অথচ বিদেশীয় যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্যদোষ ঘুচাইতেছে না। এই কারণে দেশের নৈতিক বায়ু আরও দূষিত হইয়া উঠিতেছে। সন্তানেরা ভদ্রভাবে চলিতে ও আলাপাদি করিতে পারিলেই দেশের ভদ্রলোকেরা যথেষ্ট মনে করেন। তাঁহারা আপনাদের সন্তানগণের ধর্ম্মজীবন গঠন সম্বন্ধে উদাসীন হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মের পক্ষে তাঁহাদের পথ অনুসরণ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে, সন্তানেরা ভদ্রজীবন যাপন করিতে পারিলেই কি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন? ব্রাহ্মের নীতির আদর্শ ভদ্রজীবনের অনেক উপরে। সকল প্রকার পাপ ও অজ্ঞানতা দূর করিয়া জীবনে পবিত্রতা ও প্রেম লাভ করাই ব্রাহ্মের নৈতিক জীবনের আদর্শ। কিন্তু আমরা কি এই আদর্শ লাভ করিবার পক্ষে দিন দিন উপযুক্ত হইতেছি? ব্রাহ্মসমাজে কি দিন দিন ধন ও পদ অপেক্ষা জ্ঞান ও সাধুতার আদর বাড়িতেছে? ধর্ম্মজীবনের প্রথম দীক্ষা পিতা মাতার নিকট, গৃহে পিতা মাতার জীবনে যদি সন্তানেরা বাল্যকাল হইতেই পুণ্য প্রেম ও স্বার্থনাশের ভাব না দেখিতে পায়, তবে কেবলমাত্র বাহিরের শিক্ষায় বালকবালিকার জীবনে ধর্ম্ম ও নীতির উন্নত আদর্শ ফুটিয়া উঠিতে পারে না। পিতা মাতাগণ বাহিরের লোকের নিকট যতই সতর্ক হইয়া চলুন না কেন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি অনুকরণ-স্বভাব সন্তানগণের হস্ত হইতে সহজে নিস্তার পাইবার যো নাই।

অস্ফুট ভাব, অস্ফুট কথা, শিশুরা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, অতি সহজেই তাহাদের কোমল প্রাণে দাগ লাগে। বালক বালিকারা সৎপথে থাকিয়া কৃতী হইয়া উঠুক, কোন্ পিতা মাতার প্রাণে এইরূপ সাধু ইচ্ছা না জন্মে? কিন্তু যথার্থ ধর্ম্মবন্ধুর ন্যায় সন্তানগণের প্রাণের গভীর আকাঙ্ক্ষা ও সুখ দুঃখের সহিত কি করিয়া সহানুভূতি করিতে হয় অনেক পিতা মাতাই তাহা জানেন না। সন্তানগণের কল্যাণের জন্য যতটুকু স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন, অনেকেই তাহা করিতে পারেন না। কাজেই সন্তানেরা পিতা মাতাকে দেব দেবী জ্ঞানে ভক্তি করিতে পারে না, জীবনের যথার্থ ধর্ম্মবন্ধুজ্ঞানে প্রাণ খুলিয়া আপনাদের ত্রুটী দুর্ব্বলতার কথা বলিতে চায় না। অনেকে শারীরিক শাস্তিবিধান করিয়া সন্তানগণকে সুপথে রাখিতে প্রয়াস পান। পিতা মাতার জীবনের সঙ্গে যতদিন সন্তানের প্রেমের যোগ না হয়, ততদিন সন্তানগণের অবস্থা নিরাপদ নহে। কিছুদিন হইল, ঢাকানগরে ভক্তিভাজন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রায় ৪০ জন বালক (১২ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত) ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিবার মানসে উপস্থিত হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় তাহাদিগকে বলিলেন, "আমরা তোমাদিগকে ধর্ম্মের উপদেশ অনেক দিয়াছি, তোমরাও ধর্ম্মের উপদেশ অনেক শুনিয়াছ। কেবলমাত্র উপদেশ দেওয়ার আর প্রয়োজন নাই। যদি তোমরা জীবনে পালন করিতে প্রস্তুত হও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে দুইটীমাত্র ব্রতের কথা বলিতে চাই, যাহা পালন করিলে ধর্ম্মজীবন আপনা হইতেই তোমাদের প্রাণে ফুটিয়া উঠিবে।" ইহা শুনিয়া বালকেরা বলিল, "আপনি সেই ব্রত দুইটীর কথা আমাদিগকে বলুন, আমরা প্রাণপণে তাহা পালন করিতে প্রস্তুত হইব।" তখন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "ব্রত দুইটী এই—সত্যবাদী হও ও জিতেন্দ্রিয় হও।" বালকগণ গোস্বামী মহাশয়ের কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিল, "মহাশয় আমরা আপনার প্রথম ব্রত পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু আপনার দ্বিতীয় ব্রত পালন আমাদের দ্বারা হওয়া কঠিন, আমাদের জীবনে অনেক গুপ্ত পাপব্যাধি রহিয়াছে।" এই বলিয়া বালকেরা একে একে গোস্বামীমহাশয়কে তাহারা গোপনে যে সকল পাপাচরণ করে সে সমস্ত খুলিয়া বলিল। গোস্বামীমহাশয় আন্তরিক সহানুভূতির সহিত তাহাদের প্রত্যেকের কথা শুনিলেন, যাহাকে যাহা বলা উচিত বোধ করিলেন, তাহাকে তাহাই বলিলেন এবং অবশেষে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এসকল কর্ম্ম তোমাদের পিতা ও অভিভাবকগণের নিকট বলিয়া থাক কি?" বালকেরা বলিল, "না মহাশয় পিতা কিম্বা অভিভাবকগণকে এসকল কথা বলিতে ত সাহস হয় না, আর বলিয়াও কোন ফল নাই। তাঁহারা এসকল কথা শুনিলে বরং আমাদিগকে গালাগালি করিবেন এবং আমাদিগের প্রতি ঘৃণার ভাব দেখাইয়া শাসন করিবেন।" বাস্তবিক পিতামাতার প্রতি সন্তানগণের প্রেম ও বিশ্বাস না থাকিলে কেমন করিয়াই বা তাহারা অকুতোভয়ে আপনাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতার কথা প্রকাশ করিবে? যতদিন পিতামাতার সঙ্গ জীবনের নিরাপদ স্থান

বলিয়া বিশ্বাস না হয়, পিতামাতাকে জীবনের অকৃত্রিম কল্যাণার্থী বলিয়া আস্থা না জন্মে, ততদিন সন্তানেরা পিতা মাতার নিকট সুখ শান্তি পায় না, সুতরাং পিতামাতাকে হৃদয় খুলিয়া আপনাদের গুপ্ত পাপের কথাও বলিতে পারে না।

(প্রাপ্ত)

স্বর্গারোহণ (১)

ফুরায়েছে জীবনের খেলা,
আসিয়াছে পরলোক-ভেলা,
সাজাইয়া তুলে দাও অমর আত্মারে ;
মায়া-ডোরে কেন মিছে বেঁধে রাখ তাঁরে।
আজ যে গো ব্রহ্মধামে উৎসব-আনন্দ,
তবে কেন নিরানন্দ ?
দৈবাত্মার সনে হবে জীবাত্মা মিলন,
কেন তবে শোকের ক্রন্দন ?
ঢাল ঢাল আঁখিজল রুদ্ধ যাতনার,
অশ্রুসনে ঢেলে দাও ঘোর হাহাকার,
দুঃখ জ্বালা বিষাদের ধারা
আঁখি দিয়া ঝরে যাক্ তারা,
বহে যাক্ এক মহা অশ্রু-পারাবার !
সে সাগরে ক্ষেপনি ফেলিয়া,
জ্যোতির্ম্ময় তরণী বাহিয়া,
অবিনাশী আত্মা আজ যান স্বর্গধাম,
সেথা যে গো অনন্ত আরাম।
ভুলে যাও শোক তাপ সবে,
মেতে যাও আনন্দ-উৎসবে ;—
ওই দেখ তোমাদের তপ্ত আঁখি জলে,
স্বরগের সুবিমল ভাতি কিবা ঝলে ;
সে আলোকে দেখ মূর্ত্তিমান,
ইহলোক অন্তে পরকাল
মাঝে মৃত্যু-নদী ব্যবধান ;
এপারে তোমরা সবে—তোমাদের স্নেহ,
মমতার কঠিন বন্ধন ;
ওপারে আনন্দধাম—মহেশের গেহ
দেবতার মহা আকর্ষণ ;
এপারে অশান্তি জ্বালা জরা মৃত্যুভয় ;
ওপারে জীবন প্রেম অনন্ত অক্ষয়।
প্রসারি মিলন-আলিঙ্গন
বুকে ল'তে হৃদয়ের ধন,
আপনি দেবেশ ওই দাঁড়াইয়া তীরে,
কোটি মুক্ত আত্মা তাঁরে ঘিরে।
চারিদিকে ঝরিতেছে আনন্দের ধারা,
সবে হর্ষে মাতোয়ারা ;
ওই শুন উঠিতেছে আহ্বান-সঙ্গীত,
খুলে দাও বন্ধন ত্বরিত,
মিলন বিজয়গাথা গাহি
মহা মিলনের পানে চাহি,
জীবাত্মা উল্লাস ভরে যান ব্রহ্মধাম ;
লভুন অনন্ত-ক্রোড়ে অনন্তবিরাম।

(১) বাবু ভগবানচন্দ্র বসুর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।

পাঁচ ফুলের সাজি।

1. Bacon.—

"A little philosophy inclineth a man's mind to atheism, but depth in philosophy bringeth men's minds about to religion."

অল্প জ্ঞান মনুষ্যের মনকে নাস্তিকতার দিকে অগ্রসর করে, কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা মনুষ্যের মনকে ধর্ম্মের দিকে ফিরাইয়া আনে।

2. S. T. Coleridge.—

"He prayeth best, who loveth best,
All things both great and small."

তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনাপরায়ণ, যিনি ছোট বড় সকলকেই ভাল বাসেন।

3. Southey.—

"Love is indestructible ;
Its holy flame for ever burneth ;
From heaven it came, to heaven returneth."

প্রেম অবিনশ্বর ; ইহার পবিত্র শিখা চিরকাল প্রজ্বলিত থাকে ; ভগবানের নিকট হইতে ইহা আসিয়াছে, তাঁহাতেই প্রত্যাগমন করিয়াছে।

4. Lowell.—

"Tis heaven alone that is given away,
'Tis God only may be had for the asking."

কেবল স্বর্গই বিনামূল্যে বিতরিত, কেবল ভগবানকে চাহিলেই পাওয়া যায়।

5. Sir. P. Sidney.—

"They are never alone that are accompanied with noble thoughts."

উচ্চ উচ্চ চিন্তা যাঁহাদের সহচর, তাঁহারা কখনই একাকী থাকেন না।

6. Thomas-a-Kempis.—

"Whosoever is not ready to suffer all things, and to stand resigned to the will of his beloved, is not worthy to be called a lover."

যে সকলই সহিতে, এবং প্রিয়জনের ইচ্ছায় আপনার ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত নহে, সে প্রেমিক বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য নয়।

7. W. Mason.—

"Be angry at sin, but not with the sinner."

পাপের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও, কিন্তু পাপীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না।

৪. Shelley.—

"O Man! hold thee on in courage of soul
Through the stormy shades of thy worldly way;
And the billows of cloud that around thee roll
Shall sleep in the light of a wondrous day."

হে মানব! সংসার-পথের ঝটিকাময় অন্ধকারের মধ্য দিয়া আত্মার সাহসে ভর করিয়া স্থির ভাবে চলিতে থাক, এবং তোমার চতুষ্পার্শে উদ্বেলিত ঘনরাশি অপূর্ব্ব দিবালোকে নিদ্রা যাইবে।

৯। তলবকারোপনিষৎ—

"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি,

* * * * *

যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং।
যৎ প্রাণেন ন প্রণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

যাঁহাকে চক্ষু দ্বারা লোকে দেখিতে পায় না, যাঁহা দ্বারা লোকে যাবদ্বস্তুকে দেখে; যাঁহাকে শ্রোত্রের (শ্রবণ) দ্বারা কেহ শুনিতে পায় না, যিনি এই শ্রোত্রকে শুনিতেছেন; যাঁহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা কেহ ঘ্রাণ করিতে পায় না, যাঁহা কর্ত্তৃক ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাহার (ঘ্রাণ) বিষয়েতে নিয়োজিত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

10. The Koran.—

"Yet perchance ye hate a thing which is better for you, and perchance ye love a thing which is worse for you. But God knoweth and ye know not."

তথাচ হয় ত তুমি একটা বস্তু ঘৃণা কর, যাহা তোমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক, এবং হয় ত একটী বস্তু ভালবাস, যাহা তোমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অমঙ্গলজনক; কিন্তু ঈশ্বর (সকলই) জানেন এবং তোমরা (তাহা) জান না।

11. St. Matthew.—

"Ye are the Salt of the Earth: but if the Salt have lost his savour, where with shall it be Salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men."

তোমরাই পৃথিবীর লবণ (স্বরূপ), কিন্তু যদি লবণ স্বাদহীন হয়, তাহা হইলে উহা কিসের দ্বারা লবণাক্ত হইবে? ইহা সেই হইতে অপদার্থ, কেবল বহির্ক্ষিপ্ত, এবং মনুষ্যগণের পদতলে দলিত হইবার উপযুক্ত।

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্ম-সম্মিলনী—বিগত ১৮ই জুলাই সোমবার কলিকাতায় কতিপয় ব্রাহ্ম সিটি কলেজ-ভবনে একত্রিত হইয়া স্থির করেন যে, কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের ব্রাহ্ম সাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করণার্থ ব্রাহ্ম-সম্মিলনী নামে একটী সভা সংগঠিত হয়; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মাত্রেই উক্ত সম্মিলনীর সভ্য হইতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মপিপাসু অপর কোন ব্যক্তি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত না হইলেও সম্মিলনীর কমিটির অনুমতি অনুসারে সম্মিলনীর সভ্য হইতে পারিবেন। আরও স্থির হয় যে, বিশেষ কোন বাধা উপস্থিত না হইলে প্রত্যেক ইংরাজী মাসের প্রথম রবিবার ব্রহ্মোপাসনা ও সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা ধর্ম্মসাধন এবং আলোচনাদি করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতার নিকটস্থ কোন উদ্যানে বা অপর কোন নির্জ্জন স্থানে সভ্যগণ সম্মিলিত হইবেন। এই নির্দ্ধারণ অনুসারে বিগত ৭ই আগষ্ট রবিবার উক্ত সম্মিলনীর সভ্যগণ শ্রীযুক্ত বাবু প্রেমচাঁদ বড়াল মহাশয়ের বালিগঞ্জস্থ উদ্যানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ৬ই আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যার সময় কএকজন সভ্য উদ্যানে গমন করেন এবং সমুদায় নিশি ব্রহ্মনাম গান ও ব্রহ্মোপাসনা করিয়া অতিবাহিত করেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে বৃক্ষশ্রেণী শোভিত নির্জ্জন স্থানে ব্রহ্মনাম গান করিতে করিতে গভীর নিশিথকালে যখন সকলের আত্মা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন দয়াময়ের করুণাস্রোত আসিয়া তাঁহার পিপাসু সন্তানগণের তপ্ত হৃদয় সিক্তি করিতে লাগিল। বিশ্বাসী সন্তানগণ তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তৎপর দিবস প্রাতে আরও কতিপয় সভ্য উদ্যানে উপস্থিত হইলেন; কিয়ৎক্ষণ সঙ্গীত ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হইল। বেলা ৮ ঘটিকার পরে ৪০ জনের অধিক সভ্য সমবেত হইলেন। তাঁহারা সকলে শান্ত সমাহিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। নির্জ্জন স্থানে পক্ষীর কলরবের সঙ্গে ব্রহ্মের নাম গানের ধ্বনি উত্থিত হইল। আচার্য্য উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মধুর ভাবের আবির্ভাব হইল। উপাসনান্তে পককেশ পিপাসু সন্তান নিজের হীনতা উপলব্ধি করিয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় পিতার নিকট সকাতরে বল ভিক্ষা করিলেন। আবার মধুর নাম কীর্ত্তিত হইল, আবার তাঁহার করুণার স্রোত প্রবাহিত হইল, পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইল। দেখিতে দেখিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া আসিল। তখন সকলে প্রফুল্লচিত্তে প্রীতি-ভোজনে উপবিষ্ট হইলেন, আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। বেলা ১টা বাজিল, সকলে উদ্যানস্থ তরুরাজিবেষ্টিত বেদিতে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মনাম কীর্ত্তনানন্তর, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অন্তরায় কি, এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আলোচনা অতীব মধুর হইয়াছিল। অনেকেই প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা বলিয়াছিলেন। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিলেন যে প্রত্যেকের জীবনে উপাসনাকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত, অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত এবং বিনয় ও ভক্তি সাধন করা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপে ঈশ্বর কৃপায় সকলে পরিতৃপ্ত হইয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বিশেষ উপাসনা—গত সোমবার ১৫ই আগষ্ট হইতে প্রতি দিবস সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় সিটি-কলেজ-ভবনে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসংকীর্ত্তনাদি হইতেছে। এইরূপ উপাসনা আগামী ২০শে আগষ্ট শনিবার পর্য্যন্ত চলিবে, তৎপর ২১এ আগষ্ট রবিবার সমস্ত দিবস উৎসব

হইবে। ব্রাহ্মসম্মিলনীর সকল সভ্যের উক্ত অনুষ্ঠানে সমুদায় হৃদয়ের সহিত যোগদান নিতান্ত প্রার্থনীয়।

শোক সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের প্রাচীন ব্রাহ্ম বন্ধু বাবু ভগবানচন্দ্র বসু গত ২রা আগষ্ট পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় অনুমান ৬৩ বৎসর বয়সে ইহলোকলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বজনের পরিচিত ব্যক্তি। কয়েক বৎসর হইল রাজকার্য্য হইতে পেনসন লইয়া শান্তিতে জীবনের শেষদশা অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু দারুণ উদরী পীড়াতে তাঁহার জীবন শেষ করিয়াছে। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ীতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ সম্মিলিত হইলে প্রার্থনান্তে মৃত দেহ শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসুর বাড়ী আনয়ন করা হয়। ভগবান বাবুর কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু শয্যাগত পীড়িতা। তিনি মৃত্যুসময়ে পিতাকে দর্শন করিতে পারেন নাই বলিয়াই মৃত দেহ তথায় আনীত হইয়াছিল। সেখানে পুনরায় প্রার্থনাদি হইলে মৃতদেহ গাড়ীতে করিয়া নিমতলার ঘাটে নীত হয়। সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু গাড়ীতে পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়াছিলেন। পরমেশ্বর শোকার্ত্ত আত্মীয়গণের প্রাণে শান্তি দান করুন। ভগবান বাবুর পরলোকগমন উপলক্ষে একজন বন্ধু একটী কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা স্থানান্তরে মুদ্রিত হইল।

আমরা আরএকটী শোক সংবাদ প্রচার করিতেছি। মাণিকদহ স্কুলের ২য় শিক্ষক বাবু কুঞ্জবিহারী শীলের স্ত্রী বহুদিন পর্য্যন্ত নানাবিধ পীড়ায় ভুগিয়া গত ২রা আগষ্ট কলিকাতা দাসাশ্রমে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে কুঞ্জবাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲টাকা ও দাতব্য বিভাগে ১৲,ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রমে ১৲ টাকা ও সহায় দলে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। পরমেশ্বর শোকসন্তপ্ত স্বামীর প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রম—গত ১লা আগষ্ট ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রমে বিশেষ উপাসনার পর বাবু এককড়ি সিংহ রায় ও বাবু অমৃতলাল গুপ্ত সহায় শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য সংকল্প করিয়াছেন। এবং বিশেষ সুখের বিষয় যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক পরলোকগত শ্রদ্ধেয় বজরং বিহারীর একমাত্র পুত্র বাবু শ্রীরঙ্গ বিহারী পরিচারক ব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্য সংকল্প করিয়াছেন। ইনি বি, এ, ক্লাশে পড়িতেছিলেন। ইঁহার পিতা বার্ষিক ১৫ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি অবলীলা ক্রমে এই সম্পত্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারিতেন, এবং সাংসারিক সুখ সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিতেন; কিন্তু সংসারের লোকে যে পথে পদার্পণ করিয়া থাকে, ইনি সে পথ গ্রহণ করেন নাই। ইনি সমুদয় সম্পত্তি ও দেহ মন ভগবানের কার্য্যে নিয়োগ করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর ইঁহার শুভ কামনা সিদ্ধ করুন। আচার্য্য (শাস্ত্রী মহাশয়) শ্রীরঙ্গ বাবুকে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন,—

"প্রিয় শ্রীরঙ্গ বিহারি!

আজ এই বিশেষ দিনে তোমার পরলোকগত পিতাকে স্মরণ হইতেছে। বজরঙ্গের সহিত আমার আলাপ হইবামাত্র প্রাণে প্রাণে এক অপূর্ব্ব যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন ও ধর্ম্ম জগতের একজন বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন। রোগ-শয্যাতে তোমার পিতার মুখে যে প্রার্থনা শুনিয়াছি তাহার পূর্ণতা আজ চক্ষে দেখিলাম। রোগে পড়িয়া পড়িয়াও তিনি প্রার্থনা করিতেন যে তাহার সন্তানগণ যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে দেহ মন সমর্পণ করে। সেই প্রার্থনার ফলে তুমি আজ এই মহাব্রত গ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছ। তোমার পিতার মৃত্যুর পর অবধি আমি তোমাকে পুত্রের ন্যায় দেখিয়া আসিতেছি। আজ তুমি আমার প্রকৃত পুত্র হইলে। আমি যে আধ্যাত্মিক পরিবারে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি, তুমি সেই আধ্যাত্মিক পরিবারে প্রবিষ্ট হইলে। এই মহৎ ব্রতকে প্রাণপণে রক্ষা কর। চিন্তা, পাঠ, সাধনাদি দ্বারা সত্য ধর্ম্ম সাধন ও প্রচারের জন্য উপযুক্ত হও। ঈশ্বর তোমার সহায় হউন।"

দান—শ্রীমতী কাদম্বিনী মণ্ডলের মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা দাত্রীকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পুস্তক দান—শ্রীযুক্ত বাবু উমাপদ রায় ১৮০ খানা "পুরুষকার" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন। আমরা দাতাকে এজন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্তের সহধর্ম্মিণী নগেন্দ্রবালা কয়েক মাস হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। এ শোক সংবাদ আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি সীতানাথ বাবু নগেন্দ্রবালার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত মুদ্রিত করিয়া ৮ শত খণ্ড সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন। পুস্তকের মূল্য ⁄০ আনা মাত্র। নগেন্দ্রবালা উপাসনা ক্ষেত্রে সাধনশীলা, গৃহে সুগৃহিনী এবং সন্তানপালনে আদর্শ মাতার ন্যায় ছিলেন। তাহার কোমল ও ভদ্র ব্যবহারে বন্ধু বান্ধবগণ বিশেষ আপ্যায়িত ছিলেন। এমন সাধুশীলা রমণীর জীবন চরিত পাঠে বালিকাগণ বিশেষ উপকৃত হইবে।

প্রচার বিবরণ—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বরিশাল ছাত্রসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি সে অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার কার্য্য বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৯ই আগষ্ট সোমবার প্রাতঃকালে বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। সায়ংকালে "ভারতে ধর্ম্ম-বিপ্লব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১০ই আগষ্ট মঙ্গলবার প্রাতঃকালে পারিবারিক উপাসনা হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ছাত্র-সমাজের সাম্বৎসরিক সভায় সভাপতির কার্য্য করেন। এ সময় তিনি সভ্যগণকে

সম্বোধন করিয়া বলেন যে, "তোমরা এতদিন এ সমিতির সংসর্গে আসিয়াছ, এতদিন এ সমিতির উপদেশ ও আদেশানুযায়ী স্বীয় স্বীয় জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছ, আজ এই দিনে এখানে এমন কেহ আছ কি যে এ সমিতির উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু সাক্ষ্য প্রদান করিতে পার?" অমনি একটি একটি করিয়া বালকগণ দণ্ডায়মান হইয়া আত্ম নিবেদন করিতে লাগিল। এ সমাজেরই সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারা যে তাহাদের বহুদিনের পোষিত কুঅভ্যাস সকল পরিত্যাগ করিয়াছে, বা পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে, তাহাই উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে বর্ণন করিতে লাগিল। বাস্তবিক এ দৃশ্যটী অতি হৃদয়মুগ্ধকারী হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৬॥০ ঘটিকার সময় সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে ছাত্র-সমাজের পক্ষ হইতে সংগৃহিত উপদেশমালা উপহার স্বরূপ প্রদান করা হয়। উপদেশ গুলির ব্যাখ্যাচ্ছলে শাস্ত্রীমহাশয় ছাত্র-সমাজের সভ্যদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করেন। সায়ংকালে উপাসনা হয়।

১১ই আগষ্ট বুধবার প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা করেন। অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় ছাত্র-সমাজের কতিপয় সভ্যকে লইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করেন। ছাত্রগণ যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর প্রদান করাই সেই আলোচনার উদ্দেশ্য। অদ্য সায়ংকালে "জীবনে জীবন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এত লোক সমাগম হইয়াছিল যে, মন্দিরে লোকের স্থান সংকুলন হয় নাই। বক্তৃতার পর ছাত্র-সমাজের প্রীতিভোজন হয়।

১২ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার শাস্ত্রী মহাশয় পিরোজপুর গমন করেন। সায়ংকালে সেখানকার ব্রহ্মমন্দিরে "ধর্ম্মের আবশ্যকতা" বিষয় বক্তৃতা করেন।

১৩ই আগষ্ট শুক্রবার প্রাতঃকালে তথাকার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগত হন।

পূর্ব্ববঙ্গ সম্মিলনীর প্রচারক বাবু মনোরঞ্জন গুহ, সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। তিনি গত শনিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ছাত্র-সমাজে "ধর্ম্মবিধান ও ধর্ম্মমত" সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছেন।

শান্তিনিকেতন—প্রচারক বাবু শশিভূষণ বসু লিখিয়াছেন;—

"পরমেশ্বরের কৃপায় আমরা পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের বোলপুরস্থ পরম রমণীয় শান্তিনিকেতনে কয়েক সপ্তাহ বাস করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। এতদিন ব্রাহ্মসাধকদিগের নির্জ্জন সাধনের একটি উপযুক্ত স্থানের বিশেষ অভাব ছিল। ভক্তিভাজন মহর্ষি সে অভাব দূর করিয়া ব্রাহ্ম সাধকদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশা করি সাধকগণ এই নির্জ্জন স্থানে সাধন করিবার সুবিধা পরিত্যাগ করিবেন না।

আশ্রমের অধ্যক্ষ এবং সাধারণ ভৃত্যবর্গ সকলেরই স্বভাব অতি মধুর। বিশেষতঃ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। পরমেশ্বর মহর্ষিকে দীর্ঘজীবী করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত রাখুন, এই আন্তরিক প্রার্থনা।"

জগদীশ্বর বাবুর জীবনী—আমরা গতবারে বাবু জগদীশ্বর গুপ্তের স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছি, তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত পঠিত হইয়াছিল, তাহার সারাংশ প্রকাশ করা গেল।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে বি, এল, পাশ করিয়া প্রথমতঃ ওকালতি আরম্ভ করেন। কৃষ্ণনগর, দিনাজপুর এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন ওকালতি করিয়াছিলেন, অবশেষে মুন্সেফি কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি যখন কাঁথি মহকুমার মুন্সেফি করিতেছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তখনই তাঁহার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রচার উপলক্ষে একবার কাঁথি গমন করেন। তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া জগদীশ্বর বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন। সেই শুভ সময় হইতে, তিনি ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সংমিলিত হইতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রাণে ধর্ম্ম-পিপাসা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি স্বীয় মুক্তি সাধনের জন্যই ব্রাহ্মসমাজের সহিত অতি ব্যাকুলভাবে যোগদান করিয়াছিলেন, এবং আজীবন নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যসমূহ প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন।

জগদীশ্বর বাবু কুষ্টিয়া এবং বাগেরহাট মহকুমায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি কল্পে বিশেষ প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নেই কুষ্টিয়া ব্রহ্ম-মন্দির নির্ম্মিত হয়। তিনি বাগেরহাট ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থে জমি এবং নগদ ৫০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। যাহাতে দেশে সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হয়, সেজন্য তিনি নিয়ত চেষ্টা ও প্রার্থনা করিতেন। একবার তাঁহার শ্রীখণ্ডের বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবসহ ব্রহ্মোৎসব করিতেছিলেন, তখন এক উচ্চ বংশ খণ্ডে "একমেবাদ্বিতীয়ং" নিশান তুলিয়া দিয়া বন্ধুদিগকে কহিয়াছিলেন, "এই পৌত্তলিক দেশে "একমেবাদ্বিতীয়ং" পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।"

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিডনপার্কে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি সুললিত ভাষায় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা অতি সুন্দররূপে বলিতে পারিতেন। বিশেষ বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি ভক্তি-তত্ত্বে এরূপ নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার ভক্তি কথা শুনিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইতেন। কলিকাতায় থাকা কালীন সাঃ ব্রাঃ সমাজের সঙ্গতে ও মাসিক আলোচনায় তিনি অনেক সময় ভক্তি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মোহিত করিতেন। তিনি ধর্ম্ম মতের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতে নিয়ত চেষ্টা করিতেন। এজন্যই তিনি নববিধান সমাজের সহিত মিলিত হইতেন।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "চৈতন্য-চরিত" ও "চৈতন্য লীলামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থ সাহিত্য ভাণ্ডারে যেমন উজ্জল রত্ন, ধর্ম্মপিপাসু ব্যাকুল আত্মাদিগের পক্ষে তেমনি শান্তিসলিল সদৃশ। বঙ্গভাষায় এরূপ সুললিত ভক্তি-গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। পুস্তকের ভাষা যেমন মধুময় ও সতেজ, ভাব তেমনি ভক্তি রসোদ্দীপক। এ সকল পুস্তক প্রচার দ্বারা সাহিত্য ও ধর্ম্মসমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

জগদীশ্বর বাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানি উইলের পাণ্ডুলিপি করিয়াছিলেন। তাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পাঁচ শত, নববিধান সমাজে পাঁচ শত ও নিজ বাসস্থান শ্রীখণ্ড গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য দুই শত ও রাস্তা প্রস্তুতে জন্য পাঁচ শত এবং ভৃত্যকে এক শত টাকা দান করিবার কথা লিখিত আছে। উইল রেজেষ্টারী না হইলেও তাঁহার পতিপ্রাণা ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগিনী সহধর্ম্মিণী স্বামীর সংকল্প অনুযায়ী কার্য্য করিবেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই শোকসন্তপ্তা বিধবার অশ্রুজল দেখিয়া যদিও আমরা সকলেই কাতর, কিন্তু পতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ দর্শনে আমরা প্রীত হইয়াছি। কৃপাময় জগদীশ্বর অনাথা সন্তান-বিহীনা দুঃখিনীর হৃদয়ে শান্তি দান করুন এবং স্বামীর ধর্ম্মপথে দৃঢ়তর রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ বিধান করুন।

নামকরণ—গত ৩১শে জুলাই রাঁচিতে বাবু ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ষষ্ঠ কন্যার নামকরণ হইয়াছে। কন্যার নাম শোভা রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভগবান বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ফণ্ডে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা দাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিগত ২৬শে শ্রাবণ মঙ্গলবার, কাঁথিস্থ ব্রাহ্মবন্ধু বাবু মধুসূদন জানার পরলোকগত পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার বাসায় পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম-পদ্ধতি মতে সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু তারকগোপাল ঘোষ উপাসনার কার্য্য করেন। মধু বাবু ও তাঁহার অন্যতম বন্ধু বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মধু বাবু নিম্নলিখিতরূপ দান করিয়াছেন। কাঁথি ব্রাহ্মসমাজে ১৲, সাঃ ব্রাঃ সমাজ প্রচার বিভাগ ১৲, ব্রাহ্ম-পরিচারকাশ্রম ২৲, অনাথাশ্রম ১৲, দাসাশ্রম ১৲, বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম ১৲ কাপড় ও চাউল পয়সা দান ৪৲, মোট ১০৲ টাকা।

বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বাবু তারকগোপাল ঘোষের ১মা কন্যার নামকরণ সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে কন্যার পিতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার বিভাগে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। কন্যাটীর নাম হাস্যময়ী এবং নামান্তর অনামিকা রাখা হইয়াছে।

বিগত ১৬ই ফাল্গুন শনিবার উক্ত তারকগোপাল বাবুর ২য়া কন্যা ভূমিষ্ঠ হয় ও যথাসময়ে তাহার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে উপাসনা হয়। উভয় অনুষ্ঠানে বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন।

বিজ্ঞাপন।

বিগত ১৭ই শ্রাবণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের একাদশ বর্ষের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে;—

কোর্স।

English Senior—1. Principal Caird's *Introduction to the Philosophy of Religion.* 2. The *New Testament* in English: The Four Gospels, the Acts of the Apostles, and the Epistles of St. Paul. 3. The *Bhagavadgita* in Sanskrit or English.

Benali Senior—১। বাবু সীতানাথ দত্ত-প্রণীত 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। ২। 'ভগবদ্গীতা'—বাঙ্গলা অনুবাদ। ৩। পণ্ডিত অঘোরনাথ গুপ্ত-প্রণীত 'শাক্যমুনিচরিত।'

Emglish Junior—1. John Wright's *Grounds and Principles of Religion.* 2. The *New Testameut in English*: The Four Gospels.

Bengali Junior—১। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রথম ভাগ। ২। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস'। ৩। চিরঞ্জীব শর্ম্মা-প্রণীত 'ঈশাচরিতামৃত।'

প্রতি শনিবার ও রবিবার অপরাহ্নে উপাসনা-মন্দিরে বিদ্যালয়ের অধিবেশন হয়। যাঁহারা বিদ্যালয় সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ২১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সম্পাদক বাবু সীতানাথ দত্তের নিকট আবেদন করিলে জানিতে পারিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল পাওয়া যায়।

Gleams of the New Light	...	5
Whispers from the Inner Life	...	4
Thirsting after God	... ...	2
Principles of Brahmo Dharma	...	½
ব্রহ্মচর্য্য (ভগিনী ডোরা) (জীবনালোক প্রণেতা কর্তৃক প্রণীত)	... ..	।৵০
উপদেশ মালা (আচার্য্যগণের উপদেশ)	...	।৵০
প্রকৃতিচর্চ্চা	... ...	।০
চিন্তামঞ্জরী (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)	...	৶০
চিন্তাশতক (৺ প্রমদাচরণ সেন কৃত)	...	৶০
প্রকৃত বিশ্বাস	...	৴০
জাতিভেদ (২য় প্রবন্ধ) (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)	... ...	৵০
ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী	... ...	৵০
সাথী	... ...	৻১৫
চরিত রহস্য	... ...	।০
গৃহধর্ম্ম (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)	...	।৵০
পঞ্চোপনিষৎ (তলবকার, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচখানি উপনিষৎ একত্রে পকেট এডিশন)		॥০ স্থলে ।৵০
জীবনালোক (কাপড়ের মলাট)	...	।৵০
চিন্তাকণিকা (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত)		৻১০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা (বাবু রাজনারায়ণ বসু কৃত)		
ব্রহ্মসঙ্গীত ১ম ভাগ ৪র্থ সং (কাগজের মলাট)		১।০ স্থলে ৸০
ঐ ঐ (কাপড়ের মলাট)	...	১॥০
ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত)	... ...	৴০
সৎপ্রসঙ্গ	... ...	৴১০
সৎসঙ্গী (জীবনালোক-প্রণেতা কৃত)	...	
ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য কেন (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)		
সাধনবিন্দু (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত)	...	
পাপীর নবজীবন লাভ	... ...	৵০
জাতীয় সংগীত	... ...	৶০
বক্তৃতা স্তবক (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কয়েকটী বক্তৃতা)	... ...	।৵০
পুষ্পাঞ্জলী (ঐ কৃত পদ্য)	...	।০
উপহার	... ...	।০
ধর্ম্মজিজ্ঞাসা (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত) ১ম ভাগ ২য় সংস্করণ	... ...	॥০
ঐ ২য় ভাগ ঐ	...	॥০
পরিবারে শিশুশিক্ষা	... ...	৴০
পূজার ফুল	... ...	৵০
পূজার আয়োজন	... ...	৵০

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা ভাদ্র মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১লা ভাদ্র প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
১০ম সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র বুধবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

দীক্ষা।

আজ ব্যথা ভরা প্রাণে, আকুল-আহ্বানে,
ডাকিছে কাতরে সবে,
তুমি করুণা প্রকাশি, হৃদয়েতে আসি,
প্রকাশ হওগো তবে;
পিতা ব্যাকুল-ক্রন্দন, হৃদয় বেদন,
করহ আজিকে দূর,
নব আশ্বাসের বাণী, শ্রবণেতে আনি,
শুনাও হে সুমধুর;
আজ স্বরগের আলো, আঁখি-জলে ঢালো,
আঁধার কাটিয়া যাক,
পিতা তোমার পরশে, অমৃত-সরসে,
সবাই ডুবিয়া থাক্।
আজ ঐশী শক্তি দিয়া, সবাকার হিয়া,
বাঁধগো কঠিন পণে;
যেন শত ব্যথা পেয়ে, মরিলেও তবু,
ব্যথিনা অপর জনে;
আজ শত অপরাধ, ক্ষমা করি নাথ,
এসগো হৃদয়-ঘরে,
মোরা তোমার দর্শনে, পরাণ আহুতি,
দিবগো সবার তরে;
মোরা একের বেদনা, সকলে বহিব,
হৃদয়ে হৃদয় রাখি,
হায় একের নয়ান, সজল দেখিলে,
সবারি ঝরিবে আঁখি;
পিতা ডুবিছে যে আজ, প্রবৃত্তি-পাথারে,
ডুবিতে দিবনা তারে,
তুচ্ছ পরাণ সঁপিয়া, সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া,
উঠাব তাহারে পারে;
আর দারুণ পীড়নে, কঠিন বচনে,
ভায়ের হৃদয় প্রাণ,
যেন ব্যথিনা কখন, করিনা তাহারে,
শত ঘৃণা অপমান।
আজ ব্রহ্মাগ্নি জ্বালিয়া, কলঙ্ক নাশিয়া,
দীক্ষিত করহ সবে,
মোরা নব প্রাণ পেয়ে, জয় ব্রহ্ম গেয়ে,
দিগন্ত ছায়ি সে রবে;
এই সারা বিশ্বময়, "জয় ব্রহ্ম জয়,"
হোক্ প্রতিধ্বনি তার,
যত পাপীদের হিয়া, উঠুক গাহিয়া,
থেমে যাক্ হাহাকার।
পিতা তোমার নামেতে, মরিবে যাহারা,
তোমার চরণ পাবে,
পিতা তাদের মরণে, সহস্র সহস্র,
জীবন বাঁচিয়া যাবে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

পরিবারে ধর্ম্মসাধন—আষাঢ় মাসের "সেবকে" আমরা নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলাম:—"বৈদিক কালে যেমন ব্রাহ্মণ-গৃহে নিত্য যাগ যজ্ঞ সমাধা হইত, বর্ত্তমান কালে প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে যেমন দেবোদ্দেশ্যে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদিত হইতেছে, তদ্রূপ প্রত্যেক ব্রাহ্মপরিবারে স্বামী স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগকে লইয়া প্রত্যহ নির্দ্দিষ্টকালে ব্রহ্মোপাসনা অর্থাৎ আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা করিবেন, এজন্যই ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়। সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া সংসারে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনার অমৃতরস সিঞ্চন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব।"

আমরা আশা করি ব্রাহ্মগণ মনোযোগ পূর্ব্বক "সেবকের" এই উক্তিগুলি পাঠ করিবেন ও সে বিষয়ে চিন্তা করিবেন। বিগত ৬২ বৎসর কাল ব্যাপিয়া দেশের লোকের সহিত ব্রাহ্ম-সমাজের যে সকল বিষয়ে মতভেদ ও বাদানুবাদ হইয়া আসি-

তেছে, তন্মধ্যে একটী প্রধান এই যে, দেশের লোকে বলিতেছেন "বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান গৃহীর জন্য নহে," ব্রাহ্মেরা বলিতেছেন—"গৃহধর্ম্মে থাকিয়াই বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করা যায়।" কেবল মুখে বলিলে হইবে না, ব্রাহ্মদিগকে গৃহে ও পরিবারে ধর্ম্মসাধন করিয়া দেখাইতে হইবে যে, তাঁহারা যাহা বলিতেছেন, তাহার সার্থকতা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা অদ্যাপি এরূপ দৃষ্টান্ত অধিক দেখাইতে পারিলাম না, যদ্দ্বারা প্রতিবাদীগণকে নিরুত্তর করিতে পারি। পরিবারে ধর্ম্মসাধন বিষয়ে ব্রাহ্মগণের অধিকাংশ আজিও বিমুখ রাখিয়াছেন। প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক সপরিবারে ব্রহ্মোপাসনা হয়, এরূপ ব্রাহ্মপরিবারের সংখ্যা আজিও অঙ্গুলির অগ্রে গণনা করিতে হয়। ইহা কি ক্ষোভের বিষয় নয়? আমরা সেই পরম পুরুষের উপাসক হইয়াও তাঁহাকে ধন্যবাদ না করিয়া তাঁহার কৃপার অন্ন প্রতিদিন গ্রহণ করিতেছি, ইহা কি ব্রাহ্মের পক্ষে লজ্জার বিষয় নয়? কবে আমরা গৃহে গৃহে পরিবারে পরিবারে ব্রহ্মোপাসনা দেখিব।

ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব ও দুর্ব্বলতা—বৃদ্ধ য়িহুদী নৃপতি দায়ুদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে প্রভো! সহায় হও, বিশ্বাসীদল ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে।" ব্রাহ্মদিগের কি সেই প্রার্থনা করিবার দিন আসে নাই? ব্রাহ্মদিগের উৎসাহ ও অবিশ্রান্ত শ্রমের সহিত কাজ করিবার দিন যদি কথনও আসিয়া থাকে, তবে এখন আসিয়াছে। তাঁহারা ৩০।৪০ বৎসরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের চক্ষের সমক্ষে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, যে সকল উদার সত্য দেশবাসিদিগকে বুঝাইয়াছিলেন, তাহা তাহাদের হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইতেছে; যে ভূমির উপরে দেশকে দণ্ডায়মান করিয়াছিলেন, সে ভূমি হইতে দেশ সরিয়া পড়িতেছে; এখন কি তাঁহাদের নিরপেক্ষ ও উদাসীনভাবে দেখিবার সময়? এ সময়ে কি দ্বিগুণ প্রতিজ্ঞার বলের সহিত বদ্ধপরিকর হওয়া তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে? ঈশ্বর যে কার্য্যের ভার তাঁহাদের হস্তে দিয়াছেন, তাহা সাধন করিবার জন্য দৃঢ়-সংকল্প হওয়া কি কর্ত্তব্য নয়? কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, যখন একমনে একবাক্যে পরিশ্রম করিবার সময়, সেই সঙ্কটকালেও ব্রাহ্মসমাজ স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হইতেছেন না। বিধাতার কি অভিসম্পাত তাঁহাদের উপরে পড়িয়াছে জানিনা, তাঁহারা তুচ্ছ কথা লইয়া বিবাদে দিন পর্য্যবসান করিতেছেন। যে সময়ে সকল শক্তি সমবেত হওয়া আবশ্যক, সেই সময়েই বিচ্ছেদের কীটে তাঁহাদের জীবনের মূল কাটিয়া তাঁহাদিগকে দুর্ব্বল করিতেছে। আমাদের এরূপ অবস্থা আর কতদিন চলিবে? আর অধিককাল চলিতে পারে না। সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে। গ্রীষ্ম যখন দারুণ হয় তখন লোকে বৃষ্টিধারার অপেক্ষা করে, এবং বিধাতার বিধানে বৃষ্টিধারাও অবতীর্ণ হয়। আমাদের এ বিচ্ছেদের উত্তাপ আর সহ্য হয় না। শান্তির জলধারা কি বর্ষিত হইবে না? শুভ লক্ষণ একটা দেখিতেছি যে, অনেক প্রাণে ঘোর অতৃপ্তি জাগিতেছে; যে অতৃপ্তিতে মানুষের আত্মম্ভরিতা বিনাশ করে, তাহার উদয় হইতেছে; ব্রাহ্মগণের সম্মিলিত প্রার্থনার ধ্বনি ঈশ্বরের সিংহাসনাভিমুখে উত্থিত হইতেছে। ইহা পূর্ব্বাকাশে নীল মেঘ সঞ্চারের ন্যায়। শক্তির জলধারা আসিতেছে। ঈশ্বর করুন স্বরায় আসুক।

শুভচিহ্ন—আগষ্ট মাসের "ইণ্টারপ্রিটার" নামক পত্রিকাতে শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মসমাজে যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে, তাঁহাদের মধ্যে যাহাতে ঐক্যবন্ধন স্থাপিত হয়, সে বিষয়ে আমরা একদিনের জন্যও উদাসীন হইব না। এ চেষ্টাতে আমরা অকৃতকার্য্য হইতে পারি, লোকে আমাদের অভিসন্ধির বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারে, আমাদের সফলতা অল্পই হইতে পারে, কিন্তু আমরা নিরাশা জানিনা এবং চেষ্টা করিতেও বিরত হইব না। আমাদের হৃদয়ে একতা ও প্রেম রহিয়াছে, তাহাতে সকল দলের সম্মিলন দেখিতেছি, আমরা সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মদিগকে ভালবাসি এবং আমাদের অটল বিশ্বাস যে, আমাদের হৃদয়ে যাহা সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা কোনও দিন বাহিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের অভিপ্রায় যেন কেহ অন্যরূপ না বুঝেন; আমরা সকল প্রকার মতভেদ নিরাকরণ করিয়া একতা স্থাপনে প্রয়াসী নহি, যতদিন লোকের মত ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে ততদিন তাহা অসম্ভব। কিন্তু আমরা দলাদলির ভাব নিবারণ করিতে চাই।"

ইহা বিশ্বাসীর উক্তি, যাঁহারা এই মহাভাব হৃদয়ে অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা তদনুসারে কার্য্য করিয়া যাউন, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত একতা সাধিত হইবেই হইবে। যখন চারিদিক হইতে আশাজনক কথা আসিতেছে, তখন বোধ হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজের শক্তি-অভ্যুত্থানের দিন সন্নিকট হইতেছে। ইহা বসন্তের সমাগম সূচক কোকিল কূজনের ন্যায়। বুঝি বা বিধাতা সুবসন্ত আনয়ন করিতেছেন। কাহার চেষ্টাতে, কাহার প্রার্থনার ফলে, কাহার দ্বারা প্রধানতঃ এই সুবসন্ত আসিবে তাহা জানি না। বিধাতা যাহাকে যন্ত্র স্বরূপ করিতে ইচ্ছা করেন করুন, যেরূপে আসে আসুক,—কিন্তু আসুক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মগণ কয়েকদিন সম্মিলিত প্রার্থনা করিয়াছেন। যদি সম্ভব হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নববিধান, প্রার্থনা-সমাজ প্রভৃতি সমুদায় সমাজের ব্যক্তিগণ একযোগে কোনও একটা বিশেষ দিন স্থির করিয়া সকলে স্ব স্ব মন্দিরে বা গৃহে উক্ত দিবসে একই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে শান্তি ও সদ্ভাব স্থাপনের জন্য প্রার্থনা করুন; দেখা যাউক ব্রাহ্মসমাজের শক্তি জাগে কি না?

ব্রাহ্মসমাজের গূঢ় শক্তি—ইণ্টারপ্রিটার হইতে যে উক্তি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার উপসংহারে মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন; "আমরা একটা বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি; আমরা কোনও ব্যক্তিতে বা কোনও দলে চরিত্রহীনতা সহ্য করিব না।" অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি বা দলের সহিত

তাঁহারা সম্মিলিত হইতে প্রস্তুত নহেন। এজন্য কে তাঁহাদিগকে দোষী করিতে পারে? যে শক্তির দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ দেশকে জয় করিবে তাহা বৈরাগ্য ও সংযমের শক্তি। ব্রাহ্মদিগের বিপক্ষদল দিন দিন বাড়িতেছে। বিপক্ষগণ বাহ্বাস্ফোটন ও দন্তঘর্ষণ করিতেছেন যে ত্বরায় ব্রাহ্মসমাজকে বিনাশ করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে যদি বৈরাগ্য ও সংযমের বল দিন দিন বাড়িতে দেখিতাম, তাহা হইলে সে বাহ্বাস্ফোটন ও দন্ত ঘর্ষণের দিকে কটাক্ষেও দৃষ্টিপাত করিতাম না। তাহা ত দেখিতে পাইতেছি না। ধর্ম্মের বল ব্রাহ্মদিগের অন্তরে এত প্রবল হইতেছে না, যাহাতে সংসারাসক্তি ও স্বার্থপরতাকে দমন করে। যদি ঈশ্বরের সেনাদল সংযম ও বৈরাগ্য এই দুই অস্ত্রে সশস্ত্র থাকেন, তাহা হইলে কোনও বিপক্ষদল তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে না, আর যদি আধ্যাত্মিক শক্তির এই দুই গূঢ় মন্ত্র তাঁহারা হারাইয়া ফেলেন, তাঁহারা আপনিই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, কাহাকেও মারিতে হইবে না।

শান্তি সংস্থাপকেরা ধন্য—যীশু তাঁহার সুবিখ্যাত উপদেশের মধ্যে বলিয়াছিলেন "শান্তি সংস্থাপকেরা ধন্য তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে।" শান্তি ভঙ্গ করা অপেক্ষা শান্তি সংস্থাপন করা কঠিন কাজ। সহরের অধিবাসিগণ নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছে, নিরুদ্বেগে স্বীয় স্বীয় কার্য্যের অনুসরণ করিতেছে, এরূপ সময়ে কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত লোক দলবদ্ধ হইয়া এক গৃহস্থের বাড়ীতে ঘোরতর উপদ্রব করিল। হঠাৎ প্রতিবেশী সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল:—কি হলো কি হলো বলিয়া সকলে উত্তেজিত; রাজপথে লোক ছুটাছুটী আরম্ভ করিল; সেই গভীর রাত্রে দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়া লাঠালাঠি, রক্তপাত, হস্ত, পদ, মস্তক ভগ্ন হইয়া কয়েক ব্যক্তি হাঁসপাতালে নীত হইল। এই ঘোরতর ব্যাপার এক ঘণ্টার অনধিক কালের মধ্যে সংগঠিত হইতে পারে। এইরূপে যাহারা সদ্ভাব ও বন্ধুভাবে সুখে বাস করিতেছে, নিশ্চিন্ত মনে এক সঙ্গে কাজ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিরোধ উৎপন্ন করিয়া দেওয়া, অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া বড় কঠিন কার্য্য নহে; অল্প আয়াসেই তাহা সংসাধিত হইতে পারে। এক জনের কথা আর এক জনের কাণে লাগাইয়া যেখানে বৈরভাব বিদ্যমান নহে, অথবা বৈরভাবের কোনও কারণ নাই, সেখানে বৈরভাবের কারণ করিয়া একটা শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত করা যাইতে পারে। সকল সমাজেই এই শ্রেণীর নিকৃষ্টচেতা একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বিরোধ ও অশান্তি উৎপন্ন করিতে সুখ পায়; ইহার কথাটী উহার কর্ণে বলিতে ভাল বাসে; তিলকে তাল প্রমাণ করিয়া বর্ণন করে। এই শ্রেণীর জীবদিগের প্রকৃতি এত নীচ যে ইহারা একজনের চিত্তের সন্তোষ সাধনের উদ্দেশে আর একজনকে হীন করে। যে সমাজে এরূপ দুই চারিটী লোক থাকে তাহাদের জ্বালাতেই সে সমাজের লোককে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়।

যীশু যাহাদিগকে শান্তিসংস্থাপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা ইহার বিপরীত প্রকৃতি বিশিষ্ট। শান্তি ও মিত্রতা স্থাপনেই তাঁহাদের আনন্দ। লোকে সদ্ভাব ও প্রেমে মিলিত হইয়া কার্য্য করে দেখিলেই তাঁহারা সুখ পান। এই শ্রেণীর লোকেরা সর্ব্বদাই বিরোধী দলের মধ্যে পড়িয়া পরস্পরের দোষ পরস্পরের চক্ষে লঘু করিবার প্রয়াস পান। এক পক্ষের নিকটে অপর পক্ষের উকীল স্বরূপ হইয়া, তাঁহাদিগের যাহা কিছু ভাল আছে দেখাইবার প্রয়াস পান। সৌভাগ্যক্রমে এ শ্রেণীর লোকও সমাজ মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু ইহাদের কার্য্য বিরল ও পরিশ্রমসাধ্য। কিন্তু ইহাঁদের কার্য্য ঈশ্বরের চক্ষে অতীব স্পৃহণীয়। যেখানে প্রেমের প্রবলতা সেই খানেই ঈশ্বরের পবিত্র শক্তির আবির্ভাব। ঈশ্বর এরূপ হৃদয়ে বাস করিতে ভাল বাসেন। এই কারণেই যীশু এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে ঈশ্বরের সন্তান নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

আমাদের বোধ হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজে একদল শান্তিসংস্থাপকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। পরস্পর আত্মীয়তা ও হৃদয় মনের একতার অভাবই ব্রাহ্মদিগকে অতিশয় দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে। নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় পরলোকগত হওয়া অবধি বিচ্ছেদের কীটে তাঁহাদের ক্ষুদ্র দলটীকে এমন দংশন করিতেছে যে, তাঁহাদের ধর্ম্মভাব, সাধুতা, উৎসাহ, উদ্যোগ কার্য্যশক্তি যাহা কিছু আছে, তাহা সমুচিত রূপে দেশের উপরে কার্য্য করিতে পারিতেছে না। তাঁহাদের শক্তি অনেকটা পরস্পরের সহিত বিবাদে পর্য্যবসিত হইতেছে। কেবল তাহা নহে, পরস্পরের সহিত বিবাদে হৃদয়ে ক্রোধ, জিগীষা, প্রভৃতি ভাবের উদয় হইয়া পরস্পরের ধর্ম্মজীবনের ব্যাঘাত করিতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী ছিল বলিয়া ইহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। আমরা সকলে এখনও দাঁড়াইয়া এক সঙ্গে কাজ করিতেছি। কিন্তু এখানেও আমরা সম্পূর্ণ হৃদয় মনের একতার সহিত কাজ করিতে পারিতেছি না। মধ্যে মধ্যে অসদ্ভাব অনাত্মীয়তা অশান্তির অগ্নিতে আমাদিগকে বিশেষ ক্লেশ দিতেছে। যখনি বিরোধ বা অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখনি আমাদের মনে হয় যে এই সময়ে এক শ্রেণীর শান্তিসংস্থাপক থাকিলে ভাল হইত। আমাদের একদল লোক যদি এই প্রতিজ্ঞা করিয়া দলবদ্ধ হন যে, তাঁহারা অদ্য হইতে মাঘোৎসব পর্য্যন্ত এই কয়েক মাস সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাবাসী সভ্যগণের মধ্যে শান্তিসংস্থাপনার্থ দেহ মন নিয়োগ করিবেন তাহা হইলে ভাল হয়। আগামী মাঘোৎসবের সময়ে এই ফুল হস্তে করিয়া যদি তাঁহারা ঈশ্বরচরণে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলে মাঘোৎসবে ঈশ্বরের অপূর্ব্ব করুণা আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

অর্জ্জুনের তপস্যা—পাণ্ডবগণ নির্ব্বাসিত হইয়া যখন দ্বৈতবনে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের অতিশয় দুরবস্থা। তাঁহারা রাজসম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া বনবাসী হইয়াছেন;—শত্রুকুল তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দিয়া মহোল্লাসে গগনমেদিনী কম্পিত করিতেছে; তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতা অসহায় ও বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। এমন

সময়ে একদিন একজন মহর্ষি দ্বৈতবনবাসী ভ্রাতৃগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পাণ্ডবদিগকে বলিলেন—"কেবল দৈহিক বলে হইবে না; তোমাদিগকে নূতন আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে হইবে; কঠোর তপস্যা দ্বারা দেবকুলকে প্রসন্ন করিতে হইবে; তপস্যা বলে শক্তি লাভ হইবে, পাশুপত অস্ত্রও লাভ হইবে। সেই শক্তির সাহায্যে পাণ্ডবগণ শত্রুকুলকে পরাস্ত করিতে পারিবেন।" ইহা বলিয়া পরামর্শ দিলেন, যে যখন সকলের তপস্যার্থে নিযুক্ত হওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে, তখন তাহাদিগের মধ্যে কোনও এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তপস্যার্থ প্রেরণ করা হউক। তদনুসারে অর্জ্জুনকে তপস্যার্থ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। অর্জ্জুন যথা সময়ে, ভ্রাতৃগণ ও আত্মীয়স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া তপস্যার্থ ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে গমন করিলেন ও একাকী কঠোর তপস্যাতে নিযুক্ত হইলেন। মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাণ্ডবগণ পরে যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অর্জ্জুনের তপস্যাজাত শক্তিরই ফল।

আমরা অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিতেছি। আমাদের মধ্যে এরূপ কতকগুলি লোকের বিশেষ প্রয়োজন, যাঁহারা অপর সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তি জাগাইবার জন্য কঠোর তপস্যাতে নিযুক্ত হইবেন। তাঁহারা যদি কিছুদিনের জন্য সমুদায় কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া, কেবল ঈশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে আপনাদিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই, কারণ তাঁহারা যদি ঈশ্বর-কৃপায় তপস্যাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা যে উপকৃত হইব, তাহার সহিত তুলনাতে কিছুদিনের দুর্ব্বলতা কিছুই নহে। এই সত্যের প্রমাণ আমরা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তেই প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৮৫৫ ও ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধ-নিবন্ধন অতিশয় অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একদল লোক ছিলেন (পরলোকগত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত যাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন) যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে জ্ঞান-প্রধান ধর্ম্ম করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। এরূপ জনরব আছে, যে ঈশ্বর মঙ্গল স্বরূপ কি না তাহাও তাঁহারা হাত তুলিয়া ভোটের দ্বারা স্থির করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই মত বিরোধ ও অশান্তি দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া সহর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন ও দুই বৎসর কাল পর্ব্বতশৃঙ্গে কঠোর তপস্যাতে যাপন করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ ও প্রধান শক্তি সুতরাং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে সমাজের কার্য্য অতি দুর্ব্বল ভাবেই চলিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে দুর্ব্বলতা অধিকদিন ছিল না। তিনি দুই বৎসর পরে তপস্যাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজে এক নব শক্তির অভ্যুদয় হইল, যে শক্তির প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে নব-জীবনের সঞ্চার হইল; এবং যে শক্তি আজিও ব্রাহ্মসমাজকে লইয়া চলিয়াছে। সেইরূপ আমাদের কয়েকজন কাজের লোক যদি এখন কিছুদিনের জন্য কাজ হইতে অবসৃত হইয়া বিশেষভাবে সাধনে নিযুক্ত হন, তাহাতে দুঃখ কি? এরূপে চলিবার লোক পাইতেছি না বলিয়াই দুঃখ, যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন, তাঁহার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করা দূরে থাকুক, আমরা যেন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, যে তাঁহারা ত্বরায় সিদ্ধিলাভ করুন। আমাদের সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া তপস্যাতে বসিতে পারেন, এরূপ একদল লোকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

নাম সাধন।

"সাময়িক বায়ু প্রবাহে সাগর-পৃষ্ঠের বারি রাশি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া থাকে বটে, অনেক সময় উত্তাল তরঙ্গে সাগর বক্ষ চঞ্চল হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে এক প্রকার স্রোত সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অবিশ্রান্তভাবে একদিকে চলিতেছে, তাহার আর বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। পিপাসু ব্যাকুল সাধকের ভিতরের অবস্থাও ঠিক এই প্রকার। বহুবিধ বাহিরের কার্য্য ও সাংসারিক ভাবের সংযোগে চিত্ত-সাগরের উপরে উপরে বিশৃঙ্খল ভাবপ্রবাহ ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের মূলে দেখিতে পাইবে যে, এক নিত্য ভাবস্রোত সর্ব্বদা সমভাবে ব্রহ্মনাম রাশি বক্ষে করিয়া ব্রহ্মপানে ছুটিতেছে, তাহার আর বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বাস্তবিক এইভাবেই সাধন করিতে হয়। যাবতীয় বিভিন্ন প্রকারের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ব্রহ্মলাভের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বোপরি বলবতী হওয়া আবশ্যক। তাহাই যদি না হইল—সমুদয় চিন্তার মধ্যে ব্রহ্ম-চিন্তাই যদি প্রবল চিন্তা না হইল, জীবন যদি ব্রহ্মনামে সর্ব্বদা জাগ্রত না থাকিল, তবে সকালে ও বিকালে নিয়মমত উপাসনা করিয়া কি ফল হইল? কেহ কেহ বলিবেন, কেন হইল বই কি? উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা সম্মিলিত চতুরঙ্গ উপাসনা করিয়াছি, অনেক সময় ভাবাবেশে চক্ষু হইতে জলধারা বিনির্গত হইয়াছে এবং সময় সময় চপলা চকিতের ন্যায় ব্রহ্ম-দর্শনও লাভ হইয়াছে। বেশ কথা, এ সকল অবিশ্বাস করি না বা অগ্রাহ্য করিতেছি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সকালে ও বিকাল উপাসনার সময়ে যে চক্ষু হইতে ভাবের জলধারা পড়িল, সারাদিন সেই চক্ষুই আবার ক্রোধাগ্নি বর্ষণ করে কেন? যে মনশ্চক্ষু সকালে ও বিকালে ব্রহ্ম-দর্শন লাভ করিল, সমস্ত দিবস সেই মন পরের দোষ দর্শনে নিযুক্ত রহিতেছে কেন? যে হৃদয়ে সেই পবিত্র স্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিলে, সেই হৃদয় কেন আবার আনন্দে সংসারকে পতিত্বে বরণ করিতেছে? ভিতরের অবস্থা যদি এই হইল, তবে যে সবই বৃথা হইয়া গেল। 'তোমার চতুরঙ্গ উপাসনাতেই বা কি ফল আর অষ্টাঙ্গ যোগেরইবা কি প্রয়োজন। তবে কি ব্রহ্মোপাসনা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে? না; তাহা বলিতেছি না। তবে আমরা কেবল দুইবেলা যথারীতি উপাসনা করিয়াই যেন

নিশ্চিন্ত না থাকি। দেখিতে হইবে যে, সেই উপাসনা আমাদের জীবনের উপরে প্রত্যক্ষভাবে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছে কি না? সংসারের নানাপ্রকার প্রলোভন, উত্তেজনার মধ্যে আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে কি না? যদি তাহা না হয়, বুঝিতে হইবে যে, সেই উপাসনার ভিতরে কোনও স্থানে ত্রুটী রহিয়াছে। এই প্রকার সাময়িক উপাসনাই আমাদের জীবন গঠনের পক্ষে যথেষ্ট উপায় নহে। অবিশ্রান্ত সাধন করিতে হইবে, নতুবা জীবনে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আমরা যে সংসারের দাস সে সংসারের দাসই থাকিয়া যাইব, ধর্ম্ম একটা বিলাসের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইবে, আরামের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু উপাসনা সুধু আরামের জন্য নহে, উল্লাসের জন্য নহে। যদি সাময়িকভাবে বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করাই উপাসনার উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা নয়, উহা বিশুদ্ধ আমোদের উপাসনা। সাময়িক আনন্দ ভগবানের নাম গন্ধ শূন্য সঙ্গীতাদি শ্রবণেও লাভ হইতে পারে। তানমান লয়যুক্ত মধুর বীণাধ্বনি শ্রবণ করিয়া কাহার না প্রাণ পুলকিত ও মোহিত হয়? সুমধুর সঙ্গীতে অনেক সময় শোকার্ত্তজনকেও সান্ত্বনা পাইতে দেখা যায়; ঘোর সাংসারিক ব্যক্তিকেও সংসার-চিন্তা ভুলিয়া সঙ্গীতরসে মগ্ন ও ভাবে প্রমত্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু এই সকল ভাবকে কি আধ্যাত্মিক ভাব বলিব? শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদিজনিত মনের এই বিশেষ বিশেষ অবস্থাকে আধ্যাত্মিকভাব বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক উপাসনার উদ্দেশ্য সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস নহে। উপাসনার উদ্দেশ্য উপাসনা, অর্থাৎ আত্মার মূলে শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্মাকে সম্ভোগ করা ও জীবনকে তাঁহার ভাবে আপ্লুত করা, ইহাই ব্রাহ্মজীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ। এই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হওয়ার জন্যই সমস্ত সাধন ভজন। অতএব যে ভাবে সাধন করিলে লক্ষ্যের দিকে বাস্তবিক অগ্রসর হইতে পারা যাইবে, আপাততঃ কষ্টকর বোধ হইলেও সেই প্রকার সাধনই অবলম্বন করা বিধেয়। সাধন পথে আরাম খুঁজিলে চলিবে না। ধ্যানে বসিতে ভাল লাগেনা, শুষ্ক নাম পুনঃপুনঃ গ্রহণ করিতে প্রাণ চায়না, ভাব না হইলে আর চলেনা, অনেকের জীবনের এই অবস্থা। ইঁহারা কবিত্ব ও ভাবুকতার দাস হইয়া রূপকের কুহকে ভুলিয়া পরমেশ্বরের স্বরূপকে ভুলিয়া যান। "তুমি সত্য, সারাৎসার" এইরূপ আরাধনা তাঁহাদের কাছে নীরস ও শ্রুতি কটু। কিন্তু আচার্য্য যাই বলিলেন "ঐ দেখ আনন্দময়ী মা আজ স্বহস্তে প্রেমান্ন বিতরণ করিবার জন্য দুঃখী সন্তানের জীর্ণ কুটীর দ্বারে উপস্থিত" অমনি চারিদিকে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল, সকলেই একেবারে ভাবে গদ গদ! এইরূপে কেবল ভাবুকতা ও সরসতার পক্ষপাতী হইয়া এক শ্রেণীর লোক অলক্ষিতভাবে কল্পনার উপাসক হইয়া পড়িতেছেন। বসন্তের পাখী, শরতের চাঁদ আর কলনাদিনী স্রোতস্বিনী না হইলে, ঈশ্বরকে কল্পনার রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া হৃদয় দ্বারে উপস্থিত না করিলে আর ইঁহাদের উপাসনা হয় না। এইরূপ সাধনকে ধর্ম্ম-সাধন নাম না দিয়া ধর্ম্ম-বিলাস নাম দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এই আধ্যাত্মিক বিলাসিতাকে চেষ্টা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে।

চিত্ত প্রশান্ত না হইলে ধ্যান হয় না, ভগবদ্ধারণা সম্ভব হয় না। অতএব নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত অতি চঞ্চল এই চিত্তকে শান্ত করিয়া ব্রহ্মে সমাধান করিতে হইবে। এই চিত্ত-বৃত্তি নিরোধের জন্যই নাম-সাধনের প্রয়োজন। প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের একটী নাম গ্রহণ করিতে হইবে। সরসতা নীরসতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া চিত্ত নির্ম্মল ও ব্রহ্মেস্থিত হউক, এইরূপ আকাঙ্ক্ষার সহিত অবিশ্রান্তভাবে নাম লইতে হইবে। মহর্ষি ঈশা তাঁহার শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, "Pray without ceasing"—অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর। মহাত্মা শ্রীচৈতন্য এই নাম সাধনকেই মুক্তির একমাত্র সোপান বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দেশের লোক তাহার অপব্যবহার করিতেছে; উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া,—ব্রহ্ম-লাভের আকাঙ্ক্ষা বিবর্জ্জিত হইয়া, সুধু নাম করাকেই সার মনে করিতেছে, এমন কি অল্প সময়ে অনেক নাম করিবার জন্য এক প্রকার কলেরও সৃষ্টি হইয়াছে!

প্রাণে সত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে নাম সাধনে ফল হয় না। ব্যাকুলতার সহিত নাম সাধন করিতে করিতে মনের একাগ্রতা লাভ হইয়া থাকে। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রার্থনার ভাব থাকাতে তৎকালে ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হইয়া সাধককে সাধন-পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। বিভিন্ন প্রকারের ভাব ও চিন্তার মধ্যে ভগবদ্ভক্তি, ভগবচ্চিন্তা সর্ব্ব প্রধান স্থান অধিকার করে এবং প্রাণ সর্ব্বদাই ব্রহ্মনামে জাগ্রত থাকিতে সক্ষম হয়। সাধকের জীবন একেবারে নামময় হইয়া যায়। শয়নে ব্রহ্মনাম, স্বপনে ব্রহ্মনাম, সজনে ব্রহ্মনাম, নির্জ্জনে ব্রহ্মনাম, সুখে ব্রহ্মনাম, দুঃখে ব্রহ্মনাম, সাধনে ব্রহ্মনাম, আবার বিষয় কর্ম্মের ভিতরে ব্রহ্মনাম; এইরূপে অবিচ্ছেদে ব্রহ্মনামামৃত পান করিয়া তিনি ধন্য হন, কৃতার্থ হন। বাসনা দূরে প্রস্থান করে, আসক্ত-চিত্ত বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মে সংলগ্ন ও স্থিত হয়, ব্রহ্মানন্দে প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া যায়; সে আনন্দের আর তুলনা হয় না, পরিমাণ হয় না। তাই সাধক বলিতে থাকেন, পরিপূর্ণমানন্দং, পরিপূর্ণং পরিপূর্ণং। সমস্ত প্রাণ মন একেবারে মধুময় হইয়া যায়, এবং সেই মধুর আস্বাদে মুগ্ধ হইয়াই মানবাত্মা ত্রিতাপ পরিত্যাগ করে। এই অবস্থাতেই ভক্ত শত্রুকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করেন, এই অবস্থাতেই প্রেমিকজন অপরের জন্য হাসিমুখে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ইহাইত মুক্তির অবস্থা। এই অবস্থা লাভের জন্যই সাধন ভজন করিতে হইবে। নাম সাধন মুক্তিলাভের সোপান। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যদি ব্রহ্মনাম না করিব, তবে করিব কি? হে ভগবন্! আমাদিগকে তোমার পবিত্র নামে স্বয়ং দীক্ষিত কর এবং ঐ নামের শক্তিতে সকলকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখ। তোমার ব্রহ্মনামের ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হউক।

ব্রাহ্ম বালক বালিকার শিক্ষা—২য় প্রস্তাব।

(প্রাপ্ত)

ব্রাহ্ম সন্তানগণের ধর্ম্ম জীবন গঠন সম্বন্ধে পিতা মাতা ও অভিভাবকগণের দায়িত্ব সাধারণ ভাবে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। অবশেষে শিক্ষা প্রণালী ও শিক্ষকগণের দায়িত্ব সম্বন্ধেও কিছু বলা অবিধেয় বোধ হইতেছে। একটী সামান্য বৃক্ষের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৃক্ষের বীজ বপনকাল অবধি ফল ফুল জন্মিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৃক্ষকে কত প্রকার অবস্থা উত্তীর্ণ হইতে হয়, কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীগণের জীবন অপেক্ষা মানব জীবন সহস্র গুণে অধিকতর জটিল। একটী জীবনে প্রকৃত উন্নতির স্রোত খুলিবার পূর্ব্বে সে জীবনটীকে যে কত প্রকার অবস্থা পার হইতে হয়, এবং কতকাল ধরিয়া যে মানুষকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে চলিতে হয়, একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে অবাক হইতে হইবে। প্রাণী মাত্রেরই উন্নতি ভিতর হইতে আরম্ভ হয়। বাহিরের অনুকূল অবস্থা ভিতরের শক্তি স্ফূর্ত্তি পাইবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করে বটে, কিন্তু ভিতর হইতে শক্তির প্রকাশ আরম্ভ না হইলে বাহিরের কোন অবস্থাই তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমরা ত এইরূপ প্রায়ই দেখিতে পাই যে, রাশি রাশি উন্নত ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত সকল উচ্চ উচ্চ নীতির উপদেশ সকল শুনিয়াও এক ব্যক্তির জীবনের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। কিন্তু সে ব্যক্তি আপনার ক্ষুদ্র জীবনে যখনই কোন উচ্চ ভাবের প্রকাশ দেখিল, দেব ভাবের পরিচয় পাইল, তখনই আপনাকে চিনিতে পারিল, আপনার জীবনের মূল্য বুঝিল, আপনার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জন্মিল। কিন্তু এইরূপ আত্ম পরিচয় পাইবার উপায় কি? মানব অন্তরে যে ধর্ম্মের আদর্শ, নীতির আদর্শ অস্ফুট ভাবে থাকে, বাহিরে সেই আদর্শের পরিস্ফুট ভাব দেখিলেই মানুষ আপনাকে চিনিয়া ফেলে। কিন্তু জ্ঞানী ও সজ্জনগণের জীবন ভিন্ন আদর্শের পরিস্ফুট ভাব আর কোথায়ও দেখিবার উপায় নাই। সুতরাং আমাদের বালক বালিকগণের অন্তরের সাধুভাব সকল উদ্দীপ্ত করিতে হইলে জ্ঞানী ও সজ্জনগণের প্রতি যাহাতে তাহাদের শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টা করা আবশ্যক। সৎলোকের উপর যতদিন সন্তানগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না জন্মিবে, ততদিন সাধুভাব সকলকে জীবনে লাভ করিবার জন্য তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা জন্মিবে না। সাধুভক্তির সঙ্গে সঙ্গে উদারতা (Catholicity) শিক্ষা দিতে হইবে। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী ও মতের সংকীর্ণতা পরিত্যাগ না করিলে যে সকল সম্প্রদায়ের জ্ঞানী ও সজ্জনগণের নিকট হইতে সত্যলাভ করা যায় না, সুতরাং অনেক বিষয়ে অজ্ঞ থাকিতে হয়, এই সত্যটী ভাল করিয়া বালক বলিকাগণের প্রাণে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে। লবণ যেমন নানাবিধ বস্তুর সঙ্গে মিসিয়া গিয়াও আপনার অস্তিত্ব হারায় না, বরং যাহাদের সঙ্গে মিশে তাহাদেরই মিষ্টতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, আমাদের সন্তানগণও যাহাতে সেইরূপ হইতে পারে, এমন শিক্ষা বিধান করিতে হইবে। জাতি বংশ কি শিক্ষাগত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার একদেশ দর্শিতাই পরিত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা অনন্ত স্বরূপ সত্যকে নানাভাবে উপলব্ধি করিবার শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ হয় না, বালক বালিকাগণের অন্তরে এই মহা সত্যের বীজ বপন করিতে হইবে।

সত্যানুসন্ধিৎসা যে নৈতিক জীবনের একটী প্রধান অঙ্গ একথা স্মরণ রাখিয়া সন্তানগণের অন্তরে যাহাতে এই ভাবটী জাগ্রত হয়, তৎপক্ষে আয়োজন করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রদর্শন এবং বটানীকাল গার্ডনে ও পশুশালায় লইয়া গিয়া সন্তানগণের অন্তরে যাহাতে বিজ্ঞান শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা জন্মে, সময় সময় এইরূপ চেষ্টা করা যাইতে পারে। সাধু মহাজনগণের জীবন চরিত অবলম্বন করিয়া দেখাইতে হইবে যে, সত্যান্বেষণ করিয়া যাঁহারা জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের জীবনই সফল হয়। শিক্ষকগণ বালক বালিকাগণের অন্তরে সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যানুরাগের ভাব উদ্দীপ্ত করিবার জন্য স্থূল হইতে সূক্ষ্ম (Fom cocnrete to abstract) এই প্রণালিটী যেন সর্ব্বদা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশ সকলের ভিতরে যাহাতে একটী শৃঙ্খলা (Psychological order) থাকে, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিবেন। অসম্বদ্ধ কথা কাহারো অন্তরে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকিতে অথবা স্থায়ী হইতে পারে না। আর একটী কথা—বালক বালিকাগণের অন্তরে এক সময়ে একটী মাত্র ভাব মুদ্রিত করিবার জন্যই চেষ্টা করা উচিত। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে এ নিয়ম বিশেষ ভাবে অবলম্বনীয়। গল্পচ্ছলে উপদেশ দিবার সময়ে একটী গল্পের ভিতরে যেন একটী ভাবের অধিক শিক্ষা দেওয়া না হয়। একটী গল্পের দ্বারা তিন চারিটী ভাব জাগাইবার চেষ্টা করিলে ছেলে মেয়েরা কিছুই ধারণা করিতে সমর্থ হইবে না। হৃদয়ের বিকাশ নৈতিক জীবনের একটী প্রধান দিক। অন্যের সুখ দুঃখ বিপদ যতদিন নিজের সুখ দুঃখ বিপদ বলিয়া জ্ঞান না জন্মে, ততদিন মানুষ নীতির উন্নত আদর্শের অনেক নিম্নে পড়িয়া থাকে। যে কারণেই হউক নৈতিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের এমন সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, নীতির আদর্শ এত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে যে, নীতি বলিলে এখন আমরা দুই চারিটী মহাপাপ হইতে বিরত থাকার কথাই বুঝিয়া থাকি।

একজন লোক কোপনস্বভাব, কর্কশভাষী, পরশ্রীকাতর, নিন্দুক ও আত্মম্ভরী হইয়াও, যদি বিশেষ কোন সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন না করেন তবে সমাজের চক্ষে তিনি নীতিপরায়ণ লোক। আবার আর এক ব্যক্তি অতি শান্তস্বভাব, মিষ্টভাষী পরোপকারী কিন্তু তাঁহার সৎসাহস নাই—যাহা কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে ভাল বলিয়া বুঝেন লোকের ভয়ে, সমাজের ভয়ে তাহা করিতে সাহসী হন না, লোকের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় অন্যায় অত্যাচার ও অসত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না। এইরূপ লোকেরও জনসাধারণের নিকট আদর আছে। কিন্তু উচ্চনৈতিক জীবন যে তাঁহার লাভ হয় নাই একথা না বলিয়া পারি না। দুঃখী কাঙ্গাল প্রকৃত দয়ার পাত্রকে দেখিয়া যে

অনায়াসে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে পারে, আত্মীয় বান্ধবের ক্লেশ দেখিয়া যে একবারও না ভাবিয়া সুখে সচ্ছন্দে আহার নিদ্রায় দিন কাটাইতে পারে, এরূপ কঠোর হৃদয় লোকের জীবনে নীতির আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, কিরূপে বলিব? কিন্তু এইরূপ হৃদয়বিহীনতার কারণ কি? আমার বিশ্বাস, কুশিক্ষা ও কুঅভ্যাসই হৃদয়বিহীনতার প্রধান কারণ। বাল্যকাল হইতে পিতামাতা আত্মীয় স্বজন ভিন্ন অপরাপর লোকের নিকট হইতে এমন কুশিক্ষালাভ করে, কুঅভ্যাস সকল এমনই স্বভাব সিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, স্বার্থপরতা এমনই অস্থি মজ্জাগত হয় যে, বড় হইয়া জ্ঞানের আলোকে, উপদেশের শক্তিতে এমন কি সাধু সঙ্গের মহিমায়ও সে কুঅভ্যাসগুলির হস্ত হইতে সহজে নিস্তার পাইতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও কঠোরতাকে সাধারণতঃ নৈতিক ব্যাধির হিসাবে ধরা হয় না। এক সময়ে একজন সাধু বলিয়াছিলেন, শারীরিক পাপের হস্ত হইতে মানুষ শীঘ্রই নিষ্কৃতি পায় বটে, কিন্তু হৃদয়ের ব্যাধি হইতে উদ্ধার পাওয়া বিশেষ সাধন সাপেক্ষ। হৃদয়ের বিকাশ সম্বন্ধে নানা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। কিন্তু যে সকল উপায় অতি সহজেই অবলম্বন করা যায় এমন কয়েকটী উপায়ের কথা অতি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। দরিদ্রদিগের ছোট ভগ্নীসম্প্রদায়, 'Little sisters of the poor' এই অনাথ আশ্রমে কত নিরাশ্রয় উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ রমণী দয়াবতী ভগিনীগণের স্নেহের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। সময় সময় বালকবালিকাগণকে এই স্থানে লইয়া গেলে তাহাদের বিশেষ কল্যাণ হইবার কথা। বাড়ীতে অন্ধ আতুর, বার্দ্ধক্য-প্রপীড়িত পুরুষ অথবা নিরাশ্রয়া অসহায়া পুত্র কন্যাবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইলে বালকবালিকাগণের দ্বারা এই সকল ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষা দেওয়াইলে ভাল হয়। বালকবালিকাগণের হস্তে এক একটী দাতব্য বাক্স (Chariy box) দিয়া মাঝে মাঝে দুই একটী পয়সা দিলে এবং মাসান্তে সেই সকল পয়সা একত্র করিয়া যথার্থ দয়ার পাত্র বা পাত্রী কোন ছেলে বা মেয়েকে ছেলেদের দ্বারায় মাসে মাসে কিছু দেওয়াইলে তাহাদের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। বাড়ীতে পালিত পশুপক্ষী থাকিলে ছেলে মেয়েরা যাহাতে সেগুলিকে খাবার দেয় ও ভাল বাসে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাড়ীতে পশুপক্ষী না থাকিলে আলীপুর পশুশালায় লইয়া গিয়া ছেলে মেয়েদিগের দ্বারা পশুপক্ষীদিগকে কখনও কখনও কিছু আহারীয় দেওয়াইলে তাহাতে ছেলেমেয়েদের আমোদও হয় উপকারও হইতে পারে। বাড়ীতে অতিথি উপস্থিত হইলে ছেলে মেয়েরা যাহাতে অবকাশমতে অতিথির সুখ সুবিধার জন্য উৎসাহের সহিত কাজ করে, এমন শিক্ষা বিধান করা কর্ত্তব্য। বালকবালিকাগণকে লইয়া সময় সময় কবি-ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের ও এই শ্রেণীর কবিদিগের গ্রন্থ হইতে সুন্দর সুন্দর ধর্ম্ম ও সদ্ভাব পূর্ণ কবিতা পাঠ করিলে তাহাদিগের অশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। সুন্দর পুরুষ রমণীগণের অথবা জীবজন্তুদিগের কিম্বা বৃক্ষলতাদির মনোহর চিত্র সকল সুন্দর সুন্দর ফুল সকল দেখাইয়া বালকবালিকাগণকে মাঝে মাঝে উপদেশ দিলে মন্দ হয় না। কখন কোন নির্জ্জন উদ্যানে কখনওবা কোন পার্কে সন্তানগণকে লইয়া খেলা করিলে অনেক উপকার হয়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা ধনী, তাঁহারা যদি আপন আপন বাড়ীতে সময় সময় ছেলে মেয়েদিগকে আহ্বান করিয়া পিতামাতার ন্যায় স্নেহ-চুম্বন দেন, সুমিষ্ট আহার সামগ্রী দেন, সুমধুর গান বাদ্য শোনান এবং সম্ভব হইলে আমোদজনক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সকল দেখান, তবে তাহাদের অনেক উপকার হইতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া, যাঁহাদের মুখের উপদেশ শুনিয়া, ততোধিক যাঁহাদের অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়া আমাদের বালকবালিকাগণ মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতেছে, সেই সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণের সহিত সন্তানগণের ঘনিষ্ঠ প্রেমের যোগ হওয়া আবশ্যক। শিক্ষকগণের যদি পরকে আপন করিবার শক্তি থাকে, তাঁহারা যদি অপরের সন্তানগণের ত্রুটী দুর্ব্বলতা পিতামাতার ন্যায় উদার প্রেমের সহিত ক্ষমা করিয়া যাহাতে তাহাদের যথার্থ কল্যাণ হয়, একান্ত মনে তৎপক্ষে মনোযোগী হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগের দ্বারা অসাধ্য সাধিত হইবে। প্রেমের শক্তিই মানব হৃদয়ে জয়লাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা এই বঙ্গদেশের অনেক প্রকার সামাজিক, নৈতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় সংস্কার সকল প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, খ্যাতনামা যুবা-শিক্ষক ডিরোজিওই তাঁহাদের সেই সমস্ত শক্তির উৎস। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণের জীবন দেখিয়া যদি বালকবালিকাগণের শ্রদ্ধা জন্মে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ মুখে যাহা বলিবেন কার্য্যে যদি তাহার অন্যথা না করেন, তবে তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব ক্রমশঃই বালকবালিকাগণের জীবনের উপর কার্য্য করিবে।

শিক্ষকগণ যদি নিয়মিতরূপে দুই চারিদিন অন্তর বালক বালিকাগণের বাড়ী যাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তবে সহজেই তাঁহাদের সহিত বালকবালিকাগণের ঘনিষ্ঠ প্রেমের যোগ স্থাপিত হইতে পারে। শিক্ষকগণ বালকবালিকাগণের বাড়ী গিয়া তাহাদের পিতামাতা কিম্বা অভিভাবকদিগের নিকট গোপনে তাহাদের বাড়ীর ব্যবহারের কথা শুনিতে পারেন, কোনদিন বা তাহাদিগের সঙ্গে বসিয়া কোন গল্পের বই বা কবিতা পুস্তক পড়িতে পারেন, কখনওবা তাহাদিগকে লইয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিতে পারেন। নীতি বিদ্যালয়ে বালকবালিকাদিগকে যে সকল নিয়ম পালন করিতে বলিয়া দেওয়া হয়, তাহা তাহারা বাড়ীতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পালন করিতে চেষ্টা করে কি না তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। যাহারা নিয়ম সকল পালন করিবার জন্য একাগ্রচিত্তে ও সরলভাবে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, তাহাদের সঙ্গে গোপনে কথা কহিয়া তাহাদের দুর্ব্বলতার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে, এবং যাহাতে ভবিষ্যতে কৃতকার্য্য হইতে পারে, এমন উপায় সকল দেখাইয়া দিতে হইবে। ১২।১৪ বৎসরের বালকবালিকাগণের পক্ষে চরিত্র-পুস্তকের প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু যাহাতে তাহাদের ডায়েরী লিখিবার অভ্যাস জন্মে সেরূপ উপদেশ দিতে হইবে এবং মাসান্তে কিম্বা পক্ষান্তে একবার করিয়া তাহাদের ডায়েরীগুলি পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে সে বিষয়ে বিশেষ-

ভাবে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। বালকবালিকাগণের কল্যাণের জন্য শিক্ষকগণ এইভাবে চেষ্টা করিলে অচিরে তাহার শুভফল দেখিতে পাইবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম।

একদিবস গৌরাঙ্গ নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন অদ্বৈত গোস্বামী যোগবাশিষ্ট রামায়ণের ব্যাখ্যা করিতেছেন, এবং ব্যাখ্যাকালে জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতেছেন। ভক্তিপক্ষপাতী গৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্য্যকর্তৃক জ্ঞানের প্রশংসা শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন; অধিকক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বৃদ্ধ আচার্য্যের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন; এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গের জীবন চরিতে এই ঘটনাটী বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনাটীর সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিচার করিব না, কিন্তু ইহা হইতে এই জানিতে পারি যে, গৌরাঙ্গ ভক্তিকেই উচ্চ স্থান প্রদান করিয়া জ্ঞানকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন; এখন জিজ্ঞাস্য এই জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে স্বাভাবিক বৈরভাব আছে কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে উভয় বাক্য দ্বারা কি কি অর্থ প্রকাশ পায়, তাহা জানা উচিত। জ্ঞান শব্দ দ্বারা জ্ঞানশক্তি, জ্ঞানশক্তির কার্য্যপ্রণালী অর্থাৎ বিচার কার্য্য এবং মীমাংসিত সিদ্ধান্ত এই তিনটী বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। মানবমাত্রই মরণশীল, জ্ঞানশক্তি এই সত্যটী ধরিয়া রাখিয়াছে। শ্যাম মানব, জ্ঞানশক্তি ইহা বুঝিতে পারিল; তৎপর জ্ঞানশক্তি সিদ্ধান্ত করিল যে শ্যামও মরণশীল। এই স্থলে যে শক্তি সিদ্ধান্ত করিল, তাহাকেও জ্ঞান বলে; যে উপায়ে ঐ শক্তি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল তাহাকেও জ্ঞান বলে, শ্যামের মরণশীলতা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত তাহাকেও জ্ঞান বলে, এতদ্ভিন্ন জ্ঞানশক্তি সাক্ষাৎভাবে এবং অন্য মনুষ্য হইতে শ্রুতি দ্বারা যাহা লাভ করে তাহাকেও জ্ঞান বলে। ভক্তি শব্দে ইহার কিছুই বুঝায় না, ভক্তি ভাবমাত্র। উহা জ্ঞানশক্তি নহে, জ্ঞানশক্তির কার্য্যপ্রণালীও নহে, জ্ঞানশক্তির লব্ধ বিষয়ও নহে। জ্ঞানশক্তির লব্ধ বিষয় সম্বন্ধে মানবের সাধারণতঃ দুইটী ভাব জন্মিয়া থাকে, যথা আসক্তি ও বিরক্তি। এতদ্ভিন্ন একটী অবস্থা আছে তাহা আসক্তিও নহে, বিরক্তিও নহে; উহার নাম উদাসীনতা। ভক্তি আসক্তির এক অবস্থা, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। জ্ঞানশক্তি গোলাপকে জানিল; অর্থাৎ গোলাপের সহিত জ্ঞাতার কি সম্বন্ধ তাহা অনুভূত করাইল, তৎক্ষণাৎ গোলাপের প্রতি জ্ঞাতার আসক্তি জন্মিল, অর্থাৎ গোলাপের দিকে মন ঝুঁকিয়া পড়িল, গোলাপকে আপনার করিয়া লইবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মিল। জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতাতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি জ্ঞাতার ঈদৃশ আসক্তি জন্মিলে তাহাকেই ভক্তি বলা যায়। সর্পের সহিত জ্ঞাতার কি সম্বন্ধ জ্ঞাতা যাহা জানিল, জানিবামাত্র সর্পের প্রতি তাহার বিরক্তি জন্মিল। শনি গ্রহের সহিত বুধ গ্রহের কি সম্বন্ধ জ্ঞাতা তাহা জানিল। কিন্তু শনির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং উল্লিখিত জ্ঞান লাভ করিলেও শনিগ্রহের প্রতি তাহার আসক্তি কিংবা বিরক্তির উদয় হইবে না; সুতরাং ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞাতবস্তুর সহিত জ্ঞাতার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞানই আসক্তি কিংবা বিরক্তির জন্মদাতা। অন্যবিধ জ্ঞান কোন ভাবেরই উত্তেজনা করিবে না। জ্ঞাতা তদ্বিধ জ্ঞানলাভ করিয়া তাহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকে।

আমরা জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিলাম তাহা-দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে জ্ঞান ও ভক্তির কোন ক্রমেই তুলনা সম্ভবপর নহে। উভয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। যে দুই বস্তুর তুলনাকরা হইবে তাহাদের সাধারণ গুণ থাকা প্রয়োজনীয়। জল অপেক্ষা বরফ শীতলতর যখন এই তুলনা করা হয় তখন জল এবং বরফের শৈত্যগুণের সাদৃশ্য আছে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে। যখন বলা হয় জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ তখন উভয়ের কোন সাধারণ গুণের তুলনা করা হইয়া থাকে। যদি তাহাদের কোন সাধারণ গুণ না থাকে তাহা হইলে উল্লিখিত বাক্যের কোন সার্থকতাই থাকে না। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান ও ভক্তির সাধারণ গুণ না থাকিলেও যাঁহারা উহাদের তুলনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের কর্তৃক কোন গুণ সাদৃশ্য অনুমিত হয় কি না? আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারি যে তাঁহারা ঈদৃশ গুণ-সাদৃশ্যের অনুমান করিয়া থাকেন। তাঁহারা উভয়কেই কোন এক লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় মনে করেন। শাস্ত্রে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ এই দুই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। শাস্ত্র এইরূপ সাদৃশ্য অনুমান করিয়া লইতেছেন বলিয়াই তুলনা সম্ভবপর হইতেছে। একটী উৎকৃষ্ট অপরটী অপকৃষ্ট, একটী উপায় অপরটী অপায় বলিয়া কথিত হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ কোন্ লক্ষ্যসিদ্ধি সাধনের জন্য অবলম্বিত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ আত্মার উৎকৃষ্ট অবস্থালাভকে কেহবা ব্রহ্ম প্রাপ্তিকে লক্ষ্য মনে করেন। আমরা ভক্তির যে লক্ষণ স্থির করিয়াছি, তদ্দ্বারা বিচার করিলে উল্লিখিত দ্বিবিধ লক্ষ্যের কোনটীরই সাধনজন্য নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি উপায় হইতে পারে না। আত্মার মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া তাহাকে শুদ্ধাবস্থাতে লইয়া যাইতে হইলে যদি ভক্তির প্রয়োজন হয় তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে ভক্তির বিষয় কে হইবেন? যিনি ভক্তির বিষয় হইবেন তাঁহার বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে ভক্তি শূন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং ভক্তির বিষয়—জ্ঞান পূর্ব্বে জন্মিলে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যাইতে পারে না। ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ভক্তির লক্ষ্য হইলে ভক্তি কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া উড্ডীয়মান হইতেছে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সত্য-ভক্তি অসত্য কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। কল্পনা সন্দেহের জনয়িত্রী, সন্দেহ অবিশ্বাসের জনক; অবিশ্বাস ভক্তি-হন্তা। সুতরাং ব্রহ্ম আছেন এই কল্পনা করিয়া লইয়া সেই কল্পনা প্রসূত দেবতার ভজনা করিতে করিতে মানব প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানে পৌছিতে পারে না। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ভক্তি ব্রহ্ম-প্রাপ্তিরও সহায় নহে।

কেহ কেহ এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলিতে পারেন যে, ভক্ত স্বয়ং ঈশ্বরের দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াও অপর কোন ব্রহ্মবিদ সাধুর নিকট ব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে পারেন এবং ভক্তি করিতে করিতে দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। তর্কমুখে এই কথা স্বীকার করিলেও বলিব যে, ব্রহ্মভক্তি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্ম বিষয়ে অন্ততঃ শ্রুতিলব্ধ জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয় এবং যাহার নিকট হইতে ঐ জ্ঞান লাভ করা যাইবে, তাঁহার বাক্যের প্রতি জ্ঞাতার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে। অর্থাৎ জ্ঞাতা স্বয়ং ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করিলে যেরূপ তাঁহার সত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিতো, তাঁহার গুরুর বাক্যে যে জ্ঞান লাভ হইবে, তাহাকেও তদ্রূপ ভাবিতে হইবে। অন্যথা তাঁহার ভক্তি অচলা থাকিতে পারে না। কিন্তু পরের কথায় এইরূপ অচল বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভবপর কি? সম্ভবপর হইলেও তাহাতে আত্মার শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্বাধীন চিন্তাবিহীন হইয়া পরের কথায় বিশ্বাস করিলে আত্মার দৌর্ব্বল্য জন্মিবে বিচিত্র কি।

এখন দেখা যাউক জ্ঞানমার্গের প্রাধান্য আছে কি না? নিত্যানিত্যের বিচারে মানুষ অনিত্য জ্ঞান লাভ করিতে পারে, কিন্তু নিত্য বস্তুর জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে না। যদি কেহ এই কথা বলেন যে, নিত্যের জ্ঞান না জন্মিলে অনিত্যের জ্ঞান অসম্ভব, তাঁহাকে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, অনিত্যের বিপরীতই নিত্য বস্তু নহে। নিত্য বস্তুর জ্ঞান সাক্ষাৎ ভাবে লাভ করিতে হইবে। ইহাদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, জ্ঞানমার্গ ও ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় নহে। তবে নিত্যানিত্যের বিচারে চিত্তশুদ্ধি কিয়ৎ পরিমাণে সংগঠিত হইতে পারে। ভক্তিমার্গ দ্বারাও উহা কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হয়।

এখন ক্রিয়াকাণ্ডের কথা বলিব। শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রঅবিহিত কার্য্যের বর্জ্জন, কিংবা সমাজ প্রচলিত কার্য্যের প্রবৃত্তি অথবা তদ্বিপরীত কার্য্যের নিবৃত্তি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল কিংবা ব্রহ্ম লাভ হইতে পারে কি না? ভাবই কার্য্যের জনক। ব্রহ্মানুরাগ জন্মিলে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত এবং তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য পরিবর্জ্জিত হইবে। ব্রহ্মানুরাগ না থাকিলে তাঁহার অনভিপ্রেতকার্য্য অনুষ্ঠিত এবং অভিপ্রেত কার্য্য পরিত্যক্ত হইবে। যাহার কার্য্যের মূল পরিশুদ্ধ হয় নাই, অর্থাৎ যাঁহার হৃদয় আমূল সংশোধিত হয় নাই, তিনি শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্র অবিহিত কার্য্য বর্জ্জন করিলেও ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতে পারিবেন না। প্রকৃত পক্ষে ভগবদ্ভক্তি না আসিলে বিশুদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তি যখন জ্ঞান সাপেক্ষ তখন ভগবৎ জ্ঞান লাভ না হইলে চিত্তের সম্পূর্ণ নির্ম্মল হওয়া সম্ভবপর নহে।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে, জ্ঞান অর্থাৎ বিচার, ভক্তি কিম্বা কর্ম্ম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কিম্বা একত্র ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় নহে। তবে জীবের ব্রহ্ম-প্রাপ্তি কি অসম্ভব? মানব অনন্ত আধ্যাত্মিক অভাব লইয়া জন্ম ধারণ করিয়া কেবল নিরাশার জ্বালায় দগ্ধ হইয়া মরিবে? প্রাণারামের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না? ঘোর অন্ধকারেই ডুবিয়া থাকিবে? না, পরম দয়ালু পরমব্রহ্মের রাজ্যে এরূপ নিষ্ঠুরতার আধিপত্য অসম্ভব। মানব স্বশক্তিবলে অর্থাৎ বিচার, ভক্তি, কর্ম্মমার্গ দ্বারা ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু স্বপ্রকাশ পরমব্রহ্ম কৃপা পূর্ব্বক তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবহৃদয়ে ভগবানের স্বীয়স্বরূপ প্রকাশ কি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ! অর্থাৎ জীব কিছুই করিবে না, ঈশ্বর খামখেয়ালি বশতঃ যাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে মনস্থ করেন তাঁহার হৃদয়েই প্রকাশিত হইবেন? ব্রহ্মকৃপা পাত্রাপাত্র ভেদ না করিয়া কি সকলকেই সমানভাবে আলিঙ্গন করিবে? পাপী পাপ করিতে করিতে কি হঠাৎ একদিন ব্রহ্মদর্শন লাভ করিবে? আর পুণ্যাত্মা পুণ্যাণপ্রাণিত হইয়াও চিরকাল অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিবে? না, তাহা সম্ভবপর নহে। ব্রহ্ম-প্রকাশ নিরপেক্ষ নহে। জীব যখন আপনার ক্ষুদ্রতা, আপনার অসারতা বুঝিতে পারিবে, তখনই পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহার নিকট আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। জীব কিরূপে আপনার অসারতা বুঝিতে সমর্থ হইবে? আত্মশক্তিকে অপর শক্তির সহিত তুলনা করিতে সমর্থ না হইলে জীব আপনার অসারতা বুঝিতে পারে না। তাই জীবের আত্মশক্তি প্রসূত জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম এই তিনটী উপায়ই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। বিশেষ পরীক্ষার পর যখন এই তিনটী উপায়ই নিষ্ফল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তখন জীব নিরুপায় হইয়া স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের কৃপার ভিখারী হইবে। সুতরাং জীবের অসারতা বুঝিবার জন্য জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম এই তিনটী উপায়ই এককালে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; ইহার এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরীক্ষা করিলেও হইতে পারে। যদিচ ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মকৃপাকেই পরিত্রাণের হেতু মনে করেন, কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক ব্রহ্মোপাসকই ব্রহ্মকৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছেন। আপনার শক্তি সামর্থ্যের উপর তাঁহাদের যত বিশ্বাস, ব্রহ্মকৃপার উপর তাহার শতাংশের একাংশ বিশ্বাস আছে কি না সন্দেহ। তাঁহাদের কার্য্য কলাপ প্রত্যক্ষ করিলে বোধ হয় তাঁহারা যেন স্বীয়শক্তি বলেই পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। আমরা নিউটনের মত আপনাদের ক্ষুদ্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মকৃপার উপরই নির্ভর করিব। আপনার শক্তির উপর বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করিব না। কোনও ব্রাহ্মবন্ধু নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী করিয়াছিলেন;—

"তুমি যখন দেখাও তোমাকে এ প্রাণ তখনই দেখিতে পায়।
তুচ্ছ জ্ঞানের অভিমানে জীব কখন কি দেখিতে পায়?
সূর্য্যকে দেখিতে হ'লে, কেউ কি কখন প্রদীপ জ্বালে;
তুমি প্রকাশিত হ'লে, আমার আত্মজ্ঞান জ্যোতি হারায়।"

আমরাও পূর্ণান্তঃকরণে এই সঙ্গীত রচয়িতার ভাবের অনুমোদন করি।

কোন এক ঋষি কুমার পিতৃসন্নিধানে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বিষয়ে উপদেশলাভ করিয়া উপদেশানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু কোন উপায়েই পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারিয়া ব্রহ্মের করুণার উপর নির্ভর করেন এই।

উপায়ে সিদ্ধ মনোরথ হইয়া তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন—"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং, ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং। পাশ নাশহেতুরেবনতু বিচার বাগ্বলং॥ বিবিধ শাস্ত্র জল্পনেন ফলাতি তাত কিম্ফলং। দর্শনস্য দর্শনেন ন মনোহি নির্ম্মলং॥" ইহার অর্থ এই—ব্রহ্মকৃপাই সার, ইহাই পাশ নাশ হেতু, বিচার বাকবল পাশ নাশের হেতু নহে। হে তাত! বিবিধ শাস্ত্র জল্পনাদিতে কি ফল? দর্শনশাস্ত্র দর্শন দ্বারা মন নির্ম্মল হয় না। ঋষি কুমার যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার প্রত্যেকটী কথার সহিত সায় দিতে পারি। মায়াপাশ ছিন্ন করাই হউক, হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করাই হউক, ব্রহ্মকে লাভ করাই হউক, ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর না করিলে জীবের অন্য পন্থা নাই।

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্ম সম্মিলনী—সম্মিলনীর সভ্যগণ উদ্যান-সম্মিলনে পরমদয়াল পরমেশ্বরের কৃপালাভে উৎসাহিত হইয়া, বিগত ১৫ই আগষ্ট হইতে ২০শে আগষ্ট অবধি ক্রমাগত ৬ দিবস সিটিকলেজ-ভবনে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সম্মিলিত হইয়া ব্রহ্মনাম গান, ব্রহ্মোপাসনা এবং প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সমুদায় সভাতে অন্যূন ২০ হইতে ৫০ জনের অধিক ব্যক্তি সম্মিলিত হইতেন। মহিলাগণও উপস্থিত থাকিতেন। সন্ধ্যার সময় সকলে সমবেত হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন, তৎপর ঠিক ৭।০ ঘটিকার সময় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া "কাতরে তোমায় ডাকি দয়াময়" এই গাথাটী সমস্বরে গান করিতেন। তৎপর উপাসনা, সংগীত ও প্রার্থনা হইত এবং অবশেষে আবার সকলে দণ্ডায়মান হইয়া "জয় দেব জয় দেব" এই বন্দনাটী সমস্বরে গান করিতেন। প্রতি রজনীতেই এই নিয়মে কার্য্য হইয়াছিল, এই কয়দিবস দয়াময়ের করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া সমবেত সকলে যারপরনাই আশান্বিত এবং উৎসাহিত হইয়াছেন। তিনি অনেকের নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, অনেক ভগ্নহৃদয়ে উৎসাহাগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছেন। প্রতি দিবসই এমন মধুর ভাবের আবির্ভাব হইত যে, অনেকে উপাসনাক্ষেত্র ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছুক হইতেন; এমনি তাঁহার আশ্চর্য্য করুণা। আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল, আমরা চঞ্চলমতি, অসহিষ্ণু, তাঁহাকে ১০টী দিনও সমভাবে ধরিয়া থাকিতে পারি না। তিনি আমাদিগকে বারম্বার লজ্জা দেন, তথাপি আমাদের চেতনা হয় না। আমরা বিশেষরূপে বুঝিয়াছি, আমাদের কোন গুণ নাই; তথাপি আমরা যখনই একটু ব্যাকুল হইয়া দশজনে মিলিয়া তাঁহার নাম করি, তখনই তিনি আমাদিগকে আশার অতীত ফল দান করিয়া আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করেন। এই কয়দিনের ব্যাপারে আমরা ইহার বিশেষ নিদর্শন পাইয়াছি। পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল যে, ৬ দিবস উপাসনার পর সপ্তম দিবসে মন্দিরে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হইবে। তদনুসারে বিগত ২১শে আগষ্ট রবিবার প্রত্যূষ কাল হইতে ব্যাকুল-আত্মা নরনারীগণ উপাসনা মন্দিরে সমবেত হইয় ব্রহ্মনাম গান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ব্রহ্মনাম সংগীত হইলে পর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্বোক্ত ও অপর একটী স্তোত্র সমস্বরে পাঠ করিলেন। তদনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উপাসনান্তে অগ্নিহোত্রী আর্য্যগণের কথা লইয়া আচার্য্য অতীব হৃদয়গ্রাহী ও সারবান উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রাচীন আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমনকালে একটী পাত্রে করিয়া অগ্নি আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই অগ্নিকে অশেষ কল্যাণের আকর জানিয়া সুচি ও পবিত্র হইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মগণ আর্য্যদিগের এই আচরণ স্মরণ করিয়া চাললে, অর্থাৎ জীবনে ব্রহ্মাগ্নি রক্ষা করিলে তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা হইবে।

বেলা ৯টার সময় প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ হইল। তৎপর ধ্যান ও আত্মচিন্তার সময়। বেলা ২টার সময় আবার মাধ্যাহ্নিক উপাসনা হইল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশটীও সময়োপযোগী হইয়াছিল। মাধ্যাহ্নিক উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় তলবকারোপনিষৎ হইতে এবং শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় বৌদ্ধদিগের ইতিহাস এবং বুদ্ধের জীবনী হইতে অতি সারগর্ভ ও ধর্ম্ম ভাবোদ্দীপক উপদেশ পাঠ করিয়াছিলেন। পাঠ শ্রবণ করিয়া অনেকে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন।

তৎপর প্রার্থনা ও সারকথা বলিবার সময় ছিল, এই সময়ে কেহ কেহ ধর্ম্মজীবনে ঈশ্বরের বিশেষ করুণার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ স্বীয় জীবনে ব্রহ্মকৃপা লাভ সম্বন্ধে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সকল সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করেন। অপরাহ্ণ ৬টার পর আবার সংগীত ও সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে করুণাময়ের করুণাস্রোত ব্যাকুল-হৃদয় সকলকে সিঞ্চিত করিল। তদনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রচারক মহাশয় রাত্রিকালীন উপাসনা করিলেন। মধুর উপাসনার পর আচার্য্য সমবেত সকলকে সেবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলেন। সেবা ব্যতিরেকে ব্রহ্মলাভ হইতে পারে না, ইহাই তাঁহার উপদেশের সার কথা। এইরূপে তাঁহার কৃপায় আমরা আশার অতীত ফললাভ করিয়াছি। "ভাঙ্গা ঢোলে ভাঙ্গা কাঁশী" লইয়া যে কার্য্যের আয়োজন হইয়াছিল, তাহা যে পরম পবিত্র মহান্ ঈশ্বরের প্রসাদলাভে সমর্থ হইবে, আরম্ভে সকলে তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন নাই। সপ্তাহকালব্যাপী উপাসনা ও সংকীর্ত্তন মধ্যে দয়াময়ের বিচিত্র লীলা দেখিয়া অনেকে বিশেষ আশান্বিত হইয়াছেন। দয়াময় পিতা আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন তাঁহার উপযুক্ত সন্তান হইতে পারি। ব্রাহ্ম সম্মিলনীর উদ্যোগে গত ১০ই ভাদ্র সিটিকলেজ ভবনে বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয় "সাধারণ ব্রাহ্ম সম্বন্ধে কয়েকটী চিন্তা" বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার বিবরণ আগামীবারে প্রকাশিত হইবে।

উৎসব—বিগত ৫ই ভাদ্র শনিবার ৭ই সোমবার পর্য্যন্ত দেরাদুন ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ ভাদ্রোৎসব সমাধা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে কয়েক দিন প্রাতে ও অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যাতে উপাসনা, পাঠ, বক্তৃতা, ও সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

শ্রাদ্ধ—আমাদের প্রাচীন ব্রাহ্ম বন্ধু ভগবান চন্দ্র বসু মহাশয়ের পরলোক গমন সংবাদ অগ্রেই পাঠকগণকে দিয়াছি। বিগত ১৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধক্রিয়া শ্রদ্ধাস্পদ আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপাসনার পর ভগবান বাবুর তৃতীয়া কন্যা কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু মহাশয়া তাঁহার পিতার একটী সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত পাঠ করেন, তাহাতে জানা যায় যে, ভগবান বাবু কার্য্যোপলক্ষে যখন যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার হৃদয় পরদুঃখে কাঁদিয়াছে এবং তিনি সর্ব্বত্রই দেশের উপকার সাধন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। বাস্তবিক তিনি অতিশয় সদাশয় ও পরদুঃখকাতর ব্যক্তি ছিলেন। এতদুপলক্ষে ভগবান বাবুর সন্তানগণ নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন ;—

রবিবাসরিক বিদ্যালয়	...	...	৪৫৲
সাঃ ব্রাঃ সমাজ দাতব্য বিভাগ	...	...	২৫৲
ঐ প্রচার ফণ্ড	...	...	২৫৲
ভারতবর্ষীয় ব্রাঃ সমাজ প্রচার ফণ্ড			২০৲
ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রম	..		
ব্রাহ্মসাম্মলনী	..		২০৲
দাসাশ্রম	..		
ব্রাহ্ম বালিকা বোর্ডিং	..		

প্রচার—ঢাকা ছাত্র সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তথায় গমন করিয়াছিলেন। ৪ঠা ভাদ্র শুক্রবার তিনি ঢাকাতে উপস্থিত হন। ৫ই ভাদ্র পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে "ধর্ম্মের ছায়া ও কায়া" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। পরদিন বিশেষ উৎসব, রাত্রিকালে শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। সোমবারে "ভারতে প্রাচীন ও নবীন" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। মঙ্গলবার শাস্ত্রী মহাশয় নারায়ণগঞ্জে গমন করেন ও "দেশের প্রধান দুর্গতি কি ?" এই বিষয়ে তত্রত্য স্কুল গৃহে একটী বক্তৃতা করেন। বুধবার পুনরায় ঢাকাতে গিয়া "পণ্ডিতেরা ধর্ম্মপথকে দুর্গম বলিয়াছেন" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বৃহস্পতিবার কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিয়া একদিন মুন্সীগঞ্জে অবস্থিতি করিয়া তত্রত্য স্কুল গৃহে "ভারতে প্রাচীন ও নবীন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপরে ১২ই ভাদ্র শনিবার কলিকাতাতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় এবং খাসিয়া পাহাড়ের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তীকে চাঁইবাসা ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে গমন করিয়াছেন।

রাঁচি হইতে বাবু ভগবান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

১লা ভাদ্রের তত্ত্ব-কৌমুদীতে আমার কন্যার নামকরণ সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ঠিক হয় নাই, এই জন্য লিখিতেছি যে, আগামী বারে নিম্নলিখিতরূপে উক্ত সংবাদটী সংশোধন করিয়া বাধিত করিবেন। ৩১শে জুলাই আমার ষষ্ঠ সপ্তম সন্তানদ্বয়ের (দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্যার) নাম শোভা ও সুপ্রভা রাখা হইয়াছে।

ব্রাহ্ম ছাত্রনিবাস (Brahmo Boys' Boarding)—এই ছাত্রনিবাস সম্প্রতি ৪নং কলেজ স্কোয়ার হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম পল্লীস্থ ২১০।৫নং ভবনে উঠিয়া আসিয়াছে। ইহার ছাত্র সংখ্যা এ পর্য্যন্ত ১১টী হইয়াছে। কলেজ স্কোয়ারের বাটী অস্বাস্থ্যকর ও তাহাতে স্থানাভাব বশতঃ তথায় আর অধিক ছাত্র গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই। এক্ষণে আর ৬টি বালক সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই ছাত্রনিবাসে প্রবেশ করিবে। আরও কেহ কেহ বালকদিগকে এখানে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান গৃহটী প্রশস্ত, আলো ও বাতাসযুক্ত সুন্দর ও সুবিধাজনক। তত্ত্বাবধায়ক বাবু সীতানাথ নন্দী বি, এ, মহাশয় ও অন্যতর শিক্ষক বাবু অবিনাশচন্দ্র বসু এখানে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা বালকগণের তত্ত্বাবধান ও পাঠাদির সাহায্য ও তাহাদিগকে লইয়া প্রত্যহ ঈশ্বরোপাসনা করেন। ব্রাহ্মপল্লীর কোন শ্রদ্ধেয়া মহিলা অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যহ ছাত্রনিবাসে উপস্থিত হইয়া বালকগণের আহারাদির তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং ছাত্রনিবাসের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আপাততঃ এই গৃহের একাংশে স্বীয় কার্য্য ও বিশ্রামালয় নির্দিষ্ট করিয়া প্রত্যহ কিয়ৎ সময় এখানে অবস্থান করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে বালকদিগকে লইয়া উপাসনা করেন এবং নীতি ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। শীঘ্রই বালকদিগের একটী সমিতি গঠিত হইবার আয়োজন হইতেছে। সেখানে তাহারা ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও নানা জনহিতকর বিষয়ে আলোচনা করিবে। ইহার সহিত একটী Reading Room বা পাঠাগার সংযুক্ত হইবে। সেখানে বালকদিগের উপযোগী ইংলণ্ডের ও দেশীয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা দৈনিক ও মাসিক পত্র ও পত্রিকা এবং নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার উপযোগী পুস্তক সকল সংগৃহীত হইবে। তাহাদিগের ব্যায়াম করিবারও ব্যবস্থা করা হইতেছে। কোন প্রশস্ত ময়দান লইবার চেষ্টা হইতেছে। সেখানে তাহারা ক্রীকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলা করিতে পারিবে। তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে সায়ংসমিতি করা ও অবকাশ দিনে তাহাদিগকে উদ্যান ভ্রমণে লইয়া যাওয়া হইবে। কয়েক দিবস গত হইল, একদিন তাহাদিগকে খৃষ্টীয় ভগিনী সম্প্রদায়ের অনাথাশ্রম দেখিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাহারা সেই আশ্রম দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে।

ব্রাহ্ম-পরিচারকাশ্রম—ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন এবং সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের একটী ক্ষেত্র প্রস্তুত করা ব্রাহ্ম-পরিচারকাশ্রমের উদ্দেশ্য। এই কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, ঈশ্বরের করুণার উপরেই তাঁহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর। জগদীশ্বর তাঁহার দাসদিগের ভার এ পর্য্যন্ত বহন করিয়া আসিতেছেন। জুন, জুলাই ও আগষ্ট এই তিন মাসে ৩০০ শত টাকা আয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫৫৲ টাকা শুভকর্ম্মের দান স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া

গিয়াছে, অবশিষ্ট টাকা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক গ্রন্থাদি বিক্রয়ের দ্বারা স্বতঃপ্রবৃত্ত দান এবং ভিক্ষার ঝুলি প্রেরণ দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। ঈশ্বরের বিশ্বাসী ভক্তদল দিন দিন বর্দ্ধিত হউক— ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার শক্তি ত্বরায় অবতীর্ণ হউক।

উদ্যান-সম্মিলন—হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল বাবু শ্রীনাথ দাসের বেলঘরিয়াতে একটী বিস্তৃত ও সুদৃশ্য উদ্যান আছে। তাঁহার পুত্র বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাস এটর্ণি মহাশয় ব্রাহ্মগণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। অনেকদিন হইতে তাঁহার সংকল্প ছিল যে, ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে লইয়া উক্ত উদ্যানে উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা ইত্যাদি করেন। গত ১৪ই আগষ্ট তাঁহার কর্ত্তৃক সাদর-নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্মভ্রাতা বাগানে গমন করিয়া সারাদিন উপাসনা কীর্ত্তন ও ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু যথোচিত ভদ্রতা ও বিশেষ অভ্যর্থনা দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। পরমেশ্বর তাঁহার প্রাণে সাধু-সংকল্প ও ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি করুন।

নলহাটী হইতে একজন বন্ধু লিখিয়াছেন :—

"গত ১৪ই আগষ্ট রবিবার নলহাটী নাইট স্কুলের ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান ও জল খাওয়ান হয়। স্থানীয় ও রামপুর হাট হইতে কোন কোন বন্ধু উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দান করিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ কোন ব্রাহ্ম বন্ধু ছাত্রদের জন্য বাদাম, পেস্তা ও কিসমিস পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রামপুর হাটের কোন ব্রাহ্মিকা কচুরী, জিলাপী ও রসগোল্লা খাইতে দিয়াছিলেন। প্রায় ৩০।৩৫ জন ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল। পুষ্প পত্রে গৃহটী বেশ সজ্জিত হইয়াছিল। ছাত্রেরা অতি আনন্দের সহিত সে উৎসবে যোগ দিয়াছিল। ভগবানের নিকটে প্রার্থনান্তে সে দিনকার কার্য্য শেষ হয়। নাইট স্কুলের কার্য্য বিবরণ বারান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।"

বিজ্ঞাপন।

বিগত ১৭ই শ্রাবণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের একাদশ বর্ষের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে ;—

কোর্স।

ENGLISH SENIOR—1. Principal Caird's *Introduction to the Philosophy of Religion.* 2. The *New Testament* in English : The Four Gospels, the Acts of the Apostles, and the Epistles of St. Paul. 3. The *Bhagavadgita* in Sanskrit or English.

BENGALI SENIOR—১। বাবু সীতানাথ দত্ত-প্রণীত 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'। ২। 'ভগবদ্গীতা'—বাঙ্গলা অনুবাদ। ৩। পণ্ডিত অঘোরনাথ গুপ্ত প্রণীত 'শাক্যমুনিচরিত।'

ENGLISH JUNIOR—1. John Wright's *Grounds and Principles of Religion.* 2. The *New Testament in English* The Four Gospels.

BENGALI JUNIOR—১। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রথম ভাগ। ২। আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস'। ৩। চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত 'ঈশাচরিতামৃত।'

প্রতি শনিবার ও রবিবার অপরাহ্নে উপাসনা-মন্দিরে বিদ্যালয়ের অধিবেশন হয়। যাঁহারা বিদ্যালয় সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সম্পাদক বাবু সীতানাথ দত্তের নিকট আবেদন করিলে জানিতে পারিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল পাওয়া যায়।

Gleams of the New Light ...	5
Whispers from the Inner Life ...	4
Thirsting after God	
Principles of Brahmo Dharma	
ব্রহ্মচর্য্য (ভগিনী ডোরা) (জীবনালোক প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত) ...	।৶০
উপদেশ মালা (আচার্য্যগণের উপদেশ)	।৶০
প্রকৃতিচর্চ্চা ...	।০
চিন্তামঞ্জরী (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)	৶০
চিন্তাশতক (৺ প্রমদাচরণ সেন কৃত)	৶০
প্রকৃত বিশ্বাস ...	/০
জাতিভেদ (২য় প্রবন্ধ) (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ...	৶০
ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী ...	৶০
সাধী ...	৴৫
চরিত রহস্য ...	।০
গৃহধর্ম্ম (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)	।৶০
পঞ্চোপনিষৎ (তলবকার, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচখানি উপনিষৎ একত্রে পকেট এডিশন) স্থলে	।৶০
জীবনালোক (কাপড়ের মলাট) ..	।৶০
চিন্তাকণিকা (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত)	
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা (বাবু রাজনারায়ণ বসু কৃত)	
ব্রহ্মসঙ্গীত ১ম ভাগ ৪র্থ সং (কাগজের মলাট)	১১০ স্থলে ৸০
ঐ ঐ (কাপড়ের মলাট) ...	১৷০
ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত)	/০
সৎপ্রসঙ্গ	/১০
সৎসঙ্গী (জীবনালোক-প্রণেতা কৃত) ...	।০
ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য কেন (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)	৴১০
সাধনবিন্দু (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত) ...	।০
পাপীর নবজীবন লাভ	৶০
জাতীয় সংগীত	৶০
বক্তৃতা স্তবক (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কয়েকটী বক্তৃতা)	।৶০
পুষ্পাঞ্জলী (ঐ কৃত পদ্য) ...	।০
উপহার	।০
ধর্ম্মজিজ্ঞাসা (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত)	
১ম ভাগ ২য় সংস্করণ	৷০
ঐ ২য় ভাগ ঐ ...	৷০
পরিবারে শিশুশিক্ষা	/০
পূজার ফুল	৶০
পূজার আয়োজন	৶০

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৭ই ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ। ১১শ সংখ্যা।	১লা আশ্বিন শুক্রবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।• মফস্বলে ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵•

নূতন জীবন।

আজ জগত ভাসায়ে ছুটিয়াছে প্রেম,
তরঙ্গে অধীর প্রাণ;
আপনারে তোরা কোথায় লুকাবি,
ডাকিয়া এল যে বান।

কেন হৃদয়ের দ্বার রোধিয়া যতনে
বসিয়া আছিস ভাই?
সহস্র দাপটে ভাঙ্গিবে কবাট,
বাঁচিতে শকতি নাই।

আজ স্বার্থপর মন, বিষয়-বন্ধন,
মায়ার নিগড় রাশ,
কঠিন আঘাতে বিধাতার হাতে
সমূলে হইবে নাশ।

যত অবিশ্বাস ভয়, বিচ্ছেদ সংশয়,
জ্বালায়ে দিবেন পিতা;
ধরণী হইবে বিস্তৃত শ্মশান,
চৌদিকে জ্বলিবে চিতা।

সেই চিতা-ভস্ম পরে স্নেহময় করে,
সিঞ্চিয়া প্রসাদ-বারি,
অপূর্ব্ব কৌশলে সৃজিবেন তিনি
অভিনব নর নারী।

তারা যাবে ধন্য হয়ে নব প্রাণ পেয়ে,
সুকণ্ঠে নবীন গীতি,
নবীন আলোকে, ভাসিবে হৃদয়,
ফুটিবে নবীন প্রীতি।

এই জগত হইবে, আনন্দ-আলয়,
অপ্রেম যাইবে ঘুচে;
ভায়ের হৃদয়, হইবে শীতল,
ভায়ের নয়ান মুছে।

সবে পিতার কাজেতে, খাটিবে যতনে,
সকল শকতি দিয়ে;
ছোট বড় নাই তাঁহার বিচারে
পরীক্ষা হৃদয় নিয়ে।

যত কল্পনা-স্বপন, মায়ার ছলন,
পলাবে সুদূর দূর;
সত্যের সাধনে, সত্য যোগ ধ্যানে
হবে প্রাণ সুমধুর।

আর বিদ্রোহী সন্তান রবেনা ধরায়,
বিরাম লভিবে সবে;
পিতার ইচ্ছায় ইচ্ছা সবাকার,
মিলিয়া তন্ময় হবে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ নির্দ্দেশ করেন, তখন অতি শুভ মুহূর্ত্তে ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়াই লিখিয়াছিলেন—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। এই বীজমন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনকে ব্রাহ্মের উপাসনা ও ধর্ম্মসাধনের একটী অবিভাজ্য অঙ্গের ন্যায় করা হইয়াছে। ইহা এদেশের পক্ষে একটী নূতন ভাব। যদিও বৈষ্ণবশাস্ত্রে সেবাকে অতি মহৎস্থান দেওয়া হইয়াছে, এবং সেবাধর্ম্মকে ভক্তিমার্গের একটী প্রধান সহায়রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তথাপি সে সেবার ভাব আর এক প্রকার। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলিলে সচরাচর জনহিতকর কার্য্য বুঝায়। এই জনহিতকর কার্য্যকে ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ করা বরং খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশেষভাব বলা যাইতে পারে। যীশু নিজের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা তাঁহার শিষ্য মণ্ডলীর জনহিতেচ্ছাকে এরূপ প্রদীপ্ত করিয়া গিয়াছেন যে, আমরা

প্রতিদিন তাঁহার আশ্চর্য্য ফল সকল দেখিয়া স্তব্ধ হইতেছি। ইহার জন্য সহস্র সহস্র পুরুষ ও রমণী বৈরাগ্যানলে আত্ম-সমর্পণ করিতেছেন; জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়া দিগ দিগন্তে ধাবিত হইতেছেন; দেখিয়া কতবার মনে মনে বলিয়াছি "যীশু হে! তোমারক্ষে কি সুন্দর ফলই ফলিতেছে!" প্রাচীন আর্য্যসন্তান হিন্দুকুলের মধ্যে ধর্ম্ম-নিষ্ঠার অপ্রতুল আছে, তাহা বোধ হয় না। নিবিষ্টচিত্তে দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ধর্ম্মনিষ্ঠাতে এবং স্বার্থনাশ ও বৈরাগ্যের ভাবে ভারতীয় হিন্দুগণ চিরদিনই জগতে অগ্রগণ্য হইবার উপযুক্ত রহিয়াছেন। এত যে হিন্দু-ধর্ম্ম মৃত-প্রায় হইয়াছে, এত যে দেশ নানা প্রকার পরাধীনতার জালে জড়িত হইয়া স্ফূর্ত্তি-বিহীন হইয়া রহিয়াছে, তথাপি ইহার হৃদয়ে এখনও এমন নিষ্ঠা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা দেখিলে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়; নরনারী ধর্ম্মের জন্য যে ক্লেশ সহ্য করিতেছে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কত শত শত বৈরাগী, সন্ন্যাসী, উদাসীন তীর্থে তীর্থে বিচরণ করিতেছেন, কত সহস্র সহস্র লোক ধর্ম্মকে প্রাণাধিক প্রিয় জ্ঞানে পোষণ করিতেছেন, কত সহস্র সহস্র হিন্দু-বিধবা বৈরাগ্য ও আত্ম-সংযমের জলন্ত মূর্ত্তি স্বরূপ গৃহস্থের গৃহকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। কে হিন্দুজাতির এই প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাবকে ভাঙ্গিতে চায়? এই সুমিষ্ট স্বর্গীয় বস্তুসকলকে ভগ্ন করা কি ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য? তাহা কথনই নহে। যদি কেহ ব্রাহ্ম-সমাজের এরূপ লক্ষ্য স্থির করিয়া থাকেন, বলিতে পারি না; আমাদের মনে ত এরূপ লক্ষ্য নাই। আমরা বলি ভারতের এই গভীর নিষ্ঠা, এই বৈরাগ্য ও এই স্বার্থনাশ প্রবৃত্তিকে আরও বর্দ্ধিত করা এবং বর্দ্ধিত করিয়া সুপথে প্রবৃত্ত করা ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য। যে নিষ্ঠা আজ জগতের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন থাকিয়া নিষ্ফল কৃচ্ছ্রসাধনে পর্য্যবসিত হইতেছে, তাহাকে প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত করিয়া জগতের কল্যাণ-সাধনে নিযুক্ত করা ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য। যেমন খাল কাটিয়া নদীর গতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া যায়, তেমনি ব্রাহ্মসমাজ এক নূতন খাল কাটিয়া হিন্দুজাতির প্রবল ধর্ম্মভাবের স্রোতকে এক নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করিবেন—সে পথ জন-হিত-সাধনের পথ। মহর্ষি তাঁহার বীজমন্ত্রে এই পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এখন ব্রাহ্মদিগকে তাঁহার প্রদর্শিত পথে একাগ্রতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। নলহাটীর ব্রাহ্মগণ সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের জন্য যেমন একাগ্রচিত্তে লাগিয়াছেন, বৈদ্যনাথের ব্রাহ্মবন্ধুগণ যেমন কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনের জন্য মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, কলিকাতাতে দাসাশ্রম স্থাপন করিয়া কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু যেরূপ উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিতেছেন, এইরূপ ভাব ভারতের সকল সমাজে ব্যাপ্ত হউক—ইহাই দেখিতে বাসনা।

পরিবারে ধর্ম্মাগ্নি—পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় একবার এই কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলেন—"কে কিরূপ ধার্ম্মিক তাহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা কর।" এ কথার মধ্যে গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। বাহিরের লোকে চরিত্রের বাহির পিঠ দেখে, পত্নী চরিত্রের ভিতর পিঠ দেখেন। আমার চরিত্রের দেবত্ব কোথায় আছে, তাহা লোকে দূর হইতে দেখে, কিন্তু আমার চরিত্রে পশুত্ব কোথায় আছে, তাহা পত্নী পশ্চাৎ হইতে দেখিতে পান। সুতরাং তাঁহার হৃদয় যদি পতির সাধুতা দেখিয়া আবর্জ্জিত হয়, তবেই বুঝিতে হইবে, সেখানে কিছু অসাধারণ সাধুতা আছে। এই জন্যই মহম্মদের বিষয় স্মরণ করিলে মনে হয়, তাঁহাতে নিশ্চিত কিছু অসাধারণ সাধুতা ছিল, নতুবা তাঁহার প্রথম শিষ্য খাদিজা হইবেন কেন? আমরা ব্রাহ্মসমাজের বড় বড় নেতাদিগের গৃহ ও পরিবারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি যে, তাঁহাদের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের, -তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণের হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নি উদ্দীপ্ত হইতেছে না। এরূপ কেন হইতেছে? হয় বলিতে হইবে যে, আমাদের হৃদয়ে আগুন এরূপ ভাবে জ্বলিতেছে না, যদ্দ্বারা তাঁহাদের হৃদয় উত্তপ্ত হইতে পারে, না হয় বলিতে হইবে, আমরা তাহাদের হৃদয়কে উত্তপ্ত করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করিতেছি না। মুক্তি-সেনার অধিনায়ক জেনারেল বুথ কি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। পরলোকগতা বিবী বুথ যে কেবল তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন তাহা নহে, এই মুক্তি-সংগ্রামে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। কি আশ্চর্য্য! বিবী বুথের গর্ভ হইতে যে সন্তানগুলি ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সকলেই যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। বিধাতা যেন তাহাদিগকে মাতৃগর্ভেই মুক্তি-সেনার সৈনিকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। সকলগুলিই এক অগ্নিতে উদ্দীপ্ত, সকলগুলিই জলন্ত বৈরাগ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সকলগুলিই এক কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছে। সর্ব্ব কনিষ্ঠা লুসী বুথ যিনি মাতার পরলোকের পর পিতার চিত্ত বিনোদনের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ ছিলেন, সেই বৃদ্ধের স্থবির দশায় যষ্টিস্বরূপ ছিলেন, তিনিও এই কার্য্যে দীক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। এই কন্যাকে ঈশ্বরের সেবার জন্য দেওয়া যে জেনারেল বুথের পক্ষে কত বড় স্বার্থনাশের কার্য্য হইয়াছে, তাহা স্নেহশীল পিতা মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। এই গুণেই ত মুক্তি-সেনার বিক্রম জাগিয়া উঠিতেছে। কবে ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় পরিবারে ধর্ম্মভাব জাগাইবার বিষয়ে মনোযোগী হইবেন? কবে দেখিব, এক একজন ব্রাহ্ম পরলোকগত হইতেছেন, আর পশ্চাতে এক একটী জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় এক একটী পরিবার রাখিয়া যাইতেছেন।

ভক্তের জগৎ—শিশুরা আমাদের মধ্যেই আছে, অথচ যেন আর এক জগতে বাস করিতেছে। বাড়ীতে বিপদ, রোগ-শয্যাতে একজন শ্বসিতেছে, কখন কি হয়, সকলের মুখ মলিন, কিন্তু বালকেরা নিশ্চিন্ত মনে সেই বাটীরই একপার্শ্বে বসিয়া খেলা-ঘর বাঁধিয়া খেলা করিতেছে। বয়োজ্যেষ্ঠদিগের উপর দিয়া যে ঝড় চলিয়া যাইতেছে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। গৃহে অন্নাভাব, অর্থের অপ্রতুল, চিন্তাতে পিতা মাতার হৃদয়ের রক্ত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, তাহাদের সে দিকে দৃষ্টি নাই। তাহারা সে চিন্তার বোঝা লইতেছে না। যখন ক্ষুধাবোধ হইবে

তখন আহার করিতে আসিবে এইমাত্র জানে। অথবা সে কথাও মনে নাই; কখন আহার করিতে হইবে, তাহা মায়ের চিন্তা। তাহারা আমাদের মধ্যে থাকিয়াও আমাদের মধ্যে নাই; বিধাতা তাহাদের জন্য আর এক জগৎ দিয়াছেন। তাহারা তাহারই মধ্যে বাস করিতেছে। শিশুদিগের এই নির্লিপ্ত অবস্থাটী অতীব বাঞ্ছনীয়। আমরা কতবার দুঃখে তাপে জ্বালাতন হইয়া বলিয়াছি "হায় রে! তোদের মত যদি হতেম।" যীশু এই নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়াই বোধ হয় বলিয়া থাকিবেন—"শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, স্বর্গরাজ্য ঐরূপ ব্যক্তিদিগের দ্বারাই পূর্ণ হয়।" শিশুদিগের ন্যায় প্রকৃত ভক্তগণও যেন আর এক জগতে বাস করেন। তাঁহারা সংসারের শোক তাপের মধ্যে বাস করেন, অথচ শোকতাপ তাহাঁদিগকে অভিভূত করিতে পারে না। তাঁহারা বিষয়ের দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকেন অথচ বিষয় তাঁহাদের চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে না। মৎস্য যেমন উপরের জলে কখন কখনও ভাসে, কিন্তু যেই তীরে কোন প্রকার কোলাহল হয় অমনি জলের মধ্যে তলাইয়া যায়, তেমনি প্রকৃত বিশ্বাসীদিগের চিত্ত যদিও কখনও কখনও উপরে ভাসিয়া থাকে বটে, তথাপি যেই কোন কোলাহল হয়, কি আঘাত আসে, অমনি যেন কোথায় তলাইয়া যায়। এমন এক ভিতরকার জগৎ আছে। আমাদের কি দুরবস্থা আমরা এই বাহিরের জগতেই বিচরণ করিতেছি, বাহিরে কোলাহল শুনিলে যে লুক্কায়িত হইব, এরূপ ভিতরের জগৎ নাই। ইহাকেই বলে আত্মার বহির্মুখীন ভাব।

ব্রাহ্ম-সম্মিলনী—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ সভ্যদিগের অনেকে সমবেত হইয়া, যে ব্রাহ্ম-সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া গিয়াছে। এই সম্মিলনীর চেষ্টাতে এবার প্রভূত কল্যাণ হইয়াছে। বিগত দুই মাসের মধ্যে তাঁহারা দুইবার উদ্যান-সম্মিলন করিয়াছেন ও দুই দুই সপ্তাহ সমবেত প্রার্থনা ও দুইবার বিশেষ ব্রহ্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। এই সকল স্থানেই সমবেত উপাসকগণের বিশেষ ব্যাকুলতা দৃষ্ট হইয়াছে। আমরা অনেকবার বলিয়াছি, আমাদের হস্তে সম্মিলিত প্রার্থনারূপ একটী প্রবল অস্ত্র রহিয়াছে, যাহা ব্যবহার করিয়া আমরা সর্ব্বদা নিরাশাকে বিনাশ করিতে পারি। একটী সমাজের লোক যখন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় দৈনিক সুখ দুঃখের মধ্যে বাস করিতে থাকেন ও স্বীয় স্বীয় চিন্তা ও রুচি অনুসারে কার্য্য করেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হওয়া স্বাভাবিক ও তাহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। যে চারিজনে মতে, ভাবে, রুচিতে বিশেষ ঐক্য আছে, সেই চারিজনের একত্র বসা, দাঁড়ান, সময়ে সময়ে মিলিত হওয়া, ও একত্র সাধন ভজন করা স্বাভাবিক। তাহাতে দুঃখের বিষয় কি আছে? ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এরূপ শত শত ক্ষুদ্র সাধকদল থাকুক না ক্ষতি কি? কিন্তু সকলের সম্মিলিত প্রার্থনার এবং আত্মীয়তা ও সদ্ভাব সাধনের একটী ক্ষেত্র থাকা ভাল। যদি কেহ বলেন, কেন আমাদের উপাসনা মন্দির ত রহিয়াছে; সেখানে ত সকলে সম্মিলিত হওয়া যায়। তাহা ত হইতেছে কিন্তু সেখানে হৃদয়ে হৃদয়ে সেরূপ যোগ স্থাপিত হইতে পারে না, যাহা উদ্যান-সম্মিলনাদিতে হইয়া থাকে। মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনাতে ঈশ্বরের উপাসক পরিবার সাধারণ জন-মণ্ডলীর মধ্যে কোথায় ডুবিয়া যান! সে জনতার মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার সুবিধা হয় না। এইজন্য ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর ন্যায় একটী বিশেষ আয়োজনের প্রয়োজন। এ আয়োজনটী যথা সময়েই করা হইয়াছে। তবে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের লোক যাহাতে ইহাঁতে সমবেত হন, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ

ব্রাহ্মসমাজের শক্তি জাগাইবার উপায় কি?

খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয় ও বিস্তৃতি ইতিবৃত্তের একটী অত্যাশ্চর্য্যময় রহস্য। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, এই ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অতি অজ্ঞ ও দীন দরিদ্র লোকদিগের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। জন্মগ্রহণ করিয়াই অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহাকে দুইটী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইল। প্রথমটী গ্রীসদেশের সভ্যতা ও জ্ঞানাভিমান, দ্বিতীয়টী রোমরাজ্যের রাজশক্তি। এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়কে খ্রীষ্টধর্ম্ম কিরূপে পরাভব করিতে সমর্থ হইল? এই এক কঠিন সমস্যা।

সেণ্টপল যখন আথেন্সনগরে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলেন, তখন সেখানকার লোকেরা তাঁহাকে অজ্ঞ য়িহুদী বলিয়া বিদ্রুপ করিয়া তাঁহার কথার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিল। যদি অদ্য একজন সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক কাশীর পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে নব-ধর্ম্ম প্রচার করিতে যান, তবে তত্রত্য পণ্ডিতগণ যেমন তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, সেণ্টপলেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। তিনি আথেন্সনগরে সমাদর পাইলেন না। সে সময়ে শিক্ষিত লোক মাত্রেই গ্রীক দর্শন ও গ্রীক সভ্যতার পক্ষপাতী ছিলেন; তাঁহারা সকলেই যীশুর আদিম শিষ্য মণ্ডলীকে অজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন।

ওদিকে রোমের রাজশক্তির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হইল। খ্রীষ্টীয়গণ মূর্ত্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে মূর্ত্তিপূজা সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। এমন কি জীবদ্দশাতেই রোমীয় সম্রাটদিগের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া তাহা অনেক স্থলে পূজিত হইত। যখন রোমীয় সেনাদল যুদ্ধযাত্রা করিত, তখন সম্রাটের মূর্ত্তি নিশানের অগ্রে অনেক সময় স্থাপন করা হইত, এবং সেই মূর্ত্তির সম্মুখে সকলকে প্রণত হইতে হইত। খ্রীষ্টীয়গণ নিজ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ পূজা দিতে অস্বীকৃত হইত, তাহাতে তাহাঁদের নামে লোকে এই প্রকার জনরব করিত যে, তাহারা রাজ-বিদ্রোহী। এই ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, সময়ে সময়ে রোমীয় সম্রাটগণ খ্রীষ্টীয়দিগের উচ্ছেদ-সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। যেখানেই খ্রীষ্টীয়মণ্ডলী সমবেত হইত, সেইখানেই সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হইত।

এরূপ কথিত আছে যে, রোমীয় সম্রাট নিরো একদিনে রোম সহরের সমুদয় খ্রীষ্টানকে ধরিয়া জীবন্ত চিতানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন। এই প্রবল রাজশক্তির সহিত বিরোধ করিয়াও খ্রীষ্টধর্ম্ম কি প্রকারে জয়যুক্ত হইল? এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনেক পণ্ডিত বলিতেছেন যে, মুসলমান রাজারা বৌদ্ধ ধর্ম্মকে বিনষ্ট ও ভারতহইতে বিলুপ্ত করিয়াছে। ইতিহাস বলে মহম্মদের শিষ্যগণ পারস্তবাসীদিগের অগ্নিপূজা ও পৌত্তলিকতাকে একেবারে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তবে রোমের রাজশক্তি কেন খ্রীষ্টধর্ম্মকে বিনাশ করিতে পারিল না, বরং তদ্দ্বারা নিজেই পরাজিত হইল? সে কি বস্তু যাহা খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে থাকাতে তাহার শক্তি এত দুর্জ্জয় হইয়াছিল? অনেকে ইহার অনেক প্রকার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কোনটীই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বোধ হয় না। মনোযোগ পূর্ব্বক আদিম খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে, যীশুর জীবদ্দশা ও তাঁহার মৃত্যুর পরের অবস্থা,এই উভয়ের মধ্যে একটী গুরুতর প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। যীশুর জীবদ্দশাতে তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীর উপরে তাঁহার এতই অল্প শক্তি ছিল যে, তাঁহাকে যে রাত্রে ধৃত ও বন্দী করে, সেই রাত্রে কেহই তাঁহার সঙ্গী হইতে সাহসী হইল না। এমন কি তাঁহার সর্ব্বপ্রধান প্রিয় শিষ্য যে পিটার তিনিও তিনবার স্বীয় গুরুকে অস্বীকার করিলেন। প্রাণভয়ে বলিলেন, "কে যীশু আমি তাহাকে চিনি না।" শত্রুগণ যীশুকে কাঁটার মুকুট মাথায় দিয়া, গায়ে ধূলি দিতে দিতে, লাথি চড় মারিতে মারিতে লইয়া চলিল, তাঁহার শিষ্য দলের কাহারও দেখা নাই। এমন কি তাঁহাকে যখন ক্রুশ কাষ্ঠে চড়াইয়াছিল, যখন তিনি পিপাসায় চীৎকার করিতে লাগিলেন, তখন শিষ্যদিগের কাহারও দেখা নাই। বাইবেলে এইমাত্র উক্ত হইয়াছে, সে সময়ে গুটীকত স্ত্রীলোক দূর হইতে দেখিতেছিলেন। বোধ হয় ঐ রমণীদিগের মধ্যে হতভাগিনী মেরী, যাহাকে তিনি পাপ পথ হইতে ফিরাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিজের জননী মেরী ছিলেন।

এই ত গেল জীবদ্দশার অবস্থা। তাঁহার মৃত্যুর পরেই দেখি এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহার মৃত্যুর পরেই প্রায় ১২০ জন শিষ্য যেরুশালেম নগরের একটা দ্বিতলগৃহে সমবেত হইয়া "একহৃদয় একপ্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।" যে স্থানে এক প্রাণীর দেখা ছিল না, সেই স্থানে এই ১২০ জন সম্মিলিত, এবং তাহাদের এক হৃদয় এক প্রাণ! চিন্তাশীল পাঠক এই স্থানে নিশ্চয় বলিয়া উঠিবেন যে, এই ত আগুন লাগিয়াছে। তাঁহারা যে এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়াছিলেন, তাহার দুইটী উজ্জল দৃষ্টান্ত ইতিবৃত্তে রহিয়াছে। প্রথম, তাঁহারা অচির কালের মধ্যে সুরতি খেলিয়া জুডাস ইস্কারিয়টের স্থানে একজন প্রেরিত বরণ করিয়া লইলেন। কেমন একতা! শিষ্য মণ্ডলীর অনৈক্য নিবন্ধন কত গুরুর জীবনের কার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর এখানে কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! দ্বিতীয় উদাহরণ, আর এই আদিম খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে এই নিয়ম স্থাপিত হইল যে যে তাঁহাদের দলে প্রবিষ্ট হইতে চাহিবে, তাঁহাকে যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সাধারণ ধন-ভাণ্ডারে অর্পণ করিতে হইবে। কি কঠিন নিয়ম! আজ যদি এই নিয়ম হয় যে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে গেলে প্রত্যেকের আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ সমাজের জন্য দান করিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি ব্রাহ্ম হওয়া কি কঠিন। কিন্তু আদিম খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী যে কঠোর নিয়ম করিয়াছিলেন, লোকে সেই নিয়মাধীন হইয়াও আসিতে লাগিল। কেবল তাহা নহে তাহাদের মধ্যে কেহ যদি কোনও অপরাধে অপরাধী হইত, তাহা হইলে মণ্ডলীস্থ ব্যক্তিগণ অতি গুরুতর শাস্তি দিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই গুরুতর শাস্তিভোগ করিয়াও লোকে পড়িয়া থাকিত, তথাপি ঐ বিশ্বাসী দলকে পরিত্যাগ করিতে পারিত না। একবার এনানিয়াস নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পত্নী স্যাফায়ার সহিত যীশুর শিষ্যমণ্ডলী ভুক্ত হইবার ইচ্ছা করিলেন। এনানিয়াস একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। যীশুর শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন যে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সাধারণ ধনভাণ্ডারে অর্পণ না করিলে তাহাদের মণ্ডলীভুক্ত হইবার আশা নাই। এনানিয়াস ও স্যাফায়ার তাহাতেই প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় হইল, কিন্তু সেই ধনরাশি সাধারণ ধনভাণ্ডারে দিবার সময় এনানিয়াস লোভবশতঃ কিয়দংশ লুকাইয়া রাখিলেন, এবং অবশিষ্টাংশ সাধারণ ধনভাণ্ডারে দিলেন। কিছু দিনের মধ্যে ঐ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন যীশুর প্রেরিতবর্গ এনানিয়াসকে আপনাদের সমীপে আহ্বান করিলেন। পিটার তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"কে তোমাকে আমাদের দলে প্রবিষ্ট হইতে বলিয়াছিল? তুমি সামান্য লোভের জন্য কেন আপনার আত্মাকে নরকস্থ করিলে।" এরূপ কথিত আছে যে, এই তিরস্কারের পরেই এনানিয়াস ভূপতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। এই সংবাদে তাঁহার পত্নীও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যে স্বার্থনাশের ভাবে লোকে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সেই বিশ্বাসী দলে প্রবিষ্ট হইত, সেই বৈরাগ্যের ভাব হইতেই আদিম খ্রীষ্ট সমাজের শক্তি জন্মিয়াছিল। যীশুর জীবনের দ্বারা যে কাজ হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুতে সে কাজ করিল। তিনি ক্রুশ-কাষ্ঠে হত হইয়া যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গেলেন। তাহা নিরন্তর শিষ্য মণ্ডলীর অন্তরে প্রধূমিত হইতে লাগিল। সেই অগ্নি প্রভাবেই ষ্টিফেন অম্লানমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পরে শত শত খ্রীষ্ট শিষ্য শত্রু হস্তে প্রাণ দিলেন। কোনও কোনও ভাবুক গ্রন্থকার বলিয়াছেন খ্রীষ্টধর্ম্মরূপ তরু ধর্ম্মবীরদিগের রক্তের দ্বারা সিঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে রোম সাম্রাজ্যে একটী কুৎসিত রীতি প্রচলিত ছিল। তাহাকে গ্লাডিয়েটার খেলা বলিত। সে সময়ে বৎসরে বৎসরে বহুসংখ্যক ক্রীতদাস রোম নগরে আনীত ও বিক্রীত হইত। ধনী রোমকগণ স্বীয় স্বীয় অবস্থানুসারে দশ, বিশ, পঞ্চাশ, শত, দুইশত ক্রীতদাস রাখিতেন। সময়ে সময়ে ঐ সকল হতভাগ্য ব্যক্তিদিগকে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদিগের সহিত খেলিতে দেওয়া হইত। এজন্য একটী

প্রকাণ্ড স্থান ও একটী সময়ে নির্দ্দিষ্ট হইত। উক্ত স্থানেও উক্ত সময়ে নগরবাসি সহস্র সহস্র নরনারী সমবেত হইতেন। যথাসময়ে মধ্যস্থিত চত্বরের মধ্যে ঐ হতভাগ্য ক্রীতদাসদিগকে রাখিয়া সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশুদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তখন নর পশুতে প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হইত, গ্লাডিয়েটারগণ প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিত; ক্ষুধিত হিংস্র পশুগণ তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিবার প্রয়াস পাইত। এই দারুণ সময়ে গ্লাডিয়েটারগণ যদি জয়লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা জয়পত্র প্রাপ্ত হইত ও পুরস্কৃত হইত, আর অধিকাংশ সময়েই হয় ত হিংস্র শ্বাপদগণ সেই চত্বর মধ্যেই তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিত। এই গ্লাডিয়েটার খেলা একটা খাতিরের মত দাঁড়াইয়াছিল। আমাদের দেশে প্রাচীন সমাজে কেহ দুর্গোৎসবে অনেক ব্যয় করিতে পারিলে যেমন লোকসমাজে যশস্বী হইয়া থাকেন, তেমনি রোমীয় সমাজে যে ধনী যত গ্লাডিয়েটার খেলা দিতে পারিতেন, ততই তাঁহার প্রশংসা হইত। ক্রমে গ্লাডিয়েটারের কাজ একটা ব্যবসায়ের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গ্লাডিয়েটার দল সহরে সহরে "খেলা দিবেন কি না? খেলা দিবেন কি না" বলিয়া ধনীদের ভবনে ভবনে ঘুরিয়া বেড়াইত। আদিম খ্রীষ্টানগণ প্রারম্ভ হইতেই এই নৃশংস খেলার প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছিলেন; এবং এই কারণেই অনেক পরিমাণে সে সময়ের লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিরূপে গ্লাডিয়েটার খেলা বন্ধ হইয়া গেল, তাহার বিবরণ অতি চমৎকার। একবার রোম নগরে গ্লাডিয়েটার খেলার মহা আয়োজন হইয়াছে। সহস্র সহস্র পুরুষ ও রমণী সমবেত হইয়াছেন। গ্লাডিয়েটরগণ মৃত্যু-চত্বর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমে গ্লাডিয়েটারে গ্লাডিয়েটারে যুদ্ধের আদেশ হইল। যেই তাহারা সশস্ত্র হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, অমনি একজন সন্ন্যাসীবেশধারী ফকীর হঠাৎ কোন দিক হইতে আসিয়া সেই চত্বর মধ্যে পড়িল; এবং সেই যুদ্ধোন্মুখ গ্লাডিয়েটার-দ্বয়ের মধ্যে পড়িয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন সহরবাসীগণ আমোদের নেশাতে মাতিয়াছে তখন কি ব্যাঘাত সহ্য হয়! চারিদিক হইতে—"ওকে? ওকে? উহাকে হত্যা কর, উহাকে হত্যা কর," এই চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল। গ্লাডিয়েটারদ্বয় আদেশক্রমে ঐ সন্ন্যাসীকে হত্যা করিল। পরে জানা গেল সে ব্যক্তি একজন সাধু-চরিত্র খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী। তিনি বিদেশী, রোমনগর দর্শনের মানসে আসিয়াছিলেন। লোকে যখন সেই মৃত্যুতে চির-বিনিদ্রিত নিষ্কলঙ্ক মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, তখন সকলের প্রাণে গভীর অনুশোচনা উপস্থিত হইল। সকলেই "হায় কি হইল, হায় কি হইল" বলিতে বলিতে ঘরে ফিরিয়া গেল এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে আর রোমনগরে গ্লাডিয়েটার খেলা হইবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশ হইতেই আধ্যাত্মিক শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ধর্ম্মে বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশের প্রবৃত্তি প্রবল করিতে পারিয়াছে তাহাই জগতে শক্তিশালী হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে এনিয়মকে অতিক্রম করিতে পারিবেন তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে জাগাইতে হইলেও বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশের আগুন জ্বালিতে হইবে। কিন্তু বৈরাগ্যের অনল জ্বালিব কিরূপে? কোন কাষ্ঠ দিয়া এই অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতে হইবে? ইহার উত্তর, আমাদের প্রত্যেকের দেহ মনরূপ কাষ্ঠ দিয়া এই অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতে হইবে। প্রত্যেককেই ভাবিতে হইবে, এই অনলে আমি আহুতি যাইব। কেহ যদি ভাবেন অপরে আহুতি যাউক আমি দূরে বসিয়া দেখি ও করতালি দ্বারা উৎসাহিত করি, তাহা হইলে এ আগুন জ্বলিবে না। সেরূপ কার্য্যের উপরে ঈশ্বরের অভিসম্পাত পড়িবে।

এবিষয়ে একটী উদাহরণ আছে। ইংলণ্ডের একটী বালকদিগের বোর্ডিংস্কুলের সন্নিকটে একবার আগুন লাগিয়াছিল। আগুন লাগিবামাত্র বালকগণ অগ্নি নিবাইবার জন্য বাহির হইল এবং দলবদ্ধ হইয়া হাতে হাতে জলের টব দিয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একজন নদীর জলে দাঁড়াইয়াছে সে জল তুলিয়া দিতেছে আর অপর বাহকেরা হাতে হাতে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। এরূপে যখন জল সেচন চলিয়াছে, তখন তাহাদের অধ্যক্ষ সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, যে বালকটীর কাশীর পীড়ার জন্য তিনি সর্ব্বদা চিন্তিত ও সতর্ক থাকিতেন সেই জলে নামিয়াছে। তখন তিনি উদ্বিগ্ন ও কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তুমি এই প্রত্যূষে শীতের মধ্যে জলে নামিয়াছ, আর কেহ কি নামিতে পারিল না?" সেই বালকটী ধীরভাবে উত্তর করিল—"মহাশয় কাহাকেও ত জলে নামিতেই হইবে, নতুবা কার্য্যোদ্ধার হয় না; তাই আমি নামিয়াছি।" সেই বালকটী যেরূপ ভাবে জলে নামিয়াছিল, আমাদিগকেও সেইরূপ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে। কেহ যদি ভাবেন, আমরা ডাঙ্গায় বসিয়া করতালি দি, আর অপরে জলে নামুক, তাহা হইলে আগুন জ্বলিবে না। সকলেই নামিতে প্রস্তুত, সকলেই বহিতে প্রস্তুত, এই ভাবে কার্য্য করিতে হইবে।

এইরূপে যদি আপনাদিগকে আহুতি দিয়া স্বার্থনাশ ও বৈরাগ্যের আগুন প্রজ্বলিত করিতে পারি, তবেই তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতার শক্তি জাগিবে, নতুবা নহে।

ঐশী-শক্তি।

একদিন কোন গ্রামে এক ধনীর বাড়ীতে একজন কনেষ্টবল উপস্থিত হইল। সেই কনেষ্টবল ছয় টাকা বেতন ভোগী একজন সামান্য শ্রেণীর লোক। সে ধনীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার একজন আত্মীয় ব্যক্তিকে হাতে রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকের সমুদয় লোক অবাক হইয়া সেই ধনী ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সেই ধনীর দশ সহস্রাধিক মুদ্রার সম্পত্তি রহিয়াছে। বাড়ীতে ৩০।৪০ জন ভৃত্যও পরিজনবর্গ। তাঁহার প্রজাবর্গ সমেত সহস্রাধিক লোক তাঁহার অধীনে। সকলে মনে করিল, সেই ধনী বল প্রয়োগ করিয়া তাঁহার আত্মীয় ব্যক্তিকে এই সামান্য কনেষ্টবলের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে। ভৃত্য ও আত্মীয়

পরিজন তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল—কোন্ সময় সেই ধনী অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আদেশ করিবেন—আর সকলে সেই সামান্য কনেষ্টবলের হস্ত হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই আত্মীয় ব্যক্তিকে রক্ষা করিবে। কিন্তু ধনীকে কোন কথা বলিতে না দেখিয়া, সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইল এবং কর্ত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"একটা সামান্য কনেষ্টবল আমাদের গৃহ হইতে একজন লোককে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে,আর আপনি কোন কথা বলিলেন না ?—হুকুম করুন এখনই কনেষ্টবলকে সংহার করিয়া, বা প্রহার করিয়া আমাদের লোককে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসি।" সেই ধনী তখন অতি শান্ত ভাবে উত্তর করিলেন—"তোমরা ভ্রান্ত! তোমরা এই ব্যক্তিকে সামান্য কনেষ্টবল ভাবিতেছ—কিন্তু এ ব্যক্তি সামান্য শক্তিতে আমার আত্মীয়কে লইয়া যায় নাই। এই কনেষ্টবল সমস্ত ব্রিটিস রাজশক্তি প্রতিভাবে কার্য্য করিতেছে। আজ এই কনেষ্টবলকে পরাজয় কর—কাল ইনস্পেক্টর আর ১০ জন লইয়া আসিবে। তাহাদিগকে পরাস্ত কর—মাজিষ্ট্রেট নিজে দলবলে আসিবেন। যদি সে শক্তিকে পরাজয় কর, ফোর্ট উইলিয়াম হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সেই শক্তির উপরও যদি জয়লাভ কর, তখন বিলাত, ভারত এবং উপনিবেশে যত শক্তি আছে সকল শক্তির সহিত রাজানুচরগণ উপস্থিত হইবে। সকল ইংরাজ অস্ত্র ধারণ করিয়া—ধনবলে বিদেশ হইতে সৈন্য ভাড়া করিয়া সমুদয় ব্রিটিস শক্তি সেই কনেষ্টবলের শক্তির পশ্চাৎ দাঁড়াইবে। সুতরাং সামান্য কনেষ্টবল পরাজয় নহে—কিন্তু সমুদয় ইংরেজ শক্তিকে পরাজয় করিতে যদি সামর্থ্য থাকে, তবে এই কনেষ্টবলের সঙ্গে বিবাদ কর, নতুবা ইহার কেশও স্পর্শ করিও না। ধনীর এই বাক্য শ্রবণে সকলে অবনত মস্তকে নীরব হইল। ঐশী শক্তিতে যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করিয়াছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সত্য শক্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াছেন—সেই ব্যক্তির কার্য্যকেও এই সামান্য কনেষ্টবলের কার্য্যের সহিত তুলনা করা যায়।

মানুষ সর্ব্বদাই দুই প্রকার ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতেছে। সংসার-ভূমি—পার্থিব বল ও সামর্থ্য, আর বিশ্বাস ভূমি—ঐশী-শক্তি ও ধর্ম্মবল। যাহারা ধর্ম্মের ধার ধারেনা,ঈশ্বরের কথা বুঝেনা,তাঁহারা ধন-বল,জন-বল,বিদ্যা-বল, বুদ্ধি বল,চাতুরী, কৌশল প্রয়োগ করিয়া আপন আপন কার্য্য উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এই শক্তির উপর নির্ভর, এই সব উপায় দ্বারা অভীষ্ট লাভের বাসনা, ধর্ম্মসমাজের মধ্যে সামাজিক ভাবে, ব্যক্তিগতভাবে সর্ব্বদা প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। স্থূলবুদ্ধি মানুষ সূক্ষ্ম নিরাকার শক্তির উপর সহজে নির্ভর করিতে পারে না। ধন-বল জন-বল, বিদ্যাবুদ্ধি ও চাতুরীর বলে মানুষ সহজে সকল কার্য্যেই কিছু কিছু কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে; সূক্ষ্ম অদৃশ্য সত্যশক্তিতে নির্ভর করিয়া বর্ত্তমানের সুবিধা উপেক্ষা করা সহজ নহে। ধর্ম্মসাধন ধর্ম্মলাভ, ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি কার্য্যেও মানুষ অল্লাধিক পরিমাণে এই সব শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্মজীবনকে, আধ্যাত্মিক জীবনকে ম্লান করিয়া ফেলে, এবং এইভাব প্রশ্রয় পাইলে, আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সংসারের ক্ষতি লাভ বাসনা ও সত্যস্বরূপে নির্ভর এই উভয়ের মধ্যে চিরদিন বিবাদ। সংসারের বাসনা নানাভাবে মানুষকে প্রতারিত করে। কখনও বিজ্ঞতার নাম লইয়া মানুষের নির্ভরের ভাবকে কমাইয়া ফেলে; কখনও কর্ত্তব্য বুদ্ধি, মানুষের বিচার শক্তির বেশে উপস্থিত হইয়া মানবকে ঐশীশক্তির উপর দাঁড়াইতে দেয় না। যে জীবনে বা যে সমাজে এই ঐশীশক্তির উপর, এই সত্যশক্তির উপর নির্ভর পূর্ণমাত্রায় হইয়াছে, সেই জীবন ও সেই সমাজ দ্বারা এই পৃথিবীতে অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে—ও হইবে। এক খানা পা সংসারের ক্ষতি লাভ গণনার ভূমিতে, আর একখানা পা সত্যের ভূমিতে এরূপ হইলে চলিবে না। দুইজন মহাজ্ঞানী ও প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি যদি কোন সমাজভুক্ত হয়, সেই সমাজের শক্তি যত বাড়িবে, একজন ঐশীশক্তির ভূমিতে উপবিষ্ট সন্ন্যাসী তাহা অপেক্ষা সেই সমাজের অনেক অধিক উপকার সাধন করিতে পারিবেন। বুদ্ধ রাজশক্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া জগতের কার্য্য করিতে পারেন নাই; কিন্তু অতীন্দ্রীয় নিরাকার শক্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন; মহম্মদ ব্রহ্মশক্তির উপর দাঁড়াইয়া মানব-সমাজে ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। যীশু যাহা করিয়াছেন, ভলটেয়ার কোপার্নিকস, সিজার তাহার কণিকাও করিতে পারেন নাই। ধন জনের মুখাপেক্ষী হওয়া, জ্ঞান বিদ্যার, বুদ্ধি কৌশলের মুখ চাওয়া মানুষের স্বভাব। মানুষে বহুচেষ্টা করিয়াও তাহা ছাড়িতে পারে না। একটী প্রাণী ঐশীশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে, সত্যের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইলে, সেই মহাশক্তির, সেই ব্রহ্মকরুণার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইলে, সকল বিঘ্ন, সকল বাধা, সকল অভাব পদ দ্বারা দলন করিয়া ঈশ্বরের কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। একজন যথার্থ বিশ্বাসী দেশকে, জগতকে উন্মত্ত করিতে পারেন।

মুখে "সত্যমেবজয়তে" ভিতরে প্রাণ ভয়ে আকুল, এই অবস্থা অতীব শোচনীয়। ঈশ্বর সত্য, তাঁহার শক্তি, তাঁহার দয়া সত্য, যিনি ইহা ষোল আনা হৃদয়ে ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে ব্যক্তিই যথার্থ ঈশ্বরের সন্তান। কিন্তু মুখে ঈশ্বর সত্য, আর ধনের উপর যেমন নির্ভর তেমনই রহিল, জনের উপর যেমন আস্থা তেমনই রহিল, পার্থিব উপকরণের উপর যেমন নির্ভর তেমনই রহিল, তাহাতে ধর্ম্ম হয় না, সংসারের ব্যবসায় চলে। যথার্থ ধর্ম্ম সত্যে অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস।

ধর্ম্মবুদ্ধি ও সংসার বুদ্ধিতে সর্ব্বদা বিরোধ। একের আশ্রয়ে অন্যের ক্ষতি। ধর্ম্মবুদ্ধিতে বিশ্বাসের কথায় কাণ দিয়া কিছু দিন চলিলে, সংসার বুদ্ধির মৃত্যু ঘটে; আবার সংসার বুদ্ধির পরামর্শ শ্রবণে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বদা পার্থিব কল্পনাকে সত্য বলিয়া বোধ হয় এবং ধর্ম্মবুদ্ধি ও ঈশ্বরবুদ্ধি ম্লান হয়।

ব্যক্তি বিশেষের জীবনে হউক বা সমাজ বিশেষের জীবনেই হউক যখন বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে সংসারের ক্ষতি লাভ গণনা ও বিলাসিতা প্রবল হয়, ঐশীশক্তি অপেক্ষা ধন জনের উপর

নির্ভর অধিক,আর সাধু ও ঈশ্বরবিশ্বাসী অপেক্ষা বাহ্য সম্পদশালী লোকের সম্মান অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সেই ব্যক্তি বা সমাজের অবনতির দিন সন্নিকট জানিতে হইবে।

যে ব্যক্তি সূক্ষ্ম নিরাকার ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্মকরুণা দর্শন করিয়া তাহার উপর দাঁড়াইতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি সেই সামান্য কনেষ্টবলের ন্যায় দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও জগতে অসাধারণ শক্তির কার্য্য দেখাইতে সমর্থ। বিশ্বাসী লাটিমার মৃত্যুকালে যে বাক্য বলিয়াছিলেন,—"আজ ঈশ্বর-প্রসাদে ইংলণ্ডে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিব, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।" তাহা আজ শত শত প্রাণকে বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করিতেছে। ধর্ম্মের রক্ষক, ঐশীশক্তি। যখন কেহ পার্থিব শক্তির প্রভাব দ্বারা ধর্ম্মের শক্তিকে উজ্জ্বল করিতে যায়, তখন ধর্ম্ম সেই স্থান হইতে পলায়ন করে। চিরদিন ধর্ম্মের বাহক স্বয়ং ভগবান্। সেই শক্তিতে নির্ভর—সম্পূর্ণ প্রাণে নির্ভর ভিন্ন নিজের জীবনে ধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিবার—সমাজ মধ্যে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার আর অন্য উপায় নাই।

যে ব্যক্তি যে প্রকার দেয়, সে ব্যক্তি সেই প্রকার পায়। চিরদিন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনে নানাপ্রকারে ধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু যিনি দুখানা পা সত্যভূমির উপর রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তে জীবন দিতে সমর্থ হইয়াছেন,তিনিই যথার্থ ঐশীশক্তি লাভ করিয়া জগতে অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। রাজ্যের উত্থান অপেক্ষাও একটী বিশ্বাসী জীবনের মূল্য অনেক অধিক। ঈশ্বর আমাদিগকে সেই বিশ্বাস, সেই শক্তি প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমরা তাঁহার জগতের মধ্যে তাঁহার নামের—তাঁহার মহিমার পরিচয় দিয়া জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হইতে পারি।

চিন্তা-লহরী।

(জনৈক মহিলা কর্ত্তৃক লিখিত)

প্রভাত আসিয়াছে, চাহিয়া দেখ জগতে কি আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে, সমীরণ আনন্দ-গীতি গাহিয়া প্রবাহিত হইতেছে; পাখীরা নানা সুমধুর স্বরে আকাশ প্লাবিত করিয়া প্রফুল্লচিত্তে উড়িতেছে, জীব জন্তু সকলে মহোল্লাসে জাগিয়া উঠিতেছে। এই মরণশীল জগতে কে জানিত আবার প্রভাতের মুখ দেখিতে পাইবে, তাই কি এত উল্লাসের ধ্বনি পড়িয়াছে? আনন্দময়ের আনন্দপূর্ণ জগতে আনন্দের হিল্লোল চিরদিন সমভাবে বহিতেছে। জগতের দীন দুঃখী; দুঃখের কশাঘাতে নিষ্পেষিত হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেবল ভারাক্রান্ত প্রাণে বসিয়া থাকিবে? এই গম্ভীর আনন্দস্রোতে অবগাহন কর, তোমার সকল দুঃখের শান্তি হইবে।

তিনি কি চান? তিনি চান সকলে আনন্দ করুক, পরমানন্দে দিন কাটাক; সকল কর্ত্তব্যের মধ্যে ইহা একটি প্রধান কর্ত্তব্য। স্বীকার করি যে, পৃথিবী নানারূপ ক্লেশেপূর্ণ; কিন্তু তাই বলিয়া কি কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিবে? আনন্দময়ের আনন্দস্রোতের খনি অন্বেষণ কর, জ্বালা যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে। সেই খনি দেখিতে পাইয়া তাহা যে ধরিতে পারে; সেই ত যুদ্ধে জয়ী হয়।

লোকে বলে সংসারে যদি হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, চুরি ইত্যাদি নানারূপ পাপ না থাকিত, তাহা হইলে সংসার স্বর্গের ন্যায় হইত। কিন্তু এই কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না; সংসারে যে নিয়ত নানাপ্রকার পাপের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, ইহা কল্যাণকর। কল্যাণকর কেন? তুমি অমৃতের পুত্র, তুমি অতি শুদ্ধ অতি পবিত্র, উক্ত পাপরূপ দানবের সহিত যুদ্ধ কর, আপন শুভ্রতা রক্ষা কর; যুদ্ধে জয়ী হও।

মনে হইল, আমি যে ঘোর পাপী আমার কি মন ঠিক করে উপাসনা করা সাজে? তখনি কে যেন মনের ভিতর আশ্বাস বাক্য শুনাইল তোমার যেরূপ দুর্গতি, তাহাতে মনের অবস্থা ওরূপ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলিয়া মনকে কুদিক হইতে যত টুকু পার আকর্ষণ কর।

বাহ্য চক্ষু দিয়া ত আমরা বাহ্য পদার্থ দেখি; এ চক্ষু দিয়া কি তোমাকে দেখা যায়? তবে তোমাকে দেখিব কিরূপে? আমাদের আত্মাতে যে আধ্যাত্মিক চক্ষু আছে, সেই চক্ষু উন্মিলিত করিলেই তোমার সেই অরূপ রূপ মাধুরী দেখিয়া মন প্রাণ তৃপ্ত হইবে।

একটু বিশ্বাস করিলেই শান্তি পাওয়া যায়। সংসারে শারীরিক মানসিক যত অলঙ্কার ছিল, সকলই গিয়াছে, আরও যাক; প্রার্থনা এই ঐ চরণে যেন আশ্রয় পাই। যখন মৃত্যু আসিবে, যেন প্রফুল্ল বদনে যাইতে পারি। ভৃত্যের কোলে সন্তান থাকিলে মাতা যখন কোলে লইবার জন্য হস্ত পাতেন তখন সে যেমন আনন্দ উল্লাসের সহিত মাতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, আশীর্ব্বাদ কর যেন তেমনি ক'রে বিশ্বাসের সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি।

যখন কোন পাপে লিপ্ত হইতে যাই, তোমার শত শত আঁখি তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে; তখন তোমার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়েতে চক্ষু মুদি; ওই জ্বলন্ত দৃষ্টির তীব্র আলোক সহিতে পারি না; হৃদয়াভ্যন্তরে দেখি সেখানেও ওই দৃষ্টি আরও জীবন্তভাবে জ্বল জ্বল করিতেছে; অন্তরে বাহিরে চতুর্দ্দিকে ঐ চক্ষু, আমি কোথায় যাব? একি খেলা! কত দুঃখে কত নিরাশায় ডাকিয়াছি, কই কখন তো এমন প্রত্যক্ষ দেখি নাই? আজ আমি তোমা হতে লুকাইতে চাই, আজ আমি দূরে গেলে বাঁচি, তা নয় আজই তুমি আরো নিকটতর।

যদি কেহ আত্মহত্যা করে, তাহার আত্মীয় স্বজনের কত ক্লেশ! এ দুঃখ কখনও যায় না; তাঁহারা হায় হায় করিতে থাকেন, এমন কুকার্য্য কেন করিল, এই বলিয়া বিলাপ করেন। কিন্তু মানব যে অহর্নিশি আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করিতেছে, তাহার জন্য কেহ হায় হায় করে না; কিন্তু স্বর্গস্থ দেবতারা তাহার জন্য এই বলিয়া বিলাপ করেন যে, সুপথ থাকিতে কেন কুপথে গেল।

অনেক সময় দেখা যায় মনটা বেশ ভাল আছে, কোন অসৎ ভাব নাই, পবিত্রতার বিমল সুখ অনুভব করিতেছি।

সহসা দেখি, মেঘ যেমন সুনীল আকাশকে ঢাকিয়া ফেলে, হৃদয়াকাশেও তেমনি অল্পে অল্পে কুভাব আসিয়া ছাইয়া ফেলিতেছে; ভীত হইয়া যতই তাহার হাত ছাড়াইতে চাই, ততই আরও ভীষণভাবে মনকে জড়াইয়া ধরে, তখন এমন কোন কাজ নাই যাহা অসাধ্য। কিন্তু সে সময় প্রাণের সহিত যদি ব্রহ্মনাম করিতে পারি, হৃদয়াকাশও অল্পে অল্পে পরিষ্কার হইয়া যায়।

লোকে দেব-মন্দির ছুঁইলে নিজকে পবিত্র মনে করে; সেখানকার মাটী অঙ্গে মাখিয়া শুদ্ধ হয়। আমি যখনি ঈশ্বরের সরল ভক্তকে ছুঁইয়া পবিত্র হইয়াই সে পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে জীবনকে সার্থক জ্ঞান করি।

মনে হইল ঈশ্বরের নাম করি—আবার মনে হইল, না থাক। ভাবিলাম একি? এক মন দু রকম কথা বলে কেন? মন কি প্রতারক? এই মনকে কেমন করে বিশ্বাস করিব? বিষন্ন হইলাম। অমনি মনে উঠিল প্রাণের মধ্যে দুটী জিনিস আছে, মন ও বিবেক, বিবেক সৎপরামর্শ দেয়—মন তাহা করিতে চায় না।

মৃত্যুর পরে একটী আনন্দ আছে, সে অতি সুন্দর নির্ম্মল প্রাণ-মন-মুগ্ধকারী আনন্দ, তেমন আনন্দ এ পৃথিবীর কোন স্নেহেতে নাই, কোন প্রেমেতে নাই—কোন ভক্তি বিশ্বাসে নাই, সে যে কি বিমলানন্দ, না মরিলে কেহ বুঝিতে পাইবে না; তাই মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে, মৃত্যুর এ ভাবই মানবের মনে কখন কখন প্রতিভাত হয়; তখন মানব আর মৃত্যুর নামে কম্পিত হয় না।

কবে সেদিন, সে শুভকর দিন আসিবে তাহা প্রতীক্ষা করিয়া মৃত্যুর মঙ্গলকর ভাবদ্বারা সময়ে সময়ে মানবের মন অধিকৃত হয়, তাহা অতি অল্পক্ষণ-স্থায়ী; তাহা যদি চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলে সংসার সুখের স্থান হইত; কেহ মৃত্যু ভয়ে ভীত ও কম্পিত হইত না; জগতের দুঃখ যন্ত্রণা কমিয়া যাইত; সকলেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিত; উচ্ছৃঙ্খলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে কাহাকে মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে দেখা যাইত না।

যিনি মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের খনি দেখিয়াছেন, তিনি হাস্য বদনে চলিয়া যান, তিনি জানেন পরে তাঁহার কি সুখের অবস্থা হইবে।

প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসীকে লোকে উদাসীন বলিয়া জানে। আর বিষয়াসক্ত গৃহীকে লোকে সংসারী বলিয়া জানে। কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, যিনি উদাসীন তিনি গৃহী, যিনি সংসারী তিনি উদাসীন; সন্ন্যাসীর মনে কখনও বৈরাগ্য আসে না, জগৎ সংসার সকলি তাঁহার আপনার; তাহার জন্য তিনি আছেন। আর গৃহী অতুল বিভবের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও প্রাণের শুষ্কতার জন্য ভিখারীর ন্যায় হাহাকার করে। বৃক্ষগুলি বর্ষার বৃষ্টির ধারা মাথা পাতিয়া কেমন নীরবে সম্ভোগ করে জগৎ তাহা বুঝিতে পারে না; তেমনি প্রার্থনা করিতে করিতে যখন প্রেমের বন্যা আসিয়া ভক্ত-মণ্ডলীর তৃষিত প্রাণকে শীতল করে, তখন তাঁহারাও নীরবে সম্ভোগ করেন; সংসার তাহা বুঝিতে পারে না।

ব্রাহ্মসম্মিলনীর দ্বিতীয় উৎসব।

সাধুগণ ব্যাকুলতা দ্বারাই পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া থাকেন। যে হৃদয় ব্যাকুলতাবিহীন, সে হৃদয় মরুভূমির ন্যায়। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপাবারি যখন তাহাতে বর্ষিত হয়, তখন সেই নীরস কঠোর হৃদয়েও প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইতে থাকে। লোকে দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। কল্য যিনি শুষ্কতার আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন, এক বিন্দু বারির জন্য তৃষিত চাতকের ন্যায় কত কাতরতা প্রকাশ করিতেছিলেন, অদ্য তাঁহার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ। পৌর্ণমাসী সমাগমে সাগর বক্ষের ন্যায় উদ্বেলিত। আমরা ধর্ম্ম জীবনে এরূপ অবস্থা নিয়তই দেখিতে পাই। এরাজ্যে কেহই নিরাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হয় না। দীন দুঃখী দরিদ্র, অন্ধ আতুর সকলেই সেই বিশ্ব জননীর প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। আমরা গত দুই বারের উৎসবে ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াছি। উৎসবে কেহ কেহ প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের আনন্দস্ফীত বদন নিরীক্ষণ করিয়া কত নিরাশ হৃদয় আশ্বস্ত হইয়াছে। বাস্তবিক দুই একটী লোকের পরিবর্ত্তনের ফল সমাজস্থ অন্যান্যেরা প্রাপ্ত হয়।

আমরা গতবারে ১ম উৎসবের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। এবার দ্বিতীয় উৎসবের সুসমাচার পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব।

ব্রাহ্মসম্মিলনীর উদ্যোগ-কর্ত্তাগণ প্রথমবারের উৎসবে পরমেশ্বরের জলন্ত কৃপা প্রত্যক্ষ করিয়া স্থির করিলেন যে, মাঝে মাঝে এরূপ উৎসব করিলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজের শক্তি জাগ্রত হইবে। বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবার ভাব প্রবল না হইলে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল নাই। এই ভাব প্রবর্দ্ধিত করিতে হইলে সমবেত ব্যাকুল প্রার্থনা আবশ্যক। যীশু খৃষ্টের মৃত্যুর পর তাঁহার ১২০ জন শিষ্য দ্বার বন্ধ করিয়া নির্জ্জন গৃহে গভীর প্রার্থনায় মগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবন্ত প্রার্থনার ফলেই খৃষ্টধর্ম্মের অস্তিত্ব রক্ষা হইয়াছে এবং এই ধর্ম্ম ইয়ুরোপ ক্ষেত্রকে স্বর্ণ-ভূমিতে পরিণত করিয়াছে। তেমন ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা না করিলে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি কখনও স্বর্গের কৃপা অবতীর্ণ হইত না। প্রার্থনাতে সকল অভাব পূর্ণ হয়। অতএব যদি ব্রাহ্মগণ ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন, তবে নিশ্চয়ই পরমেশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হইবে। পরমেশ্বরের চরণে এই আশা স্থাপন করিয়া পুনরায় সপ্তাহ কালব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হয়।

পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারেও উদ্যান-সম্মিলন হইয়াছিল। গত ১৯এ ভাদ্র শনিবার অপরাহ্ণে কয়েক জন ব্রাহ্ম ভ্রাতা বালীগঞ্জের সেট বাগানে গমন করেন। তাহারা রজনীর অধিকাংশ কাল উপাসনা কীর্ত্তনাদিতে যাপন করেন। রজনী প্রভাত হইলে কলিকাতা হইতে অনেক উপাসক তথায় গমন করেন। নিয়মিত সময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। উপাসনা অতি গভীর ও সময়োপযোগী হইয়াছিল। উপাসনার পর আহারান্তে সকলে সমবেত হইয়া আলোচনা করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন

বসু ও শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতি সকলে অতি গভীর ভাবে সৎপ্রসঙ্গ ও ধর্ম্মালোচনাদি করিয়াছিলেন। তখনকার উপাসনা ও আলোচনাদিতে অনেকে নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। অপরাহ্ণে সকলে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়া রবিবাসরিক উপাসনায় যোগদান করেন। তৎপর সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত সিটিকলেজ গৃহে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭২ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপাসনা হইয়াছে। পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও নিয়মিত সময়ে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া একটী গাঁথা গান করিতেন। তৎপর সর্ব্বাঙ্গীন উপাসনা হইত এবং অন্যান্য উপাসকগণ প্রার্থনা করিতেন। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি মহাশয়েরা উপাসনা ও প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন।

রবিবার রজনী প্রভাত হইলে উপাসকগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত মন্দিরে উপনীত হইলেন। বেদীর চতুর্দ্দিক ব্রাহ্ম উপাসকগণে পরিপূর্ণ হইল। সুমধুর সঙ্গীতের পর শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় জলন্তভাবে উপাসনা আরম্ভ করিলেন। উপাসনা যেমন জলন্ত হইয়াছিল, তেমনি সময়োপযোগী অতি উপাদেয় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। উপদেশটি প্রবন্ধাকারে স্থানান্তরে মুদ্রিত হইল। বৈরাগ্য এবং স্বার্থনাশ প্রবৃত্তি যাহাতে ব্রাহ্মসমাজে বলবতী হয়, তাহা সাধন করিবার জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মকে ব্রত অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। বৈরাগ্যই ধর্ম্ম প্রচারের মূল, দৃষ্টান্ত দ্বারা এবিষয়টি অতি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেন। তৎপর নিম্নলিখিত আহ্বান পত্র পাঠ করিয়া উপাসনা শেষ করেন ;—

ব্রাহ্মসমাজের সেবা-প্রার্থীদিগকে আহ্বান।

ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য "আকাশ অপেক্ষাও উচ্চ এবং সাগর অপেক্ষাও প্রশস্ত" এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর সকল নর নারীকে এক অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসক-পরিবারে ভুক্ত করিবার জন্য, জনসমাজ হইতে সকল প্রকার অসত্য, কুসংস্কার, অপ্রেম ও পাপাচার দূর করিয়া ঈশ্বরের প্রেম পুণ্য ও সত্যের সিংহাসন সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, এবং স্বর্গের শান্তি পৃথিবীতে বিস্তারিত করিবার জন্য, যে সমাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে সমাজের কার্য্যের সীমাকে নির্দ্ধারণ করিবে, গুরুত্ব কে পরিমাণ করিবে? যে দেবতা ব্রাহ্মসমাজের জন্মদাতা ও নেতা, তাঁহারই শক্তিতে ও করুণাতে ইহাঁর উদ্দেশ্য কালে সফল হইবেই হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সেনাপতি বিশ্বপতি যাঁহাদিগকে তাঁহার নামে, তাঁহার ধর্ম্মে, দীক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এই কার্য্যের জন্য দায়ী এবং সেই সেনাপতির আদেশানুসারে প্রত্যেকে স্বীয় ক্ষমতানুসারে কর্ত্তব্য পালন না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইবেন। ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া আমাদিগের মানবীয় বুদ্ধিতে ও শক্তিতে যাহা করিতে পারি, তাহা করিতে আমরা বাধ্য। এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ক্ষেত্রে কতকগুলি জলন্ত বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, ব্রাহ্মসমাজ কেমন সতেজ ভাব ও উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের বয়োবৃদ্ধির সহিত কোথায় ইহার তেজস্বিতা ও কার্য্যকারিতার উন্নতি দেখা যাইবে, না দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে ইহা কোনও কোনও অংশে নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবনতির জন্য অনেক ব্রাহ্মই বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। এ দুরবস্থা নিরাকরণের উপায় চিন্তা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন ও অভাব মোচন হয়, তজ্জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিশেষরূপে দায়ী। সভা আপনাদের অনুপযুক্ততা সম্পূর্ণ অবগত, তথাপি সমাজের কার্য্যের গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিয়া করুণাময় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা পূর্ব্বক সাধারণের নিকট একটী বিনীত প্রার্থনা করিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী মাত্রেই যথোপযুক্ত সহৃদয়তা ও উৎসাহের সহিত ইহা গ্রহণ করিবেন, এই তাঁহাদের বিশ্বাস।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা অনেকদিন হইতে অনুভব করিতেছেন যে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে উপকরণের অর্থাৎ কার্য্যক্ষম লোকের অভাব নাই। ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য সময়, অর্থ, সামর্থ্য ও প্রাণ উৎসর্গ করিবার প্রবৃত্তিও অনেকের আছে। কিন্তু কি উপায়ে ইহাঁদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে সম্মিলিত করা যায় এবং যাঁহার দ্বারা যে কার্য্য সম্ভব তাঁহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লওয়া যায়, এই ব্যবস্থার অভাবে ব্রাহ্মসমাজের হীনাবস্থা ঘুচিতেছে না, আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা এই অভাব মোচনের জন্য একটী "সেবক পরিবার" সংগঠনের সংকল্প করিয়াছেন। প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সেবার্থে অগ্রসর হইবেন, তাঁহারা এই পরিবারে বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইবেন। ধর্ম্মপ্রচার ইহার একমাত্র কার্য্য হইবে না। প্রচার ব্রাহ্মসমাজের অতি আবশ্যক কার্য্য হইলেও তদ্ভিন্ন আরও অনেক কার্য্য আছে এবং তাহার জন্য অনেকসংখ্যক নর নারীর প্রয়োজন। অর্থসংগ্রহ, সমাজের কার্য্যালয়ের সহায়তা, নারীজাতির অবস্থার উন্নতি-বিধান, ব্রাহ্ম পরিবার ও ছাত্রদিগের তত্ত্বাবধান, পুস্তক লেখা, পুস্তক প্রচার করা, বালক বালিকাদিগকে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দান, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, মুদ্রাযন্ত্র, দাতব্য বিভাগ প্রভৃতি যে সকল হিতকর অনুষ্ঠান এক্ষণে আছে বা পরে হইবে, তাহার সংরক্ষণ ও উন্নতির উপায় করা, জনসাধারণের কল্যাণকর সাময়িক বা স্থায়ী নানাবিধ কার্য্যসাধন করা, এবং দরিদ্র, রুগ্ন, বিপন্ন, শোকার্ত্ত ও পতিত নর-নারীর সেবা করা এই পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য হইবে। ভিতরের কার্য্য, বাহিরের কার্য্য,—ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কত অপরিমেয়।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা আশা করেন প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর লোকে এই সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া সেবক পরিবারভুক্ত হইবার জন্য অগ্রসর হইবেন। ১ম,—স্ত্রীলোক হউন, পুরুষ হউন, কৃতবিদ্য হউন, নিরক্ষর হউন, স্বপোষণে সক্ষম হউন বা অক্ষম হউন যাঁহারা এই বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের অপর কোন

উদ্দেশ্য নাই, ব্রাহ্মসমাজের সেবা করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাঁরাই সেবক পরিবারের প্রধান অঙ্গ হইবেন। ইহাঁদের মধ্যে যিনি যেরূপ কার্য্যের উপযুক্ত, কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা তাঁহাকে সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন অথবা সেইরূপ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইবেন। ইহার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিশেষ ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

২য়—যাঁহারা কিছু কালের জন্য অনন্যকর্ম্মা হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজের সেবায় নিযুক্ত হইতে চান। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আশা করেন যে সকল যুবক কৃতবিদ্য হইয়াছেন, কিম্বা অপর যে কোন ব্যক্তি হউন, কোন প্রকার কর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা দুই এক বৎসর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-ক্ষেত্রে খাটিয়া ইহার সাহায্য করিতে পারেন। শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারেন। বিপত্নীক পুরুষ, বিধবা স্ত্রীলোক এবং চিরকুমার ও চির-কুমারীদিগের মধ্যে এইরূপ ভাবে কার্য্য করিবার জন্য অনেকের প্রবৃত্তি ও উৎসাহ হইতে পারে। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগের ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অনিশ্চিত এবং প্রাণে লাগিয়া গেলে ব্রাহ্মসমাজের সেবা চিরজীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা পরে স্থায়ীরূপে সেবক-পরিবারে ভুক্ত হইতে পারিবেন। যাঁহাদের মনের ভাব সেরূপ নয়, তাঁহারা কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এই সেবা-ব্রত পালন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে পারেন।

যাঁহারা সেবাব্রতে আপনাদের সমস্ত সময় উৎসর্গ করিবেন, তাঁহারা—যিনি বিশ্বাসীদিগের সকল অভাব মোচন করেন, বিশ্বজগতের সকল প্রাণীর ভরণপোষণের ভার যাঁহার মঙ্গল হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহারই উপর আপনাদিগের সকল ভার সমর্পণ করিয়া এবং সকল ভয় ভাবনা দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। তাঁহারা যাহাতে আপনাদের গুরুতর কার্য্যভার বহন করিতে শিক্ষিত ও প্রস্তুত হইতে পারেন এবং সেই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হন, তাহার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যথাসাধ্য ব্যবস্থা ও সহায়তা করিবেন।

৩য়—সেবক পরিবারের তৃতীয় শ্রেণী সহায় বা সহকারী সেবক বলিয়া গণ্য হইবেন। এই শ্রেণীতে সকলেই ভুক্ত হইতে পারেন। ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ ৩।৪ ঘণ্টা সময় দিতে কে কুণ্ঠিত হইবেন? আফিসাদির কার্য্যে যাঁহারা একান্ত ব্যাপৃত, অন্য দিনে না পারিলেও রবিবার এ সময়টুকু দান করিতে পারেন। এক কলিকাতা নগরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য সংখ্যা প্রায় ৩০০ হইবে, ইহাঁরা প্রত্যেকে সপ্তাহে ৩ ঘণ্টা করিয়া সময় দিলেও এতগুলি লোকের পরামর্শ আনুকূল্য ও কার্য্যকারিতার সাহায্য লাভ করিয়া সমাজের প্রভূত উপকার হইতে পারিবে। সভ্যগণের সকলকে এককালে পাওয়া না যাউক, ক্রমে ক্রমে পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ব্যতীত অন্য-সম্প্রদায় কিম্বা ধর্ম্মানুরাগী অপরাপর ব্যক্তিও এ বিষয়ে সহায়তা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের মহোপকার সাধন করিতে পারেন। কার্য্য-কারক লোকের সংখ্যা যেমন বাড়িবে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করিয়া যাঁহাদিগের দ্বারা যে কার্য্য হইতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করিবেন।

সেবাব্রতে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিবেন, তাঁহাদিগকে ক একটী বিষয়ে প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইবে, এই জন্য তাহা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। ১মতঃ বিশ্বাস ও প্রেম, ২য়তঃ বিনয় ও বাধ্যতা, ৩য়তঃ সেবা ও শ্রমশীলতা। ঈশ্বরের আহ্বানে ঈশ্বরের সেবা করিতে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের এই বিশ্বাস থাকা নিতান্ত আবশ্যক যে সেই সেবাতেই তাহাদের পরিত্রাণ হইবে; 'কি আহার করিব, কি পরিধান করিব' সে ভাবনা ভাবিবেন না, সে চিন্তার ভার ঈশ্বরের। ব্রহ্মকৃপাকে যাঁহারা মূলমন্ত্র করিয়াছেন শত শত বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইলেও তাঁহারা নিরাপদ হইবেন এবং অবশেষে বিশ্বাসের জয় প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। সেবাকার্য্য সম্পূর্ণ প্রেমের কার্য্য। ঈশ্বরের প্রতি এবং মানবজাতির প্রতি জলন্ত প্রেমে প্রণোদিত হইয়া এই কার্য্য করিতেছি, প্রত্যেক সেবক ইহা অনুভব করিবেন। সেবাকার্য্যে প্রাণের পূর্ণ অনুরাগ থাকিলে তাহার জন্য কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া বোধ হইবে না, প্রত্যুত সুখ ও স্বার্থ বিসর্জ্জন এবং ক্লেশ স্বীকার গৌরব ও আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে হইবে। ২য়তঃ প্রত্যেক সেবক কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া চলিতে প্রস্তুত হইবেন এবং তাঁহারা সময়ে সময়ে যে বিধি ব্যবস্থা করিবেন তাহা সম্পূর্ণরূপে পালন করিবেন। পাপ ও দুর্নীতির সহিত ঘোরতর সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে, ব্রাহ্মসমাজের সুমহৎ উদ্দেশ্য প্রকৃতরূপে সংসাধন করিতে হইলে, সেবক দলের সকলের সমবেত চেষ্টাকে বিশেষরূপে ফলোপধায়ী করিতে হইলে প্রত্যেকের স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত না হইয়া এইরূপ নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য করা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক সেবকের প্রাণ শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয় ও দীনতাতে পূর্ণ থাকা চাই; নতুবা তিনি সেবা ব্রতের অধিকারী হইতে পারেন না। সেবাব্রতধারী নিজে হতমান হইয়া ব্রাহ্মসমাজের গৌরবেই আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিবেন। ৩য়তঃ সেবাতে ঐকান্তিক দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় থাকা আবশ্যক। আলস্য, বিলাস-বাসনা, আরাম-অন্বেষণ, যথেচ্ছচারিতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততা এইগুলি সেবা ধর্ম্মের প্রতি-বন্ধক। সেবাব্রতীদিগকে নিরলস ও কঠোর শ্রমশীল হইয়া প্রাণপণে প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে রত হইতে হইবে।

এইরূপ ভাবে একটী সেবক পরিবার প্রস্তুত হইলে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের মহাশক্তি হইবেন, তাঁহাদের দ্বারা সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ সতেজ ও সবল হইবে এবং সেই ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।"

এক্ষণে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার বিনীত নিবেদন—ব্রাহ্ম-সমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া যাঁহারা জীবনকে ধন্য করিতে চান, তাঁহারা উত্থান করুন। বিশাল কার্য্যক্ষেত্র সম্মুখে প্রসারিত, ঈশ্বরের জয়-পতাকা হস্তে লইয়া, প্রাণ দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। "আসুন

সকলে""আসুন সকলে" এই বলিয়া আমরা আহ্বান করিতেছি। আহ্বান ধ্বনি কেহ না শুনিলেও পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে থাকিব। আজি না ফলুক্ একদিন এই আহ্বানের ফল ফলিবে এবং ঈশ্বরের কার্য্যে লোকের অপ্রতুল হইবে না, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি তাঁহার সেবক সেবিকা স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সেবক পরিবার সংগঠন করিবেন এবং তাহাদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মহৎ অভাব পূর্ণ করিবেন।

দয়াল ঈশ্বর! তোমার সেবার জন্য তুমি কাহাদিগকে বিশেষরূপে নির্ব্বাচন করিবে, তুমি জান। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রে খাটিবার লোকের বড় প্রয়োজন হইয়াছে, তাই আমরা তোমার নামে সকলকে আহ্বান করিতেছি; তুমি একবার ব্রাহ্মসমাজের নরনারীদিগকে তোমার নামে আহ্বান ধ্বনি শুনাও, তোমার কার্য্যে তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট ও প্রস্তুত কর এবং ধরাতলে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের মহৎকার্য্যে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, তোমার সহচর অনুচর করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সুসম্পন্ন করিয়া লও। ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।

মধ্যাহ্নকালে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় হিন্দুশাস্ত্র হইতে শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় অগ্নিময় জলন্ত ভাষায় ব্রহ্মকৃপার জীবন্ত নিদর্শন-স্বরূপ একটী জীবন-চরিতের উল্লেখ করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপাসকদিগের মধ্যে অনেকে চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারেন নাই। তৎপর শ্রদ্ধেয় প্রচারক মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় সুললিত ভাষায় "সামান্য সামান্য পাপকেও উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে" এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

সন্ধ্যা সমাগত হইলে, সুমধুর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কবিহারী বসু ও শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত বাবু রেবতীমোহন সেন প্রভৃতি মহাশয়েরা প্রমত্তভাবে ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইল। তখন শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উদ্বোধন আরম্ভ করিলেন। অতি গভীরভাবে উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান ও সমবেত প্রার্থনা হইলে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের উপদেশের স্থূল মর্ম্ম এই—"অল্পদিন হইল মুক্তিসেনার অধিনায়ক জেনারেল বুথের সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কুমারী লুসি বুথ কর্ণেল রোহিণী নাম গ্রহণ করিয়া কলম্বো সহরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স অতি অল্প এবং শরীর অসুস্থ। এই অবস্থাতে তিনি কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ ও সুখ সুবিধা বর্জ্জন করিয়া ভারতের দুর্গতি দূর করিবার জন্য ব্রতধারিণী হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত আরও চারিজন রমণী আসিয়াছেন। তাঁহাকে বিদায় প্রদান কালে বিলাতে এক সভা হইয়াছিল। বহুলোক সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুমারী লুসী ভারতীয় রমণীদিগের বেশ পরিধান করিয়া সভায় উপস্থিত হন এবং স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে গিয়া বলেন যে, "ভারতের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়াছে, আমি কখনও এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারি না। পরমেশ্বর আমাকে এই কার্য্যে আহ্বান করিয়াছেন। রজনীতে স্বপ্নযোগে ভারতের অসংখ্য নরনারীর মলিন বদন, বিরস হৃদয়, তাপদগ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়াছে। ভারতের কার্য্যে মন প্রাণ অর্পণ করাই আমার জীবনের ব্রত। আমি তাহাদের বেশভূষা পরিধান করিব, তাহাদের আত্মীয় হইব, তাহাদের সহিত একহৃদয় হইয়া পরমেশ্বরের চরণতলে উপনীত হইব, ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা।" এইরূপ সেনা আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও প্রস্তুত করিতে হইবে; নতুবা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সংসাধিত হইবে না। যখন ব্রাহ্মসমাজের সেবার্থী হইয়া দলে দলে লোক আসিবে, তখন ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা দেশের সুমহৎ কল্যাণ আশানুরূপ সাধিত হইবে। যে সকল যুবক অদ্যাপি বিদ্যা-শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের জন্য কিছু সময় দিতে পারেন। এরূপে আমরা প্রভূত সাহায্যলাভ করিতে পারি। যাঁহারা এককালে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবাব্রতে দীক্ষিত হইবেন, তাঁহাদিগকে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাদরে আলিঙ্গন করিবেন। এইরূপে একটী সেবকদল গঠন হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। আশা করি সহায়রূপে ও কতক দিনের জন্য এবং চিরজীবনের জন্য অনেকেই এই মণ্ডলীতে যোগদান করিবেন।"

তৎপর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রাতঃকালের পঠিত আহ্বান পত্র পাঠ করেন এবং যাঁহারা সেবার্থী হইবার সংকল্প ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম প্রকাশ করেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত আদনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী সেন আজীবন সেবক হইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে, তিনি আর ৩,৪ মাস পরে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেবকদলভুক্ত হইবেন। তৎপর ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় বলেন;—"কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা একটি গুরুতর কার্য্যভার অদ্য গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে অদ্যকার দিন বিশেষ দিন বলিয়া পরিগণিত হইবে। আহ্বান পত্রের সকল কথার সহিত সম্পূর্ণ-রূপে সকলের এক মত না হইলেও কিন্তু এরূপ সেবকদলের যে বিশেষ আবশ্যক আছে এবং ইহা দ্বারা যে ব্রাহ্মসমাজ ও এদেশের মহোপকার সাধিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ব্রাহ্মগণ সকলে এবিষয়ে মনোযোগী হউন। যিনি ধনবান, তিনি অর্থ দ্বারা এই মহৎ কার্য্যের সহায়তা করুন, যিনি বিদ্বান্ তিনি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দান দ্বারা সমাজকে উন্নত করুন, যিনি প্রচারার্থী, তিনি ধর্ম্ম প্রচার করুন। যাঁহার যেমন শক্তি আছে, সেই শক্তি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে নিয়োগ করুন। সকলের নিকট এই আমার বিনীত অনুরোধ।"

এইরূপ আশা ও উৎসাহের বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া উপাসনান্তে উপাসকগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এখন সকলে প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। ব্রাহ্মসমাজের কথা অনেক বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মগণ অনেক উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব জানেন, তাহাতে জীবন রক্ষা হয় না। পরমেশ্বরের সেবা আবশ্যক। সেবাই সমাজের প্রাণ। সেবা না থাকিলে সমাজের অতি ভয়ানক অবস্থা হয়। প্রত্যেকে যদি নিজের সুখ ও সুবিধা লইয়া ব্যস্ত থাকেন, আত্মোৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হন, তবে সমাজ দাঁড়াইবে কোথায়? বৈরাগ্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়া স্বার্থ বলিদান করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। "শুধু কথায় কিছু হবে না রে, প্রাণ দিতে হবে।" ব্রাহ্মগণ! আর নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই, উঠুন, জাগ্রত হউন। ব্রাহ্মসমাজ আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। অনুকূল উত্তর প্রদান করিয়া আশ্বস্ত করুন।

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রম—পরিচারকগণ সংকল্প করিয়াছেন যে, আগামী মাঘোৎসব পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে প্রচার কার্য্যে

ব্রতী না হইয়া উপাসনা, পাঠ ও সদালোচনায় যাপন করিবেন। আশ্রমে প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণ ৮॥ ঘটিকার সময় পাঠ আরম্ভ হয়, ৯টার সময় সর্ব্বাঙ্গীন উপাসনা হয়। উপাসনান্তে নিম্নলিখিত স্তোত্রটি সমস্বরে পঠিত হইয়া থাকে,;—

নমো নমস্তে ভগবন্ দীনানাং শরণ প্রভো।
নমস্তে করুণাসিন্ধো নমস্তে মোক্ষ-দায়ক।
পিতা পাতা পরিত্রাতা ত্বমেকং শরণং সুহৃৎ।
গতির্মুক্তিঃ পরা সম্পৎ ত্বমেব জগতাং পতিঃ॥
পাপ-গ্রাহ-সমাকীর্ণে মোহ-নীহার-সংবৃতে।
ভবাব্ধৌ দুস্তরে নাথ নৌরেকা ভবতঃ কৃপা॥
ত্বৎ-কৃপা-তরণিং দেহি দেহি নাথ বরাভয়ং।
মৃত্যু-মায়াময়ে ঘোরে সংসারে দেহিমেঽমৃতং॥
ক্ষিপ্রং ভবতু শান্তাত্মা ভক্তস্তে ভক্ত-বৎসল।
নির্ব্বাণং যাতু পাপাগ্নিস্তৎপ্রসাদাৎ পরেশ্বর॥

হে ভগবন্, হে দীনশরণ, হে প্রভো, তোমাকে বার বার প্রণাম! হে করুণাসিন্ধো, হে মুক্তিদাতা, তোমাকে প্রণাম! তুমি পিতা, পাতা, পরিত্রাতা, একমাত্র আশ্রয় ও সুহৃৎ! হে জগৎপতি, তুমিই গতি মুক্তি ও পরম সম্পৎ। পাপ-প্রলোভন-সঙ্কুল ও মোহ-কুজ্ঝটিকাবৃত সংসার-সাগরে তোমার কৃপাই তরণিস্বরূপ। হে নাথ, সেই তরণি আমাদিগকে দেও। আমাদিগকে বরাভয় দান কর! মৃত্যু-মায়াময় এই সংসারে আমাদিগকে অমৃত ধাম দেখাও। হে ভক্তবৎসল, তোমার প্রসাদে পাপাগ্নি নির্ব্বাণ হউক ও তোমার ভক্ত ত্বরায় শান্তি লাভ করুক।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার সাধু-জীবন আলোচনা ও স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মজীবনের কথা হইয়া থাকে। প্রতি মঙ্গলবার রাত্রে সহায়দিগকে লইয়া বিশেষ উপাসনা হয়।

বর্ত্তমান সময়ে পরিচারকগণ এইরূপে সময় যাপন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরঙ্গবিহারী লাল, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের নিকট দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। এবং নিয়মিতরূপে অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থাদিও পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত গুরুদাস বাবু প্রতিদিন ব্রাহ্ম বালিকাশিক্ষালয়ে দুই ঘণ্টাকাল অবৈতনিক শিক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকেন এবং প্রতিদিন আশ্রমের মহিলাদিগকে মহর্ষি প্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ রীতিমত পড়াইয়া থাকেন ও সময় সময় পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে লেখেন।

বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল আশ্রমের পারিবারিক তত্ত্বাবধায়কতা করিয়া থাকেন এবং আশ্রমের ইতিবৃত্ত ও মফঃস্বলস্থ বন্ধুদিগের সহিত চিঠি পত্রাদি লেখেন। তিনি বিশেষভাবে হিন্দুশাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক তিনখানি কাগজে নিয়মিতরূপে লিখিয়া থাকেন।

সহায়দিগের মধ্যে বাবু যোগানন্দ দাস বিশেষভাবে পুস্তক বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। Book fund তাঁহার হাতে ন্যস্ত আছে। কলিকাতার যে সকল ব্রাহ্ম পীড়িত হইয়া সেবাপ্রার্থী হন, আশ্রম হইতে তাঁহাদিগের যথাসাধ্য সেবা করা হইয়া থাকে। সহায়গণ এ কার্য্যে বিশেষ অগ্রগণ্য।

আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলিকাতায় অবস্থিতিকালে আশ্রমের দৈনিক উপাসনায় প্রতিদিন বিশেষভাবে যোগদান করিয়া থাকেন। মফঃস্বল হইতে অনেক বন্ধুবান্ধব আশ্রমের প্রতি সহানুভূতি সূচক পত্র লিখিতেছেন এবং সদর ও মফঃস্বলের অনেক ধর্ম্মবন্ধু অর্থ সাহায্য করিতেছেন। দাতাদিগের নাম প্রকাশ করা আমাদের নিয়ম নাই। বাস্তবিক ধন্যবাদই তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায়।

বক্তৃতা—গত পক্ষে দুই শনিবার শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছাত্রসমাজে "মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন?" এ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা অতি সারগর্ভ ও চিন্তাপূর্ণ হইয়াছিল। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় সিটিকলেজ ভবনে "আমাদের আদর্শ কি?" এ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতা সুললিত হইয়াছিল; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার কোন কোন কথার সহিত অনেকে যোগদান করিতে পারেন নাই।

বিবাহ—২১০।৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ভবনে লক্ষ্ণৌপ্রবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তীর সহিত শ্রীমতী বিনোদিনী মুখোপাধ্যায়ের ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ২৯ বৎসর, পাত্রীর বয়স ১৮ বৎসর। এতদুপলক্ষে শ্রীনাথ বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ২৲ এবং ব্রাহ্ম পরিচারিকাশ্রমে ২৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। নব দম্পতীকে পরমেশ্বর ধর্ম্মপথে রক্ষা করুন। ইহাদের জীবনে তাঁহার শুভইচ্ছা পূর্ণ হউক।

প্রদেশীয় ব্রাহ্ম সমাজ—২২এ সেপ্টেম্বর হইতে ২৫এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কেহরা প্রার্থনা সমাজের ষোড়শ বার্ষিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ১ম দিন সন্ধ্যাকালে উপাসনা, দ্বিতীয় দিবস প্রাতঃকালে উপাসনা, রাত্রে প্রার্থনা। তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে উপাসনা, সন্ধ্যাকালে সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা। চতুর্থদিবস সন্ধ্যাকালে উপাসনা হইয়া উৎসব সমাপ্ত হয়।

শ্রাদ্ধ—মান্দ্রাজের দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শ্রীমান্ আইমনুস্বামী নাইডু গাড়ুর কন্যার শ্রাদ্ধ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। শ্রীমান্ রামস্বামী নাইডু গাড়ু আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরমেশ্বর শোকসন্তপ্ত পিতার প্রাণে শান্তি দান করুন।

দান—তিল্লি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল সাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ১৲ টাকা এবং ব্রহ্ম দেশপ্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সিংহ মহাশয় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা দাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিজ্ঞাপন।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৪ঠা আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১৫শ ভাগ।
১২শ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন শনিবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৴১০

গলিবে পাষাণ।

মরুময় প্রান্তরের বুকে
শুষ্ক তপ্ত পাষাণের গায়,
না ফুটিতে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
পাষাণেই শুকাইয়া যায়;

একটুতে মিটে না পিপাসা,
পায় যদি অতল সমান;
ঝাঁপাইয়া সে মহা সলিলে,
সুখে গিরি হয় শতখান।

সেইরূপ একটুতে পিতা
গলিবে না এ পাষাণ হিয়া,
কতবার দিয়াছ ত প্রেম
কতবার গেছে শুকাইয়া:

আরো দাও ঢেলে দাও আজ
বহে যাক্ আনন্দ তুফান;
সে অতল প্রেমেতে ডুবিয়া
গলিবে এ হৃদয় পাষাণ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

পাঠকগণের প্রতি—এবারকার তত্ত্বকৌমুদী বাহির করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। আমাদের যন্ত্রালয়ের কর্ম্মচারিগণ এই সময়ে কয়েকদিনের জন্য ছুটী পাইয়া থাকে। তাহাদের অনুপস্থিতিতে কাজ চলেনা বলিয়া প্রেস বন্ধ রাখিতে হয়। যাহা হউক অবিলম্বে আর এক পক্ষের তত্ত্ব-কৌমুদী বাহির হইবে। তৎপরে আশা করা যায় যে, তত্ত্ব-কৌমুদী আবার নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এবারে বিলম্ব হওয়ার জন্য যে ত্রুটী হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

রাজা রামমোহন রায়ের উদার ধর্ম্মভাব—কলিকাতা সহরে এরূপ একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, একদিন রাজা রামমোহন রায় সশিষ্যে স্বীয় বাস-ভবন-সংলগ্ন উদ্যানে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে একখানি প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে লইয়া যাইতেছে। প্রতিমাখানি বহুব্যয়ে অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। রাজার সহচরদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি সেদিকে রাজার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—"দেওয়ানজী দেখুন দেখুন! প্রতিমাখানি কি সুন্দর সাজাইয়াছে! রাজা দৃষ্টিপাত করিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজীতে বলিলেন,—"ব্রাদার ব্রাদার ও ত ক্ষুদ্র ধর্ম্ম, আমাদের উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম।" এরূপ শুনা যায়, এই কথা বলিতে রাজার চক্ষে দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল। ধর্ম্মের উদারতা কিরূপ ভাবে তাঁহার মনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের যে ট্রষ্টডীড লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমরা ইহার কিছু আভাস পাইয়া থাকি। কলিকাতার দক্ষিণে রাজপুর, হরিনাভি, বারুইপুর প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া এককালে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। ক্রমে মেটিয়াবুরুজের সন্নিকটবাহী স্রোতটী প্রবল হওয়াতে সে পুরাতন স্রোতটী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন গঙ্গার আর কিছুই নাই। কিন্তু গঙ্গার মাহাত্ম্যে এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকের এমনি প্রবল বিশ্বাস যে, লোকে প্রাচীন গঙ্গার খাতে পুষ্করিণী খনন করিয়া, তাহাতে স্নান করিয়া আপনাদিগকে গঙ্গাস্নানের ফলভাগী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। গঙ্গার এই প্রাচীন খাতে যে সকল পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে, লোকে তাহাকে গঙ্গা বলিয়া সম্বোধন করে; কিন্তু বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ করিবার জন্য খনন কর্ত্তার নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়া থাকে, অমুক বসুর গঙ্গা, অমুক ঘোষের গঙ্গা ইত্যাদি। আমরা অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি এইরূপ শব্দ শুনিয়া প্রকৃত গঙ্গাতীরবাসী ব্যক্তিগণ অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মজগতেও যেন এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। ধর্ম্মের এক অবিনশ্বর ও উদার স্রোত মানব-অন্তরে প্রবাহিত রহিয়াছে। ইহা যতদিন স্বাভাবিক থাকে, ততদিন ইহার উদার ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু ক্রমে সেই স্বাভাবিকত্ব বিনষ্ট হইয়া মানুষ সেই স্রোতের কিয়দংশ সেতুর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর আকারে পরিণত করে,—যথা ঐটা মহম্মদের ধর্ম্ম, ওটা যীশুর ধর্ম্ম, সেটা নানকের ধর্ম্ম ইত্যাদি। দেখিলে বোধ হয়, রামমোহন রায়ের দৃষ্টি এরূপ সমুদায় সংকীর্ণ সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্মের যে সার্ব্বজনীন স্রোত তাহার প্রতিই পতিত হইয়াছিল।

জ্ঞানের নিয়ামক ধর্ম্ম—বর্ষে বর্ষে ২৭শে সেপ্টেম্বর দিবসে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিনে এই মহানগরে তাঁহার স্মরণার্থে একটী সভা হইয়া থাকে, এবারও তাহা হইয়াছিল। উক্ত সভাতে যে সকল গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হয়, তন্মধ্যে বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষার ফল স্বরূপ একটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছিল। সেটী এই, বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষাতে এই এক মহা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে যে, সমাজের শাসনশক্তিকে পুরাতন আসন হইতে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে। পুরাকালে ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই সমাজ শাসনের শক্তি ছিল, তাঁহারা শাস্ত্রকার ও শাস্ত্রের উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহারা নিজ শক্তিতে প্রাচীন আর্য্যসমাজকে মৃৎপিণ্ডের ন্যায় গঠন করিয়াছিলেন, নীতি ও ধর্ম্মের মহিমা যথাসাধ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই শাসনশক্তি দিন দিন ব্রাহ্মণগণের হস্ত হইতে সরিয়া পড়িতেছে। তাঁহারা এক্ষণে যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাজপ্রসাদাপেক্ষী ও লৌকিক সুখ-প্রত্যাশী হইয়াছেন। বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষা অল্পে অল্পে প্রাচীন পুরোহিতগণের স্থানে ইংরাজী শিক্ষিত এক নূতন নেতৃদলের সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু এই নূতন নেতৃদল যে শক্তির দ্বারা সমাজ-শাসন করিবেন, সে শক্তি তাঁহাদের হাতে নাই। নীতি ও ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাবে তাঁহাদের অধিকাংশ লোক ধর্ম্মভাব-বিহীন হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছেন। নীতি ও ধর্ম্মে নিজেদের অনুরাগ না থাকিলে কিরূপে তাঁহারা সেই শক্তিকে অপরের মনে সঞ্চারিত করিবেন? সুতরাং বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজ নেতা ও শাসনকর্ত্তা বিহীন হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে ধাবিত হইতেছে। রাজা রামমোহন রায় যখন এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন, তখন যে এই ভাবী উচ্ছৃঙ্খলতার চিন্তা তাঁহার অন্তরে অভ্যুদিত হয় নাই তাহা কে বলিবে? বরং সেই আশঙ্কা থাকাতেই যেমন তিনি এক হস্তে জ্ঞানের দ্বারকে উন্মুক্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন, অপর হস্তে এক নূতন ধর্ম্মসেতু রচনা করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক জ্ঞান ও ধর্ম্মের একত্র সম্মিলন ব্যতিরেকে দেশের প্রকৃত মঙ্গল দৃষ্ট হয় না।

সাধন জঞ্জাল—প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, শ্মশানে, অথবা অন্য কোনও ভীষণ স্থানে গভীর সাধনে নিযুক্ত সাধকের নিকট নানা প্রকার ভয় বিভীষিকা উপস্থিত হইয়া থাকে। কখনও ব্যাঘ্র, কখনও সর্প, ভূত প্রেত ইত্যাদি সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে থাকে। কিন্তু যে সাধক এই ভয় বিভীষিকার মধ্যে স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে পারেন, তিনিই অবশেষে ইষ্টদেবতার দর্শন লাভে জীবন কৃতার্থ করেন। কিন্তু যিনি ভীত হন, তিনি যে কেবল আরাধ্য দেবতার প্রসাদ লাভ হইতে বঞ্চিত হন তাহা নহে, কিন্তু সেই অবস্থাতে তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়। এই প্রচলিত বিশ্বাসের মধ্যে গভীর উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। বিশ্বাসী সাধকের নিকট সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন কল্পনামাত্র। যিনি বিশ্বাসে প্রাণ দৃঢ় করিয়া বুদ্ধের দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার বলে অনুপ্রাণিত হইয়া, শ্মশানরূপ বৈরাগ্যক্ষেত্রে ব্রহ্মসাধনে নিযুক্ত হন, তিনি কোন ভয়ে ভীত হন না; সংসারের কোন ভয় তাঁহাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে না; নিজের প্রবৃত্তিকুল তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারে না;—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" ইহাই তাঁহার সাধন। ব্যাঘ্র মহিষ রূপ শত্রুর হস্ত অতিক্রম করিয়া সাধক অন্য অবস্থায় পতিত হন। প্রাচীন শাস্ত্রে এ সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। ইষ্টদেবতা তুষ্ট হইয়া বর দিবার জন্য আগমন করেন; "ধন লও, পুত্র লও, যশ লও" ইত্যাদি কত কথা সাধকের কর্ণে বার বার বলেন। কিন্তু যে সাধক অল্পে তুষ্ট হন, স্বর্গে যাইয়া যাহার সংসারের আসক্তি টুটে নাই, তিনি ধন পুত্র লইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হন। কিন্তু যথার্থ সাধক বলেন "আমি তোমাকে চাই—আর এই ত্রিভুবনের কোন বস্তুর জন্য আমি প্রার্থী নহি"। ইষ্টদেবতা "ইন্দ্রত্ব লও, রাজত্ব লও" ইত্যাদি বরে অসন্তুষ্ট সাধককে পরিশেষে আত্মদান করিয়া কৃতার্থ করেন।

মহর্ষিদিগের ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম সাধনের অন্তরায় সম্বন্ধে প্রাচীন সাধুদিগের কথা আমাদের অনেক উপকারে আসিবে। ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্ম হইয়াছি। আমরা যদি সাধন-পথের বিঘ্নের ভয়ে ভীত হই বা সামান্য পার্থিব সুখ সৌভাগ্য লইয়া সন্তুষ্ট হই, তবে আর বর্ত্তমান-কালের ধর্ম্ম আমাদের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। একদিকে যেমন আমরা কোনও বিভীষিকা দর্শনে পশ্চাৎপদ হইব না। তেমনি অপর দিকে অল্প বরে সন্তুষ্ট হইব না। অল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তির আর উন্নতির স্পৃহা থাকে না; সে পার্থিব সুখ সম্পদে, ধনে ও মানে, তৃপ্ত থাকিয়া আর পরমার্থ অন্বেষণ করে না। যে ব্রহ্ম দর্শনের জন্য সে এক সময়ে লালায়িত ছিল, সে লক্ষ্য আর তাহার চক্ষের নিকটে থাকে না। কিন্তু প্রকৃত পিপাসু সাধক ঈশ্বরকে বলেন "থাক্, পার্থিব সুখ সম্পদ, তোমাকে হাতে পাইয়াছি তাহাতেই আমি কৃতার্থ।" এ বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার একটী আখ্যায়িকা বলিয়াছিলেন। একস্থানে এক জন নবাব ছিলেন তাঁহার একমাত্র বেগম। আর সেই বেগমের প্রতি তাঁহার এতদূর প্রেম যে বেগমকে ছাড়িয়া একটী দিনের জন্যও স্থানান্তরে যাইতে পারিতেন না। বেগম একদিনের বিচ্ছেদও সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার নবাব সাহেবের ইচ্ছা হইল যে মৃগয়া খেলিতে যাইবেন। বয়স্যগণও সে বিষয়ে তাঁহাকে ত্বরা দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বেগমের বিনোদনের উপায় কি হইবে এই ভাবিয়া

নবাব গভীর চিন্তার মধ্যে পড়িলেন। তাঁহার যাইতে ও আসিতে প্রায় ৪০ দিন লাগিবে। ঐ চল্লিশ দিন প্রণয়িনীর পক্ষে চল্লিশ যুগ সমান বোধ হইবে। অবশেষে নবাব এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। জগতের নানা প্রকার বিচিত্র পদার্থ সংগ্রহ করিয়া রাজপ্রাসাদের চল্লিশটী কামরা এরূপ সাজাইলেন যে, একটী ভাল করিয়া দেখিতে একদিন অতিবাহিত হয়। তখন নবাব চিন্তা করিলেন যে বেগম এক এক দিন এক একটী করিয়া যদি পর্য্যবেক্ষণ করেন তবে সেই আমোদে সমস্ত দিন কাটিয়া যাইবে। অবশেষে সায়ংকালে তিনি এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবেন যে, তাহাতে তাঁহার সুনিদ্রা হইবে। এই ভাবিয়া তিনি চল্লিশটী কামরা পূর্ণ করিলেন ও তাহার চাবিগুলি বেগমের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই চল্লিশ কামরা তোমার জন্য সাজান রহিল, তোমার ভগিনীদিগকে আনাও, সকলে মিলিয়া এক এক কামরা এক একদিন দেখিবে। তাহা হইলে কোথা দিয়া এই চল্লিশ দিন কাটিয়া যাইবে তাহা জানিতেও পারিবে না। চল্লিশ দিন পরেই আমি আসিয়া উপস্থিত হইব। কিন্তু একটী এক চল্লিশের কামরা আছে, তাহারও চাবি তোমার হস্তে দিয়া যাইতেছি, কিন্তু সেটী খুলিতে নিষেধ রহিল। সাবধান সেটী খুলিও না।" এই বলিয়া নবাব মৃগয়াতে প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রাতেই বেগম আপনার ভগিনী ও বয়স্যাদিগকে আনাইলেন। অবলাগণ আসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা ভাই! একচল্লিশের কামরাতে কি আছে, কেন সেটা খুলিতে নিষেধ করিলেন? তবে নিশ্চয় সথানে কিছু আশ্চর্য্য জিনিষ আছে। চল সেইটাই অগ্রে খোলা যাউক।" পতির অবাধ্য হইতে প্রথমে বেগমের মন সরিল না, কিন্তু অবশেষে তাঁহাদের প্ররোচনাতে তাঁহারও চিত্ত ভ্রান্তি উপস্থিত হইল। সকলে একবাক্যে সেই গৃহটী খোলাই স্থির করিল। কিন্তু গৃহটী খুলিবামাত্র কতকগুলি দৈত্য দানব বাহির হইয়া তাঁহাদিগকে ভয়ে অভিভূত করিয়া ফেলিল, এবং বাড়ীতে মহা উপদ্রব করিল। সেই ভয়ে, লজ্জাতে ও অনুতাপে অভিভূত হইয়া বেগম পীড়িতা হইয়া পড়িলেন। চল্লিশ দিন রোগশয্যাতে মরণাপন্ন হইয়া রহিলেন। নবাব ফিরিয়া আসিয়া পত্নীর এই অবস্থা দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক বেগম আরোগ্যলাভ করিলে নবাব বলিলেন,—"যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে, এখন একবার চল্লিশ কামরাতে গিয়া দেখ তোমার জন্য কি আয়োজন করিয়াছিলাম।" তখন বেগম হাসিয়া কহিলেন,—"তোমার বিচ্ছেদের দুঃখ নিবারণের জন্যই চল্লিশ কামরা। এখন স্বয়ং তোমাকে পাইয়াছি আর চল্লিশ কামরাতে প্রয়োজন কি?"

এই আখ্যায়িকাটী হইতে অনেকাংশে উপদেশ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ মানবের কি স্বভাব যে, যে কামরাটী খুলিতে নিষেধ ছিল, সেইটী খুলিবার জন্য অগ্রেই প্রবৃত্তি জন্মিল। ইহা দেখিয়াই এতদ্দেশীয় চার্ব্বাকগণ বলিতেন নিবৃত্তিমার্গ অপেক্ষা প্রবৃত্তিমার্গ ভাল। যাহা হউক যে উপদেশটী প্রধানতঃ লাভ করা যাইতেছে, তাহা এই—সেই সত্যকে যাঁহারা জানিয়াছেন, ধন, সম্পদ থাকিলেও তাঁহারা তাহার প্রতি উদাসীন। তাঁহাদের চিত্ত অন্যে সন্তুষ্ট নহে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

যে আপনাকে চায় সে আপনাকে হারায়,
যে আপনাকে হারায় সে আপনাকে পায়!

বর্ত্তমান সময়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল ইংরাজ পণ্ডিত মানবের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন যে, সুখোৎপত্তি বা দুঃখ-নিবৃত্তির উদ্দেশেই মানুষ কার্য্য করিয়া থাকে। এই তত্ত্বটী অনুভব করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, যে সুখ সাধনই মানবের কার্য্যের লক্ষ্য এবং তদ্দ্বারাই মানবের কার্য্যের বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ যে কার্য্য দ্বারা নিজের ও জগতের অধিকাংশ লোকের সুখ তাহাই সৎকার্য্য, আর যাহার দ্বারা দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা অসৎকার্য্য।

এই মতটী যে জগতে সম্পূর্ণ নূতন তাহা নহে। এতদ্দেশীয় হিন্দু-দর্শনকারগণও বার বার উল্লেখ করিয়াছেন যে, দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখোৎপত্তিই মানবের সকল কার্য্যের চরম লক্ষ্য। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত ইংরাজ পণ্ডিত কিছুকাল পরে আর একটী তত্ত্ব অনুভব করিলেন যে, সুখোৎপত্তির দ্বারা মানবের কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিতে হইবে বটে, কিন্তু সুখকে লক্ষ্য স্থলে রাখিয়া কাজ করিলে চলিবে না। মানব-মনের এই এক আশ্চর্য্য অবস্থা দেখা যায় যে, সুখকে চাহিলে পাওয়া যায় না। যতই সুখ সুখ করিয়া ছুটিবে, ততই ইহা ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় তোমার হস্ত হইতে সরিয়া যাইবে। এক একটী শিশুর প্রকৃতি এরূপ দেখা যায় যে, আপনা হইতে আস্তে আস্তে তোমার নিকট আসিতেছিল, যেই তুমি সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলে ও "এস এস" বলিয়া আদর করিলে, অমনি সে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। সুখও সেইরূপ, তুমি যদি সুখের কথা না ভাবিয়া, সেদিকে প্রত্যাশা না রাখিয়া ঈশ্বরাদেশ পালন করিয়া যাও, সুখ আপনা হইতে তোমার ক্রোড়ে আসিবে, কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সুখ সুখ করিয়া লালায়িত হও, সুখ তোমার ত্রিসীমাতে আসিবে না। ইহা ঈশ্বরের মঙ্গল রাজ্যের একটী নিয়ম। অপর সকল পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে এই নিয়ম, যে চায় সেই পায়। বিদ্যা যদি না চাও, অর্থাৎ উপার্জ্জনের জন্য যদি শ্রম না কর, তাহা হইলে বিদ্যা পাইবে না; ধন যদি না চাও অর্থাৎ ধনলাভের জন্য যদি প্রয়াসী না হও, তবে ধন পাইবে না; কিন্তু সুখের সম্বন্ধে এই নিয়ম যে চায় সে পায় না, যে না চায় সেই পায়।

আমাদের বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত কেবলমাত্র সুখের সম্বন্ধে এই নিয়মটীর উল্লেখ না করিয়া যদি এই কথা বলিতেন যে, যে আপনাকে চায় সে আপনাকে পায় না। মানবের স্ব-পরতা দুই প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সুখ সুখ করিয়া ব্যস্ত, সে যেমন স্ব-নিরত, যে দুঃখ দুঃখ করিয়া সর্ব্বদা হা হতোস্মি করে, সেও তেমনি স্ব-নিরত। কারণ উভয়েরই মনের ভাব এই—আমার জীবনে দুঃখ আসিবে কেন?

ঈশ্বর কেন আমাকে নিরন্তর সুখে রাখিবেন না? আমি যেন তাঁর আদুরে ছেলে বা আদুরে মেয়ে, আমাকে কেবল দুগ্ধের বাটীতে চিনি দিয়া মুখে ধরিয়া ধরিয়া পালন করিতে হইবে। যেন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনটুকুর ভিতরে সুখ বর্ষণ করা ভিন্ন তাঁহার কাজ থাকিতে পারে না। এই সকল স্ব-পরায়ণ ব্যক্তিকে যদি বলা যায়, "তুমি কি মনে কর ঈশ্বরের এই বিস্তৃত রাজ্যে তুমিই একটী প্রাণী দুঃখভোগ করিতেছ? চতুর্দ্দিকে আরও কত জীব কত দুঃখ ভোগ করিতেছে, কেন তাহাদের দুঃখ লইয়া একটু ব্যস্ত হও না? চক্ষুটা নিজের দুঃখ হইতে তুলিয়া তাহাদের দুঃখের উপরে একবার ফেল না কেন? পরের ভাবনা ভাবিতে গিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাও, দেখিবে প্রচুর সুখ আপনাপনি মিলিবে। স্বার্থপর হইয়া সুখ সুখ করিয়া চীৎকার করিয়া মরিলেও সুখ পাইবে না, পাইবে না, পাইবে না। এ সকল কথা তাঁহারা কর্ণে গ্রহণ করিতেও পারেন না। কিন্তু বিধাতার রাজ্যের নিয়মই এই।

সুন্দরবনের জঙ্গলের মধ্যে মৌচাক হইতে যাহারা মধু সংগ্রহ করিতে যায়, তাহাদের বিষয়ে এরূপ শুনা যায় যে, যখন এক ব্যক্তি এক দৃষ্টিতে মধুমক্ষিকার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধাবিত হইতে থাকে, তখন অপর দুই ব্যক্তি সশস্ত্র হইয়া তাহার উভয় দিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে হিংস্র শ্বাপদকুলের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিতে থাকে। সত্যের উপরে যাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, ধর্ম্মকে যিনি সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করেন, ধর্ম্মই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার রক্ষার উপায় আপনাপনি আসিয়া জুটে।

মহাত্মা যীশু একদিন উপদেশাদি দিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন কতকগুলি লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় যাইতেছ?" তাহারা উত্তর করিল, "প্রভু আপনার সঙ্গে আপনার বাড়ীতে যাইতেছি।" তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন—"শৃগালদিগের গর্ত্ত আছে, পক্ষিদিগের বাসা আছে, কিন্তু আমার মস্তক রাখিবার স্থান নাই, তোমরা কোথা যাইবে?" বাস্তবিক যীশুর ঘর, বাড়ী বা অদ্য ভক্ষ্য কিছুই ছিল না। অথচ এরূপ শুনা যায় না, যে তিনি অনাহারে বা আশ্রয়াভাবে ক্লেশ পাইতেন না। তাঁহার উৎকৃষ্ট আহার ও উৎকৃষ্ট স্থান সর্ব্বদাই জুটিত। যে সুগন্ধি দ্রব্যে রাজাদের শরীর ক্ষালিত হয় না, সেই সুগন্ধি জলে তাঁহার চরণ ক্ষালিত হইত। অতএব দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত দেখিতেছি যে, তিনি পার্থিব সুখ সৌভাগ্য না চাহিয়াও পাইয়াছিলেন। তাঁহাতে এবং আমাদের ন্যায় অল্প বিশ্বাসী লোকে এই প্রভেদ যে, আমরা তেমন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ধর্ম্মকে অন্বেষণ করিতে পারি না। ইহা নিশ্চিত যে, ঈশ্বরের এই মঙ্গলময় রাজ্যে যে আপনাকে হারায় সেই আপনাকে পায়!

প্রভু পরমেশ্বর আমার আলোক আমি কাহাকে ভয় করিব?

পূর্ব্বোক্ত উক্তিগুলি সুবিখ্যাত প্রাচীন য়িহুদী নরপতি দায়ূদের সংগীতের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশ্বর আমার আলোক আমি কাহাকে ভয় করিব? একবার বাক্যটীর গভীরতা ও গুরুত্বের বিষয় চিন্তা করা যাউক। আমরাও উপাসনা কালে ও অন্য সময়ে বলিয়া থাকি, ঈশ্বর আমাদের জীবনের আলোক কিন্তু আমাদের এরূপ বোধ হয় যে, ইহার গুরুত্ব সম্যকরূপে প্রতীতি না করিয়াই অনেক সময় ওপ্রকার কথা ব্যবহার করিয়া থাকি।

মনে করা যাউক অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার নিশিতে দুই জন লোক দুই বিভিন্ন দিক্ হইতে পথ চলিতেছে। এক জনের হস্তে একটী আলোক আছে, অপরের হস্তে কিছুই নাই। পথটী দুর্গম ও সঙ্কট-পরিপূর্ণ। একটু অসাবধানে পদবিক্ষেপ করিলেই গভীর জলপূর্ণ জলাশয়ের মধ্যে, না হয় পঙ্কিল গর্ত্তের মধ্যে পতিত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় কি দুই জনেই তুল্যরূপ নির্ভয়চিত্তে অগ্রসর হইতে পারে? কখনই না। যে অন্ধকারে পদবিক্ষেপ করিতেছে, সে প্রতিপদেই সশঙ্কচিত্তে পদার্পণ করিতে থাকে; কখন কোন সংকটে পা ফেলি! মনের ভয় কোনমতেই যায় না। কিন্তু যে ব্যক্তির হস্তে আলো আছে তাহার মনের ভাব অন্য প্রকার। তিনি নির্ভীকচিত্তে দ্রুতগতিতে চলিতেছেন, পথের পার্শ্বে বিপদ বা সংকট আছে, সে চিন্তা কিছুতেই তাঁহার মনে আসে না; কারণ তাঁহার আলোক তাঁহার নেতা; তিনি সেই আলোকের সাহায্যে সমুদায় পরিহার করিয়া যাইবেন।

ঈশ্বরের আলোকেও তাঁহার আদেশে যাঁহারা জীবনের পথ দেখিয়া চলিয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই এইরূপ নির্ভীকচিত্ত। কারণ তাঁহাদের ত আর স্বার্থের বা সুখাসক্তির কোনও বন্ধন নাই, তবে ভাবনা আসিবে কিরূপে? যাঁহার সত্য, তিনিই তাঁহার সত্যকে রক্ষা করিবেন তাহাতে ভাবনা কি? নির্ম্মল চিত্তের এক প্রকার সাহস আছে, যাহা কলুষিতমনা ব্যক্তি কখনই জানিতে পারে না। সাধু যাঁহার অভিসন্ধি তাঁহাকে দমন করা বা ভগ্ন করা পৃথিবীর সাধ্য নহে! সে চিত্ত নিজ পবিত্রতার বায়ুতে বাস করে; নিজ পবিত্রতার আলোকে পথ দর্শন করে; নিজ বিশুদ্ধ সংকল্পরূপ ধর্ম্মের দ্বারা আবৃত থাকে। তুমি দূর হইতে কত দুরভিসন্ধির আরোপ করিতেছ, কখনও বিরক্ত, কখনও অনুরক্ত হইতেছ কিন্তু সে চিত্তের হয়ত সে চিন্তাও নাই। সে আর এক জগতে, আর এক হাওয়াতে, আর এক আলোকে বাস ও বিচরণ করিতেছে। নির্ম্মল চিত্তই ঈশ্বরালোকে উদ্দীপ্ত এবং শিশুর ন্যায় নির্ভয়, নির্ভরশীল ও স্বাধীন। শিশু যখন আপনার গৃহে মাতৃ-সন্নিধানে বাস করে, তখন তাহার ভাবের মধ্যে কেমন স্বাধীনতা, নির্ভয়তা, ও নির্ভরশীলতা। যথা ইচ্ছা যাইতেছে, যথা ইচ্ছা বসিতেছে, যাহা ইচ্ছা স্পর্শ করিতেছে! সংকোচ জানেনা। নির্ম্মল অভিসন্ধি ও ঈশ্বরের আলোকে

যে চিত্ত উজ্জ্বল তাহাও সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে চিত্ত সেই প্রকার প্রসন্ন ভাবে ও নির্ভয়ে ধর্ম্ম-জগতে বাস করে। এ বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধুগণের মধ্যে কেমন ভাবগত সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। উপনিষদকার ঋষিগণ বলিয়াছেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" দায়ুদ যাহাকে ঈশ্বরের আলোক বলিয়াছেন, ঋষিগণ তাঁহাকেই ব্রহ্মের আনন্দ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকলের সত্যতা কি আমরা জীবনে প্রতীতি করি নাই? আমাদের ধর্ম্ম জীবনে এরূপ সংকটের অবস্থা কি কখনও কখনও আসে নাই, যখন সম্মুখের পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইয়াছে, বিশ্বাস ও নির্ভরের অভাবে ভবিষ্যতের অভিমুখে এক পা বাড়াইতেও মন পশ্চাৎপদ হইতে চাহিয়াছে। কল্পনা কত নূতন বিপদের সৃষ্টি করিয়াছে। অগ্রসর ব্যক্তিগণ সত্য পথ আশ্রয় করিবার জন্য কত উৎসাহকর বাক্য বলিয়াছেন। বলিয়াছেন,—"ভয় নাই, যে সকল বিপদের আশঙ্কা করিতেছ, তাহার কিছুই ঘটিবে না, তুমি সাহস ভরে অগ্রসর হও, দেখিবে কোনও বিপত্তি থাকিবে না।" কিন্তু কোনও আশ্বাস বচনে চিত্তে সাহসের উদয় হয় নাই। সংশয়ের কুয়াসা চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সেই কুয়াসার মধ্যে ক্ষুদ্র তরুটি প্রকাণ্ড দৈত্যের মত বোধ হইয়াছে। অবশেষে যখন চিন্তার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; যখন আহারে রুচি ও রাত্রিতে নিদ্রা তিরোহিত হইল, যখন প্রবল দুশ্চিন্তাতে শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে লাগিল; তখন মনের স্বাবলম্বন শক্তি চলিয়া গেল। মন অসহায় ও অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বর চরণে পতিত হইয়া বলিল—"তোমার আলোকটা একবার দেখাও, আমি আপনার পা রাখিবার মত জমি দেখিয়া লই।" যেমনি এই ব্যাকুল প্রার্থনা, অমনি দিব্যালোকের অভ্যুদয়। যে পথকে সংশয় কুয়াসাচ্ছন্ন দেখিতেছিলাম, তাহা আলোকে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব শান্তি ও সাহসের অভ্যুদয় হইল। তখন পুরাতন প্রশ্ন সকল স্মরণ করিয়া মনে মনে আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল, যে এমন সকল পরিষ্কার বিষয়েও সন্দেহে আকুল ছিলাম। তখন অপরে ভয় দেখাইলেও আর মনে ভয় স্থান পায় না। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! ঈশ্বরের আলোক, সাহস ও স্বাধীনতা আনিয়া দেয়।

আমরা বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে যখন পড়িতাম, তখন প্রতিদিন অঙ্ক পুস্তক দেখিয়া অঙ্ক কষিতাম। যে অঙ্কগুলি দুই চারিবার চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিতাম না, সেগুলিতে দাগ দিয়া অপরগুলি কষিয়া যাইতাম। পরে যখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা করিতে গেলাম, তখন বালকেরা সেই সকল অঙ্ক কষিবার জন্য আনিল। তখন দৃষ্টিমাত্র তাহা কষিবার পথ দেখিতে পাওয়া গেল। মনে মনে আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলাম যে, এমন সহজ অঙ্কগুলিও এক সময়ে কষিতে পারি নাই! যে পথ আমরা পূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই, সে পথ যে আজ দেখিতে পাইলাম, ইহার কারণ কি? কারণ এই কয়েক বৎসরের মানসিক চালনাতে যে শক্তি বিকাশ হইয়াছে, সেই শক্তিই আলোক স্বরূপ হইয়া পথ দেখাইয়াছে। অধ্যাত্ম বিষয়েও এইরূপ বুঝিবে। আজ যে সকল আধ্যাত্মিক প্রশ্ন তোমার নিকট জটিল ও দুরূহ বোধ হইতেছে, তুমি উপাসনাশীল হও, আধ্যাত্মিক শক্তিকে জাগ্রত কর, দেখিবে সে সকল প্রশ্নের উপরে এরূপ আলোক আসিয়া পড়িবে, যে তাহা অনায়াসে তোমার বোধগম্য হইবে। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন ঈশ্বরের আলোক। সেই আলোকের সাহায্যে ধর্ম্ম তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়।

সমাজ সংগঠন।

(প্রাপ্ত)

অনেকের মুখে অভিযোগ শুনা যায় ব্রাহ্মসমাজ নামে আর একটা দল বাঁধিবার কি প্রয়োজন ছিল। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও প্রচার করিয়া কার্য্য শেষ করিবেন। সমাজ গঠন করিলে তাহার মধ্যে নানা প্রকারের লোক প্রবেশ করে, নানা প্রকার পাপ দুর্নীতি স্থান পায়। সুতরাং সমাজ গঠন দ্বারা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে অনেক পরিমাণে লোকের চক্ষে হীন ও মলিন করা হইয়াছে, ব্রাহ্মগণ বাধ্য হইয়া অনেক প্রকার পাপ ও কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়া সামাজিকতা রক্ষা করিতেছেন। দোকান করিয়া বসিলে যেমন দশজন লোক অবশ্যই আসিবে—কেহ দু টাকার জিনিসপত্র ক্রয় করিবে—কেহবা তোমাকে এক ঘণ্টা বিরক্ত করিয়া শূন্য হস্তে যাইবে—অথচ এক পয়সার দ্রব্য ক্রয় করিবে না, সামাজিক ধর্ম্মেরও ফল সেই প্রকার। সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে যাইয়া ঈশ্বরের নাম কর—কেহ তোমার সঙ্গী হইতে চাহিবে না; কারণ তোমার সঙ্গী হইতে গেলে তাঁহার দুখানা পা সংসার ভূমি হইতে উঠাইয়া লইয়া শূন্যের উপর স্থাপন করিতে হয়—সংসারের ষোল আনা সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু সংসারের মধ্যে ধর্ম্মের নামে যদি কোন স্থান রাখ, তবে সেস্থানে দশজন লোক যাইবে। কেহ তোমার ভাবে মিলিয়া ধর্ম্মের জন্য সরল হৃদয়ে তোমার সঙ্গে যাইবে—কেহ সংসারের স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য তোমাকে বিরক্ত করিবে। সুতরাং সমাজ মধ্যে পবিত্রতা রক্ষা করা, জীবন্ত ধর্ম্মভাবকে অক্ষুণ্ন রাখা, অতি কঠিন কার্য্য। যিনি জাতিভেদ রক্ষা করেন না—এবং মতে এক ঈশ্বর বিশ্বাসী, তিনিই ব্রাহ্ম এই মত অবলম্বন করিয়া অনেক প্রকারের লোক সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায়। একজন কোন অপরাধ করিয়া হিন্দু সমাজ হইতে জাতচ্যুত হইল—সে ব্রাহ্মের খাতায় নাম লিখাইতে পারে। একজন অসবর্ণ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইল, সেও ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারে। একজন বয়স্কা রমণী পাণিগ্রহণেচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিতে পারেন। এইরূপ নানাপ্রকার ভ্রষ্টাচারী, স্বেচ্ছাচারী ও সংস্কারপ্রার্থী লোক এই সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায়। শুধু যে সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পায় তাহা নহে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ পরিচালন করিবার শক্তিও সেই প্রকার লোকের হস্তে পড়িয়া থাকে। এইরূপ লোক লইয়া

ব্রাহ্মসমাজ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মসমাজের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ধর্ম্মের জন্য যিনি এই সমাজে যোগ না দেন, তিনি যে কেবল নিজের ক্ষতি করেন তাহা নহে, এই সমাজকে অধঃ-পাতিত করিবার মূলীভূত কারণরূপে বিরাজিত থাকেন। ভ্রষ্টা-চারিণী পতিতা রমণীকে উদ্ধার করিবার জন্য কেহ সাহায্য করিতে পারেন, তাহার ধর্ম্মশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে আপন পরিবারে রাখা—আপন বালক বালিকাদিগকে তাহার সহিত মিশিতে দেওয়া গুরুতর চিন্তার বিষয়। নিজ দেহে উষ্ণতা নাই বলিলেই হয়; আবার বরফের ন্যায় শীতল বস্তুর সংস্পর্শে আপন দেহ স্পর্শ করাইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ উষ্ণতা-বোধ একবারে বিনাশ করা কি কর্ত্তব্য?

জীবনের ক্ষেত্রকে ততক্ষণ স্বাধীনতার ক্ষেত্র বলিব যতক্ষণ ইহাতে ধর্ম্মের আগুন জ্বলিতে থাকে। কিন্তু যাই ধর্ম্মের আগুন নির্ব্বাণ হইল, অমনি ইহা স্বেচ্ছাচারিতার ও উচ্ছৃঙ্খল-তার অভিনয়ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। ব্রাহ্মসমাজে যদি একদিকে উৎকট স্বাধীনতা, অন্যদিকে ধর্ম্মের ম্লানতা মিলিত হয়, তবে ফল বড়ই ভয়ানক হইবে!

কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটা বড় ভোজের আয়োজন হইতেছিল। অনেক ভাল ভাল পাচক আসিয়াছে—আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অনেকে রন্ধনকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। পাচকগণ নানাবিধ ব্যঞ্জন রন্ধনে বিশেষ মনোযোগী। সকলেই আসিয়া বলিতেছেন, সাবধান, লবণ কিন্তু দিও, লবণ না দিলে সব বৃথা। এই বলিয়া কিঞ্চিৎ লবণ সকলেই সেই উৎকৃষ্ট দ্রব্য সমূহে নিক্ষেপ করিতেছেন। সকল পাচক, সকল আত্মীয় স্বজন, সকল কর্ত্তার একবুলী—"লবণ দিও দিও"। লবণের উপর এত চোট কেন? পূর্ব্বে একদিন বেনেদের বাড়ীতে একটা বড় ভোজে অলবণ তরকারী হইয়াছিল; তাই আজ লবণের প্রতি সকলের দৃষ্টি। অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল, বহুলোক আহারে বসিল। কিন্তু ব্যঞ্জন আর কেহ মুখে দিতে পারিল না। বহু পরিশ্রমে প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি নর্দ্দমায় নিক্ষিপ্ত হইল—কুকুর বিড়ালও তাহাতে মুখ দিল না।

আমাদেরও সেই দশা। বিবেকের স্বাধীনতা না থাকিলে দেশ অধঃপাতে যায়—ধর্ম্ম লাভ হইতে পারে না। বিবেকের স্বাধীনতা চাই। এ অতি সত্য কথা। তাই বলিয়া কি যাহা বুঝি না, যাহা কল্পনার চক্ষেও দেখিতে পাই না—তাহা আমার মনোমত করিতে হইবে? বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ গঠনের প্রণালী কি? ব্রাহ্মসমাজ নূতন সমাজ, নূতনতা লইয়া গঠিত হইতেছে, নূতন আচার নীতি—ভাল মন্দ ভেদ নাই। যাহা যাহার ভাল লাগিতেছে, সুবিধা বোধ হইতেছে, তাহাই সমাজ মধ্যে স্থান পাইতেছে। এই সমাজের মা বাপ কে? সামাজিক আচার নীতি গঠনের কর্ত্তৃপক্ষ কেহ কি আছেন? বৃদ্ধগণ যাহা সমাজের কল্যাণকর বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা যুবকদল অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছে। বহুদিনের পূর্ব্বের রীতি নীতি ভাঙ্গিতেছে, কিছু নূতন আদর্শ স্থাপন করিতেও অসমর্থ। কেহ প্রাচীন হিন্দুজাতির সামাজিক রীতি রক্ষা করিয়া সমাজ গঠন করিতে ব্যস্ত; আবার অন্য কেহ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আদর্শ করিয়া তাহার অনুকরণে সচেষ্ট। যিনি যাহা সুবিধাজনক মনে করিতেছেন, যিনি যাহা আদর্শ স্থির করিতেছেন, তিনিই তাহা সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। ইহার ফল সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা এবং পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অপ্রেম।

যে সমাজে নূতনের আদর নাই, সকলেই প্রাচীন লইয়া থাকিতে ব্যস্ত, সেই সমাজের উন্নতি হয় না। কিন্তু সমাজ মধ্যে নূতন বিষয় প্রবিষ্ট করিবার পূর্ব্বে বিশেষ চিন্তা ও বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন।

ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ লোক হিন্দুসমাজ হইতে আগত। সুতরাং তাহাদের প্রাচীন রীতি নীতি হিন্দুরীতি। যে সকল হিন্দু রীতি নীতি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী, তাহা ব্রাহ্মগণ সর্ব্বদা পরিহার করিবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু নূতন সমাজ গঠন করিয়া সর্ব্বপ্রকার হিন্দু রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়া শূন্যে দাঁড়াইয়া সমাজ গঠন করা অতি কঠিন কার্য্য।

নূতন সমাজ গঠন করিবার সময় কতকগুলি প্রাচীন রীতিকে ভিত্তি করিয়া ক্রমে বিশেষ পরীক্ষা, আলোচনা এবং বিচার দ্বারা সামাজিক রীতি নীতি পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। পুস্তকে পঠিত বিষয় কার্য্যে পরিণত করা সকল সময় সুবিধাজনক নহে এবং সকল অবস্থাতে সঙ্গতও নহে। সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্ত্তন ও শাসনাদি সম্বন্ধে বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অভিজ্ঞতার ফল ও পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাহা কল্পনায় সুন্দর, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে বিষময় ফল উৎপন্ন করিতে পারে। অনেক "যদি"র উপর একটাকে দাঁড় করান যায় বটে, কিন্তু সকলের নিম্নের "যদি" টা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেই, সকল "যদি"র বিনাশ হইয়া যায়। (১) যদি সকল লোক হিংসা, দ্বেষ পরিত্যাগ করে, (২) যদি কেহ অন্যের দ্রব্যে লোভ না করে, (৩) যদি সকলে জিতেন্দ্রিয় হয়, তবে এত অর্থব্যয় করিয়া শান্তিরক্ষক, সৈন্য ও গুলি গোলা রাখিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রকার "যদি"র উপর নির্ভর করিয়া কি কোন কার্য্য করা যায়? সামাজিক নিয়ম সমাজের অবস্থা অনুসারে করিতে হয়। যে সমাজের লোক অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ, যে সমাজের স্ত্রী-পুরুষ বাল্যকাল হইতে পবিত্রভাবে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছে, যাহারা সর্ব্বদা প্রাণপণে বিবেকের ও সত্যের আদেশ প্রতিপালন করিতে যত্নশীল, সেই সমাজে নরনারীর যতটা স্বাধীনতা থাকা উচিত, সেই সমাজে যে প্রকার রীতি নীতি প্রচলিত থাকা উচিত, ধর্ম্মবিহীন, স্খলিত-চরিত্র লোক দ্বারা পূর্ণ সমাজে অবশ্যই সেই প্রকার রীতি নীতির প্রবর্ত্তন হওয়া প্রার্থনীয় নয়। বর্ব্বর সমাজেও দুই চারি জন লোক আদর্শ সমাজের ভাব কতক পরিমাণে প্রাপ্ত হইতে পারেন; কিন্তু সমাজের অবস্থার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যদি সেই আদর্শভাব তিনি প্রচলিত করেন, তাহাতে সুফল উৎপন্ন না হইয়া বরং কুফল উৎপন্ন হইবে। দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন উপাদেয় বস্তু বটে, কিন্তু বিসূচিকা রোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষে তাহা

বিষতুল্য। মানবের সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে যে সকল রীতি নীতি প্রবর্ত্তিত হয়, সেই সম্বন্ধেই এই সকল যুক্তিতর্ক প্রযোজ্য। ধর্ম্মনিয়ম সম্বন্ধে মানবের ফলাফল চিন্তা করিবার অধিকার নাই—যাহা ধর্ম্ম, সত্য, তাহা সর্ব্বদা এবং সকল অবস্থায় পালনীয়।

যদিও বলা হইয়াছে সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে বৃদ্ধদিগের মতামত অধিক মূল্যবান, কিন্তু যুবক প্রৌঢ় সকলেরই এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা ও চিন্তা প্রয়োগ করিবার অধিকার থাকিবে। যুবক ও বৃদ্ধের সম্মিলন ভিন্ন কোন সমাজের উন্নতি হইতে পারে না। বৃদ্ধদিগের গতি স্থিতিশীলতার দিকে। যুবকদিগের গতি পরিবর্ত্তনের দিকে—নূতনত্বের দিকে। যুবকগণ যদ্যপি বৃদ্ধদিগকে অতিক্রম করিয়া আপন ইচ্ছামত রীতি নীতি সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট করেন, তবে তাহার ফল সমাজের বিশৃঙ্খলতা ও অধঃপতন। আর বৃদ্ধগণ যদি যুবকদিগকে সম্পূর্ণরূপে শাসনাধীন রাখিয়া কেবল পুরাতন লইয়া বসিয়া থাকিতে চান, যুবকদিগের কথায় কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলেও সমাজের উন্নতি হইবে না ও সমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

ব্রাহ্মসমাজের অতি অল্প বয়স। গত ২৫ বৎসর হইতে ইহা সমাজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই সমাজ নানা শ্রেণীর লোক দ্বারা গঠিত। প্রথমে যাঁহারা ব্রাহ্মনাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মের জীবন্ত সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাজ গঠনের চিন্তা তখন তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। কারণ তখন যাঁহারা ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁহাদের জন্য কোন সামাজিক শাসন, রীতি নীতি থাকা আবশ্যক এ কথা তাঁহারা মনেও স্থান দিতে পারেন নাই। বিস্তৃতির সঙ্গে গভীরতার হ্রাস হয় ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং পরে যাঁহারা ব্রাহ্ম হইলেন তাঁহাদের সকলের জীবন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইতে পারিল না। একটা সমাজ হইলে তাহার মধ্যে সাধু, অসাধু সকলেরই আসিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে লোক এই সমাজভুক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মসমাজের পারিবারিক ও সামাজিক রীতি নীতিকে এমন ভাবে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক এক সঙ্গে বাস করিলেও কোন অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে না পারে। সামাজিক ও পারিবারিক রীতি নীতির সুবিধা গ্রহণ করিয়া যাহাতে নিতান্ত অসাধু ব্যক্তিও কোন প্রকার অসাধু অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে না পারে, এরূপ নিয়ম ও শাসন প্রবর্ত্তিত করা বাঞ্ছনীয়। তাহাই সামাজিক উৎকৃষ্ট নিয়ম, যাহার অধীনে মনুষ বাস করিয়া কোন প্রকার উৎপীড়ন অনুভব না করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে, কিন্তু অন্য দিকে অসংযত হইয়া স্বেচ্ছাচারী হওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে।

১। **ব্রাহ্মসমাজ উন্নতিশীল সমাজ; নানাশ্রেণীর লোক এ সমাজে আসিবে; তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। এই সমাজের কর্তৃপক্ষ এতদূর সুদৃঢ় ও বিচক্ষণ হওয়া আবশ্যক** যে, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারিতা বিস্তার করিতে এ সমাজে কোন ক্ষমতা না পায়।

২। এই সমাজের বর্ত্তমান সামাজিক ভিত্তি স্থির করা কর্ত্তব্য। কোনও পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বিবেচিত হইলে বিশেষ চিন্তা ও আলোচনা ও পরীক্ষার পর প্রবর্ত্তিত করা উচিত।

৩। সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে বৃদ্ধদিগের পরামর্শ ও অভিজ্ঞতাকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করা উচিত। যুবকদিগের কথা উপেক্ষা করাও উচিত নহে।

৪। মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য; সমাজ সংস্কার উপলক্ষ্য। লক্ষ্য যাহাতে উপলক্ষ্য না হয় তজ্জন্য সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর ও সত্যের অধীন হওয়াই স্বাধীনতা; যাহার এইভাব মনে জাগ্রত হয় নাই, তাহার স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতাতে পরিণত হয়।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

নিয়মতন্ত্র প্রণালী দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। নিয়মতন্ত্র প্রণালীর অভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই ব্যক্তিবিশেষের উপর সমুদায় ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। কিন্তু কতকগুলি কারণে এই নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর প্রতি দিন দিন ব্রাহ্মদিগের অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতেছে। সেই সকল কারণগুলি অচিরে বিদূরিত না হইলে প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

যে সকল ব্যক্তি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর উপর স্থাপিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই আজ মুক্তকণ্ঠে বক্তৃতায়, সমালোচনায় ও সংবাদপত্রে নিয়মতন্ত্রের দোষ ঘোষণা করিতেছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এই প্রণালীর অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সরল ভাবে দোষ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কেবল যে ইহাঁদের সাক্ষ্য দ্বারাই এই প্রণালীর দোষ প্রমাণিত হইতেছে তাহা নহে, কতকগুলি কার্য্য দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

ক। প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হওয়া। (খ) প্রচারক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার মধ্যে মতদ্বৈধ ও তাহা দ্বারা প্রচারের বিশৃঙ্খলতা। (গ) প্রচারকদিগের পরস্পর সম্মিলনের অভাব ও পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্মমতের অনৈক্য। (ঘ) ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিকতার অভাব। (ঙ) ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের প্রেম ও সদ্ভাবেরঅভাব।

উল্লিখিত অভাবগুলির নিয়মতন্ত্র প্রণালীই যে একমাত্র

কারণ, আমি এরূপ মনে করি না, এবং ব্যক্তিবিশেষের উপর সমুদায় ভার অর্পণ করিলেই যে এই সকল অভাব দূর হইবে, তাহাও বিশ্বাস করি না। দোষ ও গুণ সকলপ্রকার প্রণালীতেই আছে। কিন্তু সভ্যজগৎ নিয়মতন্ত্র-প্রণালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রণালী আজও উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। তবে ধর্ম্মসমাজে নিয়মতন্ত্র-প্রণালীদ্বারা কার্য্য চালাইতে হইলে যে বিশেষ বস্তুর প্রয়োজন তাহার অভাব আমাদের পূর্ণ হয় নাই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, ব্রাহ্মসমাজের সকল বিভাগেরই উন্নতির জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন সত্য—হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে সুসজ্জিত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এই সমাজের প্রাণসঞ্চার করিতে সমর্থ হন নাই, সেই জন্যই এই সমাজের সকল বিভাগে বিশৃঙ্খলা ও সকল কার্য্যে অপূর্ণতা। ব্রাহ্মসমাজের মত ও সাধনপ্রণালী গঠিত করিবার জন্য কোনও ক্ষেত্র নাই, ইহাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভাব। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত। তাঁহারা বিষয় কর্ম্মই করুন আর প্রচার কার্য্যই করুন, ধর্ম্মকে জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে তাঁহারা প্রস্তুত। কিন্তু তাঁহারা কেবল সভার বৈষয়িক কর্ম্ম সম্পাদনের জন্যই সম্মিলিত হন। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে মত ও সাধন প্রণালী গঠন যে তাঁহাদের অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য ইহা এখনও তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিয়াই সমাজের জীবন সঞ্চার হয় নাই। কেশব বাবুকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একটী সাধনক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে প্রতিদিন উপাসনা হইত। সাধন, ভজন, ধর্ম্মতত্ত্ব পরিচালন ইত্যাদি সকল কার্য্যের কেন্দ্রভূমি ছিল সেই সাধন-ক্ষেত্র। সেই কেন্দ্র হইতে সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। প্রচারক ও বিষয়ী ব্রাহ্মের একপ্রাণতা ও সম্মিলন সেই উপাসনাক্ষেত্রে—সেই সম্মিলিত আলোচনা ক্ষেত্রে হইত। সেই সাধনক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য এখন অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে সম্মিলনী, পরিচারকাশ্রম, সেবকমণ্ডলী ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইতেছে। এই সকল কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নিয়মতন্ত্র প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে কেন্দ্র করিয়া সেই সাধনক্ষেত্র হওয়া উচিত। কেশব বাবুর বাড়ীতে প্রতিদিন প্রাতে উপাসনা হইত, কিন্তু আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভব বোধ হয় না। কিন্তু প্রতিদিন সায়ংকালে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য ও প্রচারকগণের সম্মিলিত উপাসনা ও আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই সাধনক্ষেত্রের inspiration কলিকাতা ও মফঃস্বলে ব্রাহ্মসমাজের সকল বিভাগে রক্তের ন্যায় সঞ্চালিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করিবে। এখন সমাজের আচার্য্য এক দেশে ভ্রমণ করেন, Messenger এর সম্পাদক অন্য পৃথিবীতে, প্রচারকগণ অপর লোকের জীব। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত না করিলে সকল অভাব দূরীভূত হইবে না। প্রথম অভাব, constitutionalism run mad, ২য় অভাব প্রচারক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার মধ্যে মতদ্বৈধ। সাধনক্ষেত্র ভিন্ন এই দুইয়েরও সম্মিলন অসম্ভব। তৃতীয় অভাব প্রচারক দল সংগঠন। এই সাধনক্ষেত্র ভিন্ন প্রচারার্থীদিগের সম্মিলনের ও জীবন গঠনের অন্য উপায় নাই।

আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেক ব্রাহ্ম অনুভব করেন যে, প্রার্থনা দ্বারা হৃদয়কে সিক্ত করিয়া যে কার্য্য করেন, অথবা যে কথা বলেন, তাহা সংসার বুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত কথা ও কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সাতদিন পরে কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় যাহা আলোচিত হইবে, যাহাদের সঙ্গে মিলিয়া সমাজের কল্যাণের জন্য কার্য্য করা হইবে, তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া সমবেত প্রার্থনা এবং সেই বিষয়ে informal আলোচনা করিলে কি সমূহ উপকার হইবে না? প্রচারক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ভিন্ন কখনও কার্য্যের সুশৃঙ্খলা হইতে পারে না ও হইবে না। যে স্থানে আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি হইবে, সেই স্থানে ব্রাহ্মসমাজ,—সেই স্থানে ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় শক্তি, সমুদায় কর্ত্তৃত্ব। সুতরাং আমার মনে হয় যদি কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অতি সত্বরে ধর্ম্মসাধন-ক্ষেত্রের কেন্দ্র করিতে না পারা যায়, তবে কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে কেন্দ্র করিয়া নিয়মতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে সমাজের কার্য্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। প্রচার করিয়া, কি সব লোক ডাকিয়া সে সাধনক্ষেত্র খুলিবার চেষ্টা করিলে তাহা দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইবে না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ লোক অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া ধর্ম্মলাভের জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন। সাধনক্ষেত্রের অভাবে কত লোক ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিল, কত লোকের জীবন মলিন হইয়া গেল। নূতন প্রচারক আসেন, নূতন লোক দীক্ষিত হয়, তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বাধীনভাবে আপন মনে অপর পথে গমন করে।

এই সাধন ক্ষেত্রে কেবল একটু উপাসনা কি প্রার্থনা হইবে তাহা নহে। সকলে মন খুলিয়া ধর্ম্মমত ও সাধন প্রণালী বিষয়ে গভীর আলোচনা করিবেন। নির্জ্জন সাধন দ্বারা এই সাধন ক্ষেত্রের সজীবতা রক্ষা হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে মাতৃস্থানীয়া মনে করি, এই সমাজের অভাব যাহাতে দূর হয়, সেই জন্য সকলেই আপন আপন ক্ষুদ্র চিন্তা ও শক্তি নিয়োগ করিতেছেন। এই সকল শক্তি সমবেত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার কালে আবার বলিতেছি, কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে কেন্দ্র করিয়া একটী সাধনক্ষেত্র না হইলে সমাজের কার্য্য আর এইভাবে চলিতে পারে না। নিয়মতন্ত্রের উপর দিন দিন লোকের অশ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে, সমাজের মধ্যে মতভেদ, পরে দলভেদ হইতে পারে। প্রচারক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার মধ্যে আধ্যাত্মিক যোগ ভিন্ন সমাজের কার্য্য—প্রচার কার্য্য কখনই চলিতে পারে না। দুর্ভাগ্য বশতই হউক, আর সৌভাগ্য বশতই হউক, প্রচারকগণ সম্মিলিত হইতে পারেন নাই। যদি তাঁহারা সম্মিলিত হইতেন, তবে সমুদয় শক্তি ও সাধন সেই প্রচারক

দিগের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইত, সুতরাং তাহা দ্বারাও ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ অভাব দূর হইত না।

কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য।

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনাদের নিকট সমালোচনার্থ অনেক পুস্তক এবং সাময়িক পত্রাদি প্রেরিত হয়; কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, তত্ত্বকৌমুদীতে কোন পুস্তকাদির সমালোচনা দেখিতে পাই নাই। যদি ইহাতে কেবল গ্রন্থকর্ত্তা বা পত্রিকার সম্পাদকগণেরই ক্ষতি বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে সাধারণের এ বিষয়ে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু একখানা ভাল পুস্তক বা সাময়িক পত্র বাহির হইলে, তাহা সাধারণকে জ্ঞাপন করা সকল সম্পাদকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকা বলিয়া তাহাতে পুস্তকাদির সমালোচনা কেন হইবে না, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। এতদ্ব্যতীত যখন কোন পুস্তক বা পত্রিকা আপনাদের নিকট প্রেরিত হয়, তখন ভদ্রতার নিয়মানুসারে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করাও ত উচিত। তাহার পর অনাবশ্যক বোধ হইলে আপনারা সমালোচনা না করিতেও পারেন। আমি এ বিষয়ে অনেকের নিকট আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিয়াছি। তজ্জন্যই লিখিলাম, অতএব আশা করি, আপনারা অপরাধ লইবেন না।

২৮।১ ঝামাপুকুর লেন। } নিবেদক
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯২। } শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ২৭এ সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টল নগরে পরলোক গমন করেন। প্রতি বৎসর ঐ দিনে ব্রাহ্মমাত্রেরই তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় গত ২৭এ সেপ্টেম্বর এই উদ্দেশ্যে সিটীকলেজ ভবনে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঠাকুর পরিবারের কয়েকটী যুবক হ্যারমোনিয়ম সহযোগে রাজার স্বরচিত সংগীত করিলে পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মাননীয় ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজার শিক্ষা বিষয়ক সংস্কার কার্য্য সম্বন্ধে দু চারিটী কথা বলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, বর্ত্তমান সময়ে যে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক পাইয়া আমরা উন্নত হইতেছি এবং চতুর্দ্দিকে যে স্কুল কলেজ স্থাপিত হইতেছে, রাজা রামমোহন রায়ই তাহার প্রধান কারণ। তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি রাজার ধর্ম্ম সংস্কার বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তার পর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, রাজার ধর্ম্মমতের উদারতা ও সংস্কার কার্য্যের অসাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে কিছু বলেন। সর্ব্বশেষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি সংক্ষেপে বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস এবং ইংরাজি শিক্ষায় এ দেশে কি ফল প্রসূত হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া রাজার নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিলেন। তাঁহার কথার স্থূল মর্ম্ম এই যে, ইংরাজি শিক্ষাতে আমাদিগের দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম ও সমাজবন্ধন একবারে শিথিল হইয়া গিয়াছে। এই পাশ্চাত্য শিক্ষায় সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির মধ্যবিন্দু বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের বংশানুক্রমিক ও জন্মগত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তিকে দেশে প্রধান করিয়া তুলিয়াছে। এই ঘোরতর পরিবর্ত্তনে নিপতিত হইয়া দেশের যে অবস্থা হইবে, তাহা অতিশয় গুরুতর প্রশ্ন। এই বিষম সমস্যা রামমোহন রায়ের মনে উদিত হইয়াছিল। এ জন্যই তিনি এক হস্তে ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোত উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন ও অন্য হস্তে দেশকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে সঞ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয় নিজের মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিলেন এবং শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া রামমোহন রায় যে প্রকৃত দূরদর্শী ও দেশ হিতৈষীর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর রাজার রচিত সংগীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

ব্রাহ্ম বালকদিগের বোর্ডিং—বোর্ডিংএর বালকদিগকে এক দিন আলিপুরের পশুশালা দেখাইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। অনেকে ঐ স্থান ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখে নাই। জীবন্ত পশু পক্ষী, সর্প প্রভৃতি দর্শনে বালকদিগের বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল। আর একদিন শিবপুরের কোম্পানীর বাগানে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে নানাপ্রকার ফুল, গাছ, লতা পাতা ইত্যাদি দেখিয়া উদ্ভিজ্জ (বোটেনী) সম্বন্ধে বালকেরা কিছু উপকার পাইয়াছিল। এই বোর্ডিংএ পূজার ছুটীর পর আরও কয়েকজন নূতন বালকের আসিবার কথা আছে।

ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস—বিগত ১লা অক্টোবর তারিখে ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাসের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদ্দেশের সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কার বিষয়ে নারীর কর্ত্তব্য কি, এ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্নে বালিকাদিগকে আলিপুরের পশুশালা দেখাইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিস মহাশয় ছাত্রীনিবাসের জন্য প্রাণপণে খাটিতেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা যুবকগণেরও অনুকরণীয়। তাঁহার নিঃস্বার্থ

যত্ন ও উদ্যম যে সফল হইতেছে, তজ্জন্য আমরা ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সুতারপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারফণ্ডে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন, এবং অবসরমত সমাজ আফিসের কোন কোন কার্য্যের সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রাদ্ধ—মিঃ এম্ ডোরাস্বামী নাইডুর পিতার প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। মিঃ, এম্, ভি, রামানুজ আচারিয়া আভোর্গাল আচার্য্যের কার্য্য করেন।

ব্রাহ্মসম্মিলনী—গত কয় বৎসর হইতে ঢাকাস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুগণ পূজার ছুটীর মধ্যে ঢাকা নগরে ব্রাহ্ম সম্মিলনীর অধিবেশন করিয়া আসিতেছেন। এবারও নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মগণ নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন এবং ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নানাবিধ সারগর্ভ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। সম্মিলনীর বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইলে, পরে মুদ্রিত করা হইবে। ভগবান্ এই শুভকার্য্যের অনুষ্ঠাতাদিগের প্রাণে উৎসাহ দান করুন এবং ঐ সম্মিলনী চিরস্থায়ী হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ সাধন করুন।

মানিকদহের ব্রহ্মোৎসব—পূজার ছুটীর সময় মানিকদহে প্রতিবৎসর উৎসব হইয়া থাকে। এবারও সেই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা, ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। ৪ চারি দিন উৎসব হয়। উৎসবে পরমেশ্বরের বিশেষ কৃপা অনেকে ভোগ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের আতিথ্যে নিমন্ত্রিতগণ সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। উৎসবের বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

জাতকর্ম্ম—জগন্নাথপুরের বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দের দ্বিতীয় পুত্রের জাতকর্ম্ম গত ১৭ই আশ্বিন সম্পন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শ্রীখণ্ডের উৎসব—পরলোকগত শ্রদ্ধেয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের বাটী শ্রীখণ্ড গ্রামে। তাঁহার জীবিতকালে প্রতি বৎসর তিনি পূজার ছুটীর সময় ঐ গ্রামে ব্রহ্মোৎসব করিতেন। কলিকাতা হইতে তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধুগণ উৎসবে গমন করিতেন। এখন সেই বাটীতে জগদীশ্বর বাবুর বিধবা পত্নী আছেন। বার্ষিক নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য এবার শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ ও কাশীচন্দ্র ঘোষাল এবং দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় তথায় গমন করিয়া "সাধন কুটীরে" উপাসনাদি করিয়াছেন। প্রতি বৎসর নিয়মিত সময়ে শ্রীখণ্ডে ব্রহ্মোৎসব হয়, জগদীশ্বর বাবু এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—কলিকাতার ন্যায় মফঃস্বলেও অনেক স্থানে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হইয়া গিয়াছে। আমরা নিম্নলিখিত স্থানের সংবাদ পাইয়াছি। লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ উপাসনার পর কয়েকজন গরিব লোককে আহার করান হয়। শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ রাজার জীবন চরিত ও জীবনের উপদেশ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন।

পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, রাজার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা হইতে তাঁহার এই সকল বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইতেছে;—১ম তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অদ্ভুত জ্ঞানোপার্জ্জনশক্তি। ২য় তাঁহার উদার প্রেম ও জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহ। ৩য় তাঁহার স্বাধীনতার ভাব। ৪র্থ অবিচলিত ঈশ্বর ভক্তি। ৫ম তাঁহার কার্য্যকরী বুদ্ধি।

কোয়েটা ব্রাহ্মসমাজের সভায় শ্রীযুক্ত লাধারাম নন্দ সর্ব্বপ্রথমে বক্তৃতা করেন। তিনি রাজার কার্য্য ও গুণাবলী বর্ণন করেন। তৎপর দেওয়ান জমায়েৎ রাও রাজার জীবনচরিত বর্ণন করিলে পর, তথাকার আর্য্যসমাজের সভাপতি বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন; তিনি প্রদর্শন করিলেন যে, বঙ্গদেশের লোকে রাজাকে এখনও চিনে নাই, সুতরাং তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান অর্পিত হয় নাই।

মান্দ্রাজস্থ দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে স্মরণার্থ সভা হয়। পূর্ব্বাহ্ণে বাসুদেব পিলে নাগেল মহাশয় উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। শতাধিক দরিদ্রকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করান হয়। অপরাহ্ণে মিঃ আর ভেঙ্কট রত্নম্ নায়ডু, এম্ এ ইংরাজীতে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

মধ্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ নন্দী বি, এল, মহাশয় ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। তিনি সংক্ষেপে রাজার ধর্ম্ম বিষয়ক মতের উৎপত্তি, সর্ব্বপ্রকার অসত্য ও কুসংস্কারের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘোষণা তাঁহার উপর যে সকল অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করেন। তিনি জ্বলন্ত ভাষায় বলেন যে, "তাঁহার (রাজার) প্রভূত জ্ঞান ও ধীশক্তি, উদার ও সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি, চরিত্রের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতা তাঁহাকে জগতে মহাপুরুষদিগের মধ্যে স্থান দান করিতেছে। উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতার আকাঙ্ক্ষা চিরদিন তাঁহার মনে রাজত্ব করিয়াছে। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সকল দেশে সকল মনুষ্যই নিয়ত ঈশ্বরদ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারেন। মানবের অন্যান্য শিক্ষাগুরুদিগের ন্যায় "ঈশ্বর এক" এই মহা সত্য তিনিও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সমুদয় জাতি, সকল শ্রেণী ও সমুদয় সম্প্রদায়ের লোক একত্র

চইয়া উপাসনা করিবে, এই ভাব তিনিই সর্ব্বাগ্রে জগতে প্রচার করেন।

কাঁথি হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—বিগত ২৭এ সেপ্টেম্বর রাত্রিতে কাঁথিস্থ ব্রাহ্মবন্ধু বাবু মধুসূদন জানার গৃহে বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক পারিবারিক উপাসনাতে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে বিশেষভাবে আলোচনা, পাঠ, প্রার্থনা ও উপদেশ হইয়াছিল।

রাজার জীবনের অদম্য উৎসাহ, সুদৃঢ় অধ্যবসায় ঐকান্তিকী ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও সত্যানুসন্ধিৎসা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই অনুকরণীয়। তিনি যে ধর্ম্মসমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক ইহা আলোচনা ও অনুধ্যান করিয়া শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব অনুভব ও অনুসরণ করা এদেশীয় প্রত্যেকের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় আজিও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ব্রাহ্ম নামধারী এমন অনেকে আছেন যাঁহারা এসম্বন্ধে নিতান্ত সুষুপ্ত। বিধাতা সেই শুভদিন ত্বরায় আনয়ন করুন যে দিন আমরা জাগ্রত ও জীবন্ত ভাবে জীবন পথে চলিতে শিখিব।

বরিশাল, মেদিনীপুর, ও খলীলপুর ব্রাহ্মসমাজেও রাজার স্মরণার্থ সভা হইয়াছিল আমরা সংবাদ পাইয়াছি। প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজেই ২৭এ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ আলোচনাদি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রাদ্ধ—গত ২৫এ সেপ্টেম্বর পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত রামগোপাল বক্সীর পত্নীর শ্রাদ্ধক্রিয়া ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। একশত দরিদ্রকে ভোজন করান এবং ২৫০ শত লোককে রুটি দান করা হয়। এই উপলক্ষে শ্রাদ্ধকর্ত্তা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ১০৲ টাকা, পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ টাকা ও পঞ্জাব পবিত্রতা রাক্ষিণী সভার দাতব্য ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা দাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের বাবু মথুরানাথ গুহ মহাশয় একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন তাহা মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজ সকলের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল। আশা করি ব্রাহ্মবন্ধুগণ এই বিষয়ে আপনাদিগের যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া বাধিত করিবেন। মথুর বাবুর পত্রখানা এই—

"সবিনয় নিবেদন,

আপনার নিকট মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ অভাবের বিষয় জানাইতেছি। কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ চেষ্টা করিলে এই অভাব কতক পরিমাণে দূর করিতে পারেন, এই আশা করিয়া আপনার নিকট উহা উল্লেখ করিতেছি।

মফঃস্বলের অনেক ব্রাহ্মসমাজে প্রায় কোন প্রচারক যান না। ইহার প্রধান কারণ—প্রচারকের সংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র অতিশয় বিস্তীর্ণ। মফঃস্বলে উৎসবাদি উপলক্ষেই এই অভাব বিশেষ অনুভূত হইয়া থাকে। পশ্চিম বাঙ্গালায় ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ও আসামে যে সকল ব্রাহ্মসমাজ আছে তাহার প্রত্যেকটীর সংশ্রবে যে যে সময়ে উৎসব হইয়া থাকে, তাহার এক পূর্ণ তালিকা থাকিলে প্রচারকগণ নিজ নিজ কার্য্যের এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন যে অন্ততঃ উৎসব উপলক্ষে মফঃস্বলের ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের কার্য্য পাইতে পারেন। এইরূপ তালিকা না থাকায় অনেক সময় এরূপও হয় যে কোন এক স্থলের উৎসবে দুই জন প্রচারক যাইয়া থাকেন, কিম্বা উৎসবের অনেকদিন পূর্ব্বেই প্রচারক উৎসবের স্থানে যাইয়া থাকেন। কিন্তু যদি সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের এক তালিকা মুদ্রিত হয়, তাহা হইলে প্রচারকগণ পূর্ব্বেই তাঁহাদের কার্য্য প্রণালী স্থির করিয়া রাখিতে পারেন। এক সময়ে দুই তিন সমাজের উৎসব থাকিলে কোন কোন সমাজ উৎসবের তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারেন। আপনি অগ্রগণ্য হইয়া এই তালিকা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিলে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন, এরূপ আশা করি। সঞ্জীবনী, তত্ত্বকৌমুদী, সেবক, Messenger ও অন্যান্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেই মফঃস্বলস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ নিজ নিজ সমাজের উৎসবের বিস্তারিত তালিকা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আপনি সমস্ত তালিকা প্রাপ্ত হইয়া একটী পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত করিবেন এবং মুদ্রিত তালিকার এক এক খণ্ড প্রত্যেক সমাজে পাঠাইয়া দিবেন। প্রস্তাবটী সঙ্গত বলিয়া বোধ হইলে আশা করি উহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন। এই কার্য্যের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের অনেক উপকার হইবে, সন্দেহ নাই।"

নলহাটী হইতে কোন বন্ধু লিখিয়াছেন—

"করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় এখানকার নাইট স্কুল এখন পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে, ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে ইহা স্থাপিত হয়। স্থানীয় নিরক্ষর কৃষক, কুলী ও অন্যান্য শ্রমজীবিগণের শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতি বিধান এই স্কুল স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষার উপরে লোকের প্রাণের টান না থাকাতে স্থাপয়িতাগণ সমস্ত ব্যয়ভার নিজেদের উপরে লইয়া বিনা বেতনে, এবং ছাত্রদিগকে পুস্তক কিনিয়া দিয়া পড়াইতে আরম্ভ করেন, প্রায় এক বৎসর কাল এই ভাবে সকল ছাত্রকেই বই দেওয়া হইত। এখন ছাত্রেরা নিজেরাই বই কিনিয়া পড়ে। কিন্তু স্কুলের বেতন দিতে পারে না। স্কুল স্থাপনাবধি ছাত্র সংখ্যা দিন দিন এত বাড়ীতে থাকে যে, স্থানীয় স্কুল গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া ইহার স্থায়িত্বের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য একখানি স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়, এবং তদনুযায়ী চেষ্টাও আরম্ভ হয়; এবং অতি সুখের বিষয়, ভগবানের কৃপায় এবং সহৃদয় দানশীল মহাত্মাগণের সাহায্যে ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নূতন গৃহে স্কুল হইতে আরম্ভ হয়। স্থানটী অতি সুবিধা

জনক হওয়াতে এক সময়ে এই সুপ্রশস্ত বৃহৎ হল একেবারে ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এমন কি প্রায় একশত ছাত্র উপস্থিত হইত। এইরূপ উন্নতির সময়ে সহসা একদিন এক ঝাপ্টা বাতাসে এই ঘরের চাল উড়িয়া যায়। প্রায় দুই বৎসরের চেষ্টা ও পরিশ্রম এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিফল হইয়া গেল। তখন বাধ্য হইয়া স্কুল বন্ধ করিতে হইল। এই কারণে ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত স্কুল বন্ধ থাকে, পুনর্ব্বার কোন মতে গৃহ-নির্ম্মাণ করা হইলে পর সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত এখানেই স্কুল হইতেছে। দুঃখের বিষয় লোকের উৎসাহ ও উদ্যম চিরদিন সমান থাকে না, তাতে একবার বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলে আর সেরূপ অগ্রসর হইতে পারে না। সেই সময় হইতে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা আর ৪০।৫০ জনের অধিক হইল না। তাহার উপরে আবার গত মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসের অধিকাংশ সময়ে দারুণ কলেরার উৎপাতে স্কুল বন্ধ থাকে। এখন পর্য্যন্ত ছাত্র সংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই। বর্ত্তমান মাসে ছাত্র সংখ্যা ৩৫ জন। চাষের সময় বলিয়া উপস্থিতির সংখ্যাও খুব কম।

আয় ব্যয়—দরিদ্র ব্রাহ্মেরা যাহার স্থাপয়িতা সেই স্কুলের আর্থিক অবস্থা কখনই খুব ভাল হয় নাই। নলহাটী ব্রাহ্ম-সমাজের আয় দ্বারাই ইহার খরচ চালান হইয়া থাকে। সর্ব্ব-প্রথমে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মবন্ধু বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার ব্যয়ভার কিছুকাল বহন করিয়াছিলেন, তৎপর তিনি এ ভার ছাড়িয়া দিলে স্থানীয় ব্রাহ্মেরা নিজেদের ভিতরে চাঁদা তুলিয়া ইহার খরচ চালান। রামপুরহাট লোক্যাল বোর্ড এক বৎসর কাল মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে ইহার সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে বোর্ড টাকার অভাবে পড়িয়া সাহায্য বন্ধ করিলে কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ইহার সাহায্যার্থ এই স্কুল সংসৃষ্ট সভ্যদের চাঁদা এই স্কুল ফণ্ডে দান করিয়াছেন; এবং গত ১৮৯০ সালের অক্টোবর মাস হইতে স্থানীয় কোন কোন মহাত্মা ইহার জন্য মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন, এখন কার্য্য গতিকে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্থানান্তরিত হইয়াছেন। বাস্তবিক ভগবান যে কার্য্যের সহায় কোন অসুবিধায়ই তাহার কিছু ক্ষতি হয় না।

স্থায়ী শিক্ষকের অভাবে স্কুলের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছিল। সম্প্রতি ভগবানের কৃপায় সে অভাবও মোচন হইয়াছে। স্কুল কমিটীর কোন সভ্য ইহার ভার লইয়া এখানেই স্থায়ীরূপে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং এখন এই স্কুল দিন দিন উন্নতি লাভ করিবে আশা করা যায়। গত Departmental Examination এ স্কুল হইতে পরীক্ষা দিয়া কয়েকটী ছাত্র পাস হয় ও পুরস্কার পায় এবং স্কুল ফণ্ডে ৮ টাকা পুরস্কার পাওয়া যায়।

স্কুল গৃহ—গৃহ নির্ম্মাণে ও একবার পড়িয়া যাওয়ায় পুনর্ব্বার তুলিতে, মোট ৮৭৩৫/৫ খরচ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৬৫২॥৶০ সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা আদায় হইয়াছে। ২২১৶৫ এখনও ঋণ আছে। এই ঋণ শোধ হইতেছে না বলিয়াই স্কুল গৃহের বাকী কার্য্যটুকুও শেষ হইল না, এবং ইহা উপযুক্ত ট্রষ্টীর হাতেও দেওয়া যাইতেছে না।

গত পাঁচ বৎসরে এ স্কুল স্থানীয় উন্নতি বিধান করিতে কতটা সমর্থ হইয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। তবে বাহির দেখিয়া এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এক সময়ে যাহারা একেবারে নিরক্ষর ছিল, এখন তাহারা এখানে পড়িয়া একটু আধটু লিখিতে পড়িতে ও হিসাব পত্র বুঝিতে পারে, আর যাহারা দিনের আয় শুঁড়ীর দোকানে সুরাপানে ব্যয় করিতেছিল, কিম্বা করিবার যোগাড় করিতেছিল, এমন অনেক ছেলে স্কুলে আসিয়া মদ ছাড়িয়া এখন নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারিয়াছে, অনেকে জুয়াচুরী বদমাইসী ছাড়িয়া এখন ভালরূপে জীবন কাটাইতেছে।

সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ দেখিলেন যে, স্থানীয় দরিদ্র লোকে ব্যারামে চিকিৎসার অভাবে বড়ই কষ্ট পাইয়া থাকে। তাই স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে এক দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করা হয়। পরে খরচ বাড়িয়া যাওয়াতে গত আগষ্ট মাস হইতে অবস্থাপন্ন রোগীর নিকট হইতে এক পয়সা করিয়া প্রতি ডোজের মূল্য লওয়া হয়, আর গরীব-দিগকে বিনা পয়সায় ঔষধ দেওয়া হয়। এই ঔষধালয়ে গত বৎসরে ১০২৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, এবং ভগবানের কৃপায় অধিকাংশ রোগীই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। কেবলমাত্র গত কলেরার সময়ে ২০।২৫ জন লোক মারা যায়। কিন্তু উক্ত রোগে প্রায় ১৫০ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। উক্ত ঔষধালয় দিন দিন সাধারণের নিকটে আদরের জিনিস হইয়াছে।

দয়াময় ঈশ্বরই এই স্কুল স্থাপনের মূলে। তাঁহারই কৃপাতে ইহা জীবিত রহিয়াছে, এবং সেই কৃপার উপরে নির্ভর করিয়া এ স্কুল দিন দিন উন্নতি লাভ করুক।"

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশনপ্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্রদত্ত কর্ত্তৃক ৩০শে আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
১৩শ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক রবিবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

কেন আমি স্মরণে রাখি না?

লইয়াছ লইয়াছ তুমি মোর ভার;
কেন আমি দেখি না—দেখি না?
রাখিছ সংকট ঘোরে তুমি বার বার
কেন আমি স্মরণে রাখি না?

চলিছে অবোধ শিশু টল টল করি
পড়ে—পড়ে—পায় বা আঘাত;
পশ্চাতে জননী তাই প্রসারিত করি
বাহুদ্বয়, চলেছেন সাথ।

পড়ে যদি পড়ুক সে মাতৃ-বাহুপরি,
কোমলাঙ্গে না পাক্ বেদনা;
শিশু না দেখিছে তাহা, নিজে ভর করি,
টল টল চলে অন্যমনা।

তেমনি গো বিশ্বমাতা যৌবন সংকটে
পিছে পিছে বাহু প্রসারিয়া,
কি সজনে কি নির্জ্জনে রহেছ নিকটে,
এ দুর্ব্বলে রাখ আগুলিয়া।

টলিতে টলিতে গেনু নরকের দ্বারে,
পা বাড়ালে পড়ি ঘোর হ্রদে;
সে সংকটে কি কৌশলে ফিরালে আমারে,
দীন জনে রাখিলে শ্রীপদে!

তাই বলি লইয়াছ যদি তুমি ভার,
কেন আমি দেখি না?—দেখি না?
রাখিছ সংকট ঘোরে যদি বার বার,
কেন আমি স্মরণে রাখি না?

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সাধু সংকল্প।—মানিকদহে শ্রীমান্ উমেশচন্দ্র নাগ নামক একজন ব্রাহ্মযুবক শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কলিকাতাতে বিগত মাঘোৎসবের সময়ে যখন স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহের আলোচনা হয়, তখন উমেশ বাবুর হৃদয়ে এই সংকল্পের উদয় হয় যে তিনি নিজে যাহা উপার্জ্জন করিবেন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে ব্যয় করিবেন। কিন্তু তখন সে কথা প্রকাশ করিতে সাহস প্রাপ্ত হন নাই। এখন শারদীয় উৎসবের সময় ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তিনি সেই সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে একখানি পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে সম্প্রতি তাঁহার হস্তে যে প্রায় চারি শত টাকা সঞ্চিত আছে, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে সমর্পণ করিবেন। তদ্ভিন্ন ইহাঁর নিজের অত্যাবশ্যক ব্যয় বাদে (ইনি নিজে অবিবাহিত) যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা মাসে মাসে (যতদিন না দেড় হাজার টাকা পূর্ণ হয়) কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে অর্পণ করিবেন। এবং ঐ টাকা তাঁহার জননী পরলোকগতা দুর্গাময়ীর নামে একটী স্বতন্ত্র ফণ্ডরূপে থাকিবে ও তাহার উপস্বত্ব প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে। যাঁহাদের অর্থের যথেষ্ট সচ্ছলতা আছে, নিজেরা খাইয়া, পরিয়া, ফেলিয়া, ছড়িয়াও যাঁহাদের প্রচুর অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, তাঁহাদের কেহ এরূপ সংকল্প করিলে কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না; কিন্তু একজন দরিদ্র তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব এরূপ উদ্দেশ্যে দান করিতে অগ্রসর হইতেছেন ইহা বড় সামান্য কথা নহে। আমরা আশা করি উমেশ বাবুর দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মগণ অনুকরণ করিবেন। সহস্র বক্তৃতা অপেক্ষা এইরূপ একটী দৃষ্টান্ত অধিকতর মূল্যবান। ঈশ্বর এই শুভ সংকল্পের সহায় হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি?

মরিবার সময়ে ব্রাহ্মসমাজকে ভুলিও না।—ইউরোপ ও আমেরিকাতে সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে যে, ধনিগণ মরিবার সময় নানাপ্রকার সৎকার্য্যে প্রচুর ধন দিয়া যাইতেছেন। এমন কি সেই সকল অগ্রসর ব্যক্তিদের মনে এই প্রকার ভাব দাঁড়াইতেছে যে, নিজ শ্রমের অর্থ, সন্তানদিগের জন্য রাখিয়া যাওয়া একটা প্রাচীন কুসংস্কারের মধ্যে। পত্নীকে আজীবন সুখে রাখিতে ও সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে ও শিক্ষা দিতে এবং বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পক্ষে সহায়তা করিতে আমরা বাধ্য, তদতিরিক্ত আমাদের বাধ্যতা নাই। এইজন্য তাঁহাদের অনেকে মৃত্যুকালে উইলের দ্বারা সমুদায় সম্পত্তি উপযুক্ত ট্রাষ্টিদিগের হস্তে রাখিয়া যান। এইরূপ নিয়ম থাকে যে, তাঁহার আয় হইতে বিধবা পত্নী যতদিন জীবিত থাকেন, যথা সম্ভব

পূর্ব্বাবস্থাতে থাকিতে পাইবেন; কন্যাগণ শিক্ষিতা হইবেন, অবিবাহিতা থাকিলে আজীবন সুখে থাকিবেন, বিবাহ করিলে যৌতুক স্বরূপ কিছু টাকা প্রাপ্ত হইবেন, পুত্রগণ নাবালক অবস্থাতে ট্রষ্টিগণের অধীনে থাকিবেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিষয়-কার্য্যে লিপ্ত হইবার সম্বল স্বরূপ কিছু কিছু অর্থ পাইবেন। তৎপরে পত্নী যখন গত হইবেন, এবং কন্যাগণ বিবাহিত ও পুত্রগণ বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন ট্রষ্টিগণ সমুদায় সম্পত্তি নানা সদনুষ্ঠানে অর্পণ করিবেন। আমেরিকাতে এই প্রথা প্রচলিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মদিগের কাহারও না কাহারও মৃত্যু হইতেছে। সকলে মরিবার সময়ে ব্রাহ্মসমাজকে সমুচিতরূপে স্মরণ করিতেছেন না। ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রথম আচার্য্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মৃত্যুকালে উইলের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সেই পাঁচ শত টাকা অনেক ধনীর দশ হাজার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যে কিরূপ প্রীতির চক্ষে ব্রাহ্মসমাজকে দেখিতেন, ইহাতেই তাহার প্রকাশ। দুঃখের বিষয়, তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবার লোক বড় অধিক পাওয়া যায় নাই। আমাদের বিশ্বাস ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি সকলের যে কর্ত্তব্য আছে, সে জ্ঞানটা যদি উজ্জ্বল হয়, তাহা হইলে আর লোকে মরিবার সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজকে ভুলিবেন না।

ব্রত—সাধকদিগের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এক একটী ব্রত ধারণ করিবার নিয়ম অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা এই ব্রত ধারণের নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারা ইহার উপকারিতা প্রবলরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একটী নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কোনও বিশেষ সত্যকে মনের সমক্ষে রাখিব, কোনও বিশেষ ভাব সাধন করিব—ইহার নামই ব্রত। তদ্দ্বারা অনেক সময়ে উক্ত সত্য বা উক্ত ভাব জীবনে জমিয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর—এদেশে সধবা স্ত্রীলোক-দিগের অনেকে সাবিত্রীব্রত করিয়া থাকেন। এই সাবিত্রীব্রত চতুর্দ্দশ বর্ষ পালন করিতে হয়। ইহার অর্থ এই, পতির প্রতি সাধ্বী সতীর যে কর্ত্তব্য তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তা ও সাধন করিবার জন্য উক্ত চতুর্দ্দশ বর্ষকে রাখা হইবে। যেমন কাল-ক্রমে ধর্ম্মের সকল ব্যাপারই কেবলমাত্র প্রাণবিহীন নিয়ম পালনে পরিণত হইয়া থাকে—ব্রতগুলিও সেইরূপে হইয়াছে। তদ্দ্বারা আর হৃদয় সজীব হইতেছে না। ইহা দেখিয়া ব্রত নিয়মের প্রতি লোকের অপ্রীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মগণ যেমন লৌকিক আচারের অনেক বিষয় সংস্কৃত ও উন্নত করিয়া লইয়াছেন, তেমনি ব্রতধারণের নিয়মটাকেও সংস্কৃত ও উন্নত করিয়া লইতে পারেন। প্রত্যেকে আপন আপন আধ্যাত্মিক অভাব অনুসারে ব্রত গ্রহণ করিবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, এক জনের এই অভ্যাস আছে; যে তিনি পরচর্চ্চাতে অনেক সময় যাপন করিয়া থাকেন। একদিন উপাসনাকালে এজন্য বড় লজ্জা ও ক্ষোভ হইতে লাগিল; তখন ঈশ্বর-চরণে সংকল্প করিলেন যে, আগামী তিন মাস কাল তিনি প্রত্যহ রাত্রে আপনার দৈনিক লিপিতে নিজের যে কিছু ত্রুটী ও অপরাধ তাহা লিখিবেন। এই এক ব্রত। নিজ দোষের চিন্তাতে কিঞ্চিৎ অধিক মন দিলে, পরদোষ চর্চ্চার প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া যায়। সুতরাং এতদ্দ্বারা তাঁহার কিঞ্চিৎ কল্যাণ হইতে পারে। আমরা একটী ব্রতের উল্লেখ করিতেছি—যদি কলি-কাতার কতিপয় ব্রাহ্ম উক্ত ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আগামী মাঘোৎসবের পূর্ব্বে তাঁহারা সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাবাসী অনুরাগী সভ্যগণের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে। দুই চারি জন সমভাবাপন্ন ব্যক্তি একত্র মিলিয়া উপাসনা, ধর্ম্মচিন্তা ও সমাজের হিতার্থ কার্য্য করিয়া থাকেন। বিশ্বাসের সরলতা ও কার্য্যে উৎসাহ বিষয়ে ইহাঁরা সকলেই অতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ইহাঁদের সাধন ও কার্য্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্র থাকুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সদ্ভাবে অপর সকল দলের সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ থাকা প্রার্থনীয়। আমাদের মনে হয়, এই সকল উৎসাহী অনুরাগী ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে একত্র মিলিতে ও এক সঙ্গে বসিতে উপাসনা ও প্রীতি ভোজনাদি করিতে পারেন —এরূপ একটা উপায় থাকিলে, সদ্ভাব স্থাপনের পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। আমাদের মধ্যে এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা অধিকাংশ ক্ষুদ্র দলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজন, তাঁহারা যদি আগামী মাঘোৎসব পর্য্যন্ত এই ব্রত গ্রহণ করেন যে, এই সম্মিলনের কার্য্যটা বিশেষরূপে সাধন করিবেন, তাহা হইলে অনেক কল্যাণ হইবে। ব্রাহ্ম-সম্মিলনী নামে যে সম্মিলনী সভার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার উদ্যোগকর্ত্তাগণ এইটি প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর বর্ত্ত-মান নিয়ম এই যে, যিনি সভ্য হইতে ইচ্ছা করিবেন তাহাকে মাসিক।০ আনা চাঁদা দিয়া সভ্য হইতে হইবে। কিন্তু আমরা যে কার্য্যের উল্লেখ করিতেছি, তাহা করিতে হইলে, কাহারও সভ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশের অপেক্ষা না রাখিয়া সমুদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের প্রধান ব্যক্তিদিগকে ইহার ভিতরে লইবার জন্য ব্যগ্র হইতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে কিয়ৎপরিমাণে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, কিন্তু ইহা একটী ব্রতের মত রাখিলে আরও কল্যাণ হইতে পারে।

নিরাপদ স্থান—পক্ষীদের স্বভাব এই তাহারা নিরাপদ স্থান না পাইলে কুলায় নির্ম্মাণ করে না। যেখানে সর্ব্বদা মানবের গতি বিধি, যেখানে অপর প্রাণীর উপদ্রব, বা নিরন্তর জনকোলাহল, সেরূপ স্থানে পক্ষিগণ বাসা করে না। পাছে সেখানে কুলায় নির্ম্মাণ করিলে উদ্ভবকালে সন্তানদিগের কোনও বিপদ ঘটে, যেন এই চিন্তা তাহাদের মনে উদিত হইয়া তাহাদিগকে এরূপ কার্য্য হইতে বিরত করে। আলিপুরের পশুশালাতে বহুসংখ্যক এক জাতীয় পক্ষীকে একত্র রাখা হইয়াছে। যাহাতে তাহারা স্থানটীকে আপনাদের মনের মত ভাবিয়া বাসা বাঁধিতে পারে, এইজন্য তাহাদিগকে ভুলাইয়া বাসা বাঁধাইবার নিমিত্ত অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। স্থানটীকে প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে

তাহারা স্বাধীন ভাবে সর্ব্বত্র গতিবিধি করিতে পারে; লতা পাতায় ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে তাহারা ভুলিয়া প্রাকৃত অবস্থা মনে করিতে পারে। তথাপি তাহারা বাসা বাঁধে না—ডিম পাড়ে না। এতগুলি একজাতীয় পক্ষী ও পক্ষিণী একত্রে রহিয়াছে, তথাপি তাহারা আপনাদের প্রকৃতিকে অবরোধ করিয়া চলিতেছে। কারণ তাহারা শাবকদিগকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত নিরাপদ স্থান পাইতেছে না। সমস্ত দিন মানুষ গতায়াত করিতেছে, করতালি দিতেছে, পক্ষীদিগকে উত্যক্ত করিতেছে। এরূপ উদ্বিগ্ন ও উত্যক্ত অবস্থাতে নিশ্চিন্ত মনে কেহ বসিতে পারে না। পক্ষীর কুলায়টী নিরাপদ—কেমন নিরাপদ স্থান! ঝটিকা উঠুক, গগণে নীল মেঘের সঞ্চার হউক, দেখিবে পক্ষী উড়িয়া কুলায়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে। কুলায়ে প্রবিষ্ট হইয়া শাবকগুলিকে পক্ষপুটে আবরণ করিয়া বসিতেছে। বিশ্বাসী ভক্তগণ সত্য স্বরূপের আশ্রয়কেও এইরূপ কুলায়ের ন্যায় বিবেচনা করিয়াছেন। বিপদের ঝড়ে, বা প্রলোভনের ঝড়ে পড়িয়া তাঁহারা চিরদিন সেই কুলায়কে আশ্রয় করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন। ভাবিয়া দেখ তুমি ঈশ্বরের আশ্রয়কে কুলায়-স্বরূপ ভাবিতেছ কি?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

হে প্রভো! সহায় হও, বিশ্বাসী ও প্রেমিকদল হ্রাস পাইতেছে।

প্রাচীন য়িহুদী নৃপতি দায়ূদের সংগীতে পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনাটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেশের কিরূপ অবস্থা দেখিয়া দায়ূদ ঐ-প্রকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন?

প্রাচীনকালের ভারতীয় পাঠকদিগের ন্যায় বর্ত্তমানকালেও একশ্রেণীর লোক দেখা যাইতেছে, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, মানবহৃদয়ের ধর্ম্মভাব কেবলমাত্র শৈশবকালের শিক্ষার ফলমাত্র। তাঁহাদিগকে যদি বলা যায় যে, ধর্ম্মভাব মানব-অন্তরে স্বাভাবিক ভাবে নিহিত, মানব-অন্তরে আত্ম-দৃষ্টি ও জগৎ-কার্য্যের পর্য্যালোচনার ভাব জাগিবামাত্র সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিয়াছে ও চিরদিন এইভাবে উঠিবে—এ কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না; এবং মনে মনে আশা করিয়া থাকেন যে, যেমন প্রায় সমুদায় সভ্যদেশের পূর্ব্বপুরুষগণ কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ডাইনে (witch) বিশ্বাস করিত, এখন ইতিহাস-লেখকগণ কৌতুক সহকারে সেই কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন, তেমনি জগতে এমন একদিন আসিবে, যখন ইতিবৃত্ত লেখকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উল্লেখ করিবেন—"যে এমন এক সময় ছিল যখন লোক ঈশ্বর নামে একজন অদৃশ্য পুরুষের কল্পনা করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিত ও তাহার উদ্দেশে স্তুতি প্রার্থনা প্রভৃতি করিত।" কিন্তু মানবপ্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ধর্ম্মবিশ্বাস মানবপ্রকৃতির এরূপ স্থানে স্থাপিত যে, ইহা কখনই মানবপ্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিবে না। চালনা দ্বারা ইহা প্রবল হইতে পারে এবং চালনার অভাবে দুর্ব্বল থাকিতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মভাববিহীন মানব-সমাজ অদ্যাপি দৃষ্ট হয় নাই। যখন জগৎপর্য্যটকগণ প্রথম প্রথম জগতের বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতি সকলের আবিষ্কার করিতে লাগিলেন, তখন শুনা গিয়াছিল যে, এরূপ অনেক অসভ্য জাতি পাওয়া গিয়াছে যাহাদের মধ্যে ধর্ম্মভাবের কোনও আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ক্রমে ঐসকল জাতির সহিত যতই পরিচয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ততই জানিতে পারা গিয়াছে যে, তাহাদের ধর্ম্মভাব প্রকাশের প্রকার ও প্রণালী সভ্য জাতিগণের প্রকার ও প্রণালী হইতে বিভিন্ন হইলেও তাহারা ধর্ম্মভাব বিবর্জ্জিত নহে।

ধর্ম্মভাব মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব হইলেও এ কথা সত্য যে, সময়ে সময়ে দেশবিশেষে এমন এমন বিশেষ বিশেষ কারণের সমাবেশ হয়, যদ্দারা একপ্রকার ধর্ম্মভাব বিরোধী হাওয়া উপস্থিত হয়। হয়ত কোনও প্রতিভাশালী লেখক নাস্তিকতা সমর্থন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিলেন, বা উপদেশ দিলেন, অমনি দেখি শত শত চিন্তাবিহীন ব্যক্তির মুখে নাস্তিকতার সমর্থক বাক্য। দেশে শিক্ষিত দলের মধ্যে নাস্তিকতার হাওয়া উঠিল। অপরাপর হাওয়ার ন্যায় এ হাওয়াও অসার ও ক্ষণস্থায়ী। আর এক কারণে বিশ্বাসী ও প্রেমিক লোকের অল্পতা হইয়া থাকে। কখন কখনও দেখা যায়, যে কোনও দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম মৃত-প্রায় হইয়াছে। তাহার আর জীবনপ্রদায়িনী শক্তি নাই; হৃদয়কে আর উন্নত করিতে পারে না; মানবের পরিবর্দ্ধিত জ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করিতে পারে না। তখন লোকে কোন লৌকিক অনুরোধে ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম সকল পালন করে, অন্তরে ধর্ম্মানুরাগ নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া যায়। ধর্ম্মানুরাগের ম্লানতার সঙ্গে সঙ্গে লোকের বিষয়সুখ-স্পৃহা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রবল হইতে থাকে। তখন আর ধর্ম্মের কথা, স্বার্থনাশের কথা পারত্রিক কল্যাণের কথা কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। সমাজের অধিকাংশ লোকের জীবন অসারতাময় হইয়া পড়ে। আলাপে অসারতা, সামাজিক আমোদ প্রমোদে অসারতা, ধর্ম্মানুষ্ঠানে অসারতা, অশন বসনে অসারতা, সকল বিষয়েই অসারতা প্রবিষ্ট হয়।

একদিকে যেমন অসারতা অপর দিকে তেমনি কপটতা, ধর্ম্মের ন্যায় গম্ভীর ও পবিত্র বিষয়ে কপটতাচরণ করিয়া করিয়া লোকের কপটতা অভ্যাসপ্রাপ্ত হইয়া যায়! তাহারা বাক্যকে মনোগত ভাবপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ না করিয়া মনোগত ভাব গোপনের উপায়স্বরূপ করিতে থাকে। প্রত্যেকেই যেন এক একটী মুখস পরিধান করে। যেখানে অনুরাগ নাই, সেখানে অনুরাগ দেখায়, যে বিষয়ে উৎসাহ নাই সে বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করে। এইরূপ মানবজীবন কপটতাময় হইয়া সকলেরই হৃদয়কে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতে থাকে।

এপ্রকার সামাজিক অবস্থা ধর্ম্মভাবের বিশেষ প্রতিকূল। এই অবস্থাতে বিশ্বাসী ও প্রেমিক দল হ্রাস পাইতে থাকে। দায়ূদ বোধ হয় এইরূপ কোনও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত প্রার্থনা করিয়া থাকিবেন। চিন্তা করিলে দৃষ্ট হইবে যে আমাদের দেশের অবস্থাও বহুল পরিমাণে ইহার অনুরূপ।

এদেশেও ধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য ও অসার হইয়া পড়িয়াছে; এদেশেও কপটতা ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বাহির হইয়াছে; বিশ্বাস ও প্রেম ভিন্ন ধর্ম্ম বাঁচে না তাহা ম্লান হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু জগতের ইতিবৃত্তে দেখা যায় এরূপ বিশ্বাস ও প্রেমের ম্লানতার অবস্থা অধিক দিন থাকে না। বিধাতার রাজ্যের নিয়ম এই দেখি, এক আকারে যাহা ভগ্ন হইয়া যায় তাহা আর এক মূর্ত্তিতে গড়িয়া উঠে। নদীর বালুকারাশি স্রোতের দ্বারা তাড়িত হইয়া একূলে ভাঙ্গিয়া গেল, পর বৎসরে দেখি অপর কূলে দ্বীপের আকারে উঠিতেছে। জড়রাজ্যেও দেখি, যে শক্তি এক আকারে বিনষ্ট হইতেছে তাহা অপর আকারে গড়িয়া উঠিতেছে। তাঁহার মঙ্গলময় রাজ্যে এক অণুও বিনষ্ট হয় না। কালস্রোতের মধ্যে ধর্ম্মও যেন এইপ্রকারে ক্রীড়া করিয়াছে। ইহা এক দেশে এক আকারে ভাঙ্গিয়া আর এক আকারে গড়িয়া উঠিয়াছে। "আজ যেখানে ভাঁটা, কল্য সেখানে জোয়ার—আজ যেখানে তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রাদুর্ভাব, কল্য সেখানে ভক্তির অবতার চৈতন্যের অভ্যুদয়; অদ্য যেখানে ধর্ম্মযাজকগণের অসার ক্রিয়া-কলাপ, কল্য সেখানে বিশ্বাসী যীশুর আবির্ভাব। মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের বীজ নিহিত রহিয়াছে। অতএব বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মভাবের সাময়িক ম্লানতা দেখিয়া নিরাশ হন না! তবে তিনি প্রার্থনা করেন—তিনি বলেন "হে প্রভো! সহায় হও বিশ্বাসী ও প্রেমিক দল হ্রাস পাইতেছে।" ঈশ্বরের সঞ্জীবনী শক্তিতে তাঁহার অটল বিশ্বাস সুতরাং প্রার্থনাতেও অটল বিশ্বাস। তিনি জানেন, যে মুহূর্ত্তে ব্রহ্মশক্তি একবার জাগিবে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই এই মৃত্যু ও জড়তার অবসান হইবে। এই বিশ্বাসে হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া তিনি প্রার্থনা করিতে থাকেন।

মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস।

আমাদের জননী চিরমঙ্গলময়ী। অনন্তকাল তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। প্রতিদিন যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, সকল ঘটনাই মঙ্গল উৎস হইতে উৎসারিত। দুঃখ, শোক, তাপ বলিয়া জগতে কোন স্থায়ী বস্তু নাই। সুখ শান্তির দ্বার সকলের জন্য চির উন্মুক্ত। জগতের মাতা স্বহস্তে আমাদিগকে অন্ন জল বস্ত্র প্রদান এবং জ্ঞান প্রেম পুণ্যে আত্মাকে বিভূষিত করিয়া তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে স্থান দান করিতেছেন। তাঁহার রাজ্যে দুঃখী, ধনী, রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলেই সমান। এ সকল উচ্চ তত্ত্বকথা বর্ত্তমান সময়ে সকলের মুখেই শোনা যায়। ধর্ম্মসমাজের সকল শ্রেণীর লোকেই পরমেশ্বরকে মঙ্গলময় বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু কার্য্যকালে অধিকাংশ স্থলে প্রচারিত কথার বিরুদ্ধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাঁহারা দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, সাধনপ্রণালীর দোষেই সাধকের যথার্থ জ্ঞান জন্মে না। যাঁহারা হৃদয়ের অভ্যন্তরে অতি সংগোপনে শোক দুঃখ তাপের স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন, যাঁহারা দুঃখে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে অনভ্যস্ত, যাঁহারা সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট পরমেশ্বরের মঙ্গলস্বরূপ প্রকাশিত হওয়া সুদূর পরাহত। এক দিকে পার্থিব দুঃখ ক্লেশ, অপর দিকে পূর্ণমঙ্গল চিন্তা করা স্ববিরোধী ভাব। যিনি অপর দশ জনের ন্যায় সংসারের দুঃখ কষ্টকে, দুঃখ কষ্ট বলিয়া অনুভব করেন, তিনি কোনমুখে বলিবেন "প্রভু! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক?" তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইলে যে অনেক সময় দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে। এ সকল কারণেই ভারতীয় পূজ্যপাদ ঋষি জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়া গিয়াছেন;—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সম দুঃখ সুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে॥

"হে পুরুষ প্রধান! এই সকল বিষয় যাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারে না, সুখ দুঃখে যাঁহার সমান ভাব সেই ধীর পুরুষ মোক্ষলাভে সমর্থ।"

মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিলে সাধকের হৃদয় কিরূপ সুদৃঢ় হয়, তাহা গীতাকার সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন ভিন্ন বিঘ্ন বিপদ পূর্ণ সংসারে চিত্তকে স্থির রাখিবার অন্য কোনই উপায় নাই। আর্য্যশাস্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য যে, জীব যতক্ষণ মোহাভিভূত থাকে, যতক্ষণ বিষয়রূপ অঞ্জন চক্ষে লেপন করিয়া জগৎসংসার দর্শন করে, ততক্ষণ ঈশ্বর সত্ত্বার আলোক স্পর্শ করিতে পারে না। প্রকৃত বস্তুকে অবস্তু এবং অসারকে সার জ্ঞান করিয়া মোহান্ধকারে ভ্রমণ করিলে সত্যের সহিত কখনও পরিচয় হয় না। সংসারমোহের খনিস্বরূপ, স্ত্রীপুত্র পরিবার বন্ধনের শৃঙ্খল স্বরূপ, সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। এ কথা বলিলে কেহই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না; কিন্তু সেই মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর ভিতর দিয়া সংসার দর্শন করিলেই প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। "আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার সংসার" ইত্যাদি ভাব দৃঢ়বদ্ধ হওয়াতেই মঙ্গলস্বরূপে অবিশ্বাস জন্মে। আমার কিছুই নহে, সকলই তাঁহার, আমি সেবকমাত্র। সেবা করাই আমার কার্য্য। তাঁহার সংসারে সেবা করিতে আমাকে যে কয়দিনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, আমি সে কয়দিন এখানে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া অন্তে তাঁহার আদেশে তাঁহারই নিকট যাত্রা করিব। এই সময় মধ্যে ইহসংসারে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইবে, সে সকল কার্য্যের সহিত আমি কখনও এরূপ ভাবে জড়িত হইব না, যাহাতে ভগবান অপেক্ষা সংসারকে প্রিয়জ্ঞান করিয়া মোহাবৃত জীবের ন্যায় সংসারপালন করিতে হয়।

আকাশে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উদয় হইয়া ভয়ানক ঝটিকান্দোলিত করিল; নদীবক্ষে পর্ব্বতের ন্যায় তরঙ্গ উত্থিত হইয়া গমনশীল তরণীসমূহকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল; আরোহীগণ প্রাণভয়ে ক্রন্দন করিতেছে; কিন্তু কর্ণধার কোন চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া প্রাণপণে হালের মুটি ধরিয়া রহিয়াছে। নৌকা সোজাভাবে রাখিতে পারিলে, মারা যাইবার ভয় নাই, এজন্য তাঁহার দৃষ্টি হালের প্রতি। ঐ মাঝির ন্যায় যাঁহারা ভবসাগরের তরঙ্গভঙ্গিতে ভীত না হইয়া একান্ত মনে ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে মঙ্গলময় বলিয়া জানিয়াছেন।

সুখের সময়ে সকলেই নানাবিধ সুমিষ্ট শব্দদ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু যখন সুখসূর্য্য অস্তমিত হইয়া দুঃখের ঘন তিমিরে হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন হয়, তখন পূর্ব্বকৃত সাধন ভজন, তপ যপ সৈকতস্তরে পতিত জলের ন্যায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। পুত্রের জন্মদিনে অনেকেই এই বলিয়া প্রার্থনা করেন,—"প্রভো! দীনহীনের গৃহে এই স্বর্গের কুসুম প্রেরণ করিয়া কৃতার্থ করিলে, তোমাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করিতেছি।" সেই পুত্র যখন পরলোক গমন করে, তখন কয়জনে বলিতে পারেন, "প্রভো! তুমি কৃপা করিয়া স্বর্গের ফুল স্বর্গে লইয়া গিয়া আমাকে ধন্য করিলে"?

পুত্রের জন্ম মৃত্যুতে পিতার বিশ্বাসের পরীক্ষা হয়। সুখের দিনে, সম্পদের দিনে, তিনি মঙ্গলময়; দুঃখের দিনে, শোকের দিনে তিনি কি মঙ্গলময় নহেন? চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি নানাবিধ আহারে রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক যিনি গণ্ডুষ ত্যাগ করেন, ক্ষুধার সময় অন্ন না পাইয়া তিনি কি তেমনি ভাবে প্রাণের সহিত বলিতে পারেন যে, "আমি আজ অন্ন গ্রহণ না করি, ইহাই তোমার ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!"

শোক দুঃখ বিপদ্ আপদের বাতাস উঠিলে যে হৃদয় অচঞ্চল থাকে, সে হৃদয়েই মঙ্গলময়ের আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস না জন্মিলে কখনও কেহ সংসার পথে স্থির থাকিতে পারে না। মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাসই সাধনার ভিত্তিভূমি। সাধন ভজন, সৎপ্রসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি বিপদের দিনে বন্যার জল প্রবাহিত তৃণের ন্যায় কোথায় চলিয়া যায়; মঙ্গল স্বরূপের প্রতি কিঞ্চিৎ বিশ্বাস থাকিলেও মানবকে সেই ঘোর দুর্দ্দিনে রক্ষা করে।

ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা বিশ্বাসের দৃঢ়তা দ্বারা ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত পরিচয় হওয়া যায়। নানা কারণের সমাবেশ হওয়াতে মানব হৃদয়ে ভাব বিশেষ উচ্ছ্বসিত হইতে পারে। এবং তাহা সময়ে সময়ে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় এক হৃদয় হইতে দশ হৃদয়ে ছাইয়া পড়ে। এই কলিকাতা সহরে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্পেনসার নামক একজন ইংরাজ বেলুনে চড়িয়া আকাশে উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রথম দিন উঠিবার চেষ্টা করিয়া গ্যাস কোম্পানির অমনোযোগিতা বশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরদিন আর এক প্রকার গ্যাস প্রস্তুত করিয়া আকাশে উঠিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন। বহু সহস্র লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উপস্থিত হইল। সে দিনও স্পেনসার দেখিলেন, কোনও বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃ প্যারাসুটটা লইয়া তিনি উঠিতে পারিতেছেন না। তখন তিনি বলিলেন, লোকে পয়সা দিয়াছে, কিছু করিতেই হইবে, দেও প্যারাসুট কাটিয়া দেও। তাঁহার আজ্ঞামাত্র প্যারাসুট কাটিয়া রাখা হইল, অমনি বেলুনটা তীরের ন্যায় বেগে আকাশে উঠিয়া গেল ও অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে চক্ষের অগোচর হইয়া গেল। যখন সহরে জনরব হইল যে, স্পেনসার লোকের টাকা লইয়াছিল বলিয়া প্যারাসুট ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার প্রাণে বাঁচা সন্দেহ। তখন কলিকাতাতে সর্ব্বসাধারণের এক অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস দৃষ্ট হইল। এমন কি গৃহে আবদ্ধ কুলবধূদিগেরও চক্ষে জলধারা পড়িয়াছিল। এই ভাবোচ্ছ্বাস সাংক্রামিক ব্যাধির ন্যায় বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ, নারী সকলকেই আক্রমণ করিয়াছিল। সেইরূপ কোনও আকস্মিক কারণে সাময়িক ভাবে ভাব বিশেষ হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইতে পারে। ভক্ত সঙ্গে উপাসনা বা কীর্ত্তনের মধ্যে বসিয়া একজনের হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। সেই অবস্থাতে অশ্রু পুলক নৃত্য প্রভৃতি ভাবোন্মাদের সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। আমরা ভাবোন্মাদকে হেয় বলিয়া মনে করিতেছি না। সময়ে সময়ে ভাবোন্মাদও আবশ্যক। যেমন পুত্র কন্যার প্রতি আমাদের একটা স্থায়ী প্রেম আছে, আবার সময়ে সময়ে বিশেষ ভাবোদ্রেকে চুম্বন আলিঙ্গন প্রভৃতি করিয়া থাকি। সেইরূপ স্থায়ী ঈশ্বর-প্রীতিরও উচ্ছ্বাস ও উন্মাদ অতীব মিষ্ট। কিন্তু এই ভাবোন্মাদকে যদি কেহ ধর্ম্ম জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া মনে করেন, তবে তিনি ভ্রমে পতিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাবোন্মাদের দ্বারা স্থায়ী প্রেমের বিচার না করিয়া বিধাতার মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাসের দ্বারাই করিতে হইবে। একজন কবি আশাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "জীবনের অন্ধকার যত ঘেরিয়া আসে, আশার জ্যোতি ততই উজ্জ্বল হয়।" প্রকৃত বিশ্বাসীর বিশ্বাসও যেন সেই প্রকার অনুকূল অবস্থা অপেক্ষা প্রতিকূল অবস্থাতে অধিক উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহকসভার ৩য় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯২।

গত তিন মাসে কার্য্যনির্ব্বাহকসভার ৯টী নিয়মিত এবং ৩টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে।

গত কয়েক মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কার্য্যপ্রণালীর কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রায় সকল শ্রেণীর কার্য্যই কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিচারার্থ উপস্থিত হইত এবং সামান্য সামান্য বিষয় সকলের মীমাংসায় অনেক সময় অতিবাহিত হইত। এজন্য Business কমিটির উপর সাধারণতঃ বিষয় কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার ভারার্পণ করা হইয়াছে। তাঁহাদের কার্য্যবিবরণ কার্য্যনির্ব্বাহকসভায় পঠিত হইলে, বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় ভিন্ন অপর বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় আর তাহার বিচার হয় না। এইরূপ নিয়ম করাতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সমাজের ধর্ম্মভাব উদ্দীপন ও সামাজিক সুশৃঙ্খলা স্থাপন সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্যে অধিক সময় যাপন করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহকসভার কার্য্য সকল সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিবার জন্য এবং যাহাতে বৃথা বাদানুবাদ না হয় ও ব্যক্তিগত সমালোচনার পথ অবরুদ্ধ হয়, সেই উদ্দেশ্যে কয়েকটি নিয়ম প্রণীত হইয়াছে।

যাহাতে কার্য্যনির্ব্বাহকসভার সভ্যগণ সমাজের কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে অধিকতররূপে নিযুক্ত হইতে পারেন, তজ্জন্য

এক একজন সভ্যের উপর এক একটী কার্য্যের ভারার্পণ করা হইয়াছে। এবং সভ্যগণের কার্য্য মাসান্তে একটী সভায় সমালোচিত হইবে, এরূপ নিয়ম করা হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহকসভা ব্রাহ্ম সম্মিলনী নামে একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ সভ্যদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি,—তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন-গঠনের সহায়তা এবং সমাজের কার্য্যাদিতে সকলকে সম্মিলিত করা এই সম্মিলনীর বিশেষ উদ্দেশ্য। এই সম্মিলনী বিশেষ প্রীতিবন্ধক উপস্থিত না হইলে কলিকাতার সন্নিকটস্থ কোন উদ্যানে বা নির্জ্জন স্থানে প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে সম্মিলিত হইয়া উপাসনা, আলোচনা প্রভৃতিতে যাপন করিবেন এইরূপ নিয়ম হইয়াছে। আবশ্যক হইলে অন্য সময়েও এই সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। এই সম্মিলনীর বিশেষ কার্য্যবিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

কার্য্যনির্ব্বাহকসভা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছিলেন যে, সমাজের কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের শক্তি, সময় বিশেষভাবে নিযুক্ত না হইলে তাহা সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে সকলেই যে কোন না কোন প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ইহার কার্য্য সকল সুনির্ব্বাহ করিতে পারেন এবং আপনাপন সময় ও শক্তির চরিতার্থতা করিতে পারেন তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। সেরূপ প্রবৃত্তি এবং সুবিধাও যে ব্রাহ্মগণের না আছে এমনও নয়, কেবল শৃঙ্খলার সহিত সকল শক্তিকে কার্য্যে লাগাইবার ব্যবস্থা করাই আবশ্যক। এজন্য কার্য্যনির্ব্বাহকসভা এক আহ্বান পত্র দ্বারা গত ২৭এ ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর) রবিবার অর্থাৎ বিশেষ উৎসবের দিনে ব্রাহ্মগণকে ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য আহ্বান করেন। (এই আহ্বানপত্র পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে) এই আহ্বানপত্র পাঠে জানা যাইবে যে সকল শ্রেণীর লোকেই ইচ্ছা করিলে আপনাদের শক্তি ও সময় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন। আনন্দের সংবাদ এই যে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এই উদ্যোগের সংবাদ অবগত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু গোপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ আপনাদের সমস্ত সময় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে যাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং অন্য একটী বন্ধু যিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যেই লিপ্ত আছেন, তিনিও এই সেবকদলে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু সম্প্রতি নাম প্রকাশে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেকে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় যাপন করিবেন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা সমস্ত সময় ব্রাহ্মসমাজের সেবায় যাপন করিবেন, তাঁহাদের শিক্ষা, কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ এবং যাহাতে তাঁহারা আপনাদের উদ্দেশ্য সংসাধনে উপযুক্ত সাহায্য পাইতে পারেন, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার ভার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজনের উপর অর্পিত হইয়াছে। অন্য একটী কমিটির উপর সহায়গণের কার্য্যের সুব্যবস্থার ভারার্পণ করা হইয়াছে।

সমাজের আধ্যাত্মিক বিভাগের কার্য্য গত কয়েক মাস স্বতন্ত্রভাবে বড় একটা হয় নাই। ব্রাহ্মসম্মিলনীর সহিত তাহা সম্পন্ন হইয়াছে।

সামাজিক বিভাগের উদ্যোগে "স্ত্রী-পুরুষের শিষ্টাচার" সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আবশ্যক বোধে এখন পত্রিকাদিতে তাহার প্রচার বন্ধ করা হইয়াছে।

অনুষ্ঠান পদ্ধতি, ব্রাহ্ম-বিবাহের আইন সংশোধন এবং শবদাহের স্থান নির্ণয় প্রভৃতি কার্য্য যাহা গত ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণে উল্লেখ করা হইয়াছিল, তাহা এই সময় মধ্যে সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করা সময় সাপেক্ষ।

প্রচার—বৎসরের প্রথম ভাগে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে, প্রচারকগণ জুলাই মাসে কোন নির্জ্জন স্থানে যাপন করিবেন। তদনুসারে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মাসেক কাল বোলপুরে শান্তিনিকেতনে অবস্থিতি করিয়া সাধনাদি করিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয়ও কতক সময় সাধনাদিতে তথায় যাপন করিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের এ সময় পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার প্রস্তাব পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে তথায় গমন করিতে সমর্থ হইবেন না, এরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

গত তিন মাসে প্রচারক মহাশয়গণ নিম্নলিখিতরূপে কার্য্য করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—এই তিন মাসের মধ্যে বরিশাল ছাত্রসমাজের উৎসবে গমন করিয়া তথাকার সমাজ মন্দিরে "ভারতে ধর্ম্মবিপ্লব" এবং "জীবনে জীবন" এই দুইটি বক্তৃতা করেন এবং উপাসনা ও আলোচনাদি করেন। তৎপর পিরোজপুরে ধর্ম্মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ঢাকার ছাত্রসমাজ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। সেখানে "ধর্ম্মের ছায়া ও কায়া" ও "ভারতে প্রাচীন ও নবীন" এবং "পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম পথকে দুর্গম বলিয়াছেন" বিষয়ে তিনটি বক্তৃতা করেন এবং উপাসনা ও আলোচনাদি করেন। নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সিগঞ্জের স্কুল গৃহে "দেশের প্রধান দুর্গতি কি?" ও "ভারতে প্রাচীন ও নবীন" এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অধিকাংশ সময় তিনি কলিকাতায় থাকিয়া তত্ত্ব-কৌমুদীর সম্পাদকতা এবং ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন। ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রমে নিয়মিত রূপে উপাসনা, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও আলোচনাদি করিয়াছেন এবং ভবানীপুরে প্রতি বৃহস্পতিবারে সঙ্গত ও রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনাদি করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৪।৫টি অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য এবং ছাত্রসমাজে বক্তৃতা করিয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—জুলাই মাসের প্রথমেই কলিকাতায় আগমন করেন, কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিয়া

সমাজে ও পরিবারে উপাসনাদি করেন। ছাত্র-সমাজের বিশেষ উৎসবে উপাসনাদি হয়, তৎপর এক মাস কাল বোলপুরে শান্তি-নিকেতনে যাপন করেন। এই সময়ে সেখানে যাঁহারা উপস্থিত হইতেন তাঁহাদিগকে লইয়া উপাসনা ও সৎপ্রসঙ্গাদি করেন। আসিবার সময় একটী বন্ধুর গৃহে বিশেষ প্রার্থনাদি করেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অনুরোধে বোলপুর হইতে প্রচারে বাহির না হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। পথে বর্দ্ধমানে একদিন থাকেন, তথায় উপাসনা উপদেশাদি হয়। এবং ধর্ম্মপুরে কোন বন্ধুর গৃহে উপাসনাদি হয়। কলিকাতাতে পৌছিয়া ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর উৎসবে যোগদান করেন। চাইবাসা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া উপাসনা, পাঠ, আলোচনা এবং উপদেশ দান এবং "একদিন ধর্ম্ম-জীবনের বিঘ্ন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সেখান হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় জামতাড়াতে কোন বন্ধুর গৃহে উপাসনাদি করেন। এখন কলিকাতায় থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতেছেন।

বাবু শশিভূষণ বসু—বর্ষার জন্য বাহিরের বক্তৃতাদি বন্ধ করিয়া কোন কোন হিন্দু পরিবারে উপাসনা, ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন। ছাত্রোপাসক সমাজে উপাসনা ও আলোচনার দিনে অধিকাংশ সময় সভাপতি রূপে পঠিত প্রবন্ধ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করেন। এবং একদিন "ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মজীবন" সম্বন্ধে কিছু বলেন। ব্রাহ্ম-সম্মিলনীতে একদিন উপাসনা করেন এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলেন। শ্যামবাজার সমাজে মধ্যে মধ্যে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

মফঃস্বল—নিমতা ব্রাহ্মসমাজে মধ্যে মধ্যে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কুমারথালী ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন, তথায় উপাসনা করেন ও উপদেশাদি প্রদান করেন। এবং ছাত্র-দিগের জন্য "ছাত্র জীবন কিরূপ হওয়া উচিত" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। বোলপুর প্রভৃতি স্থানে প্রায় এক মাস কাল নির্জ্জন বাস করেন। ইহার মধ্যে একদিন বৈদ্যনাথে গমন করেন, তথায় কুষ্ঠাশ্রমের ভূমিতে প্রার্থনাদি করেন এবং কোন বন্ধুর বাটীতে উপাসনা করেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বাঁশবেড়িয়া পাঁচ দিবস ছাত্র-সভার সভাপতির কার্য্য এবং নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে বক্তৃতা—(১) অবরোধ প্রথা, (২) জাতিভেদ, (৩) বিধবা-বিবাহ, (৪) স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে তাঁহার মহত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা, (৫), উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের বল। ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন, তিন দিবস ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বেদীর কার্য্য। ২৭এ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে তাঁহার স্মরণার্থ সভায় "রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা।

কলিকাতা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ছাত্রসমাজে তিনটী প্রকাশ্য বক্তৃতা, 'নীতিশিক্ষা ও চরিত্র সংগঠন' বিষয়ে একটী, এবং 'মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন?' এই বিষয়ে একটী। কোন যুবার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য এবং অন্য একটী পরিবারে আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা।

ইহা ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও অন্য লোকের সহিত ধর্ম্মা-লোচনা। সাময়িক পত্রিকায় ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ, এবং ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিষয়ে পুস্তক রচনা। সুরাপানের বিরুদ্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার।

এতদ্ভিন্ন বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী নিম্নলিখিতরূপে কার্য্য করিয়াছেন।

জুন মাসের শেষে খাসিয়া পাহাড় ছাড়িয়া কলিকাতায় আগমন করেন। ৭ই জুলাই স্টিডন উদ্যানে "ঈশ্বর-পিপাসা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১০ই ছাত্রসমাজের উৎসবে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এক মাস কাল বোলপুর শান্তিনিকেতনে নির্জ্জনে অতিবাহিত করেন, তথায় একখানি খাসিয়া পুস্তকের কিয়দংশ লিখেন; ২৫শে আগষ্ট চাইবাসা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করেন। তথায় কয়েক দিন উপাসনা, আলোচনাদি করেন এবং একদিন "ব্রাহ্মধর্ম্ম—ভারতে পরি-ত্রাণের সমাচার" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর উৎসবে একদিন উপাসনা করেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন স্থানে কয়েক দিন উপাসনাদি করেন।

বাবু কালীপ্রসন্ন বসু, মিঃ লছমনপ্রসাদ, বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী, বাবু কালীমোহন দাস, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি মহাশয়গণ নানাপ্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে প্রচারক পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। বরিশাল, নোয়াখালি, ঢাকা, চাইবাসা, কুমারখালি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ের অন্যতর ট্রাষ্টি বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরলোক গমনে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা শোকসূচক পত্র দ্বারা তাঁহার পরিবারের সহিত সহানু-ভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—এই ফণ্ডের অর্থ সংগ্রহের জন্য একখানি আবেদন পত্র কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট এবং মফস্বলে অনেকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু অতি অল্প স্থান হইতেই তাহার উত্তর পাওয়া গিয়াছে। আশা করি ব্রাহ্মবন্ধুগণ এই গুরুতর কার্য্যে আপ-নাদের যথাশক্তি সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। আবে-দন পত্র প্রেরণের পর ৬০৮৲ টাকার দানাঙ্গীকার পাওয়া গিয়াছে। এই তিন মাসে ৪৭৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, ৭৲ টাকা ব্যয় বাদে পূর্ব্বস্থিত ২৯৮৷৷৫ সহিত ৩০২৷৷৫ সংস্থান হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—এই দুই পত্রি-কাই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। তত্ত্বকৌমুদীর আয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন নাই। সম্প্রতি মেসেঞ্জারের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধের বিশেষ বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে ইহার জন্য আর ঋণ হইতেছে না। গ্রাহক সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে।

পুস্তকালয়—পুস্তকালয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অনেকে গৃহে পুস্তক লইয়া গিয়া পাঠ করিতেছেন।

ইহাতে নূতন পুস্তক সংগৃহীত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এখন অতি অল্প সংখ্যক পুস্তক আছে এবং প্রয়োজনীয় পুস্তকের বিশেষ অভাব আছে।

ব্রাহ্ম সম্মিলনী—কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের ব্রাহ্মগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন বিষয়ে সাহায্য করণার্থ এই সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মাত্রেই ইহার সভ্য হইতে পারিবেন। মাসিক চাঁদা ।০ চারি আনা। অন্যান্য উপায়ে সভ্যগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন পক্ষে সহায়তা করা ব্যতীত প্রত্যেক ইংরাজী মাসের প্রথম রবিবার কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন উদ্যানে বা অপর কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা, আত্মচিন্তা ও সৎপ্রসঙ্গ করা একটী প্রধান উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তদনুসারে বিগত আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম রবিবার ৪০।৫০ জন সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু প্রেমচাঁদ বড়াল মহাশয়ের কলিকাতার নিকটস্থ বালিগঞ্জের উদ্যানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক বারেই কয়েকজন সভ্য পূর্ব্ব রাত্রিতে উদ্যানে গমনপূর্ব্বক সমুদয় রজনী উপাসনা, প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তনে যাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সিটী কলেজ ভবনে ২ বার প্রতিদিন সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত সন্ধ্যাকালে উপাসনা ও উপদেশ হইয়াছিল এবং অন্য একদিন একটী বক্তৃতা হইয়াছিল! বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু, এই বক্তৃতার বিষয় "ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কয়েকটী চিন্তা"। উপর্য্যোক্ত ২ বার বিশেষ উপাসনার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে ২১এ আগষ্ট এবং ১১ই সেপ্টেম্বর সমুদায় দিনব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। এই সম্মিলনীর সভ্য সংখ্যা এ পর্য্যন্ত ৭০ জন হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত সম্মিলনীর আয় ২৭৸৶১৫, হইয়াছে এবং ব্যয় ২৬৶০, বাদে ১৷১৫ হস্তে স্থিত আছে।

সঙ্গত সভা—গত জুলাই মাস হইতে ২০এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সঙ্গত সভার ৯টী অধিবেশন হইয়াছিল। ১লা, ২২এ ও ২৯এ সেপ্টেম্বর এই তিন মঙ্গলবারে ব্রাহ্ম সম্মিলনীর উৎসবাদি থাকায় সঙ্গত সভার অধিবেশন হইতে পারে নাই। উক্ত ৯টী অধিবেশনে নিম্নলিখিত ৮টী বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। ১। "ব্রাহ্মসমাজে পাপী ব্যক্তি থাকিতে পারে কি না?" ২। "আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় কি প্রকারে বশীভূত হয়?" ৩। অবতার বাদ।" ৪। "পুনরুত্থান।" ৫। "পাপ ও অহঙ্কার।" ৬। "উপাসনায় ও প্রার্থনায় আমরা ভগবানের যে কৃপা লাভ করিয়া থাকি, তাহা রাখিতে পারি না কেন?" ৭। "কেমন করিয়া বিনয় হইবে?" ৮। "বিনয় স্থায়ী করিবার উপায় কি?"

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়—বর্ত্তমান সময়ে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮০ এবং শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী ১১জন। এই স্কুলে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পাইবার জন্য আবেদন করিবার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে। শিক্ষালয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আয়-		-ব্যয়-	
ছাত্র ও ছাত্রীগণের		গাড়ী ও বাড়ী ভাড়া	৩৬১৸৶১৫
বেতন	৫০৫৸৶১০	শিক্ষকাদির	
চাঁদা প্রাপ্তি	১৯৯৲	বেতন	৪৯৩৶১৫
	————	বিবিধ	৪০৶১৫
	৭০৪৸৶১০		————
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	২৭৯৸/১০		৮৯৫৶৫
	————	স্থিত	৮৯/১৫
	৯৮৪।০		————
			৯৮৪।০

রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়—গত তিন মাস নৈতিক বিদ্যালয়ের কার্য্য ভালরূপ চলিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বালক বালিকাদিগের সংখ্যা প্রায় ১৪০। দশ জন মহিলা এবং শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রীতিমত প্রতি সপ্তাহে এখানে নীতি শিক্ষা দিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় সংগীত শিক্ষা দেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু মহাশয়ের ভবনে বালক বালিকাদিগের একটী সম্মিলন হইয়া এক মাসের জন্য বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় মধ্যে মধ্যে আসিয়া বালক বালিকাদিগকে বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সকল দেখাইয়া তাহাদিগকে উপকৃত ও সুখী করিয়াছেন। এই সকল ভদ্রলোক ও অন্যান্য যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি বিদ্যালয়ের কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমরা বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

ছাত্রসমাজ—গ্রীষ্মাবকাসের পর গত ২রা জুলাই ছাত্রসমাজের কার্য্য পুনরারব্ধ হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কার্য্যারম্ভসূচক উপাসনা করেন।

গত ৮ই, ৯ই, ও ১০ই জুলাই তারিখে ছাত্রসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়। ৮ই জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র "প্রকৃত পথপ্রদর্শক কে—বিশ্বাস না চক্ষু?" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৯ই জুলাই শনিবার সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ইংরাজীতে উপাসনা করেন, তৎপরে ছাত্রসমাজের বার্ষিক সভা হয়। ১০ই জুলাই রবিবার প্রাতে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন ও তৎপর উপাসনা হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর সঙ্কীর্ত্তন হয়। রাত্রে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনার কার্য্য করেন।

গত তিন মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতা সমূহ ছাত্রসমাজে প্রদত্ত হয়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—জীবনে জীবন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—নীতিশিক্ষা ও চরিত্র গঠন এবং মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন? বিষয়ে ২টী।

,, কৃষ্ণকুমার মিত্র—প্রকৃত পথপ্রদর্শক কে—বিশ্বাস না চক্ষু? "বিদ্যাসাগর ও তাঁহার কার্য্য।"

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র—জীবনে সামঞ্জস্য (The harmony of life)।

বাবু মনোরঞ্জন গুহ—"ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিধান" এবং "বর্ত্তমান আন্দোলনের রহস্যভেদ।"

এতদ্ব্যতীত দুটি আলোচনা সভা হয়, তাহাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু সীতানাথ দত্ত সভাপতির কার্য্য করেন। এই সভাতে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর সোমবার ছাত্রসমাজের সভ্যগণের একটি সামাজিক সম্মিলন হইয়াছিল। অনেক ভদ্র পুরুষ ও রমণী উপস্থিত ছিলেন। বাবু হরিমোহন ঘোষাল ম্যাজিক প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। দুইটি বালিকা পুস্তকের কোন কোন অংশ এমনিভাবে মুখে বলিয়াছিলেন, যে শ্রোতামাত্রই মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন।

ছাত্রসমাজের বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা ২৯৪ তন্মধ্যে মহিলা সভ্য ১৯ জন।

ব্রাহ্মমিসন প্রেস—এই প্রেসের কার্য্য একরূপ ভালই চলিয়াছে। এই সময় মধ্যে অনেক ইংরেজি অক্ষর ও একটী সুপাররয়াল প্রেস খরিদ করা হইয়াছে। প্রেসের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আয়			ব্যয়		
ছাপাই অর্থাৎ যত টাকার কাজ হইয়াছে		১০২১।৵১৫	মুদ্রাঙ্কণ, কাগজ ইত্যাদির বাবদ অর্থাৎযাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ধার দেওয়া হয়		১২৯৪৸/৫
মুদ্রাঙ্কণ ও বিলাত বাকী অর্থাৎ ছাপা, দপ্তরী, কাগজ ইত্যাদির বাবদ আদায়		১৪৩৪।/১৫	প্রেস প্রস্তুত হিঃ (সরঞ্জাম খরিদ)		১০২৩৲
			বাড়ীভাড়া		৩০৲
প্রেস প্রস্তুত হিঃ		১০১৲	গৃহ প্রস্তুত হিঃ		১৲
গৃহ প্রস্তুত হিঃ		৩০৲	কর্ম্মচারীগণের বেতন		৫৮৯৸১০
কাগজ বিক্রয় হিঃ		১৶১৫	সুদ হিঃ		৬৩৲
বিবিধ হিঃ		৭৸৵০	সরঞ্জামা হিঃ		১০৮।০
হাওলাত হিঃ		৭০৫৲১৫	ওয়ারেওটীয়ার		১০১৲
কর্ম্মচারীর বেতন			ডাকমাশুল		।৵৫
বাবদ	৫৭৫।৫		রসিদ ষ্ট্যাম্প		।/০
সুদহিঃ	৬৩৲		কাগজ বিক্রয় হিঃ		।/৫
কাগজ হিঃ	৩৬৲১০		বিবিধ হিঃ		৩৲৫
দপ্তরীর বাবদ	।০		হাওলাত		৬৯৩৲১০
নগদ	৩০॥০		কর্ম্মচারীগণের বেতন		
			শোধ	৫২৩॥১০	
	৭০৫৲১৫		সুদ	৫৮৲	
ঋণগ্রহণ		৬০০৲	টাইপের মূল্য হিঃ	২০৲	
		৩৯০১৶০	কাগজের ঐ	৭৩॥০	
পূর্ব্ব ত্রৈমাসিকের স্থিত		২৮৶৫	নগদ শোধ	১৮৲	
				৬৯৩৲১০	
মোট		৩৯২৯।৵৫			
					৩৯০৭৸০
			স্থিত		২১॥৵৫
			মোট		৩৯২৯।৵৫

—এই সময় মধ্যে মন্দিরে নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনা ও দুই দিন বিশেষ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সীতানাথ দত্ত ও আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহার আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জমা		খরচ	
চাঁদা আদায়	৪৪।০	গ্যাসের আলোর ব্যয়	২৯॥০
দান সংগ্রহ ও দানাধারে প্রাপ্ত	২৩৲১২॥	বেতন হিঃ	২৯৲
		পাথাটানার ব্যয়	৯৶০
গ্যাসের আলোর দরুন প্রাপ্ত	১৫॥০	বিবিধ ব্যয়	৭।৵০
	৮২৸৲১২॥		৭৫/০
পূর্ব্বস্থিত	২৬৸৵৭॥	স্থিত	৩৪॥৵০
	১০৯॥৶০		১০৯॥৶০

বঙ্গ-মহিলাসমাজ—জুলাই মাস হইতে পুনরায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়া নিয়মিতরূপে চলিতেছে, আগষ্ট মাসে ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক "শিশুপালন" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন, তাহাতে সভ্য ব্যতিরেকে বাহিরের ও অন্যান্য অনেক মহিলা উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে সভার চতুর্দ্দশ জন্মোৎসব উপলক্ষে একটী সায়ং সমিতি হয়, তাহাতে অনেক ভদ্রপুরুষ ও মহিলা উপস্থিত হইয়া সভাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন।

ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস—এই তিন মাস ছাত্রীনিবাসের কার্য্য ভালই চলিয়াছে। ছাত্রী সংখ্যা এখন ৩২টী আরও কয়েকটী ছাত্রী আসিবার কথা হইয়াছিল, স্থানাভাবে রাখা হয় নাই। কমিটী স্থানের বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, আরও কয়েকটী গরিব ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাসে কন্যা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজের এরূপ অবস্থা নয়. যে সমস্ত ব্যয় ভরি বহন করিতে সমর্থ হন। পূর্ণীয়ার সদাশয় বাবু পার্ব্বতীচরণ দাস মহাশয় এই ছাত্রীনিবাসে মাসিক ১১॥০ টাকা করিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহাতে অনেক সাহায্য হইতেছে; আর কোন সদাশয় ব্যক্তি যদি এরূপ মাসিক সাহায্য করেন, তবে ঐ সকল গরিব ব্রাহ্মের কন্যাদিগকে ছাত্রীনিবাসে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা হইতে পারে। ছাত্রীনিবাসের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জমা		খরচ	
ছাত্রীদিগের বেতন	১১০৩।০	খোরাকী, জলখাবার ও আলোর ব্যয়	৪৯৯॥০
চাঁদা আদায়	৪৬॥০		
বৃত্তি হিসাবে প্রাপ্তি	৬৬৲	বাড়ীভাড়া	১৫৩৲
এককালীন দান প্রাপ্তি	২১৲	বৃত্তি দান	১০৯৶০
স্থায়ীফণ্ড	১১৲	ছাত্রীদিগের স্কুলের বেতন	৭৮৲
		জিনিস খরিদ	৩২৶১০
	১২৪৭৸০	বিবিধ ব্যয়	১০৶৫
পূর্ব্বকার স্থিত	১০১৲৫	কর্ম্মচারীর বেতন	২৩৪৸১৫
	১৩৪৮৸৫		১১১৭৵১০
		হস্তে স্থিত	২৩১॥/১৫
			১৩৪৮৸৫

দাতব্য বিভাগ—এই তিন মাস কাল দাতব্য বিভাগের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভালই চলিয়াছে। একটী কুষ্ঠরোগী, একটী অন্ধ এবং একটী রোগী ৭টী অনাথ পরিবার ও ১২টী দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করা হইয়াছে, এই তিন মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৯৸/০ আনা দেওয়া হইয়াছে। এই মহৎ কার্য্যে ব্রাহ্মগণ যদি পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করেন, তবে অনেক দুঃখীর দুঃখ মোচন হইতে পারে। এই তিন মাসের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জমা		খরচ	
এককালীন দান সংগ্রহ	৯৲	এককালীন দান	১৬৲
বার্ষিক দান সংগ্রহ	১৪৲	মাসিক চাঁদা দান	৯৩॥৶০
শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রাপ্ত	২৮৲	ক্ষুদ্র ব্যয়	৵০
মাসিক দান সংগ্রহ	৬৲		
বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয়ের			১০৯৸/০
প্রদত্ত ১০০৲ টাকার সুদ	২১৲	হস্তেস্থিত	২০৮।/০
	৭৮৲		৩১৮৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৪০৵০		
	৩১৮৵০		

প্রচার কমিটি এবং পুস্তক প্রচার কমিটির বিশেষ কোন কার্য্য হয় নাই। ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যবিবরণ পাওয়া যায় নাই।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		ব্যয়	
প্রচার ফণ্ড	৩২৭৸/০	প্রচার ব্যয়	৪৫৬৸১৫
প্রচার বার্ষিক ৩২৲		কর্ম্মচারীর বেতন	৬৯॥৶০
,, মাসিক ২৩১৸/০		ডাকমাশুল	১।৶০
,,এককালীন ৬৪৲		সুশীলাবালা ও	
		চারুবালা বৃত্তি হিঃ	১৪৲
	৩২৭৸/০	পাথেয়	৩৫৲
		দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের	
জেনারেল ফণ্ড	১০২৲	বেতন দান	১৩১৲
সাঃ ব্রাঃ সঃ		প্রচারক গৃহ হিঃ	৯৲১০
বার্ষিক ৪৯॥০		মুদ্রাঙ্কণ	১৪৲
মাসিক ৫২॥০		কালীপ্রসন্ন বসু ফণ্ড	
		হইতে দাতব্য বি-	
	১০২৲	ভাগে দেওয়া যায়	৩৩৲
পাথেয়	৩৫৵১০	কমিশন	॥০
দরিদ্র ব্রাহ্ম-ছাত্রদিগের জন্য		বিবিধ	১৮।৶১০
সিটি কলেজের দান	১৪১৲	গচ্ছিত শোধ	৭৲
প্রচারক গৃহ হিঃ			
(বাড়ী ভাড়া)	৪১৸০		৭৯৯৸৵১৫
সুশীলাবালা ও		স্থিত	৯১৫৸৶৫
চারুবালা বৃত্তি	৪২৲		
কালীপ্রসন্ন বসু ফণ্ড	৩৩৲		১৭১৫৸৵০
গচ্ছিত জমা	১৫৲		
হাওলাত	১২৲		
	৭৪৯॥৶১০		
পূর্ব্বস্থিত	৯৬৬৵১০		
	১৭১৫৸৵০		

পুস্তকের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
বাকী মূল্য আদায়	৩৪॥৵১০	অপরের পুস্তক বিক্র-	
নগদ বিক্রয়	১৪৬৸৵০	য়ের মূল্য শোধ	৩২।৵১
সমাজের ১১৫।/০		কমিশন	৯৸৵০
অপরের ৩১॥/০		বিবিধ	১৲
		পুস্তকের ডাকমাশুল	৭৶১
১৪৬৸৵০		ডাকমাশুল	৶০
কমিশন	৩৸/১৫	মুদ্রাঙ্কণ	৫৲
পুস্তকের ডাকমাশুল	৪॥৶১৫	কাগজ	১৸৵০
গচ্ছিত	২৫৲	পুস্তক খরিদ	৩৬৵১০
		কর্ম্মচারীর বেতন	৩৬৲
	২১৫৵০	পুস্তক বাঁধাই	১॥০
গত ত্রৈমাসিকের		গচ্ছিত শোধ	২৬/০
স্থিত	৩৬০১।৵৫		
			১৫৭।১০
	৩৮১৭৲৫	স্থিত	৩৬৫৯॥৶১৫
			৩৮১৭৲৫

তত্ত্বকৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	২৯৪/০	কাগজ	৫৪৶০
নগদ বিক্রয়	॥০	বিবিধ	৫॥/১০
		ডাকমাশুল	৩১॥১৫
	২৯৪॥/০	কর্ম্মচারীর বেতন	৬৯৲
গত ত্রৈমাসিকের		কমিশন	২৵১৫
স্থিত	১৫৬১৸৶০	মুদ্রাঙ্কণ	৮১৲
	১৮৫৬॥০		২৪৩॥০
		স্থিত	১৬১৩৲
			১৮৫৬॥০

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	৩৮৫।৵১০	ডাকমাশুল	১০১॥৵১৫
নগদ বিক্রয়	॥/০	কর্ম্মচারীর বেতন	৬৭॥০
বিজ্ঞাপন	১১৲	বিবিধ	১৯৶৫
বিবিধ	/১০	মুদ্রাঙ্কণ	১৪৫॥০
		কমিশন	২॥০
	৩৯৭/০	কাগজ	৫১॥৵১০
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত ৩৩২৸৶০			
			৩৮৮৲১০
	৭৩০৲	স্থিত	৩৪১৸৶১০
			৭৩০৲

ব্রাহ্মসমাজ।

চাইবাসার উৎসব—এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় তথায় গমন করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ২৭শে আগষ্ট সন্ধ্যাকালে উৎসবের উদ্বোধন হয়, শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনা করেন। "ঈশ্বরের আগমন প্রতীক্ষা কর" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ২৮শে আগষ্ট প্রাতঃকালে নগরসংকীর্ত্তন হয়, তৎপর বাবু হরিনাথ রায় উকিল মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের বিষয়,—"ঈশ্বরের আহ্বান।" অপরাহ্ণে নবদ্বীপ বাবু ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোকাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে বিশেষ উৎসাহের সহিত নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। রাত্রিতে নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। ২৯শে আগষ্ট প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। "মানবাত্মায় ভগবানের কৃপা ও কার্য্য" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা হয়, নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। তিনি উপাসনান্তে উপনিষৎ পাঠ করেন। অবশেষে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৩০শে আগষ্ট প্রাতঃকালে নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয়। শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা হয়, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যে কার্য্য করেন, এবং পারিবারিক ধর্ম্মের আবশ্যকতা বিষয়ে উপদেশ দেন। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে উপাসনা হয়, নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। "ধর্ম্মের প্রতি দেশীয়দিগের লক্ষ্য" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ৩১শে আগষ্ট সকালবেলা আশু বাবুর বাটীতে উপাসনা হয়। নীলমণি বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে উদ্যানসম্মিলন হয়। সেখানে নীলমণি বাবু উপাসনা করেন। জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ রায় মহাশয় প্রার্থনা করেন। দয়াময়ের কৃপায় এইরূপে উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রচার—৫ই অক্টোবর আবদুল আজিজ ও বাবু শশিভূষণ বসু মানিকতলাতে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। ১২ই অক্টোবর বাবু শশিভূষণ বসু বিডনপার্কে বক্তৃতা করেন। তিনি পদ্মপুরাণের বেন রাজার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, খ্রীষ্টের শিষ্যদিগের ন্যায় আমাদের দেশেও ধর্ম্মবীরগণ ধর্ম্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি অবশেষে সত্য ও দয়াব্রত পালন যে মানবের পরমধর্ম্ম তাহা নানারূপ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেন।

জাতকর্ম্ম—মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে ১৫ই আশ্বিন বাবু হরকুমার গুহের কন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছে, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—গত মাঘোৎসবের পর হইতে কলিকাতার কয়েকজন ব্রাহ্ম "দাসাশ্রম" নামে একটী আশ্রম খুলিয়াছেন। চির ব্যাধিগ্রস্ত নিরাশ্রয় লোকদিগের সেবা করাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। আশ্রমের কার্য্য অতি সুন্দররূপে চলিতেছে। কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক এবং একজন ব্রাহ্মমহিলা এই মহৎকার্য্যে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। আশ্রম সম্প্রতি ৫।১ নং মহেন্দ্র গোস্বামীর লেনে স্থাপিত হইয়াছে। এখান হইতে "দাসী" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে। আমরা প্রথম হইতে এই পত্রিকা নিয়মিতরূপে পাইতেছি। দাসাশ্রমে কি কি কার্য্য হইতেছে, এই পত্রিকায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ থাকে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতি অল্প সময়ের মধ্যে "দাসী"র বহু গ্রাহক জুটিয়াছেন। দাসাশ্রম এবং দাসী যে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে কার্য্যক্ষেত্রে জয়লাভ করিবে, ইহাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দাসীতে অনেক কাজের কথা লেখা হয়, ইহা পাঠে অনেকেই আনন্দলাভ করিবেন। রুগ্ন ব্যক্তির সেবা, মুমূর্ষকে সান্ত্বনা দান এবং মাতৃহীন শিশুকে লালন পালন করিবার কথা শুনিয়া কাহার হৃদয় না দ্রবীভূত হয়? আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে দাসী ও দাসাশ্রমের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

"প্রাণ ব্রহ্ম-পদে হস্ত কাজে তাঁর,
এই ভাবে দিন কাটুক সবার।"

প্রত্যেক ব্রাহ্ম এই মহামন্ত্র সাধন করিতে আরম্ভ করিলে ব্রাহ্মসমাজ স্বর্গে পরিণত হইবে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, কয়েকজন হিন্দুযুবক ও নিঃস্বার্থ ভাবে আশ্রমের কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকেন।

নিবেদন।

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ের জীর্ণ সংস্কারের জন্য সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা :—

সবিনয় নিবেদন—

বহুকাল হইল কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিস্তর অর্থব্যয়ে অত্রত্য সুন্দর প্রশস্ত মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু বহুদিন সংস্কারের অভাবে মন্দিরটী নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। জীর্ণ সংস্কারের জন্য ইঞ্জিনিয়ারগণ কর্ত্তৃক ১৫০০৲ (দেড় হাজার টাকা) এষ্টিমেট্ হইয়াছে।

ধর্ম্মোৎসাহী সহৃদয় মহাত্মাগণের সাহায্য ব্যতীত এ কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সাধারণের নিকট বিনীত নিবেদন যে, কৃপাপূর্ব্বক যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া, মন্দিরটি রক্ষা করেন।

মন্দির-সংস্কারকার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ—বারিষ্টার হাইকোর্ট।
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু—উকিল, জজ আদালত।
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সরকার—ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার।
শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত—অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ।
শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত দে—সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত মনোমোহন বিশ্বাস—সহকারী সম্পাদক।

অনুগ্রহ করিয়া অর্থ ও পত্রাদি আমার নামে পাঠাইলে বাধিত হইব।

নিবেদক
কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ-কার্য্যালয় শ্রীসূর্য্যকান্ত দে
সম্পাদক
কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অবান্তর নিয়মের দ্বিতীয় নিয়মানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে জানান যাইতেছে যে যাঁহারা আগামী বৎসরের (১৮৯৩ সনের) অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২০এ নবেম্বর তারিখের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে আপনাদের নাম ধামাদি প্রেরণ করিবেন। এই তারিখের পরে আর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না। প্রার্থীগণের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হওয়া আবশ্যক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়। শ্রীকৃষ্ণদয়াল রায় সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল পাওয়া যায়।

Gleams of the New Light ...	5
Whispers from the Inner Life ...	4
Thirsting after God ...	2
Principles of Brahmo Dharma ...	½
ব্রহ্মচর্য্য (ভগিনী ডোরা) (জীবনালোক প্রণেতা কর্তৃক প্রণীত) ...	।৶০
উপদেশ মালা (আচার্য্যগণের উপদেশ) ...	।৶০
প্রকৃতিচর্চ্চা ...	।০
চিন্তামঞ্জরী (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ...	৵০
চিন্তাশতক (৺ প্রমদাচরণ সেন কৃত) ...	৵০
প্রকৃত বিশ্বাস ...	৴০
জাতিভেদ (২য় প্রবন্ধ) (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ...	৶০
ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী ...	৶০
সাথী ...	৴১৫
চরিত্র রহস্য ...	।০
গৃহধর্ম্ম (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ...	।৶০
পঞ্চোপনিষৎ (তলবকার, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচখানি উপনিষৎ একত্রে পকেট এডিশন) ॥০ স্থলে	।৶০
জীবনালোক (কাপড়ের মলাট) ...	।৶০
চিন্তাকণিকা (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত) ...	৴১০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা (বাবু রাজনারায়ণ বসু কৃত) ...	॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১ম ভাগ ৪র্থ সং (কাগজের মলাট) ১।০ স্থলে	৸০
ঐ ৫ম সং (কাপড়ের মলাট) ...	১॥০
ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত) ...	৴০
সৎপ্রসঙ্গ ...	৴০
সৎসঙ্গী (জীবনালোক-প্রণেতা কৃত) ...	।০
ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য কেন (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)	৴১০
সাধনবিন্দু (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত) ...	।০
পাপীর নবজীবন লাভ ...	৶০
জাতীয় সংগীত ...	৵০
বক্তৃতা স্তবক (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কয়েকটী বক্তৃতা) ...	।৶০
পুষ্পাঞ্জলী (ঐ কৃত পদ্য) ...	।০
উপহার ...	।০
ধর্ম্মজিজ্ঞাসা (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত) ১ম ভাগ ২য় সংস্করণ ...	॥০
ঐ ২য় ভাগ ঐ ...	॥০
পরিবারে শিশুশিক্ষা ...	৴০
পূজার ফুল ...	৶০
পূজার আয়োজন ...	৶০

নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর বর্ত্তমান বৎসরের ছয় মাস অতীত হইল। এ সময় গ্রাহক মহাশয়গণ যদি বর্ত্তমান বর্ষের এবং যাঁহাদের নিকট পূর্ব্ব বৎসরের মূল্য প্রাপ্য আছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদান করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। যথাসময়ে তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য আদায় না হইলে কার্য্যের যে বিশেষ অসুবিধা হয় সকলেই তাহা অতি সহজে অনুভব করিতে পারেন।

নিবেদক
আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ৩০া কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
১৪শ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক সোমবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

সংগ্রামেই শান্তি।

চাইনা সে শান্তি যাহা ঘুমায়ে পাইব,
নিজ সুখে আপনি ডুবিয়া;
জগত বিপত্তি-জলে ডুবিবে, দেখিব
নিরুদ্বেগে কূলেতে বসিয়া।

চাইনা সাধুতা, যাহা করে হে বধির,
কর্ণদ্বয় পাপীর ক্রন্দনে,
হেলিয়া মানবে, যোগ সাধিতে সুস্থির,
চলিয়াছে গভীর নির্জ্জনে।

সংগ্রাম বিধির বিধি; সংগ্রামে মহত্ব;
সংগ্রামেই উত্থান পতন;
সংগ্রামেই জাগে শক্তি; ফুটে মনুষ্যত্ব;
সংগ্রামেই সার্থক জীবন।

উত্তাল তরঙ্গোপরি যে দাঁড়াতে পারে,
তার-পৃষ্ঠে হয়ে কর্ণধার,
রণ-রবে কভু যার ভীতি না সঞ্চারে,
ব্রহ্ম-কৃপা জানে মাত্র সার।

দুর্দ্দম প্রবৃত্তি-কুলে কটাক্ষে শাসিতে,
যেবা পারে ধন্য সেই জন!
ঘোর প্রলোভন মাঝে আপনা রাখিতে,
যেবা পারে, ধন্য সে জীবন।

দেও প্রভু সেই শক্তি, দৃঢ় মুষ্টি ধরি,
দাঁড়াইব সংগ্রাম-চত্বরে;
রাখিব অটল চিত্ত তব কৃপাপরি,
তব বলে যাইব হে তরে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রতিবাদীর উত্তর কিরূপে দিব?—একব্যক্তি একবার একটী গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অনেক দিনের অনেক চিন্তার পর গৃহটী কি প্রকার হইবে, তাহার একটী ছবি নিজের মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়াছিলেন; এবং যথাসাধ্য সেই ছবিটী নিজ পরিবার পরিজনের ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের মনেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তিনি উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শানুসারে গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী সমুদায় উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্য যখন আরম্ভ হইল, তখন তিনি স্বয়ং দণ্ডায়মান থাকিয়া নির্ম্মাতাদিগকে যেরূপ আদেশ করিতেন, তাহারা সেই প্রকারে নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা করিত। গৃহের প্রাচীরগুলি ক্রমে যখন উঠিতে লাগিল, তখন পথের লোকে যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া দেখিত, এবং তাঁহার পারিপাট্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে আসিয়া গৃহটীর সম্বন্ধে অনেক মতামত প্রকাশ করিত। কেহ বলিত—"একি মহাশয়! ভিতটা এত পাতলা করিলেন কেন? উপরে কি দোতালা করিবার ইচ্ছা নাই।" কেহ বলিত—"এ ঘরটা আর একটু বড় করিলে ভাল হইত। কেহ বলিত—"এতটা জমি ফেলিয়া না রাখিয়া ঘরগুলি আর একটু প্রশস্ত করিলে ভাল হইত ইত্যাদি ইত্যাদি। গৃহস্বামী সমুদায় কথার প্রতি কর্ণপাত করিতেন, কিন্তু কোনও কথারই উত্তর দিতেন না, কেবল হুঁ হুঁ করিয়া মৌনী থাকিতেন। শ্রমিকদিগের কার্য্য হইতে আপনার দৃষ্টিকে বা মনোযোগকে অন্যত্র আকৃষ্ট হইতে দিতেন না। ক্রমে মাসের পর মাস চলিয়া গেল; গৃহটী ক্রমে পূর্ণাঙ্গ হইয়া গেল; ক্রমে পাকশালা, গো-শালা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল; এবং চতুর্দ্দিকে উদ্যানের পরিপাটী প্রকাশিত হইল। তখন যে সকল লোক এক সময়ে গৃহটীর নির্ম্মাণ প্রণালীর অনেক দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"ও মহাশয়! আপনার মনে এতটা ছিল, তা ত জানিতাম না। বাঃ বেশ সুন্দর বাড়ীটী হইয়াছে।" সকলেই তখন সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মদিগকে এই দৃষ্টান্তটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। তাঁহারা ধর্ম্মসাধনের ও নূতন সমাজের একটী ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইবার প্রারম্ভেই দেশ মধ্যে মহা বাগ্‌বিতণ্ডা উঠিয়াছে। পথের লোক যাইতে যাইতে কত কথাই বলিতেছে! কেহ বলিতেছেন—"নিরাকারের পূজা কি হইতে পারে? ও ত কেবল ধুঁয়ার চিন্তা করা।" কেহ বলিতেছেন—"জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া

দিলে দেশ ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে পতিত হইবে।" কেহ বলিতেছেন—"বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিলে ও নারীর অবরোধ প্রথা তুলিয়া দিলে সমাজ ঘোর দুর্নীতি ও পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন ব্রাহ্মগণ কি করিবেন? তাঁহাদিগের উত্তর দিবার প্রণালী কি হইবে? তাঁহারা কি আরব্ধ কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া কেবল প্রত্যেক প্রতিবাদকারীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন? অথবা আপনাদের কার্য্যের দ্বারা পাকা উত্তর দিবার প্রয়াস পাইবেন? আমরা সত্যধর্ম্ম পাইয়াছি তোমরা অসত্য লইয়া আছ; আমাদের সাধনই ত প্রকৃত সাধন, তোমাদের সাধন আত্ম-প্রবঞ্চনামাত্র; আমরা যে ধর্ম্ম পাইয়াছি তদ্দ্বারাই মানুষ পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে ইত্যাদি কথা বলিবার ফল কি? তদপেক্ষা যদি কাজে করিয়া দেখাইতে পারি যে, এ ধর্ম্মসাধনে উৎকৃষ্ট ফলই ফলে, তদ্দ্বারা কি আসল জবাব দেওয়া হয় না? আমাদের প্রত্যেকে যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অধিক ব্যগ্র না হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম লইবার জন্য অধিক ব্যগ্র হই, তাহা হইলে প্রতিবাদীগণ যে নিরস্ত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে ব্রাহ্মকে দেখিলে জগতবলে এই যে জীবন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহার দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্ম সুরক্ষিত হইবে ও ইহার মহিমা বর্দ্ধিত হইবে।

দুর্জ্জয় রিপুদ্বন্দ্বে অন্তরে বাহিরে—যে ধর্ম্মজীবনের আদর্শ ও যে সামাজিক আদর্শ ব্রাহ্মগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কার্য্যে সাধন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহার পক্ষে কত বিঘ্ন? প্রথম বিঘ্ন বাহিরে। আমাদের ধর্ম্মসাধন জনসমাজে থাকিয়া, সুতরাং দশ জনকে লইয়া আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। এই দশ জনের সবলতা দুর্ব্বলতার উপরে আমাদের সাধনের ফলাফল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। জগতের ইতিবৃত্তে বার বার দেখা গিয়াছে যে, যে ধর্ম্ম জ্ঞান ও সভ্যতাতে অগ্রসর জাতি সকলের মধ্যে পতিত হইয়া অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় ফল প্রসব করিয়াছে,সেই ধর্ম্মই স্থূলমতি, অজ্ঞ ও নীতি সম্বন্ধে হীন ব্যক্তিদিগের হস্তে পড়িয়া অতি কুৎসিত আকার ধারণ করিয়াছে। যে খ্রীষ্টধর্ম্ম ইউরোপের উন্নত-জ্ঞান-সম্পন্ন জ্ঞানিকুলের মধ্যে বিশুদ্ধ সাধুতা উৎপন্ন করিয়াছে, সেই খ্রীষ্টধর্ম্ম অজ্ঞ রুসীয় কৃষকগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের প্রস্রবণ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; এবং আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে মর্ম্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার নীতিবিরুদ্ধ আচরণকে প্রশ্রয় দিতেছে। যে খ্রীষ্টধর্ম্ম নরহিতৈষণার উৎস স্বরূপ হইয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া যাইতেছে, সেই খ্রীষ্টধর্ম্ম নররুধিরে ধরাকে প্লাবিত করিয়াছে। ইহা দেখিয়াই বর্ত্তমান সময়ের একজন চিন্তাশীল ইতিবৃত্ত-লেখক বলিয়াছেন—ধর্ম্মবিশ্বাস মানবজাতির নৈতিক উন্নতির বিশেষ সাহায্য করে নাই, জ্ঞানের প্রচারেই তাহা করিয়াছে।

যাহা হউক ধর্ম্মজীবনের কোনও উচ্চ আদর্শ সামাজিক জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে গেলেই অনেক সময়ে দেখা যায় সেই দশজনের দুর্ব্বলতার জন্য সেই আদর্শ বার বার হীন হইয়া যাইতেছে। যীশু মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে একদিন স্বীয় শিষ্যদিগকে একটী পাত্রে জল আনিতে আদেশ করিলেন এবং নিজে বদ্ধপরিকর হইয়া ঐ জলদ্বারা শিষ্যদিগের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। দিয়া বলিলেন—"আমি তোমাদের গুরু হইয়া যদি তোমাদের প্রতি এই ব্যবহার করিতে পারি তাহা হইলে তোমাদের উচিত যে পরস্পরের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার কর। ইহাতে নিশ্চয় বোধ হয় মৃত্যুর দিন আসন্ন বলিয়া তিনি যতই অনুভব করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার মনে এই আশঙ্কা হইতে লাগিল, যে তাঁহার মৃত্যুর পরে শিষ্যগণের পরস্পরের প্রতি অপ্রেম ও অশ্রদ্ধা নিবন্ধন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর অনিষ্ট ঘটিবে। শিষ্যগণকে নিজ হৃদয়ের আদর্শের অনুরূপ না দেখিয়া তাঁহার মনে নিশ্চয় বিশেষ ক্লেশ জন্মিয়াছিল। এইরূপ অনেক যুগপ্রবর্ত্তক মহাজন শিষ্যদিগের অনুপযুক্ততা স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন ও ভাবিয়াছেন—"তবে কি বালুকারাশির দ্বারা রজ্জু নির্ম্মাণ করিতেছি?"

এই গেল অন্তরের দুর্ব্বলতা, ভিতরকার বিঘ্ন। তৎপরে বাহিরের লোকের প্রতিকূলতা। লোকে ইষ্টকে অনিষ্ট ভাবিয়া সর্ব্বদাই বাধা দিতে থাকে। সর্ব্বত্র সাধকদলের অখ্যাতি রটনা করিতে থাকে। এই প্রতিকূলতার মধ্যে চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করা, আপনাদের আদর্শ জীবনে সাধন করা,অনেক সময়ে কঠিন হইয়া পড়ে। মন প্রতিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনার মধ্যে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিবাদপরায়ণ হয়। তখন আর নিজ জীবনের আদর্শ সাধনের দিকে দৃষ্টি থাকে না। আমাদিগকে এই উভয়প্রকার বিঘ্ন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এক দিকে আভ্যন্তরীণ-দুর্ব্বলতা বশতঃ আমাদের আদর্শ হইতে আমরা যতবার ভ্রষ্ট হইয়া পড়িব, ততবার নব সংকল্পের সহিত আপনাদিগকে তুলিয়া দণ্ডায়মান করিতে হইবে, ততবার সেই আদর্শকে স্মরণ করিয়া সাধনের প্রবৃত্তিকে দৃঢ় করিতে হইবে। সাধনের গুণেই দুর্ব্বল সবল হইবে। অপর দিকে বাহিরের প্রতিপক্ষগণের প্রতিকূলতার দ্বারা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হইতে দেওয়া হইবে না। এরূপে সতর্কতার সহিত আপনাদিগকে রক্ষা করিতে না পারিলে, সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে না।

পাপীর প্রতি দয়া—দয়াময় পরমেশ্বর পাপীর উদ্ধারের জন্য নিয়ত ব্যস্ত। পাপীর অশান্ত প্রমত্ত চিত্তকে শান্ত করিবার জন্য তিনি পাপ-পঙ্কিল হৃদয়ে নিয়ত প্রকাশিত হইয়া থাকেন। মানবকে ধর্ম্মপথে রাখা এবং সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য ভগবান স্বয়ং প্রচার ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সেবক, অনুগত দাস, তাঁহারাও প্রভুর অনুকরণে পাপীর উদ্ধার কার্য্যে মন প্রাণ অর্পণ করিয়া থাকেন। যিনি ধর্ম্ম পথে যতটুকু অগ্রসর, তিনি ততটুকু পাপীর প্রতি স্নেহ দৃষ্টি করিয়া থাকেন। সাধু মহাত্মাদিগের জীবনে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা চৈতন্যদেব একাকী দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ কালে সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামক একজন সেবক রাখিয়াছিলেন। বিদেশ গমন কালে শিষ্যগণ কর্ত্তৃক

বিশেষ রূপে অনুরক্ত হইয়াই চৈতন্য কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে গিয়া চৈতন্য এক বিপদে পতিত হইলেন। কৃষ্ণদাস কুসঙ্গে মিশিয়া পাপে লিপ্ত হইতে লাগিল। চৈতন্যের সঙ্গ ছাড়িয়া কুসঙ্গী দিগের গৃহে বাস করিতে লাগিল। মহা-প্রাণ চৈতন্য ভৃত্যের পতনে হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়া সেই কুসঙ্গী দিগের গৃহে ছুটিলেন। সন্তান-হারা মাতা যেমন সন্তানকে দেখিতে পাইলে ব্যাকুল ভাবে আলিঙ্গন করেন, চৈতন্য ও তেমনি কৃষ্ণ দাসকে ধরিয়া বিবিধ প্রকার ভর্ৎসনা করিয়া লইয়া আসিলেন। সেই দিন হইতে তাহাকে চৈতন্য চক্ষের আড়াল হইতে দিতেন না। খ্রীষ্ট শিষ্য জনের জীবনচরিত পাঠে জানা যায় যে, তিনি একজন বালককে এফিসস্ নগরের ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট দীক্ষার্থে প্রদান করেন। আচার্য্য বালকটীকে রাখিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া মানুষ করিবেন, এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। কিছু দিন পর জন উক্ত ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, "আমি যে ধন আপনার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম সেই ধন আমাকে অর্পণ করুন।" তখন আচার্য্য দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন যে—"বালকটী পাপে নিমগ্ন হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। দস্যুতায় এমন পরিপক্ক হইয়াছে যে, সে একটা বিখ্যাত দস্যুদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে।" সাধু জন এই কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে তৎক্ষণাৎ ঘোটকারোহণে দস্যুদলের অনুসন্ধানে কাননে প্রবেশ করিলেন। তৎপর দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ধৃত হইয়া তিনি দলপতির নিকট নীত হইলেন। সাধু জন স্বর্গীয় প্রভাব দ্বারা তাঁহার আশ্রিত যুবক—সেই দস্যু-দলপতির—হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে গৃহে আনিলেন। সে ব্যক্তি অবশিষ্ট জীবন সাধুভাবে যাপন করিয়াছিল। পাপীর প্রতি মানবের যে সুমহৎ কর্ত্তব্য রহিয়াছে, প্রতিদিন প্রত্যেক ব্রাহ্মের তাহা স্মরণ করা উচিত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—"যে নিজে পাপী, সে আবার পাপীর উদ্ধার কিরূপে করিবে? আগে নিজেকে উদ্ধার কর, তবে পরের উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইও।" এতদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, পরমেশ্বর মানুষ দ্বারাই মানুষকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। পাপ কুসংস্কারের হাত হইতে নিজকে যেরূপ রক্ষা করিতে হইবে, সেইরূপ পাপীকেও সৎপথে আনয়নের চেষ্টা করিতে হইবে, এরূপ না করিলে নিজের উদ্ধার সাধন হইবে না।

বিপদেই ধার্ম্মিকতার পরীক্ষা হয়।—একজন ভিন্ন স্থানের বাঙ্গালী কলিকাতায় আসিয়া এ অঞ্চলের মত বাঙ্গালা কথা কহিতে শিক্ষা করে। সে ব্যক্তি অনুকরণ কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল। সে এদেশের চাল চলন, কথাবার্ত্তা এরূপ অভ্যাস করিল যে, কেহই আর তাহাকে ভিন্ন স্থানবাসী বলিয়া চিনিতে পারিত না। ঘটনাক্রমে ঐ ব্যক্তি স্থানান্তরে কয়েকটী কলিকাতার বন্ধুর-সহবাসে থাকে। সে সময় সে কলিকাতাবাসী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হয়। নানা কারণে কিন্তু এই দলের একজন সূক্ষ্মদর্শী লোকের মনে ইনি কলিকাতাবাসী কি না এই বলিয়া সন্দেহ জন্মিল। সন্দেহ হইলেও ধরিবার কোনও উপায় পাইলেন না। ইতিমধ্যে একদিন তাঁহারা ঐ লোকটীর সহিত রাজপথ দিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে ভগ্ন সেতুতে পা লাগিয়া ঐ লোকটী হঠাৎ ভূপতিত হইল, পতিত হওয়ার সময় তাহার মুখ দিয়া ভীতিসূচক মাতৃভাষার স্বর নির্গত হইল। তখন তাহারা সকলেই তাহাকে ভিন্ন দেশী বলিয়া চিনিয়া ফেলিল।

বিপদের সময় যেমন অনুকরণের কার্য্য এবং শেখা ভাষা টিকে না, স্বীয় স্বীয় স্বভাব এবং মাতৃভাষা বাহির হইয়া পড়ে, তদ্রূপ শোক দুঃখের ভীষণ দিনে অভ্যস্ত ধার্ম্মিকতার আবরণ বাহির হইয়া যায়। বিপদের অস্ত্রাঘাতে যে হৃদয় অক্ষত থাকে, সে হৃদয় প্রকৃত বিশ্বাসী। বাহিরে অনেকেই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, কিন্তু যেই শোকের মধ্যে নিপতিত হন, অমনি তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখে, বিপদে, শোকে মুহ্যমান না হইয়া যিনি করযোড়ে বলিতে পারেন "হে প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তিনিই যথার্থ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন।"

হাতের পাঁচ—তাস খেলার "হাতের পাঁচ" সকলেই অবগত আছেন। খেলাতে যত নম্বর পাওয়া যায়, তাহার সহিত "হাতের পাঁচ" যোগ দিতে হয়। কোনও নম্বর না পাইলেও হাতের পাঁচ থাকে। অর্থাৎ "হাতের পাঁচ" কেহই বিনাশ করিতে পারে না। সংসার খেলায় যাহারা পরমেশ্বরকে হাতের পাঁচ করিয়াছেন, তাহারা যথার্থ বুদ্ধিমান। ধন, জন, মান স্রোতোবাহিত তৃণের ন্যায় কোথায় চলিয়া যাইবে, জীবনে কত পরিবর্ত্তন ঘটিবে, কতবার হার হইবে, কতবার জিত হইবে; কিন্তু হাতের পাঁচ হইতে কেহ কখন বঞ্চিত হয় না। পরমেশ্বর কোন অবস্থাতেই দূরে যাইবেন না। কি ঘরকন্না, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি ধর্ম্মপ্রচার, কি রাজ্যশাসন ও সকল সময় সকল অবস্থাতেই তিনি আমাদের হাতের পাঁচ। ঈশ্বর করুন আমরা যেন তাঁহাকে হাতের পাঁচ করিয়া রাখিতে পারি।

রোমান কাথলিক ধর্ম্মসমাজে এইরূপ প্রথা আছে যে, যে সকল ধর্ম্মানুরাগী পুরুষ ও নারী অবিবাহিত থাকিয়া চিরজীবন সাধনে ও মানবসেবায় অর্পণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিশেষ অগ্রসর বলিয়া পরিগণিত হন, তাঁহাদিগকে সাধুপরিবারভুক্ত (cannonise) করা হয়, তাঁহারা জনসমাজে সাধু (Saint) নামে অভিহিত হন। এই সকল সাধুগণের জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ইহাঁরা যেন হৃদয়ের অপবিত্র বাসনা কোনমতেই দূরীভূত করিতে পারিতেন না। তাঁহারা এই দেহকে ধর্ম্মসাধনের বিরোধী মনে করিয়া যে কি ঘোরতর কৃচ্ছ্র সাধন করিতেন, তাহা পাঠ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাঁহারা হৃদয়ের যে সকল ভাব ধর্ম্মসাধনের প্রতিকূল মনে করিতেন, তাহা দমন করিবার জন্য তাঁহাদের হৃদয়ের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা দেখিয়া বিস্ময়ে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। অপর দিকে তাঁহাদের ঘোরতর শারীরিক যন্ত্রণাভোগের কথা স্মরণ হইলে মন ক্লিষ্ট হয়। কেহ কেহ অনন্ত

অগ্নিতে শরীর দগ্ধ করিয়াছেন, কেহ বা কশাঘাতে দেহ রক্তাক্ত করিয়াছেন, কেহ কেহ অন্যরূপে শরীরকে ঘোরতর যাতনা দিয়া দৈহিক উত্তেজনাকে দমন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সাধু ফ্রান্সিস্ ধনীর সন্তান ছিলেন; কিন্তু তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া দারিদ্র্যকে প্রণয়িণী রূপে বরণ করেন। ইনি একদা পীড়িত হইয়া চিকিৎসকের ব্যবস্থাক্রমে মাংসের কাথ গ্রহণ করেন। মাংসের ঝোল পান করিয়া সাধু ফ্রান্সিস্ এরূপ তীব্র অনুতাপ ভোগ করিয়াছিলেন যে, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্বীয় গলদেশে রজ্জু বাঁধিয়া একজন শিষ্যকে সেই রজ্জুর অগ্রভাগ ধরিয়া দরিদ্রগণের কুটিরে কুটিরে লইয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। তিনি প্রতি দ্বারে এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, "আমি ঈশ্বর সমীপে দরিদ্রতাকে পত্নীরূপে স্বীকার করিয়াও মাংসের ঝোল পান করিয়াছি। যে মাংস তোমাদের ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য দান করা উচিত ছিল, সেই মাংসের ঝোল আমি সেবন করিয়াছি। অতএব নগরবাসিগণ! তোমরা এই অধমকে যথোচিত শাস্তি দান কর।

এই সকল সাধুগণের জীবনে দেখা যায় যে, যে সকল কামনা ও কল্পনা গৃহী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা উদিত হয় না, সে সকল ভাব দূর করিবার জন্য ইহাঁদিগকে কি দুর্দ্ধর্ষ আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহার প্রথম কারণ বোধ হয় এই যে, ইহাঁদের হৃদয় এমন সুকুমার যে, যে সকল মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ও ভাব অপর কেহ পাপ বলিয়াই মনে করেন না, ইহাঁরা তাহার সংস্পর্শেও আপনাদিগকে কলুষিত বোধ করেন। দ্বিতীয় কারণ এই;—ভীত ব্যক্তির নিকটই ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। একই দৃশ্য ভীরু ও সাহসীর নিকট উপস্থিত হইলে, দুই প্রকার ফল উৎপন্ন করে। ভীরু ব্যক্তি রাত্রিকালে যে পথ দিয়া যাইতে বিবিধ বিভীষিকা দর্শন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হয়, সাহসী ব্যক্তি তাহার মধ্য দিয়া অবলীলাক্রমে নিঃশঙ্কচিত্তে গমনাগমন করেন। এই জন্য যাহারা অপবিত্রতা স্পর্শভয়ে সংসার হইতে দূরে পলায়ন করে, তাহাদের হৃদয়েই অপবিত্র কামনার প্রকোপ অধিক। তৃতীয় কারণ এই;—মানবপ্রকৃতিতে কৌতূহল বৃত্তি অতি প্রবল। অজ্ঞাত বিষয় জানিবার জন্য মানবমনের স্বাভাবিক স্পৃহা আছে। ইহার উপর যদি স্বাধীনতা হরণ করা যায়, তবে তৎপ্রতি মনের আকর্ষণ আরও অধিক হয়। এই জন্যই নিষিদ্ধ পথে গমন করিতে মানবমনের গতি দেখা যায়। ঐ যে পার্থিব সুখ যাহা জীবনকে এমন মধুময় করে, তাহা গৃহী ব্যক্তিরই জন্য তোমার জন্য নয়, ধর্ম্মসমাজের এই কঠোর আদেশই সন্ন্যাসীগণের হৃদয়ে উহা পাইবার জন্য প্রবল লালসা জন্মাইয়া দিয়াছে। নিষিদ্ধ বলিয়াই সংসারত্যাগী ব্যক্তির হৃদয়ে সাংসারিক প্রলোভনের প্রকোপ এত প্রবল। এই কারণেই ঐসকল বাসনা দমন করিবার জন্য উহাঁদিগের মনের শক্তি এত নিয়োগ করিতে হইয়াছে এবং প্রবল রিপুকুলের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া ইচ্ছাশক্তি বার বার আহত হইয়াছে। কারণ, মনের অসাধুবাসনার উদয়মাত্র তাহাকে বজ্রদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বাতাহত তরুর ন্যায় ধূলিশায়ী করা সক্রেটিস বা বুদ্ধের ন্যায় দুর্জ্জয় কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

মনের আকাঙ্ক্ষাকে সৎ বিষয়ে স্থাপন, সাধুচিন্তায় হৃদয়ের অনুরাগ অনুক্ষণ ব্যাপৃত রাখা, ইহাই হৃদয়ের নিকৃষ্ট বৃত্তি দমনের প্রকৃষ্ট উপায়। এই সকল সাধক তাহা ভুলিয়া গিয়া মনের সকল শক্তি একটি বিশেষ রিপু দমন করিতে নিযুক্ত রাখেন বলিয়া ও দৃষ্টি সর্ব্বদা তৎপ্রতি বদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাঁদিগকে এমন অস্বাভাবিক যাতনা ভোগ করিতে হয় এবং গৃহী ব্যক্তিরা যে সকল রিপু সততই দমন করেন, সেই সকল রিপু দুর্জ্জয় শক্তিতে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়।

বিধাতা ধর্ম্মকে সংগ্রামের মধ্যেই স্থাপন করিয়াছেন। শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ই যাঁহার হৃদয়ে বিদ্যমান এবং যিনি তাহার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়কে আলিঙ্গন করেন তিনিই ধর্ম্মপরায়ণ। "বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তএবধীরাঃ। বিকারের কারণ থাকিতেও যাঁহাদের চিত্ত বিকার প্রাপ্ত হয় না, তাঁহারাই ধীর। সংগ্রাম ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না। প্রলোভন ও পরীক্ষাতে বেষ্টিত হইয়াও যিনি ধর্ম্ম ও পবিত্রতাকে জয়যুক্ত রাখেন, তিনিই বাস্তবিক ধার্ম্মিক। যাঁহার হৃদয়ে শ্রেয় ও প্রেয় এই উভয় ভাবের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম নাই, তিনি ধর্ম্ম কি তাহা জানেন না। স্বাধীনতাই প্রেমের মূল্য। পরমেশ্বর, ক্রীতদাসের ভয়ভীত প্রেম চাহেন না, স্বাধীন মানবের উন্মুক্ত প্রেম চাহেন। সংগ্রামের মধ্যেই প্রেমের বিকাশ। অতএব আমরা সংগ্রামবিহীন মানসিক অবস্থার আকাঙ্ক্ষা করিব না।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

শান্তি।

ধর্ম্মজগতের সাধক মাত্রেই শান্তির প্রয়াসী। মন যেখানে নিরুদ্বেগে ও নিঃসংশয়ভাবে বসিতে পারে এরূপ আশ্রয়ভূমি সকলেই চায়। সেই জন্যই কত লোকে কতপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিতেছে। কিন্তু শান্তি শান্তি করিয়া ছুটিলে ত হইবে না, আমরা কিরূপ শান্তি চাই তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

আমরা শান্তির দুইটী ছবি প্রদর্শন করিতেছি। সহরের বাহিরে প্রকৃতির সুরম্য মন্দির মধ্যে নির্জ্জনে একটী পরিবার বাস করিতেছেন। তাঁহাদের সংসারে অসচ্ছলতা নাই;—যাহা কিছু অভাব হয়, সমুদায় পূরণ হইবার উপায় জগদীশ্বর দিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের শরীর সুস্থ ও চিত্ত প্রসন্ন। পরিবারমধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রীতি অনুরক্ত। মতভেদ নাই, বিরোধ নাই, অনাত্মীয়তা নাই। চতুর্দ্দিকে পাপ তাপ দুঃখ দারিদ্র্য আছে বটে, বাহিরে দুর্ভিক্ষের হাহাকার, দীনজনের আর্ত্তনাদ, পাপীর পরিতাপ আছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের সুখের ব্যাঘাত হয় না, কারণ তাঁহারা সে সকল আর্ত্তনাদের প্রতি উদাসীন। তাঁহারা আত্ম-তৃপ্ত, আত্ম-সুখে সুখী ও আপনাতে আপনি নিমগ্ন। লোকে বলে—"আহা বড়

শান্তির পরিবার! তাঁহারাও বলেন—"আমরা কি সুখী! আমরা বেশ শান্তিতে আছি।"

আর একপ্রকার শান্তির ছবি দেখ। একজন ধর্ম্মসাধনার্থী পূর্ব্বে বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু সংসারের দারিদ্র্যের ভার ও রোগ শোকের তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি হিমাদ্রির নির্জ্জন কন্দরে বাস করেন, অনায়াসলব্ধ ফল মূলেরদ্বারা উদর পূর্ণ করেন, নির্ঝরিণীর সুশীতল জলে স্নান করিয়া বিজন উপত্যকার উপলখণ্ডের মধ্যে আসীন হইয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। যখন তিনি ধ্যানস্থ হন, তখন জনপ্রাণীর পদসঞ্চার সেখানে থাকে না; নির্ঝরিণীর অবিশ্রান্ত কুলুকুলুধ্বনি ও বিহগকুলের সচ্ছন্দ-প্রসূত স্বরলহরী শুনিতে শুনিতে তাঁহার মন চিন্তাসাগরের গভীরতলে ডুবিয়া যায়। পাঠক হয়ত বলিবেন—এই ব্যক্তিই প্রকৃত শান্তিসুখভোগ করিতেছেন।

ফলতঃ শান্তি বলিলেই আমাদের মনে স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয় ভাবের উদয় হয়। যেখানেই ক্রিয়া, যেখানেই শ্রম, সেইখানেই শক্তিক্ষয়, সেইখানেই অবসাদ। সুতরাং যেখানে নিষ্ক্রিয়তা সেইখানেই শান্তি—আমাদের এইপ্রকার সংস্কার জন্মিয়া থাকে। যেমন নিষ্ক্রিয়তাকে অনেকে শান্তির অবস্থা বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন; তেমনি স্বার্থপরতাকেও অনেকে শান্তির উপায় মনে করেন। জগতের দুঃখের প্রতি হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া রাখিলেই সেই আর্ত্তনাদ আমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয় ও শান্তির ব্যাঘাত করে, সে দ্বার একবার বন্ধ করিতে পারিলে অশান্তির কারণ অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়। কিন্তু যে শান্তির অর্থ নিষ্ক্রিয়তা বা যাহার অর্থ স্বার্থপরতা আমরা সে শান্তির প্রার্থী নহি। আমরা কিরূপ শান্তিকে প্রার্থনীয় মনে করি, তাহা বুদ্ধের সংসারত্যাগের দিনের কথা স্মরণ করিলে কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করা যাইতে পারে। যে রজনীতে শাক্যসিংহ সংসার ত্যাগ করেন সেই রজনীর দৃশ্যটী একবার স্মরণ কর। সেই রাত্রে তাঁহার পিতার আদেশ-ক্রমে রূপ যৌবনসম্পন্না নৃত্যকারিণীগণ প্রায় অর্দ্ধেক রাত্রি শাক্য সিংহের প্রকোষ্ঠে নৃত্যগীত করিতেছিল। কিন্তু রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় বুদ্ধ যখন জাগ্রত হইলেন, তখন দেখিলেন ঐ সকল রমণী ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া আলু থালুভাবে চারিদিকে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তাঁহার শয্যাপার্শ্বে তাঁহার প্রণয়িণী গোপা নবজাত কুমার ক্রোড়ে ঘুমাইতেছেন। মাতৃস্বসা গৌতমী জাগরণ ও রোদনে অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। রাজশয়ন-মন্দিরে রাজা শুদ্ধোদন বিষন্ন অন্তরে নিদ্রিত হইয়াছেন। বুদ্ধ নিদ্রাভঙ্গে সেই বিপুল রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গনে আসিলেন ও ধীরভাবে গৃহত্যাগের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার কল্পনাতে শাক্য সিংহের তৎকালীন ভাবকে ধারণ করিবার চেষ্টা কর। যাহাতে মানবহৃদয়কে আবদ্ধ করে, যাহাতে চিত্তকে পথভ্রান্ত ও প্রমুগ্ধ করে, সে সমুদয় আয়োজন চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে অথচ রাজকুমারের মন বিচলিত হইতেছে না। সেই সম্পদ, সেই রাজভবন, সেই পতিপ্রাণা ভার্য্যার অকৃত্রিম প্রণয়, সেই চিত্তের উন্মাদকারী প্রলোভনের পদার্থ সকল, ইহার মধ্যে যুবরাজ সিদ্ধার্থ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। তিনি শান্তভাবে পলায়নের উপায় স্থির করিতেছেন। ছন্দককে ডাকিয়া যান প্রস্তুত করিতে আদেশ করিতেছেন। এইরূপ প্রলোভন ও চিত্ত বিক্ষেপের কারণ সত্বেও যে চিত্তের ধীরতা, সেই শান্তিকেই আমরা প্রার্থনীয় মনে করি।

ঈশ্বরের একটী স্বরূপ এই যে, তিনি শান্ত। কি আশ্চর্য্য তাঁহার শান্ত ভাব! প্রকৃতি রাজ্যে কি আন্দোলন! শক্তিতে শক্তিতে কি প্রবল সংঘর্ষণ। কোথাও উত্তাল সাগর-তরঙ্গ ধরা-পৃষ্ঠে ধাবিত হইয়া অল্পকালের মধ্যে লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে জলমগ্ন করিতেছে, কোথাও ভূকম্পে সমৃদ্ধিশালী নগর দণ্ড-দ্বয়ের মধ্যে ধরাগর্ভে নিহিত হইতেছে, কোথাও আগ্নেয়গিরির দ্রবধাতু প্লাবনে মহানগর প্রোথিত হইয়া যাইতেছে, কোথাও দাবদাহে অগণ্য প্রাণী দগ্ধ হইয়া মরিতেছে; প্রকৃতি রাজ্যে কি ঘোর অশান্তি! মানবরাজ্যেও এইরূপ। মানবগণ রোগ, শোক, দারিদ্র্যভারে নিয়ত প্রপীড়িত। যুদ্ধবিগ্রহে দেশ নররুধিরে প্লাবিত হইতেছে, দুর্ভিক্ষ অনাহারে সহস্র সহস্র ব্যক্তি কীটের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া মরিয়া থাকিতেছে, কি ভয়ানক পরিতাপ! ইহার মধ্যে বিশ্বের কর্ত্তা যিনি, তিনি প্রশান্তভাবে রহিয়াছেন। এই সমুদয় বিপ্লব, বিরোধ ও আর্ত্তনাদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না। ইহার প্রথম কারণ তিনি এ সকল প্রাকৃতিক শক্তি বা ঘটনার অধীন নহেন। তিনি কর্ত্তা, তিনি এ সকলের মধ্যে আছেন অথচ ইহার অতীত; সুতরাং এ সকল বিপ্লব তাঁহাকে শাসন করিতে পারিতেছে না।

মানবকুলে কর্ত্তৃত্বশালী পুরুষ যাঁহারা—তাঁহাদের চরিত্রের ও মনের বল এত যে, তাঁহারা বিপদের মধ্যে থাকিয়াও বিপদের অতীত স্থানে বাস করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে বিপদ অভিভূত করিতে পারে না। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ও দুর্ব্বল স্নায়ু-বিশিষ্ট ও ক্ষীণচেতা ব্যক্তিগণ বিপদ আসিবার পূর্ব্বেই বিপদের আশঙ্কাতে অর্দ্ধমৃত হয়। কর্ত্তৃত্বশালী, তেজস্বী জিতচেতা ব্যক্তিদিগের ভাব অন্য প্রকার। তাঁহারা বিপদের মধ্যেও চিত্তের শান্তি রক্ষা করিয়া থাকেন। পরলোকগত জার্ম্মাণ সেনাপতি ভনমোলকির বিষয় এরূপ বর্ণিত আছে, যে যুদ্ধে জার্ম্মাণির জীবন-মরণ-সংশয় ছিল সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে তিনি বন্ধুদিগের নিকট হইতে একটী চুরট চাহিয়া লইয়াছিলেন, এবং যুদ্ধে জয়লাভ হইলে দেখা গিয়াছিল যে, চুরটটী অর্দ্ধেকের অধিক খাওঁয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি সমরক্ষেত্রে যাইবার সময় চুরট খাইতে খাইতে যাইতে পারে, তাহার মনের বল কত একবার কল্পনাতে ধারণ করিবার চেষ্টা কর। এইরূপ জেনারেল গর্ডনের বিষয় শুনা যায় যে, চীনদেশে সেনাপতির পদে যখন তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন বেড়াইবার ছড়ি হাতে করিয়া তিনি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমন করিতেন। নিজের হাতে কাহাকেও হত্যা করিতেন না, কেবল ধীরভাবে সমরের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন ও সেই গতিবিধিকে নিয়মিত করিতেন। বন্দুকের গুলি কর্ণের নিকট দিয়া সোঁ সোঁ করিয়া ছুটিয়াছে; শরীরের পোষাকের ভিতর দিয়া গুলি চলিয়াছে; কামানের

গোলাতে পদদ্বয়ের নিম্ন হইতে ঘোড়াটী উড়িয়া যাইতেছে, অথচ ছড়ি-হস্তে ধীরভাবে সমরক্ষেত্রকে পর্য্যালোচনা করিতেছেন। ইহা কিরূপ কর্ত্তৃত্বশক্তি! এইরূপ সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ে জাহাজ পড়িলে কাপ্তেনের কর্ত্তৃত্বশক্তি ও জিতচিত্ততার গুণে অনেক সময়ে জাহাজ বাঁচিয়া থাকে।

বাহিরের বিপদ ও উপদ্রবের মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহার অতীত স্থানে বাস করা যেমন, অন্তরের উপদ্রবের মধ্যেও তাহার অতীত স্থানে বাস করা সেই প্রকার। রক্তমাংসময় দেহ আছে, তাহার বিকারও আছে, বিকারের কারণ সকলও বিদ্যমান আছে, কিন্তু আত্মাতে প্রকৃত ধর্ম্মবল যদি থাকে, তাহা হইলে আত্মা এই সকলের মধ্যে বাস করিয়াও ইহার অতীত স্থানে থাকিতে পারে। কোনও পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে ঝড় উঠিলে যেমন দুই দণ্ডের জন্য খণ্ডপ্রলয় হইয়া যায়, তরু সকল উৎপাটিত হয়, প্রস্তর খণ্ড সকল গিরিদেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া ঘোর নিনাদে নিম্নে পড়িতে থাকে; বোধ হয় যেন পর্ব্বত সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল। কিন্তু অপেক্ষা কর, ঝড় থামিয়া গেল, দিক প্রসন্ন হইল, সেই প্রকাণ্ড গভীর গিরি, সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি, সেই নির্ঝরিণীর কুলু কুলু ধ্বনি। ধর্ম্মবলে বলীয়ান ব্যক্তির চিত্তও এই প্রকার। তিনি ঝড়ের মধ্যে পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকেন।

ঈশ্বর কর্ত্তা এই জন্য তিনি শান্ত। তিনি আর এক কারণে শান্ত; তিনি শিবং। তাঁহার সংকল্প শুভ। জীব অজ্ঞতা বশতঃ বিপদে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করে, কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, তিনি আপনার শুভ সংকল্পের বিমল আলোকে বাস করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাতে অশান্তি নাই। মানবকুলের মধ্যেও যাঁহারা নিজ শুভ সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা এই অশান্তিপূর্ণ সংসারে বাস করিয়াও শান্তিসুখ ভোগ করিয়া থাকেন। অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা ও চিত্তের নির্ম্মলতার ন্যায় দুর্গ আর নাই। এই দুর্গে যে আশ্রয় লইয়াছে, কেহই তাহাকে ভীত করিতে পারেন না। যিনি সর্ব্বদা শুভ সংকল্পের দ্বারা চালিত হইয়া বাস করেন, তিনি এক পবিত্র বায়ুতে ও বিমল আলোকে বাস করেন। যেমন সহরের বাহিরে লোকে বাস করিলে সন্ধ্যার সময়ে দূর হইতে সহরের জনকোলাহল শুনিতে পায়, এবং পরস্পর বলাবলি করে,—"ঐ শোন সহরের গোলমাল শোন।" সে কোলাহল শুনিয়া তাহারা আমোদই অনুভব করে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না, সেইরূপ শুভ ও পবিত্র সংকল্পের মধ্যে যিনি বাস করিতেছেন, তিনি যেন এই সংসার সহরের দূরে কোনও স্থানে রহিয়াছেন, সেখান হইতে এখানকার হর্ষ, বিষাদ, বিপদ, কলঙ্কের কলরব শুনিতেছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছে না।

তৃতীয়তঃ হৃদয়ের শুভ সংকল্প ও পবিত্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তিকে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, এরূপ আর কুত্রাপি নহে। ইহা অতীব সত্য কথা যে, পবিত্র চিত্ত ব্যক্তিরাই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার ধর্ম্ম নিয়মের সত্যতা ও গভীরতা কেবল ধর্ম্ম নিয়মানুগত চিত্তেই অনুভব করিতে পারা যায়। সুতরাং সংকল্প বিশুদ্ধ হইলেই, চিত্ত সত্য-বিশ্বাস প্রাপ্ত হয়। তখন ধর্ম্মকে ও সাধুতাকে তাঁহারই মঙ্গল হস্তে দেখিতে পাওয়া যায়। যে চরিত্রে এই তিনটী মিলিত হয়—(১ম) জিতচিত্ততা (২য়) শুভ সংকল্প (৩য়) সত্য-বিশ্বাস, সেই চরিত্রেই প্রকৃত শান্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ভক্তিতত্ত্ব।

সকল কার্য্যেই দুঃখ বিপদ আছে। সেই দুঃখ বিপদ অতিক্রম করিলে সুখ ভোগ করা যায়। কৃষক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গ্রীষ্মের উত্তাপে, আষাঢ়ের বৃষ্টি ধারার মধ্যে শস্য বপন করে। শরৎকালের অবকাশে মনের আনন্দে শস্য আহরণ করে। জননী বহুক্লেশে দশমাস সন্তান গর্ভে ধারণ করেন—তৎপর শিশুর প্রসন্নমুখ, প্রফুল্ল হাসি দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যান। ধর্ম্মরাজ্যেও এইবিধি। পথশ্রান্ত পথিক যেমন উত্তপ্ত সূর্য্য কিরণ অতিক্রম করিয়া পত্রাবৃত সুশীতল বৃক্ষ ছায়াতে উপবেশন করিয়া সুস্থতা লাভ করে, সাধক ধর্ম্মরাজ্যে সংশয় ও অবিশ্বাস, প্রভৃতি দ্বারা উত্তপ্ত হইয়া, যখন প্রাণে একটু ভক্তি রস লাভ করেন, তখন তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যায়, হৃদয় তৃপ্ত হয়; তিনি বহুদিনের দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া যান। যথার্থ ভক্তি কি তাহা ভক্ত ভিন্ন কেহ বর্ণনা করিতে পারে না। যে রমণীর সন্তান হয় নাই, তাঁহার যেমন সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ কি বুঝা অসম্ভব, সেই প্রকার অভক্ত জন ভক্তিতত্ত্ব কি ধারণা করিবে? ভক্ত শ্রেষ্ঠ নারদ তাঁহার ভক্তি সূত্রে ভক্তিকে "ঈশ্বর ঐকান্তিকী প্রেম স্বরূপা" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শাণ্ডিল্য ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগকে ভক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভক্ত নারদ ভক্তিকে অমৃত স্বরূপ, শান্তি স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে ভক্তি লাভ করে তাঁহার প্রাণ তৃপ্ত হয়, মধুময় হয়। যথার্থই ভক্ত অন্য কোন বস্তুর কামনা করেন না। পুরাণে কথিত আছে, ভগবান হরি প্রহ্লাদের প্রাণে প্রকাশিত হইয়া বলিলেন "বৎস বর প্রার্থনা কর।" তাহাতে প্রহ্লাদ সকাতরে বলিলেন "প্রভো! আমিত ব্যাপারী নহি—আমি তোমার দীনদাস—তোমার চরণ ছাড়া আমার ত আর কোন স্থান নাই। তবে লইয়া রাখিব কোথায়? আমার সর্ব্বস্ব ধন তোমার ঐ অভয়পদ।" ভক্তগণ ভক্তিকে "অহেতুকী" ও "অব্যভিচারিণী" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্ত জানেন না তিনি প্রভুকে কেন ভাল বাসেন। যথার্থ ভক্তি যাঁহার প্রাণে উদয় হইয়াছে, তিনি কটাক্ষেও সংসারের দিকে—স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। সতী স্ত্রী, যে প্রকার সৎপতির অনুগত, ভক্তও সেই প্রকার ভগবানের অনুগত। ভক্তের প্রাণের সর্ব্বপ্রকার ভাব ভগবানেতে তৃপ্তিলাভ করে। ভক্ত যে যে ভাবে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হন, ভক্তি শাস্ত্রে তাহা ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ভবযন্ত্রণা ভার ও ভাবনায় ভীত হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া প্রথম ভাব। "ভগবানই জগতের প্রভু, আমি তাঁর দাস" ইহা দ্বিতীয় ভাব। ঈশ্বর মহান্ ও বৃহৎ, পিতা মাতা

পুত্র মিত্র সকলে বর্ত্তমান ইত্যাকার বোধে তাঁহাকে সর্ব্বত্র দর্শন করা তৃতীয় ভাব। সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে তিনি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে আছেন ও সহায়, এইরূপে সখ্যভাবে তাঁহার অনুগত হওয়া চতুর্থ ভাব। পুত্রের ন্যায় প্রাণ পুত্তলি ভাবিয়া তাঁহাকে আদর করা ও তৎগতপ্রাণ হওয়া পঞ্চম ভাব। এবং আমার মন নারী প্রকৃতি, আর তিনি পুরুষ পতি, এই ভাবে তাঁহাতে মিলনের আশা ষষ্ঠ ভাব।

ভক্ত অন্য সর্ব্বপ্রকার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রভু পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করেন। অন্য কোন রূপ শক্তিতে আস্থা ও নির্ভর রাখা ভক্তের নিকটে মহাপাপ। ভক্ত আপনার ইচ্ছা, রুচি কিছুই রাখেন না—যাহা প্রভুর ইচ্ছা তাহাই তিনি দিন রাত পালন করেন। তাই ভক্ত প্রাণ খুলিয়া হৃদয়ের সহিত বলিতে পারেন।

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ
যৎ করোমি জগন্নাথ তদেব তব পূজনম্‌"

পৃথিবীতে মানুষ, মানুষকে ভাল বাসিয়া যদি এত সুখী হয়, মানবে মানবে প্রেমের মধ্যে যদি এত সৌন্দর্য্য থাকে, তবে যে ভগবানের প্রেমে মাতোয়ারা হয়, সেই প্রেমে প্রাণ ঢালিয়া দেয় সে কি অধিক সুখী হয় না? তাঁহার জীবনের সৌন্দর্য্য কি অনন্ত-গুণে বৃদ্ধি পায় না? যথার্থ প্রেমের পাত্র ত তিনিই—তাঁহাতে প্রাণের প্রীতিস্থাপন করিলে কি মানুষ ধন্য হয় না? ভক্তজীবনের কাহিনী পুণ্য কথা। ভক্ত চিরদিন আত্মদান করিয়া ভগবানের দাসানুদাস হন। ভগবানকি ভক্তকে পায় ঠেলেন? না, ভক্তের ভার তিনি স্বয়ং বহন করেন। ভক্ত অনাহারে পড়িলে স্বয়ং ভগবান ব্যস্ত হইয়া তাঁহার আহার যোগান। বৃদ্ধ দায়ুদ নরপতি ভক্তবৎসল ভগবানের দয়ার মহাসঙ্গীত গাহিয়াছেন;—

"আমার কোন অভাবই হইবে না,প্রভু আমার মেষপালক
তিনি আমাকে সবুজ বর্ণ শস্যক্ষেত্রে লইয়া যাইবেন।"
তিনিই আমাকে সুন্দর নির্ঝরিণীর তটে লইয়া যাইবেন।

ভক্তকে যে ভগবান কষ্ট দেন না তাহা নহে। সংসারে যেমন টাকা পয়সা বাজাইয়া লেনা দেনা হয়—ধর্ম্মরাজ্যেও সেইপ্রকার। ভগবান ভাক্ত ও ভক্তের বাছুনি করেন। যাঁহারা মুখে প্রভু প্রভু বলে, প্রাণ দেয় না, তাহারা ভাক্ত,—বাছুনির দিনে টেকে না। প্রহ্লাদ অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যীশু চল্লিশ দিনের উপবাস ও পাপপ্রলোভন অতিক্রম করিয়াছিলেন। ভক্ত হরিদাস বেত্রাঘাতে অস্থির হইয়াও বলিয়াছিলেন—

"খণ্ড খণ্ড এই দেহ, যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

প্রভু পরমেশ্বর ভক্তকে অনেক চাবুক মারিয়া পরীক্ষা করেন। মাতা যেমন দুষ্ট সন্তানকে আঘাত করিয়া ক্ষত স্থানে হাত বুলাইয়া আদর করেন, কোলে তুলিয়া লন, তেমনি ভক্তবৎসল পরীক্ষা করিয়া, শান্তি দিয়া সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন।

এই ভক্তি ধন লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রে নানা কথা বলা হইয়াছে। "আমি" ভাব ভক্তির পরম শত্রু, বিনয়, দাস্য ভক্তিলাভের সহায়।" তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হও, তৃণের ন্যায় নীচ হও, অমানী হইয়া ভগবানের গুণকীর্ত্তন কর ভক্তিলাভ করিবে।" "বিলাসের বস্তু এবং শত্রু ও নাস্তিকের সংসর্গ করিবেক না।" "পর সেবা ভক্তিলাভের পরম সহায়।" সর্ব্বদা দাস্যভাব অবলম্বন করিয়া শত্রু মিত্র সকলের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।"

সর্ব্বদা ধর্ম্মবিরোধী ভাবও কার্য্য বর্জ্জন করিবে। সেই প্রকার সংসর্গ করিবে না, যাহাতে চিত্তের বিকার জন্মে। সাধনের অবস্থায়—সর্ব্বদা অনুকূল অবস্থায় বাস করিবে।

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে,
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ।

ধর্ম্মবিগর্হিত কথা শ্রবণ করিবার জন্য কখনও ব্যস্ত হইও না—যদি তাহা স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃকও কথিত হয়।

ভক্তি লাভের উপায় সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা অবান্তর উপায় মাত্র। ভগবানের করুণা ভিন্ন কেহ ভক্তি লাভ করিতে পারে না। এই উত্তপ্ত সংসারের মধ্যে ভক্তির সুশীতল জল পানকরা কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? শতের মধ্যে এক জন সেই ধন লাভের জন্য লালায়িত হয় কি না সন্দেহ, আবার এই প্রকার শত ব্যক্তির মধ্যে একজন সেই অমূল্য ধন লাভ করে কি না সন্দেহ। ভগবানের কৃপা এক মাত্র সম্বল—এই সম্বল লইয়া ধর্ম্মসাধনে—ভক্তিসাধনে নিযুক্ত হই—তাঁহার প্রসাদে সফল মনোরথ হইতে পারিব। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন আমরা ভক্তিধন লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

এখনও কি ব্রাহ্মগণ নিশ্চিন্ত থাকিবেন?

(প্রাপ্ত)

ব্রাহ্মজীবনের আদর্শ অতি উচ্চ ও মহান্। সুতরাং আদর্শানুরূপ জীবন গঠন বিশেষ অধ্যবসায় এবং সাধনা সাপেক্ষ। শুধু মুখের কথায় বা বক্তৃতায় ধর্ম্ম হয় না—অধ্যবসায় চাই। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আজকাল অনেক স্থলেই অধ্যবসায় ও সাধনার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্ম সাধারণের বিষয় চিন্তা করিয়া চিন্তাশীল ব্রাহ্মমাত্রেরই হৃদয় কম্পিত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রাণের ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মসমাজের উপযুক্ত হইতেছে না ভাবিয়া তাঁহারা নীরবে অশ্রুপাত করিতেছেন।

জনসমাজে যখনই যে কোন পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে হয়, তখনই উহা কি উপায়ে প্রতি পরিবারে বদ্ধমূল প্রথারূপে পরিণত হইতে পারে, সেই দিকে প্রবর্ত্তনকারীগণের বিশেষ মনোযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা, নবপ্রবর্ত্তিত বিধি পরিবারে প্রবেশ করিতে না পারিলে, কিয়ৎকাল হয়তো উহা দশ জনের মুখে ও মতে ঘুরিয়া বেড়াইবে; কিন্তু দু দশ বৎসর পরে নিশ্চয়ই দেখা যাইবে যে, উহার অস্তিত্ব একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কেবল বর্ত্তমান-বংশীয়দের মধ্যে ঐ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইলেই যে কোন সুফলের প্রত্যাশা করা যায়—এরূপও নহে, ভাবীবংশীয়দের হৃদয়ও যতদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রবর্ত্তিত সত্য কর্ত্তৃক অধিকৃত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কিছু-

তেই স্থায়ী ফলের আশা করা যায় না। বালক বালিকাগণই দেশের ভাবী পরিচালক; সুতরাং তাহাদের হৃদয় ঐ প্রবর্ত্তিত সত্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়া চাই—অন্যথা কিছুতেই কিছু হইতে পারেনা—কস্মিন্‌কালে হয়ও নাই।

বিধাতার বিধান সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে ঠিক একই রূপ। সুতরাং অন্যান্য ধর্ম্মসমাজকে যে সকল বিধি মানিয়া চলিতে হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য নাই যে, সে সকল বিধিকে উল্লঙ্ঘন করিবেন। অতএব ব্রাহ্মসমাজ ও যদি স্থায়ীভাবে কাজ করিতে অভিলাষী হন, তবে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে নবপ্রবর্ত্তিতভাব ও মতগুলিকে (Reformed ideas and Principles.) পরিবারে প্রবেশ করাইতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিবারের ধর্ম্ম হওয়া চাই; অন্যথা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কখনই চিরস্থায়ী হইবে না—হওয়া অসম্ভব। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, এতাদৃশ গুরুতর বিষয়টীর প্রতি ব্রাহ্মসাধারণের মনোযোগ উপযুক্তরূপে আকৃষ্ট হইতেছে না। তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও কেন যে অবহেলা করিতেছেন বুঝিতে পারি না। বরং অনেক পিতা মাতার কার্য্যকলাপ দেখিলে ইহাই মনে হয় যে, এখনও যেন তাঁহাদের চৈতন্য হয় নাই। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলই যেন গড়িতে গড়িতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। যাঁহারা ব্রহ্মনাম লইয়া দেশ সংস্কার করিতে এবং দেশে পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও উদ্যম এবং উৎসাহের অভাব দৃষ্ট হইতেছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। হে বিধাতঃ আমাদের জড়তা ভাঙ্গিয়া দাও।

ব্রাহ্মপিতা মাতা পরিবার গঠনে মনোযোগী হউন। হে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ! এখনও সময় আছে—এই মুহূর্ত্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। ব্রহ্মের নাম লইয়া পরিবারগঠনে সকলের সমবেত শক্তিকে প্রয়োগ কর, নতুবা বিপদ অনিবার্য্য। ঐ শুন তোমাদের প্রতিবাসীর ঘরে কি লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়া গেল।

পঞ্চদশ কি ষোড়শ বর্ষীয় জনৈক ব্রাহ্মবালক ঢাকায় থাকিয়া তত্রত্য কোনও ইংরেজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিল। বালকের পিতা একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম। তিনি পশ্চিমাঞ্চলে কোনও উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া বহুদিন সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতেছেন। ঢাকায় অবস্থান করিবার পূর্ব্বে পুত্রও পিতামাতার সহিত পশ্চিমেই থাকিত। কিন্তু হায়! তথায় অবস্থান কালেই কোরকে কীট প্রবেশ করিল। অসৎ সঙ্গে পড়িয়া পুত্রের মতি গতি বিকৃত ও দূষিত হইয়া উঠিল। বালক দুশ্চরিত্র বালকদের সঙ্গে মিশিয়া ক্রমে গোপনে নানাবিধ পাপানুষ্ঠানে রত হইল। জীবনের পথ অতি মসৃণ; একবার পদস্খলিত হইলে, পুনরায় স্থিরভাবে দাঁড়ান অতীব কঠিন ব্যাপার। হতভাগা বালক পাপের আপাত মধুর স্বাদে বিমোহিত হইয়া দিগ্‌বিদিগ্ না ভাবিয়া পাপপথেই ছুটিয়া চলিল; এবং যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, ততই ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর পঙ্কে ডুবিতে আরম্ভ করিল। ধার্ম্মিক পিতা পুত্রের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মর্ম্মাহত হইলেন। বালকের দোষ সংশোধনার্থে নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না; বরং দিন দিন তাহার অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইতে চলিল। অগত্যা পিতা পুত্রকে সংশোধনের অতীত মনে করিয়া আপনার নিকট হইতে দূর করিয়া দিলেন। হতভাগা পুত্র তখন ঢাকা নগরীতে জ্যেষ্ঠতাতের গৃহে আশ্রয় লইল। অনেকেই মনে করিল স্থান পরিবর্ত্তনে কিছু উপকারের সম্ভাবনা। ঢাকাস্থ আত্মীয়স্বজনও এই মনে করিয়া বিশেষ যত্ন এবং উৎসাহের সহিত বালকের ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হায়! অত্যল্পকালের মধ্যেই এখানেও বালক কুসঙ্গী জুটাইয়া লইল। প্রথম প্রথম কেহই বালকের চাতুরী বুঝিতে পারে নাই। "স্কুলে যাই" বলিয়া বালক যথাসময়ে বাড়ীর বাহির হইত, কিন্তু অনেক সময় স্কুলে যাওয়া হইত না। কুসঙ্গীদের সহিত নানাবিধ কুৎসিৎ আমোদ প্রমোদে স্কুলের সময় কাটিয়া যাইত। স্কুলের মাহিয়ানা যথাসময়ে বালককে দেওয়া হইত, কিন্তু তাহা আর শিক্ষকের হাতে পৌঁছিত না। অনেক দিন এইভাবে কাটিয়া যায়, আত্মীয়স্বজন কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন এ সকল ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন বালক সংশোধনের অতীত। কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া, ঢাকাস্থ আত্মীয়গণ পরিশেষে বাধ্য হইয়া ছেলেকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন। তদবধি বাড়ীর ভৃত্যের সঙ্গেই বালককে আহারাদি করিতে হইত। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর, বালকের অন্যতর আত্মীয় জনৈক শিক্ষিত ও পদস্থ ব্রাহ্ম উহাকে ঢাকাস্থ ব্রাহ্মছাত্রনিবাসের অধীনে রাখিয়া গেলেন। সকলেই মনে করিল ইহাই শেষ চেষ্টা। এবারও যদি কোন ফল না দাঁড়ায়, তবে হতভাগার জন্য অন্য কোথায়ও স্থান মিলিবে না। পিতা পূর্ব্বেই দূর করিয়া দিয়াছেলেন; অপর আত্মীয়স্বজনবর্গও নিজেরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিছু হইল না দেখিয়া অগত্যা এই শেষ উপায় অবলম্বন করিলেন, সুতরাং এখানে সংশোধিত না হইলে আর কোথায় ইহার স্থান মিলিবে? যাহা হউক ছাত্রনিবাসেও বালকের জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইল। কিন্তু হায়! তাঁহাদের চেষ্টাও ফলবতী হইল না। বালক অন্যান্যকে ছলনা করিয়া গোপনে আপনার পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গোপনে আর কতদিন পাপানুষ্ঠান চলে? হতভাগা আজ কয়দিন হইল, চৌর্য্য অপরাধে ধৃত হইয়া বিচারালয়ে নীত হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছা উহাকে সংশোধিনী কারাগারে (Reformatory) পাঠান হয়। কিন্তু (বয়স অধিক বলিয়া) সংশোধিনী কারাগারে উহার স্থান হইবে কি না সন্দেহ।

কুসঙ্গ অতি ভয়ানক স্থান। সঙ্গদোষে কত স্থানে কত সময়ে কত শত শত বালক কৈশোরে এইরূপে পাপের করাল কবলে নিপতিত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? ব্রাহ্মসমাজ চৌদিকে নানাবিধ অসদৃশ ভাবাপন্ন লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত, সুতরাং বালকবালিকাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষা না করিলে পদে পদে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। অপর একটী কথা। অনেক সময় পিতামাতার নিকট বালক বালিকারা শৈশব হইতে অযথা প্রশ্রয় পাইয়া থাকে, ইহা চরিত্রদোষের অন্যতর কারণ সন্দেহ নাই। বাধ্যতার ভাব

অতি শৈশবেই বালকবালিকার হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। যাহারা পিতামাতার বাধ্য, তাহাদের চরিত্রে প্রায়ই কখনও কোন প্রকার দোষ বা কালিমা স্পর্শ করিতে পারে না, ইহা যেন প্রত্যেক পিতামাতারই স্মরণ থাকে। অনেক পিতা মাতাকে "সময়ে সারিয়া যাইবে" এই বলিয়া পুত্র কন্যার সামান্য সামান্য দোষকে (অবাধ্যতা তন্মধ্যে প্রধান) উপেক্ষা করিতে দেখা যায়। কাহারও কাহারও বিশ্বাস এই যে, শৈশবের চঞ্চলতা বা অবাধ্যতা ভাবী মহত্বের পরিচায়ক। কিন্তু এবম্বিধ বিশ্বাস যে নিতান্ত অমূলক ও ভ্রমপূর্ণ তাহাও কি আর বলিয়া দিতে হইবে? অতএব প্রত্যেক পিতামাতারই কর্ত্তব্য, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতিও উপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করেন। উপেক্ষা করিলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। ভগবান কৃপা করুন, সকলের সমবেত শক্তি পরিবার গঠনে নিয়োজিত করুন। তবেই তাঁহার ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইবে, ব্রহ্মনাম গৌরবান্বিত হইবে।

প্রার্থনা।

ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রমে প্রতিদিন উপাসনার সময় নিম্নলিখিত প্রার্থনা করা হইয়া থাকে।

"হে মঙ্গলময় বিধাতা, আমরা এই আশ্রমবাসী সকলে তোমার চরণে প্রণত হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাদের হৃদয়কে তোমার সত্যতা ও ধর্ম্মের সত্যতা দ্বারা অনুবিদ্ধ কর। আমরা যেন দিন দিন তোমাকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রূপে প্রতীতি করিতে পারি এবং তোমারই সত্যলোকে বাস করিয়া সত্যভাবে সাধন করিতে পারি।

ধর্ম্মের সত্যতাকে আমাদের অন্তরে এরূপে মুদ্রিত কর, যেন তদ্দারা আমাদের হৃদয় প্রকৃত বৈরাগ্যের ভাব প্রাপ্ত হয়। তুমি ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ত্বরায় বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশের অগ্নিকে প্রজ্বলিত কর। তোমার মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম আমাদের ন্যায় স্বার্থপর মানুষের হস্তে পড়িয়া বড়ই ম্লানভাব ধারণ করিয়াছে। তোমার শক্তি অনুকূল না হইলে আমাদের অন্তরে সে অগ্নি জ্বলিবে না, আমাদের ইন্দ্রিয়বিকার ঘুচিবে না। আমরা যদি নিজের সহিত সংগ্রামেই ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া হইয়া পড়ি, যদি হৃদয়ের অশান্তিতে অন্তরাত্মা সর্ব্বদা দগ্ধ হয়, তবে এ দুর্ব্বল সন্তানেরা কিরূপে তোমার সেবা করিবে? অতএব প্রভো! আমাদিগকে সত্য আশ্রয় দিয়া পাপপ্রলোভন হইতে রক্ষা কর, তোমার সেবার উপযুক্ত কর।

আমরা এই আশ্রমে যেন নিবিষ্টচিত্তে তোমার ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি। বাহিরের কোলাহলে আমাদের চিত্তকে যেন তোমা হইতে দূরে লইয়া না যায়। কোনও উত্তেজনাতে যেন তোমার সুশীতল চরণ হইতে লইয়া আমাদিগকে উত্তপ্ত মরুর মধ্যে ফেলিতে না পারে। আমরা সর্ব্বদাই যেন চিত্তের শান্তি রক্ষা করিতে পারি এবং সকলকেই প্রীতি দিতে সমর্থ হই। তোমার রাজ্য প্রেমের দ্বারাই বিস্তার হইবে, অপ্রেমে তাহার বিঘ্ন ঘটিবে, ইহা জানিয়া যেন প্রেমের উদারভূমি লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকি।

আমরা যেন পরদোষ অপেক্ষা নিজ দোষের চিন্তাতে অনেক সময় যাপন করিতে পারি এবং যাঁহাতে সাধুতা আছে, বিশ্বাস ভক্তি সাধনে নিষ্ঠা আছে তাঁহারই চরণে যেন ভক্তি শ্রদ্ধাতে নত হইতে পারি। এই আশ্রম সেইরূপ সকল লোকের মিলনের স্থান হউক।

হে প্রভো! তোমার শক্তি বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে অবতীর্ণ না হইলে আমাদের দুর্গতি যাইবে না, তাই সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার শক্তির জন্য প্রার্থনা করি। তোমার শক্তি ব্রাহ্মসমাজে অবতীর্ণ হউক, ব্রাহ্মপরিবার সকল, ব্রাহ্মগণের প্রত্যেকের হৃদয় সেই শক্তিতে উদ্দীপ্ত হউক। সেই শক্তির আবির্ভাবে, আমাদের সকল শত্রুতা বিলুপ্ত হউক। ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও প্রভুত্বপ্রিয়তা, আত্মগৌরব প্রভৃতি সমুদয় নিকৃষ্ট বাসনা দগ্ধ হউক। তোমার কার্য্য করিতে গিয়া আমরা যেন আপনাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারি এবং স্বীয় স্বীয় ইচ্ছাকে নত করিয়া যেন তোমার ইচ্ছাকে জয়যুক্ত হইতে দিতে পারি। আমাদের পথে এই এক মহাবিপদ রহিয়াছে, আমরা তোমার কাজ করিতে গিয়া, আত্মগৌরব অন্বেষণ করিয়া থাকি, এই ঘোর বিপদ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা কর। তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

নূতন সংগীত।

(ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রমে রচিত)

লক্ষৌঠুংরি।

তুমি ব্রহ্মসনাতন বিশ্বপতি,
তুমি আদি অনাদি অশেষ গতি।
তুমি সত্য সদাত্মক চিন্ময় হে,
তুমি বিশ্ব চরাচর আশ্রয় হে।
তুমি পূর্ণ পরাৎপর কারণ হে,
তুমি দীনজনাশ্রয় তারণ হে।
তুমি মঙ্গল চিত্তবিনোদন হে,
মনমোহন শোভন লোভন হে।
তুমি পাবন বিঘ্ন বিনাশন হে,
তুমি পাতকরাশি হুতাশন হে।
করুণা কর হে গুণসাগর হে,
কত যে করুণা অধমে কর হে।
প্রভু পাপশতে মৃত যে জন হে,
পরশে লভয়ে পুন জীবন হে।
ভবসিন্ধুজলে অকুলে ডুবি হে,
প্রভু দেহ সবে করুণা তরি হে।

প্রেরিত পত্র।

দুইভাবের সামঞ্জস্য।

মানব-প্রকৃতি ঔৎকেন্দ্রিক (Eccentric) ভাবাপন্ন। মানব অতি অল্প বিষয়েই আপনার প্রকৃতির সকল বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে। ধর্ম্মজগতেও এই ভাব সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রদায়বিশেষে ভাববিশেষ প্রবল হইয়া মানুষকে

সর্ব্বদা কুপথগামী করে। এই প্রকারে অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ধ্বংস হইয়াছে। এমন উৎকৃষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের দুরবস্থা কেন হইল, তাহা চিন্তা করিলে ঐরূপ ভাব বিশেষের প্রাবল্যই প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। এই প্রবলপরাক্রান্ত ধর্ম্ম কেন এত ম্লান ভাব ধারণ করিল, কেন এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইল, কেনই বা বিদেশে ভিন্ন মূর্ত্তিতে স্থান প্রাপ্ত হইল, এ সকল কথা চিন্তা করিলে একই উত্তর পাওয়া যায়—মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাবকে অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম স্থাপন করিলে, তাহার পরিণাম এই প্রকার অবশ্যম্ভাবী। বৌদ্ধধর্ম্ম যতীর ধর্ম্ম, ইহা মানবের গৃহস্থাশ্রমে স্থান পাইবে কেন? যে সমস্ত ব্যক্তি সংসার, গৃহ, পরিবার পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল, তাহারাই বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় পাইতে লাগিল। অস্বাভাবিক বৈরাগ্য, সংসারের প্রতি ঘৃণাই এই ধর্ম্মের মৃত্যুর প্রধান কারণ।

হিন্দুধর্ম্মের দুরবস্থার কারণও এই প্রকার অস্বাভাবিক ভাবপ্রাবল্য। ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে সংসার ছাড়িতে হইবে, বনে যাইতে হইবে; বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান ইত্যাদি ভাব ধর্ম্মকে এক অস্বাভাবিক বস্তু করিয়াছে। সংসারে থাকিলে পাপ করিতে হয়, স্ত্রী পুত্র পাপ, সংসার মায়ার রঙ্গভূমি; সুতরাং এ সকলের সহিত যুক্ত থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। সকল লোকের পক্ষে ধর্ম্মসাধন, অর্থাৎ মায়াময় সংসারে সম্বন্ধ ছিন্ন করা সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক কঠোরতা যুক্ত থাকায় অনেকে ধর্ম্মের কথা মুখেও আনিতে চায় না, যেন ধর্ম্ম সাধারণ মর্ত্ত্যবাসীগণের পক্ষে লভ্য নহে। কোন কোন ক্ষণ জন্মা পুরুষের পক্ষেই সম্ভবনীয়।

এই প্রকার অস্বাভাবিক ভাবের মধ্যে পড়িলে কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সজীব থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজেও কখন কখন এইপ্রকার ভাব বিশেষের প্রাবল্য দেখা যায়। কখন কখন বৈরাগ্যের আধিক্য, কখন বা সাংসারিক ভাবের প্রাবল্য। ব্রাহ্ম সমাজের চেষ্টা ধর্ম্মকে স্বাভাবিক অর্থাৎ মানব-প্রকৃতির উপযোগী করা—ধর্ম্মকে সংসারে আনয়ন করিয়া সংসারকে ধর্ম্মের অধীন করা। কিন্তু ভাব বিশেষের প্রবলতায় সংসারকে ধর্ম্মের অধীন না করিয়া, ধর্ম্মের স্কন্ধে চাপাইয়া দেই। তখন ধর্ম্মের উত্তাপক্রমে লুপ্ত হইতে থাকে, সংসার আসিয়া সমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার কখন বা বৈরাগ্যের প্রাবল্য ঘটে। সংসার অসার; সুতরাং বিষয় ও বিষয়ীর প্রতি তীব্রভাব প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। সংসারে স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখে বাসকরা যেন ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিমাত্রই সর্ব্বপ্রকার সুখবর্জ্জিত হইয়া বৈরাগ্য ও পরসেবায় জীবন দান করুক, এই প্রকার ভাববিশেষের প্রাবল্য দেখা যায়। এই সকল কারণে সময় সময় প্রচারক ও বিষয়ীর মধ্যে অমিত্রতা, অপ্রেম-কটাক্ষপাতের চিহ্ন দেখা যায়। এই উভয় বিধ ভাবই সমাজের মৃত্যুর কারণ।

"আমার পিতার রাজ্যে অনেক গৃহ আছে।" বিষয়ী ও প্রচারক সকলেই পিতার কার্য্য করিতেছেন, তবে তাঁহাদের কার্য্যের মধ্যে নিষ্ঠা ও ভক্তি থাকা চাই। বিধাতা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে জগতের উদ্ধারের জন্য চিরস্থায়ীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব ইহাতে দুই ভাবেরই সমাবেশ থাকা স্বাভাবিক। সকল আশ্রমের আশ্রয় স্থান সংসারাশ্রম, এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতি পরিবারে, স্ত্রীপুত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে না। অন্য দিকে এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আগ্নের ভার রক্ষা করিবার জন্য একদল অগ্নিহোত্রীর প্রয়োজন, তাঁহারা সাধন ভজন ও সাধু দৃষ্টান্তের বলে সমাজের ধর্ম্মাগ্নিকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। সকল লোক পরসেবা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে, ইহা অসম্ভব; অনেকে কেবল আপনাকে সাধু পথে রাখিয়া সংসারের কার্য্য করিবেন ইহাই তাহাদের পক্ষে পরম ধর্ম্ম। আবার কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ ভাবে ধর্ম্মের পরিচর্য্যা করিয়া সমাজের মধ্যে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি করিবেন ইহাই বিধাতার ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ম। যদি গৃহস্থ প্রচারককে দেখিয়া ভাবেন "উনি কে? আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম আমরা করিব, আমার পরিত্রাণের জন্য ইঁহাকে ভাবিতে হইবে না" তাহা হইলে গৃহীর পক্ষে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। আবার প্রচারক যদি ভাবেন "উনি বিষয়ী, ইঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই—সংসার ছাড়িয়া আমার মত না হইলে ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে না।" তবে সেই প্রচারকের বিশেষ দুর্গতি ঘটিবে। সংসার ও বৈরাগ্য, বিষয়ী ও প্রচারক এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ব্রাহ্মসমাজের সুমহৎ ব্রত। পুনরায় বলিতেছি, আমরা সংসারে ধর্ম্মকে আনয়ন করিতে গিয়া সংসারকে ধর্ম্মের স্কন্ধে অর্পণ না করি; অন্যদিকে অস্বাভাবিক বৈরাগ্যের দ্বারা ধর্ম্মকে যেন সংসার হইতে তাড়াইয়া না দিই। যিনি বিষয়কর্ম্ম করেন, তাঁহার হৃদয় যদি পবিত্র হয়, ঈশ্বরমুখীন হয়, তবে তিনি প্রচারক। এই উভয় ভাবের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে উভয় ভাবাপন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রেম স্থাপন হইলেই সমাজের কল্যাণ। ঈশ্বর করুন আমরা গৃহস্থ-বৈরাগী হইয়া সকলে মহাপ্রেম-সম্মিলনে সংবদ্ধ হই এবং তাঁহার সেবা করিয়া জীবন ধন্য করি।

ব্রাহ্মসমাজ।

মানিকদহের বার্ষিক উৎসব—মানিকদহের শারদীয় ব্রহ্মোৎসব এবারও যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনেক ধনী ব্রাহ্মের গৃহ হইতে দুর্গোৎসব উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে পবিত্র ব্রহ্মোৎসব স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয় আপন ভবনে ব্রহ্মোৎসব অতি সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পূজার চারিদিন ব্রহ্মোপাসনা সঙ্গীত সংকীর্ত্তন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, সদালোচনা বক্তৃতা ও উপাসনাদি হইয়াছে। যে মণ্ডপে পূর্ব্বে দুর্গোৎসব হইত, সেই মণ্ডপেই ব্রহ্মোৎসব সুসম্পন্ন হয়। প্রায় সকল সময়েই মন্দির লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। মহিলারাও স্বতন্ত্র ভাবে বিশেষ উপাসনাদি করিয়াছেন। একদিন ব্রাহ্মসমাজের সেবার্থীদিগকে আহ্বান পত্র (যাহা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে) পাঠ ও তৎবিষয়ে আলোচনা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে দুটী আনন্দজনক ঘটনায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। গত বারের তত্ত্ব-কৌমুদীতে তাহার একটী বিবরণ "সাধুসংকল্প শিরোনামে" বাবু উমেশচন্দ্র নাগের সাধুসংল্পের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। অপরটী এই, পাবনা জেলার সোলাকুড়া গ্রামস্থ শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতষ্পুত্র প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছেন। দ্বারিক বাবু অপর তিনটী বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রচারকার্য্যে ভ্রমণ করিতেছেন। ইহাঁদের একটী বিশেষ ভাব দেখা গেল যে, তাঁহারা অর্থাদি কাহারও নিকট কিছু চাহেন না। কিন্তু কাজ সুন্দররূপে চলিতেছে। ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বর করিয়া লন; এবার চারিদিকে তাহার বেশ আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই প্রচার দলেই তাঁহার সেই ভ্রাতষ্পুত্রটী আছেন। বিপিন বাবু এই উৎসব উপলক্ষে গরিব দুঃখীদিগকে চাউল বস্ত্র ও পয়সাদি দান ও আহার করাইয়াছেন। তাঁহার মাণিকদহস্থ মধ্যইংরেজী স্কুলের ছাত্রদিগকেও পারিতোষিক দান ও আহারাদি করাইয়াছেন। উৎসবে বিশুদ্ধ আমোদেরও বেশ ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্কুলের বালকদের নানা প্রকার খেলা, ব্যায়াম, সার্কাস, ম্যাজিক ও আতসবাজি হইয়াছিল। এ সকলের দ্বারা তাঁহার প্রজা ও সাধারণের বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল। উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও পাবনা জেলার সোলাকুড়া গ্রাম প্রভৃতি এবং বিপিন বাবুর জগন্নাথপুর, খলিলপুর, খানখানাপুর ও মথুরা প্রভৃতি জমিদারী কাছারী ও স্কুল হইতে বন্ধুগণ আসিয়াছিলেন। এই উৎসবে প্রায় ৩ তিন হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। করুণাময় পিতা তাঁহার সন্তানের দ্বারা সত্য ধর্ম্মকে গৌরবান্বিত করুন।

বিবাহ—গত ৮ই কার্ত্তিক রঙ্গপুরে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু হরনাথ দাস মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুলোচনার সহিত পরলোকগত শ্রদ্ধেয় বাবু ক্ষীরোদকুমার সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ শরৎকুমার সিংহের শুভ বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে কন্যার পিতা এবং বাবু ভুবনমোহন কর, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রচারক বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় পুরোহিত ও আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। নানাস্থানের ব্রাহ্মবন্ধু এবং স্থানীয় নানা সম্প্রদায়ের ভদ্রগণ বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে হরনাথ বাবু সংস্কৃত টোলে ১৲ টাকা, মুসলমানদের মাদ্রাসায় ১৲ টাকা এবং খৃষ্টানদিগের ক্ষুদ্র ভগ্নী সম্প্রদায়ে ১৲ টাকা ও ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং বরকর্ত্তা বাবু বঙ্কবিহারী বসু রংপুর ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৪এ আশ্বিন জলপাইগুড়ি সহরে বাগআঁচড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোবর্দ্ধন মল্লিকের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতীর সহিত যশোহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেনের ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীমান্ রাধাচরণ সেনের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মুন্সি জালালউদ্দিন মিঞা এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে।

গত ২০ এ আশ্বিন বুধবার ঢাকা নিবাসী পরলোক গত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের সহিত কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় দেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারি হইয়াছে। পরমেশ্বর নব দম্পতিদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দানপ্রাপ্তি—কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের রংপুরস্থ শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী গুহ পিতামহীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধ—আমাদের শ্রদ্ধেয় পরলোকগত সাধু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের মৃত্যু তিথি উপলক্ষে বার্ষিক শ্রাদ্ধে তাঁহার কোন্নগরস্থ ভবনে ও কলিকাতায় তাঁহার জামতা ডাক্তার ছকড়ি ঘোষ মহাশয়ের ভবনে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। কোন্নগরে গরিবদিগকে বস্ত্রাদি দান করা হইয়াছে। কলিকাতায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ২৲ টাকা এবং তাহার কন্যা শ্রীমতী বামাসুন্দরী ঘোষ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ৪৲ টাকা ও দাতব্য বিভাগে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রচার—আমাদের সমাজের জনৈক প্রচারক এবং মাণিকতলায় কতিপয় বন্ধুর যত্নে তথায় ২১ শে অক্টোবর বাবু ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাবু শশিভূষণ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। আপাততঃ প্রতি শুক্রবার উপাসনা হইবে। আচার্য্য এতদুপলক্ষে এই মর্ম্মে উপদেশ দেন যে, বর্ত্তমান সময়ে যে কয়েকটি প্রধান ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, প্রায় সকল ধর্ম্মই এক অঙ্গ সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ণভাবে সকল অঙ্গ সাধন করিতে উপদেশ দিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় উদার, উচ্চ ও মহৎ ধর্ম্ম আর হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে সুন্দররূপে পালন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মবীর।

নামকরণ—গত ১৬ই আশ্বিন বালেশ্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু প্রসন্নকুমার মিত্রের পালিতা কন্যার নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু ভাবগ্রাহী দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। বালিকার নাম স্বর্ণকুমারী রাখা হইয়াছে।

গত ১৮ই অক্টোবর দার্জ্জিলিংএর শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর ৩য় পুত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ত্রৈলোক্য বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। বালকের নাম কিরণনাথ রাখা হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান—ময়মনসিংহ এবং জয়নগরের দুর্ভিক্ষের কথা শ্রবণমাত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহকসভা উভয় স্থানে ৫০৲ টাকা করিয়া সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন।

চাঁদা সংগ্রহের উদ্যোগ—শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন বাবু শরচ্চন্দ্র রায় এবং বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ ময়মনসিংহ, ২৪ পরগণা এবং মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ কলিকাতায় চাঁদা সংগ্রহ করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরমেশ্বর ইহাঁদের সাধুকার্য্যের সহায় হউন।

ব্রাহ্ম-পরিচারকাশ্রম—জয়নগর অঞ্চলের দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণের দ্বারা একটি কমিটি স্থাপিত হইয়া চাউল বিতরিত হইতেছে। এই কমিটির কার্য্যের সাহায্যার্থ ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রম হইতে শীঘ্রই দুই জন পরিচারক তথায় গমন করিবেন।

পুস্তক সমালোচন—পঞ্চামৃতম্—শ্রীযুক্ত বাবু তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, এই গ্রন্থে বাল্মীক কৃত গঙ্গাষ্টক, শঙ্করাচার্য্য কৃত মোহমুদ্গর, যতিপঞ্চক ও সাধনপঞ্চক এবং মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি হইতে ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণের কতকগুলি উক্তি সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থের মূল শ্লোক সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সুললিত পদ্যছন্দে লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ভগবদ্ভক্তগণের আগ্রহের জিনিস হইবে। এই পুস্তক বিক্রয়ের দ্বারা যাহা লাভ হইবে, তাহা বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমের সেবায় ব্যয়িত হইবে, তারাকুমার বাবুর এই প্রকার দান অতিশয় প্রশংসার্হ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-সূত্র—এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যগুলি অতি সুন্দরভাবে ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। অতি অল্প কথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সার মর্ম্মগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বালক বালিকা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এ পুস্তকখানি বিশেষ উপকারে আসিবে। মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী জয়নগর থানা এবং জেলা ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী নেত্রকোণা ও কিশোর গঞ্জ সবডিভিসনের অধিবাসীদিগের অতি শোচনীয় অন্ন কষ্টের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত স্থানে আহারাভাবে ইতিমধ্যে কয়েকটী মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, শেষোক্ত স্থানে অনেক লোক মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই সংবাদ পাইয়া উভয় স্থানেই ৫০ টাকা করিয়া সাহায্য প্রেরণ করেন এবং আপনাদিগের লোকের উপর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। এ সাহায্যে এরূপ দুর্ভিক্ষ পীড়িত বিস্তৃত স্থানে অল্পই উপকার হইয়াছে। স্থানীয় লোকে অন্যান্য উপায়েও সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। যাহাহউক, ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া যখন এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আরও সাহায্যদান করিতে বাধ্য। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, এই দুই মাস কোন প্রকারে দরিদ্র লোকদিগের প্রাণরক্ষা করিতে পারিলে পরে অন্য সুবিধা হইবার সম্ভবনা। কিন্তু এই দুই মাসের জন্যও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। যে দুই স্থানের উল্লেখ করা গিয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও অন্নাভাব হইয়াছে, এবং তথায়ও সাহায্যদানের প্রয়োজন হইতে পারে। আমরা আশা করি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে সহৃদয় দেশ হিতৈষী মহোদয়গণ ব্রাহ্মসমাজের দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে অর্থাদি দান করিয়া যেমন অনেক বিপন্নের বিপদুদ্ধার ও মুমূর্ষুর প্রাণ রক্ষার সহায়তা করিয়াছেন, এবারও সেইরূপ করিবেন। যিনি যে সাহায্য প্রেরণ করেন, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় পাঠাইলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ফণ্ড কিছু অধিক হইলে, আমরা নিজের লোক দ্বারা বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন করিব। যাহাতে সমাজের ফণ্ডের টাকার কোনও রূপ অযথা ব্যয় বা অপব্যয় না হয়, সেজন্য আমরা বিশেষ দৃষ্টি রাখিব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়,
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
২০ অক্টোবর ১৮৯২।

(কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমত্যনুসারে)
নিবেদক
শ্রীকৃষ্ণদয়াল রায়,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অবান্তর নিয়মের দ্বিতীয় নিয়মানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে জানান যাইতেছে যে, যাঁহারা আগামী বৎসরের (১৮৯৩ সনের) অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২০এ নবেম্বর তারিখের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে আপনাদের নাম ধামাদি প্রেরণ করিবেন। এই তারিখের পরে আর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না। প্রার্থীগণের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হওয়া আবশ্যক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়।

শ্রীকৃষ্ণদয়াল রায়
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর বর্ত্তমান বৎসরের ছয় মাস অতীত হইল। এ সময় গ্রাহক মহাশয়গণ যদি বর্ত্তমান বর্ষের এবং যাঁহাদের নিকট পূর্ব্ব বৎসরের মূল্য প্রাপ্য আছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদান করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। যথাসময়ে তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য আদায় না হইলে কার্য্যের যে বিশেষ অসুবিধা হয় সকলেই তাহা অতি সহজে অনুভব করিতে পারেন।

নিবেদক
আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৭ই কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
১৫শ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥•
মফস্বলে
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶•

প্রার্থনা।

তুমি জান কিবা শুভ অশুভ বা কিসে,
অজ্ঞান দুর্ব্বল আমি কিছুই না জানি;
বাসনার বশে সদা ফিরি দিশে দিশে,
নিজের মরণ আমি নিজে ডেকে আনি।
প্রাণের আবেগে হায় সুধা ভাবি মনে,
কতবার তব কাছে চেয়েছি গরল;
কতবার যাচিয়াছি ফেলি অশ্রুজল,
অশান্তি আলয়ে, ত্যজি শান্তি-নিকেতনে।
দাও নাই তুমি তাহা, শোননি প্রার্থনা;
এখনো বাঁচিয়া তাই আমার জীবন,
লজ্জায় রয়েছি আমি একেবারে ম'রে,
তাই বলি, আর কোন নাহিক বাসনা,
তোমাতে করিনু পিতা আত্ম-সমর্পণ,
তুমি যাহা ভাল বোঝ, তাই দাও মোরে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

জিতাত্মা পুরুষ—মানবকুলের মধ্যে সচরাচর দুই প্রকৃতির লোক দেখিতে পাই। কাহারও সম্পদের সময় ঈশ্বরকে অধিক স্মরণ হয়। সম্পদের উল্লাসে তাঁহাদিগকে আত্ম-বিস্মৃত করিতে পারে না। সে সময়ে তাঁহাদের মন কৃতজ্ঞতাভরে ঈশ্বর চরণে অবনত হয়। যখন শরীরে স্বাস্থ্য, পরিবারে স্বচ্ছলতা থাকে, তখনই তাঁহারা উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে পারেন এবং অপরের কল্যাণের প্রতি মনোযোগ করিতে পারেন। কিন্তু যখন শরীর অসুস্থ হয় এবং সংসারে সচ্ছলতা থাকে না, যখন নানা প্রকার বিপদ ঘটিতে থাকে, তখন তাঁহাদের চিত্ত এত চঞ্চল ও আন্দোলিত হয় যে, আর তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারেন না। মনে এত অস্থিরতা হয় যে, নিজের ও অপরের কল্যাণের প্রতি মনোযোগ করিতে পারেন না। আবার কোন কোন লোকের প্রকৃতি ইহার বিপরীত দেখিতে পাই। সম্পদে তাঁহাদের চিত্তকে আত্মহারা ও পথভ্রান্ত করে; উল্লাসে তাঁহাদের চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট হয়, তাঁহারা তদবস্থায় চিত্তকে স্থির রাখিতে অসমর্থ হইয়া নানা প্রকার আসক্তির পাশে বদ্ধ হইতে থাকেন। কিন্তু বিপদে তাঁহাদের চিত্তের স্থিরতা ও গাম্ভীর্য্য আনয়ন করে। তাঁহাদের আত্মদৃষ্টি উজ্জ্বল হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর গাঢ় হইতে থাকে। চিন্তাশীল সাধকগণ এই উভয় শ্রেণীর উপরে আর এক শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাঁহারা জিতাত্মা পুরুষ—প্রকৃত মহামনা ব্যক্তি। এই মহামনা ব্যক্তিগণ সম্পদ বিপদ উভয় কালেই সমভাবাপন্ন। সম্পদে তাঁহাদের যে প্রশান্তভাব, বিপদেও সেই প্রশান্তভাব। বাল্মীকি রামচন্দ্রকে এই প্রকৃতির লোক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। রাজা দশরথ যখন তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার পরামর্শ স্থির করিলেন এবং তদনুরূপ আয়োজন হইতে লাগিল, তখন রামচন্দ্রের মুখে কোনও প্রকার উল্লাসের চিহ্ন লক্ষিত হইল না; বরং কেন রাজা আরও দীর্ঘকাল রাজ্য-সুখভোগ না করিয়া, সেই সুখ পরিত্যাগ করিতেছেন, এই ভাবিয়া তিনি যেন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইলেন। আবার তৎপরেই যখন এই সমাচার তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল যে, তাঁহাকে পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনে গমন করিতে হইবে, তখন রামচন্দ্রের মুখে আনন্দের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। তাঁহাদ্বারা পিতৃসত্য পালিত হইবে, এই চিন্তা করিয়া তিনি প্রীতি লাভ করিলেন। এই ভাব অবলম্বন করিয়াই সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন—

উদেতি সবিতা তাম্রস্তাম্র এবাস্তমেতি চ।
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতা মেক-রূপতা॥

সূর্য্য উদয়কালেও তাম্রবর্ণ এবং অস্তগমন কালেও তাম্রবর্ণ; মহামনা ব্যক্তিগণের সম্পদ ও বিপদ উভয়কালেই একভাব। ধর্ম্মরাজ্যের প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তিগণেরও এই ভাব।

কর্ত্তব্য পরায়ণতা—মানবের স্বভাব এই, অল্প স্থানে যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করে তাহাকে ক্রমে উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যে ব্যক্তি দুইখানি গ্রামের নায়েবি কার্য্য সমুচিত রূপে করিতে পারে, তাহাকে দশখানি গ্রামের নায়েব করা হয়—ক্রমে সে ব্যক্তি সমগ্র ষ্টেটের দেওয়ান হইতে পারে। প্রতিদিনই জনসমাজে এরূপ ব্যবস্থা চলিতেছে।

অপরের বিশ্বাস যোগ্যতার দ্বারা ক্রয় করিতে হয়। যাহাকে সামান্য কার্য্যের ভার দিয়া দেখা গিয়াছে, সেই কার্য্যেই সে সমুচিতরূপে মনোযোগী হয় না। তাহাকে আর কোনও প্রকার গুরুতর কার্য্য দিতে সাহস হয় না। সকলেই বলে—"ওটাকে কার্য্যের ভার দিয়া কি হইবে ও কোনও কর্ম্মের নহে।" কেবল যে মানুষ এই প্রকার বিচার করে তাহা নহে, ঈশ্বরও সর্ব্বদা এই প্রকার বিচার করিতেছেন। যাহার দায়িত্ব-জ্ঞান শিথিল, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা অতি অল্প, যে ব্যক্তি অতি মহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াও তাহার মহত্ত্ব অনুভব করে না, সে ধর্ম্মরাজ্যে কখনই মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে না। তাহার চরিত্র চিরদিনই হীন ও নিকৃষ্ট থাকে।

আমরা অনেক ব্রাহ্মের এইরূপ নিন্দা শুনিতে পাই যে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান অতিশয় শিথিল। তাঁহাদের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের যে কার্য্যের ভার অর্পিত হয়, এমন কি যে জন্য তাঁহারা বেতন পাইয়া থাকেন, সে কার্য্যেও তাঁহাদিগকে সমুচিত রূপে মনোযোগী দেখা যায় না! সে কার্য্যে অবহেলা করিয়া তাঁহারা কার্য্যের ক্ষতি করেন, এবং সামান্য কারণে তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন। ঐ সকল ব্যক্তি যদি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম করিতেন তাহা হইলে হয়ত এরূপ করিতে সাহসী হইতেন না, কারণ তাহা হইলে শাস্তি পাইবার ভয় থাকিত। ব্রাহ্মসমাজের হস্তে শাস্তি দিবার শক্তি নাই সুতরাং সে ভয়ও নাই। তবে কি এই দাঁড়াইল ব্রাহ্ম কেবল শাস্তি ও স্বার্থনাশের ভয়ে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবেন, ঈশ্বর-প্রেমে ও ব্রাহ্মসমাজের প্রেমে নহে।

যিনি যাহা বলুন, যে জীবনে কর্ত্তব্যপরায়ণতা নাই আমরা তাহাকে ধর্ম্মজগতে অসার জীবন বলিয়া মনে করি। সাধন ভজনের মাত্রা বাড়াইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানের হীনতা পোষাইয়া লওয়া যায় না। সে সাধন ভজন খোলে না। প্রাচীন সমাজে সর্ব্বদা দেখিতেছি, অনেক স্থানে মানুষ গোপনে পাপাচরণ করিতেছে, আর বাহিরে ধর্ম্মানুষ্ঠানের মাত্রা বাড়াইয়া তাহা পোষাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। এদিকে যত অসাধুতা চলিতেছে ওদিকে তত গঙ্গাস্নান। বার মাসে তের পার্ব্বণ প্রভৃতির আড়ম্বর বাড়িতেছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও সময়ে সময়ে এরূপ লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা সাধন ভজনে খুব মনোযোগী কিন্তু কর্ত্তব্য-জ্ঞান অতিশয় শিথিল। এমন কি বিবেকবিরুদ্ধ আচরণ করিতেও বাধিতেছে না। এরূপ চরিত্রে সাধন ভজন সুন্দর দেখায় না। যেমন কোনও পদার্থে রঙ্গ দিতে হইলে অগ্রে একটা আস্তর দিতে হয়, সেইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা ধর্ম্মজীবনে আস্তর স্বরূপ। যে চরিত্রে এই মূল রঙ্গটী অগ্রে দেওয়া হয় না সেখানে আধ্যাত্মিকতা খোলে না। ব্রাহ্মের পক্ষে ত কথাই নাই। তিনি বিবেককে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া থাকেন—বিবেক বাণী অগ্রাহ্য করিলে তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের বাণীকে অগ্রাহ্য করা হয়। কার্য্যে ঈশ্বরের অবমাননা করিয়া মুখে তাঁহাকে পিতা পিতা বলা কেবল তাঁহাকে বিদ্রূপ করা মাত্র। ব্রাহ্ম দেখাইবেন লোকে অভ্রান্ত শাস্ত্র মানিয়া তাহার আদেশ যেরূপ দৃঢ়তার সহিত পালন করে, তিনি ঈশ্বরের বাণীকে সেইরূপ আদর করিয়া থাকেন। আমরা যাহাকে শাস্ত্র বলি তাহার উপরে যদি সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারি তাহা হইলে সে শাস্ত্র ঘোষণা করিলে লোকে শুনিবে কেন? কিন্তু ঈশ্বরের বাণীর নিয়ম এই, ছোটটী অগ্রাহ্য করিলে বড়টী আর আসে না। আমরা অনেক সময়ে ভাবি ক্ষুদ্র কার্য্যে ঈশ্বরের আলোক লঙ্ঘন করিলামই বা বড় বড় কার্য্যে ত করিব না। এইরূপ চিন্তাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হয় এবং প্রতিদিন হইতেছে। ঈশ্বর-প্রদর্শিত পথের ছোট বড় নাই—সকলগুলিই সমান দৃঢ়তার সহিত অবলম্বনীয়।

পূর্ব্ব পশ্চিমে সম্মিলন—ব্রাহ্মসমাজে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবাপন্ন দুই দল লোক আছেন। এই দুই দলে অনেক স্থলে হৃদয়ের একতা দৃষ্ট হইতেছে না। যাঁহারা প্রাচ্য ভাবাপন্ন তাঁহারা প্রতিনিয়ত মনে করিতেছেন যে,—ব্রাহ্মসমাজ প্রতীচ্য ভাবাক্রান্ত হইয়া যাইতেছে, সুতরাং ইহার ভবিষ্যৎ বড়ই বিপজ্জনক। অপর দিকে প্রতীচ্য ভাবাপন্ন লোকেরা পাছে ব্রাহ্মসমাজে প্রাচ্য ভাবের জয় হয়; ইহা ভাবিয়া ভীত হইতে-ছেন। ব্রাহ্মসমাজের নর নারীগণ যখন পরস্পর পরস্পরকে বিভিন্ন ভাবাক্রান্ত বলিয়া মনে করিতেছেন এবং তজ্জন্য স্বীয় স্বীয় অবলম্বিত পথে অপর দলকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন বাহিরের লোকে যে নানা কথা বলিবে,তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, যাহাই চিন্তা করুন, ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম্মিলনের স্থান। পূর্ব্ব পশ্চিম—নবীন ও প্রাচীন ভাবের সমন্বয় করিবার জন্যই একমাত্র সত্যধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম নবীন মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান সময়ে এদেশে অবতীর্ণ হইয়াছে।

সাধনতত্ত্বের আনুষঙ্গিক নানা কথার সহিত পরস্পর কিছু কিছু মতদ্বৈধ থাকিলেও মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বড় মতভেদ দেখা যায় না। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ" অর্থাৎ তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা। এই কথার সহিত সকলেরই এক প্রকার যোগ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কাহারও অমিল নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ অমিল দেখা যাইতেছে। যাঁহারা প্রাচ্য ভাবাপন্ন,তাঁহারা নিয়ত ভারতীয় ঋষি বা বৈষ্ণব-দিগের পথানুসরণ করিয়া কেবল ধ্যান ধারণা এবং নাম কীর্ত্তনাদিতে যাপন করিতে ভাল বাসেন, এবং অন্যান্য সকলেই তাঁহাদের ন্যায় আচরণ করুন, এরূপ উপদেশাদি প্রদান করিয়া থাকেন। কোন স্থানে এরূপ সাধনের অল্পতা দেখিলে তাঁহারা বিষণ্ণ হৃদয়ে এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, 'প্রাচীন ঋষিধর্ম্ম,ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝি খ্রীষ্টধর্ম্মরূপে পরিণত হইল, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রকৃত অস্তিত্ব বুঝি রক্ষা করিতে পারা গেল না।'

অপর দিকে যাঁহারা প্রতীচ্য শিক্ষা দ্বারা বা খ্রীষ্টীয় সাহিত্য পাঠাদির দ্বারা খ্রীষ্টীয় ভাবাপন্ন হইয়াছেন অথবা যাঁহারা ইংরাজ-জাতির নানাবিধ সদ্গুণ দেখিয়া তাঁহাদের আদর্শে স্বীয় স্বীয় জীবন পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহারা নিয়ত প্রতীচ্য আদর্শের

অনুসরণে ব্যস্ত। কিসে জগতের কল্যাণ হয়, কিসে দুঃখীর দুঃখ বিমোচন হয়, এই চিন্তা তাঁহাদের অন্তরে জপমালা স্বরূপ। জগতের দুঃখ দুর্গতি, পাপ তাপ অবিচার, অত্যাচার দর্শন করিয়া তাঁহাদের হৃদয় এরূপ ব্যথিত যে, তাঁহারা দুদণ্ড বসিয়া নাম জপ করা অপেক্ষা দুর্ভিক্ষে চাউল বিতরণ করাকেই ধর্ম্ম-কার্য্য বলিয়া মনে করেন। স্থির শান্ত সমাহিত ভাবে উপ-বেশন করিয়া জীবাত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে দর্শন দ্বারা ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবার তাঁহাদের যেন অবসর নাই। তাঁহারা নিয়ত ছুটাছুটি করিতেছেন। আজ কুলির ডিপোতে, কাল কুষ্ঠাশ্রমে, পরশু দুর্ভিক্ষ ক্ষেত্রে, তৎপর বন্যা-প্রপীড়িত স্থানে। এরূপ নানা স্থানে নানা অভাব পূরণ করিবার জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে তাঁহারা ভাল বাসেন এবং এরূপ অবস্থাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। দুদণ্ড ধ্যান সমাধির কথা ইঁহাদের মনে উঠে না। এই শ্রেণীর নবোৎসাহী ব্রাহ্মগণ যখন দেখিতে পান যে, অন্যান্য লোকে নিশ্চিন্ত প্রাণে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দশ ঘণ্টা বসিয়া রহিয়াছেন, তখন ইঁহারা ভাবিতে থাকেন,—"আবার বুঝি প্রাচীন হিন্দু ভাব জাগিয়া উঠিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝি রক্ষা করা গেল না।" এই স্থানেই আমরা অমিল দেখিতে পাই এবং এই কারণেই এক দল অপর দলের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিতেছেন না। নানাপ্রকার বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছেন।

এক দল বলিতেছেন,—ধ্যান ধারণা, নাম কীর্ত্তনাদি না বাড়াইলে ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হইবে না, পরমেশ্বরের সহিত যোগ হইবে না। কাজে পরিত্রাণ নাই, যোগ সমাধিতেই পরিত্রাণ। ধ্যানস্থ হইলেই জীবাত্মার অভ্যন্তরে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কাজের ভিতরে, বাহ্য জগৎ ও ইতি-হাসে ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না। প্রত্যক্ষ দর্শন কেবল ধ্যানযোগে—সমাধি অবস্থায়—আত্মার ভিতরেই হইয়া থাকে। অতএব ধ্যান ধারণাই অবলম্বনীয়। কাজ কাজ করিয়া বেড়াইলে মুক্তি হইবে না। দিন কয়েকপর শুষ্ক প্রাণে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। এইরূপ এক দলের কার্য্য-বিমুখতা, অপর দলের কার্য্য-প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাব। প্রতীচ্যভাবে লোককে উৎ-সাহী, কর্ম্মক্ষম সতেজ করে; প্রাচ্যভাবে শান্তি-পরায়ণ সমাধিরত এবং কার্য্যের প্রতি উদাসীন করিয়া তোলে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ২৪১ অধ্যায়ে ব্যাস শুকদেবকে জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্বন্ধে এরূপ উপদেশ দিয়াছেন; "বেদে প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ দুই প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। জীব কর্ম্ম দ্বারা সংসার পাশে বদ্ধ এবং জ্ঞান দ্বারা নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য পারদর্শী যতিগণ কদাচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না।" * * "অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মনুষ্যগণ কর্ম্মেরই বিশেষ প্রশংসা করে।" * * * যাঁহারা সুচারুরূপে ধর্ম্ম-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন, এবং যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাঁহারা নদীজলপায়ী যেরূপ কূপোদকের সমাদর করে না সেইরূপ কদাচ কর্ম্মের প্রশংসা করে না।" * * * "কর্ম্মময় পুরুষ এবং জ্ঞানময় পুরুষ ইহারা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন।" ইহাই হিন্দু আদর্শ। এই আদর্শের প্রতি যাঁহারা আকৃষ্ট হইতেছেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের কর্ম্মের ভাব শিথিল হইয়া যাইবে।

তবে কিরূপে মিলন হইতে পারে? উভয় দলের উদ্দেশ্যে ভিন্নতা নাই। ঈশ্বরকে লাভ করাই সকলের উদ্দেশ্য। কেহ প্রীতির দিক দিয়া কেহ বা প্রিয়কার্য্যের দিক দিয়া তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক। যিনি ধ্যানপরায়ণ তিনি বলেন, "যখন ধ্যান ব্যতীত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শনের অন্য উপায় নাই, তখন কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যমনা হইয়া নিয়ত ধ্যান, সমাধি নাম জপেই মগ্ন থাকা কর্ত্তব্য।" যিনি কর্ম্মশীল, তিনি বলেন, "কর্ম্ম না করিয়া শুধু ধ্যান করিলে কখনও তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না।" বর্ত্তমান ব্রহ্মসাধন প্রণালী প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য দুইদিক সাধন করিবার উপদেশ দিতেছে। একটির জন্য অপরটী সাধন করিলে সুফল হইবে না। প্রীতির জন্য প্রিয়কার্য্য অথবা প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য প্রীতির দিকে অগ্র-সর হইলে লক্ষ্য সুসিদ্ধ হইবে না। দুইদিকই সমানভাবে সাধন করিতে হইবে। দুইদিক সাধন না করিলে পূর্ণাঙ্গ সাধন হয় না। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য এই দ্বিবিধ উপায়ই অবলম্বনীয়। একটী উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহার অর্দ্ধেক দর্শন মিলে। কর্ম্ম এবং ধ্যানযোগের ভিতর দিয়া দুই-ভাবে তাঁহাকে না দেখিলে তাঁহার সকল স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। তিনি কর্ম্মী এবং যোগী। মানবাত্মা এবং কার্য্য পর-ম্পরার সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য যোগ। দুইদিক দিয়া গমন না করিলে এই দ্বিবিধ যোগ-রাজ্যে ভক্ত কিরূপে উপস্থিত হইবেন? এইজন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্তির উপায় স্বরূপ অতি উচ্চ তত্ত্ব-প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধনের কথা প্রচার করিতেছেন।

বিশেষ ব্রাহ্মদিগের একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য; তাহা এই যে, আমাদের পিতার গৃহে অনেক ঘর আছে, সকলেরই বসিবার স্থান আছে। ব্রহ্ম-কল্পতরুর সুশীতল ছায়াতে সকল শ্রেণীর ব্রাহ্ম সুখে বসবাস করিবেন। যোগী ব্রাহ্ম, কর্ম্মী ব্রাহ্ম, জ্ঞানী ব্রাহ্ম, ভক্ত ব্রাহ্ম, শাক্ত ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব ব্রাহ্ম সকলেই হৃদয়ের প্রীতিতে মিলিয়া এখানে বসবাস করিবেন, তবেই ব্রাহ্মসমাজের বিচিত্রতা ও সর্ব্বাঙ্গীণতা পূর্ণ হইবে। এই উদারভাব ভিন্ন, বিভিন্ন ভাবাপন্ন ব্রাহ্মগণ একত্র বাস ও কার্য্য করিতে পারিবেন না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে কি ভালবাসি?—সর্ব্বদা বন্ধুগণের সহিত কথাবার্ত্তায়, লেখালেখিতে দেখিতেছি যে, সকলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিতেছেন। যাঁহারা এরূপ ভাবিতেছেন, তাঁহারা কি ব্রাহ্মসমাজকে ভাল বাসেন না? ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ আশার চক্ষুতেই দেখুন আর নিরাশার চক্ষুতেই দেখুন, এরূপ চিন্তা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজকে খুবই ভাল বাসেন। বর্ত্তমান সময়ে লোক সংসার-চিন্তায় অস্থির! চারিদিকে কেবল টাকাধ্বনি। কে কার চিন্তা করিবে? সকলেই আপন চিন্তায় ব্যস্ত; সমাজের চিন্তা করা দূরে থাকুক, ঘরের চিন্তারই সময় নাই। বিশেষ যাঁহারা দরিদ্র, যাঁহাদের অন্নের সংস্থান জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে হইতেছে,

তাঁহারা আর কখন কি ভাবিবেন? ইহার মধ্যেও যে লোকের প্রাণে সমাজের ভাবনা আসিতেছে, ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে, সকলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে ভালবাসেন।

যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে ভাল বাসেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে পারি, ইহার সাধন-ক্ষেত্রে ইহার কার্য্য-ক্ষেত্রে সকলে একত্র হইতে চেষ্টা করুন। তাহা হইলে প্রাণের ভালবাসা বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে নিজের ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে। আর যদি তাহাতে কাহাকেও মিলিতে না দেখি, শুধু বাহিরে বাহিরে বসিয়া ভাবেন, তবে শেষে কেবল ইহার অকল্যাণ চিন্তাই প্রাণে আসিবে, তখন ইহার ভাল দিক দেখিবার আর শক্তি থাকিবে না।

কিন্তু দেখিতেছি যে আলোচনাতে আলোচনাতে বৎসর শেষ হইতে চলিল, এই আবার নূতন বৎসরের কার্য্যারম্ভের সূচনা হইতেছে, তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জারে আগামী বৎসরের জন্য অধ্যক্ষ সভা গঠনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে ভাল বাসেন, ইহার কার্য্যের মধ্যে থাকিতে চাহেন, তাঁহারা উৎসাহী হইয়া অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইবার জন্য প্রার্থী হউন। যদিও ভোট দ্বারা সভ্য নির্ব্বাচিত হয়, সুতরাং প্রার্থী হইলেই যে মনোনীত হইব তাহার স্থিরতা নাই, তথাপ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমার যে ভালবাসা আছে তাহা আমি কেন না দেখাইব, সভ্য হইতে প্রার্থী হইব, যদি না মনোনীত হই, তখন অন্য যে কোন প্রকারে পারি তাহার সেবা করিব। এ সকল বিষয়ে উদাসীনতা করিয়া শুধু বসিয়া বসিয়া ভাবিলে কি হইবে? ঈশ্বর যে সুযোগ দিতেছেন যেন তাহা অবহেলা না করি।

কেন হয় না?—এত করিলাম তথাপি হয় না কেন? প্রতিদিন উপাসনা করি, সামাজিক উপাসনায় যোগ দান করি, সৎ গ্রন্থ পাঠ করি, সাধু সজ্জনের সঙ্গে বসিয়া ধর্ম্ম কথা বলি—এত করি তবু ধর্ম্ম জীবন হয় না কেন? জীবনে ঈশ্বর-ভক্তি, নর-প্রেম দেখা দেয় না কেন? প্রকৃতি গ্রন্থে ব্রহ্ম কথা পাঠ করি, সজনে নির্জ্জনে সাধনা করি, তবু ঈশ্বরের প্রকাশে প্রাণ ডোবে না কেন? সর্ব্বদা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করি, পরের উপকারে সর্ব্বদা যত্নশীল, তবু জীবনে ব্রহ্মভক্তি ও ধর্ম্মের শান্তি পাই না কেন? একদিন নয় দুইদিন নয়, এক বৎসর নয়, দুই বৎসর নয়, দশ বৎসর বিশ বৎসর চলিয়া গেল, তবু জীবন যে স্থানে ছিল, যেন সেখানেই রহিল।

এই প্রকার নিরাশ ও দুঃখে পড়িয়া যাঁহারা আত্ম অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ঈশ্বর কৃপায় তাঁহারা আপনার ভ্রম দেখিতে পাইয়া ব্যস্ততার সহিত আপনার ভ্রম সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরিত্রাণের পথ এক ভিন্ন দুই নাই—ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ এক ভিন্ন দুই নাই। ঈশ্বরের জন্য তৃষিত প্রাণ ঈশ্বর লাভে ব্যস্ত হইয়া নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করেন। এই ব্যস্ততার মধ্যে সাধক গুরুতর ভ্রমে পতিত হন। তিনি আপনার যত্ন চেষ্টা দ্বারা ঈশ্বর লাভ করিতে প্রয়াসী হন। আপনার স্বার্থ ত্যাগ, বৈরাগ্য, পরোপকার, উপাসনা, প্রার্থনা দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে ক্রয় করিয়া লইতে চান। আপনার পরিত্রাণ ঈশ্বরের করুণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, একথা ভুলিয়া সাধক অনেক দিন ঘুরিয়া বেড়ান। আমাদের কোন সদনুষ্ঠান ও সাধনার বলে ঈশ্বরের ঘরের দরজা উৎঘাটিত হইবে না। তিনিই উপায়, তিনিই উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম জীবনের উন্নতির জন্য নির্ভর আপনার সাধনার উপর নহে—কিন্তু তাহা তাঁহার অযাচিত করুণার উপর। আত্ম চেষ্টায় নির্ভর করিয়া বহু সাধক বহুদিন বিড়ম্বিত হন। পরিত্রাণের আর পথ নাই—তাঁহার করুণা তাঁহার দয়া। ধর্ম্মরাজ্যের রাজা তিনি—সে রাজ্যে সহায় তাঁহার করুণা। সেই করুণায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলে পরিত্রাণের উপর।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধন-পথ।

মানব-সমাজের ইতিবৃত্তে এরূপ অনেক লোক দেখা গিয়াছে—যাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথাবলম্বী হইয়া ধর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠ ফল সকল লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার মলিন-কামনাবিহীন, নির্ম্মৎসর ও অহঙ্কার-পরিশূন্য হইয়া জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাতে আপনাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন এবং ফল স্বরূপ বিনয়, বৈরাগ্য, বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা একদিন দূরবীক্ষণ সহকারে অনন্ত আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন—"হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! আমি তোমারই চিন্তার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া চিন্তা করিতেছি।" প্রাচীনকালের জ্ঞানীশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে একজন সক্রেটিশ, তিনি বহু জ্ঞানানুশীলনের পর এই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—"আমি জানি যে আমি কিছু জানিনা।" অপর জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ নিউটন তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি অসীম জ্ঞানসিন্ধুর কূলে বসিয়া কয়েক খণ্ড উপল মাত্র সংগ্রহ করিতেছি। বিশাল জ্ঞানসিন্ধু সমীপে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" এই সকল উক্তির দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে প্রকৃত জ্ঞান বিনয়কে আনয়ন করে।

বিমল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন অনেক সময়ে ধর্ম্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন; সেইরূপ উজ্জ্বল বিবেকসম্পন্ন ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তিও কেবলমাত্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠার গুণে অনেক সময়ে ধর্ম্মবিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেরূপ ব্যক্তি প্রথমে কেবল স্বাভাবিক ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। যেখানে যে কিছু অন্যায় আছে তাহা নিবারণ করা, এবং তদুপরি ন্যায়কে স্থাপিত করা এই তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ন্যায়পরতার হস্তে অপকটে আপনাকে অর্পণ করিয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—যে চরিত্রের সেই মহা সৎগুণ হইতে ঈশ্বরকে ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ন্তারূপে বিশ্বাস করা স্বতঃই তাঁহার হৃদয়ে উদিত

হইয়াছে। এবং তিনি ধর্ম্মজীবনের এই পথ দিয়া গমন করিয়া যেন ক্রমে অপর সমুদয় প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

এইরূপে অপকট চিত্ত কর্ম্মিগণও অনেক সময়ে কর্ম্মের ফল-স্বরূপ বিশ্বাস ও প্রীতিকে লাভ করিয়াছেন। নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে আপনাদিগকে অসংকোচে সমর্পণ করাতে, তাঁহাদের চিত্ত সাধুতাময় হইয়াছে। সংবিষয়ের চিন্তা তাঁহাদের আত্মার অন্ন পান স্বরূপ হইয়াছে। ক্রমে তাঁহারা বিশ্বাস ও প্রীতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

কর্ম্মের বিষয়ে যেরূপ, প্রীতির বিষয়েও সেই প্রকার। প্রীতির আশ্চর্য্য শক্তি, প্রীতির হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিলে প্রীতি হৃদয়কে উন্নত ও বিশুদ্ধ করিতে থাকে, এবং তাহাকে উন্নত ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি ও বর্দ্ধনের বিশেষ উপযোগী করে। এমন কতবার দেখা গিয়াছে, আর কিছুতেই যাহার চিত্তকে পাপ-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই কেবল প্রীতিই সেই হৃদয়কে পাপ-পথ হইতে ফিরাইয়া দিয়াছে। সামান্য মানব-প্রীতিতে আত্মসমর্পণ করিয়া অনেকে বিমল ঈশ্বর-প্রীতিতে উপনীত হইয়াছেন।

অকপটে আত্মসমর্পণ করিতে পারাই সার কথা। ইহার অভাবে আর সমুদায় বৃথা। অহঙ্কৃত ও আত্মম্ভরিতা-পূর্ণ জ্ঞান বিশ্বাসে উপনীত না করিয়া মোহের মধ্যেই পাতিত করে। সেইরূপ অহঙ্কৃত বিবেক, বা অহঙ্কৃত সদনুষ্ঠান ভ্রান্তি ও শুষ্কতার মধ্যে মনকে লইয়া যায়। যাহারা অকপটে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আত্ম সমর্পণ করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া ধর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা সকল কালে প্রাপ্ত হইতে থাকেন।

অতএব জ্ঞান, প্রীতির কার্য্য কাহাকেও নিকৃষ্ট বোধে পরিত্যাগ করিতে হইবে না। ইহার প্রত্যেকটী ব্রহ্মরাজ্যে প্রবেশের এক একটী দ্বারস্বরূপ। বিনয়সম্পন্ন হইয়া এই সকল দ্বারে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে, সে ব্রহ্মসদনে উপনীত হয়। নিজ নিজ প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও রুচির অনুসারে প্রত্যেকে যে পথ ইচ্ছা অবলম্বন করুন, কিন্তু সর্ব্বদা সতর্কভাবে ইহা দেখিবেন যে, অপকটে আত্মসমর্পণ করিবার ভাব বিদ্যমান আছে কি না?

আদর্শ ও জীবন।

উচ্চ উচ্চ সত্য উচ্চ উচ্চ আদর্শ অনেকের নিকটেই আসিতে পারে; আর সেই আদর্শের চিন্তাতে অন্তরে সম্ভবতঃ আনন্দের সঞ্চার হয়। কোনও কোনও লোক স্বভাবতঃ এরূপ কল্পনা-প্রবণ যে,তাহারা সেই উন্নত আদর্শের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহারই অনুধ্যানেতে সময় যাপন করে। দৈনিক জীবনে তাহার কতটা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, বা কতটা কার্য্যে পরিণত করিবার মত আয়োজন আছে, তাহা একবার তাঁহারা চিন্তাও করেন না এবং তাঁহাদের সে প্রবৃত্তিও নাই। তাঁহারা সেই আদর্শের বিষয় চিন্তা করিতে ও সেই বিষয়ে আলাপ করিতে ভালবাসেন ও তাহাতে যে আনন্দ পান তাহা-তেই পরিতৃপ্ত হইয়া বাস করেন। এরূপ ব্যক্তিদিগকে ভাবুক শ্রেণী-গণ্য করা যাইতে পারে।

সংসারে আমরা সততই এই ভাবুক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাইতেছি। সকল বিভাগেই এরূপ লোক দেখা যায়। কোনও কোনও লোক দেখি, যাঁহাদের অনেক প্রকার বুদ্ধি যোগায়; অর্থাগমের কত প্রকার উপায় হইতে পারে, কত প্রকার নূতন শিল্প বা বাণিজ্য অবলম্বন করা যাইতে পারে, ইত্যাদি অনেক প্রকার বুদ্ধি ও পরামর্শ তাঁহাদের মনে উদ্ভূত হয়। তাঁহাদের উদ্ভাবনী শক্তি অতিশয় প্রবল। কিন্তু দেখি, তাঁহাদের নিজের যে দারিদ্র্য সেই দারিদ্র্যই রহিয়াছে; পরের জন্য এত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে তাহার একটা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখের কিঞ্চিৎ উপশম হইতে পারিত। কিন্তু তাঁহাদের সে দিকে মতি নাই। মনোহর স্বপ্ন হইতে জাগিয়া তাঁহারা কার্য্যের কবিত্ববিহীন সংগ্রামক্ষেত্রে অবতরণ করিতে চান না।

যাঁহাদের কার্য্যকরী বুদ্ধি আছে, তাঁহাদের ভাব অন্য প্রকার। তাঁহারা আদর্শ স্থানীয় ছবির মনোহর দৃশ্যে ভুলিয়া তৎক্ষণাৎ ধাবিত হন না। তাঁহারা দেখেন, সেই আদর্শের কতটা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে এবং তদুপযোগী কি আয়োজন আছে, বা কতদূর আয়োজন করা যাইতে পারে। তাঁহারা কি আদর্শটাকে হৃদয় হইতে বিদায় করিয়া দেন? তদনুরূপ আয়োজন নাই বলিয়া নিরাশ হইয়া কি আদর্শকে ক্ষুদ্র করিয়া আনেন? তাহা নহে। তাঁহাদের দৃষ্টি সর্ব্বদা আদর্শের প্রতি অর্পিত থাকে। আপাততঃ ক্ষুদ্র আকারে কার্য্য আরম্ভ করিলেও তাঁহাদের লক্ষ্য বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না; এবং নিরন্তর সেই লক্ষ্য সিদ্ধির অভিমুখেই অগ্রসর হইবার জন্য প্রয়াস পাইতে থাকেন। কার্য্যকরী বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই এই ভাবে কার্য্য করিতেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর কতিপয় ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া নূতন প্রণালীতে বিদ্যা-শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। শিক্ষার যে আদর্শটী তাঁহাদের মনে রহিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে যে পরিমাণ ব্যয়ের কর্ম্ম ও যে পরিমাণ লোকের আবশ্যক তাহা তাঁহাদের নাই। তাহা বলিয়া কি তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করিবেন না। স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ হইয়া উভয় কক্ষে বাহুদ্বয় সম্বদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিবেন? তাহা হইলে কাজের লোকের মত কাজ করা হইবে না। তাঁহারা যদি কাজের লোক হন, তাহা হইলে ভাবিতে হইবে, তাঁহাদের যে লোক ও যে অর্থ আছে, তাহাতে সেই আদর্শের কতটা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়। যতটা সম্ভব করিবার চেষ্টা করুন এবং আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখুন। যেমন লোক ও অর্থ সংগৃহীত হইবে, অমনি যেন সেই আদর্শ কার্য্যে ফলিতে থাকে।

যেমন শিক্ষা বিষয়ে, যেমন গৃহস্থধর্ম্মে, যেমন বিষয় বাণিজ্যে আমরা দুর্ব্বলতা বশতঃ সর্ব্বদাই আদর্শ হইতে হীন হইয়া পড়িতেছি, মহৎ ব্যাপারের ছোট অনুষ্ঠান করিতেছি, কিন্তু দৃষ্টি ঊর্দ্ধ দিকে রাখিতেছি, তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও ব্রাহ্মসমাজ গঠ

বিষয়েও আমাদিগকে দুর্ব্বলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সকলেরই জীবনে এমন সকল শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, যখন ধর্ম্মজীবনের অতি সুন্দর ছবি আমাদের চক্ষের নিকটে আসে। কিন্তু সেই ছবিকে যখন কার্য্যে পরিণত করিতে যাই, তখনি দেখিতে পাই যে, আমাদের প্রকৃতিতে সে বল নাই, যাহা থাকিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। তখন কি আমরা নিরাশ হইয়া সাধন পরিত্যাগ করিব? তাহা কখনই নহে। দুর্ব্বলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিব। এই সংগ্রাম দ্বারাই বল লাভ হইবে, এবং এক পুরুষে না হয় কয়েক পুরুষ পরে আদর্শটী কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধেও এই কথা। অনেক ব্রাহ্মেরই অন্তরে এক একটী আদর্শ-সমাজ আছে। সেই আদর্শ-সমাজ সকলের পক্ষে সমান নহে। প্রত্যেকেই সেই আদর্শ সমাজের দিকে ব্রাহ্মসমাজকে লইয়া যাইবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। তাহাই কর্ত্তব্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু আদর্শানুসারে কার্য্য করিতে গেলেই দেখিতে পাই, অন্তরে বাহিরে বহু প্রতিবন্ধক বিদ্যমান। মানুষগুলিকে উদার ও পর-প্রেমিক রাখিতে চাহিতেছি, তাহারা সংকীর্ণ ও স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে; নীতি সম্বন্ধে পবিত্রতা রাখিতে চাহিতেছি, দুর্নীতিতে লিপ্ত হইয়া যাইতেছে; নারীর অবরোধ ভগ্ন করিতে যাইতেছি, উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়িতেছে; জাতিভেদ ভগ্ন করিতে চাহিতেছি, জাতিভেদ ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারিতেছি না। এইরূপ সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া কল্পনা-প্রবণ ও উৎসাহশীল ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে ঘোর নিরাশার মধ্যে পতিত হন। মনে করেন,—"আর কেন বৃথা বালুকারাশির দ্বারা রজ্জু নির্ম্মাণের প্রয়াস!! এই দুর্ব্বল ও অপদার্থ জাতির দ্বারা সে সমাজ গঠিত হইবে না।" শুনা যায় পরলোকগত পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষ দশাতে এইরূপ নিরাশার মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরদুঃখ-কাতর ও ন্যায়প্রিয় হৃদয় লোকের স্বার্থপরতা ও হৃদয়-হীনতা দেখিয়া এ জাতির প্রতি নিরাশ হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক প্রশ্ন সকল লইয়া যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন, তাঁহাদেরও অনেকের এই প্রকার নিরাশার মধ্যে পতিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদিগকে সর্ব্বদা এইমাত্র দেখিতে হইবে যে, আমরা আদর্শের অভিমুখে চলিয়াছি কি আদর্শের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়াছি। বর্ত্তমান অবস্থা দুর্ব্বলতার অবস্থা তাহা স্বীকার করি। পদে পদে পদস্খলন হইতেছে, তাহাও জানা আছে; কিন্তু দৃষ্টিটা আদর্শের উপরে আছে কি না, এবং সেদিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রয়াস আছে কি না?

আদিম খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিবৃত্তে দেখা যায় যে, মহাত্মা যীশু যে স্বর্গরাজ্যের ছবি দিয়া গেলেন, আদিম খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর দৈনিক জীবন তাহার কত নিম্নে পড়িয়াছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। সেন্টপল যে সকল পাপের উল্লেখ করিয়া কোরিন্থবাসী ও রোম-নগরবাসী খ্রীষ্টীয়দিগকে তিরস্কার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে লজ্জাতে কর্ণদ্বয় আবরণ করিতে হয়। কোথায় যীশুর প্রদর্শিত আদর্শ আর কোথায় এই পাপের দৃশ্য। অথচ আদিম খ্রীষ্টীয় সমাজের দিন দিন উন্নতি দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার কারণ এই, সহস্র দুর্ব্বলতাসত্ত্বেও যীশুর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও তাঁহার প্রদর্শিত পথে যাইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা, এই দুইটী ভাব তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এই দুইটী বিদ্যমান থাকাতে, তাঁহারা ক্রমে পাপ-প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিয়া আপনাদিগকে সংস্কৃত ও উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগকেও দেখিতে হইবে যে, তাঁহাদের নানা প্রকার দুর্ব্বলতার মধ্যে তাঁহাদের সংগ্রাম তাঁহাদিগকে উর্দ্ধদিকে লইয়া যাইতেছে কি না?

হৃদয়স্থিত আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া অনেকে এই বলিয়া ক্ষোভ করিতেছেন যে, আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না। এ ক্ষোভ ভাল। ধর্ম্মজীবনের বিষয়ে সন্তোষ অপেক্ষা অসন্তোষই ভাল। কিন্তু বৃথা ক্ষোভে সময় ক্ষেপণ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। ধীর চিত্তে আলোচনা করিতে হইবে, আমাদের নানা প্রকার শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতার মধ্যে কতটা আদর্শের অনুরূপ কার্য্য হইতে পারে।

পাশ্চাত্য-ব্রহ্মবাদ।

(কুমারী কবের প্রার্থনা বিষয়ক গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত)

আমি বিবেচনা করি, বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ যে প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেছেন, ধর্ম্মতত্ত্বের প্রকৃত অনুসন্ধান-প্রণালী তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জড়জগতে, প্রাকৃতিক শক্তি ও ঘটনারাজি এবং মাধ্যাকর্ষণ ও তাড়িতের নিয়মের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর অভ্যুদয় রূপ গভীর সমস্যার ভিতরে, জীব সৃষ্টি বা তারকাময় ছায়াপথের মধ্যে, ঈশ্বরকে অনুসন্ধান না করিয়া প্রথমে আমাদিগকে মানবাত্মার নিভৃত কন্দরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে এবং তৎপরে বাহিরের জগতে তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির নিদর্শন অন্বেষণ করিতে হইবে। আমার বিবেচনায় মানুষ যদি নিজ আত্মাতে ঈশ্বরকে না পাইত তাহা হইলে কখনও বাহিরে পাইত কি না সন্দেহ। এবং আমার বোধ হয়, যে সমুদায় যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণিত হয়, সে সকলকে বিচার সঙ্গত বলিয়া যে আমরা তদুপরি বিশ্বাস স্থাপন করি তাহা নহে, কিন্তু আমরা অন্তরে অপরিস্ফুটভাবে যাহা অনুভব করিতেছি, তাহাকে পরিস্ফুট করে বলিয়াই সেই সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া থাকি। পরকাল বিষয়ক বিশ্বাস সম্বন্ধে যেমন বলা যায় যে, আমরা পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছি বলিয়া যে বিশ্বাস করি তাহা নহে, কিন্তু স্বভাবতঃ বিশ্বাস করি বলিয়াই চিরদিন প্রমাণ অন্বেষণ করিতেছি, এখানেও তেমনি। যাহা আমরা হৃদয়ের ভাবে ও বিবেকের আলোকে প্রাপ্ত হইয়াছি, জ্ঞানের সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহাকে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করি এই মাত্র। চিত্র কর বা ভাস্করকে সাক্ষাৎভাবে জানিয়া ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া যখন তাঁহার হস্তের বিচিত্র কীর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন অনুভব করি সাক্ষাৎভাবে চিত্রকরের যে স্বরূপ ও চরিত্রের পরিচয় পাইয়াছি, এ কার্য্য তাহারই অনুরূপ। কিন্তু

কয়েকখানি চিত্রমাত্র দেখিয়া,ভাস্করের খোদিত কয়েকটী প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রকৃত শক্তি ও চরিত্রের অনুমান করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত বুদ্ধিমানেরও সাধ্যায়ত্ত নহে; এবং সেরূপ প্রয়াস সচরাচর ভ্রমেই উপনীত করে।

বহির্জগতে ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির যে পরিচয় আছে, তাহা অতি বিশাল সন্দেহ নাই, কিন্তু অধ্যাত্ম জীবনে যে নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নিকটে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ দ্বিতীয় স্থানীয়। জগতের আদিকারণের সত্তা ও স্বরূপ সম্বন্ধে যে সমুদায় তর্ক বিতর্ক আছে, সে সমুদায় যদি বর্জ্জন করা যায়,তথাপি মানবের বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে এমন যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, যদ্দারা বুঝিতে পারা যায়, যে গগন-বিহারী জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর ক্রিয়ার মধ্যে, জড়জগতের বৈচিত্র ও শোভার মধ্যে, উদ্ভিদ ও প্রাণিগণের জীবন ক্রিয়ার মধ্যে সর্ব্বত্রই এমন এক ইচ্ছা শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে যাহার সহিত অনেক বিষয়ে আমাদের ইচ্ছার সাদৃশ্য আছে। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, এই ব্রহ্মাণ্ড নিহিত ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানে অসীম ও শুভ সংকল্পে চিরসহিষ্ণু; দেখিলেই বোধ হয় যে অনন্তকাল তাহার ক্রীড়াক্ষেত্র রূপে রহিয়াছে। আমাদের হৃদয় নিহিত শৃঙ্খলার ভাব বা বৈচিত্র্য-স্পৃহা বা সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা সমুদায় সেই মহা শক্তির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি যাঁহারা এই শক্তিকে প্রচলিত "ঈশ্বর" এই শব্দ দ্বারা অভিহিত করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারাও ইহার বিষয়ে লিখিতে গেলে,—"মূল প্রকৃতি," অপূর্ব্ব কৌশল" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া সেই স্বরূপের পরিচয় দেন, যাহা জ্ঞান-ক্রিয়া সম্পন্ন পুরুষ ব্যতীত অন্যে থাকিতে পারে না। লোকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া থাকে "মানব আপনার অনুকরণে ঈশ্বরকে গঠন করে," তাহার উত্তরে আমি এই বলি, মানবের এরূপ করিবার কারণ এই যে, মানব ঈশ্বরের সৃষ্টি-প্রপঞ্চে এমন সকল স্বরূপের নিদর্শন পায়, যাহার অনুরূপ স্বরূপ সে কেবল আপনার মধ্যেই দেখিতে পায়। তবে মানবে তাহা পরিমিত—সৃষ্টিতে অপরিসীম এই মাত্র প্রভেদ।

কিন্তু জড়জগতে বিধাতার স্বরূপের যে নিদর্শন রহিয়াছে ব্রাহ্ম তাহাকে কখনই অবহেলা করিবেন না। এই সুন্দর ও বৈচিত্র-পূর্ণ জগৎ চিরদিনই আমাদের চক্ষে সেই পরম পুরুষের বাহ্য-কারণ রূপে থাকিবে। আমরা যে কেবল তাহার মধ্যে জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যই দর্শন করি তাহা নহে—আমরা তন্মধ্যে এমন এক জনকে দর্শন করি যিনি পুষ্প বা তারকা হইতে আমাদের নিকট অনন্তগুণে অধিক প্রিয়। কিন্তু আমি পুনরায় বলিতেছি জড়জগত আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দান করে তাহা কেবল আমাদের অন্তর-স্থিত বিশ্বাসের এবং আমাদের ন্যায় বিশ্বাসীগণ যুগে যুগে যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনি মাত্র।

নর-সেবা।

(প্রাপ্ত)

দরিদ্রকে দয়া করা বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া সকল শাস্ত্রেই পরি-কীর্ত্তিত হইয়াছে। দয়াবিহীন ধর্ম্ম অধর্ম্মের নামান্তর মাত্র। এ সম্বন্ধে একটি বড় সুন্দর গল্প আছে। একবার এক নাবিক সমুদ্র-বক্ষে জাহাজে গমন করিতেছিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, একটী লোক এক প্রকাণ্ড বরফ-স্তূপের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছে। নাবিক তাহাকে দেখিয়া জুডাস বলিয়া স্থির করিলেন, এবং তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? এবং কি জন্যই বা এখানে এমন অবস্থায় বসিয়া আছ?" সে ব্যক্তি বলিল; "আমি যীশুর প্রাণহত্যাকারী। আমার নাম জুডাসএসকেরিয়ট, আমি অনন্ত নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম। এমন সময়ে একজন স্বর্গীয় দূত আমাকে সেই ভয়ানক যন্ত্রণাময় অবস্থা হইতে তুলিয়া এখানে শীতল বরফ-রাশির উপর স্থাপন করিলেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এইরূপ দয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, "তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, জোপা দ্বীপে তুমি শীতকালে একটী কুষ্ঠরোগীকে একখানি বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলে। সেই দয়ার কার্য্যের জন্য কিয়ৎকালের নিমিত্ত তোমার দগ্ধ শরীর শীতল করিবার উদ্দেশ্যে এই শীতল বরফ রাশির উপর আনি-য়াছি।" কি চমৎকার কথা! যেখানে মানুষ অপরের দুঃখের জন্য ক্রন্দন না করে, সে স্থানে প্রকৃত ধর্ম্ম স্থান পায় না। ঈশ্বর-প্রীতির সহিত, তাঁহার প্রিয়কার্য্য মিলিত না হইলে প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি উদ্দীপিত হয় না। দুই একত্র হইলে মণি-কাঞ্চনের যোগ হয়। যাঁহারা মানুষের দুঃখের জন্য কাতর না হইয়া নির্জ্জন গিরিগুহা অথবা নির্জ্জন বন ও উপবনে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা কোন কোন সময় স্বার্থ-পরতার কুহকে আকৃষ্ট হইয়া দয়া করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেরূপ দয়ার কার্য্যে ঈশ্বরের রাজ্যে কেহ কি প্রকৃত রূপে উন্নতি মার্গে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হন? যে বলে আমি—"কেবল নিজের উন্নতিসাধনে রত থাকিব" পরমেশ্বর তাহার প্রকৃত উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দেন। ইংরাজিতে একটী কথা আছে যদি নিজের উন্নতি লাভ করিতে চাও, তবে অগ্রে অপরের উন্নতির জন্য যত্নবান হও।" এ কথাটী অতি সত্য। স্বার্থপরতা সকল অবস্থাতেই অতি কদাকার বস্তু। সংসারে দেখা যায়, যে জ্ঞানীর গৃহদ্বার রুদ্ধ, যিনি কেবল পুস্তক-রাশির মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া নিজেরই উন্নতি সাধনে রত থাকিতে চান, তাহার আংশিক উন্নতি হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি নির্জ্জনে জ্ঞানোপার্জ্জন করেন এবং স্বজনে অপরকে তাহা শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হন, তিনি সেই পুস্তক রাশি পরিবেষ্টিত নিশ্চল জ্ঞানানুসন্ধানী অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। একজন পাঠ করেন, কিন্তু চালনা করেন না। আর একজন তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্যবহারেই জ্ঞান, ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কথা আছে, "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।" ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠিক তাই দেখা যায়। কেবল

উন্নতি চাহিলে উন্নতি হয় না। ব্রাহ্মসমাজ এই কথা বলিতেছেন। "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ।" জ্ঞান, ধর্ম্ম কি অর্থ সকল বিষয়েই স্বার্থপরতা অতি দূষণীয়। পরমেশ্বরের রাজ্যে যিনি যাহা লাভ করিবেন, তিনি অপরকে তাহার অংশ দান করিবেন। গন্ধরাজ পুষ্প বিকশিত হইয়া যখন কণ্টকাকীর্ণ নির্জ্জন, অন্ধকারময় জঙ্গলের মধ্যে মধুর সৌরভ বিস্তার করে, তখন সেই সৌন্দর্য্য কে দেখিবে? বনের পশু ভিন্ন কে তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিবে? সে বলিবে ফুলের বিশেষ কোন মূল্য নাই যে, মন প্রাণ মোহিত করিতে পারে? মহাত্মা ঈশা বলিয়া গিয়াছেন। Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your father which is in heaven." অর্থ "তোমার হৃদয়ের জ্যোতি বিকীর্ণ কর, তাহা হইলে লোকে তোমার কার্য্য দর্শন করিয়া তোমার স্বর্গীয় পিতার গৌরব বিস্তার করিবে।" এই কথা দ্বারা মহাত্মা যীশু খৃষ্ট স্বার্থপরতার মস্তকে পদাঘাত করিতে বলিতেছেন।

পরসেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করা পরম ধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম এই দেবব্রত জগতে প্রচার করিয়াছেন। খ্রীষ্টজগতের নর নারীগণ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জগতে কি না করিয়াছেন, এবং এখনও কি না করিতেছেন। তাঁহাদের কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। মহাসংশয়বাদী পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিলও খ্রীষ্ট শিষ্যদের বিশ্বাস ও স্বার্থত্যাগের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। খ্রীষ্ট শিষ্যদের প্রতি দৃষ্টি করিলে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে জনহিতকর কার্য্যে উদাসীন বলিয়া মনে হয়।

ব্রাহ্মসমাজ কি এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারিবেন না? ব্রাহ্মধর্ম্ম কি স্বার্থপরতার ধর্ম্ম? এ ধর্ম্ম কি সুখে নিদ্রা যাইবার ধর্ম্ম? প্রত্যেক ব্রাহ্মকে স্বার্থত্যাগী হইতে হইবে। আলস্য নিকেতন স্বরূপ নির্জ্জন বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহার যেরূপ শক্তি আছে, তাহা পরসেবার জন্য নিয়োগ করিতে হইবে। যাঁহার জ্ঞান আছে, তিনি অজ্ঞানান্ধ মানুষের প্রাণে জ্ঞানের আলো বিকীর্ণ করুন। যাঁহার অর্থ আছে তিনি নিজের সুখ বিসর্জ্জন করিয়া দীন দুঃখীর চক্ষের জল মোচন করিতে যত্নবান হউন। মানুষের আত্মার কল্যাণের ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেশে বিদেশে মহান্ পরমেশ্বরের নাম ঘোষণা করিয়া পাপ ও অসত্যের অন্ধকার তিরোহিত করুন। পাপনিমগ্ন নর নারীর হস্ত ধরিয়া উত্তোলন করুন। শত শত কার্য্য আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। আমরা পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া নিজেদের শক্তি ও রুচি অনুসারে কার্য্য বাছিয়া লইব, এবং শরীর মন ও শক্তি দ্বারা মনোনীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। এইরূপ সকলের সমবেত শক্তিতে নিশ্চয়ই পরমেশ্বরের রাজ্য ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইবে।

পাঁচ ফুলের সাজি

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোচয়িষ্যামি মাশুচ॥"

শাস্ত্রবিহিত সর্ব্ব ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। তজ্জন্য পরিতাপ করিও না; আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।

2. Tennyson—

"Better not be at all than not be noble."

উচ্চমনা না হওয়া অপেক্ষা বাঁচিয়া না থাকাই শ্রেয়ঃ।

৩। চৈতন্যচরিতামৃত—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

তৃণ হইতেও নীচ এবং তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া, সর্ব্ব প্রকার অভিমান ত্যাগ ও অন্যের সম্মান সম্বর্দ্ধন করতঃ হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।

৪। চাণক্য—

"দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥"

বিদ্যাতে বিভূষিত হইলেও দুর্জ্জনকে পরিহার করিবে, শিরোমণি ভুজঙ্গ কি ভয়ঙ্কর নহে?

5. Bulwer Lytton—

"Do not look on these trials of life only with the eyes of the world. Reflect how poor and minute a segment, in the vast circle of eternity Existence is at the best. Its sorrow and its shame are but moments."

সংসারের চক্ষে জীবনের পরীক্ষা সমূহ দেখিও না। জীবন অনন্তকাল রূপ বৃত্তের কত সামান্য এবং ক্ষুদ্র অংশ, ইহাই চিন্তা কর। জীবনের দুঃখ ও লজ্জা মুহূর্ত্ত মাত্র।

6. Seneca—

"Do you wish to render the Gods propitions? Be virtuous. To honour them it is enough to imitate them."

তুমি কি দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা কর? ধার্ম্মিক হও। তাঁহাদের অনুকরণ করিলেই তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করা হইল।

7. Marcus Aurelius—

"Perform every action as though it were your last."

প্রত্যেক কার্য্য যেন তোমার (জীবনের) শেষ কার্য্য বলিয়া অনুষ্ঠান করিবে।

"Though you were to live three thousand, or, if you please, thirty thousand of years, yet remember that no man can lose any other life than that which he now lives."

যদিও তুমি ত্রিসহস্র বা যদি অভিলাষ কর ত্রিংশতি সহস্র বর্ষ বাঁচ, তথাচ স্মরণ রাখিও যে কোন মনুষ্য যে জীবন ধারণ করিতেছে (ইহকাল) তদ্ভিন্ন অন্য জীবন হারাইতে পারে না যাহা হারাইতেছে তদ্ব্যতীত অন্য কোন জীবনের সে অধিকারী নহে।

8. Epictetus—

"The philosophers say that, before all things, it is needful to learn that God is, and taketh thought for all things; and that nothing can be hid from him, neither deeds, nor even thoughts or wishes."

পণ্ডিতেরা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন ও সর্ব্ববস্তুর জন্য ভাবেন; এবং (কোন) কার্য্য, এমন কি চিন্তা বা ইচ্ছা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে গুপ্ত রাখা যায় না, ইহাই সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা করা প্রয়োজন।

9. Sadi—

"The eyes of man, which are open to the sky and the earth, are the doors of the knowledge of God."

আকাশ এবং পৃথিবীর দিকে মুক্ত মানুষের চক্ষু, ব্রহ্মজ্ঞানের (প্রবেশের) দ্বার স্বরূপ।

১০। যোগবাশিষ্ট—

"গৃহীতৃষ্ণামকরং বাসনাজাল মাবিলং
সংসারবারিপ্রসৃতং চিন্তাতন্তুভিরাততং॥"
অনয়া তীক্ষ্ণয়া তাত ছিন্দি বুদ্ধি-শলাকয়া।"

চিন্তাতন্তু দ্বারা বিস্তৃত এবং সংসারবারিতে সমাচ্ছন্ন মলিন বাসনাজাল তৃষ্ণামকর কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে; হে তাত! বুদ্ধিশলাকাদ্বারা এই বাসনাকে ছেদন কর।

১১। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র—

"ব্রহ্মচর্য্যং তপোমূলং ধর্ম্মমূলং দয়া স্মৃতা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দয়া ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ॥"

ব্রহ্মচর্য্যই তপস্যার আদি, এবং দয়াই ধর্ম্মের মূল. অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে দয়া ও ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেক।

12. The Koran.

"Nay. but he who resigneth himself to God, and doth that which is right, he shall have his reward with his Lord; there shall come no fear on them, neither shall they be grieved—"

কিন্তু যিনি ঈশ্বরেতে আত্ম সমর্পন করেন এবং যাহা সত্য, তাহাই অনুষ্ঠান করেন, তিনি তাঁহার প্রভুর নিকট পুরস্কার পাইবেন; তাঁহাদের আর কোন ভয় থাকিবে না, তাঁহারা দুঃখিতও হইবেন না।

13. St. Matthew—

"Blessed are they that mourn: for they shall be comforted."

যাঁহারা অনুতাপ করেন তাঁহারাই ধন্য, কারণ তাঁহারা আশ্বস্ত হইবেন।

Blessed are the meek: for they shall inherit the Earth."

সহিষ্ণু ব্যক্তিরাই ধন্য, কারণ তাঁহারা পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভ করিবেন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

নির্দ্দোষ আমোদ।

ব্রাহ্ম সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা সকল প্রকারের আমোদকেই অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। সদোষ হউক আর নির্দ্দোষ হউক আমোদমাত্রেই জীবনকে অবনত করে ইহা তাঁহাদের বিশ্বাস। এই শ্রেণীর লোকেরা অন্যান্য ব্রাহ্মদিগ কর্ত্তৃক "পিউরিটান" বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকেন। অন্যান্য ব্রাহ্মগণ মনে করেন যে ব্রাহ্ম সাধারণ এইরূপ আমোদ বিরোধী লোকদিগের উপদেশ গ্রহণে জীবন গতি নির্ণয় করিলে ব্রাহ্ম সমাজে অচিরে দ্বিতীয় "চার্লসের" রাজত্ব উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ ইংলণ্ডে "পিউরিটান" রাজত্বের কঠোর শাসনের পর তদ্দেশ বাসীগণ যেমন দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব সময়ে আমোদ স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনের কাঠিন্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য যেমন বহুলোক অসাধুতার সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ধর্ম্ম ও নীতি যেরূপ পদ-দলিত হইয়া তৎকালীন ব্রিটন সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, ব্রাহ্ম সমাজ সদোষ কিম্বা নির্দ্দোষ উভয় প্রকার আমোদের বিরোধী হইলে এখানেও তদ্রূপ দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বের পুনরভিনয় হইবে। এরূপ আশঙ্কা করা হইয়া থাকে। আমোদের পক্ষপাতী ব্রাহ্মগণ সদোষ আমোদকে ভয় ও ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের মতে নির্দ্দোষ আমোদ ভিন্ন জীবন নীরস, মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক। তাঁহাদের মতে আমোদ ভিন্ন জীবন সুন্দররূপে চলিতে পারেনা। এজন্য তাঁহারা সমাজে নির্দ্দোষ আমোদের উপায় উদ্ভাবন করিতে উৎসুক। নির্দ্দোষ আমোদের অভাবে লোকের মন সদোষ আমোদ লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িবে এই নিমিত্তে কোন পরিবারে তাস খেলা কোন পরিবারে নাটকাভিনয়, কোন পরিবারে অপর বিধ আমোদ হইয়া থাকে। আমোদের বিরোধী ব্রাহ্মগণ ইহা দেখিয়া বড় অসন্তুষ্ট হইতেছেন। তাঁহারা আমোদের বিরোধী কিন্তু সুখ মাত্রের বিরোধী নহেন। তাঁহারা দেশীয় সন্ন্যাসী দিগের মত নিরর্থক কৃচ্ছ্র সাধন অসঙ্গত মনে করিয়া থাকেন। যাঁহারা দেহ ধারণকে পূর্ব্ব জন্মের পাপের শাস্তি স্বরূপ মনে করেন তাঁহারা প্রয়োজন ব্যতীত দেহের নিগ্রহ করা পুণ্য কার্য্য মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমোদ বিরোধী ব্রাহ্মগণকে সেই শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা যাইতে পারে না। আমোদ বিরোধী ব্রাহ্মগণ ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের বিরোধী; তাঁহারা ভগবৎ জনিত আনন্দ, অধ্যয়ন জনিত, শরীর-সঞ্চালন-

জন্য চিত্ত-স্ফূর্ত্তি, সাধু কার্য্যানুষ্ঠান-জন্য চিত্ত-প্রসাদকে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-প্রসূত সুখ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শ্রেষ্ঠ মনে করেন; এজন্য তাঁহারা সুখ-পিপাসু ব্যক্তিদিগকে তদ্বিধ সুখ লাভের প্রয়াসী হইতে অনুরোধ করেন যে সুখ বহুকাল স্থায়ী, যাহা পশ্বাদি-বাঞ্ছিত আপাত-মধুর ইন্দ্রিয়-ভোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাঁহাদের মতে সে সুখই মানবের বাঞ্ছনীয়। আমোদের পক্ষপাতী ব্রাহ্মগণ ইহার প্রত্যুত্তরে বলিয়া থাকেন যে মানব কেবল গুরুতর বিষয়ে মনকে নিযুক্ত রাখিতে পারে না। যেমন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম তেমন গুরুতর বিষয় হইতে মনকে তুলিয়া লইয়া কখন কখনও লঘুতর বিষয়ে নিযুক্ত রাখিতে হয়, অন্যথা মনের স্ফূর্ত্তির লাঘব হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য কর্ম্মঠতার লাঘব হয়। বিষয়ের গুরুতা লঘুতা অধিক পরিমাণে অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কোন এক গণিতানুশীলনকারী বড় ব্যক্তির নিকট হয়ত একখানি সদুপদেশ পূর্ণ উপন্যাস অধ্যয়ন লঘুতর কার্য্য বলিয়া বোধ হইবে। তিনি গণিতানুশীলন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে হয়ত একখানি সদুপদেশ পূর্ণ উপন্যাস অধ্যয়নে ক্লান্তি দূর করিবা তজ্জনিত আনন্দ ভোগ করিতে পারেন। কিংবা উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ফল ফুল বৃক্ষের সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তিনি তাস পাসা দ্বারা অমূল্য সময়ের অপব্যবহার না করিলেও তাহার সুখ স্রোতের বিঘ্ন জন্মে না। গুরুতর বিষয়ে মনকে নিযুক্ত রাখিতে রাখিতে যখন ক্লান্তি উপস্থিত হয়, তখন ঐন্দ্রিয়িক তৃপ্তি সাধন জন্য ব্যগ্র হইতে হইবে ইহা প্রমাণ সিদ্ধ বলিতে পারা যায় না। আমাদের বিশ্বাস যে মানব মন সর্ব্বদা এক বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে পারে না, মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন, কিন্তু কার্য্যের পরিবর্ত্তন করিতে হইলেই ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, একথা বলা যাইতে পারে না। দার্শনিক দর্শন শাস্ত্রালোচন করিতে করিতে অশক্ত হইলে ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে পারেন, কিংবা পুত্র কন্যাদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতে পারেন। সেবা-প্রিয় পুরুষ কিংবা মহিলা অবকাশ কালে হৃদয়ানন্দ-জনক গ্রন্থাধ্যায়নে নিযুক্ত হইতে পারেন। ব্রহ্মধ্যান-নিরত ভক্ত ধ্যান ভঙ্গের পর শাস্ত্রালোচনা, জীব-সেবা কিংবা শরীর সঞ্চালক কোন ক্রীড়াতে নিযুক্ত হইতে পারেন। গুরুতর বিষয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অপেক্ষাকৃত লঘুতর অথচ জীবনের হিতকর অনেক বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাইতে পারে। যে কার্য্যানুষ্ঠানে আত্মোন্নতি কিংবা পরের উন্নতি সাধিত না হইয়া কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়সুখ লাভ হইয়া থাকে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার সে কার্য্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে সমাজ হইতে সর্ব্বপ্রকার আমোদ তুলিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও তাহা কার্য্যত সম্ভব পর কিনা। মানবগণ শিশু হইয়াই জন্ম ধারণ করে। মানব শৈশবকালে ইন্দ্রিয় বিষয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকে। আমরা জীবনের যে সকল গুরুতর কার্য্যের উল্লেখ করিলাম/শিশু কিংবা বালকগণ সে সকল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারে না। তাহাদিগের প্রকৃতি তাদৃশ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত নহে। সুতরাং ইহাদিগের জন্য কোন কোন প্রকার নির্দ্দোষ আমোদের পথ খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সর্ব্ব দেশীয় শিশু ও বালকদিগের মধ্যেই ক্রীড়ার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রীড়া আনন্দদায়ক বটে কিন্তু ক্রীড়া যখন মানব জীবনের বিশেষ কোন প্রয়োজনসিদ্ধ না করিয়া কেবল আনন্দ প্রদান করে তখন উহাকে আমোদ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঈদৃশ আমোদ জনক ক্রীড়ার প্রচলন বাঞ্ছনীয় নহে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অঙ্গ সঞ্চালন জন্য যে সকল ক্রীড়া প্রচলিত আছে, তাহা সুখকর কিন্তু উহা প্রকৃত পক্ষে আমোদ জনক নহে। দ্যূত প্রভৃতি ক্রীড়া, নৃত্য গীতাদি দর্শন কিংবা শ্রবণে যে চিত্তের তৃপ্তি তাহা ব্রাহ্ম বালক বালিকা-দিগের নিমিত্ত অভিলষণীয় হইতে পারে না। ইহার বিষময় ফল এই যে ঈদৃশ আমোদ-প্রিয় বালক বালিকাগণ অধ্যয়ন অথবা অন্য কোন সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতে পারে না। যদিও ইন্দ্রিয়-লব্ধ সুখ ভোগের জন্য শিশু কিংবা বালক বালিকাদিগের মন স্বভাবতঃ লালায়িত থাকে তথাপি সুশিক্ষা প্রদানে সে স্বাভাবিক স্পৃহা তাহাদিগের হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিতে হইবে। এতদ্বিষয়ে মনুর সময়ে হিন্দুসমাজে যে শাসন বিধি প্রচলিত ছিল ব্রাহ্মসমাজ তাহা গ্রহণ করিলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের সম্ভবনা নাই। মনুর সময়ে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ত্রয়ের বালকদিগকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। তথায় তাহারা ব্যবহারিক বিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিত। ব্রহ্মচারীদিগের কিরূপ কঠোর ব্রত প্রতিপালন করিতে হইত, তদ্বিষয়ে মনু হইতে দুই চারটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনং॥

"ব্রহ্মচারী মধু ও মাংস ভোজন করিবেক না, কর্পূর চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য ভক্ষণ বা বিলেপন করিবেক না, মাল্য ধারণ করিবেক না, গুড় প্রভৃতি আহার করিবেক না, স্ত্রী গ্রহণ করিবেক না। যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুর কিন্তু কারণ বশে অথবা অন্য কোনরূপ অম্ল হয়, তাহাদিগকে শুক্ত বলে তাহাও খাইবেক না, এবং প্রাণি-হিংসা করিবেক না।"

অভ্যঙ্গ মঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণং।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীত বাদনং॥

"যেরূপ তৈল মস্তকে দিলে সর্ব্বাঙ্গে লাগে তাদৃশ তৈল ব্যবহারের নাম অভ্যঙ্গ তাহা করিবেক না, নয়নে অঞ্জন দান করিবে না, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না, বিষয়াভিলাষ, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিবে এবং নৃত্যগীত বাদ্যও পরি-ত্যাগ করিবে।"

দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথাণৃতং।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভ মুপঘাতং পরস্য চ॥

"অক্ষাদি ক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, পরের নিন্দা মিথ্যাকথা, কুৎসিৎ অভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকদিগকে অব-লোকন এবং পরের অনিষ্টাচরণ পরিত্যাগ করিবেক।"

পুরাকালীন দ্বিজপুত্রগণ বাল্যকালে মনু প্রণীত কঠিন ব্যবস্থার অধীন থাকিয়া যৌবনে দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া পড়ি-

তেন, ঈদৃশ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বরঞ্চ দ্বিজগণ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মানুশীলন প্রভৃতি সৎকার্য্যেই জীবন যাপন করিতেন। কালক্রমে শিথিলতার আগমনে চরিত্রের দুর্গতি আরম্ভ হয়। সুতরাং সকল দেশে সর্ব্বাবস্থায় যে দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব কালীন উচ্ছৃঙ্খলতার অভিনয় হইবে, তাহা বলা যায় না। সামাজিক কিংবা রাজকীয় বিধি প্রনয়ণ দ্বারা কোন দুর্দ্দম্য প্রবৃত্তি নির্ব্বাপিত করা যায় না, ইহা আমরা স্বীকার করি না। প্রথম প্রথম হয়ত পূর্ব্বার্জ্জিত কুঅভ্যাস বশতঃ দুই চারটী অবৈধ ঘটনা ঘটিতে পারে, কিন্তু অপরাধীগণ বিধিভঙ্গ জন্য নিয়মিতরূপে দণ্ডিত হইলে, যথাসময়ে কুপ্রবৃত্তির সমূলোচ্ছেদ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে উচ্ছৃঙ্খল অসচ্চরিত্র ব্যক্তির কোন দণ্ড বিধান হইত না, এমন কি রাজা স্বয়ং পাপের আবর্ত্ত জলে পড়িয়া চরিত্র হারাইয়াছিলেন, রাজ-দৃষ্টান্তে প্রজাবৃন্দ অসাধুতার আশ্রয় করিবে বিচিত্র কি? যদি ক্রমওয়েলের সময়ের ন্যায় দ্বিতীয় চার্লসের সময়েও ভ্রষ্টাচারীর যথোচিত দণ্ড বিধান হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের ইতিহাসের পৃষ্ঠা দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বের কলুষ কালিমায় কলঙ্কিত হইত না। যাহা হউক ব্রাহ্মসমাজের বালকবালিকাদিগকে ইন্দ্রিয়-সংযম বিষয়ে কঠোর বিধির অধীনে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে কথঞ্চিৎ আমোদ প্রদান জন্য অঙ্গসঞ্চালনোপযোগী ক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলে বিশেষ অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা নাই। যদিও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমাজের দৃষ্টান্তে তাহাদের কেহ কেহ যৌবনে পদার্পণ পূর্ব্বক উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে এবং ব্রাহ্মসমাজকে উচ্ছৃঙ্খলের প্রশ্রয়কারী প্রত্যক্ষ না করিয়া ভিন্ন সমাজের আশ্রয় গ্রহন করিতে প্রয়াসী হয়. তথাপি তাহাদিগকে তাহাদিগের রুচির অনুরূপ ইন্দ্রিয়-সুখ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মসমাজের বালক বালিকাদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ এবং মহিলাদিগের সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। ইহাদিগের কঠোর ব্যবস্থার অধীনে ফেলিয়া সংযতেন্দ্রিয় করিবার চেষ্টা না করিলেও এতদ্বিষয়ে সুশিক্ষা বিস্তারে ব্রাহ্ম সাধারণের হৃদয়ের ভাব উন্নত করিতে প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সাধুকার্য্য এবং জ্ঞান চর্চ্চার জন্য সুখ লাভের প্রয়াসী না হইয়া নির্দ্দোষ অথবা সদোষ আমোদের জন্য ব্যতিব্যস্ত হন, তাঁহাদিগের রুচি যে প্রশংসনীয় নহে, তাহা বুঝিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যতই ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশের মনে ঈদৃশ ভাব বদ্ধমূল হইবে, অর্থাৎ যতই তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সুখ, অলীক আমোদ প্রমোদকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন, ততই ব্রাহ্মসমাজে মহান্ ভাব সমূহের অনুশীলন হইতে থাকিবে। দুর্ব্বলাধিকারীগণও অধিকাংশের মত দ্বারা আপনাদিগের কার্য্য সমূহ নিয়মিত করিবেন এবং ক্রমোন্নতি হইতে হইতে ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃপ্রাপ্ত সকল নরনারী শ্রেষ্ঠতম আনন্দ লাভের জন্য ব্যগ্র হইবেন এবং ইন্দ্রিয়াভিলাষ আমোদঃপ্রিয়তা চিরদিনের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিবে।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারী।

ব্রাহ্মসমাজ।

দুর্ভিক্ষে দান—পরলোক গত শ্রদ্ধেয় শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের স্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲ ও শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী ঠাকুর ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধ—পরলোক গত বাবু শশিভূষণ লাহিড়ির আদ্যশ্রাদ্ধ কলিকাতাতে শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের বাড়ীতে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শশী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুধীরকুমার লাহিড়ি এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন;—দুর্ভিক্ষ তহবিলে ২৫৲ টাকা, দাসাশ্রমে ৫৲ টাকা, কুষ্ঠাশ্রমে ৫৲ টাকা, গরিবের ছোট বোনদিগের আশ্রমে ৫৲ টাকা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ১০৲ টাকা। পরমেশ্বর পরলোক গত আত্মাকে শান্তি দান করুন।

উৎসব—গত ৬ই নবেম্বর রবিবার ব্রাহ্মসম্মিলনীর তৃতীয় উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এবার বাগানে যাওয়া হয় নাই। শ্রীযুক্ত ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর বাসাবাটীতে উৎসব হয়। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও কেহ কেহ তথায় শনিবার রাত্রি যাপন করিয়া কীর্ত্তন ও উপাসনাদি করেন। রবিবার প্রাতঃকাল হইতে বিশেষ ভাবে সংগীত সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নিক উপাসনাদি শেষ হয়। তৎপর প্রীতি ভোজনান্তে "কিরূপে বিনয় শিক্ষা করিতে হয়" এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া উৎসব শেষ হয়। পরমেশ্বর উৎসবের ফল স্থায়ী করুন।

পাবনা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন;—

"পাবনা ব্রাহ্মসমাজের ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রচারক বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় এখানে আগমন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি সমাজমন্দিরে গত ১৫ই কার্ত্তিক প্রাতে ও সায়ংকালে ও ১৬ই কার্ত্তিক প্রাতে উপাসনার কার্য্য করেন, এবং শেষ দিন সন্ধ্যার পর মন্দিরে "ধর্ম্ম মানি কেন?" এ বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা দেন। এই দুই দিনের কার্য্যেই স্থানীয় কয়েকটি ভদ্রলোকের প্রাণে ধর্ম্মলাভ জাগ্রত হইয়াছিল। বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ নবদ্বীপ বাবু ১৭ই কার্ত্তিক কলিকাতা যাইতে বাধ্য হন। তিনি আর ২। ৪ দিন এখানে থাকিতে পারিলে বিশেষ উপকার হইত। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয় এই উৎসব উপলক্ষে এখানে আসিয়াছিলেন। নবদ্বীপ বাবু যাওয়ার পর তিনি এখানে কয়েক দিন থাকিয়া অনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া আপ্যায়িত করেন। এবার এই উৎসব উপলক্ষে একটী সদনুষ্ঠানের সূচনা করা হইয়াছে। উৎসবে সংগৃহীত অর্থের মধ্যে ব্যয় বাদে যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, তদ্দ্বারা অনাথ দীন দরিদ্রগণের সাহায্যার্থ একটী ফণ্ড করা হইল এবং আপাততঃ একটী অনাথা বৃদ্ধা চলৎশক্তি-হীনা অন্ধ বিধবার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করা হইয়াছে।

গত ১৬ই কার্ত্তিক সোমবার মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচীর তৃতীয় পুত্রের (অষ্টম সন্তানের) জাতকর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহার বাসায় ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল; নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন।

খালোড়ের উৎসব—খালোড় ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসব উপলক্ষে প্রচারক বাবু শশিভূষণ বসু এবং ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রমের বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল তথায় গমন করিয়াছিলেন। উপাসনা, আলোচনা, শাস্ত্রপাঠ, ব্যাখ্যা, সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছে। উৎসবের পর ভিন্ন গ্রামে প্রচারদল গমন করিয়াছিলেন। তথাকার সভায় অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতি প্রমত্ত ভাবে কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। শশী বাবু এবং কাশী বাবু উভয় গ্রামেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রম—গত ১লা নবেম্বর বিশেষ উপাসনার পর ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বাবু শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রায় ৬ মাসপূর্ব্বে পরিচারক হইবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন, তিনি পরিচারক ব্রতে দীক্ষিত হইলেন। বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিক্রমপুরের প্রচারক। ইনি অল্প দিন হইল বিক্রমপুর হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রমে সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি পরিচারক হইবেন বলিয়া সংকল্প গ্রহণ করিলেন। ইনি বিক্রমপুরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্ম পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইনি অন্য কোন স্থানে স্থায়ী ভাবে প্রচার করিবেন না। পূর্ব্ববৎ বিক্রমপুরের প্রচার কার্য্যে রত থাকিবেন।

বাবু অমৃতলাল গুপ্ত সহায় হইবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে সংকল্প করিয়াছিলেন, তিনি এবং বাবু জগদীশচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং বাবু বরদাপ্রসন্ন রায় সহায়ব্রত গ্রহণ করিলেন। পরমেশ্বর পরিচারক ও সহায়গণের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

সম্প্রতি জয়নগর এবং মজিলপুর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের অনুসন্ধানার্থ বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী এবং বাবু বরদাপ্রসন্ন রায় তথায় গমন করেন। তাঁহারা তথায় গিয়া দুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রকোপ দেখিতে পান। অনতিবিলম্বে কলিকাতা পুনরাগমন করিয়া চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা করেন। পরমেশ্বরের কৃপায় অতি অল্প সময় মধ্যে ৪৫০ টাকার অধিক চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ২০০ টাকা, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ৫০৲ টাকা এবং ভারত সভা ২০০৲ টাকা দিয়াছেন। এই সাহায্য দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রেরিত বন্ধুগণ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলে ময়দা নামক স্থানে চাউল বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেখানে বাবু বরদাপ্রসন্ন রায়, বাবু কুঞ্জলাল গুহ বাবু গোপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এবং বাবু সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় কার্য্যে করিতেছেন। পরমেশ্বর ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করুন।

দান প্রাপ্তি স্বীকার।

কৃতজ্ঞতার সহিত দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ নিম্নলিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে।—

A Poor man সোনারঙ্গ ২৲, বরিশালের অন্তর্গত কোন স্থান হইতে একটি বন্ধু ২॥০ বাবু কালীপ্রসন্ন বসু, কলিকাতা ॥০ ঐ পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৩৲ বাবু ভোলানাথ ঘোষ, (কলিকাতা) ।০ শ্রীমতী বসন্তকুমারী বসু, ঐ ।০ বাবু পান্নালাল ঘোষ, ঐ ।০ একটী বন্ধু ঐ ॥০ শ্রীমতী চণ্ডীমণি ঘোষ, ঐ (স্বামীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে) ২৲ জনৈক বন্ধু শান্তিপুর ৫৲ বাবু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা ১৲ বাবু দীনেশ চন্দ্র রায়, বরিশাল ৫৲ শ্রীমতী অম্বিকা দেবী, কোন্নগর ১০৲ বাবু বেণীমাধব মিত্র, নসরি গঞ্জ ৩৲ রায় মিত্র এণ্ড কোং কলিকাতা ১৲ শ্রীমতী নবশশী দেবী, সোণারঙ্গ (সংগ্রহ করিয়া পাঠান) ২১৲ মনাই চা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠান ৮৲ বাবু কামিনী কান্ত সেন বরিশাল, ২৲ বাবু যোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, নাগিরাট ।০ বাবু ইন্দ্র নারায়ণ সিংহ, (সংগ্রহ করেন) ১১০ বাবু নবীন কৃষ্ণ সেন গুপ্ত, মুরসিদাবাদ ১০৲ বাবু কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস, ধুলিয়ান ব্রাহ্ম সমাজ (সংগ্রহ করিয়া পাঠান) ১১।০ Mr. G Singha. শিলচর ৫৲ বাবু শরৎ চন্দ্র রায়, (সংগ্রহ করিয়া দেন) ৩১৲ মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ২০০৲ জজ. শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পত্নী ৫০৲ ভারত সভা ২০০৲ বাবু রঙ্গ বিহারী লাল ১৲ একজন ভদ্রলোক ৬৲ কোন কোন বালিকা নগদ ।৶ ও বস্ত্র। ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অবান্তর নিয়মের দ্বিতীয় নিয়মানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে জানান যাইতেছে যে, যাঁহারা আগামী বৎসরের (১৮৯৩ সনের) অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২০এ নবেম্বর তারিখের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে আপনাদের নাম ধামাদি প্রেরণ করিবেন। এই তারিখের পরে আর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না। প্রার্থীগণের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হওয়া আবশ্যক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়।

শ্রীকৃষ্ণদয়াল রায়
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর বর্ত্তমান বৎসরের ছয় মাস অতীত হইল। এ সময় গ্রাহক মহাশয়গণ যদি বর্ত্তমান বর্ষের এবং যাঁহাদের নিকট পূর্ব্ব বৎসরের মূল্য প্রাপ্য আছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদান করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। যথাসময়ে তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য আদায় না হইলে কার্য্যের যে বিশেষ অসুবিধা হয় সকলেই তাহা অতি সহজে অনুভব করিতে পারেন।

নিবেদক
আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
১৬শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

দেব-বাণী।

রসনা ত দিয়াছি তোমায়,
প্রাণ কেন ভূমিতে লোটায় ?
ওষ্ঠাধরে পূজা করে
মন কেন বাহিরে বেড়ায় ?
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ পানে কেন শুধু ধায় ?

মনে করি দিব মন প্রাণ;
রক্ত মাংসে দিব বলিদান;
প্রেমানলে যাবে জলে
সুখ, স্বার্থ, ধন অভিমান;
তোমারি সে দাস হব তোমারি সন্তান।

সে বাসনা কোথা পড়ি রয়,
পুরাতনে চাহে যে হৃদয়,
তব রসে নাহি বসে
নিজ সুখ আশে সদা রয়
প্রবল প্রবৃত্তিকুল শাসন না হয়।

এই বর মাগি তব ঠাঁই,
প্রাণ মন সঁপিবারে চাই,
তব বাণী শ্রেষ্ঠ জানি
মন প্রাণে শুনি যেন তাই;
তাই ধরে চলি যেন কভু না ডরাই।

তব বাণী বশে যেই জন
থাকে, তার না হয় মরণ;
দেহ মনে সেই জনে
তব বশে করে আনয়ন;
তোমারি সে দাস হয়;—সার্থক জীবন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ঈশ্বরের অঙ্গীকার—খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা সর্ব্বদাই বলেন, তাঁহারা প্রভুর সাক্ষাৎ অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করেন। তাঁহারা বাইবেল (Bible) গ্রন্থে অঙ্গুলি দিয়া ইহা দেখাইয়া দেন। ইব্রাহিমের কাছে ঈশ্বর অঙ্গীকার করিলেন "আমি তোমার বংশাবলীর প্রভু ও রক্ষক হইয়া থাকিব।" যীশুর মুখ দিয়া বলিলেন—"তোমরা দ্বারে আঘাত কর, দ্বার খুলিবে। "সর্ব্বান্তঃকরণে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, সুখ ও সম্পদ এবং আর যাহা কিছু আপনা হইতেই পাইবে।" এই অঙ্গীকারের উপর খৃষ্টীয়ানেরা অত্যন্ত নির্ভর করেন—যেন ব্যাঙ্কের (Bank) চেকের মত। ব্যাঙ্কে টাকা আছে চেক দিলেই পাওয়া যাইবে। বরং ইহাতে ভয় হয়, যদি ব্যাঙ্ক ফেল হয়। কিন্তু স্বর্গের ব্যাঙ্ক—এই কোম্পানির কাগজ কখনও নিরাশ করিবে না। বিশ্বাসী খৃষ্টীয়ানেরা ইহার উপর এত নির্ভর করেন যে দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আস্তিক নিষ্ঠাবান হিন্দুরাও এইরূপ করেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই—ব্রাহ্মগণ এমন কোন গ্রন্থকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন না, যাহার উপর এরূপ নির্ভর করিতে পারেন। তবে কি পরমেশ্বর কোন প্রতিজ্ঞাতে তাঁহাদের কাছে আবদ্ধ নন্? ব্রাহ্মদের ধরিবার ছুঁইবার কি কিছু নাই? জোর দিয়া তাহার উপর পড়িতে পারি এমন কি কিছুই নাই? তবে কি হইবে? চিন্তা করিলে দেখা যায় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সকলের কাছেই আছে। তাহা এই—আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবেই হইবে। তিনি তৃষ্ণা দিয়াছেন, তাহা নিবারণের জন্য জলও দিয়াছেন; ক্ষুধা দিয়াছেন তাহা দূর করিবার জন্য কত প্রকার আয়োজন করিয়াছেন। আমাদের আত্মাতে দেখি অনন্ত সাধুতার ক্ষুধা, অনন্ত প্রেমের ক্ষুধা, ধর্ম্মের ক্ষুধা, পুণ্যের ক্ষুধা। বিশ বার যে ব্যক্তি পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেও নিরাশ হয় না। সংসারে তো এমন দেখি না; দুবার কি চারবার কোন কার্য্যে ফেল হইলে সকলেই কাজ ছাড়িয়া দেয়। যেখানে বার কতক নিরাশ হয় সে দিকে আর যায় না। কিন্তু এখানে আর এক প্রকার। শত বার পাপ করিতেছে, বার বার পড়িতেছে; তবুও বলে ধর্ম্মের জয় হবেই হবে। পতনের ভিতর উত্থানের সাক্ষী দেয়।

এই যে মানব প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, ইহাদ্বারাই তিনি বলেন। ইহাই তাঁহার বাণী। অন্তরে মুক্তির আশা জাগিয়া আছে, তাহা পূর্ণ হইবেই। এই আকাঙ্ক্ষা—এই প্রতিজ্ঞার বাণী—

ইহার উপর নির্ভর করা চাই। এই নির্ভর—এই বিশ্বাস না পাইলে ধর্ম্ম হয় না। জীবন দিয়া নির্ভর করিতে হইবে। ভগবান করুন আমরা যেন এইরূপ নির্ভর জীবনে লাভ করিতে পারি।

পাপ আত্মার ব্যাধি—ঈশ্বর সকলকে পরিত্রাণ করিবেন, তাঁহার রাজ্যে অনন্ত নরক নাই, এই মহাসত্য প্রচার করিতে গেলেই কখনও কখনও এরূপ যুক্তি শুনিতে পাওয়া যায়—"যদি চরমে সকলেই পরিত্রাণ পাইবেই পাইবে, তবে মানুষকে পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এত ব্যগ্রতা কেন? থাকুক না কেন কিছুদিন পাপে। কাহারও কাহারও মুখে এরূপ শুনা গিয়াছে যে, পাপী মাত্রেই পরিত্রাণ পাইবে, এইরূপ উদার মত থাকাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় উৎসাহের সহিত প্রচার হইতে পারিতেছে না। খ্রীষ্টীয়ানগণ বিশ্বাস করেন যে, যে ব্যক্তি যীশুকে গ্রহণ করিবেন না, তাঁহার জন্য অনন্ত নরক যন্ত্রণা সঞ্চিত রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা যখন এক ব্যক্তিকে পাপ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হন, তখন তাঁহাদের মনে এই অপূর্ব্ব সন্তোষ জন্মে যে, তাঁহারা একটী অমর আত্মাকে অনন্ত নরক হইতে বাঁচাইলেন। ব্রাহ্মগণের সেরূপ বিশ্বাস নাই, সুতরাং প্রচার বিষয়ে সে প্রকার উৎসাহও নাই।

যখন এই প্রকার তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন আমরা নিম্নলিখিত উত্তর দিয়া থাকি। আচ্ছা মনে কর এক ব্যক্তির পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি অসহ্য শিরোবেদনাতে অধীর হইয়া পড়িতেছেন। একজন চিকিৎসককে ডাকিয়া আনা হইল। চিকিৎসক বলিলেন ঐ পীড়া মারাত্মক নহে, আরোগ্য হইবেই হইবে। তখন কি রোগী স্বয়ং এবং পরিবারস্থ সকলে বলিয়া থাকেন, রোগ যখন মারাত্মক নহে, তখন আর চিকিৎসার প্রয়োজন কি? অথবা এরূপ না বলিয়া বরং ইহাই বলিয়া থাকেন—"মহাশয়! যাহাতে যাতনাটা কমে এবং রাত্রে নিদ্রা হয় এরূপ করুন।" রোগীর ত কথা নাই, সে এক মুহূর্ত্তও সেই যাতনার অবস্থাতে থাকিতে চায় না। এমন কি যে চিকিৎসকের ঔষধে ত্বরায় উপশম না হইলে, তাহাকে বদলাইয়া অপর এক ব্যক্তিকে ডাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকে। পাপ সম্বন্ধেও সেইরূপ। যদিও জানি যে, চরমে সকলেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে, তথাপি কে একদিনও পাপে থাকিতে ইচ্ছা করে? যদি দেখিতে পাও শারীরিক রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছার ন্যায় পাপ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইতেছে না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সে আত্মার ব্যাধিটা অতি কঠিন। আমরা শারীরিক ব্যাধিটাকেই শরীরের অতিশয় দুঃখ দায়ক বলিয়া মনে করি, আত্মার ব্যাধিটার দিকে তত দৃষ্টি নাই, সেই জন্য আমাদের এত দুরবস্থা।

জ্ঞানগত বিশ্বাস ও প্রাণগত বিশ্বাস—ইংলণ্ডের কোন সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিগত বর্ষে যে সকল লোক নানাপ্রকার অপরাধের জন্য আদালত হইতে শাস্তি পাইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রায় ৩০০ তিন শত জন ধর্ম্মাচার্য্যের শ্রেণীভুক্ত। যাঁহারা নিরন্তর অপর লোকদিগকে স্বর্গ ও নরক, ধর্ম্ম ও পরিত্রাণের কথা বুঝাইতেছেন, তাঁহাদেরই মধ্য হইতে তিন শত ব্যক্তি পাপের জন্য রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জন্যই কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম জীবনে বিশেষ সম্বন্ধ নাই। এ দেশেই বা কি দেখিতে পাই? বর্ষে বর্ষে যে হাজার হাজার পুরুষ ও রমণী কারাগারে যাইতেছে, তাহারা সকলেই কি ধর্ম্ম-বিশ্বাস-হীন নাস্তিক? কখনই নহে। তাহারা সকলেই দেবতা ব্রাহ্মণ ও পরকালে বিশ্বাস করে। পাপাচরণ করিলে নরকগামী হইতে হয় ইহা সকলেই জানে। তবে তাহারা পাপে লিপ্ত হইল কেন? একথার উত্তর এই—কেবল জ্ঞানগত ধর্ম্মবিশ্বাসে মানুষকে বাঁচায় না। জ্ঞানগত বিশ্বাস যখন প্রাণগত বিশ্বাসে পরিণত হয়, তখনি তাহা জীবনকে পরিবর্ত্তন করে। অর্থাৎ ধর্ম্মবিশ্বাস যখন প্রীতিকে উদ্দীপ্ত করে ও ইচ্ছা শক্তিকে নিয়মিত করে, তখনই তাহা জীবনকে শাসন করিয়া থাকে। ধর্ম্মমত যতক্ষণ প্রীতি ও ইচ্ছাকে স্পর্শ না করে, ততক্ষণ তাহার মূল্য অতি অল্পই। এরূপ অসার ধর্ম্মমতবিশিষ্ট লোক আমরা জগতে কতই দেখিতে পাই। সকল ধর্ম্ম সমাজেই এরূপ অসার লোক আছে। ব্রাহ্মসমাজেও এরূপ অনেক লোক আছে, যাহারা কেবল মতে ব্রাহ্ম। তাহারা পৌত্তলিকতাচরণ করে না, জাতিভেদ মানে না, কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আর অধিক কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞানগত বিশ্বাস যে প্রাণগত হইয়াছে তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। হৃদয় যে ঈশ্বর-প্রীতির দ্বারা উদ্দীপ্ত তাহার নিদর্শন নাই। এরূপ ধর্ম্ম পাপ প্রলোভনের মধ্যে মানুষকে বাঁচাইতে পারে না।

ব্রহ্ম-নগর—পৃথিবীর মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সচরাচর নদীর উপকূলেই বড় বড় নগর সকল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। পূর্ব্বকালে যখন যাতায়াতের এত প্রকার সুবিধা ছিল না, তখন নদী সকলই বাণিজ্যের একমাত্র উপায় স্বরূপ ছিল। সুতরাং নদীর তীরেই নগরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। নগরবাসিগণ নদীর জল পান করিয়াছে, নদীর জলে অবগাহন করিয়াছে, ও সেই জলে সচ্ছন্দচিত্তে বাণিজ্যার্থ যাতায়াত করিয়াছে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখ নদীর পার্শ্বেই ব্রহ্ম-নগর সকল স্থাপিত হইয়াছে। এক একটী বিশ্বাসী ও ভক্ত মণ্ডলীকে এক একটী ব্রহ্ম নগর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই নগর নির্ম্মাণের প্রণালীও জগতের নগর নির্ম্মাণের প্রণালীর ন্যায়। যে স্থান দিয়া কোনও নূতন সত্যের বা নূতন ধর্ম্ম ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারই পার্শ্বে ঐ সকল মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, কোন্ স্রোতের পার্শ্বে ব্রাহ্ম সাধকমণ্ডলী স্থাপিত হইবে? ব্রাহ্ম সাধকগণ কোন্ স্রোতে অবগাহন ও কোন্ স্রোতের জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবেন? তাহা ঈশ্বরের জীবন্ত শক্তির স্রোত। এই স্রোত

আমাদের ব্রহ্মনগরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত না থাকিলে, আমরা এ নগরের সুখ সমৃদ্ধি রক্ষা করিতে পারিব না। সুতরাং এই জীবন্ত শক্তির স্রোতের দিকে আমাদিগকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ব্রাহ্ম বলি কাহাকে?—ব্রাহ্মের লক্ষণ অনেকবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু তবু যেন এখনও এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই বলিয়া মনে হয়। বিশেষ ব্রাহ্মসমাজে নানা দল হওয়ায় এবং পৃথক পৃথক নাম গ্রহণ করায় ব্রাহ্মদের মধ্যে এ প্রশ্ন সর্ব্বদাই উপস্থিত হইতেছে যে, ব্রাহ্ম কাহাকে বলি? ব্রাহ্মের লক্ষণ দিবার পূর্ব্বে মহাত্মা চৈতন্য শিষ্যদিগকে বৈষ্ণবের যে লক্ষণ বলিয়াছিলেন তাহা আলোচনা করা যাউক। চৈতন্য যখন পুরীতে বাস করিতেন, তখন বঙ্গদেশবাসী বৈষ্ণবগণ বৎসর বৎসর রথযাত্রার সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন, তাঁহারা যখন দেশে প্রত্যাগমন করিতেন তখন মহাত্মা চৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, "আমরা দেশে যাইয়া কি করিব?" তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতেন 'হরিনাম করিবে এবং বৈষ্ণব সেবা করিবে,' তখন শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিতেন, "বৈষ্ণব জানিব কিরূপে?" চৈতন্য বলিলেন "যাহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনিবে তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।" কিন্তু বৎসর বৎসরই দেশে ফিরিবার সময় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, দেশে যাইয়া আমরা কি করিব? উত্তর—হরিনাম করিবে ও বৈষ্ণবের সেবা করিবে। বৈষ্ণব জানিব কিরূপে? দ্বিতীয় বৎসর বলিলেন যাহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম শুনিবে তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। দ্বিতীয় বৎসরের উত্তরেও যেন বৈষ্ণব কাহাকে জানিব এ প্রশ্নের মীমাংসা হইল না —তৃতীয় বৎসর পুনরায় এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে চৈতন্য বলিলেন, যাঁহার মুখ দেখিলে কৃষ্ণনাম স্মৃতিপথে উদিত হয়। তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

মহাত্মা চৈতন্য বৈষ্ণবের লক্ষণ বার বার বলিয়া শেষে যেন একটা মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণবদের মধ্যে যেমন এ প্রশ্নের বার বার অবতারণা দেখা যায়, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেও সেইরূপ দেখা যায়। সকল ধর্ম্ম সমাজেই এই প্রশ্ন হইতেছে। যথার্থ ধার্ম্মিক লোক বাছিয়া লইবার জন্য বার বার এ প্রশ্নের অবতারণা হইতেছে। কিন্তু কিছুই মীমাংসা হইতেছে না। ব্রাহ্মগণও শঙ্কিত আছেন যে, পাছে ব্রাহ্মনাম যে সে লোকে গ্রহণ করিয়া এই পবিত্র পরিত্রাণপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্মকে কলঙ্কিত করে। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্ম সাধকের ভালবাসাই প্রকাশ পায়। তবে অনেক সময় নাম লইয়া এত বাড়াবাড়ি হইতেছে যে, প্রকৃত ধর্ম্মকে ছাড়িয়া বিবাদ বিসম্বাদে জীবন অতিবাহিত হইতেছে।

যাহা হউক এখন ব্রাহ্মের লক্ষণ কি হইতে পারে তাহাই আলোচনা করা যাউক। মহাত্মা চৈতন্য আপন শিষ্যদিগকে শেষবারে বৈষ্ণবের যে লক্ষণটা বলিয়াছিলেন যে, যাহার মুখ দেখিলে কৃষ্ণনাম প্রাণে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তিনিই বৈষ্ণব। ব্রাহ্মের লক্ষণও এইটী দিলেই ঠিক্ হয়—"যাহার মুখ দেখিলে ব্রহ্মভাব স্ফূর্ত্তি পায়" তাহাকেই ব্রাহ্ম বলিয়া জানিবে। একজন সাধু সজ্জন দেখিলে ধর্ম্মভাব প্রাণে উপস্থিত হয়; কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিকতাও, কুসংস্কারের-ভাব যদি প্রাণে আইসে তিনি খুব ধার্ম্মিক হইলেও তাহাকে ব্রাহ্ম নাম দেওয়া যায় না। আবার একজন লোককে দেখিলে দেশ সংস্কারের ভাব, খুব উৎসাহ ও সৎসাহসের ভাব প্রাণে উপস্থিত হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে যদি ঈশ্বরবিহীন ভাব, অবিশ্বাস ও অবিনয়ের ভাব প্রাণে আইসে, তিনি খুব সংস্কারক অনুষ্ঠান পরায়ণ হইলেও তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না। যাঁহার মুখ দেখিলে জীবন্ত অনুষ্ঠানের ভাব, নিরাকার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভাব প্রাণে উপস্থিত হয়, তাঁহাকেই ব্রাহ্ম বলিয়া জানিবে। ব্রহ্ম যাঁহার জীবনের লক্ষ্য তাঁহার জীবনে ব্রহ্মভাবই প্রকাশিত হইবে। "উপাস্যের অনুকরণ ভক্তের লক্ষণ" ইহা অতি সত্য কথা। ব্রহ্ম উপাসক যিনি তাঁহার জীবন ব্রহ্মের অনুকরণে গঠিত হইবে। সেখানে অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, অবিশ্বাস, অবিনয়, অনুদারতা প্রভৃতি অন্য কোন ভাব থাকিলে তিনি কখনও ব্রহ্ম উপাসক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন না। ব্রাহ্ম নাম বাহিরের অন্য কোন ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সাধারণ কথায় বলে "মুখ দেখিলে চিনা যায়"; ব্রাহ্মকেও মুখ দেখিলে চিনা যাইবে। যাহার মুখ দেখিলেই ব্রাহ্ম নাম দিতে ইচ্ছা হয়, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম। ঈশ্বর সকলকে সেই ব্রাহ্ম করুন।

অসন্তোষ ও নিরাশা—আমরা অনন্ত উন্নতিতে বিশ্বাস করি। বোধ হয় এই অনন্ত উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষাই বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তোষ ও আত্ম-গ্লানির জন্মদাতা। কিন্তু নিরাশা ও আত্মগ্লানি দুই এক কথা নহে। অনন্ত উন্নতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের আত্মগ্লানির উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু নিরাশা সমুদয় সাধু বৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। আত্মগ্লানিতে মানুষকে উন্নত লোকে উপনীত করে। নিরাশা অন্ধকার, আত্মগ্লানি আলোক। আত্মগ্লানির গরলপূর্ণ দংশনে দষ্ট হইয়াই সাধক তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকে। নিরাশা ও আত্মগ্লানির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এই জন্য বোধ হয় অনেক ব্রাহ্ম আত্মগ্লানিবোধে নিরাশাকে আলিঙ্গন করিতেছেন।

নিরাশ হওয়া মহাপাপ। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশার্থীরা কেহই নিরাশ হন না। নিরাশা পতনের অবস্থা। যখন মহাত্মা মহম্মদ শত্রুর তরবারীর আঘাতের নিম্নে পতিত হইয়াছিলেন, যখন তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, যখন তিনি শত্রুভয়ে মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করিয়াছিলেন সেই রাত্রে—সেই মহা বিপদের অবস্থাতেও তিনি নিরাশ হন নাই। সত্য জয়যুক্ত হইবে, তখনও তিনি বিশ্বাস করিতেন। নিরাশা

কেহ নাই, ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে এমন মৃত কেহ নাই, যাহার কর্ণে এই দেব-বাণী আসিতেছে না। প্রত্যেক উচ্চ আদর্শ, প্রত্যেক সাধু আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যেক সদনুষ্ঠানের চিন্তা এক একটী দেব-বাণীর ন্যায়। ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গ-ধামের দিকে আমাদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই আমাদিগের নিকট উচ্চ তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার আহ্বান ও তাঁহার প্রতিজ্ঞা এক সঙ্গেই আসে। তিনি যখন পাপীকে পাপ পরিত্যাগ করিতে বলেন, তখন তৎসঙ্গে সঙ্গেই সাহায্যের আশা দিয়া থাকেন। কিন্তু সকলে এই আহ্বান ও এই আশ্বাসবাণী সমানভাবে ধরিতে পারে না। যাঁহার হৃদয় যত সরল, ঐকান্তিক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ তিনি তত প্রবলরূপে এই আহ্বান শুনিতে পান; এবং ইহা সেই পরিমাণে তাঁহার সমগ্র জীবনকে অধিকার করিতে থাকে।

অনেক সময়ে ধর্ম্মরাজ্যের ও ধর্ম্মজীবনের প্রশ্ন সকল আমাদের নিকট জটিল বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মজগতের গুরুগণ এত প্রকার গন্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সেই নানা-প্রকার পন্থার মধ্যে কোন্‌টী গন্তব্য তাহা নির্দ্ধারণ করা একজন সামান্য শক্তিসম্পন্ন সাধকের পক্ষে অতীব কঠিন। সকলেই শ্রদ্ধেয় ও সকলেই নমস্য। আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে তাঁহাদের সকলের উপরে বিচারকরূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং একটা পথ নির্ণয় করিয়া লওয়া কিরূপ দুষ্কর তাহা যাঁহারা এইরূপ বিচারে কখনও নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। একজন প্রাচীন হিন্দু-সাধক এইরূপ কষ্টকর অবস্থাতে পড়িয়াই বলিয়াছিলেন:—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনি র্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

অর্থ—ভিন্ন ভিন্ন বেদে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে, স্মৃতিতে স্মৃতিতে মিল নাই; এমন মুনি নাই, যিনি অপর হইতে ভিন্ন কথা বলেন না; অতএব দেখিতেছি যে, ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত; মহাজন যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই অবলম্বনীয়।

কিন্তু বেদ ও স্মৃতির বিভিন্নতা নিবন্ধন ধর্ম্মপথ নিরাকরণের যে দুষ্করতা উপস্থিত হইতেছে, মহাজনদিগকে আশ্রয় করিয়াও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতেছে না; মহাজনগণ ও সকলে এক কথা বলিতেছেন না; তাঁহারাও ভিন্ন ভিন্ন সাধন-পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। মানুষকে যদি আপনার বুদ্ধি ও বিচারশক্তির দ্বারা প্রত্যেকটীর দোষ ও গুণের তুলনা করিয়া নিজের গন্তব্য পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে বল, তবে ত অনেকের জীবনে কুলায় না; এবং সে বিচারও অনেকের সাধ্যায়ত্ত নহে। অন্বেষণ ও বিচারে যদি জীবন পর্য্যবসিত হইল, তবে ঈশ্বর ও মানবের সেবা করিব কখন?

এইরূপ বিচার সংশয় ও আন্দোলনের অবস্থাতে যদি একটী মহোপদেশ স্মরণ করিয়া কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে জীবনের পথ নির্ণয় করিবার পক্ষে অনেকটা সাহায্য হইতে পারে। সেটী এই—তোমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমক্ষে যে উচ্চ আদর্শ আসিতেছে, তোমার ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেছ, তোমার অন্তরের আলোকে যে পথ দেখিতে পাইতেছ, তাহা তোমার পক্ষে দেব-বাণী; তুমি প্রাণপণে সেই পথে চলিবার চেষ্টা কর, দেখিবে ক্রমে তোমার পথ পরিষ্কার হইয়া আসিবে। এরূপ কথা বলিতেছি না, তুমি সর্ব্বদাই সত্য পথে পদার্পণ করিবে, অথবা সত্য বোধে কখনই অসত্য পথে পদার্পণ করিবে না। এই ভ্রান্তি-সঙ্কুল ও অজ্ঞতাপূর্ণ মানব-জীবন হইতে কে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিকে দূর করিতে পারে? হয় ত তুমি কখন ভ্রান্তিতে পতিত হইবে, হয় ত আজি যাহা সত্য বোধে আশ্রয় করিতেছ, দশ বৎসর পরে তাহা অসত্য বোধে বর্জ্জন করিবে; কিন্তু অর্ণবগামী নাবিকের চক্ষু যেমন ধ্রুবতারার দিকে অর্পিত থাকে, তেমনি তোমার দৃষ্টি যদি ঈশ্বরের উপরে অর্পিত থাকে এবং তোমার চরণ যদি সর্ব্বদা সত্যপথে ও সৎ-পথে যাইতে উন্মুখ থাকে, তাহা হইলে তোমার সমগ্র জীবন কালে ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হইবেই হইবে। তুমি উজ্জ্বল আলোকে জীবন-পথ দেখিতে পাইবেই পাইবে। একজন ইংলণ্ডীয় চিন্তাশীল সাধু বলিয়াছেন,—জীবন-পথে তোমার সমক্ষে যে কুজ্‌ঝটিকা দেখিতেছ, তাহা দেখিয়া ভয় পাইও না, সাহস করিয়া অগ্রসর হও, দেখিবে, যে স্থান এক্ষণে কুয়াসাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় বোধ হইতেছে, সে স্থান পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইবে; আবার যে স্থানে এক্ষণে দাঁড়াইয়াছ, যদি সে স্থান হইতে পিছাইয়া পড়, তাহা হইলে যতটুকু এখন দেখিতে পাইতেছ, তাহাও আর দেখিতে পাইবে না, সে সকল স্থানও কুয়াসাচ্ছন্ন বোধ হইবে। ইহা অতীব সত্য কথা। আমরা ভগবদ্গীতা হইতেও এই প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি।

নহি কল্যাণ কৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।

হে অর্জ্জুন, যাহা কিছু কল্যাণজনক বলিয়া মনে করে, যে ব্যক্তি তাহারই আচরণ করে, নিশ্চয় জানিও সে কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না।"

অতএব বলি, উচ্চ আদর্শ, ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব সকল, সদনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি, ও সাধু আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকলেরই হৃদয়ে আসিতেছে। আমাদের বিশ্বাসের অল্পতা বশতঃ, ও হৃদয় মনের বিশুদ্ধতা ও ঐকান্তিকতার অভাবে আমরা সে সকলকে দেব-বাণীরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না ও তদনুসারে জীবনকে পরিচালিত করিতে পারিতেছি না। যে হৃদয় সাধুতার বশবর্ত্তী, যাহাতে প্রত্যেক শুভবুদ্ধি ঈশ্বরের আহ্বান-ধ্বনিরূপে উপস্থিত হয় সে হৃদয় ব্রহ্মধামে উপস্থিত হইবেই হইবে।

হৃদয় যখন এইরূপে সাধুতার অনুগত হয় তখন অন্তরে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। তাঁহার প্রভাবে সাধকের চিত্তে দেববাণী ঘনীভূত আকারে প্রকাশ পাইতে থাকে। ঈশ্বরেচ্ছার প্রেরণা এমন প্রবল ভাবে আসিতে থাকে যে, তাহার বলে হৃদয় মন বলপূর্ব্বক তাঁহারই ইচ্ছার দিকে নীত হয়। সাধক হয়ত অনেক সময়ে বুঝিতেই পারেননা কেন হৃদয় সে দিকে নীত হইতেছে। তিনি কেবল অন্তরে দুর্দ্দমনীয় একাগ্রতা লক্ষ্য করিতে থাকেন, যাহাকে তিনি তাঁহারই প্রেরণা বলিয়া অনুভব করেন এবং যাহা লঙ্ঘন করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য

বলিয়া বোধ হয়। এই দেববাণী ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি। ঈশ্বর করুন আমাদের হৃদয় এই দেববাণীর অধীন হউক।

আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য।

(পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক তাঁহার বালিগঞ্জস্থ পারিবারিক সমাজে বিবৃত উপদেশের সারাংশ)

আমরা ইংলণ্ডে যাইবার সময় ফরাসি দেশের একটী সমৃদ্ধিশালী নগরে নামিয়াছিলাম। নামিয়াই একটী বিষয় দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম রাজপথগুলিকে সুন্দর করিবার জন্য মিউনিসিপালিটী যথেষ্ট পরিশ্রম ও যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছেন। পথের উভয় পার্শ্বস্থ ফুটপাথগুলি প্রস্তর দিয়া উত্তমরূপ বাঁধান; দুই চারি হাত অন্তরেই এক একটী বৃক্ষ, রাস্তাগুলি এমন পরিষ্কৃত ও সুন্দর যে দেখিলেই চিত্ত প্রসন্ন হয়। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই দেখিলাম, রাজপথের মধ্যে স্থানে স্থানে সাধারণ প্রজাপুঞ্জের বসিবার জন্য এক একটী স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। স্থানগুলি চারিদিকে বৃক্ষশ্রেণীতে আবদ্ধ, নিকটেই পুষ্পোদ্যান এবং তাহার মধ্যে এক এক স্থানে শতাধিক বসিবার আসন সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। স্থানগুলি দেখিলেই বোধ হয় যেন সেগুলি কাহারও বৈঠকখানা। প্রাতে যাইবার সময় ভাবিতে ভাবিতে গেলাম, রাজপথগুলিকে সুন্দর করিবার জন্য এত মনোযোগ ও এত ব্যয় কেন? বৈকালে সেই সকল স্থান দিয়া ফিরিবার সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর পাইলাম। আমরা যে সময়ে গিয়াছিলাম সে সময় গ্রীষ্মকাল। ইউরোপের শীত প্রধান দেশ সকলে গ্রীষ্মকাল অতি সুখের সময়। অপরাহ্নে দেখি হাজার হাজার পুরুষ ও রমণী রাজপথে বেড়াইতেছে। এত জনতা, যে আমি আমার সঙ্গী বন্ধুকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম সমুদায় লোক যদি রাজপথে, তবে বাড়ীতে আছে কে? কিন্তু এই জনতা দেখিয়াই রাজপথগুলিকে বৈঠকখানার ন্যায় সুন্দর করিবার কারণ অনুভব করিতে পারিলাম। সে কারণ এই, ঐই সকল ইউরোপীয় সহরে বহু বহু সহস্র দরিদ্র ব্যক্তিকে সমস্ত দিন বায়ুবিহীন ও অন্ধকার পূর্ণ স্থানে গুরুতর শ্রমে অতিবাহিত করিতে হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন তাহারা কার্য্য হইতে অবসর পায়, তখন যে ঘরে গিয়া একটু স্বাস্থ্যকর বায়ু সম্ভোগ করিবে ও হৃদয় প্রফুল্লকর পদার্থ সকল দেখিবে তাহারও যো নাই, কারণ দারিদ্র্যনিবন্ধন ইহাদিগকে অতিশয় সংকীর্ণ, শ্রীবিহীন, অন্ধকারময় ঘরে থাকিতে হয়। এই কারণে গ্রীষ্মের কয়েক মাস সন্ধ্যার পর ইহারা আর গৃহে থাকে না। তখন রাজপথ সকল ইহাদের বৈঠকখানা হয়; রাজপথেই বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হয়, রাজপথেই বিশ্রাম ও বিনোদন, রাজপথেই সৎপ্রসঙ্গ ও জ্ঞানালোচনা। এই জন্যই রাজপথগুলিকে হৃদয়-প্রফুল্লকর করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করা হইয়াছে। সে দৃশ্য দেখিলেও আনন্দ হয়। দলে দলে লোক কোথাও বা তিনজন, কোথাও বা পাঁচজন, একত্র বসিয়া গল্প গাছা, তর্ক বিতর্ক করিতেছে, কেহ বা এক পার্শ্বে বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছে, কেহ বা পুস্তক পড়িতেছে, কয়েকজন বসিয়া একত্র চা পান করিতেছে ও বন্ধুতার সুখভোগ করিতেছে, যেন একটী প্রকাণ্ড সায়ং-সমিতি বসিয়াছে। তখন অনুভব করিলাম যদি মিউনিসিপালিটী রাজপথগুলিকে এমন সুন্দর করিয়া না দিত, তাহা হইলে ত এই সকল দরিদ্র ব্যক্তিকে সমস্ত দিনের শ্রমের পর বাধ্য হইয়া সেই সকল সংকীর্ণ ও বায়ু সঞ্চার-বিহীন ঘরে থাকিতে হইত, তাহা হইলে ইহাদের স্বাস্থ্য আর থাকিত না। অতএব রাজপথগুলিকে হৃদয়-মুগ্ধকারী ও স্বাস্থ্যকর করাতে সহস্র সহস্র ভারাক্রান্ত পরিশ্রান্ত নরনারীর পক্ষে কি কৃপার কার্য্যই করা হইয়াছে!

শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য ব্যবস্থা করার যেরূপ প্রয়োজন, মনের স্বাস্থ্যের উপায় বিধান করাও সেইরূপ আবশ্যক। এই কারণে ইউরোপের সভ্য দেশ সকলে সাধারণ প্রজাপুঞ্জের জ্ঞানোন্নতির বিবিধ প্রকার উপায় করা হইয়াছে। লণ্ডন সহরে দেখিলাম পাড়ায় পাড়ায় দরিদ্র ব্যক্তিদিগের জন্য সার্কুলেটিং লাইব্রেরী আছে, যেখানে তাহারা একটা পয়সা কি দুইটা পয়সা জমা দিয়া এক সপ্তাহের মত একখানা পুস্তক ঘরে লইয়া পড়িতে পারে। এতদ্ভিন্ন দরিদ্রদিগের জন্য পাঠাগার, তাহাদের জন্য বক্তৃতা-মন্দির, তাহাদের জন্য সান্ধ্য বক্তৃতার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হৃদয়ের সুকোমল ভাব সকলের চালনার জন্যও উপায় বিধান করা হইতেছে। সমস্ত দিন নয়ন ও মনের অপ্রীতিকর পদার্থ যাহাদিগকে দেখিতে হয়, এক লৌহ নির্ম্মিত জড়পিণ্ড তৈলাক্ত হইয়া সমস্ত দিন চক্ষের উপরে যাতায়াত করিতেছে, এবং সমস্ত দিন কলের নিনাদে কর্ণদ্বয় বধিরপ্রায় হইতেছে, তাহার মধ্যে যাহারা নিরন্তর বাস করে, তাহাদের হৃদয়ের কোনও সুকোমল ভাব কি থাকিতে পারে? যদি কোনও শ্রেণীর হৃদয়ের কোমলতা রক্ষার জন্য উপায় অবলম্বন আবশ্যক হয়, তবে এই শ্রেণীর শ্রমজীবিদিগের জন্য তাহা আবশ্যক। এই কারণে দেখা যাইতেছে যে, ঐ সকল সুসভ্য দেশে শ্রমজীবীদিগের জন্য ঐকতান বাদন, তাহাদের জন্য চিত্রশালিকা প্রদর্শনী, ও শিল্প সাহিত্যের আলোচনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইতেছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, আত্মার স্বাস্থ্যের জন্য কিছু করা আবশ্যক কি না? আত্মাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত সমুদায় উপায় ব্যতীত উপাসনা, ধর্ম্মালাপ সংগ্রন্থ পাঠাদির ব্যবস্থা আবশ্যক। বিশেষতঃ উদরান্নের সংস্থানের জন্য গুরুতর শ্রমে যাহাদের দিন অতিবাহিত হয়, তাহাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য লাভের উপায় বিধান একান্ত প্রার্থনীয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ এদেশের এমনি দুরবস্থা ঘটিয়াছে যে, এখানকার দরিদ্রদিগের ত কথাই নাই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ লোকের দিনের অধিকাংশ ভাগ কেবল উদরান্নের জন্য দিতে হইতেছে। মানব এ জগতে বাঁচিয়া থাকিবে জীবনের অন্য কোনও উচ্চ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য, ঈশ্বর ও মানবের সেবার জন্য। কিন্তু তাহা না হইয়া আমাদের এমনি দুরবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, কেবল মাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমাদের সমগ্র শক্তি ক্ষয় করিতে হইতেছে। নিরবচ্ছিন্ন জীবিকা উপার্জ্জন ব্যতীত মানবজীবনের অন্য কোনও মহত্তর উদ্দেশ্য যদি না থাকে,

তাহা হইলে এ জীবন ধারণ করাতে ফল কি? যোগবাশিষ্ট গ্রন্থে উক্ত আছে—

তরবোপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগ পক্ষিণঃ।
সজীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

অর্থ—তরুলতাও জীবন ধারণ করে, পশু পক্ষীও জীবন ধারণ করে, কিন্তু মনের মননক্রিয়ার দ্বারা যাহারা জীবিত থাকে, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে জীবিত। মহাত্মা যীশু বলিয়াছিলেন,—"মানুষ কেবল অন্নের দ্বারা বাঁচিয়া থাকে না।" অন্নের অতিরিক্ত অন্য জিনিস না থাকিলে মানব জীবনের সার্থকতা হয় না। যতই জ্ঞান সত্য লাভ করি ও তাহার অনুশীলনে বাস করি, ততই আমরা জীবিত। জীবনের এই ভাব প্রবল করিলে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের কি দুর্দ্দশাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মানসিক বা আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য কোন প্রকার স্বাস্থ্যই নাই।

কেন আমাদের হয় না?

(প্রাপ্ত)

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা সন্তোষজনক নহে, এক প্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজের দুর্ব্বলতা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ যে ধন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—আধ্যাত্মিকতা—আধ্যাত্মিক জীবন—তাহা শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ইহার ফল নানা ভাবে সমাজ মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে। সহোদর ভ্রাতার ন্যায় ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে যে প্রেম ছিল, তাহা অপ্রেমে পরিণত হইয়াছে। যে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজের জন্য জীবন মন ধন সকল দিতে পারিতেন, তাঁহার সেই স্বার্থনাশের প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। যে ব্রাহ্ম পর-সেবা ও দেশ-হিতব্রতে নিয়ত ব্যস্ত ছিলেন, আজ তিনি আপনা লইয়া ব্যস্ত। ব্রাহ্মসমাজে স্বার্থপরতা ব্যাধি প্রবেশ করিতেছে—গুরুতর বিষ ব্রাহ্মসমাজের দেহকে অধিকার করিতেছে ইহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

একটী শুভ চিহ্ন এই—ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা যে শোচনীয় তাহা সকলে অনুভব করিতেছেন। নিতান্ত বিকারের অবস্থায় রোগ অনুভব করিবার শক্তি থাকে না। কিন্তু এখন অনেকে আপনাপন রোগের অবস্থা অনুভব করিতেছেন। ইহাতে আশা হয়, ঈশ্বর কৃপায় রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইবে ও তাহার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের রোগ কি তাহা সকলেই আপন আপন চিন্তা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে এক প্রকার নির্দ্ধারণ করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন—ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অবিনয় রোগ প্রবেশ করিয়াছে, ইহাতেই আত্ম-অভিমান ও অহঙ্কারে ব্রাহ্মের জীবনকে অসার করিয়া ফেলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, ধর্ম্মসমাজ মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মসমাজের আধ্যাত্মিকতা নষ্ট করিতেছে। সুতরাং এই প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিলে ব্রাহ্মসমাজের হাওয়া ফিরিবে। কেহ বলিতেছেন, ব্রাহ্মগণ বড় সংসার-আসক্ত হইয়া পড়িতেছেন, তাই আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হইতেছে। কেহ কেহ আবার বলিতেছেন, ব্রাহ্মগণ বড় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, ধর্ম্মসমাজের কার্য্যে—জনহিতকর কার্য্যে সময় দিতে পারিতেছেন না, তাই এই দুর্দ্দশা। আবার অন্য ব্যক্তি বলিতেছেন, এই দুর্দ্দশার মূল ভিতরে নহে, বাহিরে। নানা প্রকারে উত্তোলনকারীদল ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে খর্ব্ব করিতেছে; অন্য কোন কোন ব্যক্তি বলিতেছেন, প্রচারকগণের দোষে সমাজের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে—তাঁহারা সমাজের ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন না বলিয়াই এই প্রকার হইয়াছে। কেহ আবার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর সকল দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন।

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন রোগ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছেন। পূর্ব্বে যে সকল রোগের উল্লেখ করা হইল, তাহা যে অল্পাধিক পরিমাণে সমাজকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করে নাই তাহা বলিতে পারি না। আমরা এই সকল রোগের মধ্যে ভিন্ন অবস্থা দেখিতেছি। সকল রোগের মূলে এক ব্যাধি দেখিতেছি। সকল ঘটনার মূলে এক বস্তুর অভাব দেখিতেছি। ব্রাহ্মের জীবনের একটী বস্তুর অভাব হইয়াছে—ব্রাহ্মগণ আপন জীবনের একটী বস্তু হারাইয়াছেন। ব্রাহ্মের জীবনের বিশেষ চিহ্ন, ব্রাহ্ম যে বস্তু পাইয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মগণ তাহা হারাইয়া ফেলিতেছেন। ব্রাহ্মের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—"যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব, তাহা প্রাণ গেলেও করিব।" এই মন্ত্রের বলে ব্রাহ্ম অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পিতামাতার ক্রন্দন ধ্বনি, ভূসম্পত্তির মায়া, সামাজিক মান সম্ভ্রমের প্রলোভন, ব্রাহ্ম অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্রাহ্ম যেই বুঝিলেন জাতিভেদ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তৎক্ষণাৎ সকল উপরোধ অনুরোধ রক্ষা না করিয়া জাতিভেদ পরিত্যাগ করিলেন। বিধাতা পরীক্ষার পর পরীক্ষা উপস্থিত করিয়া তাঁহার সন্তানকে দৃঢ় করেন। কিন্তু একটী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলেই জীবনের উন্নতির গতি বন্ধ। যে ব্যক্তি আপনার হৃদয়ের গতির বিরুদ্ধে বাল্যবিবাহ করিল বা পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব রাখিল, তাহার উন্নতি সেখানেই শেষ; যে আজ বুঝিল আমার বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সেবায় জীবন দিতে হইবে, সে যদি সেই মুহূর্ত্তে তাহা না করে, তবে তাহার জীবনের গতি কম হইল। ব্রাহ্ম নিজে জানিতেন, পৃথিবীর লোক বুঝিত যে, ব্রাহ্মগণ যাহা সত্য বলিয়া বুঝে এবং তাঁহারাই অনুষ্ঠানে জীবন মন সমর্পণ করে। ব্রাহ্মের লক্ষণ ছিল—কথায় আর কাজে এক—জীবন আর বাক্য এক। শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি যখনই বুঝিলেন পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব রাখিতে হইবে না, তখনই অন্য নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মের যে যথার্থ ভাব (spirit) কথা ও কার্য্যে এক তাহা যেন ম্লান হইয়াছে। হিন্দু সমাজ ও অন্যান্য সমাজে সত্য কথন, সত্য আচরণ করা কি নিষিদ্ধ? তাহা

নহে। তাঁহারা বলেন যে, সংসারে থাকিলে কিছু কিছু অসত্য আচরণ, কিছু কিছু মিথ্যা ভাণ না হইলে চলে না। ব্রাহ্মের মনে এখন এই এক অবসাদ ও দুর্ব্বলতার ভাব আসিয়াছে যে, যাহা কথায় বলা হয় তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রবৃত্তি নাই। আমাদের দেশের সভাগুলি Resolution ও Telegram প্রেরণ করিয়া, বক্তৃতা দ্বারা দেশহিতৈষণা প্রকাশ করিতে বিলক্ষণ পটু। কিন্তু পকেটে হাত দিলে, Patriohsm আর থাকে না; আমাদের দেশের সমাজসংস্কারক যেমন সভাসমিতিতে পরম উৎসাহী হইয়া সমাজ সংস্কারের কথা বলে, মুখে মুখে সমাজ সংস্কার করে—কিন্তু কাজের বেলায় পৃষ্ঠ ভঙ্গ দেয়—ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা অনেক পরিমাণে সেই প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সভাসমিতিতে, উপাসনাক্ষেত্রে, প্রার্থনায় আমরা ব্রাহ্মসমাজকেও নিজকে সপ্তম স্বর্গে উপনীত করি, কিন্তু গৃহে—জীবনক্ষেত্রে সেই কথার অনুরূপ কার্য্য দেখা যায় না। প্রচারক, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, সভাপতি, সম্পাদককে যে অধিক পরিমাণে দায়ী করা যায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহারা সমাজের মুখপাত্র ও আদর্শ স্থানীয়। প্রচারকের কথা কে শুনিবে যদি তাঁহার কার্য্য ও কথা এক না হয়? সভাপতির কথায় কে স্বার্থত্যাগ করিবে যদি নিজে পথ প্রদর্শন না করেন। ব্রাহ্মসমাজের পরিচালকদের কথার ও জীবনের অনেক দাম। বক্তৃতায় বলা হইল "ব্রাহ্মসমাজের জন্য সকলে স্বার্থ ত্যাগ কর।" কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের চাঁদা বা খাতায় "এক"র স্থানে "অর্দ্ধ" হইল এবং উপাসনামন্দিরে, ও উৎসবক্ষেত্রে, তাঁহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা ধার্ম্মিক ও সাধু বলিয়া গণ্য তাঁহাদের কথার অনেক মূল্য। কথার মূল্য এক কপর্দ্দকও নহে, যখন দেখি নিজের সুখ সুবিধা, নিজের উৎসব আনন্দে শত শত মুদ্রা ক্ষয় হইতেছে—কিন্তু ঈশ্বরের সেবার জন্য—ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য তাহার শতাংশের একাংশও হইতেছে না, তখন প্রাণে বড়ই ক্লেশ হয়। কেহ বলিতে পারেন—টাকা দিলেই কি ধর্ম্ম হয়? "কখনই না।" তবে এত কথা বলিতেছ কেন? তাহার অর্থ আছে; "Sell all thou hast, fellow me." For where there is yourd wealth there will be thy mind" তোমার যাহা আছে বিক্রয় কর; আমার অনুসরণ কর; কারণ যেখানে ধন সেখানে মন। যে বস্তুকে প্রাণের সহিত ভাল বাসা যায় তাহাকে যথা সর্ব্বস্ব দিতে কি আপত্তি আছে? যে গরিব, সে দেহ দ্বারা তাঁহার সেবা করিবে—আর যে ধনী সেও তাঁহার যাহা পুঁজি পাটা আছে তাহা দ্বারা সেবা করিবে। ঈশ্বর শুধু চোকের জল দেখিলে ভুলেন না। যাঁর যাহা আছে তাহা দিয়া বলিতে হইবে "প্রভো আমার আর সাধ্য নাই—এখন তোমার করুণা।" ঈশ্বরের করুণা তখনই আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি। সুখে নিদ্রায় শয়ন করিয়া আপনার ষোল আনা সুখ ও স্বার্থের হানি না করিয়া বলিব "ঈশ্বর আমাদিগকে সপ্তম স্বর্গে নিয়ে চল, "অমনি স্বর্গ হইতে পুষ্পক রথ আসিয়া উপস্থিত। এ কি কখনও হয়? প্রার্থনার দায়িত্ব গুরুতর। Heaven helps those who help themselves: প্রার্থনার অভিপ্রায় ঈশ্বরকে হুকুম করা নহে—কিন্তু আপনার যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার নিকটে রাখিয়া তাঁহার ইচ্ছার অধীন হওয়া। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার ইচ্ছার অধীন করিয়া যথার্থ অনুগত ভৃত্য করুন।

নির্জ্জন চিন্তা।

(কোনও মহিলা কর্ত্তৃক লিখিত)

হে আনন্দময় প্রভো! প্রণয়ী যেমন মৃতা প্রণয়িণীর সমাধির উপরে বসিয়া সময়ে সময়ে ব্যাকুল প্রাণে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করে এবং শেষে বিদগ্ধ প্রাণে শান্তি লাভের জন্য তোমার চরণ ভিক্ষা করে, তেমনি হে প্রভো! প্রাণের প্রিয় মৃত আশা গুলির সমাধির উপরে বসিয়া শোক করিতে করিতে কাতর প্রাণে তোমার চরণ ভিক্ষা করিতেছি। তুমি দগ্ধ প্রাণে কৃপা বারি সিঞ্চন কর।

কতবার চেষ্টা করি ভাল হইব, তোমার শিষ্ট শান্ত সন্তান হইব। ইন্দ্রিয় গুলিকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখি, ভাবিলাম, এই ভাল হইলাম। কার্য্য কালে দেখি যেমন তেমনি রহিয়াছি। এইরূপ শত চেষ্টাতে কিছু হইল না।

সহসা একদিন শুভক্ষণ হইল। তোমার প্রতি নির্ভর করিলাম। "দেব! আমাকে তুমি ভাল কর।" অমনি শত চেষ্টায় যাহা হয় নাই, নিমেষে তাহা হইয়া গেল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

ইহকালে সকলের সঙ্গে এই জন্য আবদ্ধ করিয়াছ যে, একলা বড়ই ক্লেশ হইবে। কিন্তু যখন পরলোকে থাকিব, সঙ্গে সঙ্গে তুমি থাকিবে, মধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট করিবে। কেননা তোমা ভিন্ন আমার আর কেহ থাকিবে না।

বিবেক ঈশ্বরের প্রেরিত দূত; বিবেক যাহা বলে জগৎ তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হয়।

নাম গানে মরু আত্মায় রমণীয় প্রেম কুসুম প্রস্ফুটিত হয়। তার ফুল্ল সৌন্দর্য্যে লোকে চমৎকৃত হয়।

মানবের কত রূপ সংকল্প আছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংকল্প এই যে, ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হইব।

কেন লোকে হাহাকার করে? দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন করিয়া অমূল্য জীবনের মহা দুর্দ্দশা আনয়ন করে? ধর্ম্মধন উপার্জ্জন কর; শত অভাব ঘুচিবে। মহাধনীর যে সুখ নাই, সে সুখ প্রাপ্ত হইবে।

শুনিলাম পাপ শূন্য নির্ম্মল প্রাণ না হইলে তোমাকে কেহ ডাকিবার অধিকারী হয় না। তুমিও প্রাণে অবতীর্ণ হও না। ভারাক্রান্ত প্রাণে এতো বড় নিরাশার কথা। পাপীর পক্ষে এর চেয়ে দুঃখ আর নাই। তবে ত সে গভীর পাপের মধ্যে চিরদিন নিমগ্ন হইয়া থাকিবে। শত পাপে তাপে জর্জ্জরিত হইলেও সরল কাতর প্রাণে যখন তোমার কাছে যাইবে, তখন ত শান্তি পাইবে। এ বিশ্বাসটুকু যদি চলিয়া যায়, তবে আমার রহিল কি? রজ্জুমুক্ত অশ্বের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ভাবে যে বিচরণ করিতে হইবে। ইহা তো গভীর পতনের কথা।

তবে যে ব্যাক্ত পাপ কুণ্ডের মধ্যে পড়িয়াও তোমাকে চায়, তার কি গতি হইবে না? ঐশী বাণী হইল। "পাপী বলে নিরাশ হইও না। সরল শুদ্ধ, কাতর প্রাণে ডাক ডাক ডাক। ডাকিতে ডাকিতে তোমারও পাপ ক্ষয় হইবে, আমিও তোমার হইব।" ধন্য হইলাম।

দুঃখ না হইলে দুঃখহারীকে ডাকিবার আগ্রহ হয় না। দুঃখই তাঁহাকে সন্নিকট করিয়া দেয়, দুঃখই মানবের বিশেষ বন্ধু, দুঃখই মহত্ত্বের পথ আনয়ন করিয়া দিবে।

প্রণয়ীর কোন নিদর্শন দেখিলে প্রণয়িনীর প্রাণে কি এক অপূর্ব্ব সুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রিয় পরমেশ্বর। তোমার নিদর্শন সকল এই জড় জগতে, অনন্ত আকাশে, অতল ভূগর্ভে কত রাশি রাশি ছড়ান রহিয়াছে, প্রেমিক সাধক যখনি তাহা দর্শন করেন, কত না অপূর্ব্ব সুখ হৃদয়ে অনুভব করেন।

পৃথিবীর সকল প্রেম টল মল করিতেছে। কিন্তু তোমার প্রেম অটল।

আত্ম-পরীক্ষার প্রধান স্থান প্রলোভন। যখন দেখিবে প্রলোভনের শত ঝঞ্ঝায় প্রাণকে টলাইতে পারে না, তখনি তুমি ঈশ্বরের উপযুক্ত সন্তান, আত্ম-বিজয়ী বীর।

প্রলোভন হইতে দূরে থাকিবে। সহজে আত্মাকে পবিত্র রাখা যায় সত্য, কিন্তু যিনি শত প্রলোভনের মধ্যেও আপনার চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে পারেন, তিনিই দেবত্ব পদের অধিকারী।

এ পৃথিবী বিদেশ। এখানে আমরা অল্প সময়ের জন্য বাস করিতে আসিয়াছি। সম্মুখে অনন্ত মিলন থাকিতে আমরা পৃথিবীর জ্বালা যন্ত্রণায় দগ্ধ প্রায় হইয়া পড়িতেছি, সময়ে সময়ে মনে হয় এখানে কত যুগ পড়িয়া রহিয়াছি। এখান থেকে কবে উদ্ধার হইব। কিন্তু অনন্ত আশা বলিতেছে, থাম। আর অল্প সময়। তার পরে তুমি সম্মুখের রাজ্যে যাইবে।

এখানে অনন্ত উন্নতি অনন্ত শান্তি। পৃথিবীর শত দুঃখ নিমেষে ভুলিবে। জগতের রোগ শোক পাপ নিরাশা মৃত্যু কিছুই আর তোমাকে অধিকার করিবে না। এখানে অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্য, এখানে মহান্ অনন্তের অনন্ত সলিল প্রবাহিত তাহাতে অবগাহন করিয়া স্নিগ্ধ হইবে, জগতের স্বামী—হৃদয়ের স্বামীর সহিত মিল হইবে। অনন্তকাল সে মিলনে আবদ্ধ থাকিবে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সাধরণ ব্রাহ্মসমাজে ভক্তি-সাধন।

কিছুদিন হইতে ভক্তি ভক্তি করিয়া আমাদের মধ্যে একটা আন্দোলন উঠিয়াছে। ঈশ্বরে ভক্তি বাড়িতেছে না, সামাজিক উপাসনা প্রভৃতি যাহা আমাদিগকে তাঁহার দিকে লইয়া যাইবার সহায় তাহাতে প্রাণ আকৃষ্ট হইতেছে না, এসকলগুরুতর বিষয় কি এ আন্দোলনের মোক্ষ্য হেতু? আমাদের যুবকেরা ক্রমে বিনীত না হইয়া বরং উদ্ধত হইতেছেন, সেই আতঙ্কই এই আন্দোলনের মূল বলিয়া অনুমিত হয়। যুবকদিগকে ভক্তি শিক্ষা দিবার ইচ্ছা আমাদের কাহারও কাহারও প্রাণে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন হইল মাননীয় শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় সিটি কলেজ গৃহে একটী দীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আনন্দমোহন বাবুর আহ্বানে কোন কোন বন্ধু সেই সভায় সর্ব্বসমক্ষে ভক্তি-সাধন-ব্রত গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম, বক্তৃতা আমার প্রাণকেও স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু আমি বন্ধুগণের সহিত উক্ত সাধনব্রত গ্রহণে যোগদান করিতে পারি নাই। আমি যে কোন সরল সাধনকে প্রাণের সহিত ভালবাসি। এই ১৭।১৮ বৎসর কাল ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে থাকিয়া সাধন বিষয়ে যে একেবারে উদাসীন রহিয়াছি তাহাও নহে, তবে এ সম্বন্ধে আমার প্রাণের যে ভাব তাহা একটু প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ভরসা হয় বন্ধুগণ ভ্রম ও ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

ঈশ্বর কৃপায় জগতে অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ ভক্তির রাজ্য শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন মানবের সুসংস্কৃত বিশ্বাস চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় ভক্তিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এমন কি নিবিড় অরণ্যের মধ্য হইতেও ভক্তির মোহিনী শক্তি ও উজ্জ্বল জ্যোতি জগতে প্রকাশিত হইতেছে এবং স্বভাবতঃই তাহা গুণী ব্যক্তিদিগের প্রাণের প্রতি ধাবিত হয়। কিন্তু হায় আমাদের মধ্যে এমন কি সাধুভাব আছে, যাহা যুবকদের ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে? আমি ত তাহা ভাবিয়া পাই না! যে বিশ্ব-পিতাকে কেন্দ্র স্থানীয় করিয়া আমরা সমাজ গঠন করিতে চলিয়াছি, তাঁহাতে যদি একান্ত বিশ্বাস থাকিত এবং তাঁহার স্বরূপ সকল উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তবে আর আমাদের কিছুরই অভাব থাকিত না। কিন্তু সে বিষয়ে আমরা কতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছি, তাহার সাক্ষ্য দিতে পারি কি? তবে কেমন করিয়া ভক্তি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছুক হইব? আমাদের বড় বড় কথা আছে, চমৎকার বাগ্মীতা আছে এবং ঈশ্বরের বাণী কর্ণে শুনিয়া নিজেরা তাহা বুঝি আর নাই বুঝি, নিজেরা তাঁহার কার্য্যে ব্রতী হই আর না হই, অন্যান্য লোককে বুঝাইতে এবং কার্য্যার্থে তাঁহাদিগকে সজোরে আহ্বান করিবার শক্তিও বেশ আছে। তবে আর চিন্তা কি? এমন হইলে, কেন লোকের ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া সমাজ মধ্যে প্রবাহিত হইবে?

আমাদের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা কেন বিফল হইতেছে, কেন লোকের মনে আস্থা জন্মাইতে পারিতেছি না, বিশেষরূপে সকলেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, অন্ধতার রাজ্য চলিয়া গিয়াছে। এ সকলে আর কিছু হয় না, শুধু কথায় কিছু হবে না। লোককে কাপড় ভিজাইতে বলিবার পূর্ব্বে নিজের জলে নামিতে হইবেক। জগতের

কাছে উচ্চৈঃস্বরে মুখে পিতার নাম করিলে হইবে না, নিজকে সেই নামে মাতাইতে হইবে। লোককে প্রেমের কথা বলিলে চলিবে না, নিজে সেই প্রেমে পাগল হইতে হইবে। এরূপ হইলেই দয়াময়ের কৃপায় সরল স্বাভাবিক ভক্তি স্রোত সকলের প্রাণে প্রবাহিত হইবে।

প্রেমে পাগল হওয়া দূরে থাক, যদি ঈশ্বরের প্রেম একবিন্দু লাভ করিতে পারিতাম, তবে তাহাতেই আমাদের পরিত্রাণ ও সকল সাধন সিদ্ধ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের অপ্রেমই সকল অনর্থের মূল। আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, পরস্পরের প্রতি উদাসীনতা ও অভক্তির ভাব প্রভৃতি যে সকল উপসর্গ দেখা যায়, তাহার কারণ নিরূপণ করিতে গিয়া মূলে অপ্রেমই দেখিতে পাই। আমাদের প্রাণে যখনই বিন্দুমাত্র প্রেমের সঞ্চার হয়, তখনই এই বিচ্ছিন্নতা উদাসীনতা ও অভক্তির ভাব প্রভৃতি উপসর্গ সকল চলিয়া যায়, আমরা সুস্থ ও সবল হইতে পারি এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনই আমাদের জীবনের ব্রত হয়। আমাকে যিনি ঘৃণা করেন, আমি যদি তাঁহার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইতে পারি,আমার প্রেমচক্ষু যদি তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে থাকে; তবে এমন দিন অবিলম্বে আসিবে, যখন তিনি আমাকে প্রাণের সহিত ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু হায়, আমাদের সে প্রেম কোথায়,ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের ইচ্ছাই বা কোথায়? নিজেরা সুখ সচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছি এবং তাহারই চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু যাঁহাদিগকে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা—আমাদের ভাই ভগিনী বলিতেছি, তাঁহাদের সুখ সচ্ছন্দতার জন্য চেষ্টা করা দূরে থাক সেই কথা আমাদের মনে স্থান পায় কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের কত জন দারিদ্র্যও রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শুষ্ক ও সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছেন, সে বিষয় কি আমরা একবার চিন্তা করিয়া থাকি? তাহা যদি করিতাম—তাঁহাদের মলিন মুখ দেখিলে যদি প্রাণে আঘাত পাইতাম, তবে আজ আমাদের এই ক্ষুদ্র সমাজের দুরবস্থা দেখিয়া কষ্ট পাইতে হইত না, তাহা হইলে আমাদের যুবকেরা কেন, পথের লোকেরা আমাদের গুণে মোহিত হইয়া আমাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেন।

তবে কি আমাদের মধ্যে প্রেম নাই? থাকিবে না কেন? আমরা স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা এবং বন্ধুবান্ধব লইয়া বাস করিয়া থাকি, যেখানে পরস্পরের মধ্যে প্রেম না থাকিলে অশান্তির আগুনে পুড়িয়া মরিতে হয় সেখানে প্রেম নাই এমন কথা বলিতে পারি না, কিন্তু এ প্রেম ত অসভ্য সমাজ ও পশু পক্ষিদের মধ্যেও আছে। আমরা সংসারে সম অবস্থাপন্ন ভাইভগিনীর সহিত প্রেমের বন্ধন স্থাপন করিতে এবং উচ্চ অবস্থাপন্ন ভাইভগিনীর আত্মীয়তা লাভ করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকি বটে, কিন্তু হীনাবস্থাপন্ন বিশ্বাসী ব্রাহ্মের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করা এমন কি ধর্ম্মমন্দিরে একাসনে উপাসনা করিতে বসাও হয় ত সুবিধাজনক মনে করি না। এই ত আমাদের প্রেমের আদর্শ। যে দিকে চাই বিশৃঙ্খলার মূলে একমাত্র প্রেমের অভাবই লক্ষিত হয়। এ অবস্থায় যে কাহার প্রতি কাহারও ভক্তির সঞ্চার হইতে পারে আমি তাহা বুঝি না। এই ঘোর অপ্রেম ও স্বার্থপরতার রাজ্যে আমরা মুখে যতই ভক্তির কথা বলি না কেন কার্য্যকালে কেহই ভক্তির চিহ্ন দেখিতে পাইবে না। ভক্তি গুণ ও কার্য্যসাপেক্ষ, প্রেম ও প্রিয়কার্য্যের সাধন করিতে না পারিলে কিছুতেই কিছু হইবে না।

স্বার্থটাকে একটু খর্ব্ব করিতে পারিলে প্রেম ও প্রিয়কার্য্য সাধন সহজ হইয়া পড়ে। আমাদের মধ্যে এই সাধনের ভাব যতই প্রস্ফুটিত হইবে, ততই আমাদের অভাব দূর হইবে, —যুবা, বৃদ্ধ, ধনী ও দরিদ্র সকলের প্রাণই পরস্পরের প্রেম ও সেবার গুণে ভক্তির স্রোতে ভাসিতে থাকিবে। দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা বাহিরের বড় বড় কথার মধ্যে আমাদের ধর্ম্মসাধনকে আবদ্ধ না রাখিয়া নিজ নিজ জীবনে এই ক্ষুদ্র বিষয় আয়ত্ত করিয়া যেন ধন্য হই এবং প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে সর্ব্বপ্রকারে আদর্শ সমাজে পরিণত করিতে সমর্থ হই। তাঁহারই ইচ্ছা আমাদের জীবনে ও এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে পূর্ণ হউক।

২১০ | ১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট } নিতান্ত অনুগত
কলিকাতা } বাণীকান্ত রায় চৌধুরী

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মসম্মিলনী—আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার প্রাতে ও তৎপূর্ব্ব রাত্রিকালে উল্টাডাঙ্গি লেন ৩৬ নং শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের উদ্যানে সম্মিলনীর মাসিক অধিবেশন হইবে। সভ্য মহোদয়গণ উক্ত স্থানে গমন পূর্ব্বক উপাসনা, প্রার্থনা এবং আলোচনাদিতে যোগদান করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। রবিবার মধ্যাহ্ন কালে উদ্যানে আহারের আয়োজন থাকিবে।

উৎসব—কুষ্টিয়া ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং পরিচারক বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল তথায় গমন করিয়াছিলেন। উৎসব উপলক্ষে উপাসনা, সংকীর্ত্তন বক্তৃতা ও প্রচার যাত্রা ইত্যাদি হইয়াছিল। বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইলে প্রকাশিত হইবে।

প্রচার—গত পক্ষে শ্যামবাজারে বীডন উদ্যানে এবং গোলদিঘীর ধারে শ্রীযুক্ত লছমনপ্রসাদ, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল এবং বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বন্ধু-সমাগম—আমাদের ভাবী প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু লছমন প্রসাদ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অভিপ্রায় অনুসারে সম্প্রতি কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। লাহোরের দেব-ধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিত অগ্নিহোত্রীর মত পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাঁহার দুইজন প্রচারক দেব-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অতিথি স্বরূপ পরিচারকাশ্রমে বাস করিতেছেন। পরমেশ্বর ইহাঁদিগকে ব্রাহ্মসমাজের সহিত একীভূত করুন।

শ্রাদ্ধ—আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের মাতা পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ২৬শে নবেম্বর শনিবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতায় তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শাস্ত্র পাঠাদি করেন। আনন্দমোহন বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার পিতামহীর জীবনচরিত পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যথার্থই তিনি আদর্শ হিন্দু-রমণী ছিলেন। একদিকে যেমন পতির পরলোকগমনের পর বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি নিজ জীবনে বিনয়, সাধুভক্তি, ব্রতনিষ্ঠা, স্নেহ, দয়া প্রভৃতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পতিভক্তি এমনি প্রবল ছিল যে, পতির লোকান্তর হইবার ত্রিশ বৎসর পরেও তিনি পতির কথা উল্লেখ করিতে হইলে, তাঁহাকে পুণ্যাত্মা ও আপনাকে পাপী বলিয়া উল্লেখ করিতেন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সাধুজনকে ভক্তি করিতেন।

বহুবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ চন্দ্রের মাতুলের শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পরিচারক বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে ক্ষেত্র বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা, পরিচারকাশ্রমে ॥০, এবং দাসাশ্রমে ॥০ আনা দান করিয়াছেন।

গত ৩০শে অক্টোবর রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শিলং উপাসনা সমাজ মন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনার পর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পিতামহীর আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। নীলমণি বাবু উপাসনা করেন।

দান—রামপুর হাটের বাবু যদুনাথ রায় মহাশয় ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে বিবাহের রেজেষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমাদের রংপুরের বন্ধু বাবু হরিমোহন বসু মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী কৈলাসবাসিনী বসুর আত্মার কল্যাণার্থ তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন। ঈশ্বর পরলোকগতা আত্মাকে শান্তিদান করুন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ১৲ দাসাশ্রমে এবং ময়মনসিংহ অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার জন্য ১৲ টাকা।

উৎসব—শিলং হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

"পরমকারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালীতে শিলং ব্রাহ্মসমাজের ১৮শ বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

৪ঠা নবেম্বর শুক্রবার—সায়াহ্ন ৭ঘটিকার সময় সমাজমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন, "ঈশ্বরের কৃপা কিরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়" এই বিষয়ে উপদেশ দেন।

৫ই নবেম্বর শনিবার—সায়াহ্ন ৬॥টার সময় মৌথার ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা হয়, বাবু রাধন সিং বেরী খাসিয়া ভাষায় উপাসনার কার্য্য করেন।

৬ই নবেম্বর রবিবার—উষা কীর্ত্তনের পর লাবান মন্দিরে উপাসনা হয়, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেন উপাসনার কার্য্য করেন। ১টার সময়ে মৌথার সমাজে উপাসনা হয় নীলমণি বাবু খাসিয়া ভাষায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৩টার সময় শিলং সমাজমন্দিরে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী "পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৭ই নবেম্বর সোমবার—সায়াহ্ন ৭টার সময় সমাজ মন্দিরে বাবু রাইচরণ দাস "ব্রহ্মোৎসব" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ এবং উপাসনা করেন।

৮ই নবেম্বর মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্ন ৭টার সময় সমাজ মন্দিরে উপাসনা হয়, বাবু শিবনাথ দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে মহিলাদের উৎসব হয়, শ্রীমতী সারদামঞ্জুরী দত্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়াহ্ন ৭টার সময় উপাসনা হয় বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। "কোন অবস্থাতেই ঈশ্বর তাঁহার সন্তানকে পরিত্যাগ করেন না" এই বিষয়ে উপদেশ দেন।

৯ই নবেম্বর বুধবার—জেইল রোডে উষাকীর্ত্তন হয়। সায়াহ্নে ৭॥ টার সময় জেইলার বাবু সনৎকুমার দাসের বাসায় উপাসনা হয়, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১০ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার—সায়াহ্ন ৭॥ টার সময় বাবু নবগোপাল দত্ত মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হয়, বাবু কামিনীকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১১ই নবেম্বর শুক্রবার—সায়াহ্ন ৭টার সময় বাবু তারকনাথ রায়ের বাসায় উপাসনা হয়, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১২ই নবেম্বর শনিবার—সায়াহ্ন ৬॥ টার সময় মৌথার সমাজে উপাসনা হয়, বাবু মনসিং খাসিয়া ভাষায় উপাসনা করেন তৎপর বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী শাস্ত্র পাঠ করেন।

১৩ই নবেম্বর রবিবার—পূর্ব্বাহ্ন ৭টার সময় লাবান সমাজে উপাসনা হয়, বাবু কামিনীকুমার ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ন ১২টার সময় মৌথার সমাজে উপাসনা হয়, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "বিশ্বাসের শক্তি" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। ৩টার সময় শিলং সমাজ মন্দিরে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাঠ করেন, "পাপ ও পুণ্যের ফল" এবং "ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীনতা" এই ২ই বিষয় অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেন। তৎপর উপাসনা হয়, নীলমণি বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া চল" এই বিষয়ে উপদেশ দেন।

বাবু ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চাঁদা, প্রচার বিভাগের চাঁদা এবং তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জারের মূল্য আদায় করিবার জন্য বেহার ও উত্তর-বাঙ্গালা গমন করিয়াছেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকলে স্ব স্ব দেয় টাকা রসিদ গ্রহণে তাঁহার নিকট দিয়া বাধিত করিবেন।

নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর বর্ত্তমান বৎসরের ছয় মাস অতীত হইল। এ সময় গ্রাহক মহাশয়গণ যদি বর্ত্তমান বর্ষের এবং যাঁহাদের নিকট পূর্ব্ব বৎসরের মূল্য প্রাপ্য আছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদান করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। যথাসময়ে তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য আদায় না হইলে কার্য্যের যে বিশেষ অসুবিধা হয় সকলেই তাহা অতি সহজে অনুভব করিতে পারেন।

নিবেদক
আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
১৭শ সংখ্যা।

১লা পৌষ বৃহস্পতিবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

যৌবন-কামনা।

ঝরিলে পাখীর পাখা পুন ফিরে পায়;
তরু লতা শুকালে গজায়;
আমার কি দশা হলো, পাতা মোর ঝরে গেল,
শাখা মোর ক্রমে যে শুকায়!
শুকাইল, গজালো না কেন পুনরায়?

একি হলো! পায় পায় জরা যে আসিছে;
তিল তিল শকতি গ্রাসিছে;
ভাঁটার জলের প্রায়, জীবন সরিয়া যায়,
বল বুদ্ধি সকলি নাশিছে;
উৎসাহ, উদ্যম, আশা ক্রমে যে খসিছে।

একি হলো! কি করিনু! আজ কাল করি,
ভাল কাজে করিলাম দেরি:
মনের সংকল্প শত, ফেলিয়া রেখেছি কত,
আজ তাহা যাইতেছে সরি;
মনের শকতি নাই উঠে গিয়ে ধরি।

যৌবনের সে জগত কোথায় লুকাল?
সে প্রেমের চক্ষু কোথা গেল?
মানবে দেখিয়া হীন, নিজে যে হতেছি হীন,
সাধুতার আস্বাদ ফুরাল;
আশার গগন মোর ঘন মেঘে কাল।

কে পারে ফিরিয়া দিতে আমার যৌবন,
নবোৎসাহে পূর্ণ সেই মন,
উৎসাহে সতেজ আশা, অকপট ভালবাসা,
সে নির্ভর নারীর মতন,
পর-দুঃখে সেই মোর অশ্রু-বরিষণ?

সে মোর সতেজ প্রেম চাইগো আবার,
প্রিয়জনে দিব একবার;
বল, বুদ্ধি, দেহ, প্রাণ, যে প্রেমে করিব দান,
পাসরিব সুখ আপনার,
পর-সেবা ধ্যান জ্ঞান, পর-সেবা সার।

সংসারে থাকিয়া জ্ঞান হলো টনটনে;
আগু পিছু ক্ষতি লাভ গণে;
অমুক সে তাজা প্রাণ, ক্ষতি লাভ বলিদান,
করে যাত্রা ঈশ্বর চরণে,
উন্নত-আকাঙ্ক্ষা-স্রোতে আত্ম-সমর্পণে।

আসিবে ত জরা, অস্ত গিয়াছে যৌবন;
দৃষ্টি ক্ষীণ, স্খলিছে দশন;
শুক্ল কেশ দেয় দেখা, কপালে চিন্তার রেখা,
দীপ্তি-হীন হইছে বদন;
গ্রাসে কাল পরমায়ু যেন ক্ষণে ক্ষণ।

হয় হোক্ রক্ত মাংস জরার অধীন;
প্রাণ মোর থাক্‌গো নবীন;
নব শক্তি নব আশা, নব নব ভালবাসা,
উৎসারিত হোক নিশি দিন;
প্রেমে ভুলি কাল চক্রে, ভুলিগো প্রাচীন।

সে যৌবন কে আমারে ফিরে দিতে পারে?
হেন মন্ত্র কি আছে সংসারে?
শুনি প্রেমে যায় জরা, প্রেমে নাকি বাঁচে মরা
সেই প্রেম খুঁজি চারিধারে,
দুর্লভ সে প্রেম হায়, এ মহী মাঝারে।

যে প্রাণে সে প্রেম আছে দেও দীন জনে;
জরা হতে বাঁচাও জীবনে;
ভাই বন্ধু প্রিয় জন, বিভু পদে নিবেদন,
কর কর সবে কায় মনে,
নব প্রেম-আস্বাদনে রাখুন যৌবনে॥

প্রেমে বাঁচি, প্রেমে জাগি, প্রেমে চক্ষু পাই;
মর্ত্ত্যে থাকি মাটী ভুলে যাই;
প্রেমেতে স্বাধীন হই, পুণ্যের বাতাসে রই,
প্রেম-স্রোতে আপনা হারাই;
রোগ শোক পাপ তাপ সকলি ডুবাই।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বসন্তের বায়ু—বসন্তের বায়ু যে কি পদার্থ তাহা আমরা সকলেই জানি। আমরা এক্ষণে শীত বাতদ্বারা কম্পিত হইতেছি। কিন্তু এই হিমানীসিক্ত বায়ু পরিবর্ত্তিত হইয়া যেদিন বসন্তের মলয়ানিল বহিতে আরম্ভ হইবে, সেদিন আমরা আর এক প্রকার অবস্থা অনুভব করিব। সেদিন যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহারই মুখে শুনিব আজ দক্ষিণে হাওয়া দিয়াছে। আর কি! শীত গেল, বসন্ত আসিতেছে। বসন্ত আসিতেছে এই চিন্তাও লোকের মনে সুখ দিয়া থাকে। বসন্ত যখন আসে, তখন অগ্রেই আপনার আগমনের চিহ্ন সকল প্রদর্শন করিতে থাকে। ক্রমে শীতের বায়ু পরিবর্ত্তিত হইয়া দক্ষিণের বায়ু বহিতে আরম্ভ হয়; দুই একটী করিয়া কোকিল ডাকিতে থাকে; তরু লতাতে নব-পত্র দেখা দেয়; আকাশে প্রসন্নতা ও মানবের মনে স্ফূর্ত্তি দেখা দিতে থাকে। প্রকৃতি রাজ্যে বসন্তের বায়ু অতি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে। যে সকল বৃক্ষের পত্রাবলী ঝরিয়া গিয়াছিল, তাহারা নব-পল্লবে বিভূষিত হয়। বসন্তকালের নবপত্রাবৃত তরু লতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কতদিন ভাবিয়াছি;—তরুলতার জন্য বসন্ত আছে, মানবাত্মার জন্য কি বসন্ত নাই? অমনি নিম্নলিখিত সঙ্গীতের পদটী স্মরণ হইয়াছে;—

"করিয়ে দুঃখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখনি মন-আঁখি তব জ্যোতি নেহারে।"

মানবাত্মার জন্য বসন্তকালের সমাগম হইয়া থাকে। আমরা সংসার সংগ্রামে অনেক সময়ে ম্লান ও অবসন্ন হইয়া পড়ি। আমাদের মন শ্রান্ত ও ক্লান্ত এবং হৃদয় নীরস হইয়া যায়। প্রেমের মধুরতা চলিয়া গিয়া বিপদের তিক্ততা অনুভব করিতে থাকি। এই বিপদ ও জড়তার সময়ে যদি সৌভাগ্য ক্রমে বিশ্বাসী ও প্রেমিক জনের সঙ্গ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আত্মার পক্ষে সুবসন্ত উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের নামের বাতাসে থাকিয়া আমাদের জড়তা ও নিরাশা দূর হইতে থাকে। এই ভক্তজন সঙ্গ আধ্যাত্মিক জগতে বসন্ত সমাগমের ন্যায়। আমরা ইহা অনেকবার অনুভব করিয়াছি। আমাদের প্রিয় মাঘোৎসবের সময়ে ইহা অনেকে অনুভব করিয়া থাকিবেন। কতবার দেখিয়াছি সম্বৎসর অতি নীরস ও ম্রিয়মাণভাবে গিয়াছে, রোগে শোকে বা অন্যান্য কারণে মন শুষ্ক ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হইয়াছে যেন হৃদয়ক্ষেত্র শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় ধূ-ধূ করিতেছে। কিন্তু মহোৎসবের মধ্যে ভক্তজনের সঙ্গে বসিয়া কোথা হইতে হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিবারি আসিয়া পড়িয়াছে, যাহা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। বহুদিনের শুষ্কতা চলিয়া গিয়াছে; মনের ম্লান আকাঙ্ক্ষা সকল সতেজ হইয়া উঠিয়াছে; নিদ্রিত ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছে। এই কারণে আমরা মহোৎসবের কালকে আত্মার বসন্তকাল বলিয়া গণনা করি। আমাদের আত্মার সেই সুবসন্ত আসিতেছে। এখন হইতে সকলে আশান্বিত হউন। সুখের বিষয় বিগত উৎসবের পর হইতে ব্রাহ্মগণ সজাগ রহিয়াছেন। কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধুগণ আপনাদের ধর্ম্মজীবনকে উন্নত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভ হইতেই ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রম, দাসাশ্রম, ব্রাহ্মসম্মিলনী প্রভৃতি নানাপ্রকার উদ্যোগ হইয়া কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মাগ্নিকে উদ্দীপিত রাখিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে নিরাশার কথা অনেক শুনিতে পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বরের জীবন্ত শক্তি যেখানে কার্য্য করে সেখানে নিরাশার অন্তরালেই আশা লুকাইয়া থাকে; আমরা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে তাহা দেখিতে পাইতেছি। নিরাশার মধ্যে আশার জ্যোতি দেখা দিয়াছে। ব্রাহ্মগণ নিজ নিজ অবস্থায় উন্নতি সাধনে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। ঈশ্বর করুন যে বসন্ত আসিতেছে তাহাতে যেন আমাদিগকে নবজীবন প্রদান করে।

প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য—ঈশ্বরে বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল। আমরা জ্ঞানপ্রসাদে ঈশ্বরের সত্য মঙ্গল প্রেম ও পুণ্যের ভাব যতই হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকিব, ততই তাঁহার প্রতি আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। আকাশে মানবের প্রেমপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কদর্য্য ও নির্গুণ বস্তুকে মানব প্রেম করিতে পারে না। যাঁহাতে মানব প্রীতি স্থাপন করিবে তাঁহার প্রকৃতি ও সৌন্দর্য্য বোধ চাই। যে সেই জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করিতে পারে নাই—সে তাঁহাকে পূর্ণ প্রীতি দান করিতে সমর্থ নহে। রক্তপিপাসু কালী, বা ক্রোধান্ধ জিহোবাকে মানুষ ভয় করিতে পারে, কিন্তু প্রেম করিতে পারে না—আমার বলিয়া দেহ মন প্রাণ তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে পারে না। অতএব হৃদয় নিহিত আমাদের প্রাণের স্বাভাবিক বিশ্বাসকে জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা উজ্জ্বল না করিলে আমাদের বিশ্বাস ভ্রম ও কুসংস্কার জড়িত হইয়া পড়ে। জগতে, প্রাচীন শাস্ত্রে ও আপনার হৃদয়ে ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। হৃদয়ের স্বাভাবিক বিশ্বাসকে অতিক্রম করিবেকনা—কিন্তু সেই বিশ্বাসকে উজ্জ্বল করিবার জন্য জ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে যত্ন করিবেক। এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে। ঈশ্বর-প্রীতি আমাদের প্রাণের স্বাভাবিক বস্তু; ঈশ্বরের প্রেম ও মঙ্গল ভাব প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রেম তাঁহার দিকে ধাবিত হইবে। যেমন লৌহ চুম্বকের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র চুম্বক লৌহের দিকে আকৃষ্ট হয়, তেমনি ব্রহ্মের স্বরূপ আমাদের জ্ঞান গোচর হইবা মাত্র আমাদের প্রাণের প্রীতি ঈশ্বরোন্মুখিনী হয়।

এইরূপে আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা যতই জানিতে পারি ততই আমাদের প্রাণের প্রীতি প্রবল হইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হয়। প্রীতির স্বভাব প্রেমাস্পদের প্রিয়কার্য্য করা। ঈশ্বরের আমরা কি উপকার করিতে পারি?—তাঁহার কোন অভাব নাই—যাঁহার অভাব আছে, তাঁহারই উপকার সম্ভবে। কিন্তু তাঁহার কোন উপকার হইতে পারে না বলিয়াই প্রীতি কি নিশ্চেষ্ট থাকিবে? প্রীতি প্রীতিভাজনের প্রতি প্রেম প্রকাশ

না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই প্রীতি ঈশ্বরের প্রিয়সন্তান নর নারীর সেবারূপ কার্য্যকে অবলম্বন করিয়া প্রেমাস্পদের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রেম প্রদর্শন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করে।

ঈশ্বর-প্রীতির গাঢ়তা না হইলে প্রিয়কার্য্য হইতে পারে না। ঈশ্বরে প্রেম নাই—ঘৃণা ও বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রবল হইয়াছে—এ অবস্থায় কি প্রিয়কার্য্য হইতে পারে? কখনই না। জনহিতকর কার্য্য, প্রচার, সুশ্রূষা অনেক সময় স্বার্থ প্রিয়কার্য্য আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে না। কখন কখন সে সব আপনার প্রিয়কার্য্য হয়—বা আপনার গৌরব বিস্তার মাত্র। প্রিয় কার্য্যের নামে অনেক সময় মানুষ আপনার ইচ্ছা ও লালসার চরিতার্থতা করিয়া থাকে।

সংসারে যেমন মানুষ ভ্রান্ত হয়, ধর্ম্মজগতেও মানুষ অনেক সময় গুরুতর ভ্রমে পতিত হয়। মানুষ আপন অবস্থা না বুঝিয়া অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে—যাহা দ্বারা তাঁহার সমূহ ক্ষতি ঘটে। যাহার নিজের আহারের সংস্থান নাই—সে কি অন্নছত্র খুলিয়া দরিদ্র সেবা করিতে সমর্থ হয়? যাহার জীবনে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও প্রীতির দৃঢ়তা হয় নাই—ঈশ্বরের করুণার নিদর্শন দেখিয়া যাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয় নাই—সে কি অন্যকে পরিত্রাণের খবর দিতে পারে? আপনার পরিত্রাণের জন্য সর্ব্বাগ্রে ব্যস্ত হওয়া স্বার্থপরতা নহে। যে প্রচারে, যে প্রিয়কার্য্যে পরিত্রাণের পথ প্রশস্ত হয়, মুক্তির সহায় হয় তাহাই আমাদের করণীয়। সময়ে সংযত হইলে পরিণামে সুফল ফলে।

একপ্রকার স্বার্থপর প্রীতি আছে যাহা প্রিয়কার্য্যরূপ পথ অবলম্বন করিয়া বিকাশ পায় না। সে প্রীতি যথার্থ ঈশ্বর প্রীতি নহে। এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য অনেক জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনও কোনও লোকের দেখি যখন তাঁহারা ঈশ্বর সেবার উদ্দেশে কোন কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের জীবনে প্রার্থনা ও উপাসনার অল্পতা দৃষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত সাংঘাতিক। যদি তাঁহার পূর্ব্বে একঘণ্টা উপাসনা ও প্রার্থনায় ক্ষেপণ করিতেন, এখন তাঁহার ছয় ঘণ্টা উপাসনায় ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য। যিনি যথার্থ প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার জীবনে ঈশ্বরপ্রেম ও নরপ্রেম ক্রমে বাড়িতে থাকে—ঘৃণা নিন্দা আর স্থান পায় না। সর্ব্বদা তাঁহার নির্ভর ঈশ্বরের উপর পড়িতেছে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য করিয়া ধন্য হই।

ঈশ্বর করুণার নিদর্শন—যে ব্যক্তি রুগ্ন হইয়াছিল, সেই আরোগ্যের আস্বাদন লাভ করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হয়—সেই সুচিকিৎসকের গুণের প্রশংসা করিতে সমর্থ। চিকিৎসকের নৈপুণ্য রোগের কাঠিন্যেই প্রকাশ পায়—রোগ যত কঠিন ও সাংঘাতিক, ঔষধ তেমনি চাই—নতুবা রোগের উপশম হয় না।

দয়াময়ের দয়ার নিদর্শন আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই। জননী গর্ভে শিশু যখন বাস করে, তখন সেখানে ঈশ্বরের করুণার হস্ত দেখিতে পাই। শিশু যখন মাতার স্তন হইতে দুগ্ধ পান করে, তখন তাঁহার স্নেহ দয়ার পরিচয় পাই, জীবনের সম্পদ ও বিপদে তাঁহার দয়া, তাঁহার প্রেম আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। এই সব করুণার নিদর্শন দেখিয়া মানুষ ঈশ্বরকে করুণাময় বলিতে পারে। কিন্তু সময় সময় মানুষ এ সব ঘটনায় তাঁহার করুণার হস্ত দেখিতে পায় না। এ সব ঘটনা ত জগতের সকল নর নারীই দেখিতে পায়, তবে জগতে এত অবিশ্বাসী ও নাস্তিক কেন?

ঈশ্বরের করুণায় মানুষ সংশয় শূন্য হয় এক অবস্থাতে—তাহা পাপীর পরিত্রাণে। মানবের সকল গৃহ অন্ধকার—যতক্ষণ করুণার হস্ত তাঁহার হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত না করে। সংসারের অনেক লোকের মুখে ঈশ্বরের করুণা করুণা শুনা যায়; কিন্তু তাহা ফাঁকা কথা।

তাঁহার করুণার হস্তই তাঁহার করুণার হস্তকে আমাদিগের নিকট ধরাইয়া দেয়। মহাপাপী পাপে ডুবিয়া যখন ঈশ্বর হইতে বহুদূরে ভ্রমণ করে—তখন যে অযাচিত করুণা পাপীকে পাপের গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করে, সেই করুণার নিদর্শন পাপীর হৃদয়ে চিরদিন উজ্জ্বল থাকে। যে করুণায় পাপীর মুখ ঈশ্বরের দিকে ফিরে, সেই করুণার সাক্ষী মানুষ পৃথিবীতে দিতে পারে। ঈশ্বর করুণার মহিমা পাপীর পরিত্রাণে। পাপীর সাক্ষী বা প্রচারকের প্রচার এই করুণার কথা। যিনি আপন জীবনে সেই হস্তের স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ করুণার নিদর্শন পাইয়াছেন—তিনি প্রভুর করুণা আস্বাদন করিয়াছেন।

লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য—সকল মানুষেরই কোনও কোনও কাজ এরূপ থাকে যাহা তাহার লক্ষ্য—এবং কতকগুলি কাজ এরূপ থাকে যাহা তাঁহার উপলক্ষ্য। এক ব্যক্তি শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়া কলিকাতা সহরে বাস করিতেছেন। তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য আরও কিছু কিছু কাজ অবলম্বন করিয়াছেন। এবং তদ্ভিন্ন এখানকার অন্যান্য কোন কোনও কাজেও যোগ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে এতগুলি কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন ভাবিয়া দেখিতে হইবে কোন্‌টী তাঁর লক্ষ্য। লক্ষ্যটী ধরা যায় কিরূপে? ধরিবার একটী সহজ ও উৎকৃষ্ট উপায় আছে। যেটীর জন্য তিনি অপরগুলির ব্যাঘাত করিতে পারেন, সেটী তাঁহার লক্ষ্য। আজ যদি সেই শিক্ষককে গবর্ণমেণ্ট স্থানান্তরিত করেন, তাহা হইলে তিনি ইচ্ছাতে হউক অনিচ্ছাতে হউক অপর কার্য্যগুলি পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। সেগুলির অনুরোধে আসল কাজটীর ব্যাঘাত কখনই করিবেন না। অথবা মনে কর এক ব্যক্তি ব্যবসায় বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া এখানে আছেন। তিনি কি সহরের আর কোন কাজ করেন না? এখানকার আমোদ প্রমোদে কি উপস্থিত থাকেন না? থাকেন বৈ কি? কিন্তু কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁহার ব্যবসায় বাণিজ্যের ও অর্থোপার্জ্জনের ব্যাঘাত ঘটে। তিনি যখন দেখিতে পান যে তাঁহার অসাবধানতা নিবন্ধন তাঁহার অর্থের ক্ষতি হইতেছে, তখন তাঁহার মন সেই সকল পথ হইতে স্বতঃই প্রতিনিবৃত্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত সত্যটী স্মরণ রাখিলে আমরা বিষয়ী ও ধার্ম্মিকের

প্রভেদ করিতে পারি। বিষয়ী কে? না, বিষয় যার লক্ষ্য ও ধর্ম্ম উপলক্ষ্য। ধার্ম্মিক কে? না ধর্ম্ম যাঁহার লক্ষ্য বিষয় উপলক্ষ্য। এই সহরে যে এত বিষয়ী লোক আছেন, তাঁহারা কি ধর্ম্ম চান না? কিন্তু সে চাওয়ার একটা সীমা আছে। ততক্ষণ তাঁহারা ধর্ম্মকে রক্ষা ও পালন করিতে প্রস্তুত আছেন, যতক্ষণ তাঁহাদের বিষয়ের সহিত কোনও বিবাদ না ঘটে। ধর্ম্ম রাখি কি বিষয় রাখি?—এই প্রশ্ন যে দিন উপস্থিত হয়, সেই দিন সংকটের দিন। সে দিন তাঁহারা আর ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারেন না। অকারণ মিথ্যা কথাটা কেন কহিব? কিন্তু যখন দেখিতেছি মিথ্যা সাক্ষ্যটা না দেওয়াইলে মোকদ্দমাটা জেতা যায় না, তখন কি করা যায়, কাজেই মিথ্যা সাক্ষ্যটা দেওয়াইতে হয়। বিষয় বুদ্ধির এইরূপ বিচার। ধার্ম্মিকের বিচার অন্য প্রকার। বিষয় উপার্জ্জন করিতে, বিষয় ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যেদিন ধর্ম্ম একদিকে বিষয় অপর দিকে, এক রাখিতে গেলে অন্যটী রাখা যায় না, সেদিন যাক্ বিষয় থাক্ ধর্ম্ম। এইরূপে যাঁহারা ধর্ম্মকে লক্ষ্য ও বিষয়কে উপলক্ষ্য করিয়া বিষয়কে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা ঘোর বিষয় জালে জড়িত হইয়াও ধার্ম্মিক। আর যাঁহারা বিষয়কে লক্ষ্য ও ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য করিয়া রাখেন, তাঁহারা ধর্ম্মের কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও বিষয়ী।

দ্বিবিধ প্রার্থনা—বিষয়ী ও ধার্ম্মিকের যেমন দ্বিবিধ ভাব প্রদর্শিত হইল, তেমনি প্রার্থনা ও দুই প্রকারের দৃষ্ট হয়। বিষয়ীর এক প্রকার প্রার্থনা, ধার্ম্মিকের অপর প্রকার প্রার্থনা। বিষয়ী যে প্রার্থনা করেন তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে তাহার মধ্যে যেন এই ভাব থাকে, "হে ঈশ্বর আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক—তোমার দ্বারা।" ধার্ম্মিক প্রার্থনা করেন "হে প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক—আমার দ্বারা।" এই দুই প্রার্থনাতে কতটা প্রভেদ!! একজন, নিজেরই বাসনার চরিতার্থতা অনুসন্ধান করিতেছে, নিজেরই অভিসন্ধির সফলতা চাহিতেছে, ঐশী শক্তিকে তাহার সহায় জানিয়া সেই শক্তির শরণাপন্ন হইতেছে। অপর ব্যক্তি নিজের সমুদায় কামনা বিসর্জ্জন করিয়া ঈশ্বরেচ্ছা সম্পাদনে নিজের দেহ মনকে উৎসর্গ করিতেছে। আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনার মধ্যে বিষয়ের আসক্তি-দূষিত প্রার্থনা অনেক সময়ে লুকাইয়া থাকে। এই কারণে প্রার্থনা বিষয়ে আমাদিগের সর্ব্বদাই আত্মপরীক্ষা কর্ত্তব্য। এই প্রশ্নের দ্বারা আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে—"আমি ঈশ্বর-চরণে যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিতেছি, যদি তাহার বিপরীত অবস্থা ঘটে সে জন্য আমি প্রস্তুত কি না?" তুমি চাহিতেছ শান্তি, যদি এরূপ বিধি হয় যে তুমি আরও কিছুকাল অশান্তিতে বাস করিবে তাহার জন্য তুমি প্রস্তুত কি না? তুমি চাহিতেছ তোমার প্রচার কার্য্য সফল হউক যদি এরূপ হয় যে কিছুকাল তোমার কার্য্য নিষ্ফল থাকিবে, তাহাতে তুমি প্রস্তুত কি না? তুমি চাহিতেছ সুস্থ দেহে যেন তাঁহার কাজ করিতে পার? যদি তাঁহার এরূপ বিধি হয় যে তুমি এক বৎসর কাল রোগশয্যায় শয়ন করিয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিবে, তুমি সে জন্য প্রস্তুত কি না? তুমি চাহিতেছ এই মুহূর্ত্তেই কাম ক্রোধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাও, যদি তাঁহার এরূপ বিধি হয় যে তুমি কিছুকাল ঐ প্রবল রিপুকুলের তাড়না সহ্য করিবে ও অনুতাপ যাতনা ভোগ করিবে, তুমি তাহাতে প্রস্তুত কি না? আমরা অনেক সময়ে ঈশ্বরের নিকট যে কেবল প্রার্থনা করি তাহা নহে, কিন্তু কোন্ সময়ে কি প্রণালীতে সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে তাহাও যেন নির্দ্দেশ করিয়া দি। প্রকৃত বিশ্বাসীর প্রার্থনা এরূপ নহে। তাহার মধ্যে কোনও নির্দ্দেশ থাকে না, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর বিদ্যমান থাকে। ঈশ্বর করুন এইরূপ ভাবে যেন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারি।

ব্রাহ্ম হওয়া যায় কি করিলে?—ব্রাহ্মদের মধ্যে এবং অপর লোকের মধ্যে কখন কখন এই প্রশ্ন শুনা যায়, যে ব্রাহ্ম হওয়া যায় কি করিলে? প্রাচীন ঋষিরা পর্য্যন্ত যে ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রহ্মজ্ঞানের এত প্রশংসা করিয়াছেন তাহা লাভ করিবার কাহার না ইচ্ছা হয়? ব্রাহ্ম হইতে, খাঁটি ব্রাহ্ম হইতে প্রাণে খুব সাধ হয় ইহা ঈশ্বরের অপার করুণা। অবশ্যই প্রভু যে ইচ্ছার উদয় করিয়াছেন সে ইচ্ছা তিনি সুসম্পন্ন করিবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, তবে আমরা সে সম্বন্ধে কি করিব? এ বিষয়ে যত ভাবা গিয়াছে এবং যে সব ব্রাহ্ম জীবন দেখা গিয়াছে তাহাতে যে শিক্ষা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে সার সংকলন করিলে এই মনে হয় ব্রাহ্ম হইতে হইলে, প্রথম সত্যকে জানিতে অনুসন্ধান কর, ঈশ্বর হইতে যখন যে সত্য [illegible] পারিবে প্রাণ দিয়া তাহা প্রতিপালন কর। সত্য বুঝিব কিরূপে এবং তাহা প্রতিপালনই বা করিব কাহার বলে? ব্রহ্ম স্বরূপ সাধন কর, তাহা হইলে দুই হইবে, ঈশ্বরের স্বরূপ সাধনে সত্য জানা যায় এবং সত্য পালনের বল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্য স্বরূপের সাধনে সত্যজ্ঞান জন্মে সত্যপ্রিয়তা জন্মে সত্য রক্ষার বলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকে ব্রাহ্ম নাম নিয়াছেন ব্রহ্মোপাসনাও করেন, কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান উজ্জ্বল না হওয়ায় যথার্থ খাটি ব্রাহ্ম হইতে পারিতেছেন না আজ এক কথা কাল এক কথা যেন জীবনে কোন কিছুরই স্থিরতা নাই। বৈষ্ণবদের একটী বচন আছে যে "বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ," "তৃণাদপি" "শ্লোকেতে ঘটাল প্রমাদ" এখানেও মনে হয়, অনেকের ব্রাহ্ম হইতে যে সাধ ছিল স্বরূপ সাধনে তাহার প্রমাদ ঘটিয়াছে। ঐ বচনটী যদি আমাদের হইয়া লেখা যায় তবে লিখিতে হয়; ব্রাহ্ম হইতে মনে ছিল বড় সাধ, সত্যম্ জ্ঞানম্ সাধনেতে ঘটাল প্রমাদ। যতদিন ঐ সাধন উত্তমরূপে সাধিত না হইবে ততদিন ব্রাহ্ম হওয়া কেবল সাধ পর্য্যন্তই থাকিবে। ব্রাহ্ম হওয়ার সাধ পূর্ণ করিতে হইলে মন প্রাণ দিয়া স্বরূপ সাধন কর। সত্যস্বরূপ পরম সহায় আছেন।

কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তা—মানবসমাজের সকল বিভাগেই দেখা যায় একদল লোক কর্ত্তা হইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত! রাজ-

নৈতিক বিভাগে এই কর্ত্তৃত্ব লইয়া আজ কাল সভ্যসমাজে যেরূপ ব্যাপার দেখা যায় তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কর্ত্তা হইবার জন্য মানুষ এত ব্যস্ত যে সে আপনার অবস্থা সকল একবারে ভুলিয়া যায়। সামাজিক বিভাগে দেখা যায়, সমাজপতি হইবার জন্য মানুষ আপনার ধর্ম্ম, বিবেক সকলই সমাজের চরণে জলাঞ্জলি দিতেছে, কিরূপে লোকদিগকে শাসন করিবে এই তাহার কাজ, এই তাহার চিন্তা। তাহার মুখে সর্ব্বদাই কেবল সেই কথা লাগিয়া রহিয়াছে কে কি দোষ করিল কে কি কথা বলিল। যদি এখানেই কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তা শেষ হইত তাহা হইলেও বাঁচা যাইত, বিবাদ বিসম্বাদ এই পৃথিবীর রাজ্যেই পড়িয়া থাকিত; কিন্তু এ জিনিস তাহা নহে ইহা আপনাকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখিতে চায় না। ইহা মানব সমাজের এমন শত্রু যে, পবিত্র ধর্ম্মসমাজে আসিয়া আপনার অধিকার বিস্তার করিয়াছে। এ যখন ধর্ম্মসমাজ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে তখন ধর্ম্মসমাজকে ছারখার করিয়া ফেলে। ধর্ম্মসমাজের প্রাণ-স্বরূপ সত্যপ্রিয়তা, সরলতা, উদারতা, বিশ্বাস, বিনয় প্রভৃতিকে মলিন করিয়া ফেলে। ধর্ম্মসমাজে স্বদলের মধ্যে যে বিবাদ তাহা প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা হইতে আরম্ভ। কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তার জন্য ধর্ম্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় লোক সকলও শেষে অধর্ম্মের আবর্ত্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। ধর্ম্মসমাজে কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তার স্থানে যখন দাসত্বপ্রিয়তা বাড়িতে থাকে, তখন ধর্ম্মসমাজ পরিপুষ্ট হয়, ধর্ম্মসমাজের বা ধার্ম্মিকদিগের শোভা হয়। মুসলমান-সাধুজীবন পাঠে একবার দেখা গিয়াছিল, তিন জন সাধু একবার ভ্রমণে বাহির হইবেন সঙ্কল্প করিয়া, তাঁহাদের মধ্যে এক জনকে কর্ত্তা করিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা বাহির হইবেন তখন কর্ত্তা বলিলেন "আপনাদের সব জিনিসগুলি একত্র বাঁধিয়া আমার মস্তকে দিন, তখন অপর সকলে বলিলেন "সে কি তাহা যে আমরা বহিয়া লইয়া যাইব" তিনি বলিলেন "তাহা হইবে না আমাকে কর্ত্তা করিয়াছ আমি যাহা বলিব তাহাই করিতে হইবে। তখন অগত্যা সকলে তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন, এই দাসত্বেই সাধুর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইল, নতুবা কর্ত্তা হইলে ধর্ম্মজগতের মলিনতাই হইত। সাধুর জীবন মলিনই দেখাইত।

যাঁহারা ধর্ম্ম পিপাসু তাঁহারা সর্ব্বদা আত্মানুসন্ধান দ্বারা জানিতে চেষ্টা করিবেন, প্রাণ কর্ত্তা হইত চায় কি দাস হইতে চায়। যখনই দেখিবেন প্রাণ কর্ত্তা হইতে চায় তখনই বুঝিয়া লইবেন সর্ব্বনাশের পথে পা ফেলিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসমাজে এক এক জন ধর্ম্মসমাজের নেতারূপে গৃহীত হইয়াছেন। তাঁহাদের অভাবে সেই স্থান বা গদি দখলের জন্যই বিবাদ আরম্ভ হইয়া শেষে ছারখার হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের অধিপতি স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার ত আর অভাব হইবে না? তবে কি দখল করিবার জন্য বিবাদ? সকলে এক প্রভুর দাস, দাসদের মধ্যে আর ছোট বড় কি? সকলে কর্ত্তা হইতে চেষ্টা না করিয়া দাস হইতে চেষ্টা কর,—জীবন সার্থক হইয়া যাইবে, ঈশ্বর ব্রাহ্মদিগকে এই দাসত্বেই নিযুক্ত রাখুন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

মহোৎসব।

চন্দ্রোদয়ে সাগর জলের উচ্ছ্বাস হওয়াই নিয়ম চন্দ্রোদয় হইল, অথচ জল উচ্ছ্বসিত হইল না, এরূপ দেখা যায় না। কিন্তু তাহার মধ্যেও ইতর বিশেষ আছে। অন্যান্য তিথিতে চন্দ্রোদয়ে জলের উচ্ছ্বাস হইলেও পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রোদয়েই উচ্ছ্বাসের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। কারণ চন্দ্রের সম্পূর্ণ প্রভাব তখন জলের উপর উপস্থিত হইয়া থাকে। জলের সম্বন্ধে যেমন দেখা যায় চন্দ্রোদয়ে তাহার উচ্ছ্বাস হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষতঃ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে তাহার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। সেইরূপ মানবাত্মার সম্বন্ধেও দেখা যায়, যখন প্রাণে প্রেমচন্দ্রের উদয় হয়, তখন তাহাতে ভাবোচ্ছ্বাস হওয়া অতি স্বাভাবিক এবং তাহা সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। এখানেও দেখা যায় সকল সময় তাহার প্রকাশ বিশেষ ভাবে অনুভব করা যায় না। সমুদ্রজল যেমন বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন-রূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে, মানবাত্মাও যেন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে তাঁহার প্রকাশে উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে। এ রাজ্যে ব্রহ্মোৎসবগুলি সেই পূর্ণিমা তিথি। কারণ উৎসবাদিতে তাঁহার প্রকাশ সমধিকরূপে অনুভবের সুবিধা হইয়া থাকে। এরূপ সুবিধার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে উৎসবের সময় লোকের প্রাণ সহজেই ব্যাকুল হয় সঙ্গে সঙ্গে আত্ম প্রভাব বিনষ্ট হইয়া তাঁহার প্রভাব বিস্তারে সুবিধা হয় এবং অধিক সংখ্যক ব্যাকুলাত্মা সম্মিলিত হন। তাহা না হইলে প্রেমচন্দ্র যিনি তাঁহার প্রকাশের ত কোন তারতম্য নাই। তিনি নিত্য প্রকাশবান, সর্ব্বদাই তিনি প্রকাশিত। মানবাত্মা ক্ষুধার অভাবে তাঁহার প্রতি উদাসীন হয়। তাঁহার দিকে আপনার প্রাণকে ফিরাইয়া রাখে না, তাহাতেই তাঁহার প্রকাশও অনুভূত হয় না এবং তাঁহার প্রভাবও সম্পূর্ণরূপে প্রাণের উপরে পড়ে না। এই জন্যই সদা সপ্রকাশ যিনি তাঁহারও প্রকাশ অনুভব করা যায় না; সুতরাং প্রাণের ভাবোচ্ছ্বাসও উপস্থিত হয় না। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে ব্যাকুলতা আত্মপ্রভাব বিশেষে ও ব্যাকুলাত্মাগণের সম্মিলনই প্রেম-চন্দ্রোদয়ের প্রকাশের একটী কারণ। এবং ব্রহ্মোৎসব সকলে সেই সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে উপস্থিত হয় বলিয়াই সর্ব্বত্রই ভাবোচ্ছ্বাস এবং সদ্ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং উৎসব আমাদের পক্ষে পৌর্ণমাসী তিথি। পৌর্ণমাসী তিথিতে জগৎবাসীর কেমন প্রফুল্লতা, কেমন আনন্দ, কত না ভাবপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া মানব-প্রাণকে পুলকিত করিয়া থাকে। এই সকল ব্রহ্মোৎসবও মানব-গণের পক্ষে সেই সকল ফল প্রাণের উপর উৎপন্ন করিয়া থাকে। যদিও ব্রহ্মোৎসবের ভাবোচ্ছ্বাস সকল সময় স্থায়ী হইয়া থাকে না। আবার প্রাণের মলিন ভাব সকল নিজ নিজ মস্তকোত্তোলন করিয়া প্রাণকে হীনপ্রভ ও দুর্দ্দশা-গ্রস্ত করিয়া থাকে। তথাপি উৎসব সময়ের প্রেমোন্মত্ততা ভাবাবেশ প্রভৃতি কখনই নিষ্ফল বা অপ্রার্থনীয় নহে। কারণ

পরে যে প্রাণে শুষ্কতা আদি উপস্থিত হয়, তাহা উৎসবের দোষে নয়, কিন্তু সেই সকল পরম বস্তুকে আদর পূর্ব্বক হৃদয়ে রক্ষা না করাতেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ ব্রহ্মোৎসব প্রাণে এমন সকল ভাবের সমাবেশ আনয়ন করিয়া দেয়, যাহা দ্বারা অনেকের জীবন চিরদিনের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, কত-জনের কত প্রিয় ও বহু কালের সঞ্চিত বিষয়াসক্তির বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। কত জনের কত পাপাসক্তি জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি অল্প সময়ে সংগ্রামের পর সংগ্রাম করিয়াও যে মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহা এই এক একটী উৎসবের প্রবল বন্যার স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যায়। আমাদের জীবনের পক্ষে ব্রহ্মোৎসব গুলি যেন এক একটী সোপান অতিক্রম করিবার উপায় স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মোৎসব গুলিকে বাহিরের পার্থিব দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। হিসাবীর মত হিসাব করিয়া দেখিলে, চলিবে না। কৈ এই ত কত মত্ততা, কত উচ্ছ্বাস, ভাবাবেশ প্রভৃতি হইল, এখন ত তাহার কিছুই নাই। এভাবে বিচার করিয়া দেখিলে হইবে না। কারণ এক একবারের ব্রহ্মোৎসবের প্রকাণ্ড ব্যাপারে জীবনকে যে কতদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া যায়, বহির্দৃষ্টিতে তাহা সকল সময় বুঝিতে পারা যায় না। এরূপ উৎসবাদিতে যোগ না দিলে প্রাণের দুর্দ্দশা যে আরও কত পরিবর্দ্ধিত হইত তাহাও নিশ্চয়রূপে বলিবার উপায় নাই। সুতরাং বিষয়ীর বিষয়ের হিসাবের ভাবে উৎসবকে দেখিলে কখনই উপযুক্ত বিচার করা হয় না।

ব্রহ্মোৎসবের প্রধান আয়োজন ব্যাকুলতা, আত্মপ্রভাব বিনাশ ও দীনতানুভব। আমার কিছু নাই এবং কোন শক্তিও নাই এরূপ অনুভব যাহার হয়, সেই কেবল আপনাকে দীন বলিয়া মনে করিতে পারে—সেই কেবল তাহার দীনতানুভব করিতে পারে। কিন্তু আমার কিছু নাই আমি দীন হীন শুধু একথা ভাবিলেই হইল না। সেই দীনতা ঘুচাইবার জন্য আগ্রহ ও প্রবল ব্যাকুলতা থাকা আবশ্যক। উদাসীন দীনের কোন দিন দীনতা ঘোচে না। সে হা হুতাস করিয়াই শেষ করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে করে না। এজন্য যেমন আপনাপন অভাব অনুভব করিতে হইবে, তেমনি সেই অভাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে। আমাদের হস্তে এই পর্য্যন্তই ভার অর্পিত আছে, যে আমরা অভাব অনুভব করিয়া তাহা বিমোচনের জন্য ব্যাকুল হইব ক্রন্দন করিব, অভাবমোচনের কর্ত্তা যিনি তাঁহার দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিব, ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইব। দানের ব্যবস্থা তিনি করিবেন। কারণ দাতা আর কেহ নাই, অভাব মোচয়িতা আর কেহ নাই। এজন্য সর্ব্বদাই আমাদের এরূপ ভাবাপন্ন হইতে হইবে যেন ব্যাকুলতা ও দীনতা সহকারে ঊর্দ্ধমুখে দাতার দানের অপেক্ষায় থাকিতে পারি এবং উৎসবেও সেই ভাবেই গমন করিতে হইবে।

আমাদের প্রিয় এবং আত্মকল্যাণ লাভের এক প্রকৃষ্ট উপায়রূপী মাঘোৎসব আবার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। আবার পৌর্ণমাসী তিথি উপস্থিত প্রায়। প্রাণ-চকোর এখন হইতেই উল্লসিত হও; তোমার প্রিয়তমের সহিত সম্মিলনের শুভ মুহূর্ত্ত আসিতেছে। এ সময় নিদ্রিত বা উদাসীন থাকিও না। এ সময় যেন তোমার জীবন লাভের যথার্থ উপায়রূপে পরিণত হয়। অন্ধকারে পড়িয়া অনেক কাল ঘুমাইয়াছ, এখন অন্ধকার বিমোচনের সময়—সেই প্রেমচন্দ্রের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করিবার সময় উপস্থিত হইতেছে। এখন আলস্য শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ত্বরান্বিত হও। শুভমুহূর্ত্ত চলিয়া গেলে শীঘ্র পাইবে কিনা কে জানে। সুতরাং প্রস্তুত হও বিষয়ীর মত হিসাব করিতে বসিও না, কত বৎসর কত উৎসব করিলাম আবার যেই সেই। এরূপ অবিশ্বাস বা সন্দেহে আপনাকে নিরুৎসাহিত বা অবিশ্বাসী করিও না। দাতার উপর নির্ভর কর এবং তাঁহার দানের অপেক্ষায় জীবন ধারণ কর। তিনি তোমাকে অতৃপ্তবাসনায় বেশী দিন রাখিবেন না।

ব্যাকুলাত্মাগণ সকলে ত্বরান্বিত হউন, সকলের আকুল প্রার্থনা ভিন্ন সকলের শুভ সম্মিলন ভিন্ন মহোৎসবের মহা-ব্যাপার সুসম্পন্ন হয় না। মহান্ পরমেশ্বরের দান অবতীর্ণ হইবার পক্ষে ব্রহ্মোৎসব যেন এক একটী দ্বারস্বরূপ। সেই দ্বার সকলের সমবেত প্রার্থনা ও ক্রন্দনেই উন্মুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং জগতের জন্য এবং প্রত্যেক আত্মার কল্যাণের জন্য যে মহা আয়োজন আসিতেছে, আসুন সকলে সেই ব্যাপারে আপনাপন শক্তি নিয়োগ করি এবং সকলের আকুল প্রার্থনা নিযুক্ত করি, সকলের চক্ষুর জল তাহাতে প্রয়োগ করি। সিদ্ধিদাতা অবশ্যই সিদ্ধি প্রদান করিবেন।

মানুষ প্রস্তুত করা।

নিম্নলিখিত দুইটী দৃষ্টান্তের বিষয়ে পাঠকগণ নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করুন—

একজন জমিদারের দুইটী পুত্র ছিল। সেই পুত্র দুটীকে তিনি প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন। তাহাদের পরিচর্য্যার জন্য দাস, দাসী, বিষয় বিভব সমুদায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহা-দের সকল প্রকার অভাব আজ্ঞা মাত্র পরিপূরিত হইত। তাহাদিগকে তিনি শ্রম করিতে দিতেন না; সর্ব্বদা চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয় বিবিধ প্রকার সুস্বাদু ও সুপেয় দ্রব্য খাওয়াইয়া এবং দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যাতে শয়ন করাইয়া পালন করিতেন। ক্রমে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখনও তাহাদিগকে বিষয় রক্ষার কোনও ভাবনা ভাবিতে দিতেন না। সে সমুদায় ভার নিজ শিরে বহন করিতেন। জমিদারীর আয় ব্যয়ের হিসাব নিজে দেখিতেন। মামলা মোকদ্দমার বন্দোবস্ত নিজে করি-তেন। আদায় উসুলের ব্যবস্থা নিজে করিতেন। পুত্র দুটী খাইত, বেড়াইত, নিদ্রা যাইত ও বয়স্যদিগের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইত। সংসারের ভাবনা একটী দিনের জন্য ভাবিতে হইত না। এইরূপে দিন যায় হঠাৎ সেই ধনীর গুরু-তর পীড়া হইয়া আর চোকে কাণে দেখিতে দিল না। তিনি যে বিষয়ের কোনও বন্দোবস্ত করিয়া যাইবেন তাহার সুযোগ রহিল না। তিনি সেই বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রদ্বয় ও বিধবা পত্নীকে

রাখিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। শোকের দিন যখন গত হইল; শ্রাদ্ধাদি ফুরাইয়া গেল; তখন কর্ম্মচারীরা আসিয়া পুত্রদ্বয়কে বলিল—আপনারা গদিতে আসিয়া বসুন, বিষয় কর্ম্ম দেখুন। হঠাৎ কর্ত্তা বাবু হইয়া বসা, ইহাতে যুবকমনে এক প্রকার আনন্দ হয়, তাহারা সেই আনন্দে গদিতে গিয়া বসিল বটে কিন্তু কাগজ পত্র হাতে লইয়াই তাহারা অকূল সমুদ্রে পড়িয়া গেল। কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারে না। সেই সকল বিষয়ে অর্দ্ধ ঘণ্টা মনোযোগ করিতে ক্লেশ বোধ হয়। অবশেষে তাহারা বিষয় কর্ম্ম বুঝিবার প্রয়াস পরিত্যাগ করিল। আমলারা যাহা করে তাহাই হয়, তাহারা কেবল স্বাক্ষর করে। কিসে স্বাক্ষর করে তাহা একবার দেখে না। এমন কি স্বাক্ষরটা করিতেও যেন বিরক্তি বোধ করে। দিন রাত্রি কেবল আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করে, ক্রমে শুনিতে পাওয়া গেল দেনার জন্য বিষয় বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা দারিদ্র্য দশাতে পতিত হইল।

আর এক জন জমিদারেরও দুই পুত্র ছিল। তিনি নিজে অতিশয় শ্রমী লোক; তিনি আলস্য সহ্য করিতে পারিতেন না। পুত্রদ্বয়কে বালককাল হইতে শ্রমপটু করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। শৈশব হইতেই উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে দিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেন। শিক্ষাগুণে তাহারা বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ হইয়া উঠিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে না হইতে দুই জনকে দুইটী জমিদারীর তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। তাহাদিগকে নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় শ্রম করিতে হইত; হিসাব পত্র রাখিতে হইত; আদায় উসুল দেখিতে হইত। তাহারা জমিদারী হইতে বেতন পাইত, তদ্দ্বারা নিজ নিজ ব্যয় চালাইত ও কিছু কিছু সঞ্চয় করিত। এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহারা বিষয় রক্ষাতে পরিপক্ক হইয়া উঠিল। তাহারা এমন কার্য্যদক্ষ হইল, যে কর্ম্মচারিরা তাহাদিগকে একটী পয়সাও প্রবঞ্চনা করিতে পারিত না। পুত্রদ্বয় ক্রমে এত কৃতী হইয়া উঠিলেন যে তখন ধনীকে আর বিষয়ের ভাবনা বড় ভাবিতে হইত না। এইরূপে দিন যায় তিনি হঠাৎ পীড়িত হইলেন। রোগ এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে বিষয়ের কোনও বন্দোবস্ত করিবার সময় পাইলেন না। তাঁহারও মৃত্যু হইল। কিন্তু মৃত্যুর পর বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল না; দুই ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ সমগ্র বিষয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের হস্তে বিষয় দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই শোনা গেল তাঁহারা ধনীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই, উভয় পিতার মধ্যে কে ঠিক পিতার কাজ করিয়াছিল? পুত্রকে কেবল খাওয়াইলে পরাইলে ও স্নেহ দিলে হয় না। যে স্নেহে সন্তানকে অপদার্থ অকর্ম্মণ্য ও পর মুখাপেক্ষী করে, তাহা স্নেহ নহে নির্দ্দয়তা। সন্তানকে শিক্ষা দিবার সময়ে পিতা মাতা ভাবিয়া থাকেন, এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে সে জগতে একলা দাঁড়াইয়া খাটিয়া খাইতে পারে। নির্ব্বোধ পিতাদিগের সে দৃষ্টি নাই, তাঁহার সন্তানকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়া যায়।

যাঁহারা মানুষ প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই মতোপদেশ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এখন তুমি সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছ, তোমার ইচ্ছা সকলে পালন করিতেছে, তোমার সঙ্গে যাহারা আছে, যাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদিগকে কিছু ভাবিতে ও হইতেছে না। ইহা দেখিতে আপাততঃ বেশ। কিন্তু তুমি যে দিন মরিয়া যাইবে সে দিন সেই অকর্ম্মণ্য লোকগুলিকে কে দেখিবে? অতএব মানুষকে যদি গড়িতে চাও তবে শ্রমের দ্বারা দায়িত্ব ভার দ্বারা গঠন করিবার চেষ্টা কর। তাহাদের হস্তে তোমার কার্য্যের অবনতি না হইয়া যাহাতে উন্নতি হইতে পারে, এরূপ ভাবে শিক্ষিত কর! প্রত্যেক শিক্ষকের পক্ষে যে কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম সমাজের পক্ষেও তাহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আজ আমরা দশজনে মিলিয়া কাজ করিতেছি; কাজটা এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে, ভবিষ্যতে এই সকল কার্য্য যাহাতে উৎকৃষ্টরূপে চলিতে পারে, তাহার উপায় কি করিতেছি? কেবল চলিতে পারে এরূপ নহে, আমাদের অপেক্ষাও উন্নতি করিতে পারে, এমন মানুষ রাখিয়া যাইবার উপায় কি করিতেছি? ইহা ধর্ম্ম সমাজকে চিন্তা করিতে হইবে। আমাদের দুর্দ্দশা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে একটি কাজের লোক এ জগৎ পরিত্যাগ করিলে, আর সে স্থান পূরণ করিবার লোক পাওয়া যায় না। এ অভাব কিরূপে দূর হয় তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

ব্রাহ্মসমাজের কাজ যেন রাণারের ডাকের ন্যায়। ডাক লইয়া এক দল রাণার (runner) ছুটিতেছে তাহারা গম্য স্থানে পৌঁছিয়া স্কন্ধের ভার ফেলিয়া দিল, অপর এক দল প্রস্তুত, তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই ভার স্কন্ধে করিয়া ধাবিত হইল। এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মরূপ ডাকের বোঝা তোমরা স্কন্ধ হইতে নামাইলেই তাহা স্কন্ধে তুলিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত এমন লোক রাখিয়া যাইবার কি উপায় করিতেছ? প্রত্যেক ব্রাহ্ম এই প্রশ্নের দ্বারা ভবিষ্যতকে আলোচনা করিবার চেষ্টা করুন।

নির্জ্জন-চিন্তা।

একজন মহিলার লিখিত—
(প্রাপ্ত)

বিপদ ঈশ্বরের প্রেরিত, তাঁর হস্তের দূত, তোমার হৃদয়কে মহীয়ান করিতে আসিয়াছে, সে সময় ত্রাহি ত্রাহি করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। সে সময় অটল হইয়া মহান্ পরমেশ্বরের আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য।

তাঁর সংসার তাঁর রাজ্য, সুখ সম্পদে ডুবিয়া থাকিলে তাঁহাকে বুঝিব কিরূপে। তাই বিপদ আসে, তাঁর জাগ্রত শক্তি হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য, মানব আত্মাকে সম্মুখীন করাইবার জন্য বিপদ আসে। অতএব বিপদে ভীত হওয়া কোনক্রমে উচিত নয়; বরং বিপদকে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করা উচিত।

ঈশ্বরে উৎসর্গিত যে আত্মা তাহা দ্বারা যে কাজ হয় তাহাই সুন্দর।

বিষয় চিন্তা দ্বারা মানব আত্মা ক্লান্ত নিস্তেজ ও শুষ্ক হইয়া পড়ে, দাবানলের ন্যায় হৃদয় গহন সতত পুড়িতে থাকে, তৃষিত মৃগের ন্যায় মানব ছুটিয়া বেড়ায়; ইহার উপযুক্ত ঔষধ ধর্ম্ম চিন্তা? তাহা দ্বারা অবসন্ন বল প্রাপ্ত হয়, শুষ্ক আত্মা সরস হয়, পাপ ব্যাধি দূরে পলায়ন করে; লক্ষ্যভ্রষ্ট আত্মা প্রকৃত-পথ পায়।

আগে আমি মহৎ হই, তবে মহৎ কাজে অগ্রসর হইব; এরূপ মনে করিয়া বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না; এমন কোন কার্য্যে আপনাকে ফেলিয়া দাও, যাহার গুরুতর দায়িত্বে কলুষিত আত্মা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। দায়িত্ব বোধ না হইলে মানবের উন্নতি হয় না।

ঐশ্বরিক গুণ সকল মানবের আত্মাতে আছে; চর্চ্চা করিলে তাহার উৎকর্ষ হয়, পিতার গুণ হইতে পুত্র বঞ্চিত থাকিবে এ যে অসম্ভব।

পিতার যদি বিষয় থাকে আর পুত্র যদি তাহা না ভোগ করে, তবে সে যেমন চিরকাল দুঃখ পায়; সেইরূপ ঈশ্বরদত্ত বিষয় সকল আত্মাতে নিহিত আছে, চেষ্টা কর সকলেই তাহা পাইবে। তা বলে পুত্র কখন পিতা হইবে না; পুত্র চিরকাল পুত্রই থাকিবেন।

আত্ম-প্রশংসার কথা যতই ভাবিবে, ততই অহঙ্কারের উৎপত্তি হইবে। কে কি বলিল তাহা সতত জল্পনা করিয়া আত্মাকে গর্ব্বিত করিও না; যাহা বিবেক-সিদ্ধ প্রাণ দিয়া তাহা করিয়া চলিয়া যাও।

ঈশ্বর-করুণা ও সদিচ্ছা; এ দুয়ের সামঞ্জস্য হইলে পর্ব্বত পথ ছাড়িয়া দিবে, সমুদ্র তটস্থ হইবে; এবং হলাহল অমৃত হইবে।

ঈশ্বর-করুণা জগতে অহর্নিশি ছুটিয়াছে; দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সে করুণা যিনি ভিক্ষা করিবেন, তিনি তাহা প্রত্যক্ষ বুঝিবেন।

ঈশ্বর-করুণা আমাদের মধ্যে দুইভাবে কার্য্য করিতেছে; প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ; সে করুণার প্রতি যিনি বিশ্বাসের সহিত নির্ভর করেন, তিনি প্রত্যক্ষ দেখেন সে, করুণার প্লাবনে ইহকাল পরকাল অনন্তকাল ভাসমান হইতেছে; সে করুণার বিশ্বব্যাপী ব্যাপার দেখিয়া বিশ্বাসী সাধকের দুর্গম পথ সুগম হইয়া যাইতেছে।

সরোবরে বিকসিত পদ্ম প্রেমভরে ঢল ঢল করে; তেমনি কোন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎকথা শ্রবণ ও সাধুসঙ্গ লাভ করিলে সাধক-হৃদয় মহাপ্রেমে বিগলিত হইয়া ঢল ঢল করে।

শরীর রূপ যন্ত্র দ্বারা আত্মা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাই পার্থিব রাজ্যে এত দুঃখ শোকের ঘন ছায়াও মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়া বদ্ধ আত্মা ভয়ে কম্পিত হইতেছে; কিন্তু মৃত্যুই এ রোগের পরম ঔষধ। মৃত্যু উপযুক্ত সময়ে আসিয়া ইহাকে বদ্ধতা হইতে মুক্ত ও স্বাধীন করিয়া দিবে, তখন দুঃখ শোকে ভয়ে আত্মাকে মুহ্যমান করিবে না, তখন আত্মা অসীম সুখে মগ্ন হইবে।

মক্ষিকা মধুর পাত্রে আটকাইয়া যায়; মনে হয় তার আর উদ্ধার নাই; কিন্তু যদি কোন সুযোগে সে উঠিতে পারে, তাহা হইলে পুনরায় শূন্যে ভ্রমণ করিয়া মনের সচ্ছন্দতা লাভ করে; সেই প্রকার এই সংসার রূপ মধুর পাত্রে মানব আটকাইয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে তাহার আর উদ্ধার হইবে না। কিন্তু আপনার অধ্যবসায় ও ব্রহ্ম কৃপাগুণে যদি সে উঠিতে পারে; তবে সচ্চিদানন্দরূপ নির্ম্মল বাতাসে সে আবার আনন্দ অনুভব করে।

স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে মণিকাঞ্চন যোগের কথা শুনা গিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত মণিকাঞ্চন যোগ তখনি হয় যখনি তাঁহাদের আত্মা আধ্যাত্মিক যোগে এক হইয়া মহান্ প্রেমের দিকে ছুটিতে থাকে।

এই পাপ তাপ অশান্তি দুঃখ শোকময় সংসার ছাড়িয়া দিয়া, অনেকে ধার্ম্মিক হইবার জন্য সংসারকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান; মনে করেন এইরূপ ত্যাগী হইলেই ধার্ম্মিক হইব। কিন্তু এ বড় ভুল।

এই দুঃখ শোক অশান্তি প্রলোভনময় সংসারে বাস করিয়া তোমাকে ধার্ম্মিক হইতে হইবে। এই চঞ্চল সংসারে যদি আপনাকে দৃঢ় রাখিতে পার, তবেই তুমি সিদ্ধ হইবে। আর রণস্থল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে বীরের যেরূপ কাপুরুষত্ব প্রকাশ পায়, সেইরূপ এই সংসার সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিলে ধর্ম্ম রাজ্যে সেইরূপ কাপুরুষত্ব প্রকাশ হয়।

শত্রু আসিয়া রাজ্য লুটিতেছে, সে সময় রণে ভঙ্গ দিলে দেশ ছারখার হইয়া যায়; এই সংসারে কত পাপ দানব আছে, জয় করিতে হইবে; কত অশান্তি অরি আছে, মারিতে হইবে, কত অন্যায় অত্যাচারের তীব্র বিষ আছে দূর করিতে হইবে; সমস্ত জঞ্জাল দূর করিয়া শান্তির রাজ্য স্থাপন করিবে এই ধর্ম্মের প্রধান আদেশ। তা নয় প্রথমেই তুমি রণস্থল দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিলে?

সমাজের সঙ্গত সভার আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার, ১৮৯২।

আলোচনার বিষয় "খৃষ্টীয়ধর্ম্ম হইতে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়।"

হে—পাপের জন্য অনুতাপের ভাব আমরা খৃষ্টান ধর্ম্ম হইতে শিক্ষা করিতে পারি। পাপের প্রতি ঘৃণা ও পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনুতাপের ভাব খৃষ্টানদের যেমন আছে এমন আর কোন ধর্ম্ম সমাজে দেখা যায় না। পরিত্রাণের জন্য খৃষ্টানদের খুব প্রবল আন্তরিক যত্ন দেখা যায়।

প্রার্থনার ভাবও খৃষ্টানদিগের নিকট আমাদের শিক্ষার বিষয়। অনুতাপিত আত্মার সবল প্রার্থনা খৃষ্টানদের মধ্যে যেমন সুন্দর এমন আর কোন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে নাই।

ম—অন্যের ও শত্রুর মঙ্গল কামনা করার ভাব খৃষ্টানদের খুব ভাল। তাঁহারা যাহার নিকট হইতে নিগৃহীত হন, আবার

তাহারই মঙ্গল কামনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। খৃষ্টানদিগের ক্ষমার ভাব ও শত্রুর মঙ্গল কামনার ভাব আমাদের শিক্ষা করা উচিত।

কৈ—ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত একত্রে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করার ভাব আমরা খৃষ্টানদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি। সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্য একত্র মিলিত হইয়া একযোগে কার্য্য সম্পন্ন করার ভাবও আমরা খৃষ্ট শিষ্যদিগের নিকট শিখিয়াছি।

গো—পিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করা ও তাঁহার অনুগত হইয়া নরনারীর সেবা করার ভাব খৃষ্টানদের মধ্যে যেমন প্রবল রহিয়াছে, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। এই ভাবই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। খৃষ্টানেরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে ও তাঁহার পুত্র কন্যাগণের সেবার জন্য অসীম ক্লেশ ও প্রভূত স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের এই ভাবটী বিশেষভাবে শিক্ষা করা উচিত। ধর্ম্মের উপদেশ অপেক্ষা জীবনই শ্রেষ্ঠতর, মহাত্মা খৃষ্ট সেই জীবন প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই জগতে তাঁহার ধর্ম্ম এইরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছে।

কৈ—পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক,—এই ভাবটীই খৃষ্টানদিগের বিশেষত্ব। হিন্দুদের মধ্যে এ ভাব দৃষ্ট হয় না। আমরা সর্ব্বোপরি এই ভাবটীই খৃষ্টানদের নিকট শিক্ষা করিব।

সু—আমার বিবেচনায় খৃষ্টানদের ধর্ম্মে ও খৃষ্টের ধর্ম্মে কিছু তফাৎ আছে। খৃষ্টানদের একটী বিশেষত্ব এই যে নিজেদের উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে উদ্ধার করার ভাব যেমন প্রবল এমন আর কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে নাই। অন্যকে উদ্ধার করার জন্য ইহাদের যেমন কার্য্যশীলতা ও উৎসাহ দেখা যায় তেমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কিন্তু ক্রাইষ্টের ধর্ম্ম এই যে আমি ও আমার পিতা এবং প্রত্যেক মানবাত্মার মধ্যে আমার পিতা এই—ত্রিত্বে একত্ব ভাবই প্রধান।

বি—খৃষ্টধর্ম্ম ও খৃষ্টসমাজ, এই দুইতে কিছু তফাৎ আছে। অন্যান্য সাধারণ ধর্ম্মভাব সকল ধর্ম্মেই আছে, কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে, ইহা মুক্তির ধর্ম্ম। খৃষ্টধর্ম্ম মুক্তির ধর্ম্ম বলিয়াই অনুতাপের ভাবও পাপের প্রতি ঘৃণার ভাব প্রবল দেখা যায়। হিন্দুধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম সুতরাং তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ভাবের প্রাবল্য দেখা যায় না। খৃষ্টানধর্ম্ম ব্যক্তিত্ব প্রধান, আর হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব-প্রধান। সুতরাং আমরা খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে ব্যক্তিত্ব ভাব শিক্ষা করিব। খৃষ্টানদের মধ্যে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক অর্থাৎ "Thy will be done" যেমন আছে, হিন্দুদের মধ্যে ঐ ভাবই অন্য আকারে দৃষ্ট হয় যথা—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন; যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" এই উভয়ই এক কথা।

যদিও কার্য্য সুসম্পন্নের জন্য খৃষ্টানদের নিকট হইতে আমাদিগকে সম্মিলনের ভাব লইতে হইবে, কিন্তু তাহা অতি সাবধানে লওয়া উচিত। তাহা না হইলে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের ক্ষতি হইতে পারে, সম্মিলনের ভাবের বিপদ এইখানে।

উ—ব্যক্তিগত ভাব খৃষ্টানগণ বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাই খৃষ্টানদের মধ্যে প্রবলরূপে প্রকাশ দেখা যায়। খৃষ্টধর্ম্মের সার যাহা তাহা মহাত্মা ক্রাইষ্ট আপনার পার্ব্বতীয় উপদেশে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাই খৃষ্টানদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে। উহার সর্ব্বোচ্চ ভাব এই যে, নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত করিতে হইবে। খৃষ্টানদের মধ্যে প্রত্যেকেরই খৃষ্টের মত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবল—ইহাও তাঁহাদের বিশেষত্ব বলিতে হইবে।

খৃষ্টসমাজের চার্চ্চের ভাব খুব ভাল। এই অর্গানিজেসনের ভাব হইতে তাহাদের রাজধর্ম্ম প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে। এই ভাবটী বিশেষভাবে খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে আমাদিগকে লইতে হইবে। আমরা এ পর্য্যন্ত [illegible] ভাবের ছায়া লইয়াছি মাত্র, আমাদের এখনও অর্গানিজেসন হয় নাই।

উপাসক মণ্ডলীর ভাবও খৃষ্টানদের খুব সুন্দর দেখা যায়, সকলে একত্র হইয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের উপাসনা ও প্রার্থনাদি করা অতি সুন্দর।

একদিকে পার্শনাল গড় ও তাহা হইতে ব্যক্তিগত ভাব আর অন্যদিকে অর্গানিজেসনের ভাব,—এই দুইটী সুন্দর বিষয় খৃষ্টানদের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং তাহাই আমরা বিশেষ ভাবে তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিব। ব্রাহ্মসমাজ গঠন পক্ষে খৃষ্টানীয় দৃষ্টান্ত আমাদের অনেক সাহায্য করিবে।

পাঁচ ফুলের সাজি।

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"

আপনা দ্বারাই আপনাকে উদ্ধার করিবেক, আপনাকে অবসন্ন করিবেক না। আপনিই আপনার বন্ধু এবং আপনিই আপনার রিপু।

2. Tennyson-

"Let knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell."

জ্ঞান অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকুক, কিন্তু আমাদের মধ্যে যেন অধিকতর ভক্তি থাকে।

3. Milton—

"He that has light within his own clear breast,
May sit in the centre and enjoy bright day;
But he that hides a dark soul and foul thoughts
Benighted walks under the midday sun."

যাঁহার সুনির্ম্মল অন্তঃকরণে (দিব্য) আলোক আছে, তিনি পৃথিবীর কেন্দ্রাভ্যন্তরে বসিয়াও উজ্জ্বল দিবালোক ভোগ করিতে সক্ষম হয়েন; কিন্তু যাঁহার অন্তরে তমসাচ্ছন্ন আত্মা এবং কুচিন্তা লুক্কায়িত থাকে, তিনি মধ্যাহ্নের সূর্য্যালোকেও (যেন) রজনীযোগে পথহারা হইয়া বিচরণ করেন।

৪। চাণক্য—

"ত্যজ দুর্জ্জন সংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যম্ নিত্যতাম্॥"

দুর্জ্জন সংসর্গ পরিত্যাগ কর, সাধুসঙ্গে বাস কর, দিবানিশি পুণ্য আচরণ কর, এবং সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা স্মরণ কর।

5. Bulwar Lytton—

"What deduction from reason can apply to love? Love is a very contradiction of all the elements of our ordinary nature; it makes the proud man meek,—the cheerful, sad,—the high-spirited, tame; our strongest resolutions, our hardiest energy, fail before it. Believe me, you cannot prophesy of its future effect in a man from any knowledge of his past character."

কোন জ্ঞানের মীমাংসা প্রেমের বিষয়ে প্রযুজ্য হয়? উহা আমাদের সাধারণ প্রকৃতির উপকরণ সমূহের অসামঞ্জস্য। ইহা গর্ব্বিত মনুষ্যকে দীন করে,—প্রফুল্লকে বিষণ্ণ করে,—তেজোময় দুর্দ্দম আত্মাকে বশীভূত করে; আমাদের দৃঢ়তম প্রতিজ্ঞা সমূহ, এবং আমাদের দৃঢ়তম তেজ, ইহার নিকট ব্যর্থ হয়। নিশ্চয় জানিও একজন মনুষ্যে যে ইহার কি ভবিষ্য ফল হইবে, তুমি তাহার অতীতকালের চরিত্র জ্ঞান হইতে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পার না?

প্রেরিত পত্র

শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ কোন প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিবেন, কাহারও কথা শুনিয়া চলিবেন বা আপনাপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবেন এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে, সুতরাং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা অসাময়িক নহে। এজন্য নিম্নলিখিত পত্র খানা লিখিত হইল। আশাকরি তত্ত্ব-কৌমুদীতে পত্র খানা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপনকালে যে নিয়মাবলী প্রণীত হয় তাহাতে প্রচারকগণের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নিয়ম হয় যে "প্রচারকগণ আপনাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞানানুসারে এবং যত দূর সম্ভব কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নির্দ্দেশানুসারে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন"। কয়েক বৎসর এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য চলিতে থাকে, তখন কার্য্যের বিশেষ সুবিধা না হইলেও বিশেষ অসুবিধা হয় নাই, কিন্তু যত দিন গত হইতে লাগিল ততই দেখা গেল যে প্রচারকগণের কার্য্যপ্রণালী কোন এক নিয়মানুগত না করিতে পারিলে সুবিধা হয় না। এক স্থানে এমন শক্তি থাকা আবশ্যক যাহাদ্বারা প্রচারকগণের কার্য্য নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল হইতে পারে। কার্য্যতঃ এরূপ কোন উপায় অবলম্বিত না হওয়ায় তখন কার্য্যের বিশেষ বিঘ্ন ও উপস্থিত হইতেছিল। এজন্য যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী রীতিমত সংশোধিত হয়, তখন প্রচার কার্য্য সম্বন্ধীয় নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া এই নিয়ম গৃহীত হয়—"প্রচারকগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিবেন। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যত দূর সম্ভব প্রচারকগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক কার্য্য করিবেন।" এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবার পরে কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ সুশৃঙ্খলা না হইলেও একরূপ কাজ চলিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উক্ত নিয়ম মানিয়া চলিবার পক্ষে যে সকল যুক্তি বা আপত্তি শ্রবণ করা যাইতেছে, পূর্ব্বে সেরূপ আপত্তি শুনা যায় নাই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই আপত্তিই শ্রবণ করা যাইত যে এই নিয়ম দ্বারা প্রচারকগণের স্বাধীনতার হানি হইবে। তাঁহারা স্বাধীনতার সহিত কার্য্য করিতে না পারিলে ভাল রূপ কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান সময়ে স্বাধীনতার বিঘ্ন হইবে এ কথার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ কথাও হইতেছে যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রচারকগণের কার্য্য নিয়মিত করিতে উপযুক্ত পাত্র নহেন। কারণ তাঁহাদের অধিকাংশ বিষয়ী লোক। বিষয়ী হইয়া বিষয়-ত্যাগীগণের চালক হইবেন তাহা হইতে পারে না। প্রচারকগণের কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য হয় কোন বিষয়-ত্যাগী ব্যক্তিবিশেষের উপর অথবা তাঁহাদেরই উপর ভার দেওয়া হউক।

কোন সমাজের সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে হইলে যে সম্পূর্ণরূপে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা কাহারও থাকা সম্ভব এমন মনে হয় না। কোন না কোন প্রকারে স্বাধীন ইচ্ছার ব্যতিক্রম করিতেই হয়। যেমন একজন লোক যদি কোন সমাজের সভ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিয়মিতরূপে চাঁদা দিতে হয়, সেই সমাজের নিয়মানুযায়ী সদাচারী হইতে হয়। কেহ যদি তাহার অন্যথা করে তবে আর তাহার সভ্য থাকা সম্ভবে না। যখন কোন সমাজের একজন সভ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিলে চলে না, তখন প্রচারকগণের যে বিশেষভাবে কোন না কোন বিষয়ে আপনাপন ইচ্ছার সঙ্কোচ করিয়া চলিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।—যদি ইহাই সত্য হয় যে কোন সমাজের সহিত সংশ্রব থাকিলেই সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছানুসারে চলিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে প্রচারকগণই কি সেই নিয়মের বহির্ভূত হইবেন? বাধ্যতা কখনই হীনতার লক্ষণ নহে; বরং পরম উপকারী। বর্ত্তমান সময়ে বাধ্যতার আবশ্যকতা প্রমাণেরও বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। কারণ বর্ত্তমান সময়ে একরূপ সিদ্ধান্তই হইয়াছে যে বাধ্যতা ভিন্ন সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য চলিতে পারে না।

এখন কথা হইতেছে যদি কোন স্থানে এমন একটী শক্তি থাকা আবশ্যক হয়, যাহা সকলকে নিয়মিত করিবে—সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিবে, তবে সে শক্তি কোথায় থাকিবে? যে কয়েক জন প্রচারক আছেন তাঁহারা যদি আপনাদের মধ্যে এই শক্তি আবদ্ধ রাখেন, তাহাতে কার্য্য চলিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইবে। কারণ তাঁহারা এখনও সংখ্যায় অল্প, তাঁহাদের বর্ত্তমান সংখ্যার সকলে কোন এক স্থানে মিলিত হইতে না পারিলে আর কার্য্য চলিবার সম্ভাবনা নাই। তাহা করিতে

গেলে প্রচার কার্য্য একরূপ বন্ধ করিতে হয়। কারণ কার্য্যের ব্যবস্থাপক ভিন্ন ব্যবস্থানুরূপ কার্য্যকারক আর মিলিবে না। সুতরাং তাঁহাদের উপর প্রচার কার্য্য নিয়মিত করিবার ভার দেওয়া সম্ভবপর নয়। কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর কার্য্য নিয়মিত করিবার ভার দেওয়া সাধারণ সমাজের মূল উদ্দেশ্যের বিরোধী। এবং তাহা নিরাপদও নহে। এরূপ লোকবিশেষের উপর ভার দেওয়ার অনিষ্ট ফল ব্রাহ্মসমাজ ভোগ না করিয়াছেন এমন নয় এবং সম্ভবতঃ এত অল্প সময় মধ্যেই ব্রাহ্মগণ তাহা বিস্মৃতও হন নাই। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের উপর এই কার্য্যের ভার দেওয়াও সঙ্গত নয়। তাহা হইলেই কোন এক ক্ষুদ্র সমিতির উপর এই কার্য্যের ভারার্পণ করিতে হইবে। যদি তাহাই হয়—যদি কোন এক স্থানে সকলের কার্য্য নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল করিবার জন্য কোন সমিতি গঠনই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর সেই শক্তি অর্পণ করিতে আপত্তি কি? বিশেষতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক সভাই প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত। তাঁহারাই প্রচারক মনোনীত করিয়া থাকেন, আবশ্যক হইলে প্রচারকগণের পুনর্মনোনয়ন ও প্রচারকগণের কাহাকেও তৎপদ হইতে অপসৃত করিবার ভারও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপরই অর্পিত আছে। এই অবস্থায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমিতির উপর এই কার্য্যভার অর্পণ করিবার কি আবশ্যকতা আছে। যদি সম্ভব হইত যে, বিষয়ী ভিন্ন অন্য লোক দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু এখন সে সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ বিষয়ী এবং অবিষয়ীর শ্রেণী বিভাগ করিয়া পরস্পরের মধ্যে ইতর বিশেষ করিবার রীতি ব্রাহ্মসমাজ কখনই গ্রহণ করেন নাই, এবং তাহা প্রার্থনীয়ও নয়। তাহাতে কেবল গণ্ডীর পর গণ্ডীই দেওয়া হয়। এই শ্রেণী বিভাগের পরিবর্ত্তে বরং ব্রাহ্মসমাজ ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, গৃহস্থ হইয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মসাধন করাই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব। সুতরাং বিষয়ী হইলেই আর প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না, এরূপ কথার মূলে কোন সুযুক্তি দেখা যায় না। প্রচারক মহাশয়গণ যখন অনুভব করিতেছেন যে, কোন এক স্থানে সেই শক্তি রাখিতেই হইবে, যাহা তাঁহাদের কার্য্যকে নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল করিবে। তখন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের অধিকাংশ বিষয়ী বলিয়া তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে কেবল অত্যধিক আত্মাভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। যে অভিমান পরিত্যাগ করিবার জন্য তাঁহারা নিয়ত উপদেশ দিয়া থাকেন, যে অভিমান থাকিলে ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব মনে করেন, সেই অভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিজেরা যদি অমানী হইয়া কার্য্য করেন তাহা হইলেই তাঁহাদের উপদেশ এবং ধর্ম্ম নিয়মের অনুরূপ কার্য্য করা হয়। অন্যথা অপরেরা অমানী হইয়া বিনীত হউক আর আমরা নিজ দৃষ্টান্তে তাহার অন্যথাচরণ করি এরূপ ভাবে কার্য্য করিলে তাঁহাদের উপদেশ লোকে ভালভাবে গ্রহণ করিবে না এবং তাঁহারা লোককে কখনই সুশিক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন না।

আর যদি এমনই হয় যে, বিষয়ী লোকের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করা তাঁহাদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নয়, তাহাতে কার্য্যের সুশৃঙ্খলা না হইয়া বিশৃঙ্খলা ঘটিবারই অধিকতর সম্ভাবনা। তাহা হইলেও সেই কথা সমাজস্থ লোককে ভালরূপে বুঝাইয়া যাহাতে বর্ত্তমান নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়, তাহারই চেষ্টা করা এবং উপযুক্ত প্রণালীতে বিধিমত আন্দোলন আলোচনা করিয়া নিয়মের দূষণীয়তা ও অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য এবং যাহাতে নিয়ম সংশোধিত হয়, তাহারই উপায় করা কর্ত্তব্য. কিন্তু তাহা না করিয়া যদি তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত নিয়মকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করেন, আপনাপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা দ্বারা যে কার্য্যের জন্য তাঁহারা জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, একদিকে যেমন তাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে অর্থাৎ প্রচার কার্য্য সুনিয়মে চালিত হইবে না। অন্যদিকে তাঁহারা লোকক্রে অতি কুশিক্ষা প্রদান করিবেন। যেরূপ কুশিক্ষা প্রদান করা তাঁহাদের পক্ষে কখনই কর্ত্তব্য নয়। প্রচারকগণ লোককে সুনীতি শিক্ষা প্রদান করিবেন, সকলকে সর্ব্বপ্রকারের সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন, সমাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সকল যাহাতে সকলে প্রতিপালন করিয়া চলে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন, ইহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি নিজেরা তাহার অন্যথা করেন, তাহা হইলে অন্যের নিকট কিরূপে সেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পারেন। এখন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে সমাজ যে ক্ষমতা দিয়াছেন, যদি এরূপই বিবেচিত হয় যে, উক্তরূপ ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তে থাকা প্রার্থনীয় নয়, এবং কার্য্যনির্ব্বাহের অনুকূল নয়, তাহা হইলে যথাবিধি সেই নিয়মের সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া যাহা সুযুক্তিসম্মত, এবং কার্য্যনির্ব্বাহের অনুকূল সেইরূপ নিয়ম করাই বিশেষ আবশ্যক, কারণ কার্য্যনির্ব্বাহ হওয়াই প্রার্থনীয়। কার্য্য ব্যর্থ করা কাহারও উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং প্রচারক মহাশয়গণ যদি সাধারণকে তাঁহাদের অসুবিধার কথা জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে অতি সহজেই নিয়ম সংশোধিত হইতে পারে। কাহার হস্তে শক্তি চালনার ভার থাকিবে, তাহা এমন কিছু বিচার্য্য বিষয় নয়, কিন্তু কিরূপে কার্য্যের শৃঙ্খলা হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করাই প্রার্থনীয়। এজন্য প্রচারক মহাশয়গণের নিকট বিনীত নিবেদন তাঁহারা নিয়ম সংশোধনের জন্য উপায় গ্রহণ করুন। কিন্তু যতদিন নিয়ম সংশোধিত না হয়, ততদিন যেন নিয়মলঙ্ঘনরূপ কুদৃষ্টান্ত দ্বারা অপর সাধারণকে কুশিক্ষা দান না করেন। তাঁহারা নিজেরা যদি নিয়ম লঙ্ঘন করিতে থাকেন, তাহা হইলে অপরেরা ইহাপেক্ষা গুরুতর নিয়ম সকল লঙ্ঘন করিলেও তাহাদিগকে শাসন করা বা সুপথে আনয়ন করা অসম্ভব হইবে। আশা করি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এবং প্রচারক মহাশয়গণ মিলিত হইয়া আপনাদের কার্য্যের শৃঙ্খলা সাধন করিতেই বিশেষ প্রয়াসী হইবেন। নিয়মে দোষ থাকে তাহা সংশোধন করিবেন। অন্যথা যাহাতে নিয়মানুসারে কার্য্য হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিবেন। বিশৃঙ্খলভাবের গোলযোগে যেমন কার্য্য ক্ষতি, তেমনি নিজ নিজ আত্মারও অধোগতি হইয়া থাকে।

কলিকাতা,　　　　　　নিবেদক

শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

জলপাইগুড়ি হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মের একখানা পত্র পাওয়া গিয়াছে :—

মহাশয়! "বিগত ১৬ই কার্ত্তিকের তত্ত্ব-কৌমুদীর ব্রাহ্মসমাজ স্তম্ভে বিবাহের সংবাদে লেখা হইয়াছে যে শ্রীযুক্ত মুন্সি জালাল উদ্দীন মিঞা বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।" সংবাদদাতা ভুল সংবাদ দিয়াছিলেন। মুন্সি জালাল উদ্দীন মিঞা আচার্য্যের কার্য্য করেন নাই। পাত্রের খুড়া শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয়ই আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। রংপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস এবং কৈলাস বাবু পাত্র এবং পাত্রীকে উপদেশ দেন।

উক্ত পত্রপ্রেরক আরও লিখিয়াছেন ;—

গত ১১ই আশ্বিন কলিকাতা বাহির মৃজাপুর রোডে হুগলী জেলার অন্তর্গত মায়াপুর গ্রাম নিবাসী পরলোকগত রামতারণ রায়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী বিমলা বালার সহিত উক্ত জেলার অন্তর্গত কেওটা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ হরিমোহন চক্রবর্ত্তীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, যদু বাবু এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মসম্মিলনী—শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের বাগানে ব্রাহ্মসম্মিলনীর বিগত অধিবেশন হইয়াছিল। কেহ কেহ ৩রা ডিসেম্বর শনিবার রাত্রিতে গিয়া উদ্যানে বিশেষ প্রার্থনা সঙ্গীত সংকীর্ত্তনাদিতে যাপন করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে উপাসনা আরম্ভ হইয়া প্রায় বেলা ১টা পর্য্যন্ত উপাসনাদি চলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। অদ্যকার বিশেষ আনন্দকর ঘটনা এই যে উপাসনান্তে উপস্থিত ভগ্নীদিগের মধ্যে একজন, দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এবং আপনার জীবন ঈশ্বর ও মানবসেবার জন্য অর্পণ করিতে সংকল্প করিলেন। তাঁহার প্রার্থনাতে উপস্থিত সকলের হৃদয় বিশেষভাবে আন্দোলিত হইয়াছিল। সকলেই ঐশী শক্তির আবির্ভাব বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে পারিলেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হইয়াছিল। তদনন্তর আলোচনাতে কিছু সময় যাপিত হয়। পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে ফিরিয়া আসেন।

শ্রাদ্ধ—বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার পুরুলিয়ার সিবিল সার্জন ডাক্তার ডি বসুর মাতৃশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কতিপয় বন্ধু কলিকাতা হইতে নিমন্ত্রিত হন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও অপর কতিপয় বন্ধু প্রাতে পুরুলিয়াতে উপস্থিত হন। শনিবার রাত্রে ডাক্তার বাবুর গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়। রবিবার প্রাতে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধস্থলে ডাক্তার বাবুর একটী পুত্র স্বর্গগতা পিতামহীর একটী জীবন চরিত পাঠ করিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবু বলিলেন যে তাঁহার স্বর্গগতা জননী ৩৫ বৎসরেরও অধিক কাল সন্তানের শুভ কামনাতে ব্রত লইয়া আহারার্থ নিজের দক্ষিণ হস্তের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি ৩৫ বৎসর পরে যখন দক্ষিণ হস্তের ব্যবহার করিবার অধিকার পাইলেন তখনও অভ্যাস বশতঃ সময়ে সময়ে বামহস্তে আহার করিয়া ফেলিতেন। মাতৃস্নেহের এই অদ্ভুত বিবরণ শুনিয়া উপস্থিত সকলেরই মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। অপরাহ্ণে শত শত দরিদ্র লোককে কাপড় চাউল ও অর্থ বিতরণ করা হইল। এতদুপলক্ষে ধর্ম্মদাস বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ১২৲ টাকা, সাঃ ব্রাঃ সমাজ সাধারণ ফণ্ডে ১২৲ টাকা, ব্রাহ্ম-পরিচারকাশ্রমে ১২৲, এবং ময়মনসিংহ, বারশাল, ফরিদপুর ও কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজে কিছু কিছু টাকা দান করিয়াছেন।

৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার সায়ংকালে পুরুলিয়ার টাউনহলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "সার ধর্ম্মের লক্ষণ কি" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে পুরুলিয়া সহরের শিক্ষিত ভদ্রলোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী সোমবার সায়ংকালে উক্ত স্থানে শাস্ত্রী মহাশয়ের আর একটী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয় "ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য কেন?—তৎপরবর্ত্তী মঙ্গলবার শাস্ত্রী মহাশয় সহরে প্রতিনিবৃত্ত হন।

৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও নবজীবন লাভের দিন। এতদুপলক্ষে বিগত বর্ষের ন্যায় উক্ত দিবসে বোলপুরস্থ শান্তি নিকেতনে এক উৎসব হইবে। কলিকাতা হইতে অনেকে বোলপুরে যাইবেন।

নামকরণ—সম্প্রতি মাণিকদহে শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুহ ও শ্রীমতী বিধুমুখী সিংহের দ্বিতীয় সন্তান ও দ্বিতীয় কন্যার নামকরণ কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে কন্যার পিতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ফণ্ডে ২৲ টাকা ও কন্যার মাতা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ব্রাহ্ম-পরিচারকাশ্রম—বিগত ১লা ডিসেম্বর ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রমে বিশেষ উৎসব হয়। এতদুপলক্ষে লাহোর হইতে সমাগত ভাই প্রকাশ দেব ও ভাই সুন্দর সিং আশ্রমের পরিচারক দলভুক্ত হইবার সংকল্প জ্ঞাপন করেন। বীরভূম নিবাসী শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র লাহিড়ীও পরিচারক হইবার সংকল্প জ্ঞাপন করেন। ইনি সম্প্রতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। তদ্ভিন্ন শ্রীমান্ এককড়ি সিংহ কুলদারঞ্জন রায়, সহায় দলে উন্নীত হন ও বজ্রযোগিনী নিবাসী কুঞ্জলাল গুহ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সায়ংকালের উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন ঘোষাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্যার্থে তাঁহার সংগীত শক্তিকে নিয়োগ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া, আশ্রমের শিক্ষাধীনে আপনাকে অর্পণ করেন।

পরিচারকাশ্রম সম্বন্ধে আর একটী সুখের সংবাদ এই, যে নিজামতের ভূতপূর্ব্ব মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল সম্প্রতি বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের মানসে আশ্রমস্থ সাধকদলের সহিত আসিয়া যোগ দিয়াছেন। বিগত ১৪ই ডিসেম্বর বুধবার প্রাতঃকালীন উপাসনারপর ইনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন যে ইনি পরিচারকাশ্রমে ১০০৲ টাকা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ডে ১০৲ টকা দান করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগাদী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর ১৪ ধারাপ্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতানুসারে এবং প্রচার কমিটীর অনুরোধ ক্রমে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আগামী বৈশাখ মাসে (১৩০০ সালে) শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণদয়াল রায়
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ। ১৮শ সংখ্যা। | ১৬ই পৌষ শুক্রবার; ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বলে ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶০

কি ব'লে ডাকিব?

ঈশ্বর, মহান্ তুমি বাক্য মনাতীত!
কি ভাষা আছে এ ভবে
কি বলে ডাকিব তবে?
কি বলিলে প্রাণ মোর ডেকে হবে প্রীত?

মানবের গুণ দিয়ে তোমারে গড়িব?
তোমারে গড়িয়া লব?
মানব কি স্রষ্টা তব?
বল তবে কি ভাষায় কেমনে ডাকিব?

সতত সৃষ্টির মূলে আছ প্রকাশিত।
যে দিকে ফিরিয়া চাই
তোমারে দেখিতে পাই;
তোমারি আলোকে যেন সব আলোকিত।

সকলি যে ক্ষণস্থায়ী জগত মাঝারে;
অবিরত সুখ আশে
ছুটে যাই যার পাশে,
ভেঙ্গে চুরে যায় তারা নিভে অন্ধকারে।

সকলি ফুরায়ে যায় কি রহে তখন?
শুধু তুমি স্বপ্রকাশ,
প্রাণ মূলে বার মাস।
তুমি শুধু পরাজিয়া জীবন মরণ।

আছ গো অরূপ রূপে তুমিই একাকী।
রয়েছ রয়েছ নিত্য
সত্যের পরম সত্য,
বল গো তোমারে তবে কি বলিয়ে ডাকি।

তোমাতে উদ্ভূত, লীন, বিশ্ব চরাচর;
তোমারি শক্তির বলে
এই চারু সৃষ্টি চলে,
তোমারি শক্তিতে সৃষ্ট এ মোর অন্তর।

তোমারি শক্তিতে এই জ্ঞানের বিকাশ;
তোমারি শক্তির বলে,
জ্ঞানী হই মহীতলে;
সৃষ্টির জ্ঞানেতে প্রভু তোমারি প্রকাশ।

খোদিত তোমারি কথা যদি জ্ঞানতলে,
তবে হে ধ্যানের ধ্যান,
জ্ঞানের চরম জ্ঞান,
বল গো তোমারে মোরা ডাকিব কি বলে?

অপার এ সৃষ্টিপানে যখনি তাকাই,
তব দত্ত জ্ঞানে মত্ত
হয়ে ভাবি সৃষ্টিতত্ত্ব,
পরাজিত হয় চিত্ত কূল নাহি পাই।

কোথা আদি, কোথা অন্ত, সসীম সৃষ্টির?
তা হলে হে বিশ্ব-স্রষ্টা,
অনন্তে অনন্ত দ্রষ্টা,
তুমি কি আয়ত্ত কভু নরের দৃষ্টির?

তোমারে চিন্তায় বেড়ে কেমনে রাখিব?
ওহে দূর প্রসারিত,
ওহে দেশ কালাতীত,
বল গো কি নামে মোরা তোমারে ডাকিব?

আ মরি, তোমার ধ্যানে কি আনন্দ পাই!
জগতে কি সুখ আছে,
তুলিব তাহার কাছে?
কি অমৃত এত মিঠা, তা ত বুঝি নাই!

তোমার চিন্তনে রস সদাই প্রচুর।
যত খেলে বাড়ে ক্ষুধা
কোথা আছে হেন সুধা?
কেমনে বর্ণিব তবে সে স্বাদ মধুর?

সে রসে ভবের জ্বালা পাশরে অন্তর।
ওহে চিত্ত বিনোদন,
অমৃত আনন্দ-ঘন,
কি নামে ডাকিব তবে তোমারে ঈশ্বর?

তোমারি প্রভাব প্রভু ব্যক্ত চরাচরে;
তিলে তিলে এজগৎ
বহিয়ে উন্নতি পথ,
ছুটিছে কি এক সিদ্ধি লভিবার তরে।

মহান্ জীবন-রসে সকলি সিঞ্চিত;
ক্লেশ, ব্যাধি, মৃত্যু, মরে;
জন্মে সুখ সেই ঘরে;
উন্নতি লাভেতে কেহ না হয় বঞ্চিত।

জগতের মূলে মূলে কেবলি মঙ্গল
ধরায় প্রশান্ত-নেতা,
হে শিব মঙ্গল-দাতা,
কি নামে তোমারে তবে ডাকিব তা বল?

তোমার চিন্তায় প্রভু যদি ডুবে যাই,
দূরে যায় ভব-ভয়,
হয় শত পাপ ক্ষয়,
সংশয় বিনষ্ট হয়, নবালোক পাই।

বিক্রমে উৎসাহে সদা বাড়ে বক্ষস্থল,
হয় স্বার্থ বিসর্জ্জন,
পরহিতে ধায় মন,
লভি শুধু বুকপুরে পুণ্যের সম্বল।

পাপ যায় শুদ্ধি আসে হেরিলে যাঁহারে,
সেই শক্তি চির শুদ্ধ,
সেরূপ অপাপবিদ্ধ,
কেমনে বর্ণিব আমি, ভাষা যাহে হারে?

সত্যরূপী, জ্ঞানময়, অনন্ত বলিব?
অমৃত আনন্দ দাতা,
শান্ত শিব, জগন্মাতা,
শুদ্ধরূপী দয়াময়? কি বলে ডাকিব?

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

হৃদয়-পরিবর্ত্তন—পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে মহাত্মা যীশুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে জুডিয়া দেশে আর এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহার নাম জলাভিষেককারী জন। ইনি জর্ডন নদীর উপকূলে অরণ্যে বাস করিতেন। ইঁহার পরিধানে মৃগচর্ম্ম ও আহার পঙ্গপাল ও বনের মধু মাত্র ছিল। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান উপদেশ এই ছিল,—"অনুতাপ কর, অনুতাপ কর, হৃদয় পরিবর্ত্তন কর, স্বর্গরাজ্য সন্নিকট।" যীশু ইঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইঁহারই নিকটে স্বর্গ-রাজ্যের সমাচার প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনিও সর্ব্বদা এই উপদেশ দিতেন—হৃদয় পরিবর্ত্তন কর, স্বর্গরাজ্য সন্নিকট। এই উভয় মহাপুরুষের উক্তি একই ছিল, কারণ উভয়ের দৃষ্টি এক বিষয়ে আবদ্ধ ছিল। উভয়েই প্রাণ-বিহীন ধর্ম্মের ক্রিয়া সকল দেখিয়া জ্বলিয়া গিয়াছিলেন। উভয়েই দেখিয়াছিলেন যে লোকে বাহিরে ধর্ম্মের নিয়ম সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতেছে, মুখে ঈশ্বরের নিকটে স্তুতি ও প্রার্থনা করিতেছে, বাহিরে দান ধ্যান প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে রত রহিয়াছে, অথচ তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্ম নাই। হৃদয় নীরস, স্বার্থপর ও বিষয় সুখে নিমগ্ন। এই প্রাণ-বিহীন, সার-বিহীন ধর্ম্ম দেখিয়া উক্ত উভয় মহাত্মা এই ব্রত লইয়াছিলেন যে তাঁহারা এই মৃত ধর্ম্মের সাধন হইতে লোকদিগকে জাগাইবেন।

আমাদের সকলেরই এইরূপ মৃত প্রাণ-বিহীন পুরাতন ধর্ম্মভাবের মধ্যে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। মানুষ যদি সর্ব্বদা হৃদয়কে জাগ্রত না রাখে, যদি মধ্যে মধ্যে কেহ তাহাকে স্মরণ করাইয়া না দেয়, যদি মধ্যে মধ্যে তাহার কর্ণে এক্থা না বলা যায়,—"হৃদয় পরিবর্ত্তন কর," "অনুতাপ কর," তাহা হইলে সে পুরাতনের আলিঙ্গন-পাশে গাঢ় আবদ্ধ হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে; মৃত প্রাণ-বিহীন, ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম ও ক্রিয়া কলাপ লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মোৎসব গুলি এই মহোপকার সাধন করিতে আসিয়া থাকে। যখন উৎসবের দুন্দুভি হৃদয়দ্বারে নিনাদিত হইতে থাকে, তখন যেন অন্তরের মধ্যে কে বলিতে থাকে—"উত্থান কর, জাগ্রত হও, অনুতাপ কর, হৃদয় পরিবর্ত্তন কর, স্বর্গরাজ্য সন্নিকটে।" আবার উৎসব সন্নিকটে আসিতেছে, এবং সেই দৈববাণী আমাদের কর্ণে বলিয়া যাইতেছে—"হৃদয় পরিবর্ত্তন কর, হৃদয় পরিবর্ত্তন কর।" পুরাতনের জীর্ণ কন্থা ফেলিয়া দিয়া নবীন উৎসব বসন পরি-ধান কর।

উৎসব-বসন—আমরা দেখিয়াছি যেদিন কোনও আনন্দ উৎসবে যাইতে হয়, সেদিন প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে রমণীদিগের কাপড় পরা ব্যাপার একটা প্রধান ব্যাপার। গাড়ি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়াছে; গৃহস্বামী ত্বরা দিতেছেন; দাস দাসীগণ আসিয়া তাড়াতাড়ি করিতেছে, কিন্তু রমণীগণ কাপড় পরিতেছেন ও শিশুদিগকে কাপড় পরাইতেছেন। সে ব্যাপারটা আর শেষ হয় না। বেশটী রুচি-সঙ্গত ও ভদ্রতার নিয়মানুযায়ী হইল কি না তাহা পরস্পরকে দেখাইতেছেন। মিনিটের পর মিনিট যাইতেছে, গৃহস্বামীর ত্বরা বাড়িতেছে, তথাপি মহিলাগণের কাপড় পরা শেষ হয় না। এরূপ স্থলে আমরা অনেক সময়ে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছি, "তোমাদের কাপড় পরিতে যদি এতটা সময় চাই, তবে যথাসময়ে আরম্ভ কর না কেন?" যাহা হউক পরিবারস্থ সকলকে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে—"ওগো তোমরা কাপড় পরিতে আরম্ভ কর—মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে।" "নবীন প্রেম-বসন পরিয়ে" তোমরা ত্বরায় প্রস্তুত হও। এমন কে থাকিতে পারে যাহার ঘরে প্রেম-বসন নাই?

বাহিরের নবীন বস্ত্র সকলের থাকে না। এই জন্য কোনও আনন্দ উৎসবে যাওয়া অনেক দরিদ্রের পত্নীর পক্ষে এক বিষম যন্ত্রণা। উৎসব স্থলে গিয়া লোকে পরস্পরে বস্ত্রের প্রতি দেখে, কে কেমন বস্ত্র পরিয়া আসিল। কে বোম্বাই সাড়ী পরিয়াছে, কে সুন্দররূপে সন্তানগুলিকে সাজাইয়া আনিয়াছে। দরিদ্রের পত্নীর সন্তানদিগকে সাজাইবার সময়ে পতির সহিত একবার বিবাদ;—"কি কাপড় আছে কি ছাই পরাইব—"উৎসব স্থলে গিয়া মুখ ম্লান;—"যে বেশে আসিয়াছি সকলেই ঘৃণা করিতেছে, একবার ফিরিয়াও চাহিতেছে না।" উৎসব হইতে গৃহে সমাগত হইয়া পতির সহিত আবার বিবাদ—"এমন বেশে কেহ নিমন্ত্রণে যায় না।" কিন্তু যে মহোৎসবের জন্য আমাদের ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ আসিতেছে, তাহাতে যাইবার উপযুক্ত পরিচ্ছদ সকল ঘরেই আছে। "নবীন প্রেম-বসন পরিয়ে"—কথাগুলি কর্ণে বাজিতেছে। বরং আমরা যদি বলি;—যে যত দরিদ্র তাহার ঘরে এই বসন তত উৎকৃষ্ট আছে। তাহা হইলে কি অত্যুক্তি হয়? বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এই মহোৎসবে যাইতে যে বসনের প্রয়োজন, তাহা ধনিদের ঘরে পাওয়া যায় না; দীন হীনের ঘরেই থাকে। তবে দীন দরিদ্র সকলেই প্রস্তুত হও দ্বারে গাড়ি আসিতেছে।

দীনাত্মতা—উৎসবের জন্য আমরা কিরূপ আয়োজন করিব? সাধুমুখে শুনিয়াছি প্রকৃত দীনাত্মতা না হইলে তাঁহার শক্তিকে লাভ করিতে পারা যায় না। অতএব উৎসবের উপকারিতা প্রকৃত রূপে সম্ভোগ করিতে হইলে দীনাত্মতা চাই। দীনাত্মতা বলিলে আমরা কিরূপ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করি, তাহা কিঞ্চিৎ বুঝাইয়া বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা অর্থটী বিশদ করা যাউক। এক্ষণে এই কলিকাতা সহরে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে জলের কল গিয়াছে; এবং প্রায় প্রতিগৃহে এক একটী উদপান বা (জলের চৌবাচ্চা) নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈকালবেলা দেখি লোকে সমস্ত দিনের পর চৌবাচ্চার দূষিত জল ছাড়িয়া দিতেছে ও নূতন জল ধরিতেছে। চৌবাচ্চার তলদেশে যে ছিদ্রটী থাকে, তাহা দিয়া সমুদয় জল নির্গত হইতে অনেক ক্ষণ লাগে। সমুদয় জল যখন নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন সেই জলের মধ্যে যে কিছু ধূলা মাটী, কয়লা, ইট, গোলা, প্রভৃতি লুকাইয়াছিল তাহা ধরা পড়ে। যতক্ষণ চৌবাচ্চা জলে পূর্ণ ছিল ততক্ষণ ঐ সমুদয়কে দেখিতে পাওয়া যায় নাই; জলের মধ্যে সমুদয় নিমগ্ন ছিল। জল বহির্গত হইয়া যাইবামাত্রেই সমুদায় প্রকাশ পাইল। তখন মানুষ সে সমুদয়কে বিদূরিত করিল; চৌবাচ্চাকে পুনরায় ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া নূতন জল ছাড়িয়া দিল; দেখিতে দেখিতে পরিষ্কার জলে আবার চৌবাচ্চা পূর্ণ হইল। আমাদের হৃদয়ের অবস্থা ও এইরূপ দেখি। ঈশ্বরের করুণাও শক্তির উপরে একান্ত নির্ভর না করিয়া যতক্ষণ নিজশক্তি সামর্থ্যের উপরে নির্ভর রাখি, যতক্ষণ সকল কার্য্যে সেই মঙ্গলময়েরই গৌরব অন্বেষণ না করিয়া নিজগৌরব অন্বেষণ করিতে থাকি, ততক্ষণ হৃদয় এক প্রকার অহঙ্কার-বুদ্ধিতে পূর্ণ থাকে। এ অহঙ্কার বুদ্ধি দূষিত জলে সমুদয় হৃদয়-পাত্রকে কলুষিত করিয়া রাখে। এই অহঙ্কার-বুদ্ধিরূপ দূষিত জল হৃদয় হইতে যখন বাহির হইয়া যায়, যখন আর আত্ম-নির্ভর বা আত্ম-গৌরব-বুদ্ধি কিছুমাত্র থাকে না, তখন প্রকৃত দীনাত্মতা উপস্থিত হয়। যে সকল গূঢ় দুর্ব্বলতা, যে সকল হীনতা ও মলিনতা, অহঙ্কার-বুদ্ধি-নিবন্ধন আপনাদের চক্ষু হইতেই প্রচ্ছন্ন ছিল তখন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রকৃত দীনাত্মতার সময়েই আমরা আপনাদিগকে ঠিক চিনিতে পারি। যখন অহঙ্কার বুদ্ধির জল শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত বাহির হইয়া যায়, তখন ব্রহ্মকৃপার পবিত্র ও জীবন-প্রদ বারি হৃদয়-পাত্রে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

ইহা একটী প্রাচীন সত্য। আমাদের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে প্রকৃত দীনাত্মতা লাভ করিতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে উৎসবের ফল ভোগ করিবেন; ঈশ্বরের মুক্তিপ্রদ করুণা-বারি সেই পরিমাণে তাহার জন্য বর্ষিত হইবে। ঈশ্বর করুন আমরা আত্ম-বিনাশ রূপ মহামন্ত্র ভাল করিয়া সাধন করিতে পারি।

ঐশীশক্তির ক্রিয়া—এদেশে এইরূপ একটী লৌকিক আখ্যায়িকা প্রচলিত। এক গৃহস্থের গৃহে লক্ষ্মী অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। তাঁহারা দুই ভ্রাতাতে কায়মনোবাক্যে লক্ষ্মীর আরাধনা করিতেন। তাঁহাদের পূজাতে প্রসন্ন হইয়া একদিন লক্ষ্মী তাঁহাদিগকে বর দিতে চাহিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় বলিলেন,—"জননি! আমাদিগকে কিঞ্চিৎ সময় দিন, আমরা উভয় ভ্রাতাতে পরামর্শ করিয়া বর প্রার্থনা করিব।" ইহা বলিয়া দুই ভ্রাতাতে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে এই বর প্রার্থনা করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কখনও বিবাদ না ঘটে। এইরূপ স্থির করিয়া লক্ষ্মীর সন্নিধানে গিয়া সেই বর প্রার্থনা করিলেন। লক্ষ্মী বলিলেন,—"বৎসগণ আর যে কোন বর ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর। এ বর প্রদান করিতে পারিব না, আমি চঞ্চলা, আমি একস্থানে স্থায়ী হইতে পারি না। সুতরাং আমার বাহির হইয়া যাইবার দ্বারটী একেবারে বন্ধ করিতে পারি না। তোমাদের উভয়ের মধ্যে যদি বিবাদ না ঘটে, তাহা হইলে আমি কি প্রকারে বাহির হইয়া যাইব। ওই ত আমার বাহির হইবার দ্বার।" এই গল্পটী যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মনোগত ভাব এই যে ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে যখন বিবাদ ঘটে, তখনি লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়, প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত ঈশপ কৃষক ও তাহার পাঁচ পুত্রের আখ্যায়িকা রচনা করিয়া এই উপদেশ দিয়াছেন যে একতাতেই শক্তি; বিচ্ছেদে দুর্ব্বলতা। বাইবেল গ্রন্থে আছে ঈশ্বর বলিতেছেন "তোমরা দুইজনে এক হৃদয় হইয়া আমার নিকট যাহা চাহিবে তাহা পাইবে।" ইহা একটী পরীক্ষিত সত্য। যেখানেই কোনও মহৎ লক্ষ্য সাধনার্থ মানবের হৃদয় মনের সম্মিলন দেখা যায়, সেই খানেই ঐশী শক্তির আশ্চর্য্য ক্রীড়া দেখা যায়। সেই শক্তির প্রভাবে একগুণ চেষ্টায় দশগুণ ফল ফলিতে থাকে। ঈশ্বরের জাগ্রত শক্তি তাহাদের মধ্যে বাস করিয়া কার্য্য করিতে

থাকেন। সেণ্টপল করিন্থবাসীদিগকে তিরস্কার করিয়া লিখিয়াছিলেন,তোমরা যে ধর্ম্মভাব দ্বারা চালিত না হইয়া ক্ষুদ্র পার্থিব ও মলিন ভাবদ্বারা চালিত হইতেছ, তাহার প্রমাণ এই তোমাদের মধ্যে বিবাদ, বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদ অবস্থিতি করিতেছে। বিশ্বাসী ও ভক্তদলের মধ্যে মতদ্বৈধ যে কখনও থাকিবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? প্রত্যেকের চিন্তা ও বিবেক স্বাধীন। প্রত্যেকের অন্তরে ঈশ্বর যে আলোক দিয়াছেন, তিনি তাহাই প্রদর্শন করিবেন ; তিনি ত আর অন্যের আলোক প্রদর্শন করিতে পারেন না। সুতরাং সময়ে সময়ে মতগত পার্থক্য উপস্থিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু যেখানে প্রত্যেকের হৃদয় সরল সত্যপ্রিয়তা দ্বারা চালিত হইতেছে ও প্রত্যেকেই নিজের গৌরব অন্বেষণ না করিয়া ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ করিতেছে, সেখানে মিলনের ও সন্ধির একটা স্থল ত্বরায় বাহির হয় ; এবং তদ্দ্বারা অনেক সময়ে হয়ত সকলের হৃদিগত সত্যটী আরও উজ্জ্বল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দৃঢ়তর ভিত্তির উপরে স্থাপিত হয়। কিন্তু সরল সত্যানুরাগ চালক না হইয়া যখন ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ প্রভুত্ব-প্রিয়তা প্রভৃতি আসিয়া বিচ্ছেদ ঘটাইতে থাকে, তখন ঐশীশক্তি সে ক্ষেত্রকে পরিত্যাগ করেন, এবং বিধাতার আশীর্ব্বাদ সেখানে অবতীর্ণ না হইয়া তাঁহার অভিসম্পাতই অবতীর্ণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সে সকল কার্য্য মরু পার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় শুকাইতে থাকে। হৃদয় মনের একতা যেখানে ঐশীশক্তির ক্রিয়া যেখানে সেখানে সমুদায় আধ্যাত্মিক কার্য্য জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ব্রহ্ম-কৃপার নিদর্শন—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যে ঈশ্বরের কৃপা রহিয়াছে তাহার নিদর্শন আমরা অনেক প্রকারে দেখিতে পাইতেছি। যাহাদের দ্বারা এই সমাজ গঠিত হইয়াছে ও এতদিন চালিত হইতেছে,তাহারা সকলেই দুর্ব্বল ব্যক্তি। পদে পদে তাহাদের ভ্রম ও ত্রুটী হইবার কথা। অনেক স্থলেই ভ্রম ও ত্রুটী ঘটিয়াছে। কিন্তু বিধাতা এই সকল দুর্ব্বল ব্যক্তির কার্য্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এতদিন রক্ষা করিতেছেন। লোকের সাধারণতঃ সংস্কার আছে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের মধ্যে উৎকট স্বাধীনতা-প্রিয়তা এবং তাঁহাদিগের মধ্যে গুণের সমাদর নাই। এই সমাজের বিরোধীগণ যেরূপ অতিরঞ্জিত ভাবে উক্ত উভয় অপবাদ ঘোষণা করিয়া থাকেন—তাহা সত্য না হইলেও ইহা স্বীকার্য্য যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব অতিশয় প্রবল থাকাতে বিগত চতুর্দ্দশ বর্ষকাল আমাদিগকে বাগ্‌বিতণ্ডাতে অনেক সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে। এবং ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে, যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর যে মূল উদ্দেশ্য দশখানি হস্তকে একত্র করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে নিযুক্ত করা, সমাজের উন্নতিসাধনে পরস্পরের শক্তিকে সমবেত করা, আমরা যেন কিয়ৎ পরিমাণে এই উদ্দেশ্যকে বিস্মৃত হইয়া নিয়মতন্ত্র প্রণালীকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রয়োগ ও অপরের শাসন ও শক্তির অবরোধের প্রধান উপায় স্বরূপ ভাবিয়া কার্য্য করিয়াছি। ইহাতে আমাদিগের অনেক শক্তি বৃথা ক্ষয় হইয়াছে, কার্য্যের সুশৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, এবং আমাদের আধ্যাত্মিক ঘননিবিষ্টতা সাধন করিতে পারা যায় নাই। এ সকল সত্য। কিন্তু বিরোধিগণ যাহা বলেন তাহা যদি সত্য হয়,তাহা হইলে ত ব্রহ্মকৃপার নিদর্শন আরও উজ্জ্বলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এই সকল উৎকট স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তি কিরূপে এতকাল এক সঙ্গে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে ; ইহা কি একটা চিন্তার বিষয় নয় ? ইহাতেই প্রমাণ এই সমাজের সভ্যগণ অধিকাংশ সরল এবং সত্যপ্রিয় ও তাঁহারা আত্ম-গৌরব প্রয়াসী নহেন। এই গুণে বিধাতার কৃপা তাহাদের সহায় রহিয়াছে। আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই কয়েক বৎসরের ইতিবৃত্তে অশান্তির মধ্যে অনেকবার শান্তিস্থাপন দেখিয়াছি। সম্প্রতি ইহার আর একটী নিদর্শন উপস্থিত হইয়াছে, যে জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি। পাঠকগণ সকলে অবগত আছেন। যে এক বৎসর কাল হইতে ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রম বা (ব্রাহ্ম-ওয়ার্কারদিগের শেল্‌টার) নামে একটী আশ্রম স্থাপিত হইয়া তাহার কার্য্য চলিতেছে, এবং ইহাও অনেকে অবগত আছেন যে, অনেক পরিমাণে ঐ এক প্রকার উদ্দেশ্য লইয়াই সাঃ ব্রাঃ সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকর্তৃক সেবক পরিবার নামে আর একটী মণ্ডলী গঠিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। উক্ত উভয় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে এক। সমাজের একটী বিশেষ অভাব মোচন করা। আমরা দিন দিন অনুভব করিতেছি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক শক্তিকে ঘনীভূত করিবার একটা উপায় করা নিতান্ত প্রয়োজন। উক্ত উভয় অনুষ্ঠানের গতি সেইদিকে ; একই সমাজে একই উদ্দেশ্যে দুইটী অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং এই উভয়ের কার্য্যগত পার্থক্য নিবন্ধন ভবিষ্যতে সমাজ মধ্যে অশান্তির অগ্নি জ্বলিবার আশঙ্কা হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া কিছুদিন হইল, শেলটারের পক্ষ হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে একটী ঘননিবিষ্ট আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠনের একটী প্রস্তাব অর্পণ করা হয়। প্রস্তাব দ্বারা একদিকে শেলটার ও সেবক-পরিবার একীভূত করা হইবে, অপরদিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক শক্তিকে সমবেত ও ঘনীভূত করা যাইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কয়েকদিন বিচারের পর ঐ প্রস্তাবকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে দুই বৎসরের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। দুই বৎসর কাল এই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া দেখা যাইবে। নূতন ভ্রাতৃমণ্ডলীর গঠন সংক্রান্ত নিয়মাবলী স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। দুই বৎসর ঐ প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া দেখা যাইবে, যদি কোনও কোনও অংশের সংশোধন বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, করিতে পারা যাইবে। এক্ষণে সকলের নিকট বিনীত নিবেদন, সকলে একান্ত অন্তরে প্রার্থনা করুন, যাহাতে সমাজ মধ্যে বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; যাহাতে নব-প্রতিষ্ঠিত আশ্রম বাস্তবিক আমাদের ধর্ম্মজীবনের গাঢ়তর উপায় স্বরূপ হয়।

যেখানে অশান্তির আশঙ্কা ছিল, সেখানে শান্তি স্থাপিত হইল। ইহাতে ঈশ্বরের করুণারই জয়। আগামী মহোৎ-

সবের জন্য ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আয়োজন আর কি হইতে পারে? আমাদের সম্মিলিত হৃদয়, সম্মিলিত উৎসাহ, সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা, সম্মিলিত প্রার্থনারূপ সিংহাসন ভিন্ন আর কোন্ সিংহাসনের উপরে সেই পরম প্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি? হৃদয়ে হৃদয়ে মিলুক অমনি দেখিবে, সেই শক্তি দুর্জ্জয় বেগে অবতীর্ণ হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ঈশ্বর প্রার্থনা শ্রবণ করেন।

আমরা কতবার স্বীয় স্বীয় জীবনে ইহার নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি যে, ঈশ্বর মানবের সরল প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। বিশ্বাসী মাত্রেই এই সাক্ষ্য দিবেন যে, অকপট চিত্তে যে প্রার্থনা করা গিয়াছে এবং যে প্রার্থনা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার অনুগত তাহা তিনি অপূর্ণ রাখেন নাই। যথাসময়ে সে প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করিয়াছেন। এইরূপ একটী সাক্ষ্য অদ্য দেওয়া যাইতেছে। তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক যখন ১৮৮৮ সালে ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন তখন ১৮ই আগষ্ট তারিখে নিম্নলিখিত মন্তব্য ও প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করেন।

লণ্ডন ১৮ই আগষ্ট, ১৮৮৮ শনিবার।

"ব্রাহ্মসমাজের নব অভ্যুত্থানের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। আমি আজ হইতে ঈশ্বরের নিকট প্রতিদিন এই প্রার্থনা করিব যে নব বল ব্রাহ্মসমাজে আসুক এবং ইহা পুনরুত্থিত হউক; তিনি আবর্ত্তের ন্যায় ইহার মন প্রাণকে আলোড়িত করিয়া তুলুন; আমি সেই আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া দেহ মন, প্রাণ, আশা আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম, সমুদয় অর্পণ করি। দেখি ভারতবর্ষ জাগে কিনা। যতদিন না এই নবশক্তি তিনি দেন, যতদিন না এই নবাভ্যুত্থান দেখিতে পাই, ততদিন প্রত্যহ এই প্রার্থনা করিতে ছাড়িব না। প্রার্থনাতে আমরা অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহাকে ছাড়িব কেন? তাঁহার সত্যরাজ্য তিনি প্রতিষ্ঠিত করিবেন না ত কে করিবে?"

প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর? আমাদিগের অন্তরে যে আলোক দিয়াছ তাহা ত তোমারই আলোক; আমাদিগকে যে উৎসাহ-বাণী শুনাইতেছ তাহা ত তোমারই বাণী; তবে আমরা এমন দুর্ব্বল, এমন ক্ষীণ, এমন মলিন ভাবে তাহা ধারণ করিতেছি কেন? তোমার সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমুচিত প্রয়াস পাইতেছি না কেন? তোমার উপর বিশ্বাস ও সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার উপরে নির্ভর নাই বলিয়া। আমি তোমার চরণে প্রণত হইয়া এই জানাইতেছি ব্রাহ্মসমাজকে নব শক্তি দেও, নব আশা দেও, নবসাহস দেও। ইহার কার্য্য সকল বর্ষার নদীর ন্যায় ডাকিয়া বহুক—প্রেমের ঘোর আবর্ত্ত উপস্থিত হউক; সেই আবর্ত্তের মধ্যে আমাকে ফেল; আমার জীবন সার্থক হউক।"

এত দিনের পর জগদীশ্বর সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে চলিয়াছেন। দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি বিগত এক বৎসর কাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক শক্তিকে জাগাইবার জন্য যে কিছু চেষ্টা হইতেছে, তাহা এই প্রার্থনারই উত্তরস্বরূপ। তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক যে কেবল একাকী ঐরূপে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা নহে। কিছুদিন হইতে এইরূপ প্রার্থনা ব্রাহ্মমাত্রেরই হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন জীবনের প্রতি একটা গভীর অসন্তোষের ভাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভ হইতেই নিরাশার ধ্বনি সর্ব্বত্র শ্রুত হইয়াছে। এতগুলি ব্যাকুল আত্মার প্রার্থনা কি কখনও বৃথা গিয়া থাকে? তাহা হইলে সেই করুণাময়ের করুণার কথা জগত ঘোষণা করিবে কেন? ব্রাহ্মদিগের সম্মিলিত প্রার্থনা স্বর্গের সিংহাসনকে টলাইয়াছে। নিরাশার ভস্মের মধ্য হইতেই আশার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষের মধ্যে জীবনের চিহ্ন যত দেখা গিয়াছে এরূপ আর অন্য কোনও বর্ষে দেখা যায় নাই। এই বর্ষের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মগণ আশা ও উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কলিকাতাতে শেলটার, দাসাশ্রম, ব্রাহ্ম সম্মিলনী, সেবক-পরিবার প্রভৃতি নানাপ্রকার নূতন অনুষ্ঠান হইয়াছে। এবং সকলগুলির কার্য্যই উৎসাহ সহকারে চলিতেছে। শেলটারে ঈশ্বরের দীনহীন, দুর্ব্বল, দাসগণ পড়িয়া পড়িয়া এক বৎসর ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। এত ক্রন্দন কি বৃথা যায়! ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তি আসুক এই প্রার্থনা তাঁহাদের রসনাতে এই এক বৎসর কাল লাগিয়া রহিয়াছে। এই প্রার্থনা এই এক বৎসরের মধ্যে একটী দিনের জন্য তাঁহাদের রসনাকে পরিত্যাগ করে নাই। বিগত নবেম্বরের প্রথম দিন হইতে যে প্রার্থনাটী লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতিদিন শেলটারের উপাসনায় পাঠ করা হইতেছে, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রার্থনা।

(১৮৯২—১লা নবেম্বর হইতে ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রমের উপাসনাতে অবলম্বিত)

হে প্রভো! তোমারই প্রেরণার অধীন হইয়া আমরা এই আশ্রমে সম্মিলিত হইয়াছি এবং তোমারই ধর্ম্ম সাধনের মানসে একত্র বাস করিতেছি। যে মহৎ কার্য্যের জন্য সম্মিলিত হইয়াছি, সে বিষয়ে আমাদের কোনও উপযুক্ততা নাই। বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবা, যাহা ধর্ম্মের প্রাণ, সে বিষয়ে আমরা অতি হীন। আমরা আরাধনাকালে তোমাকে সত্য ও সার বলিয়া নির্দ্দেশ করি, এবং তোমাকে অতি নিকটস্থ সহায় বলিয়া ঘোষণা করি। কিন্তু সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ যেরূপ নির্ভরের সহিত বাস করে, সম্পদে বিপদে যেরূপ অবিচলিত থাকে, আমরা সে নির্ভরের অবস্থা হইতে অনেক দূরে রহিয়াছি। আমরা তোমার উপরে অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভর রক্ষা করিতে পারি না। হে ভগবান! যে কার্য্যের জন্য তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছ, তাহার প্রাণস্বরূপ তুমি। তোমারই রসে এই আশ্রম সঞ্জীবিত থাকিবে; তোমারই কৃপাদ্বারা পরিচালিত হইবে। আমরা তোমার দাস, তুমি আমাদিগকে স্বীয় কার্য্যে লাগাইবে, আমাদের দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ

করিবে এই মাত্র। আমরা এরূপ অহঙ্কার করি না যে আমাদের বিজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতার দ্বারা তোমার গৃহের একখানি ইষ্টকও গড়িব বা প্রকৃত স্থানে বসাইব। যতক্ষণ তোমার ইচ্ছার অধীন থাকিতে পারিব, প্রেমে তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারিব, ততক্ষণই আমাদের দ্বারা তোমার কার্য্য হইবে। অতএব তোমার চরণে এই প্রার্থনা আমাদিগকে সকল কার্য্যে তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ কর। তুমি যে কর্ত্তব্য পথ প্রদর্শন কর তাহাতে অবিচলিত চিত্তে যেন পদার্পণ করিতে পারি। তোমার সেবা করিতে গিয়া স্বার্থপরতা এবং সুখাসক্তিকে যেন অতিক্রম করিতে পারি।

সেই সাধনে আমাদিগকে প্রবৃত্ত কর যদ্দ্বারা আমরা বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবার বলে বলী হইতে পারি; যদ্দ্বারা এই আশ্রম ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবার অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারে; যদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নবশক্তির জন্ম হয় এবং আমাদের সমুদয় অপ্রেম ও ক্ষুদ্রভাব বিদূরিত হইয়া আমরা নবোৎসাহে তোমার সত্যরাজ্য বিস্তারে ও তোমার সেবাতে প্রবৃত্ত হইতে পারি। তোমার চরণে এই প্রার্থনা।"

এখন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি প্রার্থনার উত্তরদাতা স্বয়ং প্রভু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নবশক্তিকে অভ্যুত্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য ব্যাকুল অন্তরে প্রতিদিন প্রার্থনা করা হইয়াছে, সেই সদ্ভাব স্থাপন করিতেছেন। কয়েক মাস গত হইল আমাদের মধ্যে যে একটু মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ষ শেষ না হইতে হইতে বিদূরিত হইয়া যাইতেছে, এবং শেলটারকে তিনি ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবার অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিবার উপায় স্বরূপ করিবেন, এরূপ আশা দিতেছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহারই মঙ্গলইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া যে নব ভ্রাতৃ-সমিতির আয়োজন করিতেছেন তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের একটী বহুদিনের অভাব বিদূরিত হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী অখ্যাতি রটনা অনেকের মুখে, বিশেষতঃ ইহার বিরোধী লোকদিগের মুখে, অনেক বার শুনিয়াছি। তাহা এই ধর্ম্মজীবন ও আধ্যাত্মিকতার দিকে ইহার সভ্যগণের দৃষ্টি নাই। তাঁহারা কেবল মিটীং ডাকিতে, নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে ও সমাজ সংস্কার করিতে পরিপক্ক। ভারতসভা যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য আছে, সাঃব্রাঃ সমাজ তেমনি সমাজসংস্কারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আছে। ইহা বিদ্বেষী লোকেরই কথা। যাঁহারা বিগত ৫ বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় অনুভব করিয়া থাকিবেন যে ইহার সভ্যগণের ধর্ম্মজীবন বর্ষে বর্ষে অধিক হইতে অধিকতর রূপে গাঢ় হইয়া আসিতেছে। মাঘোৎসবের সময়ে আমরা এই সত্যের প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কারণ সেই সময়ে ইহার আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন ও অনুরাগী সভ্য যত অধিক সংখ্যক সম্মিলিত হইয়া থাকেন, এরূপ অন্য সময়ে দেখা যায় না। সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের অবস্থা কিরূপ হইতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার এই প্রকৃষ্ট সময়। বৎসরের পর বৎসর মাঘোৎসবের সময়ে আমরা সাঃব্রাঃ সমাজের সভ্যগণের ধর্ম্মজীবনের গতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তাহাতে নিরাশ বা চিন্তিত না হইয়া বরং আশান্বিত ও আনন্দিত হইবার অনেক বস্তু আছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেছি, যে আমরা অপরাপর বিষয়ে উন্নতিলাভ করিবার জন্য যেরূপ মনোযোগী হইয়াছি, ধর্ম্মজীবনের উন্নতি বিধানার্থ তত মনোযোগী হই নাই। ইহাতে এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, আমরা এরূপ গুরুতর বিষয়ে এত দিন সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছিলাম। কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর সাপ্তাহিক উপাসনা, সঙ্গত সভার নিয়মিত অধিবেশন, মধ্যে মধ্যে উদ্যান-সম্মিলন ও সম্মিলিত উপাসনা, এরূপ উপায় সমুদায় সর্ব্বদা অবলম্বিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা যথেষ্ট উপকারও দর্শিয়াছে। কিন্তু এতদিন সমাজের মধ্যস্থলে একটী সাধন-ক্ষেত্রের অতিশয় অভাব ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনার্থীগণ যেখানে বাস করিয়া সাধন ভজন করিতে পারেন এরূপ স্থান ছিল না। মফস্বলের বন্ধুগণ আসিতেন এরূপ একটা স্থান ছিল না যেখানে আসিয়া তাঁহারা প্রতিদিন উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন। এত দিনের পর ঈশ্বর-কৃপাতে সেই অভাব দূর হইতে চলিয়াছে। প্রার্থনার ফলদাতা প্রভু আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এই নব উদ্যোগ যেন ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নবজীবন সঞ্চারের উপায় স্বরূপ হয়।

উপাসনা মন্দির।

একজন ঈশ্বর-পরায়ণ প্রাচীন সাধুপ্রণীত সংগীতের মধ্যে নিম্নলিখিত অমূল্য বচনগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"নিশ্চয় বলিতেছি আমি যে আমার হৃদয়কে পবিত্র করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, আমি যে আমার হস্তদ্বয়ের মলাকে ধৌত করিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহা বৃথা হইয়াছে। কারণ সমস্ত দিন আমি যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই; এবং যাতনা ও শাস্তি ভোগ করিতে করিতে প্রতিদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়াছি। (আমার এমনি দুরবস্থা) যদি আমি মনে করি এই কথা অমুককে বলিব অমনি দেখি, তাহার বিপরীত ফল ঘটে; আমার উক্তির, দ্বারা হে প্রভো! তোমার সন্তানগণের ক্লেশ ও বিঘ্ন উৎপাদন করি। ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য অনেক চিন্তা করিয়াছি। তাঁহাতে অসহ্য যাতনাই পাইয়াছি। অবশেষে যখন আমি প্রভু পরমেশ্বরের উপাসনা-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়াছি, তখন আমি এই সকলের কারণ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি।"

যেরূপ অবস্থাতে পড়িয়া পূর্ব্বোক্ত উক্তিগুলি বহির্গত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ অবস্থা প্রত্যেক সাধক কি আপনার

জীবনে অনেক বার অনুভব করেন নাই? আমরা সহজে ঈশ্বরের উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করি না। প্রথমে নিজের বল ও শক্তির উপরে নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে যাই। হৃদয়ে যদি কোনও অসাধু কামনা দেখি বা হস্তকে কোনও অসাধু কার্য্যে মলিন দেখি—প্রথমে মনে করি নিজ প্রতিজ্ঞার বলে সে সমুদায় মলা ধৌত করিয়া ফেলিব। তখন ঈশ্বরের চরণে আপনাকে সমর্পণ করিয়া উপাসনা ও প্রার্থনার হস্তে আপনাকে দিবার বুদ্ধি আসে না। উপাসনারূপ দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া আত্মগরিমার দ্বার দিয়া মনের ঘরে প্রবেশ করি ও দুর্দ্দম প্রবৃত্তিকুলের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করি।

তাহার ফল কি হয়, তাহাই এই সাধুজনের উক্তির মধ্যে রহিয়াছে। আমরা ত্বরায় দেখিতে পাই যে আমাদের হৃদয়-শোধনের ও হস্তের কলঙ্ক ক্ষালনের চেষ্টা বিফল হইতেছে। আমাদের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বে হৃদয় হইতে অপবিত্র কামনাকে দূরে রাখা যাইতে পারিতেছে না; হস্তকেও অসাধু কার্য্যরূপ কলঙ্ক হইতে রক্ষা করা যাইতেছে না। বরং লাভের মধ্যে এই হইয়াছে, যে হৃদয় ও হস্তকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য যে সংগ্রাম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে হৃদয় নিতান্ত শান্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত দিন অশান্তিতে অতিবাহিত হইতেছে। প্রাতঃকালেও প্রসন্নচিত্তে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিতে পারিতেছি না। গভীর মনক্ষোভ লইয়া শয্যা পরিত্যাগ করিতেছি।

এইরূপ বিফল সংগ্রামে আত্মা যখন শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, যখন নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া নিজের মনে নিরাশা উপস্থিত হয়; তখন মানুষ অনন্যগতি হইয়া পড়ে। পার্থিব উপায় সমুদায় ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া অপার্থিব উপায়ের উপরে নির্ভর করিতে শিক্ষা করে। তখন সে অবনত মস্তকে উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করে; উপাসনা ও প্রার্থনার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করে। অকপট চিত্তে প্রার্থনার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিলেই অধ্যাত্ম রাজ্যে তিনটী মহৎ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারা যায়। (১ম) দুর্ব্বলতার স্থানে কোথা হইতে বল আসিয়া উপস্থিত হয়, (২য়) নিরাশার স্থানে কোথা হইতে আশার অভ্যুদয় হয় (৩য়) নিরানন্দের স্থানে কোথা হইতে আনন্দের সঞ্চার হয়। বল, আশা, আনন্দ এই তিনের সমাবেশ হইয়া আত্মাকে এক নব বায়ুর মধ্যে লইয়া ফেলে। যে সকল কার্য্য পূর্ব্বে অসাধ্য বোধ হইতেছিল, তাহা তখন সুসাধ্য বোধ হইতে থাকে; যে সকল সংশয় চিত্তকে বহুদিন হইতে আকুল করিতেছিল, তখন তাহা প্রাতঃকালের কুয়াসার ন্যায় অল্পে অল্পে হৃদয় হইতে সরিয়া যায়; যে সকল পথ পূর্ব্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইয়াছিল, তাহার উপরে তখন উজ্জ্বল আলোক পতিত হয়। এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াই প্রাচীন-কালের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ বলিয়াছিলেন;—

"ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
* * * * তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

"সেই পরাৎপর পরম পুরুষকে দেখিলে হৃদয়ের গ্রন্থি সকল ছিন্ন এবং সমুদয় সংশয় ভগ্নন হয়।" যে সংশয়ান্ধকার কিছুতেই যায় না, তাহা তাঁহার মুখজ্যোতিতেই বিদূরিত হয়।

এই জন্যই বলি উপাসনা-মন্দিরকে অবহেলা করিও না। জীবনের সকল অবস্থার মধ্যে, সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে, সকল পাপ ও প্রলোভনের মধ্যে উপাসনা ও প্রার্থনাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাক। যখন আর কোনও শক্তিতে কুলাইবে না, তখন উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ কর। বিবেকের সমুদয় সংশয় উপাসনা ও প্রার্থনার আলোকে ভঞ্জন করিবার চেষ্টা কর; দেখিবে মীমাংসা সুন্দর ও সহজ হইবে।

নব-প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃ-সমিতি।

RESOLUTION OF THE EX. COMMITTEE.—Resolved that a special organisation be experimentally formed for the period of two years, having for its object the conserving and promoting of the spiritual interests of the Samaj, the special office of *Tatvabadhayak* (Superintendent) with large powers being created for the purpose of completing the organisation and placing it, under Divine blessing, on a satisfactory footing, and the following rules be passed, having operation for the two years, after which they will be revised by the Executive Committee.

"স্থির হইল যে সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনের সংরক্ষণ ও পোষণের উদ্দেশে দুই বৎসরের জন্য একটী আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃ-সমিতি সংগঠিত করা হউক; তাহার গঠন-প্রণালী আপাততঃ দুই বৎসরের জন্য পরীক্ষাধীন থাকুক। এই মণ্ডলীকে গঠিত ও স্থায়ী ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিবার উদ্দেশে ইহার কার্য্য-ভার একজন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়কের উপরে অর্পিত হউক; এবং উক্ত দুই বৎসর কালের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করা হউক। দুই বৎসর পরে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ইহার সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

১। সমিতির উদ্দেশ্য—প্রথম, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের আধ্যাত্মিক শক্তিকে সমবেত করা; (২) দ্বিতীয়, সেই শক্তিকে ঘনীভূত ও বর্দ্ধিত করা; (৩) তৃতীয় সেই ঘনীভূত শক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনে, ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে এবং ব্রাহ্ম-সমাজ ও সাধারণ জনগণের সেবাতে একাগ্রতার সহিত নিয়োগ করা; (৪) চতুর্থ, ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম-সাধনের সাহায্যার্থে একটী ঘন-নিবিষ্ট সাধন-মণ্ডলী ও একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা।

২। সাধন-মণ্ডলী গঠন—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রচারক (ordained missionaries) মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা সাধন-মণ্ডলীতে প্রবেশেচ্ছু হইবেন তাঁহাদিগকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই মণ্ডলীর প্রথম সভ্যরূপে দুই বৎসরের জন্য নিয়োগ করিবেন। তদ্ভিন্ন প্রারম্ভে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা মণ্ডলীর সভ্যরূপে যাঁহাদিগকে মনোনীত করিবেন তাঁহারাও ইহার প্রথম সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। মণ্ডলীর সভ্যগণ সমস্ত সময় ও দেহ মন ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে নিয়োগ করিবেন।

৩। সেবা-কমিটি নিয়োগ—মণ্ডলীর সভ্যগণ এক সপ্তাহ মধ্যে আপনাদের মধ্য হইতে কয়েক ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন

সাঃ ব্রাঃ সমাজের প্রচারক হওয়া চাই, এবং তাঁহাদের নিয়োগ কাঃ নিঃ সভার সম্মতি সাপেক্ষ। এইরূপ নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে এবং তাঁহাদের নিয়োগের এক সপ্তাহ মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত তৎসমসংখ্যক অপর কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া সেবা-কমিটী নামে একটী কমিটি গঠিত হইবে।

৪। তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ—সেবা-কমিটি মণ্ডলী-কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়করূপে মনোনীত করিবেন। তত্ত্বাবধায়কের সাঃ ব্রাঃ সমাজের প্রচারক হওয়া চাই; এবং তাঁহার নিয়োগ কাঃ নিঃ সভার অনুমোদন সাপেক্ষ। তত্ত্বাবধায়ক সেবা-কমিটিতে সভাপতির কার্য্য করিবেন।

৫। সেবা-কমিটির কার্য্য—মণ্ডলীভুক্ত ব্যক্তিগণের কার্য্যের ব্যবস্থা করা, প্রচারার্থীদিগের শিক্ষাপ্রণালী (course of training) স্থির করা, কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যের সহায়তা করা, কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মপরিবারগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করা, সাঃ ব্রাঃ সমাজের পত্রিকাদি সম্পাদনে সহায়তা করা, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক পুস্তক ও পুস্তিকাদি প্রণয়ন ও মুদ্রিত করা, প্রভৃতি সমুদয় আধ্যাত্মিক কার্য্যের সহায়তা করা সেবা-কমিটির কার্য্য হইবে।

৬। আশ্রম স্থাপন—সেবা-কমিটি মণ্ডলীস্থ ব্যক্তিদিগের এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনার্থী অপর ব্যক্তিদিগের সাধনের সাহায্যার্থ সাধনাশ্রম (Brahmo Workers' Shelter) নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিবেন। মণ্ডলীর সভ্যগণ যথাসম্ভব সেই আশ্রমে একত্র বাস করিয়া সাধন ভজন করিবেন।

৭। তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য—সাধনমণ্ডলীর এবং আশ্রমের আভ্যন্তরীণ সমুদয় কার্য্য চালাইবার ভার এবং সভ্য গ্রহণ, বর্জ্জন বা স্থগিত করণের ভার তত্ত্বাবধায়কের হস্তে থাকিবে। কিন্তু সভ্যগ্রহণের প্রস্তাব সেবাকমিটির অন্যূন ⅔ কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়া চাই; কমিটির অনুপস্থিত সভ্যগণ পত্রদ্বারা মত জানাইতে পারিবেন। বর্জ্জিত বা স্থগিত সভ্যগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

৮। তত্ত্বাবধায়ক তাঁহার কার্য্যবিবরণ সেবা-কমিটীর বিবেচনার জন্য গোচর করিবেন।

৯। সেবা-কমিটির সভ্যগণ সর্ব্বদা একমত হইয়া কার্য্য করিবেন। যদি কখনও সভ্যদের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কিছুকাল সেই প্রশ্নের বিচার বন্ধ থাকিবে; এবং সেই সময় মধ্যে সভ্যগণ বিশেষরূপে প্রার্থনা ও আত্ম-পরীক্ষা করিবেন। তদনন্তর পুনরায় মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে, (বিশেষ বিধি না থাকিলে) অধিকাংশের মতে কার্য্য হইবে। কিন্তু কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে তত্ত্বাবধায়কের সহিত মতদ্বৈধ ঘটিলে এবং তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, উপস্থিত সভ্যগণের অন্যূন ⅔ সভ্যের সম্মতি ভিন্ন উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইবে না।

১০। তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব ও ক্ষমতা—তত্ত্বাবধায়ক সমিতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং কাঃ নিঃ সভার নিকট সমিতি সম্বন্ধীয় সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী থাকিবেন। কোন বিশেষ প্রয়োজন (emergency) উপস্থিত হইলে এবং কমিটি আহ্বান করিবার সময় না থাকিলে তত্ত্বাবধায়ক স্বয়ংই (by himself) কার্য্য করিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহার কার্য্য কমিটির পরবর্ত্তী অধিবেশনে অনুমোদন (confirmation) সাপেক্ষ।

১১। অবান্তর নিয়ম—সমিতির কার্য্য পরিচালনার্থ সেবা-কমিটি সময়ে সময়ে অবান্তর নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিবেন। সেই সমস্ত নিয়ম কাঃ নিঃ সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক।

১২। সহায়—যাহারা অন্য কার্য্যে লিপ্ত আছেন, অথচ ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে যথাসাধ্য সময় দিতে এবং মণ্ডলীর সহিত একযোগে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, সেবা-কমিটী তত্ত্বাবধায়কের অনুরোধ ক্রমে কিম্বা স্বতঃ এরূপ লোকদিগকে লইয়া একটি সহায় দল গঠন করিবেন।

১৩। ত্রৈমাসিক সভা—প্রতি তিন মাসে সেবা-কমিটী সহায়গণ ও মণ্ডলীর সভ্যগণকে লইয়া একটী সভা করিবেন। উক্ত সভাতে সমিতির কার্য্যকলাপ আলোচিত হইবে উপস্থিত সভ্যদিগকে সর্ব্ববিধ সংবাদ দেওয়া হইবে, ও তাঁহাদের পরামর্শ (suggestions) লিপিবদ্ধ করিয়া লওয়া হইবে।

১৪। ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ও হিসাব—সেবা-কমিটির ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব কাঃ নিঃ সভার নিকট প্রেরিত হইবে। উহার সঙ্গে উপরোক্ত ত্রৈমাসিক সভার পরামর্শের (suggestions) বিষয় ও তৎসম্বন্ধে কি কি ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাও উল্লিখিত হইবে। কাঃ নিঃ সভা পরামর্শ সম্বন্ধে আবশ্যক বোধ করিলে নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব কাঃ নিঃ সভার নিযুক্ত অডিটার দ্বারা অডিট হইবে।

১৫। তত্ত্বাবধায়ক ও কমিটীর সভ্য বর্জ্জন—বিশেষ কারণে আবশ্যক বোধ করিলে তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় (respective) মনোনয়নকারীগণ (electors) তত্ত্বাবধায়ক, কিম্বা সেবা কমিটির কোনও সভ্যকে দুই বৎসরের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ প্রস্তাব অন্যূন এক মাস ব্যবহিত দুই অধিবেশনে গৃহীত হওয়া আবশ্যক।

১৬। শূন্য-পদ-পূরণ—তত্ত্বাবধায়ক বা কোন কমিটির অপর কোন সভ্যের পদ শূন্য হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়োগ প্রণালী অনুসারে শূন্য পদ পূরণ করা হইবে।

১৭। তত্ত্বাবধায়ক একাদিক্রমে এক মাসের অধিককাল কলিকাতা হইতে বাহিরে থাকিলে তাঁহার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার কার্য্য করিবার নিমিত্ত একজন প্রতিনিধি (substitute) নিযুক্ত হইবেন। তত্ত্বাবধায়কের নিয়োগ, দায়িত্ব এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে সমুদয় নিয়ম তাঁহার প্রতিনিধি সম্বন্ধেও খাটিবে। প্রতিনিধি কেবল তত্ত্বাবধায়কের অনুপস্থিতি সময়ের জন্য কার্য্য করিবেন। কমিটির কোন সভ্য একাদিক্রমে দুই মাসের

অধিক কাল কলিকাতা হইতে বাহিরে থাকিলে পূর্ব্বানুরূপ নিয়মানুসারে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবে।

প্রেরিত পত্র।

মাননীয়
শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী।

সর্ব্বসাধারণের সমবেত চেষ্টা, যত্ন ও পরামর্শদ্বারা বিশুদ্ধ-রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত ভাব বা শক্তি আধিপত্য করে এবং কোন প্রকারে সত্যের খর্ব্বতা হয়, তাহা যদি ক্ষণ কালের জন্য কেহ কল্পনা করিয়া থাকেন, তবে ইহার অভ্যুদয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। গড্ডলিকা প্রবাহবৎ কোন ব্যক্তি-গত বা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গত শক্তিদ্বারা চালিত হইতে হইবে, তাহাও কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের অবস্থা এখন কি দাঁড়াইয়াছে, আমরা কোন অংশে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি কি না তাহা কি কেহ একবার চিন্তা করিতেছি? আমাদের সকলেরই বিষয় কার্য্য আছে, তাহার জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত; আমাদের প্রিয় ধর্ম্মসমাজের কার্য্য ঠিক চলিতেছে কি না, তাহার মধ্যে সাধারণের কোন অধিকার খর্ব্ব হইয়া ব্যক্তি বা দলগত শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে কি না সে সকল বিষয় কখন ও কি প্রকারে দেখি তাহা সত্য; কিন্তু বিষয় কার্য্য করা যেমন প্রয়োজন, নিজেদের ধর্ম্মসমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং তাহার লক্ষ্যকে সর্ব্বপ্রকারে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করা কি তাহা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় নহে? আমরা যদি তাহা মনে না করি, তবে কোন ধর্ম্মসমাজের সহিত আমাদের যোগ থাকা আর না থাকা সমান। তাই আমি আজ আশাপূর্ণ অন্তরে একটী গুরুতর বিষয়ে সমাজের সকল সভ্যের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছি। এই সমাজের পুরাতন সভ্য মাত্রেরই স্মরণ আছে, যখন সমাজের প্রথম নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ করা হয়, তখন যতদূর সম্ভব সকল সভ্যের মতামত লইয়া, কত সমবেত চিন্তা দ্বারা ও সতর্কতা পূর্ব্বক সে সকল স্থির করা হইয়াছিল। তাহা গৃহীত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক সভ্যকে মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পাণ্ডুলিপী সমাজের পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া যতদূর সম্ভব সকলের মতামত গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং মনে হয় যে প্রত্যেক সভ্যকে এক এক খণ্ড পাণ্ডুলিপী প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহা প্রকৃত পক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী হইয়াছিল এবং তদনুসারে এতদিন ইহার কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছিল। কিছুদিন হইতে ঐ নিয়মের কোন কোনটী আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী বিবেচনা না হওয়াতে কলিকাতাস্থ সভ্যগণ ১৮৮৮ সনের শেষে ১৮৮৯ সনের বার্ষিক সভায় স্থির করিবার মানসে, ঐ নিয়ম সকল সংশোধন করিয়া তাহার এক পাণ্ডুলিপী সমাজের পত্রিকায় প্রকাশ পূর্ব্বক সভ্যগণের মতামত আহ্বান করেন তাহাও হয় ত সকলের স্মরণ আছে। আমি সে সময় লাহোরে ছিলাম ও স্থানীয় সভ্যদের সহিত মিলিত হইয়া নিয়মগুলি সম্বন্ধে মতামত প্রদান করিয়াছিলাম এবং শুনিয়াছি যে অন্যান্য স্থান হইতেও অনেক সভ্য মতামত প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল যে কোথায় ও কি প্রকারে পর্য্যবসিত হইল তাহা মফস্বলস্থ কাহারও জানিবার সাধ্য রহিল না; উক্ত বার্ষিক সভায় নিয়ম পরিবর্ত্তনের কোন কথাই উঠিল না। কলিকাতা ও মফস্বলস্থ সভ্যদের মধ্যে পার্থক্য একবার সকলে চিন্তা করিয়া দেখুন!! দুই বৎসর চলিয়া যায় ১৮৯১ সনে বার্ষিক অধি-বেশনের বিজ্ঞাপনে আবার, নিয়ম পরিবর্ত্তনের সংবাদ পাওয়া গেল, কিন্তু কি প্রকার পরিবর্ত্তন ও কি প্রকার নিয়ম প্রণয়ন করা হইয়াছে ইত্যাদি কিছুই জানা গেল না, তবে, আমি আর মফস্বলবাসী নহি, অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম এ সকল পূর্ব্বোক্ত ১৮৮৯ সনের সেই পরিবর্ত্তিত (Revised) নিয়ম নহে, ইহার পাণ্ডুলিপীও কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। বার্ষিক অধিবেশনের দিন (১৮৯১ সন ২১শে জানুয়ারী) সভাতে উপস্থিত হইয়া একখণ্ড পাণ্ডুলিপী প্রাপ্ত হইলাম, ক্রমান্বয়ে সাতটী নিয়ম প্রস্তাবিত ও বিচারিত হইয়া গৃহীত হইল আর সময় হইল না, নিয়ম সকল স্থগিত (Adjourned) অধিবেশনের জন্য রাখা হইল। ঘরে গিয়া পাণ্ডুলিপী পাঠ করিয়া জানিলাম এ নিয়ম সকল সমাজের নিয়মাবলীকে সম্পূর্ণরূপে এমন কি উদ্দেশ্যকেও কোন কোন অংশে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কার্য্য-নির্ব্বাহকসভা বা অধ্যক্ষসভার সভ্যগণ ভিন্ন কাহারও এ নিয়ম সকল জানিবার সুযোগ হয় নাই, ইহা যে কতদূর অন্যায় ও সমাজের উদ্দেশ্য বিবর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা আমার বর্ত্তমান প্রস্তাব গৃহীত হইলে যখন সকলের দ্বারা উহা বিচারিত হইবে তখন তাহা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইব এবং সে বিষয়ে সভাপতি মহাশয় গত বার্ষিক বক্তৃতায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ও কিছুদিন গত হইল মাননীয় আনন্দ-মোহন বসু মহাশয় এক বক্তৃতায় কিছু কিছু বলিয়াছেন। উৎসব চলিয়া গেল, মফস্বলের প্রায় সকল সভ্য চলিয়া গেলেন, স্থগিত অধিবেশনের দিন ২৬শে জানুয়ারী ১৮৯১ আসিল, সভাতে যে কাণ্ড হইল তাহা জানিতে পারিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। নিয়মগুলি যে আকারে সভায় আনীত হইয়াছে, সেই অবস্থায় গৃহীত করিবার জন্য সত্যপ্রিয় সভাপতি ও দুই চারিজন ভিন্ন কলিকাতাস্থ উপস্থিত অধ্যক্ষ সভার সকল সভ্যেরই তৎকালীন উদ্যম ও চেষ্টা দেখিয়া মনে হইল যে তাঁহারা যেন দিগ্বিজয় করিতে আসিয়াছেন। নিয়মাবলী বিচারের সময় আসিবামাত্র অধ্যক্ষ-সভার একজন সভ্য প্রস্তাব আনিলেন এবং অন্য এক জন পোষকতা করিলেন, "অধ্যক্ষ-সভা এখানে যে মুদ্রিত নিয়ম সকল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা গৃহীত হউক। কেবল ৩য় নিয়মের (গ) অংশ বর্ত্তমান সভ্যদের পক্ষে খাটিবে না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এই অনুসারে একবার চলিয়াছেন, তাঁহারা সে অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের প্রতি খাটিবে"। (Proposed that the printed rules submitted by the General Committee be passed subject to the proviso that, that part of Rule 3 which refers to clause(গ) will have no application to the case of existing members except in the case of those who having once conformed to clause (গ) of Rule 3, have receded from that position.) অন্যান্য সভ্যগণ বলিলেন নিয়মগুলি আলোচিত হইয়া গৃহীত হউক, সংশোধিত প্রস্তাব আসিল, যে "নিয়মগুলি সম্বন্ধে যত দূর সম্ভব সকল সভ্যের মতামত গ্রহণ করিয়া, বিচার পূর্ব্বক গৃহীত হউক। অদ্যই এ সকল গৃহীত না হইলে কোন ক্ষতি হইবে না"। কিন্তু সে সকলই বৃথা হইল, কারণ সভাতে অন্যান্য সভ্য অপেক্ষা অধ্যক্ষ সভার সভ্য সংখ্যাই অধিক ছিল! অবশেষে মূল প্রস্তাবই ২১ জন বিপক্ষ ও ২৩ জন স্বপক্ষ দ্বারা গৃহীত হইল। স্বপক্ষ ২৩ জনের মধ্যে কেবল একজন (বাবু গোবিন্দনাথ গুহ) ভিন্ন সকলেই অধ্যক্ষ-সভার সভ্য, এবং বিপক্ষ ২১ জনের মধ্যে দুইজন (বাবু মধুসূদন সেন ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ভিন্ন সকলেই সাধারণ সভ্য; নিয়ম সকল কি প্রকার ও কাহাদের দ্বারা গৃহীত হইল, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন! ইহার মধ্যে কি রহিল তাহা বিচারিত হইতে পারিল না, চিরপদ্ধতি অনুসারে যথাসাধ্য সাধারণ সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করা অথবা তাঁহাদের অবগতির জন্য পাণ্ডুলিপী পর্য্যন্ত সমাজের

কোন পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইল না। কেবল যাঁহারা ইহা প্রণয়ন পূর্ব্বক স্থগিত বার্ষিক সভায় (যাহাতে বাহিরের সভ্য অতি অল্পই উপস্থিত ছিলেন) উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই নিজেদের কার্য্যকে নিজেরাই ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন! এখন সকলে স্থির করুন, এই প্রকারে গৃহীত নিয়ম সকল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম হইতে পারে কি না; আমি বলি কখনই পারে না! এ নিয়ম সকল দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোন ক্ষতি হয় নাই কিন্তু সত্যের অনুরোধে এবং সাধারণ সভ্যগণের অধিকারকে খর্ব্ব ও প্রচলিত পদ্ধতি লঙ্ঘন পূর্ব্বক অন্যায়রূপে ইহা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া, আমি আগামী বার্ষিক সভায় এই নিয়ম সকল সম্বন্ধে প্রস্তাব না আনিয়া থাকিতে পারিলামনা! আমার প্রস্তাবের সারাংশ বার্ষিক সভার বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রস্তাব—"উপরোক্ত কারণে এ সকল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী হইতে পারেনা এবং ইহা যতদূর সম্ভব সাধারণের দ্বারা বিচারিতও উপযুক্তরূপে গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব নিয়মাবলী অনুসারে সমাজের কার্য্য চালান হয়"।

সমাজের প্রচলিত সুপদ্ধতি ও সাধারণ সভ্যগণের অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখা সকল সভ্যেরই উপর নির্ভর করিতেছে, এবং ১১।১২ বৎসর যে সকল নিয়ম দ্বারা কার্য্য চলিয়াছে নূতন নিয়ম সকল পুনঃ গৃহীত হওয়া পর্য্যন্ত সেই নিয়ম দ্বারা কার্য্য চলিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না; তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে অনুপস্থিত সভ্যগণ নিজ নিজ অভিমত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া সত্যের সেবা ও কলিকাতাস্থ সভ্যগণের যথেচ্ছাচার নিবারণ করিবেন।

২১০।১ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

নিতান্ত অনুগত
শ্রীবাণীকান্ত রায় চৌধুরী।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী ত্রিষষ্টিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে এই প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। আমরা ব্রাহ্মবন্ধুগণকে সাদরে উৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি।

১লা মাঘ ১৩ই জানুয়ারি শুক্রবার ব্রাহ্মপরিবার সকলে উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা।

২রা মাঘ ১৪ই জানুয়ারি শনিবার সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন।

৩রা মাঘ ১৫ই জানুয়ারি রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে বাহিরে প্রচার। সায়ংকালে উপাসনা।

৪ঠা মাঘ ১৬ই জানুয়ারি সোমবার প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।

৫ই মাঘ ১৭ই জানুয়ারি মঙ্গলবার প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে সঙ্গতের উৎসব।

৬ই মাঘ ১৮ই জানুয়ারি বুধবার প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।

৭ই মাঘ ১৯এ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব।

৮ই মাঘ ২০এ জানুয়ারি শুক্রবার ব্রাহ্মিকাসমাজ ও বঙ্গমহিলাসমাজের উৎসব। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন।

৯ই মাঘ ২১এ জানুয়ারি শনিবার অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন।

১০ই মাঘ ২২এ জানুয়ারি রবিবার প্রাতঃকালে উপাসকমণ্ডলীর উৎসব। অপরাহ্নে আলোচনা। সায়ংকালে উপাসনা।

১১ই মাঘ ২৩এ জানুয়ারি সোমবার সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।

১২ই মাঘ ২৪এ জানুয়ারি মঙ্গলবার প্রাতঃকালে সাধনমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা। মধ্যাহ্নে আলোচনা। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব।

১৩ই মাঘ ২৫এ জানুয়ারি বুধবার প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলন।

১৪ই মাঘ ২৬এ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।

১৫ই মাঘ ২৭এ জানুয়ারি শুক্রবার প্রাতঃকালে উপাসনা।

১৬ই মাঘ ২৮এ জানুয়ারি শনিবার প্রাতঃকালে উপাসনা। রাত্রিতে উদ্যানে ব্রাহ্মসম্মিলনীর উৎসব।

১৭ই মাঘ ২৯এ জানুয়ারি রবিবার উদ্যান-সম্মিলন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২০এ জানুয়ারি (১৮৯৩) অপরাহ্ন ৬½ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইবে, সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

বিবেচ্য বিষয়।

১। বার্ষিক কার্য্য বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব।
২। সভাপতির মন্তব্য।
৩। কার্য্যচারী-নিয়োগ।
৪। অধ্যক্ষসভার সভ্য নিয়োগ।
৫। বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন যে ১৮৯১ সালের ২৬এ জানুয়ারী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে নিয়মাবলী সংশোধিত হইয়া গৃহীত হইয়াছে তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ দ্বারা উপযুক্তরূপে পুনর্ব্বিবেচিত না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বের নিয়মানুসারে সমাজের কার্য্য চলুক।
৬। বিবিধ।

১৫ই ডিসেম্বর ১৮৯২
সাঃ ব্রাঃ সঃ কার্য্যালয়

কৃষ্ণ দয়াল রায়।
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

*Lecture on man 1
Roots of Faith 4
*Thirsting after God 1
Principles of Brahmo Dharma ½
Practical Theism 1
Speculative Atheism 1
Philosophy of Bhagabatgita 8
Theistic compilations No. I The Psalms of David 4
No II (English and Bengali) 2
Christ's Sermon in the mount 1
Do. only in Bengali ½
॥৵০
অধ্যাত্মযোগ ও প্রেম সাধন ।০
অলর্ক চরিত
অমর কীর্ত্তি বা ফাদার ডামিয়নের জীবন চরিত ॥০
*আত্ম-পরীক্ষা ৴১০
আত্মোন্নতি ৶০
আহ্বান ৴০
আত্ম-চিন্তা (পাপীর নবজীবন লাভ প্রণেতা কৃত) ৶০
আখ্যান কুসুম ।৴০
আদর্শ নরনারী ৵০
আসাম ভ্রমণ ॥০
ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী ৴০
ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবাত্মার স্বাধীনতা এবং এতদুভয়ের সামঞ্জস্য ।৵০
*উপদেশ মালা (আচার্য্যগণের উপদেশ) ।৵০ স্থলে ।০
*উপহার ।০ ৶০
উপাসনা পদ্ধতি ৴০
উপাসনাই ধর্ম্মের প্রাণ ৴১০
উপন্যাস মালা ৴১০
উদ্দীপনা ।০
ঋষি কুমারী ৴০
এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব ৴১০
*কেন আছি ? ৴১০
কারাকুসুমিকা ।৵০
কুমুদনাথ ৵০
*কৃষকবালা ।৵০
কুমুদিনী চরিত ।০
*গৃহধর্ম্ম (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ।৵০ ।১০
*চিন্তামঞ্জরী (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ৶০ ৵০
*চিন্তাশতক (৺ প্রমদাচরণ সেন কৃত) ৶০ ৵০
*চরিত রহস্য ।০ ৵০
*চিন্তাকণিকা (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত) ৴১০
চির যাত্রী (পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন কৃত)
চারুদত্তের গুপ্ত ধনাবিষ্কার ঐ ৴১০
চিন্তাবিন্দু ৵১০
চিরদিন কি দুঃখে যায় ? ৵০
ছায়াময়ী পরিণয় (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত) ।০
*জাতিভেদ (২য় প্রবন্ধ ঐ) ৵ স্থলে ৴১০
*জীবন কাব্য (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্য কয়েক জনের লিখিত পদ্য) ৵০ স্থলে ৴০
*জীবনালোক (কাপড়ের মলাট) ।৵০ স্থলে ।১০
*জাতিভেদ (১ম প্রবন্ধ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ৴১০
*জাতীয় সংগীত ৶০ স্থলে ৵০
জাগ্রত জীবন
জীবন্ত ও মৃতধর্ম্ম ॥০
জন হাউয়ার্ড ।৵০
জীবন গতি নির্ণয় (বাবু চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত) ।৵ স্থলে ৶০
জীবন সহায় ৶০
জীবন ছায়া ৵০
জীবন সংকেত ৴০
জাতীয় দুর্গতির মূল কোথায় ৴১০
টম কাকার কুটীর ৩য় ভাগ ১৲
ঐ ২য় ভাগ ১৲
ড্রিঙ্কিং ।০
* তত্ত্ব-কৌমুদী একত্রে বাঁধা প্রতি খণ্ড ২৲
দাস ৵০
দীপ্তি ৵০
দুই ভাই ৴০
দীপ্তশিরার অভিষেক ৴১০ স্থলে ৴৫
দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবন চরিত ৴০
* ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা (বাবু রাজনারায়ণ বসু কৃত) ॥৶০ স্থলে ।৵০
* ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত) ৴০ স্থলে ৴১০
* ধর্ম্মকুসুম ৴০ „ ৴১০
* ধর্ম্মজিজ্ঞাসা (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত) ১ম ভাগ ২য় সংস্করণ ॥০ স্থলে ।৵০
ঐ ২য় ভাগ ঐ ॥০ „ ।৵০
ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন মটো প্রতি খণ্ড ৴০ স্থলে ৴১০
ঐ ছোট ৴১০ স্থলে ৴৫
ধর্ম্মাদর্শ ৴০
ধর্ম্ম সাধন প্রথম ভাগ ।০
ঐ ২য় ভাগ (নূতন প্রকাশিত) ।৵০
নীতি মালা ৵০
নারী শিক্ষা ॥০
ঐ ২য় ভাগ ॥০
* নগেন্দ্রবালা ৴০
নবযুগ ৴০
নীতি কুসুম ৶০
নবীনা জননী ১৲ স্থলে ৸৵০
* প্রকৃতিচর্চ্চা ।০ স্থলে ৶০
* প্রকৃত বিশ্বাস ৴০ „ ৴১০
* পরকাল (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ৴১০
* প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা (ঐ) ৴১০
* পাপীর নবজীবন লাভ ৶০ স্থলে ৴১০
পুষ্পাঞ্জলী (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত পদ্য) ।০ স্থলে ৶০
পরিবারে শিশুশিক্ষা ৴০ স্থলে ৴১০
পূজার ফুল ৵০ স্থলে ৴১০
পূজার আয়োজন ৵০ „ ৴১০
প্রসাদী ফুল ৶০ „ ৵০
প্রমদাচরণ ৴১০
পুরুষকার (মহাবীর গারফীল্ড) ৸০ স্থলে ॥০
পৌরাণিক আখ্যায়িকা ৴০
* পঞ্চোপনিষৎ (তলবকার, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচ খানি উপনিষৎ একত্রে পকেট এডিশন) ॥০ স্থলে ।৴০
প্রাকৃত তত্ত্ব বিবেক ।০
পুনর্জ্জন্ম আছে কিনা ? ৴০
প্রকৃতির শিক্ষা ।৵০
ঐ কাপড় বাঁধা ॥০
পুণ্যের জয় ৵০
পারিবারিক ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী

প্রেমের জয় /১০
* ফুলের মালা ৻১০
* ব্রহ্মচর্য্য (ভগিনী ডোরা) (জীবনালোক প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত) ।৶০ স্থলে ।১০
* ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী ৶০ স্থলে /১০
* ব্রহ্মসংগীত ১ম ভাগ ৪র্থ সং (কাগজের মলাট) ১।০ স্থলে ৸০
ঐ ৫ম সং (কাপড়ের মলাট) ১॥০ স্থলে ১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম সূত্র /০
* ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয় (পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত) ৵০ স্থলে ৶০
* ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য কেন (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ৻১০
* বক্তৃতা স্তবক (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ।৶০ স্থলে ।১০
ব্রাহ্ম বচন সংগ্রহ (১ম খণ্ড) ।০
ঐ ২য় খণ্ড ৶০
বক্তৃতা ও উপদেশ (পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত) ৸০
বুদ্ধদেব চরিত ১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম তত্ত্ব ।/০
ব্যথার ব্যথী ৶০
বাল্যবিবাহ (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা) ৶০
বাল্যজীবন ।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর /০
বামা রচনাবলী ॥০
বেহ্মীয়া বালিকা ৶০
বৈরাগ্য (পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন কৃত) ৶১০
বালক বন্ধু /০
বক্তৃতামঞ্জরী ৶০
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (বাবু সীতানাথ দত্ত প্রণীত) ॥০
বনফুল ।/০
বিদ্যাসাগরচরিত ৻১৫
বনবাসিনী /১০
বনপ্রসূন /০
বালিকা /০
বাঙ্গালি রমণীর গৃহধর্ম্ম /০
বিকাশ (নূতন কবিতা পুস্তক) ৶০
ভক্তিলীলা ।০
মা ও ছেলে (প্রথম ভাগ) ॥৶০
ঐ (২য় ভাগ) ৸০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় (পদ্য) ৻১০
মহাত্মা থিয়োডোর পার্কারের জীবনচরিত (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত) ৸০
মার্টিন লুথারের জীবনচরিত (বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত) ।০
মহম্মদচরিত (বুদ্ধদেবচরিত প্রণেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র কৃত) ১৲
মহাপুরুষ জীবনী ।০
মেরি কার্পেণ্টার
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত ২য় সংস্করণ পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত) কাপড়ের বাঁধাই ১।০
ঐ কাগজের মলাট ১৲
মানবচরিত্র ও প্রতিজ্ঞার বল ৻১০
মানব ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা /০
মানব সখা ৵০
মহদ্বাক্যাবলী /১০
* যোগ ৻১০
যোগনাথ ।৶০
রমণীর কর্ত্তব্য ।৶০
রত্নগাথা ।০
রাজা রামমোহন রায় (বালক বালিকাদিগের জন্য) ৻১৫
লক্ষ্মীমণী চরিত ।০
লহরি (পদ্য) (শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রণীত) ॥০
শান্তিজল ।৶০
শান্তি ৵০
শৈব্যা ৻১০
শ্মশানভস্ম ১ম মুষ্টি ।০
ঐ ২য় মুষ্টি ।০
শৈলবেদীর উপদেশ ৻১০
শিক্ষা ।০
শঙ্করাচার্য্য ৶০
* সবোজকুসুম /০ স্থলে ৻১০
সময় ও সংস্কার /০
* সাধুদৃষ্টান্ত (জীবনালোক প্রণেতা কৃত) ৻১০
* সৎপ্রসঙ্গ /১০ স্থলে /০
* সৎসঙ্গী (জীবনালোক প্রণেতা কৃত) ।০ আনা স্থলে ৵০
সত্যসঙ্গীত ।০
* সাধন বিন্দু (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত) ।০ আনা স্থলে ৵০
সুখ কিসে ? /০
সুরাপান বিষয়ে বক্তৃতা /০
সঙ্গীতলতিকা (প্রথম খণ্ড) (সিন্দুরিয়া পটী পারিবারিক সমাজ হইতে প্রকাশিত) ॥০
সঙ্গীতমঞ্জরী (বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত) ।০
সারধর্ম্ম (বাবু রাজনারায়ণ বসু কৃত) /১০
সত্যদাসের সৎপ্রসঙ্গ ।/০
সুরাপান বা বিষপান ১৲ স্থলে ॥০
সক্রেটিশ ৶
সাকারোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান ।০
সংগীত প্রবন্ধ ৶০ স্থলে /০
স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা ৻১০
সাধু গিরীন্দ্রমোহন ।০
সংগীতরঞ্জন ।০
স্বর্গের ফুল /১০
সাধুজীবন ৶০
সাধুচরিত (কাগজের মলাট) ॥৶ স্থলে ॥০
ঐ কাপড়ে বাঁধা ৸ স্থলে ॥৶০
* সাথী ৻১৫ স্থলে ৻১০
স্বর্গের চাবি ৶০
হিন্দুশাস্ত্র (জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড) ১॥০
হিমালয়ে প্রার্থনা /১০
হরি লীলা ১৶০
হিন্দি ব্রাহ্মধর্ম্ম (১ম ভাগ)
ঐ ২য় ভাগ

চিহ্নিত পুস্তকগুলি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
১৯শ সংখ্যা।

১লা মাঘ শুক্রবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥•
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵•

আবাহন।

কৃপাময়! তব কৃপা নামিবে যখন,
আমি যেন ধরিবারে পারি;
এই ভগ্ন হৃদি-পাত্রে করিয়া যতন
রাখি যেন সে করুণা-বারি।

সামান্য তড়াগ যথা থাকে পথ-পাশে
দাম-পূর্ণ পঙ্কিল সে জল,
কেহ নাহি পিয়ে, কেহ নাহিতে না আসে
পঙ্কে পঙ্ক জমিছে কেবল।

সেরূপ জীবন-হ্রদে বদ্ধ যার নীর,
আসক্তির দামে ছাইয়াছে,
প্রবৃত্তি-কর্দ্দম ক্রমে জমেছে গভীর,
যারে সবে ত্যজিয়া গিয়াছে।

তোমার প্রেমের বন্যা যদি সেই সরে
পশে আসি সবলে ডাকিয়া,
দূষিত পঙ্কিল বারি, বহুদিন পরে
সেই স্রোতে যায় যে চলিয়া।

সেরূপ আমরা আছি সংসারে জড়িত,
বদ্ধ, বৃত স্বার্থের বন্ধনে;
নামো নামো ব্রহ্ম-শক্তি ধরাতে ত্বরিত,
ডেকে এস বিপুল প্লাবনে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

উৎসবের আয়োজন—একবার এক গ্রামে বড় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এরূপ গৃহস্থের গৃহই ছিল না যেখানে একজন না একজন পীড়িত ছিল না। গ্রামবাসী দরিদ্র প্রজাকুল দীর্ঘকাল পীড়াতে ভুগিয়া জীর্ণ শীর্ণ, অস্থি-কঙ্কাল-সার ও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ সময়ে গবর্ণমেণ্টের আদেশ হইল যে, সেই গ্রামের সন্নিকটে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে। যথা সময়ে একজন চিকিৎসক এবং ডাক্তারখানা সেখানে প্রেরিত হইল। যখন এই বার্ত্তা প্রচারিত হইল যে, চিকিৎসক আসিয়াছেন এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরিত হইতেছে, তখন সেই দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের মনে কি পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হইল! তাহাদের নিরাশ অন্তরে আশার সঞ্চার হইল। যেদিন ঔষধাদি বিতরণ করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, সেদিন প্রাতে দেখি বহুদূরস্থ গ্রাম হইতে বৃদ্ধ, আতুর, রুগ্ন সহায়-বিহীন নরনারী সেই দিকে চলিয়াছে। তাহাদের হস্তে নানা প্রকার ঔষধের পাত্র। কাহারও হস্তে একটী বহুদিনের পুরাতন শিশি, সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিতে পারে নাই, ভিতরে নানাপ্রকার চিহ্ন রহিয়াছে; কাহারও হস্তে একটী কাচের গ্লাস, কোন প্রকারে সংগ্রহ করিয়াছে; কাহারও হস্তে একটী ভাঙ্গা পাথর বাটী, যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহা লইয়াই ধাবিত হইয়াছে। আমাদের উৎসবের আয়োজন যেন সেই প্রকার। এই বার্ত্তা চারিদিকে ঘোষিত হইয়াছে যে, মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের পাপ ব্যাধির মহৌষধ প্রদান করিবেন। এই সংবাদে আমরা চারিদিক হইতে উৎসব-ক্ষেত্রে ধাবিত হইতেছি। কিন্তু যাহাতে সেই মুক্তিদাতার করুণাবারি ধারণ করিতে হইবে সে পাত্র সকলের পক্ষে সমান নহে। কাহারও অতি পুরাতন শিশি, ভিতরে অনেক কলঙ্কের চিহ্ন রহিয়াছে; কাহারও ভাঙ্গা পাথর বাটী। তাহা লইয়াই অন্ধ, খঞ্জ, আতুরগণ ধাবিত হইতেছে। দাতার বড় কৃপা, তিনি এই ভাঙ্গা পাত্রগুলি ভরিয়া যত্নপূর্ব্বক ঔষধ দিবেন।

রাজ-ভোজ—মহাত্মা যীশু একবার একটী সুন্দর উদাহরণ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, স্বর্গরাজ্য যেন একটী রাজ-ভোজের ন্যায়। এক ধনীর গৃহে মহা-ভোজের আয়োজন হইতেছে। ধনী আপনার সমকক্ষ ও সমসম্পদ-বিশিষ্ট ধনীদিগকে সেই ভোজে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া

পাঠাইলেন। কিন্তু কার্য্যকালে অতি অল্প লোকই আসিলেন। কেহ পুত্রকে প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠাইলেন, কেহ ভৃত্যকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, গুরুতর কার্য্যানুরোধে তিনি আসিতে পারিবেন না; কাহাকে বা বিষয় বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকিতে হইবে, কাহাকেও বা আমোদ প্রমোদে বন্ধুদিগের সহিত যাইতে হইবে। কাহারও বা শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ আছে। এইরূপে একটা না একটা ওজর করিয়া নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন না। তখন গৃহস্বামী আদেশ করিলেন—"যাও—রাজপথে যাও, অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, ভিক্ষুকদিগকে ডাকিয়া আন, তাহাদিগকে ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহার করাও।" তদনুসারে তাঁহার ভৃত্যগণ রাজপথে গমন করিল ও সর্ব্বশ্রেণীর দীন হীন নরনারীদিগকে ডাকিয়া আনিল। তাহাদিগকে লইয়া রাজ-ভোজ আরম্ভ হইল। এই উদাহরণ দিয়া যীশু বলিয়াছিলেন যে, স্বর্গরাজ্যের বন্দোবস্তও এই প্রকার; তাহাতে ধনীদিগকেও নিমন্ত্রণ করা হয়, কিন্তু তাহাদের আসিবার অবসর হয় না। একটা না একটা ওজর উপস্থিত হয়। ধনীগণ নানা বন্ধনে আবদ্ধ, তাঁহাদিগের আসিবার সময় হয় না। কিন্তু বিধাতার কৃপায় যজ্ঞ ত বিফলে যায় না; অবশেষে পৃথিবীর দীন দরিদ্রগণ সেই মহাযজ্ঞে আহূত হয় ও তাহারা আনন্দে পরম উপাদেয় সামগ্রী সকল সম্ভোগ করিয়া থাকে। আমরা এই উদাহরণটীকে আমাদের মহোৎসব রূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন বিষয়েও গ্রহণ করিতে পারি। ধনী গৃহস্থ যখন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তখন কোন শ্রেণীর লোক ওজর করিয়া পাঠাইল? না, যাহারা নিজে ধনী। যাহারা মনে করে আমাদের ঘরে অনেক সুখাদ্য আছে। কিন্তু দরিদ্রদিগের অবস্থা অন্য প্রকার। তাহারা একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য হয়ত জীবনে দেখে নাই, সুতরাং ভৃত্যগণের আহ্বান ধ্বনি শুনিবামাত্র তাহারা রাজপথ হইতে ব্যগ্র হইয়া ছুটিল। মহোৎসবের মহাযজ্ঞেও তেমনি, যাহারা অহঙ্কৃত, যাহারা মনে করে, আমাদের ঘরে অনেক সুখাদ্য সুপেয় আছে, উৎসবের অপূর্ব্ব সুধা তাহারা সম্ভোগ করিতে পাইবে না। কিন্তু যাঁহারা দীনাত্মা, যাঁহারা আপনাদিগকে দুর্ব্বল ও নিঃস্ব বলিয়া অনুভব করেন, যাঁহারা ব্রহ্ম কৃপার জন্য ভিক্ষুক, তাঁহারাই সাদরে নিমন্ত্রিত হইবেন এবং এই উৎসবের সুখ পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতে পারিবেন।

বেতস ও কণ্টক বৃক্ষ—এক ক্ষেত্রের মধ্যে কতকগুলি বেতস বৃক্ষ ও কতকগুলি কণ্টক বৃক্ষ এক স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। কণ্টক বৃক্ষগুলি কঠিন ও বেতসগুলি কোমল ও সহজে নত হয়। একবার সেই দেশে জনরব উঠিল যে মহাবন্যা আসিতেছে। লোকে বাড়ী ঘর গরু বাছুর রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে বন্যা আসিয়া পড়িল। মাঠ, ঘাট, জলে প্লাবিত হইয়া গেল। আপাততঃ লোকের কিছু অসুবিধা ও ক্লেশ হইল বটে, কিন্তু সেই ক্লেশ বহুদিন থাকিল না। কয়েক দিন ধরিয়া প্রবলবেগে স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। সেই বেগে গ্রাম ও জনপদ সকলের বহুদিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি ধৌত হইয়া গেল। বন্যার জল যখন নিঃশেষ হইল, তখন দেখা গেল যে, খানা, খন্দ, ডোবা পুষ্করিণী প্রভৃতি নূতন জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কৃষকদিগের ভূমি সকলের উপরে পলি পড়িয়াছে; গ্রাম ধৌত হইয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। ইহাও দেখা গেল যে, বেতস বৃক্ষগুলির পার্শ্বে যে কণ্টক বৃক্ষ ছিল, তাহারা ভগ্ন, ছিন্ন ও উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বেতসগুলি স্বস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বরং নবজলের আস্বাদন পাইয়া তাহারা যেন পূর্ব্বাপেক্ষা সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে সেই মহাবন্যার উৎপাদিকা শক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্ষেত্রের শস্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি লাভ করিল; লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া উঠিল; সেই সঙ্গে বেতসগুলি বলশালী হইয়া উঠিল। সেইরূপ ঈশ্বরের করুণা-বারির বন্যা যখন উপস্থিত হয়, তখন যে সকল মস্তক কণ্টক বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে, তাহারা অনেক সময়ে ভগ্ন, ছিন্ন ও উৎপাটিত হয়, কিন্তু যে সকল মস্তক বেতসের ন্যায় কোমল ও নত হয়, তাহাদের উপরে বিধাতার করুণার উৎকৃষ্ট ফল ফলিয়া থাকে। ঈশ্বর করুন আমরা বেতসের ন্যায় তাঁহার করুণা মস্তক পাতিয়া লইতে পারি।

ব্রাহ্ম-সম্মিলন—আমরা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ছাত্রসমাজে একটী বক্তৃতা করাতে নববিধানী বন্ধুগণ তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রতাপ বাবুর পক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বক্তৃতা করিতে সম্মত হওয়া এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজের সভ্যগণের পক্ষে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করা যে সম্ভব হইয়াছে, ইহাতেই সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মের আনন্দিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদক তাহাতে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বিরক্তির কারণ এই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত নব-বিধানের যে বিরোধের কারণ আছে, সেই কারণ দূর না হইলে, তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত কোনও কার্য্যে মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না। বিরোধের কারণ তিনি এই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ মনে করেন যে, নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়, ক্ষুদ্র পার্থিব লালসা দ্বারা চালিত হইয়া কুচবিহারের বিবাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সহযোগীর ভাবে বোধ হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ যতদিন অনুতাপ পূর্ব্বক এই সংস্কার বর্জ্জন না করেন, ততদিন তাঁহাদের সহিত নববিধানীদিগের কোন প্রকারে যোগ হইতে পারে না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ কখনও যে প্রকাশ্যভাবে এরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা স্মরণ হয় না। এমন কি উক্ত সমাজের অধিকাংশ সভ্যের মনের ভাব যে এপ্রকার তাহাও আমরা জানি না। তবে অনেকের পরলোকগত আচার্য্য মহাশয়ের অভিসন্ধির বিষয়ে, এরূপ ভাব থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাই যদি হয়, সে কারণে একটা সমগ্র দলের লোককে এরূপ

বিদ্বেষের চক্ষে দেখা কি কর্ত্তব্য? আমরা স্বীকার করি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোনও কোনও সভ্য কর্ত্তব্যের অনুরোধে পরলোকগত আচার্য্য মহাশয়ের কার্য্যের কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এমন কি এত দূরও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে, এই বিবাদই তাঁহার জীবনকে অশান্তিময় করিয়াছিল। ইহাতে একদিকে যেমন গভীর ক্লেশ হয়, অপরদিকে এইমাত্র সান্ত্বনা যে, আমরা বিশ্বাসের সেবা করিয়াছি। আমরা যাহা করিয়াছি তাহা না করিলে আমরা ঈশ্বর-চরণে অপরাধী হইতাম। বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা করিয়াছি, তাহাতে অনুতাপিত হইবার কিছু নাই; বরং না করিলে অনুতাপিত হইতে হইত। অতএব আমরা বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা বিরাগ বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। নব-বিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে মূলগত যে পার্থক্য আছে, তাহা থাকুক। সাধন ও কার্য্যের ক্ষেত্র বিভিন্ন থাকুক, কিন্তু সে পার্থক্য রক্ষা করিয়াও যতটা আত্মীয়তা সম্মিলন ও কার্য্যের একতা সম্ভব তাহা কেন থাকিবে না? জগতের সর্ব্বত্রই একতার মহাভাব প্রবল হইতেছে, যে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় পরস্পর হইতে বহু বহু শতাব্দী বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তাঁহারাও এক সঙ্গে কার্য্য করিবার নানা প্রকার পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন। আর এই সময়ে কি ব্রাহ্মগণ তুচ্ছ কথা লইয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবেন? ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে, আমরা বর্ত্তমান সভ্যজগতের ভাবের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি এবং আমরা সমুদায় চিন্তাশীল ব্যক্তির অবজ্ঞারই উপযুক্ত। ঈশ্বর করুন আমরা যেন সদ্ভাব ও প্রীতি সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখিয়া কার্য্য করিতে পারি।

ব্রাহ্মসমাজের শক্তির ম্লানতার কারণ—দুই কারণে ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন প্রভাব লোক চক্ষে ম্লান হইয়াছে। প্রথম কারণ, ব্রাহ্মগণের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদ। বাহিরের লোকে দেখিতেছে যে, যাহারা জগতে মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য অগ্রসর হইয়াছে, এবং মুখে সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছে, তাহারা আপনাদের তুচ্ছ বিবাদের সমন্বয় করিতে পারিতেছে না; যাহারা সমুদায় পাপী তাপীকে প্রেমালিঙ্গন দিতে যাইতেছে, তাহারা সমধর্ম্মাবলম্বী সাধকদিগকে প্রেমালিঙ্গন দিতে পারিতেছে না। ইহাতে মানুষের মন কত মলিন হইবার সম্ভাবনা! ব্রাহ্মসমাজের বিরোধীগণ দেখিয়া প্রীত মনে ভাবিতেছেন আমাদিগকে আর মারিতে হইবে না, আপনারাই কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে। ইহা দেখিয়া আর কাহার হৃদয় ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে? ম্লানতার দ্বিতীয় কারণ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী ব্যক্তিদিগের সাধন-চ্যুতি। যাঁহারা এক সময়ে উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন যাঁহারা এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের জন্য প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহাদের উৎসাহকর বাক্যে শত শত ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তিরাও পরে ব্রাহ্মসমাজের সাধন ও শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং অপর সাধারণের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্মে ও ব্রাহ্মসমাজে সারবান পদার্থ কিছুই নাই, থাকিলে কি আর এই সকল ব্যক্তি ইহাকে পরিত্যাগ করেন? এইরূপ সংস্কার লোকের মনে বদ্ধমূল হওয়াতে লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মকে ও ব্রাহ্মসমাজকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেছে। ব্রাহ্মদিগের কোনও উক্তির প্রতি আর তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত কর্ণপাত করেন না; বলেন—"অপেক্ষা কর আজিও যে দুই একজন বড় লোক বা ভাল লোক দেখিতেছ তাঁহারাও ত্বরায় ইহাকে পরিত্যাগ করিবেন।" এইরূপ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী ব্যক্তিদিগের দ্বারাই লোকের ভ্রম ও কুসংস্কারের দুর্গ দৃঢ় হইয়া যাইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে জাগ্রত করিবার সদুপায়—যে দুই কারণে ব্রাহ্মসমাজের শক্তির ম্লানতা হইতেছে, সেই দুই কারণ দূর করিতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি জাগিবে না। প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনকে ঘনীভূত করিতে হইবে। দ্বিতীয় ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ঘনিষ্ঠ একতার ভাব স্থাপন করিতে হইবে। পাঠকগণ চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যে নূতন ভ্রাতৃসমিতি গঠিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন তাহারও উদ্দেশ্য এই দুই। প্রথমতঃ ঐ মণ্ডলীর সভ্যগণের ধর্ম্মসাধনের সাহায্যার্থ একটী আশ্রম বা সাধন-ক্ষেত্র থাকিবে, মণ্ডলীর সভ্যগণ সেখানে একত্রে বাস করিয়া এক সঙ্গে সর্ব্বদা সাধন ভজন করিবেন। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় আধ্যাত্মিক শক্তিকে সমবেত করা এই মণ্ডলীর একটী প্রধান উদ্দেশ্য। মণ্ডলীর সভ্যগণ যদি উক্ত উভয় উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা যে ব্রাহ্মসমাজের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করিতেছি, এই মণ্ডলী ব্রাহ্মসমাজে এক নবযুগ আনিয়া দিবে; ব্রাহ্মসাধনকে প্রগাঢ় ও শক্তিশালী করিবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক্ষেত্রে এক নবশক্তি জাগ্রত করিবে এবং ব্রাহ্মসমাজকে সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস করিয়া তুলিবে।

এই মণ্ডলীর গঠন সম্বন্ধে একটী কথা বক্তব্য আছে। ইহার বর্ত্তমান গঠন প্রণালী আপাততঃ দুই বৎসরের জন্য পরীক্ষাধীন থাকিবে। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন মণ্ডলীতে যাঁহারা যোগ দিবেন তাঁহাদিগকে বোধ হয় দুই বৎসরের পরে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে। অতএব কে দুই বৎসরের জন্য বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইহাঁদের সহিত যোগ দিতে যাইবে। যদি এরূপ সংস্কার কাহারও জন্মিয়া থাকে তবে তিনি তাহা ত্বরায় পরিত্যাগ করিবেন। দুই বৎসর পরীক্ষাধীন রাখার অর্থ এই, যে গঠন প্রণালী আপাততঃ দেওয়া গেল, ইহাতে কিরূপ ফল ফলে তাহা দুই বৎসর কাল দেখা যাইবে। যদি এই গঠন প্রণালীতে উৎকৃষ্ট ফল ফলিতেছে এরূপ দেখা যায়, তাহা হইলে এই প্রণালীই স্থায়ী রাখা যাইবে। নতুবা আবশ্যক মত নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন করা যাইবে। যাঁহারা ঈশ্বরের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সমুদয় সময় তাঁহার সেবার জন্য দিতে আসিবেন, তাঁহারা চিরদিন তাঁহার দাস। যতদিন তাঁহারা তাঁহাদের সেবাব্রত অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ততদিন তাঁহারা তাঁহার চরণে ও ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে থাকিবেন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

যাহার আছে সেই পাইবে।

একজন মার্কিন দেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত দেশ ভ্রমণ বিষয়ে এই কথা বলিয়াছেন, যে কিছু লইয়া না যায় সে দেশ ভ্রমণ করিয়া কিছু পায় না। ইহার অর্থ এই, দেশ ভ্রমণ করিলে অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু শিক্ষা লাভ করিতে হইলে দুইটী বস্তুর প্রয়োজন। প্রথম, পদার্থ ও ঘটনা-রাজির দর্শন ও বিচারের অভ্যাস। দ্বিতীয় চিত্তে সার ও অসার বিবেচনার উপযুক্ত জ্ঞান; যে ব্যক্তি অজ্ঞ, যাহার কোনও গভীর তত্ত্ব আলোচনার অভ্যাস নাই, যাহার মনে কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক বা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রশ্ন নাই, সে ব্যক্তি দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া কি দেখিবে? যাঁহার অন্তরে জ্ঞান আছে, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা আছে, প্রশ্ন আছে, তাঁহার চক্ষু বস্তু বা ঘটনাবলীর উপরে পড়িবা-মাত্র নিজ জ্ঞানের পোষক বা নিজ প্রশ্নের মীমাংসার উপযোগী বিষয় সকল লক্ষ্য করিয়া থাকে। আর যে ব্যক্তির অন্তরে জ্ঞানালোক নাই, তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাই, কোনও প্রশ্ন নাই, তাহার চক্ষু বস্তু ও ঘটনাবলীর উপরে ভাসিয়া বেড়ায় এবং সম্পূর্ণ বাহিরের ও উপরকার বিষয় গুলিই গ্রহণ করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করুন চার্লস ডারউইনের মত একজন চিন্তা-শীল প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানরসজ্ঞ ব্যক্তি এবং তাঁহার ভৃত্য দুইজনে বিদেশ দর্শনে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা পাঁচ বৎসর নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসার পরে যদি সেই উভয় ব্যক্তিকে স্বীয় স্বীয় দেশ ভ্রমণের বিবরণ লিখিতে বলা যায়, তাহা হইলে উভয়ের লিখিত বিবরণে কিরূপ প্রভেদ লক্ষ্য করা যাইবে? ডারউইন ভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও যাহা শিখিয়াছিলেন তাহার ফল তাঁহার দুই অদ্ভুত গ্রন্থ। যাহাতে সমগ্র সভ্যজগতের চিন্তাকে আলোড়িত করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যে ভৃত্য ছিল, সে কি বিবরণ দিয়াছে? যদি দিত, তাহা হইলেই বা কিরূপ দিত? বোধ হয় আফরিকার মেয়েরা কিরূপ কাপড় পরে বা আমেরিকার মেয়েরা কিরূপে চুল বাঁধে, অষ্ট্রেলিয়ার বন্যজাতিরা কি তরকারি খায়, এইরূপ দুই চারিটি কথা বলিয়া তাহার বিবরণ পর্য্যবসিত করিত। অতএব দেশ ভ্রমণ বিষয়ে ইহা সত্য "যাহার আছে সেই পায়।" "জলে যে প্রকার জল বাঁধে" সেইরূপ জ্ঞানেই জ্ঞান বাঁধিয়া থাকে।

জ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ, ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধেও সেইরূপ। এই যে উৎসব আসিতেছে, ইহাতে কি সকলেই উপকৃত হইবে? উৎসব মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনা-ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিলেই কি মানুষের উপকার হয়? আমরা কতবার দেখিয়াছি, বিশ্বাসী সাধুর যে সকল উক্তি মর্ম্মভেদী বাণের ন্যায় শত শত ব্যক্তির হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে, চারিদিকে শত শত হৃদয়ে নবজীবনের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই সকল উক্তি পদ্মপত্রের জলের ন্যায় কত ব্যক্তির হৃদয়ের উপর দিয়া গড়াইয়া গিয়াছে! হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন হিমালয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহার চিরস্মরণীয় ব্যাখ্যান সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখন চারিদিকে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, সে দিনের কথা উত্তম স্মরণ হয়। এক এক দিনের উপদেশে চিত্ত এত উত্তেজিত হইত যে এক সপ্তাহে সে উত্তেজনা নিবৃত্ত করা যাইতে পারিত না। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের অভ্যুদয়, এই অগ্নি প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রচারকদল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু এক এক দিকে যেমন মহর্ষির জীবন্ত উপদেশের কার্য্য দেখা গেল অপর দিকে এমনও কত লোক রহিল যাহাদের কর্ণে সেই উপদেশ প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু আগুন জ্বালাইল না। যে গায়ক রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে সমাজে গান করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার অন্তরে মহর্ষির উক্তি ব্রহ্মাগ্নিকে বিশেষরূপে উদ্দীপ্ত করিতে পারিল না। অতএব কেবল দেহটা উপাসনা-মন্দিরে, বিশ্বাসী সাধকদলের মধ্যে উপস্থিত থাকিলেই মানুষের উপকার হয় না। যে যে প্রকার ভাব লইয়া আসে, সে সেই প্রকার উপকার পায়। সুতরাং উৎসবে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখ, কি লইয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছ। যদি কিছু লইয়া যাও তবে কিছু পাইবে।

কি লইয়া যাইতে হইবে? প্রথম লইয়া যাইবে বিশ্বাস। ঈশ্বরের ও ধর্ম্মের সত্যতার দ্বারা আপাদমস্তক পূর্ণ থাকা আব-শ্যক। ইহা বালকের ক্রীড়া নহে যাহাতে আমরা প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি; ইহা লোক প্রদর্শন নহে; কিন্তু আমরা আশা ও বিশ্বাস করিতেছি যে ভক্তসমাগমে ও ভক্তবৎসলের সমাগমে নবজীবন লাভ করিব। তিনি ভক্ত সঙ্গে বিহার করিবেন। অনেক পাতকীকে উদ্ধার করিবেন।

দ্বিতীয় লইয়া যাইতে হইবে—বিনয়। এই সময়ে প্রত্যে-কের মস্তককে নত করিতে হইবে। আমরা দৈনিক জীবনে অনেক দিন ব্রহ্মশক্তিকে বাধা দিয়া আসিতেছি। ঈশ্বরের নামের মহিমার জন্য, ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য ও ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরবের জন্য যাহা করা উচিত ছিল, কেবল নিজের অহঙ্কার, অভিমান, স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা নিবন্ধন তাহা করিতে পারি নাই। ইহাতে ব্রহ্মশক্তি ম্লান হইয়াছে; পার্থিব ভাব প্রবল হইয়া স্বর্গের ভাবকে মলিন করিয়াছে। কিন্তু এমন একটা সময় আছে যখন নিতান্ত স্বপরতন্ত্র লোককে ও আপনাকে ছাড়িয়া দিতে হয়। ঘোর দুঃখের সময় বা শোকের সময় আমরা এই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। তখন নিতান্ত অহংকৃত প্রকৃতিও শিশুর ন্যায় বিনীত হইয়া পড়ে। অহঙ্কারের ধনুকের ছিলা খুলিয়া যায় এবং মানুষটা ধরা-শায়ী হইয়া পড়ে। উৎসবের সময়টা সেরূপ দুঃখের বা শোকের সময় না হউক একটা গুরু-তর সময় কি নহে? যখন সাধকবৃন্দের সম্মিলিত ব্যাকুলতা বাণের জলের ন্যায় ডাকিয়া আসে, তখন কি অতি কঠিন চিত্তকে আর্দ্র করে না? এরূপ সময়ে অহংকারের মস্তক উন্নত করিয়া রাখা কি স্বাভাবিক?

তৃতীয়তঃ প্রকৃত বিনয় আসিলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-সমর্পণ আসিবে। মন স্বভাবতঃই ব্রহ্মকৃপা স্রোতে আপনাকে ভাসাইতে চাহিবে। মন বলিবে যাই ভাসিয়া যাই, ঐ স্রোতে ভাসিয়া যাই, যে স্রোতে ভাসিয়া কত পাপী ব্রহ্মধামে পৌছিয়াছে, আমিও সেই স্রোতে ভাসিয়া যাই। আমাকে চূর্ণ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক। তাঁহার শক্তি ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ক্রীড়া করুক।

এই তিনটী ভাব লইয়া যদি আমরা উৎসব ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলে ইহার উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯২।

এই সময় মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১২টী নিয়মিত ও ২টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে।

আনন্দের সংবাদ—কার্য্যনির্ব্বাহক সভার গত তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল, যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সমস্ত সময় যাপন করিতে পারেন, এমন লোকদিগকে একত্র দলবদ্ধ করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একটী সেবক পরিবার সংগঠনের উদ্যোগ করিয়াছেন এবং কয়েক ব্যক্তি এই কার্য্যে যোগ দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রম নামে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার ও ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনের জন্য একটী পরিচারক দল সংগঠনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কয়েকজনে সে কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। এই উভয় (সেবক ও পরিচারক) দল সংগঠনের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে এক প্রকার। অথচ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করাতে কার্য্যহানি এবং শক্তিক্ষয় হইতেছিল। এজন্য এই দুইটী দল যাহাতে ভিন্ন না থাকিয়া একযোগে একভাবে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে, সকল শক্তি যাহাতে এই পরম কল্যাণকর কার্য্যসাধনে নিযুক্ত হয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন জন্য যাহাতে একটী সাধনক্ষেত্র ও সাধকমণ্ডলী গঠিত হয় সেই উদ্দেশ্যে অনেক দিন হইতে সকলের মধ্যেই চেষ্টা হইতেছিল। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে এই শুভ ঘটনার সংঘটন হইয়াছে। এই উভয় দল এখন হইতে একযোগে এক তত্ত্বাবধানে ও এক নিয়মে চালিত হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দুই বৎসরের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়া এই শুভ সম্মিলন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উক্ত নিয়ম সমূহ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, এজন্য এখানে তাহার আর উল্লেখ করা গেল না।

দুর্ভিক্ষ—গত কয়েক মাসে বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে লোকের অন্ন কষ্ট হইয়াছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অন্ন কষ্টের সংবাদ পাইয়া জয়নগর অঞ্চলের লোকের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপর ভারার্পণ করেন। তাঁহাদের রিপোর্টানুসারে উক্ত স্থানে ১০০৲ এক শত এবং ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ ও কিশোরগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজস্থ বন্ধুগণ তথাকার লোকের অন্ন কষ্টের কথা জ্ঞাপন করিয়া সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখায় ১০০৲ একশত টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এই অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য সাহায্য চাহিয়া পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইয়াছিল এবং অন্য প্রকারেও দান সংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুগ্রহশীল সহৃদয় ব্যক্তিগণ ৩৩৪॥৵০ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা এজন্য দাতাদিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। এই কার্য্যে ২০৭৵৫ টাকা ব্যয় বাদে ১২৭।৶১৫ স্থিত আছে।

দানপ্রাপ্তি—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, মানিকদহ স্কুলের পণ্ডিত বাবু উমেশচন্দ্র নাগ তাঁহার পরলোকগতা মাতা দুর্গাময়ীর নামে একটী ফণ্ড স্থাপন উদ্দেশ্যে ১৫০০৲ টাকা দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে একজন অবিবাহিত প্রচারক বা তদভাবে অন্য কোন প্রচারকের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সাহায্য করা হইবে। সম্প্রতি তাঁহার হস্তে যে টাকা আছে তাহাই দিবেন। পরে ক্রমে ক্রমে আপনার ব্যয় বাদে যাহা সঞ্চিত হইবে, তাহা প্রদান করিয়া উক্ত ১৫০০ সংখ্যা পূর্ণ করিবেন। এই সময় মধ্যে তিনি ২৩০৲ টাকা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ঈশ্বর উমেশ বাবুর এই সাধু সংকল্পের সহায় হউন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ধন্যবাদের সহিত তাঁহার এই দান গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

অধ্যক্ষ-সভা-গঠনের ভোটীং পত্র—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ-সভা-গঠনের জন্য যে অবান্তর নিয়ম আছে, তদনুসারে অধ্যক্ষ সভার সভ্যপদপ্রার্থী হইবার অনুরোধ করিয়া যথাসময়ে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল এবং তৎপর উপযুক্ত সংখ্যক নাম সংগ্রহের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সভ্যগণের অভিমত চাহিয়া পাঠান। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপযুক্ত সংখ্যক নাম সংগৃহীত না হওয়ায় এবার আর ভোটিংপত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হয় নাই।

ব্রাহ্ম-বিবাহআইন—বর্ত্তমান সময়ে ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে ব্রাহ্মবিবাহ-সমূহ রেজিষ্টারি হইয়া আসিতেছে। কিন্তু উক্ত আইন ঠিক ব্রাহ্ম-বিবাহের আইন নয়। এবং ব্রাহ্মগণ উক্ত আইনের সাহায্য লইতে সকল বিষয়ে সুবিধাও বোধ করেন না। এজন্য যাহাতে ব্রাহ্মবিবাহের জন্য স্বতন্ত্র এক আইন হয়, সেই উদ্দেশ্যে একখানা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে ব্রাহ্ম সাধারণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য আবেদন করা হইবে।

প্রচার—আমরা গত ২য় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণে জ্ঞাপন করিয়াছি যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মিঃ লছমনপ্রসাদকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রবেশার্থী প্রচারকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহাকে প্রচারক পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব নির্দ্ধা-

নিত হইয়াছে। তাঁহাকে আগামী বৈশাখ মাসে প্রচারক পদে বরণ করা হইবে, এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহাকে পরীক্ষাধীন না রাখিবার কারণ এই যে, তিনি বহুদিন হইতে নিপুণতার সহিত পঞ্জাব, সিন্ধু, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, বেহার প্রভৃতি প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রচার কার্য্যের উপযুক্ততা যথেষ্ট আছে এজন্য আর পরীক্ষাধীন রাখিবার প্রয়োজন দেখা যায় না।

নিম্নলিখিতরূপে গত তিন মাসে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—কলিকাতায় অবস্থিতিকালে সমাজে ও পরিবারে উপাসনাদি করেন, এবং তাঁহার উপর যে সকল কার্য্য ভার অর্পিত আছে, তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। শারদীয় উৎসব উপলক্ষে মানিকদহে যান। সেখানে ৪।৫ দিন থাকিয়া উপাসনাদি করেন। এ স্থান হইতে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সম্মিলনীতে যান। সেখান হইতে ফিরিবার সময় কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাদি করেন এবং ছাত্রদের সভায় "চরিত্র-গঠন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তথা হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিশেষ অনুরোধে বাহিরে আর প্রচার করিতে যান নাই। কেবল তিন স্থানে তিনবার উৎসব করিতে গিয়াছিলেন এবং একটি অনুষ্ঠানে রংপুরে গমন পূর্ব্বক তথাকার সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। পাবনা ব্রাহ্মসমাজে উৎসব উপলক্ষে যাইয়া তথায় ৩।৪ দিন থাকিয়া উপাসনা আলোচনা পাঠ ও ব্যাখ্যাদি করেন। একদিন "ধর্ম্ম মানি কেন?" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। কুষ্টিয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় ৩।৪ দিন থাকিয়া উপাসনা ও পাঠাদি করেন। একদিন প্রকাশ্যভাবে বাজারে "জীবের প্রহরী পরমেশ্বর" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন, এবং আর একদিন মন্দিরে "প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি?" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে ৮।১০ দিন থাকিয়া উপাসনাদি করেন। একদিন বাজারে "জীবন্ত ঈশ্বর" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আর ৪ দিন মন্দিরে ও সম্পাদকের গৃহে নিম্নলিখিত বিষয় সকলে বক্তৃতা করেন। "এক এব সুহৃদ্ ধর্ম্ম", "ঈশ্বরমুখীন হও", "ভারতের মহাজন", "ব্রাহ্মধর্ম্মে নূতন কথা কি?" সিরাজগঞ্জ হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজে ও বাঘমারি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাদি করেন এবং প্রকাশ্য বক্তৃতাদি করেন, একদিন ছাত্রসমাজে উপাসনা করেন, এখন কলিকাতায় থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সকল করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু—কলিকাতা—মানিকতলা বিডন স্কোয়ার ও বেলেঘাটায় সর্ব্বশুদ্ধ ৪টী বক্তৃতা করেন। শ্যামবাজার ও মানিকতলা সমাজে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করেন। কোন কোন পরিবারে উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মাসিক সমাজ উপলক্ষে একদিন আচার্য্যের কার্য্য করেন। নারিকেল ডাঙ্গায় কোন পরিবারে একদিন উপাসনা ও কীর্ত্তন হয়, তথায় "ব্রাহ্মধর্ম্ম" বিষয়ে উপদেশ দান করেন।

মফঃস্বল—নিমতা—ব্রাহ্মসমাজে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করেন।

খালোড়—হাওড়া জেলার অন্তর্গত খালোড় ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন। তথায় উপাসনা ও উপদেশ দান করেন, এবং "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?" "পরিবারে ধর্ম্মসাধন" বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা করেন এবং আর একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।

উড়িষ্যা—কটক—এখানে প্রিণ্টিং হলে "এ কোন্ শক্তি?" এবং "ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে" দুইটী বক্তৃতা করেন। ছাত্রদিগের জন্য টাউন স্কুলে অধ্যবসায় সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। ইহা ব্যতীত সমাজে উপাসনা ও উপদেশ দান করেন, এবং কোন পরিবারে ও বন্ধুদিগের মধ্যে উপাসনাদি করেন।

পুরী—এখানে কোন পরিবারে উপাসনা করেন, এবং একদিন একটী উপদেশ দান করেন, এবং স্থানীয় স্কুলগৃহে "বিবেক ও বিনয়" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। ইহা ব্যতীত কোন কোন বন্ধুর সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন।

বালেশ্বর—নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা ও উপদেশ দান করেন। কোন কোন পরিবারে উপাসনা করেন। "ধর্ম্মই সুখের কারণ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। ইহা ব্যতীত কোন কোন বন্ধুর সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন।

নলকুল—এখানে একটী ক্ষুদ্র সমাজ আছে, এখানে স্থানীয় লোকদিগের সহিত উপাসনা করেন ও উপদেশ দান করেন।

শ্রীরামপুর—উৎসবে গমন করেন, এখানে উপাসনা ও উপদেশ দান করেন, এবং "ধর্ম্ম জীবন" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন, এবং আর এক সময়ে "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ" সম্বন্ধে আর একটী বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকিয়া ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রমের কার্য্যে অতিবাহিত করেন। মধ্যে মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং ছাত্রসমাজে ২টী বক্তৃতা করেন, একদিন উপাসনা করেন। বালীগঞ্জস্থ পারিবারিক সমাজ ও সঙ্গতে উপাসনা ও আলোচনা করেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে পুরুলিয়ায় যান এবং উক্ত শ্রাদ্ধবাসরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। পুরুলিয়া টাউন হলে "সার ধর্ম্মের লক্ষণ কি?" ও "ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য কেন?" এই দুই বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা করেন, একদিন প্রাতে শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। বক্তৃতাস্থলে সহরের শিক্ষিত ভদ্রলোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদন ও মেসেঞ্জার সম্পাদনের সহায়তা করেন। সম্প্রতি তিনি ব্রাহ্মপরিচারক ও সেবক মণ্ডলী গঠন কার্য্যে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত আছেন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বাশবেড়িয়া — ৪ দিন ছাত্রসভার সভাপতিরূপে নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা (১) "ব্যক্তি-

ত্যের উপকার” (২) “সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মার পবিত্রতা রক্ষা” (৩) “সমাজ গঠন” (৪) “জীবনচরিত পাঠের উপকার”। একটি স্কুল সংস্থাপনের জন্য আহূত সভায় বক্তৃতা। স্কুল স্থাপন জন্য গ্রামবাসীদিগের চেষ্টায় যোগদান। জন্মদিন উপলক্ষে সবান্ধবে উপাসনা। ব্রাহ্মসমাজে দুই দিবস আচার্য্যের কার্য্য, ধর্ম্মালোচনা ও সৎপ্রসঙ্গ করেন।

কলিকাতা—একটি বালকের জন্ম দিন উপলক্ষে উপাসনা। সঙ্গত সভায় ২ দিবস চৈতন্য চরিতামৃত ব্যাখ্যা। সিন্দুরিয়া পটী ব্রাহ্মসমাজের সাবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা করেন।

ঢাকা—ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে বেদীর কার্য্য ও “বিশ্বাস ও ভক্তি” এবং “কর্ম্মসাধন” বিষয়ে দুইটি প্রকাশ্য বক্তৃতা। ধর্ম্মালোচনার জন্য আহূত সভায় সভাপতির কার্য্য। অন্য সময়ে কোন ভদ্রলোকের বাটীতে উপাসনা। সমাজ গৃহে প্রার্থনা ও আলোচনা এবং বেদীর কার্য্য। “অবতারবাদ” বিষয়ে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।

ময়মনসিংহ—একটি শিশুর জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা। সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য। টাউনহলে “ধর্ম্ম কি?” এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।

ইহাছাড়া ধর্ম্মবিষয়ে পুস্তক রচনায় অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন—মিঃ লছমন প্রসাদ কিছুদিন হইতে কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া, এখানে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্য স্থলে বক্তৃতা—সমাজ মন্দিরে ৩ দিন উপাসনা ও উপদেশ দান করিয়াছেন। একখানা হিন্দী গ্রন্থ প্রণয়ন ও কবিরের উক্তির বঙ্গানুবাদের সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি গিরিধি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়াছেন, তথা হইতে তাঁহার বেহারের কোন কোন স্থানে যাইবার কথা আছে। এবং বাবু কালীপ্রসন্ন বসু, বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারি, বাবু কালীমোহন দাস, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু কেদারনাথ রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ নানা প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে সম্প্রতি লাহোর হইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব এবং শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ এখানে আগমনপূর্ব্বক আমাদের সমাজের সভ্য হইয়া উৎসাহের সহিত প্রচার করিতেছেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল।

পাবনা, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, পুরুলিয়া, গিরিধি, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, মাণিকদহ, শ্রীরামপুর, থালোড়, চট্টগ্রাম, কোচবিহার, কুমারখালি, রংপুর।

উপাসক মণ্ডলী—গত তিন মাসে উপাসক মণ্ডলীর কার্য্য ভালই চলিয়াছে, প্রতি রবিবার প্রাতে এবং সায়ংকালে উপাসনা হইয়াছে। সায়ংকালীন উপাসনায় সময় চারি শতের অধিক লোক উপস্থিত হইয়া থাকেন। প্রতি মঙ্গলবার সঙ্গত সভায় সভ্যগণ উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। এই তিন মাস মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বাবু শশিভূষণ বসু, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মিঃ লছমন প্রসাদ উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।' মন্দিরের সংস্কার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল, সংস্কার কার্য্যে প্রায় চারিশত টাকার প্রয়োজন, কিন্তু এপর্য্যন্ত একশত টাকাও আদায় হয় নাই। উপাসক মণ্ডলীর তহবিলে টাকার অত্যন্ত অভাব।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
চাঁদা আদায়	৫৪॥०	বেতন হিঃ	৩৫॥৵०
দান সংগ্রহ ও দান		গ্যাসের আলোর	
প্রাপ্তি	৯৮৶২॥	পূর্ব্ব বৎসরের	১২৲
পূর্ব্ব ৩বৎসরের উৎ-		বর্ত্তমান বৎসরের	২৬॥०
সবের গ্যাসের আ-		পাখা টানার ব্যয়	৩॥/०
লোর দরুণ	৭২॥०	বিবিধ	৬॥०
ছাত্র সমাজ হইতে		ঋণ শোধ	১৫৲
প্রাপ্তি	১১৲		
			৯৯৶०
	১৪৭৮৶২॥	হস্তেস্থিত	৮৩।৵২॥
পূর্ব্বস্থিত	৩৪॥৵०		
			১৮২॥/১॥
	১৮২॥/২॥		

সঙ্গত সভা—গত ২৭এ সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সঙ্গত সভার ১৩টী অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত ১৩টী অধিবেশনে নিম্নলিখিত ৬টী বিষয়ের আলোচনা হয়। (১) “কুসংস্কার পূর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে আমাদের কিছু শিখিবার আছে কি না?” “হিন্দুধর্ম্ম হইতে আমাদের কি কি বিষয় শিক্ষা করা উচিত?” (৩) “খৃষ্টীয় ধর্ম্ম হইতে আমাদের শিক্ষার বিষয়।” (৪) “মুসলমান ধর্ম্ম হইতে আমাদিগের শিক্ষার বিষয়।” (৫) কবিরের ধর্ম্ম।” (৬) “বৈষ্ণব ধর্ম্ম।” ইহার কোন কোন বিষয় ২।৩ দিন ধরিয়া আলোচনা হয়।

আনন্দের বিষয় এই যে গত ১৪ই ডিসেম্বর অর্থাৎ ৩০এ অগ্রহায়ণ হইতে সঙ্গত সভার কয়েক জন সভ্য মাঘোৎসবের উদ্বোধন স্বরূপ কলিকাতার ব্রাহ্মদের বাড়ী বাড়ী প্রত্যহ ভোরে কীর্ত্তন করিয়া শেষে এক বাড়ীতে যাইয়া উপাসনা করিতেছেন। এইরূপ সমস্ত পৌষ মাস তাঁহারা কীর্ত্তন ও উপাসনা করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসম্মিলনী—বিগত পূজার বন্ধে অধিকাংশ সভ্য মফঃস্বলে চলিয়া যাওয়ায় অক্টোবর মাসে মাসিক সম্মিলন হয় নাই। ৬ই নবেম্বর রবিবার শ্রীযুক্ত ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে এবং ৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ কর মহাশয়ের উল্টাডিঙ্গীস্থ উদ্যানভবনে সম্মিলনীর ২টি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। আমরা শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন বসু মহাশয়কে এবং শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ কর মহাশয়কে এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ

প্রদান করিতেছি। এতদ্ভিন্ন ১১ই নবেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে সম্মিলনীর একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তৎপর ১৪ই নবেম্বর সোমবার হইতে প্রতি সোমবার সন্ধ্যার সময় উপাসনামন্দিরে সাপ্তাহিক সম্মিলন হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এই কয় মাসে সর্ব্বসমেত ১৩টী অধিবেশন হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত সভ্যসংখ্যা ৭৭ জন। সম্মিলনীর চাঁদা ও এককালীন দান দ্বারা ৪৮৮/৫ আয় হইয়াছে এবং ব্যয় ৪২৷৷/৫ বাদে ৬।৹ হস্তে স্থিত আছে। এবং রিজার্ভ ফণ্ডে ২০৲ টাকা জমা আছে।

ছাত্রসমাজ—শারদীয় অবকাশের পর গত ৫ই নবেম্বর ছাত্রসমাজের কার্য্য পুনরারম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কার্য্যারম্ভ সূচক উপাসনা করেন। তৎপর নিম্নলিখিত রূপে ছাত্রসমাজের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

বক্তা	বিষয়
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্,এ—	"উদ্যোগী পুরুষ"
"	"কার্য্যেই মানবচরিত্রের শিক্ষা"
শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম,এ—	Way of the spirit in history.
শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর সুকুল এম,এ—	"আর্য্য প্রাচীন ও নবীন"
"	"লিঙ্কলনের জীবনচরিত"
শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ—	"চরিত্রবল লাভের উপায় কি?"
"	

বিগত ২৮শে নবেম্বর উপাসনা ও উপদেশ হয়; শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ১৭ই ডিসেম্বর ছাত্রসমাজের আলোচনা সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ছাত্রসমাজের বর্ত্তমান সভ্যসংখ্যা ৩২৮ জন।

ব্রহ্মবিদ্যালয়—বিগত পূজাবকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনটী শ্রেণী নিয়মিত রূপে চলিতেছিল। বাবু সীতানাথ নন্দী ও সীতানাথ দত্ত ইংরেজি উচ্চতর শ্রেণীর, বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা উচ্চতর শ্রেণীর এবং বাবু মোহিনীমোহন রায় বাঙ্গালা নিম্নতর শ্রেণীর কার্য্য করিয়াছেন। পূজাবকাশের পর হইতে ইংরেজি উচ্চতর শ্রেণী ও বাঙ্গালা নিম্নতর শ্রেণীর কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে, বাঙ্গালা উচ্চতর শ্রেণীর কার্য্য কোন অসুবিধা বশতঃ এখনও পুনরারব্ধ হয় নাই। ইংরেজি নিম্নতর শ্রেণী সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে এবং বাবু সীতানাথ নন্দী ইহার অধ্যাপনার ভার লইয়াছেন। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যা—ইংরেজি উচ্চতর শ্রেণীতে ১২, বাঙ্গালা উচ্চতর শ্রেণীতে ৩, ইংরেজি নিম্নতর শ্রেণীতে ৩ ও বাঙ্গালা নিম্নতর শ্রেণীতে ৫, সর্ব্বশুদ্ধ ২৩।

বঙ্গমহিলাসমাজ—অক্টোবর মাসে পূজার ছুটী ছিল, নবেম্বর ও ডিসেম্বর এই দুই মাস সভার কার্য্য নিয়ম মত চলিতেছে। নবেম্বর মাসে "মহাভারত" হইতে পাঠ হইয়াছে, এবং একটী সাধং সমিতি হইয়াছে, ডিসেম্বর মাসে একবার "আতিথেয়তা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হইয়াছে, অন্যবার "রোগ শয্যা" অর্থাৎ পীড়িতের প্রতি ব্যবহার এবং নিজে পীড়িত হইলে ব্যবহারের আদর্শ এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হইয়াছে।

তত্ত্ব-কৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—এই দুই পত্রিকাই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদন-সম্বন্ধে এবং আয় ব্যয়সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

পুস্তকালয়—অনেকে গৃহে পুস্তক লইয়া যাইয়া পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার বিশেষ কোন উন্নতি হইতেছে না। এই সময় মধ্যে লাইব্রেরির জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ এবং সমূল মনুসংহিতা ক্রয় করা হইয়াছে।

ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস—ছাত্রীনিবাসের কার্য্য পূর্ব্ববৎই চলিতেছে। এইক্ষণে ছাত্রী সংখ্যা ৩৭। কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য্যের স্থলে কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু মহাশয়া তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত হইয়াছেন। তত্ত্বাবধায়িকাগণ বিশেষ যত্নের সহিত ছাত্রীদিগের সেবা ও স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ছাত্রীনিবাসে প্রতিদিন উপাসনা হইয়া থাকে। আর্থিক অবস্থা আরও ভাল হওয়া আবশ্যক।

আয় ব্যয় হিসাব।

জমা-		খরচ	
চাঁদা আদায়	৩৯৷৷০	আহার ও আলোর ব্যয়	৫১৬৷৷৫
এড্‌মিশন ফীঃ	৩৫৲	বাড়ী ভাড়া	২০৭৲
ছাত্রীদিগের বেতন	৯২৭।০	ছাত্রীদিগের বেতন	৩৪৲
বৃত্তি হিঃ	৪৬৲	জিনিস খরিদ	৬৩।/১০
এক কালীন দান সংগ্রহ	২০৲	বৃত্তি হিঃ	৭৪৷৷৶০
	১০৬৭৸০	ছাত্রীনিবাসের জন্মোৎসবের ব্যয়	১২৸/০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৩১৷৷/১৫	বিবিধ ব্যয়	৩২৶০
	১২৯৯।/১৫	কর্ম্মচারীর বেতন	২৩০৸৶১০
			১১৭১।৶৫
		হস্তে স্থিত	১২৭৸৶১০
			১২৯৯।/১৫

দাতব্য বিভাগ—দাতব্য বিভাগের গত তিন মাসের কার্য্য প্রায় পূর্ব্ববৎই চলিয়াছে। এই তিন মাস মধ্যে ২টী অন্ধ, একটী কুষ্ঠ রোগীর, ৪।৫টী পরিবারের, ১৩।১৪টী ছাত্রের এবং কয়েকটী পীড়িত ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। ব্রাহ্মবন্ধুগণ মনোযোগী হইয়া পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে যদি দাতব্য বিভাগে কিছু কিছু অর্থ দান করেন তবে ইহার দ্বারা অনেক দুঃখীর দুঃখ মোচন হইতে পারে।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
এককালীন দান সংগ্রহ	১৲	মাসিক দান	৬৯৶০
বার্ষিক দান সংগ্রহ	৬৲	এককালীন দান	৩৮৲
মাসিক দান	৪৲		
অনুষ্ঠানোপলক্ষে প্রাপ্তি	৩৪৷৷০		১০৭৶০
	৪৫৷৷৷০	হস্তে স্থিত	১৪৬৷৷৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	২০৮।/০		২৫৩৸/০
	২৫৩৸/০		

নীতি বিদ্যালয়—নীতি বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা এক্ষণে অন্যূন দেড় শত হইবে। তাহাদিগকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে শিক্ষক একজন এবং শিক্ষয়িত্রী আট জন। শ্রীযুক্ত বাবু মনোমত ধন দে বিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ চন্দ্র বসু বিজ্ঞান সম্বন্ধে বালকবালিকাগণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা-লেখককে একটী পুরস্কার দিয়াছেন। তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। গত ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বালক বালিকাগণকে আলিপুর পশুশালা দর্শনার্থ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তথায় তাহাদের প্রীতিভোজন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই প্রীতি ভোজনের ব্যয়ভার শ্রীযুক্তা হেমন্তশশী দাস বহন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ইতিমধ্যে মহীশূরের রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী নীতি-বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তিনটী বালিকা সুললিত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল, তাহাতে তিনি অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে বালক বালিকাগণের গান শুনিয়া অতিশয় প্রশংসা করিয়াছিলেন।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—গত তিন মাসে এই ফণ্ডের এক শত টাকা দানাঙ্গীকার পাওয়া গিয়াছে এবং ২৩ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বাস্থিত ৩০২৩৷৷৫ সহিত মোট আয় ৩০৪৬৷৷৫। ব্যয় ৵৫ বাদে ৩০৪৬৷৶ স্থিত আছে।

ব্রাহ্ম বালিকাশিক্ষালয়—এ সময় মধ্যে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রী সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রীসংখ্যা ৮২ জন। বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে এবং যে টাকা ফণ্ডে সঞ্চিত ছিল তাহা ব্যয় হইয়া গিয়া এখন ঋণ হইতেছে। এ বিষয়ে ব্রাহ্মবন্ধুগণ বিশেষ মনোযোগী না হইলে আমাদের এমন প্রয়োজনীয় ও সুন্দর কার্য্যটীর বিশেষ ক্ষতি হইবে।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
ছাত্র ও ছাত্রী বেতন	৩৪৬৵০	কর্ম্মচারীর বেতন	৩৮৫।০
চাঁদাপ্রাপ্ত	১৪৮৷৷০	গাড়ী ভাড়া	২৬৪৷৷৵৫
এককালীন দানপ্রাপ্তি	৫৬৷০	বাড়ী ভাড়া	৮৩৲
চরিত্র পুস্তক বিক্রয়	১৸১০	বিবিধ	১২৸৫
ধার	২১৬৷৷০	হাওলাত শোধ	২৬৲
	৭৬৯।১০		
পূর্ব্বস্থিত	৯৮৷৷১৫	হস্তে স্থিত	৯৫৸১০
	৮৬৭৸৫		৮৬৭৸৫

পুস্তক প্রচার—ব্রহ্মসংগীতের ৬ষ্ঠ সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে। আগামী মাঘোৎসবের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। ১ একখানা হিন্দী ও একখানা বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে এবং কবিরের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও তাঁহার উক্তি (দোঁহা) ও অনুবাদ সহিত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

জমা		ব্যয়	
প্রচার ফণ্ড	১৭৩৮৶১৫	প্রচার ব্যয়	৪০৫৷৷৫
বার্ষিক চাঁদা ৬৲		কর্ম্মচারীর বেতন	২২২৲
মাসিক চাঁদা ১২৬৲১৫		ডাকমাশুল	২৷৷১০
এককালীন ৪১৮৶০		পাথেয় হিঃ	৪৩৲
	১৭৩৮৶১৫	প্রচারক গৃহ হিঃ	১০৮৵০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	২৪১৷৷০	মুদ্রাঙ্কণ	৬৲
বার্ষিক চাঁদা ১৯৮৲		সুজাতা বৃত্তি	২৮৲
মাসিক চাঁদা ৩১৷৷০		দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন	৫৮৲
এককালীন ১২৲		বিবিধ হিঃ	১৫৷৷৵১৫
	২৪১৷৷০		৭৯১৷৷৵১০
পাথেয় হিঃ	৫৬৲	গচ্ছিত হিঃ	২১৲
প্রচারক গৃহ হিঃ (বাড়ী ভাড়া)	৬৬৷৷০		৮১২৷৷৵১০
জন্মের রেজিষ্টারী ফিঃ	।০	স্থিত	১১৮৩৷৷১০
দুর্গাময়ী ফণ্ড (বাবু উমেশচন্দ্র নাগ প্রদত্ত)	২৩০৲	মোট	১৯৯৬৵০
সিটী কলেজ হইতে দানপ্রাপ্তি (দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দিবার জন্য)	৫৮৲		
কর্ম্মচারীর বেতন, তত্ত্বকৌমুদী ও বুক ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত	১৬০৲		
	৯৮৬৶১৫		
গচ্ছিত হিঃ	১৪৲		
হাওলাত হিঃ	৮০৲		
	১০৮০৶১৫		
পূর্ব্ব স্থিত	৯১৫৸৵৫		
মোট	১৯৯৬৶০০		

পুস্তক ফণ্ড।

আয়		ব্যয়	
বাকী মূল্য আদায়	১৪৷৷১০	ডাকমাশুল	২৷৷৶৫
নগদ বিক্রয়	১০৬৷৵০	মুদ্রাঙ্কণ	৯৲
সমাজের ৮৫৷৷৵৫		কাগজ	১।০
অপরের ২০৸১৫		কর্ম্মচারীর বেতন	৩৬৲
পুস্তকের ডাকমাশুল	৩৸৵০	বিবিধ	১৶০
গচ্ছিত	১৫৸৫	গচ্ছিত শোধ	৩৸৫
	১৪০৷৷৶১৫		৫৩৸১০
পূর্ব্ব স্থিত	৩৬৫৯৷৷৵১৫	বর্ত্তমান স্থিত	৩৭৪৬৷৷৶০
	৩৮০০৷৶১০		৩৮০০৷৶১০

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়-		——ব্যয়——	
মূল্যপ্রাপ্ত	৩০৭৷৷/১০	ডাকমাশুল	৯৫ ৲১৫
বিজ্ঞাপন	১৷৵১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৮৭৶৫
এককালীন দানপ্রাপ্তি	৩৮৷৷৵০	মুদ্রাঙ্কণ	১৩১৲
	———	কাগজ	৯১৷৷০
	৩৪৭৷৷৵০	কমিশন	২৷৷৵০
গত ত্রৈমাসিকেরস্থিত	৩৪১৸৶১০	বিবিধ	৮৷৷/৫
			———
	৬৮৯৷৷/১০		৪১৫৸৶৫
		স্থিত	২৭৩৷৷৵৫
			———
			৬৮৯৷৷/১০

তত্ত্বকৌমুদী।

জমা——		-খরচ-	
মূল্যপ্রাপ্ত	১৭৮৸/০	কাগজ	৫৪৲
বিবিধ	১৷৷০	ডাকমাশুল	৫০৸০
	———	মুদ্রাঙ্কণ	৫৪৲
	১৮০৷/০	কর্ম্মচারী বেতন	৬৯৲
পূর্ব্বস্থিত	১৬১৩৲	কমিশন	৷৷৵০
	———	বিবিধ	৬৶১৫
	১৭৯৩৷/০		———
			২৩৪৷৷/১৫
		স্থিত	১৫৫৮৷৷৶৫
			———
			১৭৯৩৷/০

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস

জমা-		———খরচ——	
ছাপাই অর্থাৎ যত টাকার কাজ হইয়াছে	১৩৮৬৲	মুদ্রাঙ্কণ কাগজ প্রভৃতির জন্য যাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে দেওয়া যায়	১৮৯২৷৷৵১০
মুদ্রাঙ্কণ ও নগদ বিলাত অর্থাৎ কাগজ ইত্যাদির বাবদ আদায়	১৩৪৪৸১৫	বেতন	৭৫১৷৷৫
		প্রেস প্রস্তুত	১৬৯৷৶১৫
প্রেস প্রস্তুত	১৩৮	সরঞ্জামি	১১৩৵২৷৷
গৃহ প্রস্তুত	৩০৲	বাটী ভাড়া	৩০৲
হাওলাৎ	১১২৮৷৷/১৷	সুদ	৭৫৲
কর্ম্মচারীগণের বেতন ৭৪২৷৷৶১৭		রসিদ ষ্ট্যাম্প	৶০
সুদ ৭৫৲		ছাপাই (ছাড়)	১৷৷০
টাইপ ১৫৷৷০		ওয়ার এণ্ড টিয়ার	১৩৮৲
কাগজ ২৵০		ডাক মাশুল	৷৵১৫
নগদ ২৯৬৷০		বিবিধ	৫৶১৫
———		হাওলাৎ কর্ম্মচারীগণের বেতন ৭০৮৵১৷	৮৬৭৷৶১০
১১২৮৷৷/১৷			

ডাক মাশুল	৲১০	সুদ	৮১৲
বিবিধ	৲৭৷৷০	টাইপ	৩৯/০
	———	দপ্তরি	১৯৲
	৪০২৭৷৶২৷৷	নগদ	২০৲
পূর্ব্ব স্থিত	২১৷৵৫		———
			৮৬৭৷৶১০
	৪০৪৯/৭৷৷০		
			৪০৪৪৸/১২৸
		স্থিত	৪৶১৫
			———
			৪০৪৯/৭৸

শ্রীকৃষ্ণদয়াল রায়
সম্পাদক।

পাঁচ ফুলের সাজি।

6. Seneca—

"Let us first persuade ourselves of this :—that there is not one of us without fault....No man is found who can acquit himself, and he who calls himself innocent does so with reference to a witness, and not to his own conscience."

প্রথমে আমাদের এই ধারণা করিতে হইবে যে, আমাদের মধ্যে কেহ দোষহীন নাই। এমন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না যিনি আত্মদোষস্খালন করিতে পারেন; এবং যিনি আপনাকে নির্দোষ বলেন, তিনি একজন দর্শকের দিকে চাহিয়া বলেন, বিবেকের দিকে চাহিয়া নহে।

7. Marcus Aurelius—

"Now, living and dying, honour and infamy, pleasure and pain, riches and poverty—all these things are the common allotment of the virtuous and vicious, because they have nothing intrinsically noble or base in their nature; and, therefore, to speak properly, are neither good nor bad."

এখন, জীবন মৃত্যু, যশ, অপযশ, সুখ, ক্লেশ, ধন, দারিদ্র্য—এই বস্তু গুলি সাধু এবং অসাধুর সাধারণ অদৃষ্ট, কারণ এই সকলের প্রকৃতির মধ্যে বস্তুতঃ উচ্চ বা নীচ কিছুই নাই, এবং তজ্জন্য, প্রকৃতরূপে বলিতে গেলে, তাহারা ভালও নহে, মন্দও নহে।

8. Epictetus—

"We see, then, that the carpenter becomes a carpenter by learning something, and by learning something the pilot becomes a pilot. And here also is it not on this wise? Is it enough that we merely wish to become good and wise, or must we not also learn something? We inquire, then, what we have to learn."

আমরা তবে দেখিতেছি যে, সূত্রধর কোন কিছু শিক্ষা করিয়া সূত্রধর হয়, কর্ণধার কোন কিছু শিক্ষা করিয়া কর্ণধার হয়। এবং এখানেও কি সেইরূপ নহে? আমরা সৎ ও

জ্ঞানী হইতে কেবল ইচ্ছা করিলেই কি হইল, না আমাদিগকে কিছু শিক্ষা করিতেই হইবে? তবে, আমরা কি শিক্ষা করিতে হইবে তাহাই অনুসন্ধান করি।

9. Sadi—

"O living man! as long as thou hast the power of speech, having shut thy lips from the praise of God, do not sleep."

হে জীবিত মানব! যতদিন তোমার বাক্‌শক্তি আছে, ওষ্ঠকে ব্রহ্মগুণকীর্ত্তন হইতে রুদ্ধ করিয়া, নিদ্রা যাইও না।

১০। যোগবাশিষ্ট—

"তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ জাগ্রন্নিবসন্নুৎপতন্ পতন্।
অসদিত্যে ভব নিত্যং তন্নিশ্চিত্যাস্থাং পরিত্যজ॥"

স্থিতিকালে, গমন সময়ে, স্বপ্নাবস্থায়, জাগ্রত সময়ে, উপবেশন ও উত্থাপন কালে সর্ব্বদাই এই জগৎ অসৎ এইটী নিশ্চয় করিয়া, ইহার প্রতি আস্থা পরিত্যাগ কর।

১১। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র—

"অশ্বমেধ সহস্রাণি বাজপেয় শতানি চ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হতি ষোড়শীম্॥
সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থেষু তৎফলং লভতে গুনঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হতি শোড়শীম্॥"

ব্রহ্ম জ্ঞানে যে পুণ্য লাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার ষোড়শাংশের একাংশসম পুণ্য সঞ্চয় হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার হইলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থে বিশুদ্ধচিত্তে গমন করিলেও তাহার ষোড়শাংশের একাংশও পুণ্য লাভের সম্ভাবনা নাই।

12. The Koran—

"Dost thou not know that God is almighty? Dost thou not know that unto God belongeth the kingdom of heaven and Earth? Neither have ye any preceptor or helper except God."—

তুমি কি জান না যে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান? তুমি কি জান না যে স্বর্গ ও মর্ত্তের রাজ্য তাঁহারই? ঈশ্বর ব্যতীত তোমাদের আর কোন গুরু বা সহায় নাই।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাঘোৎসব—১২ই মাঘ সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব হইবার কথা আছে, কিন্তু আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, উক্ত দিবস নববিধান এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মিলিয়া নগরকীর্ত্তন করিবেন বলিয়া স্থির হইতেছে, তাহা হইলে ছাত্রসমাজের উৎসব ১৩ই মাঘ হইবে।

মন্দির প্রতিষ্ঠা—ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী তথায় গমন করেন। ২৩এ হইতে ২৬এ পৌষ পর্য্যন্ত বার দিন উৎসব হয়। বহু দিন যাবত ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ মন্দিরের অভাবে বিশেষ অসুবিধা অনুভব করিতেছিলেন। ঈশ্বর কৃপায় সহরের মধ্যস্থলে একটী সুন্দর প্রশস্ত মন্দির নির্ম্মিত হওয়াতে তাঁহাদের গুরুতর অভাব বিদূরিত হইয়াছে। এই উৎসবে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা সম্ভোগ করিয়া সকলে ধন্য হইয়াছেন। বহু দিনের পুরাতন পাপ ও জড়তা পরিত্যাগ করিয়া, অনেকে নব জীবনের আভাস পাইয়াছেন।

২৩এ পৌষ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথচন্দ্র মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। বৈকালে ৪টার সময় নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয় এবং রাত্রি ৮টার সময় মন্দিরে প্রবেশ করা হয়। মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মনামে উন্মত্ত ব্রাহ্মগণ যখন "মা! খোল দ্বার" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তখন সকলের প্রাণ মহানন্দে মত্ত হইয়া গেল। সে দৃশ্যে স্বর্গের শোভাই প্রকাশ করে। শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনায় সকলে ব্যাকুল ও উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তৎপর তিনি একটী গভীর প্রাণস্পর্শী উপদেশ দেন। উপদেশ শ্রবণে অনেক পরিদর্শক ব্যক্তির হৃদয় ও বিগলিত হইয়া যাইতে লাগিল। উপদেশের সার মর্ম্ম—এই, "ভগীরথ ষষ্ঠ সহস্র পিতৃকুল উদ্ধারের জন্য স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনয়ন করেন। প্রথমে সেই নদী শৃগালে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিত; কিন্তু এখন তাহা প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত বৃহৎ নদী। ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপগঙ্গা রাজা রামমোহন কোটী কোটী নরনারীর পরিত্রাণের জন্য ব্রহ্ম-পাদপদ্ম হইতে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন; এখন ক্ষুদ্র বটে, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি—ইহা সমস্ত মানবজাতির পরিত্রাণ করিবে।" রাত্রি প্রায় ১১টার সময় সেই দিনকার কার্য্য শেষ হয়। ২৪এ পৌষ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ হয়; শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপদেশের সার মর্ম্ম এই—"ঈশ্বরের নামে বিবাদ নাই; কিন্তু তবু বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। ভাড়াটে সৈন্যদিগকে যখন বিপক্ষ দল বুঝিতে পারে যে ইহারা যথার্থ দেশবৎসল নহে, কিন্তু অর্থ বৎসল—তখন যেমন ইহাদের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়—আর ইহাদের দেশাহৈতৈষনার (Patriotism এর) দাম থাকে না, তেমনি ব্রাহ্মগণ বিপক্ষের নিকট তখনই লজ্জিত ও পরাভূত হইবেন যখন দেখিবেন যে ভাড়াটে সৈন্যের ন্যায় তাঁহাদেরও দুর্ব্বলতা আছে।" ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত মন্দিরে আলোচনা হয়। তৎপর পূর্ব্ব বঙ্গের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু, চণ্ডীকিশোর কুমারী থানার ঘাটে বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যার সময় সূর্য্যকান্ত টাউন হলে শাস্ত্রী মহাশয় "যুগ সন্ধি ও যুগ সমস্যা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম—"প্রাচীন ভারতে অতিরিক্ত সামাজিকতা বর্ত্তমানে অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব; প্রাচীন অতিরিক্ত supernaturalism বর্ত্তমানে অতিরিক্ত naturalism, এই উভয় ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য নূতন ধর্ম্ম আসিতেছে, তাহাতে সর্ব্বভৌমিকত্ব (universality) থাকিবে, উদারতা (catholicity) যুক্তিযুক্ততা (rationality) আধ্যাত্মিকতা (spirituality) স্বাধীনতা (Independence) থাকিবে। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু

উমেশচন্দ্র গুপ্তের বাটীতে উপাসনা হয়। চণ্ডী বাবু উপাসনা করেন।

২৫এ পৌষ মন্দিরে প্রাতে উপাসনা ও উপদেশ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। গুরুদাস বাবু মাধ্যাহ্নিক উপাসনার কার্য্য করেন। তৎপর তিনি ও চণ্ডী বাবু শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন। ৪টার পর সভা হয়। তাহাতে মন্দিরের আয় ব্যয় ইত্যাদির হিসাব প্রদর্শন করা হয়। রাত্রিতে শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। ২৬এ পৌষ প্রাতে ও বৈকালে উপাসনা হইয়া উৎসব শেষ হয়।

রাজসাহীর বার্ষিক উৎসব—রাজসাহীর উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রমের বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল এবং বাবু বরদাকান্ত রায় উত্তর বঙ্গ ভ্রমণের সময় তথায় গমন করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিতরূপে তথায় উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ২১শে জানুয়ারী বুধবার বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়, কাশী বাবু উপাসনা করেন। ২২শে বৃহস্পতিবার প্রাতে বাবু হীরালাল হালদারের বাসায় সমবেত উপাসনা হয়, কাশী বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৩শে শুক্রবার প্রাতে সমাজ মন্দিরে উপাসনা হয়, বাবু মথুরামোহন মৈত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রিতে কাশী বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন, "পরমেশ্বরের কৃপা এবং তাঁহার অঙ্গুলী সঙ্কেতের উপর নির্ভর ভিন্ন ধর্ম্মজীবন লাভের উপায় নাই।" এ বিষয়ে উপদেশ দেন। ২৪শে শনিবার প্রাতে কাশী বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "বিশ্ব-প্রেমিকতাই ধার্ম্মিকের সাধারণ লক্ষণ" এ বিষয়ে উপদেশ দেন। অদ্য অপরাহ্নে বহু গরীব, অন্ধ, আতুর এবং কুষ্ঠ রোগীদিগকে যথাক্রমে কম্বল, কাপড় ও পয়সা ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ সেন মহাশয় উপাসনা করেন। ২৫শে রবিবার, অদ্য প্রাতে ছাত্রসমাজের উৎসব হয়। বাবু বরদাপ্রসন্ন রায়, মৌলবী চয়নুদ্দিন এবং বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র ছাত্রদিগকে কিছু কিছু উপদেশ দেন। অপরাহ্নে অতি প্রমত্ততার সহিত নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয়। রাত্রিতে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ব্রহ্ম জ্ঞান ও ব্রহ্ম দর্শন সম্বন্ধে লিখিত উপদেশ পাঠ করেন। ২৬শে সোমবার, অদ্য প্রাতঃকালে স্থানীয় দ্বিতীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা হয়। কাশী বাবু উপাসনা করেন। তৎপর সকলে নিকটস্থ বনে প্রবেশ করিয়া তথায় আহার ও বন-বিহার করেন। অপরাহ্নে আলোচনা ও প্রার্থনা হইয়া উৎসব পরিসমাপ্ত হয়।

দান—নববিধান সমাজের বাবু দীননাথ দত্ত পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ব্রাহ্মপরিচারিকাশ্রমে ৪৲ টাকা এবং দুই জন পরিচারককে বস্ত্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এই উদারতায় আমরা পরম আপ্যায়িত হইলাম।

মহর্ষির আশীর্ব্বাদ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনার দিন অর্থাৎ ১লা মাঘ ব্রাহ্মপরিচারিকাশ্রমে মিষ্টান্ন এবং এক খানি পত্র পাঠাইয়াছেন। বৃদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষির আশীর্ব্বাদপত্র শিরোধার্য্য পূর্ব্বক পাঠ এবং তাঁহার প্রদত্ত মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়া আশ্রমবাসীগণ আনন্দিত হইয়াছেন।

নামকরণ—বরিশালের শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ গুহের দুইটী কন্যার নামকরণ হইয়াছে। প্রথম কন্যার নাম মধুরিমা এবং দ্বিতীয়ার নাম সুখময়ী রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে চণ্ডী বাবু সাঃ ব্রাঃ দত্তব্য ফণ্ডে ১৲ দাসাশ্রমে ১৲ এবং বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন—মানিকদহ হইতে বাবু দুর্গাচরণ গুহ লিখিয়াছেন ;—

তত্ত্বকৌমুদীতে আমার দ্বিতীয় কন্যার নামকরণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ভুল আছে। কন্যার মাতার নাম বিধুমুখী গুহের স্থানে বিধুমুখী সিংহ লেখা হইয়াছে, ভুল সংশোধন প্রার্থনীয়। কন্যার নাম সরোজিনী রাখা হইয়াছে

আগামী ২০এ জানুয়ারি (১৮৯৩) অপরাহ্ন ৬½ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইবে, সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

বিবেচ্য বিষয়।

১। বার্ষিক কার্য্য বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। সভাপতির মন্তব্য।

৩। কার্য্যচারী-নিয়োগ।

৪। অধ্যক্ষসভার সভ্য নিয়োগ।

৫। বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন যে, "১৮৯১ সালের ২৬এ জানুয়ারী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে নিয়মাবলী সংশোধিত হইয়া গৃহীত হইয়াছে তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ দ্বারা উপযুক্তরূপে পুনর্ব্বিবেচিত না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বের নিয়মানুসারে সমাজের কার্য্য চলুক।"

৬। বিবিধ।

১৫ই ডিসেম্বর ১৮৯২
সাঃ ব্রাঃ সঃ কার্য্যালয়

কৃষ্ণ দয়াল রায়।
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৬ই মাঘ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
২০শ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ শনিবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

ধন্যবাদ।

ধন্য তুমি ধন্য তুমি ধন্য জগপতি,
ধন্য তুমি দীনবন্ধু অগতির গতি।
ধন্য ধন্য কৃপা তব বর্ণিতে অপার,
নিরাশ হৃদয়ে যাহে আশার সঞ্চার।
পরশে সে কৃপা বারি মরু সম প্রাণ,
শোভাময় সুশ্যামল ক্ষেত্রের সমান।
দুর্ব্বল পাইল বল অনাথ সনাথ,
খাইল প্রেমের অন্ন পাপী ভক্তসাথ।
জুড়াল হৃদয়; আশা পুন মুঞ্জরিল;
নবীন প্রেমের উৎস পুন দেখা দিল;
তোমার উৎসাহ বাণী পুন শুনি কাণে;
আবার ছুটিছে প্রাণ সেবা-ক্ষেত্র পানে;
ধরাধামে সত্যধর্ম্ম করিতে প্রচার,
পাপী তাপী জনে দিতে শুভ সমাচার।
তোমারি করুণা গুণে সকলি ত হয়;
ধন্য তুমি, ধন্য তুমি, ধন্য দয়াময়।

ত্রিষষ্টিতম মাঘোৎসব

উৎসবান্তে নবকার্য্যের সূচনার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধিদাতা মঙ্গল-বিধাতার চরণে বার বার প্রণিপাত করি; তৎপরে তত্ত্ব-কৌমুদীর পাঠকবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ করি। প্রবল বাণ ডাকিয়া আসিলে মানুষ যদি তাহার মুখে পড়ে, তাহা হইলে জলরাশির দুর্জ্জয় আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া কোথায় তলাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়; তৎপরে কতদূরে গিয়া মস্তক উত্তোলন করে। সেইরূপ আমরা এই মহোৎসবের প্রবল বন্যার ভিতর হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেছি। উৎসবের প্রারম্ভে আমরা যেখানে ছিলাম এখন সেখানে নাই। ব্রহ্মশক্তি আমাদিগকে আর এক স্থানে আনিয়া ফেলিয়াছেন। একথা বাস্তবিকই যথার্থ। আমরা আবার প্রমাণ পাইয়াছি যে মানবের অকপট প্রার্থনা বৃথা যায় না। ব্রাহ্মদিগের কাতর প্রার্থনার ফলস্বরূপ তিনটী সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। (১ম) প্রথম নিরাশার মধ্যে আশা দেখা দিয়াছে। বিগত বৎসরের প্রারম্ভ হইতে যেরূপ নিরাশার কাতরোক্তি শুনা গিয়াছিল, এরূপ আর কখনও শুনি নাই। তত্ত্বকৌমুদীর পৃষ্ঠাতে এই কাতরোক্তি নানা আকারে প্রকাশিত হইয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই নিরাশার ক্রন্দন এত অধিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে জন্য কোন কোন পাঠক পাঠিকা বিরক্ত হইয়া তত্ত্বকৌমুদী ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানিতাম, এবং প্রমাণও পাইলাম যে, সে কাতরোক্তি কেবল প্রবল বর্ষাধারার পূর্ব্ববর্ত্তী উত্তাপ-মাত্র। কালিদাস বলিয়াছেন:—

"তপতি প্রাবৃষি নিতরাং অভ্যর্ণ জলাগমো দিবসঃ।"

অর্থ—বর্ষাকালে বৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে গ্রীষ্মের তাপ অত্যন্ত অসহ্য হয়। আমাদেরও নিরাশার তাপ অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছিল। কিন্তু মহোৎসবক্ষেত্রে জীবনদাতার আশার বাণী শুনিয়া আমাদের নিরাশার তাপ শান্ত হইয়াছে। রৌদ্র-ক্লান্ত ও পথশ্রান্ত পথিক যখন সুস্নিগ্ধ বারিপূর্ণ জলাশয় হইতে স্নান করিয়া উঠিয়া সুচ্ছায় তরুর তলে বসে, তখন তাহার যে প্রকার ভাব হয় আমাদের অন্তরাত্মাতে সেই প্রকার ভাবের উদয় হইতেছে! আমরা পুণ্যজলে অবগাহন করিয়া ব্রহ্মকল্প-তরুর ছায়াতে বসিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ আর এক অর্থে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে নাই। ইহা সকলেই বিদিত আছেন, যে আভ্যন্তরীণ অনাত্মীয়তা ব্রাহ্মসমাজের একটী ব্যাধির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজকে জগতের চক্ষে যেরূপ উপহাসাস্পদ করিয়াছে, ইহার শক্তিকে যেরূপ খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পথ যেরূপ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, এরূপ আর কিছুতেই নহে। যাঁহারা সমগ্র মানবসমাজকে এক আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃ-মণ্ডলী করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা আপনাদের ক্ষুদ্র দলটীকে ভ্রাতৃ-মণ্ডলী করিতে পারিতেছেন না ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় কি আছে? এই কলঙ্ক, এই নিন্দা ব্রাহ্মসমাজের শিরে রহিয়াছে। আমরা মৌনী হইয়া জগতের এই তিরস্কার সহ্য করিয়া আসি-

তেছি। বৈচিত্রের মধ্যে একতা এই মহা সঙ্কেত কি ব্রাহ্মগণ আবিষ্কার করিতে পারিবেন না? যে ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরের জীবন্ত শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া নবযুগের নবধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়াছেন, যে ব্রাহ্মগণ সকল দেশের সকল কালের সাধুমণ্ডলীকে আপনাদের প্রেমে স্থান দিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্ম-জীবনের অনেক গূঢ় সমস্যার সহজ মীমাংসাতে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা কি বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা স্থাপন রূপ সমস্যার কোনও মীমাংসাতে উপনীত হইবেন না? আমাদের বিশ্বাস ব্রহ্ম-শক্তির প্রেরণার অধীন থাকিলে ইহাও তাঁহারা পারিবেন। সে যাহা হউক নববিধান সমাজের ন্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আভ্যন্তরীণ অনাত্মীয়তার মাত্রা অধিক না হইলেও আমরা বিগত কয়েক বৎসর অনাত্মীয়তা ও অপ্রেমের ক্লেশের হস্ত হইতে রক্ষা পাই নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যে বিধাতার বিশেষ কৃপা আছে তাহার প্রমাণ এই যে অনাত্মীয়তার নানা কারণ বিদ্যমান থাকিতেও আমরা কার্য্যকালে সকলে এক হৃদয় হইয়া এতদিন কার্য্য করিয়া আসিতেছি। সহস্র মতভেদ ও হৃদয়ভেদেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রক্ষা ও উন্নতি বিষয়ে কখনও আমাদিগকে উদাসীন করে নাই। কিন্তু কোনও প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের ব্যাঘাত না হউক, এই মাত্রও আমাদের আদর্শ নহে। আমাদের আদর্শ অভাবাত্মক নহে, ভাবাত্মক। আমরা প্রেমে সকলকে সম্মিলিত দেখিতে চাই, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে পরস্পরকে বদ্ধ করিতে চাই; জাগ্রত প্রেমে সম্মিলিত হইতে চাই। কারণ তাহা হইলেই ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মশক্তির ক্রীড়াভূমি হইবে। পাঁচটী হৃদয় প্রেমে প্রেমে মিলিলেই ব্রহ্মশক্তির ক্রীড়া সেখানে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই আদর্শ আমাদের হৃদয়ে থাকিলেও আমরা এই আদর্শ হইতে অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছি। জাগ্রত প্রেম বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক—আভ্যন্তরীণ অপ্রেম দূর করিতে পারি নাই। আমাদের মধ্যে এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল রহিয়াছে—যাঁহারা সাধন ও ধর্ম্মভাবে পরস্পর হইতে কিছু কিছু বিভিন্ন। এ বিভিন্নতা প্রার্থনীয় এবং থাকা অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এই বিভিন্নতা নিবন্ধন, পরস্পরের সহিত প্রীতিবন্ধন স্থাপনের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। "আমাদের পিতার গৃহে অনেক ঘর আছে, সকল প্রকার লোকের বাসবার স্থান আছে",—এই মহাসত্য ভুলিয়া যাওয়াই বোধ হয় ঐ অনাত্মীয়তার কারণ। যাহা হউক আমাদের অনেক চেষ্টাতেও এই অনাত্মীয়তা ঘুচাইতে পারা যায় নাই। এই মহোৎসবে ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব হইয়া অনেক দুরারোগ্য অনাত্মীয়তাকে আত্মীয়তাতে পরিণত করিয়া দিয়াছে। আশা করিতেছি ঈশ্বর প্রসাদে "বৈচিত্রের মধ্যে একতার" গূঢ় সংকেতও আমরা ত্বরায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইব। আমাদের ভরসা কেবল ব্রহ্মশক্তির উপরে।

তৃতীয়তঃ বিগত দুই বৎসর ব্রাহ্মসমাজে স্বার্থনাশের ভাবের অভাব দেখিয়া শোক করিয়া আসা গিয়াছে। ব্রহ্মনামানলে কয়েক খানা ভিজা কাষ্ঠ দিয়া ব্রাহ্ম পরিচারকাশ্রমে বসিয়া সেই প্রধূমিত হোমাগ্নিতে বিগত এক বৎসর কাল ক্রমাগত ব্যাকুল প্রার্থনার ফুৎকার দেওয়া গিয়াছে। এখন দেখিতেছি ব্রহ্মকৃপাগুণে ব্রাহ্মসমাজে বৈরাগ্যানল জ্বলিবার একটু সূত্রপাত হইয়াছে। সেবা-যজ্ঞে আহুতি হইবার প্রবৃত্তি অনেক হৃদয়ে জাগিতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই সকল পরিবর্ত্তন উৎসবের ফলরূপে লক্ষ্য করিতে পারা যাইতেছে। সুতরাং একথা সত্য, আমরা যে স্থানে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মকৃপার বন্যাতে ডুবিয়াছিলাম, এক্ষণে মস্তক তুলিবার সময় আর এক স্থানে উঠিতেছি। এই আশা ও আনন্দের ব্যাপার যিনি ঘটাইলেন, তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকগণ কি আমাদের সহিত এক হৃদয় হইয়া সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গল বিধাতাকে ধন্যবাদ করিবেন না? আসুন সকলে তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। ধন্যবাদ করিয়া মহোৎসবের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত করিতেছি;—

১লা মাঘ, ১৩ই জানুয়ারি শুক্রবার—আমাদের উৎসবের কার্য্য প্রণালীতে অদ্যকার দিন ব্রাহ্মপরিবারে ও ব্রাহ্ম ছাত্রগণের আবাসে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ বিশেষ প্রার্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদনুসারে অদ্যকার রজনী প্রভাত হইবামাত্র অনেক ব্রাহ্ম পরিবারে ও ব্রাহ্ম ছাত্রাবাসে বিশেষ প্রার্থনার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। অনেক গৃহের তোরণ দ্বার নবপত্রে ও পুষ্পমালা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম ছাত্রনিবাসের বালকগণ উৎসাহের সহিত অনেক পরিশ্রম করিয়া আপনাদের আবাস বাটী সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছিল। এদিকে গৃহে গৃহে ব্রহ্মনামের ধ্বনি উঠিল, ওদিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের চূড়াতে উৎসবের প্রারম্ভসূচক ব্রহ্মকৃপার নিশান উড়াইয়া দেওয়া হইল। ব্রাহ্মপল্লীতে পদার্পণ করিয়াই বুঝিতে পারা গেল যে, ব্রহ্মোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে শেল্‌টারে মফস্বলের ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া সম্মিলিত হইতেছেন। সে দিনকার বিশেষ উপাসনাতে ব্রহ্ম-শক্তির আবির্ভাব আমরা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সে দিন উপাসনা কালে শেল্‌টারে যে নূতন প্রার্থনাটী প্রবর্ত্তিত করা হয় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন যে, শেল্‌টারে এক একটী বিশেষ প্রার্থনা লিখিয়া প্রতিদিন উপাসনাকালে পাঠের দ্বারা সাধন করার নিয়ম আছে। তদনুসারে নিম্নলিখিত প্রার্থনাটী ১লা মাঘ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন পাঠ করা হইতেছে।

প্রার্থনা

"হে মঙ্গলময় বিধাতা! ব্রাহ্মসমাজ ত তোমারই মঙ্গল বিধি। ভারতকে নবজীবন দিবার জন্য এবং জগতে সত্য ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ করিবার জন্য তুমি ইহাকে অভ্যুদিত করিয়াছ। ইহার সুশীতল ছায়াতে সংসার পথের পরিশ্রান্ত পথিকগণ আসিয়া শান্তি লাভ করিবে, ইহার সাহায্যে পাপী নবজীবন পাইবে, দুর্ব্বল সবল হইবে, নিরাশ ব্যক্তি আশা পাইবে, এই তোমার উদ্দেশ্য। প্রভো! আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করি যে, তুমি আমাদিগকে ইহার ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছ। আমরা ইহার আশ্রয়ে থাকিয়া অনেক বল ও অনেক আশা লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার ইচ্ছার অনুগত হইতে পারিতেছি না বলিয়া ইহার শক্তি সম্পূর্ণরূপে জাগিতেছে না। আমরা আমাদের বিষয় বুদ্ধির দ্বারা তোমার শক্তিকে আবরণ

করিয়া রাখিতেছি। অনেক সময় আমাদের ক্ষুদ্র পার্থিব ভাবকে প্রবল হইতে দিয়া তোমার শক্তির পথ অবরোধ করিতেছি। তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিবাদে সময় ও শক্তির অপচয় করিতেছি। তোমার শক্তির জয় অপেক্ষা নিজেদের শক্তি চালনার প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিয়া তোমার শক্তির ক্রীড়াকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিতেছি। এই মহাসঙ্কট হইতে তুমি ব্রাহ্মসমাজকে উদ্ধার কর। ইহার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহে তুমি শান্তি ও একতা স্থাপন কর। বিষয় বুদ্ধির আধিপত্য হইতে উদ্ধার করিয়া ইহাকে তোমার শক্তির ক্রীড়া ভূমি কর। বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবার বলে যাঁহারা বলী তাঁহারাই এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করুন। তোমার সংস্পর্শে সমাজের প্রত্যেক কার্য্য জীবন্ত হউক। দলে দলে পাপী নবজীবন লাভ করুক এবং বাস্তবিক এই সমাজ সংসার পথের শ্রান্ত ও পাপ ভারাক্রান্ত নরনারীর পক্ষে ব্রহ্ম কল্পতরুর ছায়া সমান হউক। সত্য ধর্ম্মের জ্যোতি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হউক।"

২রা মাঘ, ১৪ই জানুয়ারি শনিবার—অদ্য উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা। সন্ধ্যা না হইতে হইতে মন্দির লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। যথাসময়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করা গেল;—

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে একদিন সঙ্গত সভাতে আমাদিগকে বলিলেন—"আমি বিদেশে যাইব, ফিরিব কি না কে জানে, অতএব তোমাদিগকে একটা কথা বলিতেছি শুন। মহাপুরুষের মত লইয়া ব্রাহ্মসমাজে অনেক বিবাদ ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। "আমি মহাজনদিগকে চস্‌মার ন্যায় জ্ঞান করি। চস্‌মা যেমন চক্ষুর দৃষ্টিকে আবরণ না করিয়া বরং তাহাকে করে, সেইরূপ মহাজনগণও মানবাত্মার ঈশ্বর-দর্শনকে আবরণ না করিয়া বরং সেই দর্শনকে আরও উজ্জ্বল করেন।" বাস্তবিক যখনি দেখিবে যে, কোনও মহাজনের চরিত্র অনুধ্যান করিতে গিয়া ব্রহ্মশক্তির লীলার জ্ঞান উজ্জ্বল হইতেছে না, ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ দৃঢ় হইতেছে না, বরং মন সাক্ষাৎ যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই মহাজনেরই চরণে আবদ্ধ হইতেছে, তখনি ভাবিতে হইবে যে সেই প্রেমের মধ্যে বিকার ঘটিয়াছে। মানবজাতির কি দুর্ভাগ্য যাঁহারা ব্রহ্মকৃপার সাক্ষী স্বরূপ জগতে দাঁড়াইলেন, এবং ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ নিবদ্ধ করিতে সহায়তা করা যাঁহাদের জীবনের বিশেষ লক্ষ্য তাঁহারাই কালে মানবের দৃষ্টির সমক্ষে যবনিকার মত হইয়া পড়িলেন। ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষোভের বিষয় কি আছে?

ঈশ্বর আপনার সহিত ক্ষুদ্র মানবকে সাক্ষাৎভাবে সম্বদ্ধ করিবার জন্যই নানা ভাবে আপনার করুণা জগতে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার যে করুণা সাধুজীবনে ব্যক্ত, সেই করুণা জড়রাজ্যেও ব্যক্ত। এই জগত-শাস্ত্রে অপূর্ব্ব উপদেশ সকল লিখিত আছে। বিশ্বাসী ও প্রেমিকগণ এই জগৎশাস্ত্রকে প্রেমের চক্ষে দেখিয়া ইহা হইতে অমূল্য উপদেশ সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যীশু ক্ষেত্রের স্থলপদ্ম ও আকাশের পক্ষীদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি জীবন্ত বিশ্বাস ও নির্ভরের শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন! স্থূল বিষয়-বুদ্ধি-বিশিষ্ট জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তির নিকটে সেই উপদেশ অতি অসার কথা বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে; কিন্তু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে, বুঝিতে পারা যায় যে ঐ উপদেশের মধ্যে অকাট্য যুক্তি ও গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। তোমরা যে ঈশ্বর মানিতেছ তাহা কিরূপ ঈশ্বর? তাহা কি মনের একটা কল্পনা, বা অন্ধশক্তি? যদি কল্পনা বা অন্ধ শক্তি না হইয়া তিনি সত্য পুরুষ হন, তবে কি ইহা সত্য নহে যে তাঁহার জ্ঞান হইতে প্রত্যেকে উৎপন্ন হইয়াছি, এবং আমাদের প্রত্যেকের জীবন সেই জ্ঞানক্রিয়ার অধীন। অন্য ভাষাতে বলিতে গেলে, ইহা কি সত্য নহে যে তিনি আমাদের প্রতি জনের জীবনের উপরে বিধাতা রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই কথার সত্যতা ও গভীরতাকে অগ্রে ভাল করিয়া হৃদয়ে ধারণ কর, পরে বল, ইহা কি প্রকারে সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পার যে যিনি ক্ষেত্রের তৃণকে—যাহা অদ্য আছে কল্য চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত হইবে—নব শোভাতে ভূষিত করিতে পারেন, যিনি একটা চটক পক্ষীকে—যাহা দুই পয়সায় বাজারে একটা বিক্রয় হয়—নব পরিচ্ছদ পরাইতে পারেন, তিনি এই অমরাত্মার সুখ দুঃখ আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প ও প্রার্থনার প্রতি উদাসীন! তাঁহার করুণাতে নির্ভর করিতে না পারা অপেক্ষা তাঁহার সত্তাতে বিশ্বাস না করাই ভাল। অতএব এই উৎসবের প্রারম্ভে ব্রাহ্ম তুমি আনন্দিত হও যে যাঁহার কৃপার বিধানে শুষ্ক তরু-পত্রের মুকুল মুঞ্জরিত হয়, এবং পক্ষীর পাখা ঝরিয়া গেলে সে পুনঃ তাহা লাভ করে, তাঁহারই করুণাতে তোমার জন্য সুখ শান্তি আসিতেছে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন এই, জগৎশাস্ত্রে উপদেশ আছে—সাধুজীবনেও অমূল্য উপদেশ আছে, দেখে কে? ও দেখায় কে? এই উভয় সিন্ধুকের চাবি কোথায়? সে চাবি ব্রহ্মশক্তির হাতে, ব্রহ্মশক্তি হৃদয়কে স্পর্শ না করিলে চক্ষু খোলে না; যে চক্ষে মানুষ জগৎ ও সাধুজীবনকে প্রকৃত রূপে পাঠ করিতে পারে। যীশু বলিয়াছিলেন আমার পিতা স্বয়ং প্রেরণ না করিলে কেহ আমার নিকট আসে না। অতি সত্য কথা—সেই জগৎগুরু উপদেশ না দিলে, কাহারও সাধুসঙ্গের মতি জন্মে না। অতএব সাধুকে ঈশ্বর ও সাধারণ মানবের মধ্যবর্ত্তী না বলিয়া ঈশ্বরকে মধ্যবর্ত্তী বলাই সত্য।

সে যাহা হউক ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব ব্যতীত ধর্ম্মজীবনের উৎস খোলে না। যে জীবন ব্রহ্মশক্তির দ্বারা সঞ্জীবিত তাহাকে সাধুগণ জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন পথিক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে পথ চলিতেছে; দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়াছে; প্রাণ কোথায় জল কোথায় জল করিতেছে; পথিমধ্যে যাহাকেই দেখিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "জলাশয় কতদূরে?" সকলেই বলে আরও কিছুদূর গেলেই নদী পাইবেন। সে কিয়দ্দূর আর শেষ হয় না। অবশেষে পথিক আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল—"ওই যে নদী! এইবার বাঁচিলাম!" সঙ্গের লোক জিজ্ঞাসা করিল, কৈ নদী, জল ত দেখিতে পাইতেছি না; কিরূপে জানিলে ওখানে নদী আছে? পথিক বলিল—দেখিতেছ না

ওখানকার বৃক্ষরাজির কি আশ্চর্য্য শোভা! পার্শ্বে জল না থাকিলে কি বৃক্ষের ওপ্রকার শোভা হয়? তরুপত্রের কি ওরূপ শ্যামল কান্তি হয়? ওই যে শত শত পাখী উড়িতেছে, কোলাহল করিতেছে, বাসাতে বসিতেছে, নিশ্চয় উহার তলে নদী প্রবাহিত।" সেইরূপ ব্রহ্মশক্তির স্রোত যাহাদিগের ভিতর দিয়া প্রবাহিত থাকে, তাহারাও জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় সজীব, সতেজ, ও সুন্দর থাকে। অতএব এই উৎসবে আমাদিগকে সেই ব্রহ্মশক্তির স্রোতের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। আমরা প্রত্যেকে এবং আমাদের সমাজ যে রসে বাঁচিবে, যে রসে জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় হইবে, সে রস ব্রহ্মশক্তি। অতএব এই উৎসবের প্রারম্ভে সকলে সেই করুণা-স্রোতের জন্য প্রার্থনা করুন।

কিন্তু আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে, ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব ও ক্রীড়ার পক্ষে কি কি বিঘ্ন আছে। এইরূপ দুই একটী বিঘ্নের উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমটী একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা ব্যাখ্যা করিব। নদীতে বাণ ডাকার পূর্ব্বে লোকে নৌকার বাঁধন খুলিয়া ভাসাইয়া রাখে। অনেক সময়ে নৌকা নদীর মধ্যে লইয়া যায়। ইহার কারণ এই, বাঁধন খুলিয়া না রাখিলে জলের দাপটে নৌকা উলট পালট হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মকৃপার স্রোত যখন নামে, তখনও সেই ভাবে প্রস্তুত থাকিতে হয়। কেবল উৎসব-ক্ষেত্রে শরীরটাকে ফেলিয়া রাখিলে ত আর উপকার হয় না। হৃদয় যে সকল রজ্জু দ্বারা বিষয় ডাঙ্গাতে বাঁধা আছে, সে সকল খুলিয়া না দিলে, বাণও ডাকে, স্রোতও আসে, সে নৌকাগুলির উপকার না হইয়া অপকারই হয়। অনেক ব্রাহ্মের জীবনে দেখিতে পাই, উপাসনা, প্রার্থনা, ধর্ম্মানুষ্ঠানের অপ্রতুল নাই, কিন্তু ধর্ম্মজীবনের উন্নতি দৃষ্ট হয় না, কারণ তাঁহারা নৌকা তীরে বাঁধিয়া রাখিয়া অন্ধকারে বসিয়া সমস্ত রাত্রি দাঁড় টানিতেছেন। এ ভাবে যদি কেহ উৎসবে প্রবেশ করিতে আসিয়া থাকেন, তবে কৃপাস্রোত তাঁহার জন্য আসিবে না।

আর একটী প্রতিবন্ধক অপ্রেম। মানব-হৃদয়ের সম্মিলিত প্রেমের উপরেই ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। এই উৎসবের মধ্যে অপ্রেমের হাওয়া যাঁহারা তুলিবেন তাঁহারা শত শত তৃষিত আত্মার শত্রুতা করিবেন। অপ্রেমের মধ্যে প্রেম স্থাপনে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, তাঁহারাই ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাবের সহায়তা করিবেন। অতএব উৎসবের প্রারম্ভে সকলে হৃদয় হইতে অপ্রেম দূর করিয়া প্রেমে প্রেমে সকলের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হউন।

৩রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারি রবিবার।—অদ্য প্রাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনার কার্য্য করেন, তাঁহার উপদেশের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

"আমেরিকার যুক্তরাজ্যে দাসত্ব প্রথা রহিত করিবার জন্য যে অন্তর্বিদ্রোহ ঘটে তাহার অবসান হইলে রাজবিধি দ্বারা ক্রীতদাসদিগকে স্বাধীন করা হইল। এই আইন হইল যে আমেরিকাতে আর মানুষ মানুষ বিক্রয় করিবে না। এবং পূর্ব্বে যাহারা বন্দী দশাতে ছিল তাহারাও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে। আইনের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রিদিগকে স্বাধীন করা হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণদিগের প্রতি লোকের যে ঘৃণা ছিল, তাহা ত আর গেল না। কাফ্রীগণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াই স্বীয় স্বীয় পুত্র কন্যাদিগকে শিক্ষা দান করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। কিন্তু তাঁহাদের জন্য বিদ্যালয় কোথায়? গৌরবর্ণ-দিগের বিদ্যালয়ে কৃষ্ণবর্ণের সন্তান লইতে চায় না। যে শ্রেণীতে একটী কৃষ্ণবর্ণ বালক প্রবেশ করে, সে শ্রেণীর সমুদায় শুক্লবর্ণ বালক চলিয়া যায়। এরূপ শুনা যায়, দেশে যখন এই চর্চ্চা উঠিল, তখন অনেক সহৃদয় শুক্লবর্ণ ব্যক্তি কাফ্রীতনয়-দিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে কোনও কালেজে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইল যে, সেখানে কৃষ্ণবর্ণ বালকদিগকে গ্রহণ করা হইবে না। এইরূপ স্থির হওয়াতে সেখানকার একজন শুক্লবর্ণ প্রোফেসার মনের দুঃখে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, এবং কাফ্রীতনয়দিগের শিক্ষার জন্য নিজে একটী কলেজ খুলিবার সংকল্প করিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আরও কয়েকজন প্রোফেসার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং ঐ কার্য্যে যোগ দিলেন। ত্বরায় ঐ কলেজটীর শক্তি চারিদিকে প্রসারিত হইল, কলেজটী দেশের একটী প্রধান কলেজ হইয়া দাঁড়াইল।

এই ঘটনাটী হইতে একটী মহোপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বার্থনাশ, আত্ম-সমর্পণ ও একতা যেখানে মিলিত হয়, সেই খানেই ব্রহ্ম-শক্তি জাগিয়া থাকে। এই নিয়মে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান নাই। যে দেশে, যে সম্প্রদায়ে, যে ব্যক্তিতে কোনও শুভ সংকল্প সাধনে ঐ ত্রিবিধ গুণের সম্মিলন হইবে, সেই খানেই ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হইবে। যদিও একজন মহাত্মা বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মশক্তির গতি বায়ুর গতির ন্যায়, কখন কোন দিকে প্রবাহিত হয় তাহা বলা যায় না; তথাপি সাধারণ ভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, স্বার্থনাশ, আত্ম-সমর্পণ ও একতা এই তিনটী যে কার্য্যে মিলিবে তাহা ব্রহ্মশক্তির ক্রীড়াভূমি হইবে।

কেবল একতাতে হইবে না। এ পৃথিবীতে অনেক কারণে মানবে মানবে একতা হইয়া থাকে। চোর ডাকাতদিগের মধ্যেও একতা থাকে, তদ্ভিন্ন তাহাদের চুরি ডাকাতি চলে না। যদি জয়েণ্টষ্টক কোম্পানি হইয়া একটা কাপড়ের কল স্থাপিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার ডিরেক্টরদিগকেও একত্র বসিয়া কমিটি করিয়া কাজ করিতে হয়। অতএব কেবল একতাতে এমন কিছু নাই, যাহাতে ব্রহ্ম-শক্তিকে জাগায়। যে একতা স্বার্থনাশ ও আত্ম-সমর্পণ মূলক তাহাতেই শক্তিকে জাগাইয়া থাকে। প্রত্যেকেই আপনাকে ছাড়িতেছে, প্রত্যেকেই আত্মসমর্পণ করিতেছে, প্রত্যেকেই ঈশ্বরেচ্ছার জয় অন্বেষণ করিতেছে, সুতরাং তাহারা স্বভাবতঃ পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, এই যে, একতা ইহাই ধর্ম্মভাবমূলক ও ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক; ইহাই ব্রহ্ম-শক্তির অবতারণার অনুকূল। পূর্ব্বোক্ত তিনটী ভাব লইয়া যদি আমরা মহোৎসবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারি তাহা হইলেই আমরা ইহার সুফল ভোগ করিতে পারিব।

অপরাহ্ণে প্রচার-যাত্রা হইয়াছিল। ভাই প্রকাশ দেব ও সুন্দর সিং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এবং শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বঙ্কবিহারী বসু, শশিভূষণ বসু, গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও লছমনপ্রসাদ বীডন স্কোয়ারে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা স্থলে বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত ছিলেন; এবং বক্তাগণ নবোৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের অমূল্য সত্য সকল বিবৃত করিয়াছিলেন। সায়ংকালে আবার মন্দির জন সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। যথাসময়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য সমাধা করিলেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল;—

আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব সম্মুখীন। এই মাঘোৎসবে যোগ দিতে হইলে সকলের প্রতি সদ্ভাব ও সকলের সহিত মিলন থাকা আবশ্যক এবং মন পবিত্র থাকা আবশ্যক। পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব ও পবিত্র ভাব ভিন্ন আমরা এই মহোৎসবে মন প্রাণের সহিত যোগ দিতে পারিব না। তবে আমরা এই যে পরস্পরের প্রতি মন্দ ব্যবহার করিয়াছি, কতজনের অনিষ্টাচরণ করিয়া আনন্দোপভোগ করিয়াছি, কতজনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছি, এ সকল অপ্রেমের ভাব কি করিয়া দূর হইবে? এই সকল কুভাব দূর না হইলে আমরা কখনও ঈশ্বরোপাসনার উপযোগী হইতে পারিব না। যেমন যীশুখৃষ্ট তাঁহার এক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তোমার কোন ভ্রাতার সহিত মনোবাদ থাকে, তাহা হইলে তোমার ঐ হস্তস্থিত পূজার নৈবেদ্য বেদীর সম্মুখে রাখিয়া অগ্রে সেই মনোবাদ ঘুচাইয়া আইস, নতুবা তোমার পূজার নৈবেদ্য গৃহীত হইবে না। আমাদের বিবাদ এক ব্যক্তির সঙ্গে নয়, শত শত ব্যক্তির সহিত। এ বিবাদ কিরূপে মিটাইয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইব? ধর্ম্মরাজ্যে একটী গূঢ় রহস্য এই, যাহার বিরুদ্ধে যত পাপ, সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে; তাঁহার সহিত মিলন হইলেই অন্তরের সকল পাপ মলিনতা দূর হয় এবং আর আর সকলের সঙ্গে বিবাদ ভঞ্জন হইয়া যায়। ইহা কি নিজ শক্তিতে হয়? যখন মানুষ নিজশক্তির উপর নির্ভর করে, তখন চিরসঞ্চিত মলিনতা অপবিত্রতা দূর করা তাহার পক্ষে অসম্ভব এবং অসাধ্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ঈশ্বর-শক্তি, ঈশ্বর-প্রেম তাহার প্রাণে সঞ্চারিত হইলে, তাহা নিমেষের মধ্যে দূর হইয়া যায়। ইহার প্রমাণ আছে। রত্নাকর দস্যু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, কত লোকের ধন প্রাণ হরণ করিয়া কত জনের বিরুদ্ধে কত পাপ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে ক্ষমালাভ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরের নাম সাধনে আপনার শরীর মাটী করিয়া কেবল নিষ্পাপ হইলেন তাহা নহে, জগতের একজন প্রধান প্রেমপ্রচারক হইলেন। জগাই, মাধাই কত কুকর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেন, যাঁহারা দুরাত্মা বলিয়া সকলের ঘৃণিত ছিলেন, অবশেষে তাঁহারা হরিনাম মন্ত্রে এত বিনীত—এত প্রেমিক হইলেন যে, লোকের পদতলে লুণ্ঠিত হইতেন। আর খৃষ্টানদিগের পরম শত্রু দুর্ব্বৃত্ত পল ঈশ্বর কৃপায় সেন্টপল হইলেন। ভগবদ্ভক্তি ভিন্ন মানুষ কখন পরস্পরকে প্রেম করিতে পারে না। প্রথমে ঈশ্বরের সহিত যোগ হওয়া চাই, ঈশ্বরে প্রীতি হওয়া চাই। অন্তরে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হইলে তবে সকলের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করিতে পারিব; মনোবাদ দূর হইয়া যাইবে, তখন সকলকে ভ্রাতা, ভগ্নী নির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতে পারিব। জলপ্লাবনে যেমন ডোবা, খানা, নদী সমুদায় এক হইয়া যায় সেইরূপ ভগবদ্ভক্তিরূপ প্লাবনে ধনী, দরিদ্র, বয়স্ক, কনিষ্ঠ, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন রুচি, প্রকৃতি ও ধর্ম্মাক্রান্ত সব এক হইয়া যায়। পাপীদিগের মধ্যে প্রেমের মহা সম্মিলন হয়।

এই ভগবদ্ভক্তি লাভের উপায় দীনতা। যখন পদের গৌরব, মানের গৌরব, বিদ্যার গৌরব, এই সকল গৌরবের মস্তক চূর্ণ হইয়া যায়, তখনই দীনতা লাভ হয়, মস্তক উন্নত থাকিতে কখন দীনতা হয় না। সাধুলোকে ঈশ্বরের চরণে দীনদাস হইয়া কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন নাই; কিন্তু জগতের পাপী তাপী মোহান্ধ সকলের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরকে সকলের প্রাণের প্রাণ দেখিয়া সমদর্শী হইয়াছেন, তাই তাঁহাদের এত ধৈর্য্য, ক্ষমা, প্রেম ও পরসেবায় অনুরাগ। এই ভাবে ফাদার দামিয়েন কুষ্ঠরোগীদের সেবায় নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, যখন যীশুখৃষ্টকে ক্রুশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ করা হইয়াছে, তখনও তিনি শত্রুদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন। এবং পথের কাঙ্গাল হরিদাস বাইস বাজারে কোড়ার আঘাতে জর্জ্জরিত দেহ হইয়াও হরিনাম সুধা পাপীদিগের কর্ণে ঢালিয়াছেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রত্যেক দিন কত অপরাধ করিয়াছি, তথাপি তিনি আমাদের জন্য অনন্ত ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। ঘৃণা করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাকে যে অবোধ সন্তান চায় না, তাহার কাছেও তিনি প্রকাশিত রহিয়াছেন এবং নিজ প্রেম-ক্রোড়ে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছেন। আমরা কাহাকে ঘৃণা করিব? আমরা ত সকলে পাপী, সকলেই তাঁর দ্বারের ভিক্ষুক। আমরা দীনতার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহার নিকটে ভিক্ষা চাহিব। প্রত্যেকের দীনতা বোধ হওয়া আবশ্যক। দীনতা ভিন্ন আমাদের প্রাণে ভগবদ্ভক্তি সঞ্চারিত হইবে না। এবং এই ভগবদ্ভক্তি ভিন্ন আমরা মাঘোৎসব করিবার উপযুক্ত হইতে পারিব না। এস সকলে দীন ভিক্ষুক হইয়া তাঁহার দ্বারে ভিক্ষা চাই এবং পরস্পরের পাপ ভার পরস্পরের স্কন্ধে লইয়া পিতার চরণে ক্রন্দন করি। তিনি সকলের পাপ ও অপরাধ ভঞ্জন করিয়া সকলকে তাঁহার প্রেমস্রোতে সম্মিলিত করিবেন। তাঁহার কৃপায় আমাদের মহোৎসব সুসম্পন্ন হইবে।

৪ঠা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারি সোমবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম এই;—

বৈষ্ণব শাস্ত্রে একটী বাক্য আছে,—মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ। তাহার অর্থ এই—"তিনিই আমার প্রভু এবং আর কেহ নাই।" এই কথাটীর মধ্যে যে ভাব রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কি গভীর সৌন্দর্য্য রহিয়াছে। মানবাত্মার সহিত পরমা-

আর যে সম্বন্ধ তাহাই এই বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আমাদেরই, তিনি আমাদিগের হইতে দূরে নহেন। ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে যে এই মধুর সম্বন্ধ রহিয়াছে," তাহা কে অনুভব করিতে পারে? যাঁহারা সাংসারিকতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, যাঁহারা সম্পূর্ণ দীনাত্মা এবং যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই সম্বন্ধ অনুভব করিতে সমর্থ। যিশু যথার্থই বলিয়াছিলেন—"পবিত্রাত্মারাই ধন্য, কারণ তাঁহারাই ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবেন।" অতএব যে অবস্থাতে আমরা তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ের নিকট বলিয়া, আমাদের অন্তরাত্মার প্রভু বলিয়া অনুভব করিতে পারি, সেই অবস্থা লাভ করিতে আমরা যত্ন করি।

সন্ধ্যার সময় মিঃ লছমনপ্রসাদ "ব্রহ্মোৎসব কি" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই;—

"ব্রহ্মোৎসবের অর্থ সকল সৌন্দর্য্যের আকর পরমেশ্বরের সহাবাস সুখ সম্ভোগকরা। ব্রহ্মের নিকট এই সৌভাগ্য একদিন বা দুই দিনের জন্য হইলে চলিবে না—ইহা চিরজীবনের ধন হওয়া চাই। ঈশ্বর আমাদের নিকট চির বর্ত্তমান; সর্ব্বদা, ও সর্ব্বত্র তিনি আমাদের উপর তাঁহার করুণা বর্ষণ করিতেছেন। আমাদের আজিও সেই সৌভাগ্যের দিন আসিতেছে না; এই বিশেষ সময়ে আমরা সকলে একত্রিত হইয়া যে তাঁহার চরণে আমাদের সমবেত প্রার্থনা উত্থিত করি ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই সব ঘটনা আমাদিগকে স্থায়ীভাব প্রাপ্তির জন্য উৎসাহিত করে। মাঘোৎসবের সময় আমরা বিশেষ ভাবে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। কারণ এই সময় তিনি তাঁহার স্বর্গীয় আলোক আমাদের পরিত্রাণের জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়টা আমাদের জীবনকে পরীক্ষা করিবার সময়। সাধু ও পবিত্রাত্মারা এই উৎসব সম্ভোগ করিতেছেন। নবাগত যাঁহারা তাঁহারাও ইহা সম্ভোগ করিতে সমর্থ। আমাদের মধ্যে অনেকে ইহা সম্ভোগ করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন পাপী যাহারা তাহাদের পক্ষে এই সময়ে ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হওয়া কঠিন। ঈশ্বরের সত্য পাইয়া যাঁহারা তাহার অপব্যবহার করিয়াছেন, যাঁহারা সত্যের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের আলোর বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া নিজের ও অন্যের অনিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা আজ কোন্ সাহসে ঈশ্বর সমীপে উপস্থিত হইবেন? দুর্ব্বলতার দোহাই অনেকে দিবেন। কিন্তু তাহাই কি সত্য কথা? ঈশ্বর সর্ব্বদা আমাদের নিকটে রহিয়াছেন, সাহায্য করিতে প্রস্তুত—তবে কেন হয় না? আমাদের অহংকার আমাদের আত্মগরিমা আমাদিগকে এই অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে। উৎসবে যাইবার পূর্ব্বে হৃদয়কে বিনীত করি, অহংকার পরিত্যাগ করি, প্রাণপণে ঈশ্বরের আলোর অনুসরণ করিব এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি, তবে উৎসব সম্ভোগ করিতে পারিব।

৫ই মাঘ, ১৭ই জানুয়ারি মঙ্গলবার—ভাই প্রকাশ দেব প্রাতে উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম এই;—

মানবের শারীরিক গঠন ও শারীরিক অভাব মোচনকারী প্রকৃতির মধ্যে আমরা এক বিশেষ সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। মানবের একটী আত্মা আছে—সেই আত্মার অভাবও পূরণ হওয়া চাই। মানবাত্মার তৃপ্তি কেবল ঈশ্বরেই সম্ভবে। যদি আত্মা ঈশ্বরেতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিবে। আমরা পার্থিব ধনমান লইয়া চিরদিনের জন্য সুখী হইতে পারি না। অতএব পাপের জন্য আমাদিগকে অবশ্যই অনুতপ্ত হইতে হইবে—শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক—ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইবে। অনুতাপের দ্বারা হৃদয় পবিত্র না হইলে কেহ ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। ঈশ্বরের বিধি এই যে পাপীকে অনুতাপের অগ্নিতে পুড়িয়া পবিত্র হৃদয় হইয়া ঈশ্বরের নিকট যাইতে হইবে। ঈশ্বরের করুণাগুণে পাপীকে চিরদিনের জন্য পাপে ডুবিয়া থাকিতে দেয় না—কিন্তু তাঁহার ন্যায়বিধি অনুতাপের দ্বারা তাহাকে সংশোধন করে—ন্যায় ও দয়ার সামঞ্জস্য এখানেই দেখাযায়।

প্রাচীনকালে পাপীর পরিত্রাণ হইয়াছিল, ইহার বর্ণনার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে কত পাপী পরিত্রাণ পাইতেছে তাহার সাক্ষী গ্রহণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ভাই বজরং বিহারী ইহার একটী জীবন্তসাক্ষ্য। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আমাদের আধ্যাত্মিক অভাব দেখাইয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মতের ধর্ম্ম নহে—কিন্তু ইহা জীবন্ত ধর্ম্ম—পাপীর নবজীবন প্রাপ্তির সোপান। জল যেমন পিপাসা নিবারণ করে, ধর্ম্ম মানব প্রাণে তদ্রূপ শান্তি আনিয়া দেয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য—পাপীকে পাপের পথ হইতে আনিয়া, ঈশ্বরসহবাসের বিমল শান্তি প্রদান করা, সকল নর নারীকে এক পরিবার ভুক্ত করা। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য আনয়ন করিবে।

সন্ধ্যার সময় সঙ্গত সভার বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। বাবু কুঞ্জবিহারী সেন গতবৎসরের কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী, কেদারনাথ রায়, হেমচন্দ্র সুর, হরগোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়গণ আপন আপন ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। সঙ্গত সভার কার্য্য বিবরণী বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

৬ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারি বুধবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু উপাসনার কার্য্য করেন। পাপ যে কি ঘৃণিত বস্তু এই সম্বন্ধে উপদেশ দেন। উপদেশের সারাংশ এই;—

একজন চিত্রকর একবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে ব্যক্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী দেখিব তাহার মুখাকৃতি অঙ্কিত করিয়া লইব। ভাগ্যক্রমে এক অতি দিব্য মূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল, তিনি এমন সুন্দর মানুষ পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, মুখের আকৃতি অতি সুশ্রী, সমস্ত মুখে এক উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। চিত্রকর তাহার মুখাকৃতি অঙ্কিত করিয়া লইলেন এবং সেইসঙ্গে তাহার নাম ধাম ইত্যাদি লিখিয়া লইলেন। বহুকাল পরে চিত্রকর ভাবিলেন এবার সমস্ত দেশ পর্য্যটন করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিৎ

মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া আনিতে হইবে। চিত্রকর অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে এক কারাগারে উপস্থিত হইয়া এক ভয়ঙ্কর পৈশাচিক মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন। এমন কুৎসিৎ রূপ তিনি আর কখনও দেখেন নাই, তাহার নিকটে যাইতে পর্য্যন্ত ভয় হয়। চিত্রকর তাহার মুখাকৃতি অঙ্কিত করিয়া লইয়া তাহার নাম ধাম ইত্যাদি লিখিয়া লইলেন এবং সেই সুন্দর চিত্রের পার্শ্বে ঐ কুৎসিৎ চিত্র টাঙ্গাইয়া তারতম্য করিয়া দেখিলেন একখানা যেমনই সুন্দর অপর খানা তেমনই কদর্য্য। কিন্তু নাম ও ঠিকানার সাদৃশ্য দেখিয়া, তিনি অন্বেষণে জানিতে পারিলেন যে ঐ উভয় মূর্ত্তিই এক ব্যক্তির। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। অবশেষে সেই কারাবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে আমি এক সুন্দর বালকের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলাম তুমি কি সেই লোক? কারাবাসী বলিল হাঁ মহাশয়! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আপনি আমার আকৃতি অঙ্কিত করিয়া লইয়া আমার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইয়াছিলেন। চিত্রকর বলিলেন কি আশ্চর্য্য, সেই তুমি কিরূপে এমন হইলে, তোমার চেহারার এত পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল? কারাবাসী উত্তর করিল মহাশয়! পূর্ব্বে আমি সৎপথে থাকিয়া সাধুভাবে জীবন যাপন করিতেছিলাম সর্ব্বদাই সৎসঙ্গে বাস করিতাম। কিন্তু কালক্রমে আমার এমন দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সেই সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অসৎসঙ্গে পড়িলাম সকল প্রকার দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলাম, অবশেষে নরহত্যা করিয়া এই কারাগারে আসিয়াছি। মহাশয়! আমার দুঃখের কথা কি বলিব, সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াই আমার এরূপ দশা ঘটিল।

বাস্তবিক মানুষ যখন সাধু সহবাসে থাকে তখন তাহার মনের সাধুভাব গুলি যেন জাগিয়া উঠে, মানুষ যখন সৎপথে থাকে, ধর্ম্মের পথে থাকে, তখন তাহার মুখশ্রীও সুন্দর হয়, ধর্ম্মালোকে উজ্জ্বল হয়। ধর্ম্মের আভরণে যে সজ্জিত হয়, ধর্ম্মের পরিচ্ছদে কুরূপকেও অতি সুন্দর করে এবং তাহার অভাবে অন্য সহস্র বেশ ভূষায়ও মানুষকে তেমন সুন্দর করে না। অতএব কেহ সুন্দর হইতে চাহিলে, অগ্রে ভিতর সুন্দর কর, ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিধান কর, তাহাতে অন্তর বাহির উভয়ই সুন্দর হইবে।

সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র "চৈতন্য ও তাঁহার ধর্ম্ম" এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় চৈতন্যের বাল্য জীবনের ঔদ্ধত্য, ধর্ম্মবিরোধী ভাব, তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছিল। চৈতন্যের সন্ন্যাস ও সেই সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ব্যবহার যখন বক্তা বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন অনেকের প্রাণ মন একবারে দ্রব হইয়া গিয়াছিল। বস্তুতই চৈতন্য-জীবনের অনেক পুরাতন কথাও হৃদয়ের গভীর ভাবের সঙ্গে মিলিয়া অতি মধুর ভাব ধারণ করিয়াছিল।

৭ই মাঘ, ১৯এ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। বৈকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ডাঃ প্রসন্নকুমার রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সভাপতি মহাশয় প্রার্থনা করিবার পরে সম্পাদক বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন।

তৎপরে সভাপতি নিম্নলিখিত ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ইংরাজি উচ্চশ্রেণী।

১। ক্ষেত্র নাথ ঘোষ ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী প্রে. ক.।

২। হরি চরণ মুখোপাধ্যায় ৪র্থ „ „ মে. প. ই.

ইংরাজি নিম্নশ্রেণী।

১। প্যারীলাল ঘোষ ৩য় বাঃ শ্রেণী প্রে. ক.।

দ্বিজেন্দ্র নাথ পাল, প্রাইভেট ছাত্র।

লালমোহন চট্টোপাধ্যায় সিটি কালেজ ২য় বাঃ শ্রেণী।

বাঙ্গালা উচ্চশ্রেণী।

১। জগদীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী সং কলেজ ১ম বাঃ শ্রেণী।

২। নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাইভেট ছাত্র, মেদিনীপুর।

৩। প্রফুল্লবালা বসু শিক্ষয়িত্রী ব্রাঃ বা. শিক্ষালয়।

৪। লক্ষ্মীমণি রক্ষিত ৩য় শ্রেণী, বেথুন স্কুল।

বাঙ্গালা নিম্নশ্রেণী।

১। বসন্তকুমারী বসু প্রাইভেট ছাত্রী, মেদিনীপুর।

২। সরোজিনী ঘোষ ব্রাঃ বালিকা শিক্ষালয়ের ২য় শ্রেণী।

৩। হরিদাসী বসু, প্রাইভেট ছাত্রী।

তৎপর সভাপতি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা ও গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "জড় বাদ খণ্ডন" এই বিষয়ে একটী অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। এত কঠিন বিষয় সর্ব্ব সাধারণের নিকট মিষ্ট ও বোধগম্য করিয়া বলা অতি কঠিন। বক্তা সে বিষয়ে সুন্দররূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে বক্তা প্রার্থনা করিয়া উপসংহার করিলেন।

৮ই মাঘ, ২০এ জানুয়ারি শুক্রবার—বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসবে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই;—

আমাদের দেশের ও জুডিয়া নামক স্থানের দুইটী গল্প বলা যাইতেছে। আমাদের দেশে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত গার্গীর কথোপকথন ও জুডিয়া দেশে যীশু ও সামেরিয়াবাসিনী একটী স্ত্রীলোকের কথোপকথন।

পূর্ব্বকালে জনক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে ঋষিদের ন্যায় জ্ঞানী ছিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে রাজর্ষি বলা হইত। আমরা যেমন ব্রহ্মোৎসব করি তৎকালে রাজাগণ সেইরূপ বহু দিবস ব্যাপিয়া যজ্ঞ করিতেন। কখনও ১৪।১৫ দিন, কখনও ১ মাস কাল ব্যাপিয়াও যজ্ঞ করিতেন। রাজর্ষি জনক একবার ঐরূপ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে তৎকালীন প্রচলিত প্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবার জন্য তিনি সভাস্থলে ১০০০ এক সহস্র গাভী আনয়ন করিলেন এবং প্রত্যেকের শৃঙ্গে এক একটী করিয়া মোহর বাঁধিয়া দিলেন। ব্রহ্ম-

জ্ঞানে জ্ঞানী অনেক ব্রাহ্মণ সেই সভাতে উপস্থিত ছিলেন। জনক বলিলেন যিনি ব্রহ্মজ্ঞানে এই সভামধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তিনি উঠিয়া এই দান গ্রহণ করিবেন। কিন্তু কেহই আর সাহস করিয়া দান গ্রহণ করিতে পারেন না। অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য উঠিয়া শিষ্যদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "গাভী সকল তাড়াইয়া আমার গৃহে লইয়া যাও।" তাহা দেখিয়া সকলে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "ইনিই কি ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? ইঁহার এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান আছে যে ইনি এই দান গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহারা এই পরামর্শ করিলেন যে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করিবেন। এই পরামর্শ ঠিক বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার জন্য ইন্দুরের পরামর্শের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছিল। কেহই সাহস করিয়া প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। অবশেষে গার্গী নাম্নী একটী ব্রহ্মবাদিনী ধর্ম্মচারিণী স্ত্রীলোকের নিকটে গিয়া বলিলেন যে তুমি আমাদের হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে দান গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা কর। গার্গী উঠিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, "আপনার প্রতি আমার কতকগুলি প্রশ্ন আছে। তাঁহাদের উভয়ের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য এক স্থলে গার্গীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন,—"হে গার্গি যে ব্যক্তি সেই অবিনাশী পরম সত্য পুরুষকে না জানিয়া ইহ সংসার হইতে অপসৃত হয়, সে অতি কৃপাপাত্র, দীন।" তাহারা কেন এত কৃপাপাত্র ও দীন? কারণ তাহারা ঈশ্বরকে জানে না। সে আবার কিরূপ? ঈশ্বরকে না জানিলে সে কেন এত কৃপাপাত্র ও দীন হয়? কারণ ঈশ্বরকে না জানিলে মৃত্যু সময়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতে হয়। যেমন আমাদের দেশে অল্প বয়স্কা বালিকাগণকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার সময় তাহাদের ক্রন্দনে গৃহ প্রতিধ্বনিত হয়। তাহারা কেন এত কাঁদে? পিতা মাতা ভাই ভগিনী ছোট ছোট খেলার পুতুল, সমবয়সী সকলকে ছাড়িয়া এমন এক স্থানে যাইতে হয়, যেখানে তাহার সেরূপ অনুরাগের পাত্র কেহ নাই। সেইরূপ, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে জানে না তাহার অনুরাগ পৃথিবীর সামান্য সামান্য বস্তুর প্রতিই আবদ্ধ। সে ইহ সংসার হইতে অপসৃত হইবার সময় ধন, মান, ঐশ্বর্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে অত্যন্ত যন্ত্রণা পায়। সেই জন্যই তাহারা কৃপাপাত্র ও অতি দীন।

আর একটী কথোপকথন এই—এক সময় মহাত্মা যীশু জুডিয়া নামক স্থানে শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। শিষ্যদিগকে খাদ্য অন্বেষণে যাইতে বলিয়া দেখিতে পাইলেন নিকটস্থ কূপ হইতে একটী সামেরিয়ানবাসিনী স্ত্রীলোক জল তুলিতেছে। তিনি তাহার নিকট জল চাহিলে স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল,"আপনি কি আমার স্পর্শ করা জল পান করিবেন?" আমাদের দেশে হিন্দুগণ যেরূপ মুসলমানের জল পান করেন না, তৎকালে য়িহুদীগণ সেইরূপ সামেরিটানগণের জল গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং যীশু জল প্রার্থনা করিলে স্ত্রীলোকটী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমার স্পর্শ করা জল পান করিবেন?" যীশু বলিলেন, অবশ্য পান করিব। তৎপরে তিনি বলিলেন আমি এমন কূপের কথা বলিতে পারি যাহার জল পান করিলে আর তৃষ্ণা পায় না। স্ত্রীলোকটী তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নগরে যাইয়া সকলকে বলিল "একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন, তিনি এমন কূপ দেখাইতে পারেন, যাহার জল পান করিলে আর তৃষ্ণা পায় না।" যীশু কোন্ কূপের কথা বলিলেন? তিনি বাহিরের কোন কূপের কথা বলেন নাই, তিনি ভিতরের কূপের কথা বলিয়াছেন!

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই প্রকার কূপ আছে। ভূমি খনন করিতে করিতে কখনও এরূপ কূপ দেখা যায়, যাহার জল আর শুষ্ক হয় না, আর এক প্রকার কূপ আছে—যাহার জল সময় বিশেষে শুষ্ক হইয়া যায়। পূর্ব্বে কলিকাতার প্রত্যেক বাটীতে কূপ থাকিত, এখন কূপের পরিবর্ত্তে জলের কল হইয়াছে। তিনি এসকল কূপের কথা বলেন নাই। যে জল ঘটিতে, কলসীতে, চৌবাচ্ছায় রাখা যায়, যীশু সে জলের কথাও বলেন নাই। এজল প্রেমরূপ জল। এ জলের কূপ প্রত্যেকের হৃদয়ের ভিতরে আছে। তিনি যে কূপের কথা বলিয়াছেন তাহার জল কখনও শুষ্ক হয় না। তাহা অন্তরের কূপ। ইহা হইতে প্রেমজল নিঃসৃত হয়, তাহাদ্বারা শোক, দুঃখ, সকল নিবারিত হয়। এই প্রেম হইতে স্বার্থনাশ, ভক্তি, স্নেহ, প্রণয় ও আত্মসমর্পণের ভাব উৎপন্ন হয়। জননী সন্তানকে স্নেহ করেন, পত্নী পতির সেবা করেন, পুত্র কন্যা পিতা মাতাকে ভক্তি ও সেবা করেন, ভাই ভগ্নী পরস্পরের প্রতি প্রেম করেন। ইহা কাহার প্রেম? কাহার আদেশে এই সেবা শুশ্রূষা? কোন নিয়ম বা সমাজ এই প্রেম করিতে, সেবা শুশ্রূষা করিতে বাধ্য করে না। ইহা সেই অন্তরনিহিত প্রেমরূপ কূপের জল। পর্ব্বতের ঝরণার ন্যায় সেই প্রেমস্রোতঃ নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে তাহাতে সংসারের দুঃখ তাপ সকল ধৌত হইয়া যাইতেছে। আমাদিগের প্রত্যেকের অন্তরে সেইরূপ প্রেমকূপ রাখিতে হইবে। পরমেশ্বরের প্রতি স্থায়ী প্রেমের কূপ খনন করিতে হইবে, যাহা হইতে ধর্ম্মজীবনের সুশীতল বারি সর্ব্বদা উৎসারিত হইতে থাকিবে। এই অন্তরের কূপ না পাইলে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যাইবে না। বিলাস, সম্পদ বাহিরের আড়ম্বরে প্রাণকে বাঁচাইতে পারিবে না। সকলে এই অন্তরের কূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

৮ই মাঘ। ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদের জন্য বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। সিটিকলেজে সর্ব্ব সাধারণের জন্য উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন।

রাত্রিতে বার্ষিক সভার অধিবেশনে গত বর্ষের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে পর, আগামী বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীগণ নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু সভাপতি, শ্রীযুক্ত বাবু গুরু চরণ মহলানবিস সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু,এম.এ. ও অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তৎপরে আগামী বৃহস্পতিবারের জন্য বাৎসরিক সভার কার্য্য স্থগিত থাকে।

৯ই মাঘ, ২১এ জানুয়ারি শনিবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত

বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল ;—

"যদি কোনও দীন দুঃখী ব্যক্তি একটী মহামূল্য রত্ন পায়, তবে তাহার কি দশা হয়? সে প্রথমে তার মূল্য বুঝিতে পারে না। হয় ত সামান্য কাচ খণ্ড মনে করিয়া অগ্রাহ্য করে। তার পর যদি কেহ বলে, উহা কাচ খণ্ড নয়, মহামূল্য রত্ন, তবে হয় ত গ্রহণ করে। তার পর যদি এক জহরী বলে উহার মূল্য কোটী মুদ্রা, তবে বোধ হয় সে পাগল হয়। ইহা সত্য কথা। এমন লোকের কথা জানি, যাহারা স্ফুর্ত্তি খেলায় ২০।২৫ হাজার টাকা পাইয়া পাগল হইয়াছে। একদিকে যেমন গভীর আকস্মিক দুঃখে মানুষ পাগল হয়, তেমনি আকস্মিক গভীর আনন্দেও মানুষ পাগল হয়। ভিখারী ২০।২৫ হাজার টাকা পাইলে যদি এমন দশা হয়, তবে যারা তার চেয়ে কত অধিক রত্ন পেয়েছে, তাদের দশা কি হওয়া উচিত? হে ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগ্নি, তোমরা কি মহামূল্য রত্ন পেয়েছ? তাহা পার্থিব রত্ন নয়, ২০।২৫ হাজার টাকা নয়। পৃথিবীর ধন চিরদিন থাকে না। যে রত্ন চিরদিনের সম্বল, যাহা পরকালে ভোগ করিতে পারি, যাহার মূল্য কোটী কোটী রত্ন একত্র করিলেও হয় না, সে রত্ন আমরা প্রত্যেকেই পাইতে পারি। সে রত্ন কি? সকলে ভাবিয়া দেখুন। কেহ হয় ত ভাবিতেছেন, "মানবাত্মা" কেহ "উপাসনা", আমি বলি এ সমুদায় নয়; ইহা স্বয়ং পরমেশ্বর। বিশ্বপতি পরমেশ্বর বলিতেছেন, "আমি তোদের পুত্র কন্যা, আমি তোদের পিতামাতা। তোরা আমার হ, আমি তোদের হব। বহুদিন হইতে তোদের হইবার আয়োজন করিতেছি। কতদিন হ'তে ধরাতলে আমার সহিত মানবাত্মার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনের আয়োজন করিতেছি, তোরা প্রস্তুত হ।" বহুদিন হইতে আয়োজন করিয়া তিনি হিন্দুদের মনঃক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম পাঠাইয়াছিলেন; ঈশাকে পাঠাইয়াছিলেন; মুসলমানধর্ম্ম পাঠাইয়াছিলেন—এক্ষণে ভারতে এই সকলের সমাবেশ তিনি করিয়াছেন। জনসমাজের আরম্ভ হইতে যে সকল বিধান প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদের সমাবেশ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পঠাইয়াছেন, এবং "মানবাত্মার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ" সম্বন্ধ এই কথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাকে রাজা, প্রভু, পিতা বলিয়া যাহাতে প্রাণে বসাইতে পারি, তাহার জন্য এই উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমরা মধ্যবর্ত্তী মানিনা আমাদের শাস্ত্র নাই, গুরু নাই, কিন্তু আছে আমাদের সেই অমূল্য রত্ন। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় তিনি। তিনিই মধ্যবর্ত্তী। আমাদের হৃদয় অধিকার করিবার জন্য তিনি এই বিধান পাঠাইয়াছেন। তিনিই গুরু। তাই বলিয়া হিন্দুদিগকে অগ্রাহ্য করিতেছি, তাহা নহে। কিন্তু ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও ধরিব না। কি অমূল্য অধিকার তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন। সকলে বল দেখি এই মহাসত্যের আভাস কি তোমরা কখনও অনুভব কর নাই? তিনি তোমাদের হবার জন্য প্রস্তুত, তোমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত কর। তিনি মাঝে মাঝে হৃদয়ে প্রকাশিত হন বটে, কিন্তু চিরদিন রাখিতে পারি না। কারণ, হৃদয় প্রস্তুত নয়। পরমেশ্বর সপ্তম স্বর্গে নন। যে দীন দুঃখী হইয়া তাঁর চরণে পড়িয়াছে তাহার নিকট তিনি প্রকাশিত হন। পাপীর অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন হৃদয়রূপ গভীর পাতালে তিনি বাস করেন। যে জানে আমার কিছুই নাই, আমি পাপী অন্য গতি নাই, তার হৃদয়ে তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। 'মস্তক অবনত না করিলে তাঁর উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। উচ্চ ভূমিতে ভক্তির জল দাঁড়ায় না। দীন দুঃখী কে কোথায় আছিস, আয়, এই বলিয়া তিনি ডাকিতেছেন। আপনার অপদার্থতা, অসহায়তা অনুভব করিয়া তাঁর চরণে অবনত হও। হৃদয় অবনত কর, অভিমান দূর কর। তার ফলে অমূল্য রত্ন পাইবে। এমন অধিকার হইতে আমরা নিজ দোষে বঞ্চিত হইব? না। আসুন প্রস্তুত হই। বাহিরের জিনিষ লইয়া ব্যস্ত থাকিব না। তিনি পাপীর প্রাণ স্পর্শ করেন। আত্মাতে আত্মার সংস্পর্শ হয়। বিবেক-কর্ণে তাঁর বাণী শ্রবণ করা যায়, এই হীন মানুষ হৃদয়ে তাঁর শক্তি অনুভব করিতে পারে, উহা মিথ্যা কথা নয়। আমাদের মধ্যে অনেকের জীবনে ইহা পরীক্ষিত সত্য। ইহা হইতে কেন নিজ দোষে বঞ্চিত হইব? ইহাই মানবাত্মার গৌরব। জীবনের সার লক্ষ্য তাঁহাকে প্রাণে লাভ করা। আমরা যেন অহঙ্কারের আবরণ দ্বারা তাঁর কৃপাস্রোতঃ-প্রবাহ নিবারণ না করি। অতি সামান্য প্রতিবন্ধকে এই কৃপাস্রোত বন্ধ হয়। ক্ষুদ্র 'আমি'কে বিনাশ করিতে না পারিলে সেই অমূল্য রত্ন লাভ করিতে পারিব না। সকলে যাহাতে দীন হীন হইয়া উৎসবে প্রবেশ করিতে পারি, তাহার জন্য প্রস্তুত হই। হৃদয় অবনত করিয়া তাঁর চরণে পড়িতে পারিলে নিশ্চয় তাঁর করুণা লাভ করিব।

তৎপরে অদ্য অপরাহ্ণে নগরসংকীর্ত্তনের সময়। দুইটার পর দলে দলে ব্রাহ্মগণ যাইয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। চারিটার সময় প্রায় সহস্র লোক সমবেত হইল। শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব, সুন্দর সিংহ, ও বাবু বিপিনচন্দ্র পাল আগন্তুকদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রার্থনা করেন। তৎপরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অতি উচ্চৈস্বরে নগর সংকীর্ত্তনটী পাঠ করেন।

নগর সংকীর্ত্তন।

তাল—লোফা।

আয় তোরা ভাই নগরবাসী জন, ব্রহ্ম-কল্প-তরুর মূলে সকলে।
(তোদের) ভবের তাপ্ দূরে যাবে, হৃদয় মন শীতল হবে,
(তোরা আয় আয় রে, ব্রহ্মকল্প-তরুর ছায়ায়)
(ও ভাই) অক্ষয় আনন্দ পাবে তরুমূলে বসিলে।
(ব্রহ্ম কল্পতরুরমূলে)।

———

তাল—একতালা।

(ও ভাই) কোথা শান্তিবারি (সংসার-মরুর মাঝে)
(বৃথা সুখের লোভে দুখ্ পেওনা রে)
সত্য সারাৎসারে ত্যজি, অনিত্য অসারে মজি,

(বৃথা) সুখের কারণে, ভবের কাননে,
বল কত আর বেড়াবে ঘুরি।
(মিছে আশায় ভুলে)
সুখ সরোবর জ্ঞানে, ছুটিছ যাহার পানে,
ও নহে শীতল জীবনের জল
ও যে মৃগ-তৃষা আছে প্রসারি।
(কেন বুঝলে না রে, মায়ার ধোঁকায় পড়ে)
আশা-মরীচিকা পিছে, কি হবে ছুটিয়া মিছে,
সে সত্য চরণে সঁপনা জীবনে,
(চিরদিনের মত রে) (জীবন সফল কর রে)
সঁপিলে যাতনা যাবে পাশরি।
(দুখ রবে না রে)

তাল—দশকুশি

আজ শোন রে শোন রে তাঁর বাণী ; (মধুর আবাহন রে)
এমনি মধুর আহ্বান, মৃত দেহে জাগে রে প্রাণ,
ছিন্ন হয় সংসার-বন্ধন রে ;
(মধুর ডাক শুনে রে) (পরাণ আকুল করে রে)
সে বাণীর বর্ণে বর্ণে, সুধারস পশে কর্ণে,
(কিবা মধুর মধুর)
কাটে মোহ-নিদ্রার স্বপন রে ;
(ভবের ঘুম আর থাকে না) (মৃত প্রাণ জেগে উঠে)
সে বাণী পরশ পেয়ে, নর নারী আসে ধেয়ে,
সঁপিবারে জীবন যৌবন রে ;
(বিভু প্রেমানলে রে) (অনলে পতঙ্গ যেমন)
বিষয় বাসনা ফেলি, সুখ স্বার্থ পায়ে ঠেলি,
ধায় তারা মত্তের মতন রে ;
(প্রেমে পাগল হয়ে রে) (সুধা মাখা ডাক শুনে)
শুনি সে মধুর বাণী, ভব-সুখে তুচ্ছ মানি,
এস তবে এস ভক্ত জন রে ;
(জীবন দিতে যে হবে রে) (প্রেমময়ের প্রেমানলে)
বিশ্বাস-অনল জ্বালি, বৈরাগ্য আহুতি ঢালি,
সেবা-যজ্ঞের কর আয়োজন রে।
(জনম সফল কর রে) (আপনা আহুতি দিয়ে)

তাল—একতালা।

গান কর আজি প্রাণ মন খুলে,
পান কর প্রেম রস রে।
হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রেমেতে মিলায়ে,
গাও সবে বিভু-যশ রে।
(প্রাণে প্রাণে মিলে)
প্রেম-সম্মিলনে, শক্তি জাগুক প্রাণে,
নামামৃত রসে, আজিকে হরষে
পূরে যাক্ দিক দশ রে।
দেখ ব্রহ্মধামে, প্রেমের মহা মেলা,
সে মহা মিলনে, সঁপরে জীবনে
থেক না অলসে রে।
(এমন শুভ দিনে)
প্রেমে প্রেমে মিলে, মহা সিন্ধু হবে,
আপনা পাশরে, ডুব সে সাগরে,
উথলিবে সুধা-রস রে।
(পিয়ে অমর হবে)

তাল—খেম্‌টা

বল জগতে আনন্দ সমাচার।
বল পাপীদের হবে উদ্ধার।
(আর ভয় নাই রে)
দেখ জ্ঞানের চক্ষেতে,
ব্রহ্মশক্তি নামে ভারতে,
(বিধির) বিধান মতে,
(এবার) হবে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার।
(ব্রহ্মনামের গুণে রে)
গেল নিরাশার আঁধার,
আশার জ্যোতি চমৎকার,
(এল) ধরাতে আবার
ও পাপী যাবে ভবসিন্ধু পার।
সকল বিবাদ ঘুচিল,
ব্রহ্ম নামের ধ্বনি উঠিল,
(ঐ দেখ) জগত মাতিল,
(ও) হলো প্রাণে প্রাণে একাকার।
(সকল হৃদয় এক হলোরে) (ভেদাভেদ ঘুচে গেলরে।
আজ খুলিয়ে হৃদয়,
বল জয় ব্রহ্ম জয়,
আর কি ভয়, কি ভয়,
(ও) কর কর ব্রহ্ম কৃপাই সার।
(ব্রহ্ম কৃপার জয় বল রে) (জয় ব্রহ্ম জয় বল রে)
(মিল) তাই বলিরে বিনয় করি, তুচ্ছ সুখ পরিহরি,
(সেই) অনন্ত শান্তির ধামে চল সকলে মিলে।

প্রায় ৫ টার সময় অন্যূনাধিক দুই সহস্র লোক কীর্ত্তন করিয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে বাহির হইলেন। "শোনরে শোনরে তাঁর বাণী"—ইত্যাদি পদটী যখন কীর্ত্তনের দল গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন অনেকে সেই পিতার ডাক যেন শুনিতে পাইতেছিলেন। এইরূপ ভাবে মত্ত হইয়া সকলে প্রায় ৮ টার সময় মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বেদীতে উপবেশন করিয়া উপাসনার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আরাধনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার বাক্যরোধ হইয়া আসিল। তিনি বলিতে লাগিলেন "প্রভো এত করুণা কেন কর—তোমার করুণার ভার যে আর বহিতে পারি না।" উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে মহাঝড় প্রবাহিত হইল; ঈশ্বরের মহাশক্তির আবির্ভাবে সকলে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। আচার্য্য তখন সকলকে চীৎকার করিয়া বলিলেন "আজ কে

আছ করুণার সাক্ষী দাও"—তখন বাবু উমাপদ রায়, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বন্ধুগণ উচ্চৈস্বরে পরমেশ্বরের করুণার কথা বলিতে লাগিলেন—উমাপদ বাবু বলিলেন "প্রভু আমাকে করুণা দ্বারা আজ পিষিয়া ফেলিয়াছেন।" এই প্রকারে প্রায় ১১ টার সময় সেই দিনকার কার্য্য শেষ হয়।

১০ই মাঘ ২২এ জানুয়ারি রবিবার—প্রাতে কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীর উৎসব। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সারমর্ম্ম এই :—

য়িহুদী জাতি জেরুজেলাম নগরে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই মন্দিরে তিনটী বিভাগ ছিল। এই মন্দিরটীর বহির্ভাগে যে সমুদয় লোক আসিতেন, তাঁহারা শ্রোতা বর্গ; তার পরের অন্তর কোঠে যাজকেরা বসিতেন এবং তৃতীয় অন্তর কোঠে সকলের অপেক্ষা যিনি পবিত্র বা সাধু ব্যক্তি তিনিই কেবল সেই স্থানে বসিতেন। যাঁহারা বাহিরে বসিতেন তাঁহারা কেবল উপাসনায় যোগ দিতেন, শ্রোতাবর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তার পরের অন্তর কোঠে যে যাজকগণ বসিতেন তাঁহারাও কতকটা উপাসনা করিতেন। কিন্তু তার পরের অন্তর কোঠে যিনি বসিতেন তিনি সেই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতেন। ইনিই প্রকৃত উপাসনা করিতেন। এই নির্জ্জন স্থানে তিনি ভগবানের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। আমরা ধর্ম্মরাজ্যে এইরূপ তিনটী উপসনার বিভাগ উপলব্ধি করিয়াছি। কতকগুলি লোক রজত মালা বেষ্টিত সুন্দর আকাশ, সুস্নিগ্ধ বাতাস সুন্দর বেগবতী নদী সকল দেখিয়া ইহাদিগকে দেবতা বোধে পূজা করিত। এই যে দেবতা পূজা ইহা য়িহুদীদের উপাসনা। মন্দিরের প্রথম বিভাগের ব্যক্তিদের পূজার ন্যায়। এই সুন্দর বস্তুগুলি কেবল তাঁহার প্রকাশ এই গুলি স্বয়ং ভগবান নহেন। ইহাতে তাঁহার কেবল বাহিরের সৌন্দর্য্যই দেখা হয়। দ্বিতীয় বিভাগের পূজা হচ্ছে ভক্ত সমাজে। ঐশ্বরিক ভাব কাহারও কাহারও প্রাণে প্রকাশিত হইয়াছে, এই ভাবটীকে, পাঁচ জনে একত্রিত হইয়া আলোচনা ও সাধনের দ্বারা ইহাকে আর ও সুন্দর ও দৃঢ়ীভূত করেন এই যে শ্রেণী উপাসনার কথা বলা হইল ইহাও স্বাবলম্বন উপাসনা। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নির্জ্জন যে অন্তর কোঠ সেটী হচ্ছে আমাদের হৃদয়, এখানে তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করাই আমাদের আদর্শ। এখানে যিনি প্রাণের বিশ্বাস, প্রাণের ভক্তি, প্রাণের অনুরাগের দ্বারা তাঁহাকে পূজা করেন তিনিই বাস্তবিক পূজা করেন। যিনি নির্জ্জনে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন উপলব্ধি করেন, তিনি আর বাহিরের কিছুতে আকৃষ্ট হন না, তিনি কেবল ভগবানের দর্শন-সুধা পান করেন। তিনি মনে করেন যে তিনি কেবল ভগবানের হইয়া লোক জনের সহবাস অতিক্রম করিয়া একাকী রহিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বপতি পরমেশ্বর যখন তাঁহার হৃদয়েশ্বর তখন তিনি আর একাকী আছেন একথা বলিতে পারেন না, কারণ ভগবান স্বয়ং বিশ্বরূপী হইয়া তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হন, সুতরাং তিনি ভগবানের ভিতরেই বিশ্বসংসার দেখিয়া কৃতার্থ হয়েন। তিনি পূর্ব্বে যে ভাবে লোকের সহিত মিশিতেন তখন তিনি সাধুভক্তদের আর এক ভাবে দেখেন। যিনি অন্তরাত্মাতে ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছেন তিনি কি ভক্তসমাজে কি জড়জগতে সকলেতেই তখন ঈশ্বরাবির্ভাব দর্শন করিয়া পুলকিত ও মুগ্ধ হয়েন। এই আধ্যাত্মিক পূজা অর্থাৎ মানবাত্মাতে ভগবানের দর্শন লাভ করাই আমাদের আদর্শ।

সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি সত্যং শিবং সুন্দরং এই তিনটী স্বরূপের ব্যাখ্যা করিয়া একটী অতি সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। মানব মনের জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা এই তিনের সহিত ঈশ্বরের ঐ তিন স্বরূপের যোগ রহিয়াছে। ইহাই তিনি অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন।

১১ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী সোমবার—অদ্য প্রকৃত উৎসবের দিন। ঈশ্বরের করুণা অবতীর্ণ হইয়া সাক্ষাৎ ভাবে মানবের মুক্তির সংবাদ প্রচারিত হওয়ার দিন। শকটের অভাবে কলিকাতায় যাতায়াতের সমূহ অসুবিধা সত্বেও প্রভাত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে দলে দলে তৃষ্ণাতুর নরনারী নানা প্রকার পত্র ও পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সুপ্রভাতে নবসূর্য্যের স্নিগ্ধকিরণে ধরণীর অন্ধকার দূরে পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই উপাসনা মন্দির লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। বহুক্ষণ পূর্ব্ব হইতে সুমিষ্ট কণ্ঠে সুমধুর তানে বিভুগুণগান চলিতেছিল। এক্ষণে বহুলোক সমবেত হইয়া যোগ দেওয়াতে সে সংকীর্ত্তনের গাম্ভীর্য্য ও মধুরতা আরও বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে উপাসনার সময় উপস্থিত হইলে আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। আচার্য্যের দীনতার ভাব যেন সমগ্র উপাসক মণ্ডলীকে মুহূর্ত্ত মধ্যে অধিকার করিল। তিনি অতি কাতর ভাবে বিধাতার বিশেষ করুণা ভিক্ষা করিয়া উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেরই বোধ হইল যেন ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হইয়া সকলকে আলিঙ্গন করিতেছে, আশ্বাস দিতেছে। এইরূপ ভাবে ব্রহ্মের সত্তাসাগরে ভাসিতে ভাসিতে নরনারী প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ করিলেন। মহিলা-কণ্ঠনিঃসৃত সুললিত সঙ্গীত গুলিও উপাসকগণের কর্ণে অমৃতসিঞ্চন করিয়াছিল। সকলই সুন্দর সকলই মধুর বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। বেলা ৯টা পর্য্যন্ত সমভাবে সকলে উৎসবে যোগ দিয়া পরম তৃপ্তি সম্ভোগ করিলেন। তৎপরে ক্রমে জনতা হ্রাস হইলেও প্রায় বেলা ১টা পর্য্যন্ত সে জমাটবাঁধা ভাব রহিল। মধ্যাহ্নে বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপরে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় নানা দেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক শ্লোক সকল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে রাত্রিকালীন উপাসনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রার্থনা ও সঙ্গীত চলিতে লাগিল। রাত্রিতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। সর্ব্বাগ্রে তিনি কি ব্রাহ্ম কি হিন্দু কি মুসলমান কি খৃষ্টান সমাগত সকলকে সমভাবে ব্রহ্মকৃপা সম্ভোগ করিতে আহ্বান করিলেন। উপাসনার সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত নানা প্রকার ভাবের লহরী পূর্ণ ব্রহ্মকৃপার একটি বিশেষ স্রোত বহিয়া যেন সকলের

মনে হইতে লাগিল। আরাধনার পর নিম্নলিখিত যুবকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন;—শ্রীমান সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হেমচন্দ্র গুহ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, ইন্দুনারায়ণ সিংহ, বিহারীলাল বসু। আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র পাঠ করিয়া এই নবাগত ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী যুবকগণকে অতি সুন্দরভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুত্ব ও ইহার মুক্তিপ্রদ শক্তির কথা বুঝাইয়া দিলেন।

তৎপরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী যে উপদেশ দেন তাহার সারাংশ এই:—

যোগবাশিষ্টে একটী বচন আছে—

"উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা মে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞান-কর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদং।"

এই জ্ঞান ও কর্ম্মের অর্থ এ দেশে অন্য প্রকার। এখানে জ্ঞানের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান, যে জ্ঞান সন্ন্যাসকে আনয়ন করে; কর্ম্মের অর্থ ক্রিয়া কাণ্ড। উক্ত উপদেশের মর্ম্ম এই, ব্রহ্মজ্ঞান ও ক্রিয়াকাণ্ড অবহেলা করিলে চলিবে না। আমরা উহার আর এক অর্থ করিতে পারি। প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত কর্ম্ম যাহা তাহা মানুষকে পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত করে। জ্ঞানের অর্থ, বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞান। জ্ঞানের প্রেরক অনেক ভাব হইতে পারে। কোনও জ্ঞানের মূলে স্বার্থ। একজন সমাজতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেছে। অথচ তার মূলে স্বার্থ থাকিতে পারে। ঐহিক মান সম্ভ্রম লাভের বাসনা হয়ত সেই জ্ঞানের মূলে রহিয়াছে। এই জ্ঞান অনেক সময় মানুষকে ব্রহ্মসদনে উপস্থিত করে না। আর এক প্রকার জ্ঞান আছে তাহা অহঙ্কার প্রসূত। আমি পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, চতুর সূক্ষ্ম দর্শনে সমর্থ, আমি জগতে প্রতিষ্ঠা ভাজনের উপযুক্ত, এইরূপ রাজসিক ভাব যে জ্ঞানের মূলে তাহা মানবকে ব্রহ্মসদনে উপস্থিত করে না। আর এক প্রকার জ্ঞান আছে; তাহা রাজসিক অথবা তামসিক নয়, অথচ সাত্ত্বিকও নয়। তাহার মূলে স্বাভাবিক কৌতূহল। ঐ ঘটনাটী কেন ঐরূপ হইল, উহার কি ধর্ম্ম, ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসার জন্য এই জ্ঞান ব্যস্ত। এই কৌতূহলের নিন্দা করা উচিত নয়। এই স্বাভাবিক জিজ্ঞাসার ভাব হইতে কখনও কখনও সাত্ত্বিক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। তথাপি ইহা সাত্ত্বিক জ্ঞান নয়। ইহার উপরে এক উৎকৃষ্ট জ্ঞান আছে। তাহা কি? যে জ্ঞান জগৎ, সমাজ, মানবাত্মার মধ্যে অনন্তের আভাস পাইয়া অনন্তে ডুবিয়াছে; চঞ্চল ঘটনারাজির মধ্যে সারবস্তুর আভাস পাইয়া তাহাকে ধরিয়াছে, সত্যের প্রেমে আপনাকে ভুলিয়াছে—এ জ্ঞান তাই। পৃথিবীর জ্ঞানীদের মধ্যে ঐরূপ স্বার্থনাশ দেখা গিয়াছে। সাধু জ্ঞানীরা ও জ্ঞানী সাধুরা স্বাভাবিকরূপে যে বৈরাগ্য পাইয়াছেন তাহা কোন সন্ন্যাসী পাইয়াছে কি না সন্দেহের বিষয়। তাঁহারা আহার নিদ্রা ভুলিয়াছেন, সুখ সচ্ছন্দতা উপেক্ষা করিয়াছেন। জ্ঞানান্বেষণে নিমগ্ন হইয়া তাঁহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন ইহাঁদিগকে পাগল বলিয়া মনে হইত, যেন ত্রিসংসারে ইহাদের কেহ নাই। ইহাঁরা জ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিয়া পাগল হইয়াছিলেন। এই যে প্রেমসম্ভূত সাত্ত্বিক জ্ঞান, তাহা দীনতা আনিয়া দেয়। যাঁহারা এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের বিনয় বাড়িয়াছে। সত্যের রাজ্যে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা দেশ কালের অতীত। স্বার্থের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে যাহারা বাস করে তাহারা দেশ কাল মৃত্যুর মধ্যে বাস করে। বিষয়াসক্তি, স্বার্থ, ইন্দ্রিয়পরতার কূপে যাহারা বাস করে, অনন্ত আকাশে কি আছে তাহা তাহারা জানে না। কিন্তু সত্যের অনন্ত ভূমি যে পাইয়াছে, সে দেশ ও কাল ছাড়াইয়াছে। এই জ্ঞান স্বভাবতঃই পবিত্রতা আনিয়া দেয়। স্বার্থসুখাসক্তি যদি চলিয়া গেল তবে আর পবিত্রতা আসিবে না কেন? মন সে জ্ঞানে পবিত্র হয়। যখন জ্ঞানদ্বারা মন পবিত্র হয় তখন ব্রহ্মদর্শন হয়। উপনিষৎ বলিয়াছে—

জ্ঞানপ্রসাদে চিত্তবৃত্তি পবিত্র হইলে ভগবানকে দেখা যায়। মহাত্মা ঈশা বলিয়াছেন—blessed are the pure in heart, for they shall see God.

ব্রহ্মদর্শন হলে ত প্রেম। প্রেম কি ছেলেখেলা, মুখের কথা? কথার জালে আমরা ব্রহ্মপাখী ধরিব? মন যখন স্বার্থ সুখাসক্তির উপরে উঠিতে পারে তখনই ব্রহ্ম ভূমিতে উঠে, পৃথিবীর মেঘের উপরে যাও, সাত্ত্বিক জ্ঞান ধরিয়া স্বার্থ ও সুখাসক্তির উপরে যাও, দেখিবে সেখানে সত্যের বিমল বায়ু, সত্যসূর্য্যের পবিত্র জ্যোতি। বৈষ্ণবশাস্ত্রে বলে "জগতের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী।" মুক্তি হলে তবে ভক্তি হয়। স্বার্থের উপরে গেলে তবে ভক্তি।

জ্ঞানের দিকে যেমন, কর্ম্মের দিকেও সেইরূপ। কর্ম্মও তিন প্রকার এক প্রকার কর্ম্ম স্বার্থ-প্রসূত। তাহা ব্রহ্মসদনে লইয়া যায় না। আর একরূপ কর্ম্ম আছে, তাহা অহঙ্কারপ্রসূত। আমি একজন, আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতে ভাল বাসি, আমি করিতে পারি, নিজের উপর খুব বিশ্বাস আছে। জিগীষাবৃত্তি প্রবল। তাহাতে মানুষকে বন্ধন করে। আর এক প্রকারের জ্ঞান রাজসিকও নয়, তামসিকও নয়। তাহা অভ্যাস-প্রসূত। অনেক লোকের এরূপ স্নায়ু যে কিছু না করিয়া থাকিতে পারে না। একটা কিছু করাই চাই, নতুবা অসুখ বোধ হয়। কাজ করিয়া সুখ পায় বলিয়া করে। এইরূপ কর্ম্ম ব্রহ্মসদনে মানবকে লইয়া যায় না। আর একপ্রকার কর্ম্ম আছে; তাহা প্রেমপ্রসূত ও ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা প্রসূত। ও লোকটী দুঃখীর দুঃখ হরণের জন্য এত ব্যস্ত কেন? গরীবের বাড়ীতে বসন্ত হইয়াছে, বন্ধুগণ সাবধান করিতেছেন, অথচ উহাকে সামলাইতে পারা গেল না, সে বাড়ীতে গেল, এমন দেখেছি। ইহা প্রেম-প্রসূত, আবার ঈশ্বরের আদেশ-প্রসূত। তিনিই বলিয়াছেন, প্রভুর হুকুম বলে কাজ, অহঙ্কার আসিবার পথ থাকিতে পারে না। যা বাধ্য হয়ে করা হয়, তার জন্য আবার অহঙ্কার কি? যা না করিলে পাপ হয়, তা করিলে আবার বাহাদুরী কি? প্রভু বলেন তাই ধর্ম্মের প্রচার করি। এ কাজে হাত দিই, প্রশংসা নিন্দার অপেক্ষা রাখি না। প্রভুর হুকুম—এই মাথা দিলাম, ক্লেশ দেও, দুঃখ দেও, হুকুম তামিল করিতেছি। না করিলে নরকে যাইতাম। তাঁর ইচ্ছায় ইচ্ছা রাখিয়া যে কাজ করা যায় তার নাম সাত্ত্বিক কর্ম্ম। গীতা বলেন—

সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যো সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১০ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
২১শ সংখ্যা।

১লা ফাল্গুন শনিবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৴১০

ত্রিষষ্টিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সাত্বিক জ্ঞান ও কর্ম্ম যখন মিলিত হয়, তখন মানুষ ব্রহ্মসদনে যাইতে পারে। যে জ্ঞানে পবিত্রতা আসে, যে কর্ম্মে দীনতা আসে, যেখানে অহঙ্কার নাই, সেইখানে বৈরাগ্য আসে, সেইখানে ঈশ্বরপ্রেমে মানবহৃদয় অনলে পতঙ্গের মত প্রবিষ্ট হয়, ব্রহ্ম-সেবায় ডুবিয়া আত্মহারা হয়। এইরূপ সাত্বিক কর্ম্ম দেশ কালের উপরে লইয়া যায়। যখন জ্ঞান, কর্ম্ম—তার সঙ্গে প্রেম আসিয়া মিলিত হয় তখন সত্যস্বরূপের প্রকাশ হয়। নিস্বার্থতার বিমল বাতাসে ভগবান বিহার করিতে ভাল বাসেন। যে সমাজে এইরূপ লোকের সংখ্যা বেশী সেখানে ব্রহ্মশক্তির ক্রীড়া হয়, তাঁর প্রকাশ হইতে থাকে। এই হৃদয়ের পবিত্রতা পাইলে, প্রভু যে দয়ালু, তাহা আস্বাদন করিতে পারি। কত দয়ার কথা হইতেছে; কোথায় তাঁর দয়া? তার কি ভার আছে—তাকি বুঝা যায়? কেবল পবিত্র চিত্তেই তাহা বুঝা যায়। মানুষের সুখ দুঃখেরও ভার আছে, প্রেম থাকিলেই তাহা বুঝা যায়। আমরা ত লক্ষ লক্ষ লোক ভারতের দুর্গতির কথা বলিতেছি, সে দুঃখের বোঝা অনুভব করিতেছি না কেন? আর চৈতন্যই বা জগতের দুঃখ দেখিয়া ঘরের বাহির হইলেন কেন? এই এক আশ্চর্য্য কাণ্ড। যাহারা পাপে ডুবিয়া রহিয়াছে তাহারা তাহার বোঝা অনুভব করিতে পারে না, আর এক জনের উপরে তাহা পড়িতেছে। প্রেমে এইরূপই হয়। দুর্ব্বৃত্ত সন্তান কোন্ পাপের কুণ্ডে পড়িয়াছে, জননী রাত্রিতে শয্যায় ছটফট করিতেছেন। পাপ যে করিতেছে তাহাকে যাতনায় ধরিল না, ধরিল আর একজনকে। হাজার হাজার পাপী পাপে ঘুমাইয়া রহিল, আর ঈশার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তাঁহার নাম হইল the man of sorrows. এ এক আশ্চর্য্য লীলা। তাই বলিতেছি, প্রেম না থাকিলে প্রেমের বোঝা কেহ বুঝিতে পারে না। এই যে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা এখানে আসিয়াছেন, একবার প্রেমবিহীন চক্ষে দেখ; কে কোথাকার লোক, ইহাদের ক্লেশ দেখিলে মনে লাগিবে না। একবার প্রেমের চক্ষে দেখ দেখি, দেখিবে, ওদের প্রেমের চোট হৃদয়ে লাগিবে; এক হৃদয়তন্ত্রীতে ব্রহ্ম নাম বাজিবামাত্র অপর সকল হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইবে। এই জন্যই সাধুরা বলিয়াছেন, প্রেম হৃদয়ে থাকিলে প্রেম বুঝা যায়। এই জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেম মিলিলে তাঁহার দয়া আসে। পুরাতন বাইবেলে আছে—"আস্বাদন কর আমার প্রভু দয়ালু।" দয়া কেবল অন্যের মুখে শুনিতে হয় না, আত্মার রসনায় আস্বাদন করিতে হয়। ইহাই ধর্ম্মের প্রকৃত ভূমি। সত্যময় রাজ্যে বিশ্বাসীগণ বাস করেন। সেখানে সংশয়ের অন্ধকার নাই; পাপের অন্ধকার নাই, সেখানে ব্রহ্মশক্তির নৃত্য ও ক্রীড়া, সেখানে পাপীর নবজীবন লাভ, পুণ্যজীবনের জয়। এ মুক্তিরাজ্যে প্রবেশের বাসনা আছে? না ক্ষণিক উৎসাহ লইয়া ঘরে যাইতে চাও? নবজীবন চাই। ক্ষণিক ভাবে তৃপ্ত হইলে চলিবে না। ঐ রাজ্যে যাইতে হইবে। তবে সেই ভাবে আমাদের প্রার্থনা উঠুক।

১২ই মাঘ ২৪ জানুয়ারি মঙ্গলবার—অদ্যকার দিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে একটী স্মরণীয় দিন হইয়া থাকিবে। অদ্য ঈশ্বর-কৃপাতে একটী মহা অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে। পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন যে বিগত বর্ষের প্রারম্ভ হইতে ব্রাহ্মপরিচারকাশ্রম (ব্রাহ্মওয়ার্কারদিগের শেল্‌টার) নামে একটী আশ্রম স্থাপিত হয় এবং ইহাও সকলে জানেন যে বিগত বর্ষের শেষ ভাগে সেবক পরিবার নামে একটী সেবক দল গঠন করা হইয়াছিল। মাঘোৎসবের কিছুদিন পূর্ব্বে এই উভয় দলকে সম্মিলিত করিয়া এক নূতন ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠন করা স্থির হয়। তদনুসারে সাঃ ব্রাঃ সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এক নব সমিতি গঠন করেন। এই নব সমিতির স্থূল স্থূল বিষয় এই। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের জন্য একটী সাধনাশ্রম থাকিবে, সাধনমণ্ডলী নামে একদল সাধক আশ্রমে বাস করিবেন; সেবা-কমিটী নামে একটী কমিটী তাঁহাদের কার্য্যের পরিদর্শনার্থ থাকিবে, তাহার অর্দ্ধেক সভ্য সাধনমণ্ডলী নিয়োগ করিবেন, অপরার্দ্ধ সাঃ ব্রাঃ সমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা নিয়োগ করিবেন। সাধনাশ্রম ও সাধকমণ্ডলী এক জন তত্ত্বাবধায়কের অধ্যক্ষতার অধীন থাকিবে। এই সকল নিয়মানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত ৭ ব্যক্তিকে সাধক মণ্ডলীর প্রথম সভ্য রূপে নিয়োগ করিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশ দেব, গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও কাশীচন্দ্র ঘোষাল সভ্য। অদ্য এই সাত ব্যক্তিকে বিধিপূর্ব্বক নিয়োগ করিবার দিন। পূর্ব্বেই ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে এই নিয়োগ কার্য্য সমাধা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল; এবং তিনি অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইয়া কার্য্য সমাধা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। অদ্য মহর্ষির আগমনের দিন। রজনী প্রভাত হইতে না হইতে অনুরাগী উপাসক ও উৎসুক দর্শক বৃন্দ সহরের চতুর্দ্দিক হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সময়ে কয়েক দিন কলিকাতার ভাড়াটিয়া গাড়িওয়ালারা মিউনিসিপালিটীর সহিত বিবাদ করিয়া ধর্ম্ম ঘট করিয়াছিল। গাড়ীর অভাবে অনেক মহিলা পূর্ব্ব দিবস মন্দিরে আসিতে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন। ভয় হইয়াছিল যে অদ্যকার অনুষ্ঠানে মহিলাদিগের অনেকে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু উপাসনা আরম্ভ হইতে না হইতে মহিলাদিগের আসন সমুদায় পূর্ণ হইয়া গেল।

যথা সময়ে উপাসনা আরম্ভ হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি উপাসনার ভার ছিল। তিনি খ্রীষ্টীয় ও শিক ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিয়া উপাসনার উদ্বোধন করিলেন। তৎপর আরাধনা হইল। আরাধনান্তে সঙ্গীত হইতেছে এমন সময়ে মহর্ষির গাড়ি আসিয়া মন্দিরের দ্বারে লাগিল। সাঃ ব্রাঃ সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ প্রচারকগণ ও শেলটারের সভ্যগণ পূর্ব্ব হইতেই মহর্ষির অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই সংবাদ পাইবা মাত্র সকলে দল বদ্ধ হইয়া মহর্ষির গাড়ির নিকট গমন করিলেন। মহর্ষি সমাগত ব্যক্তিদিগের একজনের স্কন্ধে হস্ত দিয়া গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। সমবেত দর্শক বৃন্দ ভক্তিপূর্ণ অন্তরে তাঁহার পথ ছাড়িয়া দিয়া উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। মহর্ষি সেই বিপুল জনতার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার জন্য রচিত নূতন বেদীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; এবং তাঁহার জন্য যে আসন রক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে উপবেশন করিলেন। তিনি আসন পরিগ্রহ করিলেই ইঙ্গিত মাত্র ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়ের বালিকাগণ মধুরকণ্ঠে "প্রণমামিমনাদি,অনন্ত সনাতন পুরুষ"—এই সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিল। সেই প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের উত্তরাধিকারী অধুনাতন ব্রহ্মবাদীদিগের শ্রেষ্ঠ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সভা মধ্যে আসীন আর বামাকণ্ঠে সেই গভীর ভাব সূচক সঙ্গীত। বোধ হইল ভারতে কি মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়া নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। যে সনাতন পুরুষের কথা চিরজীবন বলিয়াছেন, সেই সত্য সনাতন পুরুষের নাম সেই মহর্ষির আধ্যাত্মিক সন্তানদিগের দ্বারা কীর্ত্তিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের তিন পুরুষ একত্র হইয়া ব্রহ্মপূজা হইতেছে। সে সময়কার অপূর্ব্ব ভাব বর্ণনীয় নহে। দুঃখের বিষয় পূর্ব্ব হইতে আয়োজন ছিল না বলিয়া সে শোভন দৃশ্যের ফটোগ্রাফ রক্ষা করা হয় নাই।

সঙ্গীতান্তে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান পত্রটী ও তৎসংলগ্ন সংকল্প পত্রখানি পাঠ করিলেন।

অনুষ্ঠান-পত্র।

"ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক শক্তিকে সমবেত, ঘনীভূত, বর্দ্ধিত ও ব্রাহ্মসমাজের এবং জনসাধারণের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত করিবার জন্য সেই মঙ্গলময়ের করুণাতে এই সাধনমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই মণ্ডলীস্থ ব্যক্তিগণের একত্রে বাস ও সাধনভজন করিবার অভিপ্রায়ে একটী সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে; সেখানে এই মণ্ডলীর সভ্যগণ এবং এতৎ সংসৃষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনার্থী ব্যক্তিগণ যথাসম্ভব একত্র বাস করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজ এবং জনসাধারণের সেবাতে মনোনিবেশ করিবেন। বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবা এই ত্রিবিধ ভাব প্রধানতঃ তাঁহাদের কার্য্যের চালক ও পরিপোষক হইবে। তাঁহারা বিশ্বাসে এই সত্যস্বরূপকে ধারণ করিয়া বৈরাগ্যের দ্বারা তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবেন এবং তাঁহারই মঙ্গল প্রেরণার অধীনে থাকিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিবেন। মানুষ অকপটচিত্তে ঈশ্বর চরণে আত্মসমর্পণ করিলে নবজীবন লাভ করে; যে জীবন হইতে বৈরাগ্য, দীনতা, পবিত্রতা, স্বার্থনাশ ও জনসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মজীবনের উৎকৃষ্ট ফল সকল প্রসূত হইয়া থাকে। এরূপ আশা করা যায় যে, এই সাধনমণ্ডলীস্থ ব্যক্তিগণ অকপটচিত্তে ঈশ্বর-চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসাদ লাভ করিবেন। সমবেত সকলে প্রার্থনা করুন যাহাতে এই মণ্ডলী ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস স্বরূপ হয়; এবং সেই উৎস হইতে নবজীবনের বারি উৎসারিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সমগ্র ক্ষেত্রকে সিক্ত করিতে পারে। অদ্য এই শুভানুষ্ঠানের উপরে বিধাতার কৃপা-দৃষ্টি বর্ষিত হউক। ইহপরকালবাসী সাধু মহাত্মাগণ সকলে আনন্দিত হউন এবং ব্রাহ্মসমাজের পিতৃস্থানীয় পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি আপনিও আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই মণ্ডলীর দ্বারা সেই পূর্ণপরাৎপর পরমেশ্বরের নাম মহিমান্বিত হয় এবং সত্যধর্ম্মের জ্যোতি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হয়।"

ব্রত-পত্র।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজ ও জনসাধারণের সেবা এই ত্রিবিধ মহালক্ষ্য সাধনের উদ্দেশে যে সাধনমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, আমরা সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল প্রেরণার অধীন হইয়া তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইতেছি। গুরুতর প্রতিবন্ধক না ঘটিলে আমরা একত্র বাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধনে অনন্যকর্ম্মা হইয়া আপনাদের সমুদায় হৃদয় মন নিয়োগ করিব। যে সত্যকর্ম্মাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদাতা এবং যাঁহার হস্তে ইঁহার উন্নতির ভার, তিনি আমাদের এই ব্রত পালনে সহায় হউন। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

এই উভয় পত্র পঠিত হইলে পূজ্যপাদ মহর্ষি প্রথমে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মস্তকে হস্ত দিয়া নিম্নলিখিত রূপে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"স্নেহভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী, তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং ব্রাহ্ম সমাজ ও জনসাধারণের সেবার উদ্দেশে যে ব্রত গ্রহণ করিলে,

ঈশ্বর তোমার সে সংকল্প সুসিদ্ধ করুন, তুমি উৎসাহ ও বলের সহিত তাঁহার সত্য রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত থাক ইত্যাদি। ক্রমে সাধনমণ্ডলীর অপর ছয় জন সভ্যের মস্তকে হস্ত দিয়া তদনুরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহার আসনের সম্মুখে আসীন ছিলেন, সকলে অবনত মস্তকে তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তখন যে অপূর্ব্ব শ্রী হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। সে আশীর্ব্বাদের হস্ত আমরা কখনও ভুলিব না, ঈশ্বর করুন যেন কখনও বিস্মৃত না হই। মহর্ষির আশীর্ব্বাদের পর পুনরায় পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীতটী আরম্ভ হইল, ইত্যবসরে মহর্ষি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় বেদীতে আসীন হইয়া উপদেশ ও প্রার্থনাদি দ্বারা উপাসনা সাঙ্গ করিলেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

পরমেশ্বর তাঁহার করুণার নিদর্শন এই জগতেই রাখিয়াছেন। এরূপ না করিলে আমরা তাঁহার শক্তি ও প্রেমের ধারণা করিতে পারিতাম না। মানবের কার্য্যকলাপে, সাধুদিগের উজ্জ্বল জীবনে না দেখিলে তাঁহার করুণা ও শক্তি বুঝিতে পারা যায় না। জগদীশ্বর সকল দেশেই তাঁহার সত্য সকল প্রচার করিয়াছেন। এক সময় পৃথিবীতে সঙ্কীর্ণতা ছিল; তখন লোকে বিশ্বাস করিত যে বিধাতা এক জাতির নিকটই তাঁহার সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। এখন আর সে সঙ্কীর্ণতা নাই। এখন সকলেই বিশ্বাস করেন যে প্রভু পরমেশ্বর সকল দেশেই তাঁর সত্য সকল প্রকাশ করেন। কিন্তু জগদীশ্বর কেবল সত্য সকল প্রকাশ করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। সত্যকে শক্তিশালী, জীবন্ত, বলশালী করিবার উপায় বিধান করিয়াছেন। সে উপায় অবলম্বন না করিলে সত্য মৃত বস্তু হইয়া থাকিত। সে উপায় কি? তাহা জীবন, তাহা প্রেমিক লোক, তাহা বিশ্বাসী পুরুষ, যাঁহারা সত্যকে জীবনে সাধনা করিয়া তাহার আদর্শ ও জীবন জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি এসকল বিশ্বাসী ও প্রেমিকের জীবনে সত্যকে না দেখাইতেন তবে তাঁহার সত্য ও প্রেম জগতে ফুটিত না। মনে কর একজন শিল্পীর মনে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের কল্পনা আসিয়াছে। যতক্ষণ তাহা কল্পনায় রহিয়াছে, যতক্ষণ বাক্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন ততক্ষণ কেহ তাহা বুঝিতে পারিবে না। সেই শিল্পী যদি বলেন—দেখ, এই যে চিত্রপট, এতে একটা পাহাড় আঁকব, তার এক দিক নবোদিত সূর্য্যের তরুণ কিরণ পড়িয়া উজ্জ্বল হইবে, অপর দিক অন্ধকার থাকিবে; ইহাতে নির্ঝরিণী ক্রীড়া করিবে, তাহা সাগরে গিয়া পড়িবে—ইত্যাদি—তবে সেই শোভা কেহই বুঝিতে পারে না। তাঁহার আদর্শ, উদ্দেশ্য কেহই বুঝিতে পারে না। তাঁহার বাক্‌শক্তি হাজার থাকু না কেন, ব্যাপারখানা যে কি তাহা বুঝাইতে পারেন না। যদি তিনি তুলি ধরিয়া বসিয়া যান, তবে তখন মানুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করে—ওগো, এতে কি করবে? তিনি তখন রংএর পর রং ঢেলে একাগ্রমনে ছবি আঁকতে থাকেন, সুন্দর সুন্দর পাহাড়, স্রোতস্বতী, সমুদয় আঁকত হয়। তখন সেই গিরির কিয়দংশে তরুণ অরুণ কিরণ পড়িয়া উজ্জ্বল হয়, কিয়দংশ অন্ধকার থাকে। তখন সকলের ভ্রান্তি ঘুচে।

পৃথিবীর সত্য সম্বন্ধে যেরূপ, ধর্ম্মজীবনের সত্যসম্বন্ধেও এইরূপ। যতদিন সত্য পুস্তকে বা মানুষের মুখেতে নিদ্রা যায় তত দিন তাহা প্রচার হয় না। যখন বিশ্বাসী লোক তাহা জীবনে সাধন করিতে থাকেন, যখন বহু ইন্দ্রিয়সংযম বহু তপস্যা, বহু সাধনের ফলে সে সত্য জীবনগত হয়, তখনই তাহা পড়িয়া জগতের মন উত্তেজিত হইয়া উঠে। জগৎ তখনি সে সত্যের মহিমা বুঝিতে পারে। মহাত্মা যীশু যে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন—"সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর," যদি তিনি নিজের জীবন দিয়া সে সত্যকে জীবন্ত না করিতেন, তবে লোক উন্মত্ত হইত না। তাঁহার মধ্যে লোকে জীবন্ত Christianity দেখিতে পাইল। তিনি বলিতেন "পরমেশ্বরের জন্য আত্মসমর্পণ কর"—নিজের জীবন দিয়া দেখাইয়া গেলেন কিরূপে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। বুদ্ধদেব যে বৈরাগ্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজের জীবনে প্রচার করিয়াছেন বলিয়াই পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশ সকলে আজিও তাঁর নামে লোক মাতিয়া থাকে। মহম্মদ যে বলিতেন "একমাত্র পরমেশ্বরই জগতের প্রভু"—তার প্রমাণ তিনি জীবনে দিয়া গেলেন তাই তাঁর শক্তি জাগিল। এই জন্য যে সকল ধর্ম্ম কোন বিশেষ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে সে সকল ধর্ম্মই জয়লাভ করিয়াছে। আমি দেখিয়াছি, Christianity অপেক্ষা হিন্দুদিগের শাস্ত্রে অনেক অধিক উপদেশ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে সেরূপ শক্তি নাই। মহম্মদের প্রচারিত শাস্ত্র অপেক্ষা Confucius এর শাস্ত্রে অনেক অধিক উপদেশ আছে; কিন্তু সেখানে শক্তি নাই। সেই চিত্রকর যেখানে নিজে চিত্রিত করিয়া, জীবন অঙ্কিত করিয়া, দেখাইয়াছেন, সেইখানেই তাহা লোকের প্রাণ মন আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা এক হাজার প্রচারক মিলিয়া যদি বলি "ব্রাহ্মধর্ম্ম কত পবিত্র দেখ, ব্রাহ্মধর্ম্মে কত শান্তি দেখ, বিশ্বাসের কত বল দেখ"—তাহা হইলে ধর্ম্মপ্রচার হবে না। বিধাতা করুণা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে বিশ্বাসী লোক আনিয়া দিয়াছেন, তাই ব্রাহ্মসমাজ এখনও বাঁচিয়া আছে। যে মহাত্মা আজ আমাদিগের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, ইহাঁকে যদি বিধাতা না আনিতেন, তবে ব্রাহ্মসমাজ কোথায় থাকিত! মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন তখন ব্রাহ্মসমাজকে কে বাঁচাইয়া রাখিত। ব্রহ্মশক্তি সেই পরিমাণে জাগিবে, যে পরিমাণে বিশ্বাসী লোকের জীবনে ইহা ফুটিবে। ব্রহ্মশক্তি সেই পরিমাণে জাগিবে, যে পরিমাণে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও বিশ্বাসী দল ইহার সাধনা করিবেন। যদি আমাদের মধ্যে একজন রাজা আসেন, আর দুইশত প্রচারক মাইনে দিয়ে রাখা যায়, যারা খুব বাগ্মী, বেশ মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে বলতে পারেন, তবে দুই বৎসরের মধ্যে সমুদয় ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা জানান যায়। কিন্তু তদ্দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। তজ্জন্য বিশ্বাসীর দ্বারা, প্রেমিকের দ্বারা স্বার্থপরতাবিহীন লোকের দ্বারা, সংযমীর দ্বারা এই ধর্ম্মের সাধনা হওয়া প্রয়োজন। তা হ'লেই মুখে বল্‌বার

আগে লোকে ধর্ম্ম দেখে ফেল্‌বে। এখন কি অবস্থা রহিয়াছে? এখন বাক্য ছুটিয়া চলিয়াছে কিন্তু জীবন পড়িয়া রহিয়াছে; ভাষা আগে আগে চলিয়াছে, প্রাণ ভূমিতে লুটাইতেছে। এতে হবে না। জীবনের, আগে যেতে হবে। রসনা যদি একটা কথা কয়, জীবন দিয়ে দশটা কথা দেখিয়ে দিতে হবে। তবেই প্রচার, হবে। মহর্ষির বেশী বাক্য বলার ক্ষমতা ছিল না। ইনি কখন দুটো কথা যোড়া দিয়ে ভাল ক'রে বল্‌তে পারেন না। ইনি বলেছেন "যখন বুধবার আসিত, সারাদিন সমাজে গিয়া প্রার্থনা করিতাম—তুমি তোমার কথা আমার মুখ দিয়া বলাইয়া লও। সায়ংকালে যখন বলিতাম, তখন তার অনেক কথা নিজেই বুঝিতাম না।" তিনি যে ভাল ক'রে একটা কথা বলিতে পারেন না তাহা তো আমরা শুনিয়াছি। তিনি সামান্য কথায়, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায়, যাহা বলিতেন, তাহাই আগুনের গোলার মতন আসিত। তাহা শুনিয়া আসিয়া সাত দিনের মধ্যে মন স্থির হইত না। তিনি এই সে দিন বলিলেন "আমার সঙ্গে আমার কথা পরকালে চলিল, বলিতে পারিলাম না।" জীবন, জীবন, জীবন, জীবন ভিন্ন কিছু নয়। সেই ১৮।১৯ বৎসর বয়সে যে ব্রহ্মের চরণে মাথা রাখিলেন, সে মাথা আর তুলেন নাই। তার পর কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, কত ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। ব্রহ্মচরণে জীবন যৌবন অর্পণ করিয়াছেন; সে জীবন এখনও ব্রহ্মচরণে রহিয়াছে। জীবনদান কর ব্রহ্মচরণে, তবেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হইবে। পাড়া গাঁয়ে কৃষকেরা শীতকালে আগুন জ্বালে, সে আগুনে পুরুষ রমণী সকলে হাত পা গরম করে। যে যাহা পারে সেই আগুনে ফেলে দেয়। ব্রাহ্মদেরও সেইরূপ একটী জীবন্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বালিতে হইবে, যাহাতে আমরা পুরুষ স্ত্রীলোক সকলে আহুতি দিব। বিশ্বাসের আহুতি দিব, বৈরাগ্যের আহুতি দিব। ব্রহ্মশক্তি জাগিবে। কে চাও আহুতি দিতে? এস।, কে চাও? সংসারের পুঁট্‌লি ফেলে দিয়ে যাও। যার যাহা আছে দিই, এসো। সাংসারিকতার হাওয়া বড় ঠাণ্ডা। আগুন চাই। দাও আহুতি, দাও। আচ্ছা, আপনাকে দিতে না পার, তৃণ, খড়, কাষ্ঠ দাও, টাকা দাও। যার যাহা আছে দাও। যাহার আর কিছু নাই সে আপনাকে দাও; বল—আমার আর কিছু নাই, আমি নিজে পড়িলাম। জ্বেলে তোল, আগুন জ্বেলে তোল। প্রেম দিয়ে, প্রার্থনা দিয়ে, অনুতাপ দিয়ে এর সহায় হও। জ্বলুক, জ্বলুক, জ্বলুক—ব্রহ্মনামের অগ্নি জ্বলুক, বিষয় বুদ্ধি যাতে দগ্ধ হয়, সে অগ্নি জ্বলুক। আজ মহর্ষি যাহাদের মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহাদের অন্তর জ্বলুক।

উপাসনা শেষ হইতে না হইতে সকলের চিত্তে বিশেষ আবেগ দৃষ্ট হইল। সেই আবেগে ব্রাহ্মবন্ধুগণ একে একে উঠিয়া ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাড়িতের বেগের ন্যায় কি এক আশ্চর্য্য প্রবল ঝড় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কে কি বলে, কে কি করে, তাহার আর ঠিক রহিল না। যাঁহারা উপরে গান করিতেছিলেন, তাঁহারা নীচে নামিয়া আসিলেন; যাঁহারা দূরে ছিলেন তাঁহারা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মহর্ষি যে বেদীর উপরে আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই বেদী এক অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাসের ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে একজন দুইজন করিয়া অনুরাগী ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে ঈশ্বরের প্রেমানলে আহুতি স্বরূপ অর্পণ করিতে লাগিলেন। ব্যাকুল সাধকদিগের ক্রন্দন ও প্রার্থনা ধ্বনিতে মন্দিরের বায়ু কম্পিত হইতে লাগিল। ওদিকে মন্দিরের মহিলাদিগের গ্যালারিতে মহিলাগণ কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ প্রার্থনা করিতেছেন, কেহ গাত্রের অলঙ্কার ও বস্ত্র উন্মোচন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে অলঙ্কার, বস্ত্র, টাকা, নোট, ঘড়ি, ঘড়ির চেইন প্রভৃতি চারিদিক হইতে আসিয়া সেই মণ্ডলীর উপর ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর হস্তে ও মস্তকের উপরে পড়িতে লাগিল। ক্রমে বস্ত্রের মোটটা এত অধিক হইয়া পড়িল যে কুলী করিয়া গৃহে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রে যে সকল দ্রব্য প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

(১২ই মাঘ শেল্‌টারের জন্য প্রাপ্ত দানের তালিকা)

সোণার	ছোট বাঁক চুড়ি	২ গাছা।
ঐ	বড় বাঁক চুড়ি	৩ গাছা।
ঐ	জলতরঙ্গ চুড়ি	২ গাছা।
ঐ	অনন্ত	১ গাছা।
ঐ	বালা	১ গাছা।
ঐ	ঘড়ির চেন	২ গাছা।
ঐ	বোতাম	৬টা।
ঐ	অঙ্গুরী	২টা।
রূপার	ঘড়ি	২টা।
ঐ	চুড়ি	৬ গাছা।
মূল্যবান শাল		৬ খানা।
র‍্যাপার, মলিদা, কোট, রামপুরী চাদর ইত্যাদি		৩৬ খানা।
এই সকল জিনিসের আনুমানিক মূল্য		৫১৪৮৶০
নগদ প্রাপ্ত		৬৩।/১৫"
মোট		৫৭৮।১৫

ইহা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সুখের সংবাদ এই যে আমাদের বহুকালের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, কয়েকজন উৎসাহী ও অনুরাগী ব্রাহ্মবন্ধু প্রাণমন সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। সকল সাধু সঙ্কল্পের সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর ইঁহাদের সহায় হউন।

অদ্যকার মত্ততা আর শেষ হয় না, বেলা ১২টা বাজিয়া গেল তখনও উপাসকগণ মন্দিরে পড়িয়া আছেন। এমন অদ্ভুত দৃশ্য ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে কেহ কখনও দেখেন নাই।

অসময়ে উপাসনা ভঙ্গ হওয়াতে অদ্য যে সম্মিলিত আলোচনার কথা ছিল তাহা আর হইয়া উঠিল না।

সন্ধ্যার সময় "যুগধর্ম্মের অভ্যুদয়" বিষয়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একটী বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে মন্দিরে জনতা বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। বক্তৃতা আরম্ভ

হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নববিধান সমাজের নগরকীর্ত্তনের দল, সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে সমাগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য বেদীর চারিদিকে সমবেত হইয়া কীর্ত্তন করিয়া চলিয়া গেলে, শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। বক্তৃতার প্রথম ভাগে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাব, সর্ব্বকালে ইহার উপযোগীতা এবং সর্ব্বপ্রকার ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার শক্তি বিষয়ে আলোচনা করেন, শেষাংশে তিনি ইহার বর্ত্তমান সময়ের উপযোগীতা প্রদর্শন করেন। তিনি দেখাইলেন বর্ত্তমান সময়ে মানব সাধারণের মধ্যে যে ভাবে জ্ঞান, ভক্তি, লোক-সেবা, উদারতা প্রভৃতির বিকাশ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মই সম্পূর্ণরূপে এইকালের উপযোগী।

১৩ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারি বুধবার—প্রাতে ভাই লছমনপ্রসাদ উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

অপরাহ্নে বালক-বালিকা সম্মিলন, প্রায় পাঁচ শত বালক-বালিকা মন্দিরে সমবেত হইলে পর তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক একটী ফুলের তোড়া ও গলায় এক এক গাছি ফুলের মালা দেওয়া হয়। সুন্দর বসন ভূষণে সুসজ্জিত এতগুলি ব্রাহ্ম-বালকবালিকা সমবেত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে তাহারা একটী গান করিলে পর বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী ও বাবু বিপিনচন্দ্র পাল বালকবালিকাদিগকে উপদেশ দেন। তৎপরে বালক বালিকারা আর একটী গান গাইল। তাহার এক পদ বালকেরা পরবর্ত্তী পদ বালিকারা এইরূপে গানটী গাহিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর বালিকারাই বালকদিগের অপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা দেখাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এ বৎসর তাহার কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে। এই গানে বালকেরাই এবার অধিক পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। তৎপরে তাহাদের জন্য কিছু জলযোগের আয়োজন ছিল, তাহাদিগকে সেইখানে লইয়া গিয়া কিছু কিছু আহার করান হইল।

সন্ধ্যার সময় ছাত্রসমাজের বাৎসরিক সভা উপলক্ষে ছাত্রসমাজের সভাপতি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রার্থনা সহকারে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তৎপরে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় "জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা স্থলে বহুলোক সমাগত হইয়াছিল।

১৪ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার—প্রাতে বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের বালকবালিকাগণকে পারিতোষিক দেওয়া হয়। বেথুন স্কুলের প্রাঙ্গণে এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকাদিগকে সুপ্রবীণ ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী মহাশয় স্বহস্তে পারিতোষিক দিয়াছিলেন, সে দৃশ্যটী অতি সুন্দর হইয়াছিল। বালকদের দ্বারা একটু ক্ষুদ্র নাট্যাভিনয় হইয়াছিল। সূর্য্য একজন, আর একজন বায়ু, অপর একজন প্রজাপতি আর কয়েকজনে গোলাপ ফুল সাজিয়া অভিনয় করিয়াছিল, অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল

অদ্য সন্ধ্যার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক সভার স্থগিত অধিবেশন। প্রার্থনা সহকারে কার্য্যারম্ভ হইলে পর গত বৎসরের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির মন্তব্য পাঠ করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আগামী বর্ষের কার্য্যকলাপের সুশৃঙ্খলা সাধনের উপযোগী অনেক সুপরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার পর আগামী বর্ষের জন্য অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইল। কলিকাতার জন্য বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু, বঙ্কবিহারী বসু, শশিভূষণ বসু, মহেশচন্দ্র ভৌমিক, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী, সুন্দরীমোহন দাস, দুর্গামোহন দাস, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, উমেশচন্দ্র দত্ত, সীতানাথ দত্ত, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুহ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ডাক্তার জে, এন, মিত্র, ডাক্তার পি, কে, রায়, ডাক্তার পি, সি, রায়, বাবু কৃষ্ণদয়াল রায়, উমাপদ রায়, রজনীনাথ রায়, বাণীকান্ত রায় চৌধুরী, নীলরতন সরকার, মধুসূদন সেন, পরেশনাথ সেন, কালীশঙ্কর সুকুল এবং শিবনাথ শাস্ত্রী। মফস্বল—বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (লাহোর) কৈলাসচন্দ্র বাগ্‌চী (পাবনা) শ্রীনাথ চন্দ (ময়মনসিংহ) নীলমণি চক্রবর্ত্তী (খাসিয়া পাহাড়) হরনাথ দাস (রংপুর) হরিনাথ দাস (বাগের হাট) জয়কালী দত্ত (তেজপুর) চন্দ্রকুমার ঘোষ (খুলনা) কামিনীকুমার গুপ্ত (বর্দ্ধমান) মনোরঞ্জন গুহ (ঢাকা) হীরালাল হালদার (বহরমপুর) মিঞা জালালুদ্দিন (জলপাইগুড়ি) চণ্ডীকিশোর কুশারী (ঢাকা) লছমনপ্রসাদ (লক্ষ্ণৌ) অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (লাহোর) বিজয়চন্দ্র মজুমদার (সম্বলপুর) কালীনারায়ণ রায় (দিঘাপতিয়া) বিপিনবিহারী রায় (মাণিকদহ) নীলকান্ত সিদ্ধান্ত (নলহাটী) ভুবনমোহন সেন (ফরিদপুর)।

বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী প্রস্তাব করেন যে, যতদিন নূতন নিয়মগুলি পুনরায় বিবেচিত না হয়, ততদিন পূর্ব্বের নিয়মাবলীর সহায়তায় সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহ হউক। এ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় নির্দেশ করিলেন যে, বাণীকান্ত বাবুর প্রস্তাব নিয়ম পরিবর্ত্তন বিষয়ক বিধির অনুমোদিত নহে বলিয়া এ সভায় বিবেচিত হইতে পারে না। তদনুসারে বাণী বাবুর প্রস্তাব আলোচিত হইল না।

ডাক্তার জে, এন, মিত্র প্রস্তাব করেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে যিনি যেখানে যেরূপভাবে কার্য্য করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধনে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগ্‌চী এ প্রস্তাব সমর্থন করিলে ইহা গৃহীত হইল।

বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রস্তাব করেন যে, ভিন্ন ভিন্ন একেশ্বরবাদী ভ্রাতৃমণ্ডলীকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গভীর সহানুভূতি জানান হউক, বাবু প্রতুলচন্দ্র সোম ইহা সমর্থন করেন। আনন্দ সহকারে ইহা গৃহীত হইল।

বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, অক্ষুণ্ণ প্রীতি সহকারে নিয়ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকার জন্য কুমারী শ্রীমতী এস্, ডি, কলেট মহোদয়াকে

এই সভার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করা হউক। বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষ ইহা সমর্থন করিলে পর সমবেত সকলের আনন্দ ধ্বনিসূচক করতালি সহকারে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১৫ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারি শুক্রবার।—প্রাতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনায় বহুলোক সমাগত হইয়াছিলেন। উপাসনা, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রীতিপূর্ণ সদ্ভাবের স্রোত বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ হৃদয়গ্রাহী ও সারগর্ভ হইয়াছিল। প্রবন্ধাকারে তাহা স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইবে। উপাসনান্তে "গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়" এই গানটী সকলে মিলিত হইয়া প্রমত্তভাবে গাইয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সময় বাবু শশিভূষণ বসু "এখন আমরা কি চাই?" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

১৬ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারি শনিবার—প্রাতে বাবু গুরুচরণ মহালানবিস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজিতে উপাসনা করেন তৎপর বোম্বাই হইতে সমাগত আমাদের বন্ধু বি, বি, নগরকার "জাতীয় চরিত্র গঠন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা বেশ উপদেশপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

১৭ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারি রবিবার—অদ্য উৎসবের শেষ দিন। প্রাতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের দমদমার বাগানে প্রায় তিন শত পুরুষ এবং মহিলা বালকবালিকাসহ সমবেত হইয়াছিলেন। এক সুপ্রশস্ত মেহগনি বৃক্ষের ছায়ায় সকলে মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলেন। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল;—

তীর্থ-যাত্রীগণ তীর্থস্থানে গিয়া মহাপ্রভুর অনেক প্রসাদ লাভ করে। কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যাহা, তাহা প্রভুকে দিয়া আসে। আমরাও এই মাঘোৎসবে অনেক পাইয়াছি। প্রভু আমাদিগকে অনেক প্রসাদ দিয়াছেন। প্রাণের মধ্যে কত উচ্চ উচ্চ ভাব ও আলোক দেখাইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে এজন্য—এ অমূল্য দানের জন্য কি কৃতজ্ঞতা জানাইব, সামাজিক উৎসব শেষ হইল, বিদায়কালে আমরা তাঁহাকে কি দিব? অন্ততঃ একটি করিয়া আমাদের মনের প্রিয় বাসনাও কি তাঁহাকে দান করিতে পারিব না? আমরা বিশেষ ভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাদের মনের একটি করিয়া প্রিয় বাসনাকে ত্যাগ করি। ভগবান আমাদিগকে এই উৎসবে এত দান করিলেন আমরা কি একটি প্রিয় বাসনা তাঁহার চরণে বলি দিতে পারিব না। অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, ইত্যাদি আমাদের মনের মধ্যে কত বাসনা রহিয়াছে, যাহা আমাদের এত প্রিয় যে শত চেষ্টায়ও তাহা দমন করিয়া রাখিতে পারি না। তাহার একটি আজ আমরা দিয়া যাই, অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া একটী প্রিয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যাই।

আচার্য্যের উত্তেজনাপূর্ণ আহ্বানে প্রভুর আহ্বান শুনিয়া বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থনাপূর্ব্বক অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য সমাজের সর্ব্বপ্রকার সমালোচনা কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু মহাশয় প্রার্থনা করেন এবং তৎপরে সমাগত ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে সম্বোধন করিয়া বিশেষ ভাবে কয়েকটী বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করেন, তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল:—এই উৎসবের সময়ে কয়েকটী বিষয়ে আমার কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, যাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ আমার প্রাণগত ইচ্ছা যে আমাদের সকলের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হউক। ইচ্ছা হইতেছে আর কাহাকেও দূরে না রাখি। সকলকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসি, প্রাণের সহিত সকলকে প্রেম করি। আমরা সকলে এই প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হই। কেবল যে ব্রাহ্মদিগকেই প্রেম করিব এমন নয়। কিন্তু জগতের সকল নর নারীদিগকে ঈশ্বরের সন্তান, পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্তান, সকলে এক পরিবার বোধে ভাল বাসি। যদি তাহা না পারি, তবে অন্ততঃ ব্রাহ্মদিগের সকলকেই প্রাণের সহিত ভাল বাসি।

২য় এই যে আমরা হাসিব। জীবন আনন্দে পূর্ণ হইবে সকলের মুখ হাসি ভরা হইবে। সকলের মুখেই এক আলোকের রেখা পড়িবে, জীবন আনন্দময় হইবে। তাই বলিয়া অশ্রু যে আর ফেলিব না এমন নয়। অশ্রু বিসর্জ্জন না করিলে চলিবে না। কৃষিকার্য্যে বৃষ্টি ভিন্ন ভাল ফসল হয় না। সেইরূপ আমাদের অন্তঃকরণ কোমল না হইলে বিগলিত না হইলে ভাল শস্য হইবে না। অশ্রু বিসর্জ্জন করা অত্যন্ত আবশ্যক কিন্তু ইহাই আমাদের লক্ষ্য নহে। অশ্রু বিসর্জ্জন আমাদের উপায়মাত্র আমাদের লক্ষ্য সেই অমৃতকে লাভ করা। সেই আনন্দ স্বরূপকে লাভ করিবার জন্য কাঁদিব। কিন্তু কাঁদিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব না। সেই আনন্দ লাভ করিয়া হাসিতে হইবে। পূর্ণিমার রজনীতে বাহিরে বাহির হইয়া দেখি সমস্ত জগৎ যেন জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত. রাস্তা, বাড়ী, বৃক্ষ ইত্যাদি সমস্ত যেন চন্দ্রালোকে হাসিতেছে, চন্দ্র যেন হাসিতেছে নীচের দিকে চাহিয়া দেখি ক্ষুদ্র বালু কণাটি পর্য্যন্ত যেন হাসিতেছে; এ হাসি কিসের? সমস্ত জগৎ কেন হাসিতেছে? দেখিয়া মনে হয় যেন সেই আনন্দ স্বরূপকে পাইয়াছে, সেই আনন্দ স্বরূপ ইহাতে বিরাজ করিতেছেন। তাই জগৎ এত হাস্যময় এত আনন্দপূর্ণ। আমরা সেই আনন্দ স্বরূপকে লাভ করিয়া জীবন আনন্দপূর্ণ করিব।

৩য়। ইচ্ছা এই যে আমাদের সামাজিক মাঘোৎসব শেষ হইল সত্য কিন্তু আমাদের গৃহে যেন মাঘোৎসব শেষ না হয়। মাঘ মাসকে আমরা একটি পবিত্র মাস বলিয়া মনে করিব এবং পরিবারে স্ত্রীপুত্র লইয়া নিত্য ব্রহ্মোৎসব করিব। বন্ধু বান্ধব লইয়া অথবা ৩।৪টি পরিবার লইয়া একত্র হইয়া আমরা ব্রহ্মোৎসব করিব। এইরূপে এই উৎসবের আনন্দ, উচ্চ ভাব ও ব্যাকুলতা সমস্ত বৎসর প্রাণে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের অনেক সঞ্চিত ময়লা ধৌত করিয়াছেন। আমরা এই যে বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়াছি, ইহার দিকে তাকাইতেছিলাম আর আমার মনে হইতেছিল এই ক্ষুদ্র পাতাগুলি কেমন

গাছের সহিত সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে—আর কত উঁচুতে রহিয়াছে কিন্তু পড়িয়া যায় না। আর এই মানবজন্ম লাভ করিয়া কি এমন ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইব যে এই গাছের পাতা হইতেও অধম হইব? গাছের পাতা হইয়া এত উর্দ্ধে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে আর আমরা মানুষ হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারিব না। একি কখনও সম্ভব হইতে পারে? আমরা নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে উঠিব। কিন্তু আবার দেখিতেছি যে পাতাটি শুষ্ক তাহা গাছে সংলগ্ন থাকিতে পারে না—পড়িয়া যায়। তেমনি আমরা সেই রস স্বরূপের রস আকর্ষণ করিতে না পারিলে, তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতে না পারিলে, পড়িয়া যাইব, উপরে উঠিতে পারিব না। সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে পাইতে হইবে।

তৎপর বাবু প্যারীলাল ঘোষ প্রার্থনা করেন। ক্ষণকাল সকলে সমবেত হইয়া কথাবার্ত্তা কহেন এবং যাঁহাদের পরস্পরের পরিচয় ছিল না তাঁহারা এই সুযোগে পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন। অপরাহ্নে সকলে কিছু জলযোগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মন্দিরে উৎসবের শেষ উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার উপদেশে তিনি আমাদের প্রাণে ব্রহ্ম কৃপা রক্ষা করিতে ও তদ্দ্বারা জীবনকে নব ভাবে গঠন করিতে অনুরোধ করিয়া উৎসব শেষ করেন।

সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা।

১লা ফেব্রুয়ারী, বুধবার ১৮৯৩।

অদ্য মঙ্গলময় পরমেশ্বরের পবিত্র নামে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশে এই সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এখানে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মসাধনার্থী ব্যক্তিগণ একত্র বাস করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিবেন। যাঁহারা অনন্য-কর্ম্মা হইয়া সমগ্র দেহ, মন, ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার, ব্রাহ্মসমাজ ও সমগ্র জন সাধারণের সেবাতে সমর্পণ করিবেন, এই আশ্রম বিশেষভাবে তাঁহাদেরই জন্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাঁহারা এখানে একত্র বাস করিয়া সাধন, প্রচার ও সেবাতে পরস্পরের সহায়তা করিবেন; এবং নিজ নিজ জীবনের বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই সাধনক্ষেত্রে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে চেষ্টা করিবেন। যে অগ্নি প্রাচীনকালের আগ্নিহোত্রিদিগের অগ্নির ন্যায় সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকিবে। এখানে নরনারী ঈশ্বর-চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া জ্ঞান, প্রীতি ও কর্ম্ম এই ত্রিবিধ যোগে তাঁহার সহিত যুক্ত হইবেন এবং নিজ নিজ জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধিত করিবেন। এখানকার সাধকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যত্ব ও গভীরতা নিজ জীবনে সাধন দ্বারা আয়ত্ত করিবেন। যে সাধনের গুণে এই আশ্রম ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে জীবনীশক্তির উৎস স্বরূপ হইবে। সেই উৎস হইতে বিশ্বাস, প্রীতি, স্বার্থ নাশ, দীনতা, পবিত্রতা প্রভৃতি ধর্ম্মরস উৎসারিত হইয়া সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের ক্ষেত্রকে সিক্ত করিবে। কালে এই সাধনাশ্রমের সাধকদল ব্রহ্ম-বলে বলী হইয়া বিবিধ শুভানুষ্ঠান-ক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন; এবং সকল কার্য্যকে ধর্ম্মভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত করিবেন। এই মহৎ আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও সম্পূর্ণরূপে সেই করুণাময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া এই সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সিদ্ধিদাতা মঙ্গল বিধাতা পরমেশ্বর এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের সহায় হউন।

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় বিধাতা! হে ধর্ম্মজীবনের গুরু! তোমার পবিত্র নামে এই আশ্রম উৎসর্গীকৃত হইল। তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই আশ্রমে বাস করিয়া তোমার বিশ্বাসী সন্তানগণ সর্ব্বপ্রযত্নে তোমার সত্যধর্ম্ম সাধন ও পালন করিতে পারেন, এখানে ধর্ম্মাগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকে। এই আশ্রম যেন ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ধর্ম্মজীবনের উৎস স্বরূপ হয়। যে কিছু মলিন ভাব তোমার অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা আমাদের মধ্য হইতে বিদূরিত কর এবং যাহাতে সেই অগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকে, এইরূপ বিধান কর। আমরা আপনাদিগকে তোমার মঙ্গলময় হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি আমাদিগকে তোমার শক্তির অধীন করিয়া তোমার ধর্ম্মকে জয়যুক্ত ও গৌরবান্বিত কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জড়বাদ খণ্ডন।

মাঘোৎসব উপলক্ষে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতা।

এমন এক শ্রেণীর লোক সকল সভ্য দেশেই আছেন, যাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যাহাকে আত্মা বলি তাঁহারা তাহাকে দেহের ক্রিয়া বলিয়া থাকেন। অনেক বুদ্ধিমান পণ্ডিত বলেন—জড় ও আত্মা পরস্পর বিপরীত। জড়ের গুণ আকৃতি বিস্তৃতি বেধ। চৈতন্যের সাধারণ গুণ জ্ঞান ভাব ইচ্ছা। জর্ম্মাণ দেশীয় পণ্ডিত কাণ্টের মত এই;—জড়ে যে গুণ বর্ত্তমান, মনে সে গুণ নাই। জড়ের আকৃতি বিস্তৃতি বেধ মনে নাই। মনের জ্ঞান, ভাব ইচ্ছা জড়ে নাই। পরস্পর যখন বিপরীত তখন জড় থেকে মনের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবিতে পারে? অনাত্মবাদী বলেন জড়পরমাণুর বিশেষ সংযোগে চেতনার উৎপত্তি। কিন্তু জড়ের সংযোগ বিয়োগে তো জড়ছাড়া আর কিছু হয় না। যতপ্রকার রাসায়নিক সংযোগ কর না কেন জড়ই হয়, চৈতন্য কখন উৎপন্ন হয় না। কোন বৈজ্ঞানিক এ পর্য্যন্ত তা দেখাইতে পারেন নাই। চুণ ও হলুদে মিশাইলে লাল হয়। হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিশাইলে জল হয়। জড়পরমাণুর সংযোগে জড়ই হয়। দুইটা শিশির আরক মিশাইলে কি কখন দিব্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়? একটা শিশি থেকে, লাল, একটা থেকে কাল রং মিশাইলে কি দয়া উৎপন্ন হয়? সুন্দর পাউডার, কতকগুলি মিশ্রিত করিলে কি প্রেম হয়? এস্থলে অনাত্মবাদী বলবেন—কোন্ কোন্ পরমাণু কি বিশেষ প্রকারে বিন্যাস করিলে জড় হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, সেই গূঢ় প্রক্রিয়া এখনও আমরা

জানি না, ভবিষ্যতে জানিতে পারিব। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ কল্পনা। এমন কি ইহা অনুমানেও স্থির করা সম্ভবপর নয়। অনুমানেরও একটা মূল থাকে। এ অনুমানের ভূমি নাই। অনাত্মবাদীরা বলেন মস্তিষ্ক হইতে মনের উৎপত্তি। মানুষ মরিলে মস্তিষ্ক থাকে না—মনও থাকে না। এ বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ের মহা বৈজ্ঞানিক Tyndall কি বলেন?—একটা তাড়িত স্রোতঃ যদি চলে আর তার কিছু ব্যবধানে যদি চুম্বকের সূচী থাকে তবে এই তাড়িতপ্রবাহ চলিলে দূরবর্ত্তী চুম্বক স্থানভ্রষ্ট হইবে। মস্তিষ্ক ও মনের ক্রিয়া ইহারই সদৃশ। চুম্বক যে কেন স্থানচ্যুত হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না। কোন বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন না যে তাড়িত প্রবাহও চুম্বকের স্থানচ্যুত হওয়ার মধ্যে কি কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেইরূপ মস্তিষ্ক ও মনের ক্রিয়ার মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা জানিতে পারা যায় না। যদি আমরা মস্তিষ্কের প্রত্যেক পরমাণু দেখিতে পাই ও তার মধ্যে যে সকল শক্তি ক্রিয়া করে সমুদায় দেখিতে পাই তথাপি বুঝিতে পারিব না যে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন মনের ক্রিয়া হয়। বিজ্ঞানমতে মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র। মস্তিষ্ক হইতে মনের উৎপত্তি, এরূপ কোন বৈজ্ঞানিক সাব্যস্ত করেন নাই। অনাত্মবাদী বলিতে পারেন, মন যখন মস্তিষ্ককে অবলম্বন করিয়াই কাজ করে, তখন মস্তিষ্ক না থাকিলে মনের কাজ অবশ্যই রহিত হইবে। একজন একটা ঢোল বাজাচ্ছে। ঢোল যখন ভেঙ্গে যায় তখন বাদক কি মরে যায়? ঢোলটা যন্ত্র,—বাদক যন্ত্রী। তেমনি আত্মা মস্তিষ্ক রূপ যন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া এই পৃথিবীতে কাজ করিতেছে। অনাত্মবাদী বলেন—মস্তিষ্ক খারাপ হলে যখন মনের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় তখন মস্তিষ্ক না থাকিলে মনের ক্রিয়াও থাকিবে না। ঢোলটা ভেঙ্গে দিলে যে বাদক মরে যায় তা নয়। বাদ্যযন্ত্রের স্থায়িত্ব ও ক্রিয়ার অভাব বাদকের স্থায়িত্ব অপ্রমাণ করে না। মস্তিষ্ক রূপ যন্ত্রের সম্বন্ধে এই প্রমাণ হয় না যে যন্ত্রী নাই। বরং এই প্রমাণ হয় যে যন্ত্রী আছে। দেহ মরিয়া গেলে আত্মা মরে যায় তা নয়। আমার একটা ঢোল ভেঙ্গে দিলে—একটা সেতার ভেঙ্গে দিলে আমি কি আর একটা কিনিয়া লইতে পারি না। যে ভগবান্ একটা যন্ত্র দিয়াছেন তিনি কি এই যন্ত্রের বিনাশ হইলে, শরীরের মৃত্যু হইলে, আর একটা যন্ত্র দিতে পারেন না? অনাত্মবাদী বলিবেন যে তবে কি আর একটা শরীর হবে? ইহা হউক বা না হউক তর্কে এরূপ প্রমাণ হয় না যে শরীর পাইব না। এমন কি ভগবান্ শরীর না দিয়াও আত্মাকে এমন শক্তি দিতে পারেন, যাহাতে ইহা স্বয়ংই কাজ করিবে।

আত্মা সম্পূর্ণ রূপ অখণ্ডনীয়, এক বস্তু। কত রকম বিষয় জানিতেছি, কত ভাব হইতেছে, কত বাসনা হইতেছে, তাহার গণনা নাই। এই সকলের মধ্যে "আমি" এক। আমার মনের ভাব দশ হাজার। "আমি" এক। সেই একেরই এত ভাব। পাঁচশত প্রকার মানসিক অবস্থা—কিন্তু সকলগুলি আমার। পদ্মা নদীর স্রোতের ন্যায় মানসিক অবস্থার স্রোতঃ চলিয়াছে। ভাব আসিতেছে ও যাইতেছে। সেই অসংখ্যের মধ্যে আমি এক। এক আমি না থাকিলে বহু মানসিক অবস্থার মানে থাকে না। যতই ভাব আসুক না কেন সকলের মূল এক আমার সঙ্গে যোগ রহিয়াছে। কার ভাব? কার ইচ্ছা—এক আমার। মূলে এই এক "আমি" না থাকিলে কোন ভাবের অস্তিত্ব থাকে না। গত পরশ্ব যে আমি ছিলাম আজও সেই আমি আছি। আমি বদ্‌লায় নাই, কিন্তু হাজার হাজার ভাব এসেছে গিয়েছে। ভাত ফোটার মত মনে কত ভাব ফুটিতেছে। কিন্তু ভাতের হাঁড়ির মত মনটা একই রহিয়াছে। আপনাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে আপনি কজন? তবে আপনি নিশ্চয়ই হেসে উঠবেন। জড়ের একটা খণ্ড অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি। একত্ব বোধ যদি জড় হতে আত্মায় এসে থাকে, তবে এই হয় যে, কারণে যা নাই, কার্য্যে তাহা আসিল। অনেক হাজার গাছ মিলে একটা বাগান। সেটা সমষ্টি। এক একটা বৃক্ষ ব্যষ্টি। মস্তিষ্কের প্রত্যেক অণু—ব্যষ্টি। সমগ্র মস্তিষ্কটা সমষ্টি। যদি বল মস্তিষ্ক হইতে মনের সৃষ্টি তবে বলি বহু হতে এক কিরূপে আসিল? যদি বাগানের প্রত্যেক বৃক্ষ আপনাকে জানে তবে প্রত্যেক বৃক্ষ মনে করিবে আমি এক গাছ। সমস্ত বাগানটা আপনাকে বহু মনে করিবে। কারণ প্রত্যেকটা গাছ স্বতন্ত্র। প্রত্যেক অণু যদি আপনাকে এক মনে করে তবে সমগ্র মস্তিষ্ক আপনাকে এক মনে করিবে না, বহু মনে করিবে, সুতরাং তাহা হইতে এক অখণ্ড মন প্রস্তুত হইতে পারে না। যদি বল বহু যন্ত্র হইতে যেমন এক স্বর নির্গত হয়, তেমনি বহু অণু হইতে এক চিন্ময় বস্তু হয়। তবে বলি যে সেখানেও বহু স্বর রহিয়াছে আমাদের কর্ণ প্রত্যেক স্বরকে স্বতন্ত্র রূপে শুনিতে পায় না তাই একত্র শুনি। যদি প্রত্যেক সুর আপনাকে জানিতে পারিত, তবে আমরা সুর শুনিয়া যেরূপ ভাবি, যেরূপ এক মনে করি, সেরূপ মনে করিত না।

শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, অনূর্দ্ধ ৭ বৎসরের মধ্যে শরীরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। ৭ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পরমাণু শরীরে ছিল, তার একটাও এখন নাই। যদি একটা বাড়ী হইতে প্রত্যহ একখানি ইট খুলিয়া লই ও একখানি বসাইয়া দিই, তবে কয়েকদিন পরে সেই বাড়ীতে পূর্ব্বের একটা ইটও থাকিবে না। যদি ৭ বৎসর পূর্ব্বে যে দেহ ছিল, এখন সে দেহ না থাকে, তবে ৭ বৎসর পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম, এখন সেই আমি আর নাই। কিন্তু "আমি" যে সেই আমি এ জ্ঞান জড়-বাদীরও আছে। যদি বল নূতন পরমাণু পুরাতন পরমাণুর গুণ পাইতেছে, তবে নূতন শরীরে সেইরূপ জ্ঞান থাকিবে, তার তুল্য একটা আত্মা থাকিবে, সেই (identical) আত্মা থাকিবে না; তবে অনাত্মবাদী বলিতে পারেন যে, বাস্তবিক সেই—আমি আর নাই; আমরা ভ্রান্তি বশতঃ এরূপ মনে করি, তবে বলিতে হয় প্রকৃতি আমাদিগকে ভ্রান্ত করিতেছে। কিন্তু ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রকৃতি কখনও মিথ্যা কথা বলে না। দেহ-পিঞ্জর নূতন হইতেছে, কিন্তু আত্মা-পক্ষী চিরদিনই এক।

এই যে আত্মার একত্ব, ইহাতে জড়বাদখণ্ডন হচ্চে। যে নেপোলিয়ন, ফরাসীদের সম্রাট সেই নেপোলিয়নই কি সেণ্ট হেলেনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই? ৭ বৎসর আগে আমি যদি টাকা

ধার করে থাকি, তবে কি আমি বলিব যে, আমি টাকা দিতে বাধ্য নই। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে যিনি বিবাহ করিয়াছেন, তিনি কি বলিবেন যে এ আমার স্ত্রী নয়?

জড়পিণ্ড সর্ব্বদা জড়ীয় নিয়মে চলিতেছে। বৃক্ষলতাদি নিজে কিছু করে না। আমি যদি জড় হই, তবে আমি নিজে কিছু করিতে পারি না, সবই প্রাকৃতিক শক্তিতে করিতেছি, সুতরাং পাপ পুণ্য থাকে না। গঙ্গানদী যেমন প্রবাহিত হইতেছে, তেমন আমিও কাজ করিতেছি, কিন্তু তাহা নয়। মানুষের মনের তিনটী দিক। আমি যেমন জানি, তেমনই করি। যদি বল "আমি করি" এটা ভ্রম, তবে "আমি জানি" এটাও ত ভ্রম হ'তে পারে, সুতরাং আমি করি, জানি—এই সকল জ্ঞানও ভ্রম। যে কারণে জ্ঞানকে মানি, সেই কারণেই কর্ত্তৃত্ব শক্তিকেও মানি। আমি করি ইহার অর্থ এই যে, আমি স্বাধীনভাবে করি। সম্পূর্ণরূপে নিয়মাধীন বদ্ধ জড় হ'তে এই স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব শক্তি কিরূপে আসিবে? আমরা কর্ত্তৃত্বশক্তি যত চালনা করি, আন্তরিক ও বাহিক বাধার সঙ্গে যত যুদ্ধ করি ততই বুঝিতে পারি যে, আমি বদ্ধজীব নই—আমার কর্ত্তৃত্বশক্তি আছে। আমাদের কর্ত্তৃত্বশক্তি এই অনাত্মবাদকে খণ্ডন করিতেছে।

আমাদের যে জ্ঞানবস্তু সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাই যে সেখানে অনন্ত প্রসারিত। এই মন যদি পরিমিত জড়ের ক্রিয়া হইত তবে অনন্ত তাহাতে কিরূপে থাকিবে? পরিমিত স্থান (space) ভাবুন। যতটা আকাশ দেখিতে পাইতেছেন, তার উপরে আরও আছে; আরও উপরে আরও আছে। এই যে পরিমিত দেশকে ভাবিতেছিলেন, ইহাতে মনটা বদ্ধ থাকিল না, তাহাকে ছাড়াইয়া চলিল। আবার দেখুন, কাল আছে, ঘটনা নাই, বা ঘটনা আছে, অথচ কাল নাই এরূপ কল্পনা করা যায় না। বর্ত্তমান কালের পূর্ব্বে কাল আছে, সুতরাং বর্ত্তমানের পূর্ব্বে ঘটনাও আছে। তার পূর্ব্বকাল আছে সুতরাং ঘটনাও আছে। এইরূপে অনাদিকালে মন ছড়াইয়া পড়িল। সেইরূপ ভবিষ্যতে প্রবেশ করিলে জ্ঞান অনন্ত কালে বিস্তৃত হয়। সম্পূর্ণরূপে আদি বা শেষ ঘটনা খুঁজিয়া পাই না। জ্ঞানই ঘটনা ও কালের স্রষ্টিকর্ত্তা। দেশকে যতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড কর না কেন, সে খণ্ড করা আর শেষ হয় না। আবার যত বড় দেশ কেন মনে কর না তার চেয়েও বড় আছে। দেশ কেবল অনন্তের যোগ। কাল সম্বন্ধেও এইরূপ; কালের পর কাল, ঘটনার পর ঘটনা। কালের পূর্ব্বে কাল, ঘটনার পূর্ব্বে ঘটনা। এই সংযোগ করে কে? জ্ঞান। আমার জ্ঞানই এই অনাদি অনন্ত দেশ কালকে সংযোগ করিল। মুষ্টিমেয় জড় হইতে কি এই অনন্ত মন সৃষ্টি হ'তে পারে? আত্মা কেবল অনন্তকে জানিতেছে না—অনন্তকে সৃষ্টিও করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ লোকদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কাজ। এই কার্য্যে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় চারি বৎসর কাল হইল, আসামে খাসিয়াদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রচারের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কথঞ্চিত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী এই কার্য্যের ভার লইয়া এপর্য্যন্ত যথাসাধ্য তাহা সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় সেখানে চারিটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আরও দু একটী শীঘ্র হইবে। সে স্থানের লোকদিগকে পীড়ার সময়ে ঔষধাদি দান করা একটি বিশেষ কার্য্য। পূর্ব্বে একা নীলমণি বাবু কার্য্য করিতেছিলেন। কিছুদিন হইতে আর একজন বন্ধু তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। একজন খাসিয়া ব্রাহ্ম বন্ধুও তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইবেন এরূপ আশা করা যায়। চেরাপুঞ্জীকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্যারম্ভ করায় সেখানে প্রচার-ভবন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। একটি ছোট বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। নীলমণি বাবু আপাততঃ একটি উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সে মন্দিরের একদিকে একটি স্বতন্ত্র গৃহ থকিবে। মন্দিরে উপাসনা এবং বিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে ও তৎসংশ্লিষ্ট গৃহে চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে। ইহার জন্য নীলমণি বাবু ব্রাহ্মবন্ধু এবং জনসাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আমাদের বিশেষ অনুরোধ সকলে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করেন। অর্থ চেরাপুঞ্জীতে তাঁহার নিকট অথবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইলেই চলিবে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমেরিকার নিউওয়ার্লড নামক সংবাদ পত্রে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা, ইহার উচ্চ আদর্শ এবং ইহার বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং একথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য ধর্ম্মভাবের সহিত বিশিষ্টরূপ যোগ না রাখিলে ব্রাহ্মসমাজ অধিকতর হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া ক্রমে লোপ পাইবার সম্ভাবনা। বিষয়টি বিশেষ করিয়া চিন্তা করা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে কর্ত্তব্য।

বোম্বাই হইতে সমাগত আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত ভি, এ, মোডক মহাশয় এখানে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য মহৎ ইহার সুপ্রচারের উপর এদেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই জীবনপ্রদ সত্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তাঁহার পরলোক গমনের পর বহুকাল ধরিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়া এখনও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার শক্তি সামর্থ্য ক্ষয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাশালী মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ভারতে ও পাশ্চাত্য দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহাসত্য প্রচারে ও সমাজগঠনে জীবন ক্ষয় করিয়াছেন, এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের মহামূল্য সত্য প্রচারের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তিনি মনে করেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যত ভার গ্রহণ করি-

য়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবনপ্রদ শক্তি মানবের মুক্তি পথের পরম সহায়, একথা ভারতবর্ষের সমস্ত লোকের শুনিতে, জানিতে ও বুঝিতে বাকি আছে। এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী আয়োজন ব্রাহ্মেরা এখনও করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে ইহা গুরুতর চিন্তার বিষয়।

কোইম্বাটুরের নিকট ভাতামলিপালাম নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে বিগত সাত বৎসর হইতে একটী সমাজ চলিয়া আসিতেছে। বিগত ১৩ই হইতে ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন দিবস ব্যাপিয়া ইহার উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত নারসিমালু নাইডু "একেশ্বরবাদ" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থানে পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রামের লোক বক্তৃতা শুনিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন, তৎপরে সন্ধ্যার সময় নাইডু মহাশয় সমাগত স্ত্রীলোকগণের সমক্ষে "ভারতে স্ত্রীজাতির অবস্থা প্রাচীন ও বর্ত্তমান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপরে জনৈক ব্রাহ্মবন্ধুর কন্যা তামিল রামায়ণ হইতে একটী শ্লোক উল্লেখ করিয়া দেখাইলেন যে, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যাঁহার হস্তে সেই পরমেশ্বরই আমাদের আশ্রয়। ইহা বলিয়া উক্ত মহিলা সমাগত মহিলাগণকে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। তৎপরে আর একটী মহিলা স্বরচিত একটী কবিতায় সমাগত মহিলাগণকে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন।

১৮৭২ সালের ৩ আইনের সংশোধনার্থে যে পাণ্ডুলিপি বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারীর ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভ্য সে সম্বন্ধে নিজ নিজ মন্তব্য ব্যক্ত করেন, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু বঙ্কবিহারী বসু, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, ডাক্তার নীলরতন সরকার, বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমাপদ রায়, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত।

প্রচারক মহাশয়গণের প্রতিনিধিরূপে ডাক্তার জে, এন, মিত্র মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হইয়াছেন।

আসামের অন্তর্গত মোনাই চা-বাগানে মাঘোৎসব হইয়াছিল। তেজপুর এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। বাগিচার অনেকগুলি শ্রমজীবী এই উৎসবে যোগ দিয়াছিল। আসামের কুলীজীবন যে কি দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই বাগিচা আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাস মহাশয় দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। সুতরাং এখানে কুলিয়া যে অনেক অধিক পরিমাণে সুখ ও শান্তিতে থাকিবে, ইহা আশা করাই সঙ্গত। তবে তাহারা যে প্রভু পরমেশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিয়া সুখী হইতেছে, ইহাই আমাদের নিকট বিশেষ আহ্লাদের সংবাদ; এবং ইহার জন্য আমরা বাগিচার ম্যানেজার বাবু মতিলাল হালদার মহাশয়কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। এই উৎসব উপলক্ষে আমাদের আসামী বন্ধু শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কমলাকান্ত বাবু উৎসাহী, ধর্ম্মপরায়ণ ও সুকবি তাঁহার প্রাণে বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে আসামের কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইব।

সঙ্গত সভার গত বর্ষের কার্য্যবিবরণ।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় আমাদের প্রিয় সঙ্গত সভা তেত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া চৌত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করিল। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর সমাজমন্দিরে পরব্রহ্মের উপাসনান্তে এই সভায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। আলোচনার বিষয় পরেরবারে যাহা হইবে তাহা পূর্ব্ব বারে প্রায় স্থির হইয়া থাকে, তাহাতে সভ্যগণ নির্দ্ধারিত বিষয়ের রীতিমত চিন্তা করিয়া পরবারের আলোচনায় যোগ দিয়া থাকেন ও আলোচনার ফল অনেক সভ্য আপনাপন জীবনে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সঙ্গত আমাদের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন গঠনের একটী প্রকৃষ্ট স্থান। এখানে আমরা পরস্পর প্রাণ খুলিয়া ধর্ম্মবিষয়ক সকল কথাই আলোচনা করিতে পারি এবং ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মসাধনের উপায় সকল লাভ করি। যাঁহারা সঙ্গত সভার সভ্য তাঁহারা যদিও নিয়মিতরূপে সভার কার্য্যে যোগ দান করেন, তথাপি ব্রাহ্মসমাজের তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা অত্যল্প, আশা করি, অন্যান্য ব্রাহ্মবন্ধুগণ বর্ত্তমান বৎসর হইতে যোগদান করিয়া ইহার পুষ্টিসাধন করিবেন।

বিগত বৎসর মাঘোৎসবের সময় ১৩ই মাঘ মঙ্গলবার ইহার বিশেষ উৎসব হয়। তাহাতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন, তৎপরে রিপোর্ট পাঠান্তে কয়েকটী শ্রদ্ধেয় বন্ধু ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন।

গত বৎসরে এই সভার উপস্থিতির সংখ্যা গড়ে ১২।১৩ জন করিয়া হইয়াছিল। এ ভিন্ন কয়েকটী মহিলাও মাঝে মাঝে ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। এ বৎসর এই সভার সর্ব্বসমেত ৪৬টী অধিবেশন হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত ৩০টী বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। কেবল ১লা বৈশাখ, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১লা ভাদ্র ও ২২শে ভাদ্র—এই চারিটী মঙ্গলবারে সমাজ মন্দিরে উৎসবাদি ও ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর বিশেষ উপাসনা থাকায় সঙ্গতের অধিবেশন হইতে পারে নাই। আলোচিত বিষয়গুলি এই—

(১) বুদ্ধদেবের জীবন। (২) কলিকাতার উপাসকমণ্ডলীর কিপ্রকার উন্নতি হইতে পারে। (৩) বিশ্বাস। (৪) ঈশ্বরে বিশ্বাস। (৫) পরকালে বিশ্বাস। (৬) ধর্ম্ম-নিয়মে বিশ্বাস।

(৭) শক্তি। (৮) নির্ভর। (৯) আনন্দ। (১০) আত্ম-নিগ্রহ। (১১) বিনয়। (১২) জ্ঞান। (১৩) উন্নতি। (১৪) বিশেষত্ব। (১৫) উৎপীড়ন। (১৬) ব্রাহ্মসমাজে পাপী ব্যক্তিগণ থাকিতে পারে কি না? (১৭) আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় কিপ্রকারে বশীভূত করা যায়। (১৮) অবতার বাদ। (১৯) পুনরুত্থান। (২০) পাপ ও অহংকার। (২১) উপাসনায় ও প্রার্থনায় আমরা ভগবানের যে কৃপা লাভ করিয়া থাকি, তাহা রাখিতে পারি না কেন? (২২) কেমন করিয়া বিনয় হইবে? (২৩) বিনয় স্থায়ী করিবার উপায় কি? (২৪) কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান হইতে আমাদের কিছু শিখিবার আছে কি না? (২৫) হিন্দুধর্ম্ম হইতে আমাদের কি কি বিষয় শিক্ষা করা উচিত। (২৬) খৃষ্টানধর্ম্ম হইতে আমাদের শিখিবার বিষয়। (২৭) মুসলমান-ধর্ম্ম। (২৮) কবিরের ধর্ম্ম। (২৯) বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। (৩০) উপাসকমণ্ডলার সুব্যবস্থা করিবার উপায় কি? এই বিষয় সম্বন্ধের কোন কোনটী ২।৩ দিন ধরিয়া আলোচিত হইয়াছিল। আমরা উপরোক্ত বিষয় সকল হইতে কয়েকটীর সার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

১। ঈশ্বরে বিশ্বাস—যুক্তিতর্ক করিয়া বা সৃষ্টি-কৌশল আলোচনা করিয়া যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা যায়, তাহা প্রকৃত বিশ্বাস নহে। তাঁহার আলোকে তাঁহাকে দেখিতে যাঁহারা ব্যাকুল হন, তাঁহারাই তাঁহাকে যথার্থ দেখিতে পান সেইরূপ দেখায় প্রকৃত বিশ্বাস জন্মে। "আমি আছি" আমার মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার আলোক আমার মধ্যে প্রতিভাত হয়, সুতরাং তখন তাঁহাকে দেখিয়া দৃঢ় বিশ্বাসী হইতে পারা যায়। প্রার্থনা পূর্ণ হইলেই যে, বিশ্বাসের পরিচয় হইল, তাহা নহে, বিশ্বাস যাহা, প্রার্থনা পূর্ণ না হইলেও তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। বিশ্বাস মানে সাক্ষাৎ দর্শন। সাধুমুখে শুনিয়া বা শাস্ত্র পাঠ করিয়া এইরূপ দর্শন হয় না, প্রকৃত বিশ্বাস এই সকলের অতীত। ঈশ্বর যখন কৃপা করিয়া আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হন, তখনই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই, তিনি নিজে প্রকাশিত না হইলে তাঁহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। কালে তিনি বর্ত্তমান ও স্থানে তিনি নিকটস্থ, হৃদয় ব্যাকুল হইলে অন্তরে কি বাহিরে—সকল স্থানেই তাঁহাকে দর্শন করা যায়।

২। আত্ম-নিগ্রহ—ধর্ম্ম-সাধন করিতে হইলে প্রথমে বৈরাগ্যের ভাব আনা আবশ্যক। কেননা অগ্রে সংসারের সমস্ত বিষয় অসার বলিয়া জ্ঞান না জন্মিলে সার বস্তুর জন্য মন ব্যাকুল হইতে পারে না। অনিত্যতা চিন্তা ও অভ্যাস এবং মনঃসংযম ঈশ্বর লাভের একটী প্রকৃষ্ট উপায়। সর্ব্বদাই মনকে শাসন করিতে হইবে, মন যাহাতে অন্যদিকে না যায় ও সচেতন অবস্থায় থাকে, তাহাই করিতে হইবে। ইহা কার্য্যগত করিতে হইলে ক্রমে স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক। তাহা এই যে পূর্ব্বে উপাসনায় যতটুকু সময় দিতাম এখন তাহা অপেক্ষা বেশী সময় দিতে অভ্যাস করা।, পূর্ব্বে নিজ আয়ের যত অংশ ধর্ম্মার্থ দিতাম এখন তাহা হইতে বেশী করিয়া দিতে চেষ্টা করা। এইরূপে নানা উপায়ে স্বার্থত্যাগ অভ্যাস করিতে পারা যায়।

৩। পাপ ও অহঙ্কার—অহঙ্কার আমাদের প্রধান শত্রু। সকল রিপুকে ধরা যায়, কিন্তু ইহাকে ধরা অত্যন্ত কঠিন। ইহা এমনভাবে আমাদিগকে অধিকার করে যে, তাহাকে ধরা যায় না, এমন কি অনেক সময় ইহা বিনয়ের বেশেও আমাদের মধ্যে রাজত্ব করিতে থাকে। রিপুর উত্তেজনাই বল, আর মনে পাপের ভাব উদয়ই বল,—ইহারা সকলেই অহঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। আমি একজন এইরূপ ভাব মনে থাকিলেই অহঙ্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। অনেক সময় আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজকে অপদার্থ মনে করি বটে, কিন্তু আমাদের বাস্তবিক প্রকৃতি তাহা নহে, আমাদের বাস্তবিক প্রকৃতি যাহা, তাহা অজ্ঞাতসারে আমাদের মধ্যে প্রকাশিত থাকে। অহঙ্কার বৃদ্ধির দুইটী উপায়, ১ম পরনিন্দা ২য় আত্ম-প্রশংসা। আর অহঙ্কার বিনাশেরও দুইটী উপায়, ১ম পৃথিবীতে গুণহীন কোন মনুষ্য নাই, ইহা মনে করিয়া সকলকে সম্মান করা, ২য় আত্ম-দোষ সর্ব্বদা অনুসন্ধান করা। আমরা অহঙ্কার বৃদ্ধির ২টী উপায় সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া যদি তাহার বিনাশের দুইটী উপায় গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা ক্রমে ক্রমে সকল পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিব।

বুদ্ধিগত জ্ঞানেও অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়, কারণ তাহাতে নিজের ক্ষমতাই দেখাইয়া দেয়। আর আত্ম জ্ঞানের আলোচনায়— ঈশ্বরের মহত্ব নিজের প্রাণ মধ্যে প্রতিভাত হওয়ায় আপনার হীনতা ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশ হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাতে অহঙ্কার ও পাপের ভাব দূরীভূত হইতে থাকে। অতএব আমরা বুদ্ধিগত জ্ঞান অপেক্ষা আত্ম-জ্ঞানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলে আমরা অহঙ্কার দমনে কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

৪। উপাসনায় ও প্রার্থনায় আমরা ভগবানের যে কৃপা লাভ করিয়া থাকি তাহা রাখিতে পারি না কেন?—আমরা ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া তাহা রাখিতে না পারিবার কারণ এই যে ১ম, আমাদের সেরূপ চেষ্টা নাই, যদ্দ্বারা তাঁহার কৃপা জীবনে ধরিয়া রাখিতে পারি। ২য় আমাদের প্রাণের মধ্যে শত ছিদ্র রহিয়াছে। ৩য়, আমরা তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিতে পারি না। আমাদের মন চঞ্চল, সর্ব্বদাই নানা বিষয় লইয়া ব্যস্ত, সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত জিনিসে আমাদের মন না মজিয়া যাওয়ায় আমরা তাঁহার দ্বার হইতে ফিরিয়া আসি। ৪র্থ, আমাদের জীবনে বিনয়ের ভাব নাই বলিয়া। বিনয়ের ভাব হইলে, আমাদের জীবন নম্র হয়, নিম্ন স্থান না হইলে জল দাঁড়াইতে পারে না, সুতরাং ঈশ্বরের কৃপা ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না। ৫ম, সুখেচ্ছা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, তাঁহার কৃপা ধরিয়া রাখা যায় না। ৬ষ্ঠ আমাদের বিশ্বাসের আঁট নাই বলিয়া আমরা তাঁহার কৃপা ধরিয়া রাখিতে পারি না, ইহার প্রধান কারণ আমাদের ভক্তির অভাব।

মনকে সংযত করিয়া আসল যায়গায় লইয়া যাইতে না পারিলে তাঁহার কৃপা রাখা যায় না। আমাদের উৎসবাদি

সমস্ত মনোরাজ্যে থাকে, ঠিক প্রাণের রাজ্যে যায় না। তাহা না যাইবার কারণ আমরা তাঁহাকে প্রাণ দিতে চাই না। তাঁহাকে প্রাণ দিতে না পারিলে সে ধন কখনই লাভ হইবে না। অতএব আমরা যাহাতে তাঁহাতে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে পারি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

৫। কেমন করিয়া বিনয় হইবে?—বাহির হইতে কিছু করিলে যথার্থ বিনয় লাভ হইতে পারে না। আত্ম-চিন্তা দ্বারা নিজের অবস্থা জানিতে পারিলে নিজকে অত্যন্ত হীন বোধ হয়, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিনয় ভাবও আসিতে দেখা যায়। ঈশ্বরবিহীন আত্ম-চিন্তায় আবার এক প্রকার বিনয়ের ভাব উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা নিজকে অপদার্থ জানিয়া নিরাশা। অতএব আত্ম-চিন্তার সহিত বিশ্বাস, নাম সাধন ও প্রার্থনার যোগ থাকিলে নিরাশা না আসিয়া খাঁটী বিনয় ভাব আসিবে। অন্যের গুণের ভাগ আলোচনা ও নিজের দোষ দর্শন করিয়াও বিনয় হইতে পারে। সাধুসঙ্গ বিনয় শিক্ষার এক প্রকৃষ্ট উপায়। সাধুর সাধুতার নিকট মন অবশ্য অবনত হয়, কিন্তু এই সকলের মূলে ঈশ্বরের প্রেমের কিঞ্চিৎ আস্বাদ গ্রহণ করা চাই, তাহা না হইলে প্রকৃত বিনয় হইতে পারে না।

বিনয় স্থায়ী করিবার উপায় কি?—কার্য্যগত জীবনে লোকের সেবা করিতে পারিলে বিনয় স্থায়ী হইয়া থাকে। ধ্যানপরায়ণ হইলেও বিনয় স্থায়ী হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অহং ব্রহ্মভাব আসিবার সম্ভাবনা, যদি ধ্যানে অহং ব্রহ্মভাব না আইসে তাহা হইলে ধ্যানও বিনয় স্থায়ী করিবার একটী উপায়। বাহিরে বেশী পরিমাণে ভক্তির ভাব প্রকাশ করা উচিত নহে, কেননা তাহাতে ভিতরে যতটা শ্রদ্ধা ভক্তির ভাব থাকে, বাহিরে তাহা অপেক্ষা বেশী দেখান হইয়া পড়ে, সুতরাং এ অবস্থায় বিনয় স্থায়ী হওয়া দূরে থাকুক বরং কপটতায় পরিণত হয়। যাহাদিগকে অপরকে শাসন করিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে বিনয় রক্ষা একটী ঘোর পরীক্ষা। অপরকে এমনভাবে শাসন করা উচিত যে, যাহাতে আত্ম-বিস্মৃতি না হয়। মনে বিনয়ভাব থাকিবে অথচ কর্ত্তব্য জ্ঞানে শাসন করিতে হইবে। বিনয় ভাব স্থায়ী করিবার আর একটী উপায় এই যে, উচ্চ নীচ প্রভৃতি সকল ব্যক্তিকেই সম্মান করা। ঈশ্বর সকল ব্যক্তির মধ্যে আছেন জানিয়া তাঁহার আধাররূপে সকলকে শ্রদ্ধা করা।

৭। মুসলমান-ধর্ম্ম—মুসলমানদিগের মধ্যে এক ঈশ্বরের ভাব, অবতার ও পৌত্তলিকতার অসারতা এবং ঈশ্বর-বিরোধীদের সহিত বিশ্বাসীদের বিরোধ—এই তিনটী ভাব খুব প্রবল দেখা যায়।

মহম্মদের ঈশ্বরের প্রতি খুব প্রবল বিশ্বাস ছিল। তিনি সেই বিশ্বাসের আলোকে তাঁহার বড় বড় শত্রুদিগকে চমকাইয়া দিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের নিষ্ঠার ভাব খুব প্রবল দেখা যায়। সামান্য মুটে, মজুর, গাড়োয়ান ইত্যাদির মধ্যেও দেখা যায় যে, নমাজের সময় হইলেই তাহারা তৎক্ষণাৎ নমাজে প্রবৃত্ত হয়। এই নিষ্ঠা উচ্চ শ্রেণী হইতে নিম্ন শ্রেণী পর্য্যন্ত সকলেরই মধ্যে রহিয়াছে।

মুসলমানেরা ঈশ্বরের নিকট কাহাকেও বড় ছোট মনে করেন না। নমাজের সময় আমীর, ফকির, গরিব সকলেই একত্রে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন।

ইহাঁদের একতার ভাব যেমন গাঢ়তর এমন আর কোন ধর্ম্মেই নাই। স্বধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে ইহাঁদের প্রেমের ভাব কার্য্যগত যেরূপ প্রস্ফুটিত দেখা যায়, এমন আর কোথাও দেখা যায় না, ইহাঁদের নাম সাধনের ভাবও খুব ভাল। ইহাঁদের মধ্যে সাধু ব্যক্তিরা মনে করেন যে, যে নিশ্বাসে ভগবানের নাম উচ্চারিত না হইল, সে নিশ্বাসটী বৃথায় গেল।

মুসলমানদিগের মস্‌জিদে সর্ব্বদাই ধর্ম্মালোচনা বা শাস্ত্রাদি পাঠে জাগ্রত থাকে, মস্‌জিদকে এইরূপ ভাবে জাগ্রত রাখা বড়ই সুন্দর।

মুসলমানদিগের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও নমাজ ও রোজাদি করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকে।

জ্বলন্ত উৎসাহের ভাব ইহাঁদের মধ্যে খুব প্রবল ভাবে দেখা যায়।

ভোরের সময় আজান ডাকার ভাব ইহাঁদের মধ্যে খুব ভাল। ভোরের সময় জাগ্রত হইয়া পরমেশ্বরের নামে সকলে একত্র উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়ার ভাব আমাদের শিক্ষণীয়।

মুসলমান অর্থে বিশ্বাসীগণ। ইহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি "এলাহা এল্লেল্লাহা।" অর্থাৎ এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই। ইঁহাদের চারিটী কল্‌মা আছে তাহা এই ;—

১ম কল্‌মা—লা এলাহা ইল্লেল্লাহা মহম্মদ রছুলাল্লা—ইহার অর্থ—ঈশ্বর ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই, মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ।

২য় কল্‌মা—লা এলাহা ইল্লেল্লাহো ওয়াহ দহু লাশরি কালাহু অসাদমাল্লা মাহাম্মদন্ আব্‌দহু ও রছুলহু। ইহার অর্থ—ঈশ্বর ব্যতীত আর ঈশ্বর নাই, তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন সরিক নাই। মহম্মদ তাঁহার দাস ও প্রেরিত।

৩য় কল্‌মা—লা এলাহো ইল্লা আন্তা ওয়াহেদন্ লাছানিয়া লাকা মাহাম্মদর্ রছুলাল্লাহে এমামেল মোত্তাকিন ওরছুল রব্বেল আলামিন। ইহার অর্থ—ঈশ্বর ব্যতীত আর ঈশ্বর নাই, তিনি এক, তাঁহার ন্যায় আর কেহ নাই। প্রেরিত পুরুষ মহম্মদ ধার্ম্মিকদিগের নেতা এবং ঈশ্বরের প্রেরিত অর্থাৎ দূত।

৪র্থ কল্‌মা—লা এলাহা ইল্লা আন্তা নুরাই ইয়াহদে আল্লা ইলেনুরিহী মাইয়াশাও মহম্মদর্ রছুলাল্লাহে এমাম মোর ছালিন ও রসুল্‌রাব্বেল্ আলামিন। ইহার অর্থ—ঈশ্বর ব্যতীত আর ঈশ্বর নাই, তিনি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, তাঁহার জ্যোতি হইতে সমস্ত সৃষ্ট। প্রেরিত পুরুষ মহম্মদ সমগ্র ধর্ম্মনেতাদিগের নেতা এবং সমগ্র প্যায়গম্বরদিগের শেষ প্যায়গম্বর।

(ক্রমশঃ)

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২২শে ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয় পাক্ষিক পত্রিকা।

১৫শ ভাগ।
২২শ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন রবিবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০,
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

একাকী।

সংসার-সংগ্রাম-মাঝে আমি ত একাকী;
সুখ দুঃখ একা বহিতেছি;
উত্থান-পতন-মাঝে আমি একা থাকি,
মনস্তাপে একা দহিতেছি।

যে সব আকাঙ্ক্ষা জাগে হৃদয়-মাঝারে,
উঠে সদা ধূপ-শিখা সম,
কেবা গণে সে আকাঙ্ক্ষা? নির্জ্জন আঁধারে
কেবা গণে অশ্রুপাত মম?

শিশুর খেলার ঘর, দোতালা, তেতালা
বাঁধে যথা বিজনে বসিয়া,
সেরূপ কতই ঘর বাঁধিনু একেলা,
মনোময় ক্ষেত্রেতে পশিয়া।

প্রবল প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাঙ্গিল সে ঘর;
খণ্ড খণ্ড প্রতিজ্ঞার সেতু;
ভগ্ন-আশা-খণ্ড দেখে কাঁদিল অন্তর
একা বসি কাঁদিনু সে হেতু।

একা বহি নিজ পাপ-দুর্ব্বলতা-ভার
গলদ্ঘর্ম্ম জীবনের পথে;
শ্রান্ত ক্লান্ত পদদ্বয় উঠে নাক আর,
ধরিবারে কেহ নাহি সাথে।

প্রকৃতি-সংগ্রাম মাঝে তুমি হে একাকী,
আদি শক্তি শক্তির পাথারে;
মহা-নিস্তব্ধতা ঘোররব মাঝে থাকি,
চিরশান্তি ঘোর হাহাকারে।

ব্রহ্মাণ্ড-চক্রের গতি দুরন্ত দুর্জ্জয়,
নাভি তুমি একা রহেছ নির্জ্জনে;
প্রশান্ত মঙ্গল ইচ্ছা চঞ্চল না হয়,
কৃপা-সৃষ্টি করে ক্ষণে ক্ষণে।

একাকী-জীবন-পথে থেকহে একাকী,
এক যেন দুই হতে পারি;
নিজের দুর্ব্বল ইচ্ছা ও ইচ্ছাতে রাখি,
হতে যেন পারিহে তোমারি।

প্রার্থনা।

হে করুণাসাগর! ব্রাহ্মসমাজ যে তোমারই মঙ্গলবিধান, আমরা এবার তোমার করুণাতে তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছি। আমাদের মত দুর্ব্বল ও তোমার কর্ম্মক্ষেত্রের অনুপযুক্ত দাসদিগকে যে তুমি দয়া করিয়া নূতনশক্তি, নূতন উৎসাহ দিয়াছ—যে পথে চলিলে নিশ্চয় আমাদের প্রত্যেকের কল্যাণ হইবে, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এবার বিশেষ ভাবে সে পথ দেখাইয়াছ। হে প্রভো! আমাদিগের প্রতি এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার মঙ্গল নিয়মের অধীন হইয়া তোমার পুত্র কন্যাগণকে ভাল বাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে পারি এবং সকলকে আপনার জন মনে করিয়া সকলের সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষুদ্র চেষ্টা তোমার মঙ্গল নিয়মের অধীন হইয়া তোমার ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনে সহায়তা করিলেই আমরা ধন্য হইব—কৃতার্থ হইব। তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সাক্ষ্যদান—বিচিত্রকর্ম্মা বিধাতার বিশ্বরাজ্যে নিরন্তর তাঁহার করুণার হিল্লোল প্রবাহিত রহিয়াছে, এবং আমরা নিয়ত তাঁহারই করুণায় প্রাণ ধারণ করিতেছি সত্য, তথাপি সময়ে সময়ে তাঁহার করুণার বন্যা আসিয়া থাকে। বায়ু যেমন নিয়ত প্রবাহিত থাকিলেও কখন কখন ঝড়ের আকারে তাহার প্রবল পরাক্রম আমরা অনুভব করি; কত বাড়ী ঘর ভূমিসাৎ হয়; কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কত নৌকা জলমগ্ন হয়; কত পশু পক্ষী জীবলীলা সম্বরণ করে; সেইরূপ যখন

বিধাতার প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তখন তাহার পরাক্রম কে সহ্য করিতে পারে? কে তাহার বেগ ধারণ করিতে পারে? কাহার সাধ্য যে সে স্রোতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়? এবার বিশেষ ভাবে বিধাতার প্রেমের বন্যা আসিয়াছিল; আমরা তাহার সাক্ষ্য দিতে বাধ্য। সেই প্লাবনে এবার অনেকের দৃঢ়মূল সংসারগৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে; অনেকে পাপময় জীবনকে বৈরাগ্যের শ্মশানে ভস্ম করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন? অনেকের সংশয়জীবনের নৌকাখানি এই ব্রহ্মকৃপার আবর্ত্তে পড়িয়া ডুবিয়া গিয়াছে। অনেকের নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি দুর্ব্বলতা, নীচতা আত্মাদর ও পরনিন্দা এবারকার বন্যাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এ কথাটী ব্রহ্মতীর্থের যাত্রীগণকে না বলিলে—এ আশার কথা তাঁহাদিগকে না জানাইলে—অধর্ম্ম হইবে; সেই ভয়ে আমরা এ কথা লিখিলাম। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে ভয় এবং ভাবনা আমাদের মনে উদয় হইতেছে। প্রভুর কৃপার ত অভাব নাই। কবে কে কাতরভাবে তাঁহাকে ডাকিয়া নিরাশ হইয়াছে? আমরা ত কখনও এমন কথা বলিতে পারিব না। অনন্যগতি হইয়া যখনই আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তখনই তিনি তাঁহার করুণার ধারাবর্ষণে আমাদিগকে স্নিগ্ধ করিয়াছেন; আমাদের দুর্ব্বল প্রাণে বলের সঞ্চার করিয়াছেন, আমাদের মৃতপ্রায় আত্মাতে নবজীবনের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, তাঁর দিক হইতেত কখনও অভাব হয় না। অভাব আমাদের—দোষ আমাদের—আমরাই তাঁহার কৃপা পাইয়া সম্ভোগ করিতে পারি না, সে জন্যই আমাদের এত দুর্দ্দশা, এবং আমাদের দুঃখ ঘুচিয়াও ঘুচে না।

সুচতুর লোক বন্যার জল পাইলে খাল বিল নদী নালার সাহায্যে নিজের পুষ্করিণী, ডোবা বা কূপ পূর্ণ করিয়া রাখেন—অসময়ে সেই জল দ্বারা অভাব মোচন করেন। আমরা কি এই ব্রহ্মকৃপার স্রোতে সিক্ত হইয়াই নিশ্চিন্ত হইব? আমাদের কি দুঃখ দুর্দ্দিন আসে না? বর্ষার বন্যার পরে শীতের বিশুষ্ক ভাব, বৈশাখের মার্ত্তণ্ড তাপ আসে না? আমরা যদি সেই শুষ্কতার দিনে সিক্তি ও স্নিগ্ধ হইবার উপযোগী ব্রহ্মকৃপার জল ধরিয়া রাখি, তাহা হইলে আর আমাদিগকে তাপে সন্তপ্ত, পিপাসায় কাতর হইতে হইবে না।

সাধনা ও সাধু—সাধক নিজ জীবনে বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও নির্ভর সাধন করিতে চান। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার আদর্শ কে? যদি বল আমাদের সকল প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতির আদর্শ স্বয়ং পরমেশ্বর। সে বিষয়ে বক্তব্য এই, পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মের আবার বিশ্বাস কি? তাঁহার উপরে কে আছে যে, তিনি তদুপরি বিশ্বাস স্থাপন করিবেন? তিনি পূর্ণ সত্য, তিনি ভিন্ন সত্য কে আছে, যে সেই সত্যে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিবেন? অতএব বিশ্বাসী পুরুষ কিরূপ তাহার দৃষ্টান্ত আমরা পরব্রহ্মে কিরূপে দেখিব? বৈরাগ্য এবং নির্ভর সম্বন্ধেও সেইরূপ। তাঁহার আবার বৈরাগ্য কি? যাহার আসক্তির সম্ভাবনা আছে, তাহারই বৈরাগ্যের পথ আছে। যিনি স্বতন্ত্র ও অপাপবিদ্ধ, তিনি কোথায় আসক্ত হইবেন যে, তাঁহাতে কি বৈরাগ্য সম্ভব? সেইরূপ তাঁহার আবার নির্ভর কোথায়? যিনি অনাদি কাল হইতে স্বীয় মহিমাতে বিরাজিত আছেন, তাঁহার আবার নির্ভরের স্থল কোথায়? অতএব বিশ্বাস, বৈরাগ্য, নির্ভরের আদর্শ দেখিবার জন্য আমাদিগকে সাধকেরই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য যীশুর চরিত্রের অনুধ্যান করিতে হইবে, বৈরাগ্যের আদর্শের জন্য শাক্যচরিত আলোচনা করিতে হইবে। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, সাধনার সহিত সাধুদিগের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ। সাধুচরিত ধর্ম্মাগ্নি উদ্দীপ্ত করিবার লৌহশলাকার ন্যায়। যখন আমাদের মন আলস্য ও জড়তা দ্বারা আবৃত হইয়া সাধনে বিমুখ হয়, তখন এই সকল সাধুচরিত আমাদিগকে লজ্জা দিয়া উৎসাহিত করিয়া থাকে। ইহঁাদের বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের উজ্জ্বল আলোক আমাদেকে পথ প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মসদনে লইয়া যায়। সাধুচরিতের অনুধ্যানকে আমাদের নির্জ্জন সাধনের একটী প্রধান উপায় স্বরূপ অবলম্বন করা উচিত।

খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আদিম কালে ইহার মধ্যে দুই দল লোক বিদ্যমান ছিল। যীশুর ভ্রাতা জেমস এবং পিটার এক দলের মুখপাত্র স্বরূপ ছিলেন এবং সেণ্টপল অপর দলের মুখপাত্র স্বরূপ ছিলেন। প্রথমোক্ত দল যীশুর ধর্ম্মকে য়িহুদী ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপ করিয়া রাখিতে চাহিতেন এবং বলিতেন যে, য়িহুদী ধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন না করিলে কেহ খ্রীষ্টীয়ান হইতে পারে না। সেণ্টপল এই ক্ষুদ্র সীমার ভিতর হইতে যীশুর ধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়া বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে নিয়োগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, কেহ য়িহুদীদিগের নিয়ম পালন করুক আর না করুক খ্রীষ্টে বিশ্বাস ও প্রেম থাকিলেই খ্রীষ্টীয়ান হইতে পারে। এই উভয় দলের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব অনেক দিন চলিয়াছিল। যেরুশালেম নগরে ও জুডিয়া দেশে যে সকল খ্রীষ্টীয়ানসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারা বহুকাল য়িহুদী ভাবাপন্ন রহিলেন, আর আসিয়া মাইনরের উত্তর প্রান্তে ও গ্রীস দেশে যে সকল সমাজ স্থাপিত হইল তাঁহারা উদার ভাবাপন্ন হইলেন। এই উভয় দলের বিবাদের ফল এই হইয়াছিল, যে আদিম খ্রীষ্টীয়-মণ্ডলীর মধ্যে দ্বিবিধ ভাবাপন্ন লোক দৃষ্ট হইত। কেহ কেহ বা কিছু অধিক পরিমাণে য়িহুদী ভাবের দিকে চালিত হইত, কেহ বা উদার ভাবাপন্ন হইয়া সেই সংকীর্ণতাকে নিন্দা করিত। চিন্তা করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান সময়ে অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাও যেন সেই প্রকার। ব্রাহ্মধর্ম্ম সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বক্ষ হইতে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন, পূর্ব্ব পশ্চিমের সম্মিলন ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহার প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মনে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ত্রিবিধ ধর্ম্মভাবই আশ্চর্য্যরূপে সম্মিলিত হইয়াছিল। তিনি যদিও এই ধর্ম্মের সাধন ও প্রচার প্রণালীতে দেশীয় ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার অন্তরে যে পাশ্চাত্য ভাবও প্রবল ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; তাঁহার প্রণীত "যীশুর উপদেশাবলী" নামক গ্রন্থ তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম অঙ্গ-সন্ধি গঠনের মধ্যে যে এই পূর্ব্ব পশ্চিমের সম্মিলন,সেই সম্মিলনের ভাব চিরদিন কার্য্য করিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রবলতাও দৃষ্ট হইয়াছে। আমরা চারিদিকের প্রবাহিত ভাবস্রোতের মধ্যে দাঁড়াইয়া কার্য্য করিতেছি। আমাদিগের চতুর্দ্দিক দিয়া হিন্দুভাবের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি,এই পশ্চাদ্গামী স্রোত অনেক ব্রাহ্মেরও মনে কার্য্য করিতেছে। যাঁহারা এক সময়ে জাতিভেদ প্রথার উন্মূলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সমাজের অত্যগ্রসর ব্যক্তিদিগের মধ্যে গণ্য ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে অল্পে অল্পে পুরাতন সংস্কার সকলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেতেছেন। সমাজসংস্কার বিষয়ে যেরূপ সাধনপ্রণালী বিষয়েও সেইরূপ। কাহার কাহারও প্রাচীন সাধন-প্রণালীর দিকে অধিকতর গতি দৃষ্ট হইতেছে। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী বন্ধুদিগের অনেকে শঙ্কিত হইতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত পশ্চাদ্গতি দর্শন করিয়া আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক দিকে দেখিতে গেলে কিয়ৎকাল এরূপ দ্বিভাবাপন্ন গতি অপরিহার্য্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ উদারতা ইহা সমুদায় ধর্ম্মভাবের সারকে শোষণ করিয়া স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট করিবে এবং তাহা করিতে না পারিলে এ ধর্ম্ম জগতে জয়লাভ করিতে পারিবে না। মহম্মদের ধর্ম্ম ও যীশুর ধর্ম্মে এই প্রভেদ দৃষ্ট হয় যে মহম্মদের ধর্ম্মে সারগ্রাহিতা ছিল না। ইহা যে সকল ধর্ম্মের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহাদের সারভাব গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে নাই। সে সহিষ্ণুতা ও উদারতা ইহার ইতিবৃত্তে দৃষ্ট হয় নাই। যাহার সহিত মতভেদ হইয়াছে, মহম্মদের ধর্ম্ম তাহাকেই বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সে বিষয়ে বড় অধিক দয়ামায়া প্রকাশ করে নাই। এই কারণে মহম্মদীয় ধর্ম্মে বিচিত্রতা নাই। আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে আলজিরিয়া দেশে এক জন মূর নমাজ করিতেছে, ও চীন দেশের পূর্ব্বপ্রান্তে একজন মুসলমান নমাজ করিতেছে—এই বিশাল ব্যবধানবাসী দুইজন মুসলমানের আচার ব্যবহার সাধন-প্রণালীতে বড় পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইবে না। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত অন্যপ্রকার; খ্রীষ্টধর্ম্ম বহুরূপী নামক জীবের ন্যায় যখন যেরূপ সমাজ ও সাধন-প্রণালীর সংস্রবে আসিয়াছে, তখনি তাহার দ্বারা কিয়ৎ-পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই সর্ব্বগ্রাসিতা শক্তি বিদ্যমান থাকাতে খ্রীষ্টধর্ম্ম জগতের উন্নতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিতেছে। আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তবাসী জর্ম্মন সম্প্রদায় খ্রীষ্টান, রুসিয়ার কৃষকগণও খ্রীষ্টান, এবং ইংলণ্ডের জেম্‌স্ মার্টিনো প্রভৃতি ইউনিটেরিয়ানগণও খ্রীষ্টান; কিন্তু এই বিবিধ খ্রীষ্টানে কত প্রভেদ, এবং ইহাঁদের সাধন-প্রণালীতেও বা কত প্রভেদ! ইহার ফল এই হইয়াছে,যে বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান ও সভ্যতার যতই উন্নতি হউক না কেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের জীবনের প্রতি আশঙ্কা নাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম বর্ত্তমান জ্ঞানালোক অনুসারে আপনাকে পরিবর্ত্তিত করিবে, বর্ত্তমান সময়ের সমুদায় প্রবল ভাবস্রোতকে আপনার মধ্যে সন্নিবেশিত করিবে; বর্ত্তমান সময়ের আবিষ্কৃত প্রত্যেক মহাসত্যকে আপনার পরিপোষক করিবে। সুতরাং নবশক্তির ক্রীড়ার মধ্যে নবীকৃত মূর্ত্তিতে অভ্যুত্থিত হইবে। ইতিমধ্যে তাহার লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতেছে।

কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম যদিও চতুষ্পার্শ্বস্থ শক্তিপুঞ্জের দ্বারা বারম্বার রূপান্তরিত হইয়াছে, তথাপি এরূপ একটা আশ্চর্য্য জীবনীশক্তি ইহার মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে, যদ্দ্বারা এ ধর্ম্ম প্রত্যেক ভাবকে নিজের অধীন ও পরিপোষক করিয়া লইয়াছে। ব্রাহ্মগণকে স্থিরচিত্তে এই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সকল সাধন-প্রণালী ও যে সকল ভাবস্রোতের সহিত সংস্রবে আসিতেছে, তাহাদিগকে নিজের অধীন ও নিজের পোষক করিতে পারিতেছে কি না? এই সংস্রবের দ্বারা ইহার বল বৃদ্ধি হইতেছে কি, দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হইতেছে? ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা মানবের মনে জাগিতেছে কি সেই মহিমার ভাব ম্লান হইতেছে? এই প্রশ্ন অতি গুরুতর—কারণ নিজে রূপান্তরিত হইয়া অপরের অধীন হওয়া এক কথা, এবং অপরকে রূপান্তরিত করিয়া নিজের বল বৃদ্ধি করা আর এক কথা। কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি, এই পশ্চাদ্গতির দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা ম্লান হইতেছে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

বিশ্বাস।

"বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলংহি।" বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। বিশ্বাস-ভিত্তির উপরেই সকল ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাস ধর্ম্মের প্রাণ বিশ্বাস যতই উজ্জ্বল হয়, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর মানুষের নিকট ততই উজ্জ্বল ও মধুর হইয়া থাকেন। খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রন্থে বিশ্বাসকে চক্ষু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"বিশ্বাস চক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন কর এবং পরিত্রাণ লাভ কর।" প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, যদি আমরা চক্ষু বিহীন হই। আর ধর্ম্মরাজ্য—যাহার জন্য কত লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবন মন সমর্পণ করিয়াছেন, কত ক্লেশ ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন, কত স্বার্থ ও সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহা বিশ্বাসহীন মানবাত্মার নিকট ফাঁকা কথা—কল্পনা, বালকের ক্রীড়া—উদ্‌ভ্রান্তের প্রলাপমাত্র। বিশ্বাসচক্ষুর নিকট ঈশ্বর নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছেন—বিশ্বাসী বিধাতার মঙ্গল হস্ত আপন জীবনে, নরনারীর জীবনে সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন।

বিশ্বাস মানবাত্মার কর্ণ। জড় কর্ণে ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করা যায় না। বিশ্বাস কর্ণে তাঁহার বাণী শ্রবণ কর, তোমার আত্মা অমরত্ব লাভ করিবে।

বিশ্বাস আত্মার ঘ্রাণশক্তি। বিধাতার মঙ্গল ও প্রেমভাবের সুগন্ধ বিশ্বাসরূপ ঘ্রাণশক্তি দ্বারাই গ্রহণ করা যায়। জড় নাসিকা ফুলের গন্ধ গ্রহণ করে—কিন্তু যিনি ঘ্রাণের ঘ্রাণ, যিনি মিষ্টতার

মিষ্টতা যিনি মধুরতার মধুরতা তাঁহাকে এই নাসিকা গ্রহণ করিতে পারে না। বিশ্বাস ধর্ম্মজগতে আত্মার ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

বিশ্বাস আধ্যাত্মিক স্পর্শ। বিশ্বাসে ব্রহ্মস্পর্শ হয়। জড়-জগতে বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় তখন হই যখন স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা ইহাকে পরীক্ষা করি।

"বিশ্বাস আত্মার আস্বাদনশক্তি। বিশ্বাস রসনা দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মারূপ মধু আস্বাদন করে। বৃদ্ধ দাউদ নরপতি বলিতেছেন "ওহে তোমরা চেকে দেখ প্রভু দয়ালু"। তাঁহার করুণা বিশ্বাসে দেখি, বিশ্বাসে শুনি, বিশ্বাসে স্পর্শ করি; বিশ্বাস রসনায় তাঁহার করুণা আস্বাদন করিয়া ধন্য হই।

বাল্যকালে বালকেরা ভাবে পাখীগুলি শূন্যে নির্ভর করিয়া উড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহারা বুঝিতে পারে শূন্য নহে—বায়ুরাশির উপর ভর দিয়া পাখী আকাশে উড়ে। বিশ্বাসহীন চক্ষু ধর্ম্মজগৎকে শূন্য দেখে; ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা জীবন দেন, ঈশ্বরের জন্য যাঁহারা ব্যস্ত হন, ঈশ্বরের করুণাতে যাঁহারা নির্ভর করেন, তাঁহার শূন্যের পশ্চাতে ঝুলিতেছে বলিয়া মনে করে। শূন্যে নির্ভর করে বলিয়া তাহাদের ধারণা। কিন্তু বিশ্বাসচক্ষু খুলিলে দেখিতে পায়, এ রাজ্য শূন্য নহে; ঈশ্বরের করুণা বায়ুতে ভর দিয়া ধার্ম্মিক বিশ্বাসী জন এ রাজ্যে আনন্দে বিহার করিতেছেন।

" যে বিশ্বাস মানবাত্মার পক্ষে এত প্রয়োজনীয়, যে বিশ্বাস ধর্ম্মের প্রাণ, যে বিশ্বাস মানবাত্মাকে ঈশ্বর চরণে উপনীত করে, করুণা সম্ভোগ করিতে সমর্থ করে, সেই বিশ্বাস কিরূপে লাভ হয়?

সাধুগণ বিশ্বাসকে চক্ষের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। চক্ষের দর্শন ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে কি কি বস্তুর প্রয়োজন? চক্ষু থাকা প্রয়োজন এবং দর্শনীয় বস্তু ও আলো থাকা চাই। কেবল চক্ষু থাকিলে দর্শন হয় না; চক্ষু ও দর্শনীয় বস্তু থাকিলেও দর্শন হয় না। সম্মুখে প্রকাণ্ড জগৎ রহিয়াছে; চক্ষু রহিয়াছে; কিন্তু দর্শন হইতেছে না—কেন? জগৎ অন্ধকারে ঢাকা; আলো নাই। সকলের প্রাণেই অল্পাধিক বিশ্বাস আছে; দর্শনীয় বস্তু ব্রহ্মও সকলের সম্মুখে উপস্থিত; তবে দেখিতে পাই না কেন? তাঁহার করুণার আলো সংযোগ ভিন্ন দর্শনক্রিয়া হয় না। রসনা আছে; সুমিষ্ট বস্তুও রহিয়াছে; আস্বাদন হয় না—তাঁহার করুনার রস রসনাতে নাই বলিয়া। কর্ণ রহিয়াছে, সুমিষ্ট সংগীত হইতেছে; কিন্তু তাঁহার করুণার বায়ু মধ্যবর্ত্তী না হইলে কর্ণ সেই বাণী শুনিতে পায় না।

বিশ্বাস প্রাণের মধ্যে কিরূপে উদয় হয় তাহার উত্তরে এই-মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহা সম্পূর্ণ ব্রহ্ম-কৃপা-সাপেক্ষ। তাঁহার করুণাতেই মানবপ্রাণে সেই স্বর্গীয় জীবন্ত বিশ্বাস অবতীর্ণ হয়। ব্রহ্মের প্রকাশে, তাঁহার করুণার আলোতে বিশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তবে আমাদের কি কিছু করণীয় নাই? আছে বৈকি।

হৃদয়ে দীনতা লাভ ইহার একটী প্রধান কার্য্য। জ্ঞানের অভিমান, সাধনের আড়ম্বর ইত্যাদি যে আত্মাতে স্থান পায় বিশ্বাস সেখানে কখনই তিষ্টিতে পারে না। ঈশ্বরের অনন্ত-ভাবে আত্মহারা হইয়া শিশুর ন্যায়—অবোধ অজ্ঞান বালকের ন্যায় তাঁহার করুণার প্রতীক্ষা করা, আমাদের একমাত্র সাধন। নিজের শক্তি ও জ্ঞানপ্রভাবে অনন্তকে আয়ত্ত করিবার ইচ্ছা মানব প্রাণ হইতে সহজে দূরীভূত হয় না। এই ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া চিরদিন জগতের জ্ঞানী ও দার্শনিকগণ আপনার সীমাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও বাহেন্দ্রিয় দ্বারা অনন্ত কে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। এই গৌরব ভাব মানবাত্মার বিশ্বাসচক্ষুকে উন্মীলিত না করিয়া সংকুচিত করে। ক্ষুদ্র চেষ্টার পরিণাম ক্ষুদ্র ফললাভ। অসীমের সঙ্গ লাভ, অসীমশক্তির ক্রিয়া দর্শন করা মানবাত্মার বিশেষ অধিকার। মানবীয় ও ইন্দ্রিয়জাত শক্তির সাহায্যে সেই শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করিতে পারে না। মানব অনেক দিন আপনার ক্ষুদ্র চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আপনার শক্তিকে বড় মনে করে। সকল কার্য্য, সকল তত্ত্ব আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞানের আয়ত্ত করিতে চায়। এই ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেলে, মানব শিশুত্ব প্রাপ্ত হয়। জগতে আমি কত ক্ষুদ্র; কতটুকু, এই জ্ঞান যখন মানবকে অধিকার করে, তখন হৃদয় দাস্যভাব প্রাপ্ত হয়। তখন হৃদয়ক্ষেত্রে ঈশ্বরকরুণার আলোতে জীবন্তবিশ্বাসের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। আত্মচিন্তা, ও জগতের চিন্তা ইত্যাদি দ্বারা হৃদয়কে দাস্যভাবাপন্ন করিয়া বিশ্বাসের প্রতীক্ষা করাই বিশ্বাস সাধন। করুণার আলোতে একদিন বিশ্বাসচক্ষের যোগ হইবে; ব্রহ্ম প্রজ্বলিত হইয়া সকল অন্ধকার দূর করিবেন।

তোমরা ঈশ্বর-চরণে বস, তিনি তোমাদিগকে সেবার পথ প্রদর্শন করিবেন।

গভীর আত্ম চিন্তা ও ধ্যান-যোগের জন্মভূমি স্বরূপ ভারত-বর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। প্রাচ্যভাবের মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করিয়া প্রাচ্যভাবের দ্বারাই হইবার অঙ্গ-পুষ্টি হইতেছে। ভারতবর্ষ চিরদিন কঠোর বৈরাগ্য, সন্ন্যাস ও আত্ম-নিগ্রহের ভাবকে পোষণ করিয়া আসিতেছে। এমন কি আদিম খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে যে সন্ন্যাসী দল দৃষ্ট হইয়াছিল, অনেকে মনে করেন, যে তাহাও ভারতবর্ষীয় সাধকবৃন্দের সংস্রব জনিত। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে অনেক খ্রীষ্টীয় সাধক অরণ্য মধ্যে বা মরু মধ্যে একান্তে বাস করিয়া কঠোর তপস্যা করিতেন। তাঁহাদের তপস্যার কঠোরতা কোন অংশেই ভারতীয় তপস্বীদিগের তপস্যা হইতে ন্যূন ছিল না। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, যে অতি প্রাচীন কাল হইতে মিশরও আসিয়া মাইনরের উপকূলবর্ত্তী নগর সকলের সহিত বাণিজ্য ও অপরাপর সূত্রে ভারতবাসীদিগের যোগ ছিল। প্রাচীন ফিনিশিয়া বাসিগণ ভারতীয় উপকূল হইতে মহামূল্য পট্ট বস্ত্র ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি ক্রয় করিয়া,মিশরে ও গ্রীসদেশে ও আসিয়া মাইনরের উপকূলে বিক্রয় করিত। এদিকে ভারতীয় বণিক-গণ দলবদ্ধ হইয়া অনেক সময়ে স্থলপথে প্রাচীন পারস্য ও আরবের উত্তর প্রান্ত দিয়া গতায়াত করিত। সেই সঙ্গে

অনেক তপস্বী, সন্ন্যাসী কখনও ঐ সকল দেশে গিয়া পড়িতেন, কখনও বা পশ্চিম দেশীয় সাধুগণ বণিকদিগের সার্থবাহের সহিত ভারতক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। এইরূপে এই উভয় স্থানের সাধকদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাবেরও অনেকটা আদান প্রদান হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক ভারতীয় ধর্ম্মভাবের চিরদিনই নিষ্ক্রিয়তার দিকে গতি। এদেশের জ্ঞানপ্রিয় সাধকগণ চিরদিনই কর্ম্মকে নিন্দা করিয়া ধ্যান প্রধান সাধনকে শ্রেষ্ঠতা দিয়া আসিতেছেন। তাহাদের অনেকে কর্ম্মকে ধর্ম্মের সহায় ও পরিপোষক না ভাবিয়া বরং ধর্ম্মের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচনা করেন; এবং এই সংস্কার বশতঃই তাহারা কর্ম্মকে পরিহার করিয়া যোগেরই সাধনা করিয়া থাকেন।

ভারতীয় ধর্ম্মভাব দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্মের দেহ গঠিত, সুতরাং ইহার মধ্যেও নিষ্ক্রিয় সাধনের ভাব বিশেষরূপে বিকশিত হইবার সম্ভাবনা। যতই ইহার সাধক দলের মধ্যে প্রাচ্য ভাবাপন্ন সাধকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে, ততই ঐ ভাব প্রবল হইবে। অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা অন্য প্রকার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজের মধ্যে "তাঁহাতে প্রীতি তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাহার উপাসনা" এই মহামন্ত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সেইদিন ভারতের ধর্ম্মজীবনে এক ঘোর বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। এদেশের আর কোনও ধর্ম্মাচার্য্য এরূপে প্রীতি ও প্রিয় কার্য্যকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছেন কি না জানি না। এতদ্দ্বারা মহর্ষি এই উপদেশ দিয়াছেন যে, কর্ম্মকে প্রেমের ন্যায় উপাসনার অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ব্রাহ্ম যেন এ আদর্শ হইতে কোন দিনও ভ্রষ্ট না হন।

কিন্তু কর্ম্ম ত সকল সময়ে ধর্ম্মজীবনের পরিপোষক হয় না। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, যাঁহারা নিরন্তর নানা কার্য্যের আড়ম্বরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা উত্যক্ত উদ্বিগ্ন; শক্তি-হীন ও নীরস থাকে। তাঁহাদের হস্ত ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যে রহিয়াছে, নরনারীর সেবাতে খাটিতেছে, কিন্তু প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছে ও হৃদয়ে তিক্ততা প্রবিষ্ট হইতেছে। তাঁহারা যেন আর ঈশ্বরের প্রেম-মুখ উজ্জ্বলভাবে দেখিতে পাইতেছেন না। কর্ম্মীদিগের জীবনের এই তিক্ততা দেখিয়া যোগীদিগের চিত্তে নিষ্ক্রিয়তার ভাব আরও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ব্রাহ্মদিগকে চিন্তা করিতে হইবে যে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য যখন তাঁহাদের সাধনের অপরিহার্য্য অঙ্গ, তখন সে প্রিয়কার্য্য সাধন কিরূপে করা আবশ্যক? এ বিষয়ে সর্ব্বদা স্মরণীয় এই, হস্তের কার্য্যকে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের অন্ন পান স্বরূপ করিতে হইবে। এরূপভাবে কর্ম্ম সাধন করা চাই, যাহাতে কর্ম্ম প্রেম ও ভক্তিকে পরিপোষণ করে এবং জীবনের মিষ্টতাকে বর্দ্ধিত করে। সে জন্য কি করা আবশ্যক? সর্ব্বদা দেখিতে হইবে, যেন উপাসনাক্ষেত্র হইতে কর্ম্মের সূচনা হয়। আমরা সংসারের লোকের ন্যায় আজ একটা কাজ, কল্য আর একটা কাজ এইরূপ নানা কাজে হাত দিয়া বেড়াইব না। আমরা দশ জনে একান্ত অন্তরে ঈশ্বরের চরণে বসিব। অভিসন্ধির বিশুদ্ধতার সহিত তাঁহার শক্তির হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিব। প্রগাঢ় ধ্যান, আত্ম-চিন্তা ও সাধুসঙ্গদ্বারা আত্মার বিশ্বাস চক্ষুকে উজ্জ্বল করিব। তৎপরে ব্রহ্ম-শক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই বলে বলী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিব। তাহা হইলেই আমাদের ধর্ম্ম জীবনের পূর্ণতা হইবে; এবং আমাদের হস্তের কার্য্য আমাদের হৃদয়কে নীরস না করিয়া সরস করিয়া তুলিবে।

এক্ষণে জগতের বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় দেশে জন-হিতৈষণার যে সকল আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, খ্রীষ্ট-প্রেম তাহার উদ্দীপক। সে সকল কার্য্য ধর্ম্মভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাহাদের অন্তরের ধর্ম্মস্রোতকে সরাইয়া লও, জোয়ারের জল দ্বারা আনীত কাষ্ঠখণ্ড ভাঁটা-কালে যেরূপ নদীর কর্দ্দমময় উপকূলে পড়িয়া থাকে, সেইরূপ সেই সকল কার্য্য ও গতি-বিহীন হইয়া অবসাদের কর্দ্দমে পড়িয়া থাকিবে। ব্রাহ্মকে এই মহাসত্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। তোমরা ঈশ্বর-চরণে বস, তিনি তোমাদিগকে সেবার পথ প্রদর্শন করিবেন।

ব্যাখ্যান রত্নাবলী।

সাধনাশ্রমের প্রাত্যহিক উপাসনাতে যে সকল ব্যাখ্যান হয়, তাহা "ব্যাখ্যান রত্নাবলী" নাম দিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইবে।

১লা মার্চ্চ। কণ্ঠস্বর—প্রাচীন য়িহুদী গ্রন্থে নিম্নলিখিত বচনটী আছে;—

"Oh come, let us worship and bow down: let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God; and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. To-day if ye will hear his voice, harden not your heart."—Ps. xcv, 6-8.

"এস, এস আমরা উপাসনায় প্রবৃত্ত হই, এস আমরা প্রভুর সম্মুখে ভূতলে লুণ্ঠিত হই। এস আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে জানু পাতিয়া বসি, ও তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। কারণ তিনি আমাদিগের ঈশ্বর, আমরা তাঁহার ক্ষেত্রের প্রজা, আমরা তাঁহার অঙ্গুলীসঙ্কেতে চলিবার মেষ, আমরা তাঁহারি হস্তের মেষ। অদ্যকার দিনে যদি তাঁহার স্বর শুনিতে চাও, তবে হৃদয়কে কঠিন রাখিও না।"

বিশ্বাসিগণ চিরদিনই ইহা অনুভব করিয়া থাকেন যে, মেষপালকের সঙ্গে মেষের যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসী আত্মারও সেই সম্বন্ধ। মেষগণের উপরে মেষপালকের কণ্ঠস্বরের এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে। যখন মেষদলের একটী এখানে, একটী ওখানে, ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে তখন মেষপালক একবার ডাকুক, চতুর্দ্দিকের কোলাহলের মধ্যে মেষপালকের কণ্ঠস্বর একবার জাগুক, সেই ছিন্ন ভিন্ন মেষদল অমনি একত্র হইবে, পালককে অন্বেষণ করিতে থাকিবে ও তাহার নিকটে আসিবে। যখন দলবদ্ধ হইয়া মেষপাল চলিয়াছে, তখন পালক একবার থামিতে বলুক অমনি সকলে

থামিল। মেষপালকের কণ্ঠস্বরের এই উন্মাদিনী শক্তি, আকর্ষিণী শক্তি অতি আশ্চর্য্য! যখন প্রকাণ্ড গর্ত্ত সম্মুখে রহিয়াছে, তখনও সেই কণ্ঠস্বরের অনুগত হইয়া একে একে মেষদল সেই গর্ত্তে পড়িয়া গেল; এমন কি অগ্রগামী মেষগুলিকে পড়িতে দেখিয়াও পশ্চাদাগত মেষগুলি ফিরিয়া চলিল না—সকলেই একে একে সেই গর্ত্তে পড়িল। কি শাসনের ক্ষমতা! বিশ্বাসী ব্যক্তির সঙ্গে প্রভু পরমেশ্বরের বাণীর ও এইরূপই যোগ। বিশ্বাসীরা ব্রহ্মবাণীর অনুগত হইয়া চলেন; ব্রহ্মবাণীতেই স্থিতি করেন; ব্রহ্মবাণীতেই প্রাণ ধারণ করেন, ব্রহ্মবাণী দ্বারাই উৎসাহিত হন, ব্রহ্মবাণী হইতেই পথ প্রাপ্ত হন ও সেই পথেই চলিয়া থাকেন। এই নির্ভর আমাদিগকে বিশেষ ভাবে পাইতে হইবে; আমাদিগকে বিশেষভাবে তাহার ক্ষেত্রের প্রজা হইতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ঈশ্বরের আবার বিশেষ মানুষ কি? এই সঙ্কীর্ণ ভাব কোথা হইতে আসিল?—তাঁহার উদার দয়া জগতের সকল প্রাণীর জন্য উন্মুক্ত বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে, যে ব্যক্তি তাঁহার কথার অনুগত হইয়া চলে, সে বিশেষ ভাবে অনুভব করে যে, "আমি তাঁহারি।" বিশ্বাসিগণ সকলে হৃদয় পরীক্ষা করুন—দেখুন হৃদয় বলে কিনা—"আমি তাঁহারি।" আমরা প্রভুর প্রিয়পুত্র, অন্য সকলে ত্যজ্য পুত্র এই অর্থে নয়; কিন্তু এই অর্থে যে, প্রভু আমাদিগকে এই দয়া করিয়াছেন যে, আমরা অনুভব করি তাঁহার জন্যই তাঁর প্রেমানলে জীবন দান করিব; আমরা তাঁহার ক্ষেত্রের প্রজা। হৃদয় কি এরূপ বলে? আমরা কি তাঁহার মেষ হইয়াছি? আমাদের কি সেই ব্যাকুলতা আছে যাহাতে প্রাণ পাগল করে? ব্রহ্মশক্তি কি আমাদের উপরে এমন কাজ করিতেছে যে, যখন সকলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিয়াছি, তখন সেই স্বর শুনিলে তৎক্ষণাৎ একত্র হই, ব্রহ্মবাণী জাগ্রত হইবামাত্র প্রাণ চমকিয়া উঠে?

অনেকে হয়তো বলিবেন—"কই সেই স্বর তো শুনি নাই।" *To day* if ye will hear. আজই যদি শুনিতে চাও—কাল নয়—এক বৎসর বসিয়া থাকার পর শুনিবে তা নয়, আজই যদি শুনিতে চাও, if ye *will* hear; যদি শুনিবার ইচ্ছা থাকে, harden not your heart, হৃদয়কে কঠিন রাখিও না। সে বাণী সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে; অনাহত ভেরীর ন্যায় সর্ব্বদা বাজিতেছে; হৃদয়কে কঠিন করিও না, এখনই শুনিতে পাইবে। সেই কঠিনতা কি, যাহাতে প্রভুর বাণী শুনিতে বাধা দেয়? প্রথম, স্বার্থপরতা; যদি কোন স্বার্থ অভিসন্ধি মনে থাকে, তবে সেই কঠিনতা হৃদয়ে ব্রহ্মবাণীর উদয় হইতে দেয় না। দ্বিতীয়, অহঙ্কার; মনে যদি গর্ব্ব থাকে, 'আমি বড়, আমি ধার্ম্মিক, আমি প্রেম পাইয়াছি'—তবে ব্রহ্মবাণী হৃদয়ে জাগে না। যেখানে অহঙ্কার, সেখানে ব্যাকুলতা নাই, যেখানে অহঙ্কার সেখানে সাধুভক্তি নাই, যেখানে অহঙ্কার সেখানে ক্ষুদ্র পাপী পৃথিবীর ধূলিতে মাথা লুটাইতে চায় না। তৃতীয়, অপ্রেম। প্রেমেতে হৃদয় সরস কর, তবে ব্রহ্মবাণী শুনিতে পাইবে। চতুর্থ, নিরাশা ও অবিশ্বাস। যখন ক্রমাগত প্রার্থনা করিতে করিতে চিত্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন নিরাশা আসে; তখন প্রার্থনার উপর, ধর্ম্মের উপর, বিশ্বাস চলিয়া যায়। পঞ্চম—অন্য কোন প্রকারের মলিন ভাব। এই সকল কঠিনতা চলিয়া যাউক, দেখি ব্রহ্মশক্তি জাগে কি না? ব্রহ্মবাণী, ব্রহ্মের স্বর কি জিনিস? ইহা কি শব্দ? কাণে শুনা যায় যে শব্দ সেরূপ শব্দ? তা নয়। ইহা ঈশ্বরের প্রেরণা। ব্রহ্মশক্তি আসিলে প্রাণে বিমল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া মানবাত্মাকে বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবার দিকে লইয়া যায়। 'বাণী' কথাটা একটা নামমাত্র। এই ব্রহ্মশক্তি যখন হৃদয়কে অধিকার করে, তখন বলা যায়—We are the people of his pasture, আমরা তাঁহার ক্ষেত্রের প্রজা।

৩রা মার্চ্চ। "তিনি নির্ঝরিণীর জলকে উৎসারিত করিয়া উপত্যকায় প্রেরণ করেন। সে জলরাশি পর্ব্বত সকলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। সেই জলধারা বনের প্রত্যেক পশুকে পানীয় জল দেয়। সেই জলধারার পার্শ্বে তরু সকল জন্মায়। তাহার শাখায় বন্য পক্ষী সকল কুলায় নির্ম্মাণ করে এবং সেখানে বসিয়া গান করে। প্রভু পরমেশ্বর আপনার গুপ্ত মন্দির হইতে বারিধারা পর্ব্বত কক্ষে প্রবাহিত করেন। হে প্রভো! তোমারি প্রদত্ত ফলে পৃথিবী তৃপ্ত হইতেছে। তিনি পশুদিগের জন্য ঘাস এবং মানবের ব্যবহারের জন্য নানাবিধ শাক উৎপন্ন করেন এবং তাঁহার সৃষ্ট সমুদয় প্রাণিগণ এই পৃথিবী হইতে খাদ্য প্রাপ্ত হয়"—Psalm CIV 10-14.

নদী সকল যে তাঁহারই আদেশে প্রবাহিত, এই ভাব যেমন পশ্চিম দেশে তেমন আমাদিগের দেশেও প্রাচীন ধর্ম্মসাধকদিগের মনে উদিত হইয়াছিল। এদেশের ঋষিগণ বলিয়াছেন, তাঁহারই শাসনে পশ্চিমবাহিনী ও পূর্ব্ববাহিনী নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে। কেবল কি বাহিরের নদী সকলই তাঁহার ইচ্ছায় প্রবাহিত? কেবল কি এই জড়জগতেই তাঁহার কৃপাতে নদী সকল ধাবিত হইতেছে? তাহা নয়। আধ্যাত্মিক ভাবেতেও এই কথা সত্য। নদী কি করে? বনের পশুদিগের তৃষ্ণা নিবারণ করে। নদীতীরে পক্ষী সকল বাসা করে ও সেখানে বসিয়া গান করে। নদী হইতে এই পৃথিবীতে সভ্যতা আসিয়াছে। মানবজাতির ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে ও পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই, মহানগর সমূহ নদী সকলের গতি অনুসারে স্থাপিত হইয়াছে। সেই সকল নগর ক্রমে সভ্যতায়, বাণিজ্যে, শিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছে। নদী সকল কালক্রমে দেশে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া ভাবুক সাধুরা ঈশ্বরের করুণাকে, ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাবকে নদীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ব্রহ্মশক্তি যখন আবির্ভূত হয় ও লীলা করিতে থাকে, তখন এই নদী যেমন জড়জগতে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটন করে, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। যে জীবন বিশ্বাসী, যে জীবন ব্রহ্মশক্তিতে সঞ্জীবিত, তাহাকে জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষ যেমন সর্ব্বদা সতেজ,

সর্ব্বদা প্রসন্ন, তেমনি ব্রহ্মশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত যে জীবন তাহা সর্ব্বদা সতেজ। ব্রহ্মশক্তি যাঁহাদের মধ্যে ক্রীড়া করে, যে স্থানে বাস করে, যে স্থানে প্রবাহিত হয়, সে স্থান উর্ব্বরা। ব্রহ্মশক্তি যে দেশে প্রবাহিত হয়, সে দেশ উর্ব্বরা। ব্রহ্মশক্তি যে মণ্ডলীতে, যে দলে, যে পরিবারে জীবন্তভাবে প্রবাহিত, সেখানে জীবন সতেজ, সেখানে কাজ সতেজ, সেখানে ভাব সতেজ। সেখানে পাতা কখনও শুকায় না। সেখানে কখনও মরুভূমি হয় না। বনচর পশুরা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যেমন নদীকূলেই গমন করে, তেমনি পৃথিবীর তৃষ্ণার্ত্ত পাপী সেই ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাবে যে মণ্ডলী সঞ্জীবিত থাকে; তার পার্শ্বে তাহার নিকটে গমন করে; প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে তাঁহারাই জীবিত। যেমন নদী পার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের শাখায় বনচর পক্ষিগণ বাসা করে, তেমনি ব্রহ্মশক্তিতে সঞ্জীবিত যে প্রাণ তাহা পবিত্র ভাব, মহৎ ভাব, সুকোমল ভাব সকলের বাসস্থান হয়। এই ব্রহ্মশক্তি যে মণ্ডলীতে প্রবাহিত থাকে সেই মণ্ডলীই জীবিত। অন্য সকল আয়োজন থাকুক না কেন, সেই ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ না থাকিলে তাহা মরুভূমি। যদি অন্য সকল থাকে, নিত্য উপাসনা থাকে, আলোচনা, পাঠ, ব্যাখ্যা সকলি থাকে, কিন্তু ব্রহ্মশক্তি না থাকে, তবে সে স্থানে জীবন আসে না। জীবিত, সতেজ বৃক্ষের যে শোভা তাহা সে স্থান ধারণ করে না। যে দেশের জমীতে লবণাংশ নাই, সে দেশে যদি নারিকেল গাছ উৎপন্ন করিতে যাও, তুমি ভূমিতে যতই সার দাও না কেন, যতই জল সিঞ্চন কর না কেন, কিছুতেই সেই গাছ সতেজ হইবে না। তেমনি অন্য দশ রকম আয়োজন থাকিয়াও যদি সেই লবণ স্বরূপ, জীবন স্বরূপ ব্রহ্মশক্তি সেখানে না থাকে, তবে সমুদয় বৃথা। ধর্ম্মজীবনের চারা সেখানে সতেজ হয় না, যে জমীতে, যে প্রাণে, যে মণ্ডলীতে পৃথিবীর তাপিত পাপী তৃপ্ত হইতে আসিবে না, সে মণ্ডলীতে পবিত্র ও সুন্দর ভাব সকল ক্রীড়া করিবে না। এজন্য সাধনমণ্ডলীর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সেই ব্রহ্মশক্তি যাহাতে এই মণ্ডলী মধ্যে প্রবাহিত হয়। এখানে বসিয়া নিয়ম পূর্ব্বক প্রত্যহ উপাসনা, পাঠ, আলোচনা করিতে পারি, নানা সৎপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতে পারি; কিন্তু সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, এখানে ব্রহ্মশক্তি যেন স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে। এই সকল নিয়ম যে পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহা নয়। আমাদের শিক্ষার জন্য এই সকল নিয়ম প্রয়োজন। কিন্তু ব্রহ্মশক্তিকে অবরুদ্ধ করিলে, ঈশ্বরের করুণার পথ অবরুদ্ধ করিলে এ মণ্ডলীতে জীবন থাকিবে না।

তবে কিসে সেই শক্তি অবতীর্ণ হয়? ব্রহ্মশক্তির অবরোধ কিসে নিবারণ হয়? (১) অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা। আমাদের দেখিতে হইবে যে সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে অকপট চিত্তে আমরা তাঁহার সেবা করিতে প্রস্তুত কি না। সম্পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার করুণা চাহিতেছি কি না। (২) দেখিতে হইবে যে, তিনি ভিন্ন অন্য কিছুর উপর নির্ভর রহিয়াছে কি না। (৩) আমরা পরস্পরের সঙ্গে এক হৃদয় হইতে পারিতেছি কি না। যদি এই তিনটী থাকে তবে ব্রহ্মশক্তির অবরোধ দূর হয়। আমাদের কি দুর্ব্বলতা নাই। দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে; কিন্তু অকপটচিত্ত যদি থাকে, যদি কোন রকম নিজের সুখ না চাই, যদি সমগ্র হৃদয় দিয়া সেই প্রভু পরমেশ্বরকেই চাহি, যদি তাঁহারি বিশ্বাসী-দলে পড়িয়া থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে চাহি, তবেই ভগবানের কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হইবে। যদি তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর থাকে, যদি অন্ধকারে ও আলোকে, আশায় ও নিরাশায় তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতে পারি, তবেই তাঁহার করুণা আমাদের উপর বর্ষিত হইবে। যদি পরস্পরের মধ্যে প্রেম থাকে, যদি সকলে এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করি, তবেই তাঁহার করুণায় পথের অবরোধ কাটিয়া যাইবে, তবেই তাঁহার করুণা আমাদের উপর বর্ষিত হইবে। আমাদিগকে তখন বুদ্ধি করিয়া নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না। যে কাজ করিতে যাইব তাহাই পবিত্র হইবে; আমাদের জীবন পবিত্র হইবে। আর সকল আয়োজন ইহার নিকট নিকৃষ্ট। ব্রহ্ম-কৃপার স্রোত, ব্রহ্মশক্তির প্রবাহই সকল আয়োজনের শ্রেষ্ঠ আয়োজন।

সঙ্গত সভার গত বর্ষের কার্য্যবিবরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৮। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের নেতাদিগের জীবনে উপনিষদের গভীর জ্ঞান ও ভাগবতের গভীর ভক্তির সামঞ্জস্য হইয়াছিল; তাঁহারা এই জ্ঞান ও ভক্তি আপনা-পন জীবনে লাভ করিয়া সাধন ভজন সম্বন্ধীয় অতি গভীর গ্রন্থ সমূহ লিখিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা চৈতন্য দাক্ষিণাত্য বাসী সাধু বৈষ্ণব রামানন্দ রায়ের নিকট ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা সেই পুস্তক অবলম্বন করিয়া সেই স্থানটী পাঠান্তে যে আলোচনা করিয়াছিলাম তাহার সার মর্ম্ম এই;—

প্রথমে যাহার যে আশ্রম সে সেই আশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

তাহার পর যাহা কিছু করিবে, ভগবানে অর্পণ করিয়া করিবে।

তাহার পর বর্ণাশ্রম, প্রচলিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিবে।

তাহার পর নানা প্রকার জ্ঞান আলোচনা করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি স্থাপন করিবে।

তাহার পর জ্ঞানশূন্য ভক্তি সার "অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন অতএব তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত—"এইরূপ ভাব না হইয়া তাঁহাতে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া ভক্তি করিতে হইবে।

তাহার পর ভগবানে প্রেম সংস্থাপন করিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিবে।

তাহার পর ভগবানকে প্রভু ভাবিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহার দাস ভাবে তাঁহার সেবা করাই ধর্ম্ম।

তাহার পর ভগবানকে সখাভাবে ভালবাসিয়া তাঁহার পূজা

করিতে হইবে, তাহার পর ভগবানকে সন্তানভাবে প্রেম করিয়া তাঁহার সেবা করা। তাহার পর কান্ত-প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেম অর্থাৎ ভগবানকে স্বামী ভাবিয়া তাঁহার আরাধনা ও তাঁহার সেবা করা শ্রেষ্ঠ প্রেমের লক্ষণ।

তাহার পর পতি-প্রেম যখন গাঢ় হইয়া গাঢ়তম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে মনোভাব বা রাধাভাব বলে। বৈষ্ণবেরা এই প্রেমের গাঢ়াবস্থাকে রাধিকা নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঈশ্বরকে কৃষ্ণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রতি গভীর পিপাসায় ভক্ত-হৃদয় যখন ঐরূপ ঘন-প্রেমে তাঁহার সহিত যুক্ত হয়, সেই অবস্থাকে রাধাকৃষ্ণের যুগলভাব বলে এবং তাহাই রাসলীলা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক গভীর জ্ঞান ও গভীর প্রেম না হইলে ঈশ্বরের সহিত এইরূপ মিলন সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মসমাজ এখনও এইরূপ প্রেম হইতে বহুদূরে রহিয়াছেন। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের নাম গ্রহণ না করুন কিন্তু এই গভীর জ্ঞান প্রেমের আদর্শ বৈষ্ণবদিগের নিকট হইতে আমাদের অবশ্য গ্রহণীয়, নচেৎ গভীর ধর্ম্ম লাভ ও ধর্ম্মপিপাসু আত্মাদিগের ঈশ্বর-তৃষ্ণা মিটিবে না। আমরা উহা বিশুদ্ধভাবে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব।

এইরূপ ভাবে অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা হইয়াছিল, বিস্তৃত হইবে বলিয়া তাহার আর উল্লেখ করা গেল না।

মহান্ পরমেশ্বরের কৃপায় বর্ত্তমান বর্ষে সঙ্গত সভা কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

১ম, সঙ্গত সভার জনৈক শ্রদ্ধেয় উৎসাহী সভ্য দ্বারা প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সমাজ মন্দিরে দৈনিক উপাসনা হইয়াছে। এই উপাসনায় প্রত্যহ ৪।৫ জন নিয়মিত রূপে উপস্থিত হইতেন ও সময়ে সময়ে সংখ্যা অধিক হইত, অধিকাংশ দিন ২।১টী মহিলাও উপাসনায় যোগ দিয়াছেন।

২য়, আর একজন সভ্যের উপর কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মপরিবারগণের তত্ত্বাবধান করার ভার ছিল, কিন্তু তিনি অনবকাশ প্রযুক্ত নিয়মিতরূপে উক্ত কার্য্য করিতে পারেন নাই, তবে অধিকাংশ দিন তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন।

৩য়, আর একজন সভ্যের উপর বালকবালিকাদের দেখা শুনার ভার ছিল, তিনিও কতক পরিমাণে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

৪র্থ, সঙ্গত সভার কার্য্যাদির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দজনক আর একটী কার্য্যে ভগবানের বিশেষ করুণা প্রকাশ পাইতেছে। তাহা এই যে, গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও সঙ্গত সভার কয়েকজন সভ্য ২৯শে অগ্রহায়ণ হইতে সমস্ত পৌষ মাস কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মদিগের কেবল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগের নহে—আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগেরও বাড়ী বাড়ী ভোর সংকীর্ত্তন ও উপাসনা করতঃ ভগবানের নাম প্রচার করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রণালীতে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিনে কোন এক রাস্তায় একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত, সেই স্থানে ভোরে ৫টার সময় সকলে একত্র হইতেন, পরে তথা হইতে রাস্তায় কীর্ত্তন করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়া উপসনা করিতেন। কীর্ত্তন প্রায় ৫॥টা হইতে ৬॥টা ও উপাসনা ৬॥টা হইতে ৭টা ৭॥টার সময় শেষ হইত। সচরাচর ৫।৬ জনে কীর্ত্তন করিতেন। কোন কোন পল্লীতে বালক, যুবা ও বৃদ্ধ ৪০।৫০ জন এইরূপ কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন। অধিক আনন্দের বিষয় এই, হিন্দু এবং মুসলমানেরাও ইহার সহিত যোগ দিয়াছেন এবং একজন হিন্দু বন্ধুর বাটীতে উপাসনা কার্য্যও সম্পন্ন হইয়াছে। সংকীর্ত্তনটী এই :—

ভোর-সংকীর্ত্তন।

ও ভাই শুন রে শ্রবণ পেতে ব্রহ্মনাম শুন।
কি ধন লইয়ে বল ভবপারে যাবে, ধন জন বৈভব সকলি পড়িয়ে রবে
ব্রহ্মনামৈব কেবলং, সদা শ্রবণ মঙ্গলং, পথের সম্বল নাম,
(জীবনের সম্বল নাম) (মরণের সম্বল নাম) অক্ষয় অমূল্য রতন।১

সারা নিশি যিনি জেগে বুকে বুকে রেখে,
নিদ্রাগত প্রাণিগণে পালিলেন পরম সুখে,
সুপ্রভাতে তিনি এসে ফিরিছেন ডেকে ডেকে ;
ডাক শুনে পাখিগণে আনন্দে গান ধরিল,
তরুণ অরুণ আসি হাসিয়া উদয় হ'ল,
(আর) থেকো না বধির হয়ে, ডাক্ শুনে জাগ সবে,
(এস) সবে মিলে করি আজি দয়াল নাম সংকীর্ত্তন।২

স্বর্গেতে যে নাম দেবগণের মুখে ছিল,
পাপী তরাইতে সে নাম ধরাতে আইল,
বাখানিতে নামের গুণ সাধ্য কার আছে বল ;
নামের গুণে অন্ধজনে দিব্য চক্ষু পাইল,
নামের গুণে মহাপাপী (জগাই মাধাই) উদ্ধার হইয়ে গেল,
(নামে)পঙ্গুতে গিরি লঙ্ঘয়,মরা মানুষ বেঁচে যায়,অসম্ভব সম্ভব হয়,
অসাধ্য হয় রে সাধন।৩

জীবন্মুক্ত হয় ভক্ত ব্রহ্ম নাম সাধনে,
যতনের ধন এ নাম রাখ হৃদে যতনে,
মগন হওরে সদা ব্রহ্মনাম ধ্যায়ানে ;
ভক্তিতন্ত্রে গলাধি পর দয়াল নামের কণ্ঠহার,
'নামাঞ্জন চক্ষে দিয়ে দেখ নামময় ত্রিসংসার ;
ঘুচিবে হৃদয় ভার, আনন্দ পাবে অপার,
নামানন্দ-রসে মাতি সফল কর জীবন।৪

এক্ষণে কৃপাময় পরমেশ্বরের নিকট এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন এই সঙ্গত সভার প্রাণ হইয়া, এই সভার পরিচালক হইয়া ইহার সভ্যগণকে আগামী বৎসর হইতে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়া তাঁহার সেবাতে অধিকতররূপে নিযুক্ত করেন। এই সভা বন্ধুগণের আশীর্ব্বাদ ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন। আপনারা সকলে প্রার্থনা করুন যেন এই সভার সভ্যগণ ধর্ম্মভাবে আপনাদের জীবন গঠন করিতে পারেন ও প্রাণ মন দিয়া ভগবানের সেবা করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

ব্রাহ্মসমাজ।

হৃদয় পরিবর্ত্তন—বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা নববিধান সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি একজন গোঁড়া নববিধানী ছিলেন। এমন কি শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যখন প্রচারোপলক্ষে ঢাকা নগরীতে গমন করেন, তখন চণ্ডী বাবু শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিতে যাইবেন কি না অর্থাৎ শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনা কর্ত্তব্য কি না ইত্যাদি বিষয় অনেক চিন্তা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শুনিতে যাওয়া স্থির হইলে পর চণ্ডী বাবু এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী (অবশ্য নববিধান বিরোধী) কোনও কথা শুনিয়া যেন তিনি ব্যথিত না হন। চণ্ডী বাবু বিশ্বাস করিতেন, যত ভক্ত সাধু লোক সকলেই নববিধান সমাজে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোক কেবল তর্ক যুক্তি, আলোচনা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, ভগবানের অপার করুণায় তাঁহার এই সাম্প্রদায়িকভাব দূরীভূত হইয়াছে। তিনি সাধনাশ্রমের বিশেষ উপাসনায় স্বীয় দুর্ব্বলতা এবং সাধারণ সমাজের প্রতি বিরূপ ভাবের কথা স্মরণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি এখন বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছেন।

বিবাহ—আমাদের প্রচারক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা ভট্টাচার্য্যের সহিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সরকারের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র বিপত্নীক বয়স ৩১ বৎসর, পাত্রীর বয়স ২৫ বৎসর। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ২৭শে ফাল্গুন ব্রাহ্মমন্দিরে উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ ৩ আইন মতে রেজেষ্টরী হইয়াছে। পরমেশ্বর নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ব্রাহ্ম-সাধনাশ্রম—সাধনাশ্রম ১০৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ২১০।৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন হাউসে গিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দুই বৎসরের জন্য মিসন হাউস আশ্রমের কর্ত্তৃত্বাধীনে দিয়াছেন। এই বাড়ীর ভাড়া অন্যান্য ভাড়াটের নিকট ৬০৲ টাকা আদায় হইত। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধনাশ্রমের জন্য ৩৫৲ টাকা ভাড়ায় দিয়াছেন।

১২ই মাঘ আশ্রমের সাহায্যার্থ যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে শেণ্টারের এক বৎসরের বাড়ী ভাড়া ৪০০৲ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। নূতন সাধন-কুটীর (টিন বাঙ্গলা) নির্ম্মাণের ব্যয় বাবত কার্য্যনির্ব্বাহকসভা যে ঋণ করিয়াছেন, ঐ ঋণের টাকা কতক পরিশোধ করিবার জন্য শেল্‌টারের তত্ত্বাবধায়ক আশ্রম বাড়ী ভাড়া দিবেন।

স্বতঃপ্রবৃত্ত দান, পুস্তক বিক্রয়ের আয় এবং ভিক্ষাদ্বারা আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আপাততঃ বাড়ী ভাড়া টাকা কমাইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্যরূপ আর্থিক সাহায্য করিবেন না।

১৬ই পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত ভ্রাতৃ-সমিতির নিয়মাবলীর ৫ম নিয়ম অনুসারে ৩ই বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া সেবা-কমিটি গঠিত হইয়াছে; শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রকাশ দেব এবং বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী। ইঁহারা মণ্ডলীভুক্ত ব্যক্তিগণের কার্য্যের ব্যবস্থা, প্রচারার্থীগণের শিক্ষা প্রণালী ইত্যাদি স্থির করিবেন।

সাধনাশ্রমে প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় সমবেত উপাসনা আরম্ভ হয়। সোম, বুধ ও শুক্রবার—ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা; সময়—অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৪॥ ঘটিকা; ব্যাখ্যাতা—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

বুধবার—দায়ূদের স্তোত্রাবলীর ব্যাখ্যা। সময়—অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা; ব্যাখ্যাতা—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত।

শুক্রবার—ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা। সময়—অপরাহ্ণ ৭॥ ঘটিকা হইতে ৯॥ ঘটিকা। বক্তা—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার—হিন্দি শিক্ষা। সময়—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪টা। শিক্ষক—ভাই প্রকাশ দেব।

সংগীত বিদ্যালয়—প্রতি রবিবার, মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ব্রহ্মমন্দিরের গ্যালারিতে অপরাহ্ণ ৫টার সময় সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা আশা করি, ব্রাহ্ম-গায়কগণ এই শিক্ষার সুবিধা পরিত্যাগ করিবেন না।

প্রচার—ভাই প্রকাশ দেব ও ভাই সুন্দর সিং বিডন পার্ক ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রতি সপ্তাহে বক্তৃতা ও সঙ্গীতাদি দ্বারা প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আকৃষ্ট হইয়া বাসাতেও আসিয়া থাকেন। গত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বিডন পার্কে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

নামকরণ—বাবু ক্ষেত্রনাথ নন্দী লিখিয়াছেন,—বিগত ৪ঠা ফাল্গুন মঙ্গলবার আমাদের মোনাই চা-বাগান ব্রাহ্মসমাজে নবদীক্ষিত ভ্রাতা বুড়াই গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পুত্রের নাম সুবোধচন্দ্র রাখা হইয়াছে। এই তাঁহাদের প্রথম অনুষ্ঠান। মোনাই বাগানের ম্যানেজার বাবু মতিলাল হালদার উপাসনা কার্য্য করেন। বালকের মাতামহ ও পিতামহীগণ সম্পূর্ণ বিরোধী থাকা সত্ত্বেও আনন্দের সহিত এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন।

ত্রিষষ্টিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে বোম্বে প্রার্থনা সমাজের শ্রীযুক্ত এন, জি, চন্দ্রা বার্কার "রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার ধর্ম্মমত" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের প্রবর্ত্তক নবভারতের প্রথম পুরুষ মহাত্মা রামমোহন রায়ের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যতই আলোচনা হইবে, ততই দেশের মঙ্গল হইবে। দুঃখের বিষয় ভারতবাসী এখনও এই অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন নাই।

উৎকল ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব উপলক্ষে ২১শে হইতে ২৬শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কয়েক দিন উৎসব হইয়াছিল।

২১শে আদিশাখা সমাজ ও উৎকল ব্রাহ্মসমাজের মিলিত উপাসনায় বাবু বিশ্বনাথ রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

২২শে প্রাতে মন্দিরে বাবু মধুসূদন রাও আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে বাবু অম্বিকাচরণ সেনের তত্ত্বাবধানে মহিলাগণের উৎসব হইয়াছিল। মধুসূদন বাবু উপাসনা করেন। "স্ত্রীজাতির মহত্ত্ব" বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। উপাসনান্তে অম্বিকা বাবুর গৃহিণী সকলকে সমাদরে প্রীতি-ভোজন করাইয়াছিলেন। অপরাহ্ণে বালকবালিকা সম্মিলন উপলক্ষে অনেকগুলি বালকবালিকা সমবেত হইয়াছিল। বাবু বিশ্বনাথ কর প্রার্থনা করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। তৎপরে মধু বাবু সমবেত বালকমণ্ডলীকে সংক্ষেপে উপদেশ দেন। তাহার পর বালকগণ জলযোগ করিয়া চলিয়া যায়। সন্ধ্যার সময় বাবু গিরিশচন্দ্র গুপ্ত উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

২৩শে—প্রাতে বাবু মধুসূদন রাও উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন, মধ্যাহ্নে চিন্তা ও ধ্যান। অপরাহ্ণে আলোচনা ও পাঠ। সন্ধ্যার সময়ে বাবু অম্বিকাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ২৪শে সন্ধ্যার সময় উপাসনা ও প্রার্থনা। ২৫শে সন্ধ্যার সময় উড়িষ্যাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার প্রণালী নির্দ্ধারণার্থ আলোচনা হয়। ২৬শে সন্ধ্যার সময়ে উপাসনায় বাবু মধুসূদন রাও আচার্য্যের কার্য্য করেন। "প্রকৃত শান্তি" বিষয়ে উপদেশ দেন।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক লিখিয়াছেন করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। উৎসবে আমরা আশাতীত ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

গত ২৯শে মাঘ কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় প্রচারক বাবু শশিভূষণ বসু এবং সাধনাশ্রমের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু হরিমোহন ঘোষাল এখানে আগমন করেন। ঐ দিবস রাত্রে উৎসবের উদ্বোধন হয়। শশী বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনা ও উপদেশ এমন হৃদয় স্পর্শী হইয়াছিল যে, সমস্ত উপাসকমণ্ডলীর প্রাণ উৎসব সম্ভোগের জন্য বিশেষভাবে ব্যাকুল হইয়াছিল।

১লা ফাল্গুন শনিবার সকালে হরিমোহন বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। সায়ংকালে এখানকার বেণী হলে, প্রথমতঃ শশী বাবু একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। "বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান এবং ইংরাজী শিক্ষা এদেশের লোকের প্রাণে এমন এক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, যাহাতে প্রাচীন ধর্ম্ম বিশ্বাস আর তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না; সুতরাং দর্শন বিজ্ঞান সম্মত মুক্তিপ্রদ বর্ত্তমান যুগের উপযোগী এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতীত আর দেশের মঙ্গল নাই। বক্তা সংক্ষেপে অতি সরল ভাবে, ইহা বুঝাইয়াছিলেন। তৎপর হরিমোহন বাবু উচ্ছ্বাসের সহিত—"সত্যম্, জ্ঞানমনন্তম্" স্বরূপগুলি ব্যাখ্যা করেন। এবং এই মুক্তিপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্ম যে নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি মানবের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি লাভের উপায় তাহা অতি পরিষ্কার করিয়া বলেন।

২রা ফাল্গুন রবিবার—সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব। সকালে এবং রাত্রিকালে শশী বাবু উপাসনা করেন। উপাসনায় সকলেই বিশেষ উপকৃত এবং পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অপরাহ্ণে হরিমোহন বাবু বাইবেলের একটি স্থান পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন। তৎপর আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনার পর, দরিদ্রদিগকে কাপড় এবং পয়সা বিতরণ করা হইয়াছিল।

৩রা ফাল্গুন সোমবার অভয়ানন্দ বাবুর বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা হয়, অভয়ানন্দ বাবু স্বয়ং উপাসনার কার্য্য করেন।

৪ঠা ফাল্গুন সায়ংকালে বেণীহলে শশীবাবু "মানব জীবনের উন্নতি" বিষয়ে সুললিত ভাষায় অতি সারগর্ভ সুদীর্ঘ একটি বক্তৃতা করেন। "এ জগৎ উন্নতির দিকেই ছুটীয়া চলিয়াছে; কি জড় জগতে কি প্রাণী জগতে সর্ব্বত্রই ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। উন্নতিই মানব জীবনের লক্ষ্য। প্রথমতঃ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন কর', দ্বিতীয়তঃ সত্যানুসরণ কর', তৃতীয়তঃ জগৎকে প্রীতিকরা এবং সেবা পরায়ণ হওয়া, চতুর্থতঃ ঈশ্বরানুরাগী হইয়া জীবনকে ঈশ্বরের ভাবে পূর্ণ করা, ইহাতেই মানব জীবনের উন্নতি" বক্তৃতায় এ বিষয়টি অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছিলেন। জজকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু ভুবন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর তিনি বলেন—"কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টীয়ান, কি ব্রাহ্ম, কি মুসলমান, সকলের পক্ষেই এই বক্তৃতা অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে সন্দেহ নাই, আমার বোধ হয় এ বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই উপকৃত হইয়াছেন। স্কুলের ছাত্রেরা সকলে যদি এখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতেন।"

৫ই ফাল্গুন বুধবার—পাহাড়ীপুর সমাজের উৎসব। সকালে হরিমোহন বাবু উপাসনা করেন। তাঁহার উপাসনা এবং উপদেশ অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রাত্রে শশী বাবু উপাসনা করেন। তাঁহার জ্বলন্ত উপাসনা এবং প্রাণস্পর্শী উপদেশে উপাসকদিগের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল।

৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রে বেণীহলে হরিমোহন বাবু "জগাই মাধাই উদ্ধার" বিষয়ে কথকতা করেন। বক্তৃতা স্থলে এত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন, যে অনেকে স্থানাভাবে বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। হরিমোহন বাবু প্রথমতঃ সুরযোগে ঈশ্বর বন্দনা করিয়া একটী সংগীত করেন। তৎপর কখনো সঙ্গীতে, কখনো বা সুরযোগে, কখনো বা বক্তৃতা

দ্বারা বিষয়টী বর্ণন করেন। চৈতন্য এবং নিত্যানন্দের কথোপকথনচ্ছলে, হরির "সৎ" "চিৎ" "আনন্দ" স্বরূপের ব্যাখ্যা, সংসারের অসারত্তা, ধর্ম্মের উদারত্তা, জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা, প্রেমের এবং হরিনামের মাহাত্ম্য ইত্যাদি ধর্ম্মের অনেক সারকথা অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছিলেন। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের মহাপ্রেম, এবং সেই প্রেমে মহাপাষণ্ড জগাই মাধাইর পাপজীবনের অতি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন শ্রোতাদিগের হৃদয় এরূপ ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল, যে অনেকে ভাবে বিভোর হইয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিয়া ছিলেন, এবং কথকতা সমাপ্ত হইলে পর শ্রোতাদিগের মধ্যে সকলেই কৃতজ্ঞ অন্তরে হরিমোহন বাবুর নিকট বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লোকের আগ্রহ দেখিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকে এই প্রণালীটীকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের একটি উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৭ই ফাল্গুন শুক্রবার—সকালে শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধু দুর্গানারায়ণ বাবুর মাতাঠাকুরাণীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা হয়। শশীবাবু উপাসনার কার্য্য করেন। দুর্গানারায়ণ বাবু, সাধনমণ্ডলীতে ১৲ টাকা, দাসাশ্রমে ১৲টাকা, মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা, খাসিয়া মিশন ফণ্ডে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বৈকালে নগর সংকীর্ত্তন হয়। শশীবাবু সাধারণ ভাবে একটী বক্তৃতা করেন।

৮ই ফাল্গুন শনিবার—সায়ংকালে "ব্রাহ্মদিগের অভাব কি? এবং সেই অভাব মোচনের উপায় কি?" তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে শশীবাবু একটী বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? তাহার উৎপত্তিস্থান কোথায়? বর্ত্তমান সময় অনেক ব্রাহ্মের মতের দৃঢ়তার অভাব কেন হইল? কিরূপে অভাব পূরণ হইতে পারে?—উপাসনা, জ্ঞান আলোচনা, ব্রাহ্মমহিলাদিগের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য, ইত্যাদি বিষয়গুলি শশীবাবু বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

৯ই ফাল্গুন রবিবার—সকালে, ব্রাহ্মগণ পরম রমণীয় দৃশ্য গোপগিরিতে গমন করেন। তথায় বিশেষভাবে উপাসনা হয়। শশীবাবু উপাসনার কার্য্য করেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবু মহাশয় প্রথম এই স্থানে উপাসনা করেন। সেই অতীতকথা স্মরণ করিয়া উপাসক মণ্ডলীর মধ্য হইতে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু অভয়াচরণ বসু মহাশয় কৃতজ্ঞ অন্তরে রাজনারায়ণ বাবুর আত্মার জন্য অতি প্রাণস্পর্শী একটী প্রার্থনা করেন। রাত্রে সমাজ মন্দিরে উপাসনা হয়, শশীবাবু উপাসনার কার্য্য করেন।

১০ই ফাল্গুন সোমবার—দুর্গানারায়ণ বাবুর বাড়ীতে স্থানীয় ব্রাহ্মগণ আহূত হন। এখানকার প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কি কি কার্য্য করিলে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা হইয়াছিল।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের ত্রিষষ্টিতম মাঘোৎসবের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ।

৮ই মাঘ, ২০এ জানুয়ারী শুক্রবার—প্রত্যূষ ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত নগরে উষাকীর্ত্তন হয়। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় নদীতীরে শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসন্ন রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস মহাশয় প্রকাশ্যবক্তৃতা করেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা হয়, বাবু কালীমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

৯ই মাঘ, ২১এ জানুয়ারী শনিবার—প্রাতে বাবু আনন্দমোহন দত্ত মহাশয়ের ভবনে উপাসনা হয়, বাবু কালীমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "পরম সুন্দর পরমেশ্বরকে হৃদয়ে রাখিতে পারিলেই শরীর, মন ও আত্মা এই তিনই সুন্দর হইয়া থাকে" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় মন্দিরে বন্ধু-সভার উৎসব হয়।

১০ই মাঘ, ২২এ জানুয়ারী রবিবার—প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়, বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং "তীর্থযাত্রীরা যেরূপ হাতে হাত বাঁধিয়া এক প্রাণ হইয়া উপাস্য দেবতার নাম করিতে করিতে দলে দলে তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, আমাদিগকেও সেই ভাবে এক প্রাণ হইয়া পরম দয়ালের নাম করিতে করিতে তাঁহার উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইবে" এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় মন্দিরে উপাসনা হয়, বাবু সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "এই শুভ মুহূর্ত্তে জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত কৃপা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যেকে প্রাণ উৎসর্গ কর" এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন।

১১ই মাঘ, ২৩এ জানুয়ারী সোমবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টার সময় মন্দিরে উপাসনা হয়। বাবু কালীমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "পরমেশ্বর আমাদিগকে মায়ের মা হইয়া ভালবাসিতেছেন, আমরা যেন তাঁহাকে ত্যাগ না করি" এই মর্ম্মে উপদেশ দেন। মধ্যাহ্নে বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। ২টার পর হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, বাবু দ্বিজদাস দত্ত এবং বাবু সত্যানন্দ দাস হিন্দুশাস্ত্র ও বাইবেল হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যা ৬টার পরে উপাসনা হয়। বাবু কালীমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "ঈশ্বরের অনন্ত করুণা" এই বিষয়ে উপদেশ দেন।

১২ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী রবিবার—প্রাতে মন্দিরে সঙ্গীত সংকীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "দীনও ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হয়, এবারের উৎসব একথা প্রমাণ করিতেছে" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসবে শ্রীমতী বসন্তকুমারী দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বালকবালিকাদিগের উৎসব হয়। বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। বালক বালিকারা সঙ্গীত এবং মধুর ইংরাজী ও

বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি করে। বাবু দ্বিজদাস দত্ত এবং বাবু কালীমোহন দাস নানাবিধ নীতিপূর্ণ ও আমোদজনক গল্প বলেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় মন্দিরে বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "ধর্ম্ম-জীবনের প্রমাণ কি?" এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৩ই মাঘ, ২৫এ জানুয়ারী বুধবার—অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় চকবাজারে বাবু অন্নদাচরণ সেন, বাবু বরদাপ্রসন্ন রায় এবং বাবু কালীমোহন দাস প্রকাশ্যবক্তৃতা করেন। সন্ধ্যা ৬টার সময় মন্দিরে বাবু দ্বিজদাস দত্ত From Darkness to light. বিষয়ে ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন।

১৪ই মাঘ, ২৬এ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ছাত্রসমাজের উৎসবে বাবু সত্যানন্দ দাস বি, এ, "মহর্ষি ঈশা" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১৫ই মাঘ, ২৭এ জানুয়ারী শুক্রবার—আজ "সুহৃদ্-সম্মিলন" এবং উৎসবের শেষ দিন। সন্ধ্যার পর মন্দিরে উপাসনা হয়, বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনার কার্য্য করেন; এবং "দৌলত-খার বন্যায় অনেক লোক নিজ নিজ মূল্যবান্ দ্রব্যজাত, কেহবা স্রোতের সঙ্গে জীবন ছাড়িয়া দিয়াই জীবন পাইয়াছিল। এই উৎসবের বন্যাতেও আমাদিগকে সেইভাবে অনেক প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন।" উপদেশ প্রদানকালে কলিকাতার ১২ই মাঘের উৎসবের বিবরণ যুক্ত কোন বন্ধুর চিঠিও পাঠ করেন। ইহার পরে বাবু মনোমোহন দাস ২০৲ বাবু ললিতমোহন বসু ৫৲ বাবু শশাঙ্কমোহন দাস ৫৲ (নগদ) বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ২০৲ এবং বাবু রাজকুমার ঘোষ গায়ের আলোয়ান, (ইহারা সকলেই বরিশাল ব্রহ্মমন্দির ও কলিকাতার সাধনমণ্ডলীর জন্য) দান করেন। ইহার পরে প্রায় ২৫০ জন লোক একত্রে মহানন্দে প্রীতি ভোজন করেন।

এবারের উৎসবে ভগবানের এক আশ্চর্য্য করুণা প্রকাশ পাইয়াছিল। এমন মধুর উৎসব অল্পদিনের মধ্যে শেষ হওয়ায় অনেকের প্রাণে কষ্ট রহিয়াছে।

কাওরাইদ মাঘোৎসব।—কাওয়াইদ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সীমাস্থিত একটী স্থান। কয়েক বৎসর হইতে এখানে একটা রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে। এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে, কি ইহার চতুর্দ্দিকস্থ নিকটবর্ত্তী ঐরূপ স্থানে, শিক্ষিত ভদ্রলোক এক রকম নাই বলিতেও হয়। এস্থান শ্রদ্ধাস্পদ, শ্রীযুক্ত কালী নারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের জমিদারীর অন্তর্গত। এখানে তাঁহার একটী কাছারী আছে। এই কাছারীতে গুপ্ত মহাশয় ১২৭৩ সনের ২১শে চৈত্র একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মোপাসনার মন্দির স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসরই মাঘোৎসব উপলক্ষে, স্বীয় প্রজাও বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া, তাঁহার স্ব-রচিত সরল ও মধুর সংকীর্ত্তনাদি করিয়া উপাসনা করেন।

যিনি কাওরাইদের উৎসব দেখিয়াছেন, তিনি জানেন এখানে কিরূপভাবে ভগবানের নাম প্রচার হইতেছে; তিনিই দেখিয়াছেন এখানে রাজার সহিত প্রজার কিরূপ সম্বন্ধ। এবং সর ব্রহ্ম কৃপায় যেরূপ ভাবে মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

১০ই মাঘ উৎসবের উদ্বোধন হয়।

১১ই মাঘ—মদ্য মাঘোৎসব। সকাল বেলা হইতে চতুর্দ্দিকস্থ দর্শক ও উপাসকগণ সমবেত হইতে লাগিলেন। এসময় ৪।৫ মাইল দূরবর্ত্তী একটী গ্রাম হইতে এক দল লোক নিসান উড়াইয়া সুমিষ্ট একটি ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করিতে করিতে উপস্থিত হয়। কিয়ৎকাল পরে অপর এক দল লোকও সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়া সমবেত হইল। দুই দলেই কীর্ত্তন হইতে লাগিল। গুপ্ত মহাশয় সংকীর্ত্তনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভাবে গদগদ হইতে ছিলেন, তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রু পতিত হইতে ছিল, এই অবস্থায় দাঁড়াইয়া উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কতিপয় উপাসকের প্রাণ ভগবানের অপার করুণার কথা ভাবিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। গুপ্ত মহাশয় উপাসনান্তে ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল সত্য সকল সমবেত লোক মণ্ডলীর নিকট প্রকাশ করেন, বৃদ্ধ গুপ্ত মহাশয়ের তেজবীর্য্য ও জ্বলন্ত ব্রহ্মানুরাগ সকলকে স্তম্ভিত করিল। পরব্রহ্মের কৃপা সম্ভোগ করিয়া সকলে ধন্য হইলেন।

সন্ধ্যার পর পুনরায় উপাসনা আরম্ভ হয়। গুপ্ত মহাশয়ই আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনাতে রাজা রামমোহন রায়কে স্মরণ ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। তৎপর উপাসক মণ্ডলীর কেহ কেহ প্রার্থনা করেন। সমস্ত রজনী ব্যাপিয়াই প্রার্থনা ও গুপ্ত মহাশয়ের রচিত সঙ্গীতাদি হইয়াছিল।

১২ই মাঘ উপাসনান্তে কীর্ত্তনাদি হয়।

১৪ই মাঘ উপাসনা আলোচনা ও সঙ্গীতাদি হইয়াছিল।

১৪ই মাঘ কাওরাইদ হইতে অল্প দূরে একটী জঙ্গলাবৃত স্থানের মধ্যে তাবু খাটাইয়া উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হয়। এই জঙ্গলে দুই দিন ক্রমাগত উৎসব হয়।

১৬ই মাঘ কাওরাইদস্থ জঙ্গলের মধ্যে তাবু খাটাইয়া উপাসনা হয়।

১৭ই মাঘ উৎসবের শেষ দিন কাওরাইদের কাছারিতে উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হয়। এই রূপে এখানকার উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

এখানে যাহারা উৎসবে প্রাণের সহিত যোগদেন, তাঁহাদিগের অনেককে সামাজিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়। কিন্তু পতিতপাবন পরব্রহ্ম কাহাকেও ছাড়িবার নহেন; সকলকেই উৎসব ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করেন। তাঁহার ইচ্ছা জয় যুক্ত হউক। তিনি নিজগুণে কৃপা করিয়া তাঁহার মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মনাম জগতে প্রচার করুন এই প্রার্থনা।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগাদী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর ১৪ ধারাপ্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতানুসারে এবং প্রচার কমিটির অনুরোধ ক্রমে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আগামী বৈশাখ মাসে (১৩০০ সালে) শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীগুরুচরণ মহালানবিস
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তত্ত্ব কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২৩শ সংখ্যা
১৫ ভাগ।

১লা চৈত্র সোমবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

তপস্যা।

আছে বহ্নি বিনিদ্রিত দারু-দেহ মাঝে,
আছে মগ্ন কঠিন প্রস্তরে;
প্রচ্ছন্ন অনল নাহি লাগে কোনো কাজে,
দারু মাত্র দেখে চরাচরে।

যে দিন অরণ্য মাঝে সেই দারু-দ্বয়
সম্মিলিত মহা-সংঘর্ষণে;
সে দিন নিদ্রিত বহ্নি গুপ্ত নাহি রয়,
নৃত্য করি ধায় সে কাননে।

প্রচণ্ড সে দাবানল, রসনা বিস্তারি
দশদিক গ্রাসিয়া ছুটিল;
প্রদীপ্ত আলোক রাশি চৌদিকে প্রসারি
রজনীর আঁধার টুটিল।

তেমনি যে আত্ম-শক্তি আছে ঘুমাইয়া
হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে,
লাগুক তপস্যা তাহে, উঠিবে জাগিয়া
নব-শক্তি জাগিবে অন্তরে।

তেমনি সে আত্ম-শক্তি স্ফুলিঙ্গের মত
জাগে যদি নির্জ্জন হৃদয়ে,
অনুকূল বায়ুযোগে প্রসারি নিয়ত
দশদিকে পড়ে ছড়াইয়ে।

প্রণতি।

(কুমারী হেমলতার বিবাহোপলক্ষে পঠিত।)

একোহি বিশ্বস্য স্বকস্য গোপ্তা,
একো নরানাং সুখ-মোক্ষ-দাতা,
একো ভবাব্ধৌ তরণিস্তমেব,
ত্বৎপাদপদ্মে প্রণতোস্মি দেব।
ত্বমেব শান্তেঃ পরমং নিধানং;
ত্বমেব সংসার-ভয়েষু বন্ধুঃ;
ত্বমেব জীবস্য গতিঃ শরণ্য-
ত্বৎপাদ-পদ্মে প্রণতোস্মি দেব।

হে দেব! তুমি একাকী এই চরাচর বিশ্বের রক্ষাকর্ত্তা, একা তুমি মানবকুলের সুখ মোক্ষ বিধাতা, একা তুমি ভব-সাগরের তরণি, তোমার পাদপদ্মে প্রণত হই। তুমিই শান্তির পরমাশ্রয়, তুমিই সংসারে ভয়রাশির মধ্যে বন্ধু, তুমিই জীবের গতি ও শরণ্য, তোমার পাদ-পদ্মে প্রণত হই।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সাধনাশ্রম বা ব্রাহ্ম-ওয়ার্কারদিগের শেল্‌টার— যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্রাহ্ম-সাধনাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্ম সাধারণের বিদিত আছে। এক বৎসর ধরিয়া শেল্‌টারের উদ্দেশ্য বিবিধ প্রকারে ব্রাহ্মবন্ধুগণের গোচর করা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের প্রদত্ত সাহায্যে এক বৎসর কাল শেল্‌টারের কার্য্য চলিয়া আসিয়াছে। এক্ষণে শেল্‌টার সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নির্ম্মিত প্রচার গৃহে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এতদর্থ প্রচার গৃহের ভাড়া কমাইয়া ৩৫ টাকা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদিগের সহিত আর্থিক সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত; অপরাপর সকল বিষয়ে শেল্‌টার পূর্ব্বে যে ভাবে চলিত, এখনও সেইভাবে চলিবে। পূর্ব্বে ৪০ টাকা বাড়ীভাড়া দিতে হইত, এক্ষণে ৩৫ টাকা ভাড়া দিতে হইবে এইমাত্র প্রভেদ। এখনও পুস্তকাদি বিক্রয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত দান ও ভিক্ষার দ্বারা শেল্‌টারের ব্যয় চলিবে। এই সাধনাশ্রম ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সাধনের একটী ক্ষেত্র হইবার জন্য প্রতিষ্ঠিত। এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনার্থিগণ বাস করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ জনগণের সেবাতে মনোনিবেশ করিবেন। বিশ্বাস, বৈরাগ্য সেবা এখানকার সাধকদলের মূল মন্ত্র স্বরূপ হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম্ম যতদিন একদল অনুরাগী সাধকের জীবনে সাধিত না হইবে, ততদিন ইহার প্রকৃত শক্তি জাগিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম করিয়া জগতে ঘুরিয়া বেড়াইলে কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না; ইহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও প্রকৃত শক্তি কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সাধনের দ্বারা সেই শক্তি ব্যক্তিগত জীবনে যতই ঘনীভূত

হইবে, ততই ইহার প্রভাব জগতে ব্যাপ্ত হইবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেহ যেন মনে না করেন, এই আশ্রমের সাধকগণ কেবল উপাসনাদিতেই নিযুক্ত থাকিবেন এবং কর্ম্মের প্রতি উদাসীন ও অলস হইবেন। এ সম্বন্ধে আমাদের ভাব কি তাহা গতবারের তত্ত্বকৌমুদীতে কিয়ৎপরিমাণে ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা বলি,—"তোমরা ঈশ্বর-চরণে বস, তিনি তোমাদিগকে সেবার পথ প্রদর্শন করিবেন।" ব্রাহ্মের সকল কর্ম্মের উৎপত্তি জাগ্রত বিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব হইতে। এখানকার সাধকগণ যতই ব্রহ্ম-শক্তির আশ্রয় পাইবেন, ততই তাঁহারা অগ্নির ন্যায় হইয়া চারিদিকের কার্য্যক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িবেন। কিন্তু লোকে বৃক্ষের চারা পুতিয়াই যেমন তাহার ফলভোগ করিবার আশা করে না, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কালের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ আশ্রমের ফল দেখিবার জন্যও কালের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। সকল প্রকার শুভ অনুষ্ঠানের ফলই বিলম্বে ফলে, বিশেষতঃ ধর্ম্ম সাধনের ফল। ইহাতে যেরূপ ধৈর্য্য একাগ্রতা ও অবিচলিত নিষ্ঠার প্রয়োজন, এরূপ আর অল্প বিষয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্রমে যাঁহারা যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছেন যে, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের হৃদয়ের অগ্নি যেন নির্ব্বাণ হইয়া আসিতেছে; তাঁহাদের প্রতিজ্ঞার বন্ধন যেন শিথিল হইতেছে; নানাপ্রকার ঘটনার স্রোত যেন তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে লক্ষ্য সিদ্ধি হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই, যখনি তাঁহাদের ত্রুটী ও দুর্ব্বলতা চক্ষে পড়িতেছে, তখনি তাঁহারা প্রতিজ্ঞা ও প্রার্থনার রজ্জু দৃঢ় করিয়া বাঁধিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কত প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। এই সকল বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে ধর্ম্মসাধন করিয়া সিদ্ধি লাভ করা বহুকাল সাপেক্ষ। ব্রাহ্মবন্ধুগণ আশ্রমের উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের সহায় হউন। অর্থের দ্বারা, সামর্থ্যের দ্বারা ও সর্ব্বোপরি সরল প্রার্থনা দ্বারা সহায় হউন।

জীবন্ত ধর্ম্মই শান্তির ধর্ম্ম—পণ্ডিতেরা ধর্ম্মের পথকে শাণিত ক্ষুর-ধারের ন্যায় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এক মুহূর্ত্তের অনবধানতাতে ঘোর বিপত্তি ঘটিতে পারে। অনেক সাধক বলিয়াছেন যে, এ জীবনে আমাদিগকে অতন্দ্রিত হইয়া বাস করিতে হইবে, পাছে কখন কোনও বিপদ ঘটে। এই সকল সাধকের উক্তি বিষয়ে চিন্তা করিলে বোধ হয়, তাঁহাদের বিচারে জীবন যেন দড়ি-বাজির ন্যায়। বাজিকর যখন দড়ির উপর দিয়া গতায়াত করে, তখন তাহার কি প্রকার অবস্থা? বাহিরে দেখিতে সে যেন অনায়াসে গতায়াত করিতেছে, যেন তাহার মন বিপদ ভয়ে কিছুমাত্র ভীত হইতেছে না। কিন্তু ফলে তাহা নহে, নিরন্তর সে ব্যক্তির চিত্ত শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন; তাহার দেহ যদি রেখামাত্র স্বীয় ভার-মধ্য হইতে বিচলিত হয়, অমনি তাহা প্রবল বেগে ধরা পৃষ্ঠে পতিত হইবে, এবং হয় ত অস্থি সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এই আশঙ্কাতে তাহার চিত্ত সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে; এবং তাহার অদ্ভুত ক্রিয়ার দর্শকবৃন্দের যতই সুখ হউক না কেন, এ ব্যাপার যতক্ষণ চলে ততক্ষণ তাহার নিজের মনে সুখ থাকে না। মানব জীবনটা কি সেইরূপ দড়ি-বাজির ব্যাপার? আমরা কি পাপ-ভয়ে ভীত হইয়াই জন্মটা কাটাইব। পলাতক খুনে আসামী যেমন পুলিসের ভয়ে কোন স্থানেই লুকাইয়া সুখ পায় না, কোনও কাজ অসংকোচে করিতে পারে না, কোনও সুখ নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে পারে না, সর্ব্বদাই ভয় হয়, পাছে পুলিসে দেখিতে পায়, চিনিতে পারে, ধরিয়া ফেলে, সে যেখানেই যায় পুলিসের উদ্যত হস্ত যেন সর্ব্বদা দেখিতে পায়, আমাদের জীবন কি সেইরূপ? স্বর্গ রাজ্যের সুধা যখন আস্বাদন করিতেছি, তখন অর্দ্ধেক প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া রহিয়াছে, কি জানি কখন পাপ প্রলোভনে পতিত হইতে হয়। যে কুক্কুর নিরন্তর বালকদিগের ইষ্টকের যাতনা সহ্য করিয়া আসিতেছে, তাহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া এক মুষ্টি অন্ন দিলেও যেমন সে নির্ভয়ে তাহা আহার করিতে পারে না, আমাদেরও দশা কি সেইরূপ? ঈশ্বর যখন আদর করিয়া সাধু মণ্ডলীতে বসিয়া প্রেমসুধা পান করিবার জন্য আমাদিগকে ডাকেন, তখন "হারাই হারাই সদা ভয় হয়।" এরূপ ভয়ভীত চিত্তে ধর্ম্মকে কতদিন সেবা করিব? সংগ্রামটা কি চিরদিনই থাকিবে? দড়ি-বাজীর ব্যাপারটা কি চিরজীবনই চলিবে? তবে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিলাম কি জন্য? ধর্ম্ম কি পাপ-ভয় হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না? এরূপ ধর্ম্মে প্রয়োজন কি? ঈশ্বর পিতা ও কল্যাণ-বিধাতা একথা যদি সত্য হয়, তবে তিনি কি অভয় ধামে সন্তানকে আশ্রয় দেন না? এই সকল প্রশ্ন নিবিষ্টচিত্তে আমাদের প্রতিজনকেই বিচার করিতে হইবে।

ব্রহ্মশক্তির দ্বারা মানব হৃদয়ের পাপ প্রবৃত্তি পরাজিত হয় এবং মানবাত্মা অভয় প্রাপ্ত হয় ইহা কল্পনা নহে। আমরা সেই জীবনপ্রদ শক্তির সংস্পর্শ লাভ করিব, অথচ সেই শক্তিতে আমাদের জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিবে না, ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? আমরা সত্য স্বরূপের চরণে উপনীত হইব তিনি আমাদিগকে অভয় বাণী শুনাইবেন না, ইহা কি যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হয়! পাপ প্রলোভনকে যিনি জয় করিতে পারেন নাই, তাহাকে বুঝিতে হইবে যে, সত্য ও জীবন্ত ধর্ম্ম সে এখনও প্রাপ্ত হয় নাই। জীবন্ত ধর্ম্ম পাপ পরাজয় করিবেই করিবে, শান্তি আনিয়া দিবেই দিবে।

শক্তির উৎস—আমরা সকলেই চাই, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রবল ভাবে চলুক; ব্রাহ্মগণ বিশ্বাস, বৈরাগ্য এবং সেবার বলে বলী হইয়া নানাপ্রকার শুভানুষ্ঠান-ক্ষেত্রে অবতরণ করুন; ব্রাহ্মসমাজের শক্তির বলে দেশের রীতি, নীতি, রুচি ও চিন্তা পরিবর্ত্তিত হউক। কিন্তু চিন্তা করিতে হইবে, যে শক্তির দ্বারা এই সকল সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবে, সে শক্তির উৎস কোথায়? বৈরাগ্য আসুক, পবিত্রতা বাড়ুক, বলিলেই কি তাহা বাড়িয়া থাকে? নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেই কি লোকের স্বার্থনাশের ভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, যে রসে ধর্ম্ম জীবনের এই সকল ফুল ফলকে সজীব রাখিবে, সে রসের মূল কোথায়? গভীর বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে যে সাধুতা বা সদনুষ্ঠানের মূল নিহিত আছে, আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি না। সামান্য লৌকিক উত্তেজনাতে কোন ও ভাববিশেষ দুই দিন

রাজত্ব করিতে পারে, কোন ও সদনুষ্ঠান দুই দিন চলিতে পারে। কিন্তু তাহা সেচন করা জলের ন্যায় কালে শুকাইয়া যাইবেই যাইবে। সত্যস্বরূপকে প্রগাঢ় বিশ্বাসে সত্য বলিয়া ধরিয়া তাঁহার চরণে বসিয়া, তাঁহার জীবন্ত শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহারই প্ররোচনার অধীন হইয়া মানুষ যাহাতে হস্তার্পণ করে, তাহাই জগতে অতি উপাদেয় সুমিষ্ট ফল উৎপাদন করে এবং তাহা দ্বারা উপকর্ত্তা ও উপকৃত উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয়। এই জন্য গভীর ধর্ম্ম সাধনকে সর্ব্বদাই সকল প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মের উৎস স্বরূপ রাখিতে হইবে। কিন্তু জগতের অসার চীৎকারে ও স্থূলদর্শী মানুষের পরামর্শে আমাদিগকে সর্ব্বদাই লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দেয়। সাধন ক্ষেত্রে সেই জীবনপ্রদ শক্তি লাভ করিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে বিষয় কোলাহলে বধির প্রায় করিয়া সংসারের হাটে বাজারে লইয়া যায়। স্বার্থনাশের অগ্নি জ্বলিবার পূর্ব্বেই আমরা স্বার্থনাশের কাজ করিতে বাধিত হই, নিজেদের পাপ পরাজিত হইবার পূর্ব্বেই অপরের পাপ পরাজয় করিবার চেষ্টাতে নিযুক্ত হই, সুতরাং মূল-বিহীন তরুর শোভার ন্যায় আমাদের কার্য্যের ও শোভা ত্বরায় শুকাইয়া যায়। বাহিরের প্রবলতা ত্বরায় দুর্ব্বলতাতে পরিণত হয়। ঈশ্বর করুন শক্তির প্রকৃত উৎসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ুক।

আশার বাণী—আশার বাণী শুনাইতে না পারিলে পাপ তাপ-তাপিত মানবকে কেহ আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। যেমন ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে পথিক সুদৃঢ় পাষাণ-নির্ম্মিত আশ্রয় ভবন প্রাপ্ত হইলে স্বভাবতঃই সেখানে যায়, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদল স্বভাবতঃই সাহসী, আশাবান, সেনাপতির পতাকার নিম্নেই দাঁড়াইতে ভালবাসে, সেইরূপ ধর্ম্মজীবনের সংগ্রামের মধ্যেও যিনি আমাদিগকে আশার কথা ও বিশ্বাসের কথা শুনাইতে পারেন, আমরা স্বভাবতঃই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হই। পৃথিবীর লোক ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপ বিষয়ে সন্দেহের দ্বারা আন্দোলিত; অনেকে তাঁহাকে অজ্ঞেয়-স্বরূপ জানিয়া নিরাশ অন্তরে ফিরিয়া আসিতেছে, ইহারই মধ্যে উপনিষদকার ঋষিগণ বলিতেছেন;—

"বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

অর্থ—আমি অন্ধকারের পরপারে আদিত্যবর্ণ এই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।" অতীতের সুবিস্তীর্ণ তমসাচ্ছন্ন ক্ষেত্র পার হইয়া এই গম্ভীর নিনাদ আমাদের কর্ণে আসিতেছে এবং কত দুর্ব্বল অন্তরে বল বিধান করিতেছে। "আমি জানিয়াছি" এ কথা শুনিলেও মনে কত আরাম হয়! সংশয়াকুলিত হৃদয় স্বভাবতঃই বলে,—চল যাই, ওই স্থানেই যাই, যেথান হইতে এই —"আমি জানিয়াছি" স্বর আসিতেছে। এইরূপে শাক্য সিংহ যখন ভারত-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া সুগম্ভীর নিনাদে বলিলেন —"আমার ধর্ম্ম এই আকাশের ন্যায় বিশাল ও উদার তাঁহাতে ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলেরই আশ্রয় স্থান আছে; তোমরা আমার নিকটে এস।" তখন সহস্র সহস্র পাপ-দগ্ধ ও অত্যাচার-পীড়িত নরনারী সে বাণী শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। সেইরূপ যীশু বলিলেন—"যে কেহ ভারাক্রান্ত ও পরিশ্রান্ত আছ আমার নিকটে এস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।" এই আশ্বাস-বচন কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ার পর আর পাপ তাপে তাপিত ব্যক্তিগণ সুস্থির থাকিতে পারিল না। আশা পাইয়া নিরাশ ব্যক্তিগণ সেইদিকে ধাবিত হইল। ব্রাহ্মদিগকেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা যদি জগতকে এই আশার বাণী শুনাইতে না পারেন, জগৎ তাঁহাদের কথাতে আকৃষ্ট হইবে না। ব্রাহ্ম যদি ভারতক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বলিতে পারেন, পাপে তাপিত যে যেখানে আছ, আমার নিকটে এস, আমি তোমাদিগকে পাপ রোগের মহৌষধ বলিয়া দিব; তাহা হইলে দলে দলে নরনারী তাঁহার দিকে ধাবিত হইবে। কিন্তু এরূপ আশার বাণী বলিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মকে দেখিতে হইবে যে, যে ঔষধ অপরকে দিতে যাইতেছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার পাপ-রোগের শান্তি হইয়াছে কি না? তুমি যদি ব্রহ্মনামে পাপকে পরাজয় না করিয়া থাক, তবে কোন সাহসে অপরকে আশার বাণী শুনাইবে?

ধর্ম্ম-প্রচার—বর্ত্তমান যুগের নানাপ্রকার শুভ ও অশুভ চিহ্নের মধ্যে মানবের ধর্ম্মপ্রচারের প্রবৃত্তি একটা প্রধান। প্রাচীনকালে যে ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন না, ধর্ম্মপ্রচার হইত না এমন নহে—কোন কোন সম্প্রদায়ে এই ভাবের প্রাবল্য, কোন সমাজে এই ভাবের দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হইত; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই ভাবের অতি প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকগণ ঘাটে, মাঠে, হাটে, দেবালয়ে, ধর্ম্মালয়ে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন, মানুষের মন হিন্দুধর্ম্মের দিকে টানিতেছেন। মুসলমানগণও স্কোয়ারে, পার্কে, মসজিদে মুসলমানধর্ম্মের মহিমা বর্ণনা করিয়া মানুষকে মুসলমান হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। খৃষ্টান পাদ্রিদের ত আর কথাই নাই। জেনারল বুথের দলে এই ভাবের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই বিষয়ে বিশেষ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ এই প্রকার হাটে, ঘাটে, মাঠে প্রচারের পক্ষপাতী; এইভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা বলিয়া বেড়াইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও বিস্তৃতি হইবে, এই কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন।

ব্রাহ্মসমাজে আর এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা এই প্রকার প্রচারের বিরোধী। এই প্রকার কেন—প্রচারের জন্য ব্যস্ততাটাকেই বড় ভাল চক্ষে দেখেন না।

ব্রাহ্মসমাজের এই বিষয়ে গুরুতর চিন্তার প্রয়োজন। জেনারেল বুথের অনুসরণ করিলে কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে? এই দুই প্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে না। যিনি স্বয়ং অসিদ্ধ তিনি অন্যকে সিদ্ধির পথে লইয়া যাইবার শক্তি কোথায় পাইবেন? খৃষ্টান হউন আর ব্রাহ্মই হউন, ধর্ম্ম নিজে জীবনে না পাইলে, যথার্থ বিশ্বাস প্রাণে না আসিলে, যিনি প্রচার করিতে যাইবেন, তিনি প্রচারের যথার্থ ভাব হইতে বহু দূরে অবস্থিত। অন্যকে স্বদলে আনিবার ভাব নানা কারণে হয়। (১) কেবল মাত্র দল বাড়াইবার

ভাব নিন্দনীয়। ঈশ্বর করুন ব্রাহ্মসমাজের প্রচার এইভাব হইতে বহুদূরে অবস্থিত থাকুক। (২) কোন মত প্রচার করা ইহাও নিন্দনীয়। ঈশ্বর এ ভাব হইতেও ব্রাহ্মসমাজকে দূরে রাখুন। (৩) শুনিয়াছি ধর্ম্ম প্রচার করিলে পুণ্য হয় অতএব লোকের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করা ভাল,এ ভাবে যে প্রচার তাহাও প্রশংসনীয় নহে (৪) ধর্ম্ম কথা বলিতে একটু ভাল লাগে, লোক আকৃষ্ট হয়, এইজন্য প্রচারও প্রচারের যথার্থ ভাব হইতে দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে অনেকের,হস্তে ধর্ম্মটা ব্যবসায়ের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে না হয় নিজের পরিত্রাণ, না হয় অন্যের কল্যাণ। অপরীক্ষিত ঔষধ, যেমন অন্যের জন্য ব্যবস্থাকরা পাপ; সেই প্রকার যে ধর্ম্ম আমার জীবনের কল্যাণ করিতে পারে নাই, যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস আমাকে পাপ ও শোকতাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারে নাই, তাহা লইয়া ব্যবসায় করা মহাপাপ। ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসায় করা, ক্রীড়া করার ন্যায় নিন্দনীয় কার্য্য আর নাই। স্বয়ং ঈশ্বর ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক প্রথমেই ঈশ্বরকে ও ধর্ম্মকে বিশ্বাস চক্ষে দেখ, তাঁহার করুণা স্বয়ং চাখিয়া দেখ, তারপর জগতের নিকট সে কথা বলিতে ব্যস্ত হইও। স্বয়ং অসিদ্ধ, অন্যকে ত্রাণ করিতে কি সমর্থ হয়? ঈশ্বর করুন আমরা তাঁহার করুণা চক্ষে দেখিয়া জগতের নিকটে সাক্ষী দিতে পারি।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ভগবান ভক্তকে রক্ষা করেন।

যাঁহারা ভগবানকে লাভ করিবার জন্য সংসারের সকল সুখ-কামনা পরিত্যাগ করেন, যাঁহারা ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহাকে ডাকেন এবং তাঁহার আহ্বান ধ্বনি শুনিবার জন্য যাঁহারা সংসারের সর্ব্বপ্রকার বিপদকে আলিঙ্গন করেন, প্রভু পরমেশ্বর কি সে সকল ভক্তদিগের ভার গ্রহণ করেন না? সংসারে দেখিতে পাই, কাহারও একটুকু উপকার করিলে দশগুণ প্রত্যুপকার পাই, একটু ভালবাসিলে কত প্রেম পাওয়া যায়, একটু সদ্ব্যবহার করিলে কত উপকার পাওয়া যায়। মানুষে মানুষেই যদি এরূপ ব্যবহার হয়, তবে অনন্ত প্রেম স্বরূপ পরমেশ্বরের নিকট অনন্ত গুণে অধিক আশা করা যাইতে পারে না কি? 'উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল নদীগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যদি কেহ তীরস্থ লোককে রক্ষা করিবার জন্য চীৎকার করে, তবে সে ব্যক্তি যেরূপেই হউক জল-নিমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে, আর যিনি ভব সাগরে —পাপ-হ্রদে পতিত হইয়া পরমেশ্বরের নিকট ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন, সে ব্যক্তির দুটী হস্ত ধরিয়া কি ভগবান উঠাইবেন না?

বাস্তবিক আমরা নিয়ত আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনে তাঁহার অনন্ত কৃপার হস্ত দেখিতেছি। একটী পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সরল প্রার্থনা করিলে দশটী পাপ হইতে তিনি পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। "যাহা চাই, তাহা পাই, কিছুরই অভাব নাই" ধর্ম্মরাজ্যে নিয়ত এ কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে। সাধু সঙ্গ, সাধনের সুবিধা এবং তত্ত্বজ্ঞানের আভাস তিনি নিয়ত প্রদান করিতেছেন। প্রার্থনার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। সরল প্রার্থনা করিয়া কেহ নিরাশ হইয়াছেন, এরূপ সাক্ষ্য কেহ দিতে পারেন না; আর সাধন পথে অগ্রসর হইবার সময় প্রতি পাদক্ষেপে পরমেশ্বর স্বয়ং সহায়তা করিতেছেন না, এ কথাও কেহ বলিতে পারেন না। তিনি সাধকদিগের পথে পরিচালক, রক্ষক এবং পরম সহায়। নতুবা কাহার সাধ্য ছিল যে, ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করে?

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধুগণই সাংসারিক লোকদিগের দ্বারা আক্রান্ত এবং নির্যাতিত হইয়াছেন। ব্রহ্ম-শক্তি তাঁহাদের সহায় না হইলে সাধ্য ছিল কি সংসারের নির্যাতন পদ-দলন করিয়া তাঁহারা স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হন?

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন;—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমংবহাম্যহম্॥

"অন্য কামনা হীন হইয়া আমাকে (অর্থাৎ পরমেশ্বরকে) চিন্তা করতঃ যাহারা উপাসনা করেন, আমি সর্ব্বপ্রকারে মৎ-পরায়ণ তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করি।" সাধক মাত্রেই নিজ নিজ জীবনে অতি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, যাঁহারা পরমেশ্বরের চরণ সার করেন, পরমেশ্বর তাঁহাদের সকল ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। এজন্যই ব্রাহ্ম সাধক সুললিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন, "নাথ কি ভয় ভাবনা তার, যে তোমার তুমি যার ঐ অভয় চরণ দিয়ে, প্রহরী হইয়ে, নিজে রক্ষা কর যারে নিরন্তর।" এই নির্ভরের অবস্থাতেই মহাত্মা দায়ুদ বলিয়াছেন, "আমি মেষ, প্রভু পরমেশ্বর আমার মেষপালক, আমার কিছুরই অভাব হইবে না। তিনি আমাকে সুশ্যামল, হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রে শয়ান করান, তিনি আমাকে প্রশান্ত সলিলপূর্ণ জলাশয়ের নিকট লইয়া যান,তিনি আমার রুগ্ন আত্মাকে রোগমুক্ত করিয়া থাকেন; তিনি তাঁহার নামেরই গুণে আমাকে মুক্তির পথে লইয়া যান; এমন কি আমাকে যদি মৃত্যুর অন্ধকার পূর্ণ উপত্যকা দিয়াও যাইতে হয়, তথাপি আমি ভয় করিনা, কারণ তুমি আমার সঙ্গেই আছ। তোমার শাসন দণ্ড ও চালনযষ্টি দেখিলেও আমার সুখ হয়। তুমি আমার বিপক্ষগণের সমক্ষে আমার জন্য সুখাদ্য সকল প্রস্তত করিয়াছ। তুমি আমার মস্তককে সুবাসিত তৈলে অভিষেক করিয়াছ। আমার জীবন-পাত্রে সুখ ধরিতেছে না। তোমার কৃপা ও মঙ্গলভাব যে চিরজীবন আমার সঙ্গে থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি চিরদিন প্রভু পরমেশ্বরের গৃহেই থাকিব।"

শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধে এ সম্বন্ধে অতি সুন্দর একটী গল্প আছে। অম্বরীষ রাজা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষির সহিত কোনও কারণে তাঁহার মতান্তর ঘটে। দুর্ব্বাসা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য চক্র নিক্ষেপ করেন। অম্বরীষের শরীর বিষ্ণু কর্ত্তৃক রক্ষিত, সুতরাং দুর্ব্বাসার নিক্ষিপ্ত চক্র ব্যর্থ হইল। কিন্তু অম্বরীষের শরীর হইতে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র বিনির্গত হইয়া দুর্ব্বাসার বিনাশ সাধনে উদ্যত হইল।

তখন দুর্ব্বাসা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—"তুমি তাঁহার (বিষ্ণুর) ভক্তের অপকার করিয়াছ, তোমাকে রক্ষা করা আমার সাধ্যাতীত।" তৎপর দুর্ব্বাসা মহাদেবের নিকট গেলেন, তিনিও মুক্ত করিতে অসমর্থ হইলেন। তখন তিনি বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুর চরণতলে পতিত হইলেন। বিষ্ণু কহিলেন—"হে দ্বিজ! আমি ভক্তাধীন, সুতরাং আমি একরূপ পরাধীন; ভক্তজন আমার প্রিয়; সাধু-ভক্তেরা আমার হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন। হে ব্রাহ্মণ! যাহাদিগের আমিই পরাগতি, সেই সমস্ত সাধু-ভক্তজন ব্যতীত আমি আপনার আত্মাকে এবং সম্পূর্ণ শ্রীকেও (লক্ষ্মীকে) স্পৃহা করি না'। ফলতঃ যে সকল ব্যক্তি, পুত্র, কলত্র, গৃহ, ধন, প্রাণ এবং ইহলোক ও পরলোক সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হন, আমি তাঁহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি? যেমন সাধ্বী স্ত্রী, সৎপতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ সমদর্শী সাধুগণ আমাতে হৃদয়-বন্ধন করিয়া আমাকে বশবর্ত্তী করেন। আমার সেবা দ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না,—সেবাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, কালনাশ্য (মরণশীল) অন্য বস্তু অভিলাষ করা ত পরের কথা! সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানে না, আমিও তাহাদের ব্যতীত কিছুই জানি না; অতএব হে বিপ্র! যাহা হইতে তোমার এই নাশ-শঙ্কা জন্মিয়াছে, তাহার নিকট যাও, বিলম্ব করিও না।"

এই উপন্যাস দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতকার এই উপদেশ দিতেছেন যে, ভগবান ভক্তের সম্পূর্ণ ভার নিজে বহন করেন। যিনি তাঁহার প্রতি নির্ভর করেন, তাঁহার সকল ভাবনা ভগবান ভাবিয়া থাকেন। এজন্যই সাধুগণ বিপদে, দুঃখে ক্লেশে স্থির থাকেন, পৃথিবীর কোনও আঘাতেই তাঁহাদের হৃদয় কম্পিত হয় না।

ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তি।

চক্ষুদ্বারা যেমন বাহ্য বস্তু দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বিশ্বাস নয়নে মানবাত্মা সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকে। ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ সর্ব্ব প্রথমে জগতে এই মহাসত্য প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম-দর্শন করাই সাধনার লক্ষ্য। ব্রহ্মদর্শনাকাঙ্ক্ষা এদেশীয় ঋষিগণের হৃদয়ে এত প্রবল ছিল যে, স্ত্রী পুত্র পরিবার-সকল পরিত্যাগ—সকল সুখ সম্পদ এবং সর্ব্ব প্রকার কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া তাঁহারা নিয়ত কেবল ধ্যান, নিদিধ্যাসন ও সমাধিতেই মগ্ন থাকিতেন। কোলাহলময় সংসারকে ব্রহ্মদর্শনের অন্তরায় ভাবিয়া তাঁহারা পর্ব্বতের নির্জ্জনশৃঙ্গে জীবন অতিবাহিত করিতেন।

বিদেশীয় সাধুগণের হৃদয়েও এই ব্রহ্মদর্শনের জন্য অত্যধিক ব্যাকুলতা দৃষ্ট হয়। রোম দেশের সাধু মার্ক্তিনিয়ানস্ অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এক পর্ব্বতের গহ্বরে গিয়া একাকী বাস করেন। তিনি সেই নির্জ্জন স্থানে নিবিষ্টচিত্তে ঈশ্বর-চিন্তায় সময়াতিপাত করিতেন। এইরূপে তিনি পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত করেন। মিশর দেশীয় সাধু জনের সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে যে,"চল্লিশ বৎসর বয়সে সাধু জন স্বকীয় প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ অনুভব করিয়া লোকালয়-সংশ্রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকোপলিস নগরের নিকটবর্ত্তী এক দুরারোহ শৈলোপরি প্রস্থান করেন। তথায় এক গুহা মধ্যে বাস করিয়া তিনি তপস্যাচরণে নিযুক্ত হন। "* * "যে গুহায় বাস করিয়া সাধু জন সাধন ভজন করিতেন, প্রস্তর খণ্ড সন্নিবেশ পূর্ব্বক তিনি সেই গুহা দ্বার নিতান্ত সংকীর্ণ করিয়াছিলেন। সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত তিনি কোন প্রকার আহার গ্রহণ করিতেন না; সূর্য্যাস্তের পরে অতি সামান্য ফল মূল মাত্র ভোজন করিতেন।"

মিশরের অন্যতম সাধু আন্তনি সম্বন্ধে এরূপ উক্ত আছে যে,—"তিনি তপস্বীদিগের সহবাসে আসিয়া পঞ্চদশ বৎসর ধর্ম্মসাধন করিয়াছিলেন, তদনন্তর আরও গভীর রূপে ব্রহ্মজ্ঞান-স্পৃহা তদীয় হৃদয়ে সমুদিত হয়। তদনুসারে সাধু আন্তনি সেই তপোবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী এক পতিত ভগ্ন অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় তিনি বিংশতি বৎসর কাল নির্জ্জনে বাস করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন।" এই রূপ সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণের মধ্যেই তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম-দর্শনের প্রয়াস দেখা যায়। এখন জিজ্ঞাস্য এই, ব্রহ্ম-দর্শন ব্যাপারটা কি?

এ প্রশ্নের যথাসাধ্য আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সাধুগণ কিরূপে ব্রহ্মদর্শন করিতেন, তাহা আলোচনা করা যাউক।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে নারদ বলিতেছেন,—"ঋষিদিগের নিকট শুনিয়াছিলাম, পরমাত্মা হৃদয়ে বাস করেন; এক্ষণে দেখিলাম চতুর্দ্দিক স্থির ও নিস্তব্ধ কোথাও জন মানবের সমাগম নাই; সুতরাং অবসর পাইয়া তাঁহাকেই বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভক্তি বিহ্বলচিত্তে ভগবানের চরণকমল চিন্তা করিতে করিতে উৎকণ্ঠা বশতঃ অশ্রু বারিতে আমার নয়ন-যুগল পরিপূর্ণ হইল। ইত্যবসরে ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু ধীরে ধীরে আসিয়া আমার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেন; আমি ও অনির্ব্বচনীয় সুখ ও পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া আপনাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক বলিয়া বোধ করিলাম না: কিন্তু সেই একান্তবাঞ্ছিত, সর্ব্বতাপহারী ভগবৎ রূপ নিমেষ পরেই তিরোহিত হইল। চিত্ত-চঞ্চল হইয়া পড়িল; আমি উৎকণ্ঠিতের ন্যায় সহসা গাত্রোত্থান করিলাম। মনঃ সংযোগ করিয়া পুনর্ব্বার সেই মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়! দৃষ্টি সত্ত্বেও পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন বাক্যমনের অগোচর ভগবান অতি গম্ভীর স্নিগ্ধ বাক্যে যেন সান্ত্বনা দিয়া কহিতে লাগিলেন" ইত্যাদি।

বহুদিন পূর্ব্বে হিন্দু কবিগণই যে শুধু যে এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন. তাহাও নহে। বর্ত্তমান যুগের সাধকেরাও নারদের ন্যায় প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

মহাত্মা কেশব চন্দ্র বলিয়াছেন "কাঠের ভিতরে, ফলের ভিতরে, ফুলের ভিতরে, চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যে, বায়ু অগ্নির

মধ্যে, জলের মধ্যে সার ব্রহ্ম বস্তুকে দেখিলাম।" * * "তাকাইলাম চারিদিকে; দেখিলাম প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বর বাস করিতেছেন। জলের ভিতরে ব্রহ্ম; পর্ব্বতের মধ্যে, পাহাড়ে ব্রহ্ম। জল দেখিলাম, স্পষ্ট ব্রহ্ম ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। ফুলের পাপড়ির মধ্যে ব্রহ্ম চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; ফুলে ফলে ব্রহ্মকে দেখিতে পাওয়া যায়। ঝোপের দিকে যাই তাকাইলাম গা কাঁপিয়া উঠিল। দেখিলাম, আমার দিকে ব্রহ্ম দেখিতেছেন, আমাকে ডাকিতেছেন নিকটে গেলাম; আবার বলিলেন, "আয় কাছে আয়।" খুব নিকটস্থ হইলাম; বলিলাম, ব্রহ্ম পাইয়াছি; যোগ হইল। যোগ কি? অন্তরাত্মার সঙ্গে এমনই সংযোগ যে, প্রতিবস্তু দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৎ সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের দর্শন লাভ।" মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ বলিয়াছেন, "ঐ যে সম্মুখস্থ দীপশিখা, ইহা অপেক্ষাও উজ্জ্বল রূপে ব্রহ্মকে দেখা যায়।"

বাস্তবিক ধর্ম্মজীবনে অল্পাধিক পরিমাণে অনেকেই ইহা অনুভব করিয়াছেন যে, যখনই সেই মহাসত্তার আবির্ভাব হয়, তখন জগতের যাবতীয় বস্তুতেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়। জগত সংসার ব্রহ্মময় হইয়া যায়। সকলের ভিতর হইতেই যেন তিনি দর্শন করিতেছেন। এ অবস্থাতেই সাধক প্রাণ-বিনাশে উদ্যত শত্রুকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া থাকে। ব্রহ্মের অনুপ্রকাশে জগৎ মধুময় হয়, তখন পাপ-বাসনা দূরে পলায়ন করে, শত্রুতা কুটিলতা চলিয়া যায়। তখন কেবল আনন্দ ও শান্তি। ইহাকে মানব-চিত্তে ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তি বলা যাইতে পারে।

কিন্তু চিত্তে ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তি সাধন-সাপেক্ষ। আমরা দিনের বেলায় সকলেই সূর্য্যালোকে কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকি। কাজ কর্ম্ম করিবার সময় সূর্য্যের অস্তিত্ব—আলোকের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া গভীর রূপে কার্য্যে নিমগ্ন হই। তদ্রূপ আমরা নিয়ত ব্রহ্মরসে সঞ্জীবিত থাকিয়াও সংসারের পাপ ও বিষয় মোহে অভিভূত থাকা প্রযুক্ত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি না। উপসনা-দ্বার দিয়াই তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়। যিনি সংসারকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়াছেন, তিনিই সত্য সূর্য্যকে দেখিতে পাইয়াছেন। সরলভাবে প্রার্থনা করিলে, তিনি স্বীয় বিশ্বময় সত্তা সাধকের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। নতুবা কেহই ধর্ম্ম সাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকিত না। তিনি দেখা দেন, তিনি প্রকাশিত হন। কাহাকেও নিরাশ করেন না। কিন্তু এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। ফলে, ফুলে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মকে দেখা যায়, তাঁহাকে কি শিশুর কোমল মুখে, জননীর স্নেহে, পত্নীর প্রেমে, প্রতিবাসীর অকৃত্রিম ভালবাসার মধ্যে দেখা যায় না? ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য বনে—নির্জ্জন গিরিগুহায় যাইবার প্রয়োজন কি? সভ্যতার—মানব-জ্ঞান বিকাশের প্রথম অবস্থায় সেরূপ আবশ্যক হইলেও হইতে পারে; কিন্তু আধ্যাত্মিকতার যতই উৎকর্ষ হইবে, ততই ভগবানকে পরিবারে—গৃহে—দৈনিক কার্য্যের ভিতরে দেখিয়া সাধক তৃপ্ত হইবেন। তখন সজনেই তিনি নির্জ্জনতার সুখ অনুভব করিবেন। জন কোলাহলের ভিতরে নির্জ্জনতা উপভোগ করা এবং জড় ও চৈতন্য একীভূত রূপে ব্রহ্মে অবস্থিত দেখাই ব্রাহ্মধর্ম্মের যোগ। ব্রাহ্মগণ এরূপ যোগই সাধন করিতেছেন, এবং এরূপেই ব্রাহ্ম সাধক ভগবানকে দর্শন করিয়া থাকেন। এ রাজ্যে কৃচ্ছ্র সাধন, বনগমন, বাক্‌রোধ, জটা ও গৈরিক ইত্যাদি ধারণের বিশেষ আবশ্যক হয় না। প্রয়োজন কেবল ভক্তি ও বিশ্বাসের।

ব্রাহ্মসমাজে পাপী থাকিবে কি না?

(প্রাপ্ত)

উপদেষ্টাগণের উপদেশ, শাস্ত্র সকলের শাসন, সাধু সজ্জনগণের সদ্দৃষ্টান্ত নিরন্তর মানব সমাজকে পুণ্য ও পবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। ধর্ম্ম সমাজের চালকগণ যথাশক্তি আপনাপন সমাজ সকলের নীতি ও নরনারীর চরিত্র যাহাতে উন্নত ও বিশুদ্ধ হয়, তন্নিমিত্ত অহর্নিশ যত্ন পরায়ণ রহিয়াছেন, মানবকে সৎপথে রাখিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টার বিরাম নাই। নিত্য নূতন নূতন উপায় সকল আবিষ্কৃত হইতেছে। নূতন নূতন প্রণালীতে মানব মনকে সৎপথে আনিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সকলেই বাস্ত কিরূপে আপনাপন সমাজ সকল নির্ম্মল থাকিবে। এমন সমাজের অস্তিত্ব অল্পই আছে, যাহারা প্রকাশ্য ভাবে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয় বা পাপ পরায়ণ হইবার জন্য উপদেশ দেয় ও উৎসাহিত করে। এমন সমাজের অস্তিত্ব থাকিলেও সে সমাজ জনসমাজে অতি নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহারা নগণ্য এবং হেয়। প্রধান প্রধান সমাজ সকলের চেষ্টা যত্ন অধ্যবসায় সমস্তই নরনারীর পবিত্রতারক্ষা ও নীতির উৎকর্ষ সাধনে নিরন্তর যত্নশীল। কিন্তু তথাপি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, মানবসমাজের পাপ ও দুর্নীতির পরিমাণ তুলনায় অধিক না হইলেও নিতান্ত কম নয়। মানব প্রাণের প্রতি পাপ দুর্নীতির কেমন এক প্রবল আকর্ষণ আছে, যে জন্য সকল চেষ্টা সকল আয়োজনই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। পাপের কি এক মোহিনী শক্তি আছে, মানুষ যেন তাহার নিকট মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়ে। মানব এই মনে করিতেছে এই যে উঠিলাম আর পাপের আকর্ষণে পড়িব না। আর প্রলোভনের মোহন স্বরে মুগ্ধ হইব না। কিন্তু হায় প্রতিজ্ঞা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। আবার আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, সেই দুরবস্থার মধ্যেই যাইয়া পড়িতে হয় এবং দুর্গতির একশেষ ভোগ করিতে হয়।

মানবের এই যে বিকৃতি ইহাই যেন প্রকৃতিরূপে পরিণত হইয়াছে। মানব সমাজের এই অবস্থার কথা ভাবিলে কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মসমাজ এই দৃষ্টান্তের বহির্ভূত হইবে? পাপহীন হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে ব্রাহ্মগণ বাস করিবে? আর ভবিষ্যতের কথাই বা কেন বলিতেছি, বর্ত্তমানেই কি ব্রাহ্মগণের সকলেই নিষ্পাপ। মন্দ আচরণের জন্য অনুতাপ করিতে হয় না, এমন সৌভাগ্যশালী কয়জন আছেন? এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক হওয়া প্রার্থনীয় এবং ব্রাহ্মসমাজ তাহারই জন্য প্রাণপণে যত্ন করিবেন ও করিতেছেন। কিন্তু এরূপ সৌভাগ্যশালী সকলে নহেন, ইহা বলাই সঙ্গত।

পাপের রাজত্ব চলিয়া গিয়া সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ পুণ্য রাজত্ব করুক ইহাই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সিদ্ধ করাই প্রয়োজন। কিন্তু এই লক্ষ্য ও প্রয়োজন কবে সুসিদ্ধ হইবে কে জানে।

ব্রাহ্মসমাজ—যাহার উদ্দেশ্য নরনারীকে পবিত্র করা এবং পরিত্রাণের পথে যাইতে সাহায্য করা, সে লক্ষ্য সম্যকরূপে সিদ্ধ হওয়া যদিও বহুদূরের কথা, তথাপি ইহার কি কিছুই বিশেষত্ব নাই। তাহা যদি না থাকে, তাহা হইলে ইহার জীবিত থাকিবার প্রয়োজনীয়তা কি? সেই বিশেষত্ব আছে বলিয়াই আশার সহিত ইহার পরিচর্য্যায় সকলের নিযুক্ত হওয়া উচিত। কি সেই বিশেষত্ব? যাহা অন্যত্র নাই।

সে বিশেষত্ব এই যে এখানে পাপ প্রশ্রয় পাইবে না। ঘটনাক্রমে বা প্রলোভনের প্রবল আকর্ষণে পড়িয়া হঠাৎ কোন পাপ করা, আর নিরন্তর কোন পাপের সহিত সখ্যতা রাখা, এই দুইটী ব্যাপারে অনেক প্রভেদ। একজন সরল ভাবে পবিত্রতার পথেই চলিতেছে, তাহার প্রাণগত চেষ্টা নিরন্তর পুণ্যের পথে বিচরণ করে, পুণ্য তাহার অন্নজল হয়। পুণ্যই তাহার স্বভাব হয়। কিন্তু সে দুর্ব্বলতায় পড়িয়া গেল। দুরন্ত প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে সে পরাস্ত হইল, পাপে লিপ্ত হইল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই আবার চেতনা লাভ করিল, আবার সংগ্রাম চলিল, পাপের পথ অতিক্রম করিতে—সেই আকর্ষণ অগ্রাহ্য করিতে, সৎপথে সদাচারী হইয়া থাকিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল। এরূপ সংগ্রাম করিতে করিতে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। এখানে যদিও তাহাকে নিষ্পাপ বলা যাইতে পারে না, কিন্তু পুণ্যের জন্য তাহার প্রাণের সরল ব্যাকুলতা ও একান্ত যত্নশীলতা তাহাকে অবশ্যই সকল বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবে। ক্রমে পুণ্য পদবীতে সংস্থাপিত করিবে ইহা নিশ্চয়। অপর ব্যক্তি যাহার পাপেই বাস, তাহার সহিতই সখ্যতা, পাপ হইতে রক্ষা পাইতে কোন চেষ্টা নাই, উঠিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা নাই, উদ্যম নাই, পাপের সহিত বন্ধুতা স্থাপনেই তাহার প্রবৃত্তি। এই দুই শ্রেণীর পাপীতে অনেক প্রভেদ। ব্রাহ্মসমাজ নিরন্তর এই করিবেন যেন তাঁহার আশ্রিত লোকদিগের পাপের সহিত সখ্যতা করিতে অভ্যাস না জন্মে। ইহার আশ্রিত জনগণ যেন পাপের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিতে সুবিধা না পায়। তাহা হইলেই কালে ইহার আশ্রিত নরনারী পুণ্যের পথে চির প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে।

পাপশূন্য লোকের সংখ্যা অতি বিরল। কিন্তু যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে পাপের সহিত সখ্যতা করিব না কিন্তু পুণ্যের সহবাসেই বাস করিব; তাহা হইলেই তাহার পক্ষে, পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত থাকিল। তাহার ভবিষ্যত আশাপ্রদ থাকিল। নামে কোন ধর্ম্মসমাজের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া, সেই সমাজের বাহিরের অনুষ্ঠান গুলি অবলম্বন করিয়া, সেই সমাজস্থ বলিয়া পরিচিত হইবার যে প্রবৃত্তি বা রীতি নরনারীর মধ্যে প্রবল রহিয়াছে, বাহিরে ধর্ম্মসমাজে বাস, অন্তরে পাপের সহিত অবস্থান, এই প্রকার প্রবৃত্তির আধিক্য যাহা সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মসমাজে সেরূপ লোক স্থান পাইবে না। যদি বা তাহার শরীরটা এখানে পড়িয়া থাকে, সে এই সমাজের একজন বলিয়া কখনই গণনীয় হইবে না। তাহার নাম হয় ত এই সমাজের খাতায় লিখিত থাকিবে, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার ঈদৃশ নীচ প্রকৃতির কথা জানিবেন, তাঁহারা জানিবেন সে ব্রাহ্ম সমাজের বাহিরের লোক। শুধু নিজেরা জানিবেন, তাহা নয় তাহাকেও বুঝিতে দিবেন যে তোমার শরীরটা এই সমাজে আছে বটে, কিন্তু তুমি ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছ। ব্রাহ্ম তাহার সহিত কখনই আপনার সমাজের অপর একজনের সহিত যেরূপ সসম্মানে ব্যবহার করেন তাহা করিবেন না। তাহার প্রতি স্নেহ ও প্রীতির অভাব হইবে না। ব্রাহ্ম তাহার মঙ্গল-কামনাহীনও হইবেন না। কিন্তু ধার্ম্মিকের সম্মান ধার্ম্মিকের পদ সে কখনই পাইবে না। অপরাপর সমাজে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, বলিয়াই সেই সকল সমাজের সাধুজনের সকল পরিশ্রম, সকল সদৃষ্টান্ত, উপদেষ্টার সকল সদুপদেশ ব্যর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। সে সকল উপদেশ জীবন-হীন সামর্থ্য-হীন বাক্যে পরিণত হয়। ধর্ম্মসমাজের নামের সার্থকতা চলিয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজ পাপের সহিত এই সখ্যতাকে সপ্রযত্নে দূর করিতে ব্যাকুল হইবেন। হঠাৎ কেহ যদি পড়িয়া যায়, তাহাকে তুলিয়া ধরিতে সকলের সহানুভূতি সূচক হস্ত নিয়ত এখানে প্রসারিত হইবে। তাহাকে পাপের পথ হইতে রক্ষা করিতে সকলের চেষ্টা নিরন্তর জাগ্রত থাকিবে। কিন্তু কোনক্রমে কাহাকে পাপের সহিত বন্ধুতা করিতে দেওয়া হইবে না। পাপের সহিত বন্ধুতা প্রয়াসী হইয়াও ব্রাহ্মসমাজে বাস করা যায়, এই সংস্কার যদি মনে একবার স্থান পায়, তবে আর রক্ষা নাই। এজন্য ইহার কার্য্য-ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি অতিশয় প্রখর থাকা আবশ্যক। যেন কোনরূপে পাপের প্রশ্রয় না হয়। পাপী ব্যক্তি এখানে থাকিতে পাইবে না, এমন ব্যবস্থা করিবার অধিকার কাহারও আছে কি না, এমন সাহসী কেহ আছেন কি না জানি না। কিন্তু পাপের সহিত সখ্যতা করিয়া থাকিতে পারিবে না, এরূপ ব্যবস্থা করিতে সকলেই সাহসী হইবেন। যদি তাহার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে আর বৃথা গণ্ডগোল করিয়া লোক জড় করিয়া কি প্রয়োজন? ধর্ম্মসমাজ ত কতই আছে, নরনারী সেখানে কি আর বাস করিতে পারে না। কোন মতে শরীরটাকে ধর্ম্মসমাজে রাখাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা সর্ব্বত্রই সম্ভব। কিন্তু নিষ্পাপ হইয়া পরিত্রাণের দিকে অগ্রসর হওয়াই ব্রাহ্মজীবনের লক্ষ্য। সে লক্ষ্য যদি সিদ্ধ না হয় নামে পরিচিত ব্রাহ্ম হইবার কি প্রয়োজন? ধর্ম্মসমাজেও থাকিব, পাপের সহিত সখ্যতাও করিব; এরূপ ভাবের নরনারী দ্বারা যে সমাজ পূর্ণ, এরূপ লোক লইয়া যে সমাজ গঠিত, তাহার সহিত ব্রাহ্মসমাজের কোন সম্পর্ক নাই; থাকা উচিত নয়। ব্রাহ্ম হইলেই বুঝিতে হইবে সে পাপের সহিত সখ্যতা পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যের সহিত সখ্যতা করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ সর্ব্বপ্রযত্নে ইহাই করিবেন। পাপী এখানে

থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু পাপের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, পাপের অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে বদ্ধ-পরিকর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্ম নিরন্তর এই চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবেন যেন পাপকে সংহার করিতে পারেন। তিনি পাপের সহিত চির সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিবেন এবং নিরন্তর তাহাকে পরাস্ত করিতে প্রয়াসী হইবেন।

ব্যাখ্যান-রত্নাবলী।

৬ই মার্চ্চ, ১৮৯৩।

"Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy presence; and take not Thy holy spirit from me. Restore unto me the joy of Thy Salvation; and uphold me with Thy free spirit. Then will I teach transgressors Thy way; and sinners shall be converted unto Thee."

—Ps. LI. 10-13.

অর্থ—"হে প্রভু আমার হৃদয়ে বিশুদ্ধতা উদ্দীপিত কর; তোমার শক্তি পুনরায় আমাকে দাও। তোমার পবিত্র সন্নিধান হইতে আমাকে দূরে ফেলিয়া দিও না। এবং তোমার পবিত্র শক্তির সহায়তা হইতে আমাকে বঞ্চিত রাখিও না। মুক্তির যে পরমানন্দ, তাহা আমাকে আবার দাও; এবং তোমার স্বাধীন শক্তি দ্বারা আমাকে তুলিয়া ধর। তাহা হইলে আমি পাপাচারীদিগকে তোমার পথ দেখাইতে পারিব; তাহারা তোমার নিকট আসিবে।"

ধর্ম্মজগতে ঈশ্বরের শক্তির সহায়তা লাভ করাই কঠিন। Right Spirit যাহাতে প্রকৃত ঈশ্বর-শক্তির আবির্ভাব হয় তাহা পাওয়া অতীব কঠিন। যাঁহারা নবজীবনের পথে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহারা যদি মনে করেন, আর ভয় কি, এখন নিরাপদ হইয়াছি, ঈশ্বরের শক্তি তো লাভ করিয়াছি—এখন আর ভাবনা কি,—তবে তাহা মহা ভ্রম। তাঁহার শক্তি পাওয়া অপেক্ষা তাঁহার শক্তি রক্ষা করা কঠিন। যেমন ধন উপার্জ্জন করা অপেক্ষা ধনের প্রকৃত ব্যবহার করা কঠিন, যেমন মানুষ ডাকিয়া আনা অপেক্ষা মানুষ প্রস্তুত করা কঠিন, যেমন সন্তানের জন্মদান অপেক্ষা সন্তানের প্রতিপালন কঠিন, তেমনি ব্রহ্ম শক্তি লাভ করা অপেক্ষা ব্রহ্ম শক্তি রক্ষা করা কঠিন। শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার করুণা মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া, কার্য্য করিতে থাকে; কিন্তু অতি সহজে অন্তরে ত্রুটি প্রবেশ করে, অতি সামান্য অসাবধানতার জন্য সেই শক্তি বিনষ্ট হয়। অনেকে ঈশ্বরের শক্তির অনুগত হইয়া মহোৎসাহে কার্য্য করিতে থাকেন, তাঁহাদের বিশ্বাস বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া লোক চমকিত হয়, আশ্চর্য্য এই যে সেই সকল লোক কালক্রমে সেই ব্রহ্মশক্তি হারাইয়া ফেলে। কোন গুরুতর পাপ বশতঃই যে ব্রহ্মশক্তি চলিয়া যায় তাহাও নয়। সেই সকল ব্যক্তি, হয়ত তখনও সেই রূপই উপাসনা করেন, সেইরূপ কাজ করেন; কিন্তু যে শক্তির প্রভাবে তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বাস বৈরাগ্য ও সেবার অগ্নি জ্বলিতেছিল তাহা নির্ব্বাণ পাইয়াছে। তাঁহারা এখন spent volcano মত রহিয়াছেন। আগ্নেয়গিরি যেমন কিছুদিন অগ্ন্যুদ্গমের পর শীতল হইয়া যায়, সেইরূপ এক সময় যিনি ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাবে দুর্জ্জয় বল পাইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব সাধনমণ্ডলী যদি এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হন যে right spirit তো পাইয়াছি তবে তাঁহারা অত্যন্ত ভ্রান্ত। right spirit অত্যন্ত চঞ্চল; চলিয়া যাইতে বেশীক্ষণ লাগে না। ইহা চলিয়া যাইবার জন্য যে কোন গুরুতর পাপ করা প্রয়োজন, তাহা নয়। কোথায় কি ক্ষুদ্র স্বার্থ অভিসন্ধি লুকাইয়া থাকে, কোন্ পথ দিয়া কি ক্ষুদ্র সুখবাসনা হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহাতেই ব্রহ্মশক্তি চলিয়া যায়। এই জন্য, নিরন্তর এই প্রার্থনা করা প্রয়োজন create in me a clean heart, হে প্রভু আমার হৃদয়ে বিশুদ্ধতা সৃষ্টি কর। Renew a right spirit within me—তোমার ব্রহ্মশক্তি যাহাতে হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে পারে, সেই বিশুদ্ধ হৃদয় আমাকে পুনরায় দান কর। হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিয়া, সমুদয় অভিসন্ধি দূর করিয়া তাঁহাকে ভাবিতে হয়। কোন ক্ষুদ্র কামনা, কোন ক্ষুদ্র সুখের লালসা, কোন স্বার্থবাসনা, সামান্য একটু আরামের ইচ্ছা, ইহাতেই ব্রহ্মশক্তি হৃদয় হইতে চলিয়া যায়। right spirit ম্লান হইয়া যাইবার জন্য গুরুতর পাপ প্রয়োজন হয় না। যাহাতে কোন গুরুতর পাপ হৃদয়ে প্রবেশ করে। এই ভয়ে আমরা প্রায় সব সময়ে সজাগ থাকি। ব্রহ্মশক্তি যে সকল হৃদয়ে ম্লান হইয়া গিয়াছে সে সকল হৃদয়ে কোন গুরুতর পাপ প্রবেশ করে নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র কারণেই ঐরূপ হইয়াছে। একটু সুখের ইচ্ছা, একটু ভাল খাবার, ভাল থাকিবার ইচ্ছাতে ঈশ্বর-সেবার ভাব মন্দীভূত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি দশ বৎসর কাল ধর্ম্মের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, কত স্বার্থনাশ ও বৈরাগ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, সে হয়ত সামান্য একটু আরামের ইচ্ছায় মারা গেল। সে হয়ত, মনে করে, যে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছি, তাহার সঙ্গে তুলনায় এ আরামের জাল তো মাকড়শার জালের তুল্য। যে ব্যক্তি হাজার লোকের প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের নাম করিয়াছে, যে বিবেকের অগ্নিতে স্বার্থপরতা জ্বালাইয়া দিয়াছে, সেই আবার সামান্য একটু অভিমানের জন্য একটু হিংসার জন্য মারা গেল। যেমন জয়ী যোদ্ধা একটী সামান্য রমণীর নিকট গিয়া মারা যায়, তেমনি ঈশ্বরের এই সকল যোদ্ধা একটু সুখাসক্তি বা একটু হিংসার নিকটে গিয়া আত্মবলি দিয়াছেন। এজন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করা প্রয়োজন "আমাকে অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা দাও, আমাকে right spirit পুনরায় দাও।"

যাঁহারা এই আশ্রমে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের এই অনুভব করা উচিত, যে তাঁহারা ঈশ্বরের সন্নিধানে গিয়াছেন, তাঁহার আলোকে দাঁড়াইয়াছেন; তাঁহারা আর অসত্যের রাজ্যে মরণের রাজ্যে নহেন, এখন সত্যের রাজ্যে এখন ঈশ্বরের পবিত্র আলোকের সুকোমল আলিঙ্গনে রহিয়াছেন; ব্রহ্মচরণে আসিয়াছেন, ব্রহ্মচরণে বাস করিতে আসিয়াছেন।

কিন্তু এই আবির্ভাব হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতে কতক্ষণ লাগে? তাই সর্ব্বদা প্রার্থনা করা প্রয়োজন Cast me not away from thy presence—তোমার পবিত্র সন্নিধান হইতে দূরে ফেলিয়া দিও না। তোমার Holy spirit যতক্ষণ, তোমার পবিত্র শক্তির আবির্ভাব যতক্ষণ ততক্ষণই আলো, ততক্ষণই জীবন; তোমার পবিত্র শক্তি লইয়া যাইও না। এই শক্তি যদি পাই, তবেই তো পৃথিবীর বিপথগামী লোকদিগকে পথ দেখাইতে পারিব। অনেকের একটা মহাভ্রম আছে যে, যে সে ব্যক্তি পৃথিবীর লোককে পথ দেখাইতে পারে। লোককে পথ দেখাইবার জন্য মহাত্মা বুদ্ধ ছয় বৎসর কাল শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন নাই, যীশু চল্লিশ দিন অনাহারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, মহম্মদ দুই বৎসর কাল পর্ব্বতের গুহায় ঈশ্বরের সাধনা করিয়াছিলেন। এমন দেখি নাই যে কোন ব্যক্তি গুরুতর তপস্যাদ্বারা সাধন না করিয়া, স্বার্থনাশ ও বৈরাগ্যের অনলে নিজেকে আহুতি না দিয়া, জগৎকে পথ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। যে নিজে ব্রহ্মশক্তির সংস্পর্শ পায় নাই, যে নিজে স্বার্থনাশ করিতে জানে না, সে নিজেই পথ পায় নাই, সে আবার অন্যকে পথ দেখাইবে কি? এই ভ্রম, এই মহাভ্রম শীঘ্র দূর হওয়া উচিত। যখন সেই ব্রহ্মশক্তি লাভ করিতে পারিব, তখনই পাপীদিগকে পথ দেখাইতে পারিব—তখনই পাপীদিগকে প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে আনিতে পারিব। যে যুদ্ধের জন্য ভগবান এই আশ্রমের লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, সে যুদ্ধে কি কেবল কথার অস্ত্রে জয়ী হইবে? কেবল কি শব্দের তোপে পাপের দুর্গ ভঙ্গ হইবে? তা নয়, বিশ্বাসের তোপ, বৈরাগ্যের তোপ, সেবার তোপে পাপের বিনাশ হইবে। ইন্দ্রিয় সংযম বিনা, স্বার্থনাশ বিনা, ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব ভিন্ন এ যুদ্ধ জয় হইবে না।

৭ই মার্চ্চ, ১৮৯৩—"হে প্রভু পরমেশ্বর তোমার কীর্ত্তি কেমন বিচিত্র! তুমি তোমার গভীর জ্ঞান হইতে এই সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছ। এই মেদিনী তোমার ধন ধান্যে পরিপূর্ণ; প্রশান্ত বিশাল সমুদ্র তোমার মহিমায় পরিপূর্ণ; সেখানে অগণ্য ক্ষুদ্র মহৎ জীব সকল বাস করে; সেই সমুদ্রে অর্ণব-পোত সকল বিচরণ করে; সেখানে Leviatten ক্রীড়া করে। ইহারা ইহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তোমারি উপর নির্ভর করে। যথাসময়ে ইহাদের খাদ্য তুমি যোগাও; তুমি ইহাদিগকে যাহা দাও, ইহারা তাহাই খায়। তুমি হস্ত প্রসারিত কর এবং ইহারা প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হয়। তুমি যদি তোমার মুখ আবরণ কর, তবেই ইহাদিগের বিপদ; তুমি যখন ইহাদের জীবন হরণ কর, তখনই ইহাদের মৃত্যু হয় ও তখনই ইহারা ধূলিতে মিলাইয়া যায়। তুমি যখন তোমার শক্তি পৃথিবীতে প্রেরণ কর, তখন ইহারা সৃষ্ট হয়। তুমি পৃথিবীর মুখে চিরদিন নবীন ভাব প্রদান কর; পৃথিবীকে নবীন সৌন্দর্য্যে ভূষিত কর।"—Ps CIV. 24-30.

পরমেশ্বর তাঁহার জ্ঞানেতে এ সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা অন্ধশক্তিতে বিশ্বাস করি না। পরমাণু সমূহের সংযোগ বিয়োগে অকস্মাৎ এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে এবং নানা শক্তির সংঘর্ষণে ইহার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহার বিচিত্রতা বিবর্ত্তিত হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস এরূপ নয়। আমাদের বিশ্বাস এই যে, বিশ্বের অন্তরালে জ্ঞান-ক্রিয়া-ইচ্ছাসম্পন্ন পুরুষ নিহিত আছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁহার জ্ঞান হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন। জ্ঞানময় তিনি যে অকস্মাৎ এই সুন্দর পৃথিবীকে সৃষ্ট করিয়াছেন, তা নয়। একটী বালক যেমন একতাল মাটী লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে তাহাকে নানারূপ আকৃতি দেয়, তিনি এই জগৎ লইয়া সেরূপ ক্রীড়া করিতেছেন না; ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য নিহিত আছে। এই জগতের প্রত্যেক অণু তাঁহার কোন না কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে।

যেমন জড়জগতে সর্ব্বত্র তাঁহার উদ্দেশ্য কাজ করিতেছে, যেমন সাগরতীরস্থিত প্রত্যেক বালুকাকণা তাঁহার কোন না কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে, তেমনি এই মানবসংসারের প্রত্যেক ব্যক্তিতে তাঁহার উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। তিনি যেমন জড়জগতের প্রভু, প্রত্যেক প্রাণী যেমন তাঁহারই নিয়মের অধীন হইয়া চলিতেছে, সেরূপ তিনি মানবেরও প্রভু; এবং অন্যান্য প্রাণীগণ যেমন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার ও নিয়মের অনুগত হইয়া কার্য্য করে, আমাদিগেরও উচিত যে সেইরূপ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হই। প্রভেদ এই থাকিবে, যে অন্যান্য প্রাণী অন্ধভাবে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত রহিয়াছে; কিন্তু আমরা জানিয়া, স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত করিব, তাঁহার ইচ্ছা আমাদের উপর জয়লাভ করিবে, আমরা তাঁহার হাতে থাকিব।

তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগত হইতে হইলে, তাঁহাতে বিশ্বাস ও তাঁহার প্রতি প্রেম থাকা প্রয়োজন। তাঁহাতে কিরূপ বিশ্বাস থাকিবে? এইরূপ বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যে তিনি যেমন পশুপক্ষীর জীবনের অধিপতি সেইরূপ আমার জীবনেরও অধিপতি। তিনি যেমন ইহাদিগের জীবনের ভার লইয়াছেন তেমনি আমারও জীবনের ভার লইয়াছেন। তিনি আমার কার্য্যে, আমার সাধু সঙ্কল্পে, আমার সাধনে অধিপতি। তিনি আমার সংসারে, প্রলোভনে, পাপের নরককুণ্ডের দ্বারে আমার অধিপতি। তিনি যেমন পুণ্যে অধিপতি তেমনি পাপে, যেমন আলোকে তেমনি অন্ধকারে, যেমন আশায় তেমনি নিরাশায়।

তাঁহাতে কিরূপ প্রেম থাকিবে? সেই প্রেম যাহাতে আত্মবিসর্জ্জন করা যায়—যাহাতে ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলাইয়া দেয়, যাহাতে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। আমরা যতই কেন সাধনা করি না, আমি দেখিতে পাইতেছি, যে আমাদের এই বিশ্বাস ও এই প্রেমের বড়ই অভাব। আমরা বড়ই অধম। "আমি তোমার দাস" বারবার বলিলেই কি তাঁর দাস হওয়া যায়? বারবার বলিলেই কি তাঁহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভর করা সম্ভব হয়। এ বিশ্বাস বড়ই কঠিন; বহু তপস্যায়, অত্যন্ত সাধনায়, অত্যন্ত ব্যাকুলতায় এ বিশ্বাস আসে। এই বিশ্বাস আসিলেই তাঁহার প্রতি প্রেম জাগে। অন্যান্য প্রাণী যেমন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া চলে তেমন ভাবে চলিতে পারিতেছি না; উহাদের মত যদি সম্পূর্ণরূপে তাঁর

হাতে থাকিতে পারিতাম, তবেই জীবন পবিত্র হইত। উঁহারা অন্ধভাবে আছে, আমরা প্রেমেতে থাকিব; আমরা জাগিয়া থাকিব; আমরা প্রেমের মিষ্টতা অনুভব করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই হাতে থাকিব।

তাঁহার করুণা তাঁহার শক্তি কি কেবল অন্যান্য প্রাণীগণের উপরেই আছে? মানুষের জীবনে কি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার শক্তি ক্রীড়া করিতেছে না? মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করিবার জন্য তাঁহার শক্তি তো সর্ব্বদাই মানুষের জীবনে রহিয়াছে। কিন্তু সেই শক্তি কাহারও জীবনে বাধা পাইতেছে না। কুম্ভকার যখন কলসীর জন্য মাটী প্রস্তুত করে, তখন সে কেমন যত্নে সেই মাটী হইতে প্রত্যেক কঠিন দ্রব্য বাছিয়া ফেলিয়া দেয়; এই বাছা মাটীকে পায়েতে দলন করিলে যখন সম্পূর্ণরূপে কোমল হয়, তখনই কুম্ভকারের অঙ্গুলীর স্পর্শে সুন্দর আকৃতি পাইবার উপযুক্ত হয়। এস, আমাদের জীবনে যাহা কিছু কঠিনতা আছে, যত্নের সহিত বাছিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দি, যেন সেই স্বর্গের অঙ্গুলী, যেন ব্রহ্মের অঙ্গুলী আসিয়া বাধা না পায়। কি পরিতাপের বিষয় যে ব্রাহ্মসমাজে বিধাতার অঙ্গুলী সর্ব্বদাই বাধা পাইতেছে। তিনি করিতে চাহিতেছেন একরূপ, আমরা হইয়া পড়িতেছি অন্যরূপ। তিনি কতবার বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবার ভাবেতে আমাদিগকে গড়িতে চাহিতেছেন, কিন্তু আমরা আমাদিগের মধ্যে স্বার্থের খোঁচা, স্বার্থের কঠিনতা রাখিয়া দিয়াছি, তাই সে অঙ্গুলী বাধা পাইয়া যাইতেছে। তাঁহার অঙ্গুলীর উপযুক্ত মাটী হওয়া কি কঠিন! কি ইন্দ্রিয়-সংযম, কি বৈরাগ্য কি স্বার্থনাশ করা প্রয়োজন! সেই বিশ্বাস ও সেই প্রেম পাইলে তবে আমরা তাঁহার অঙ্গুলীর উপযুক্ত হইব; তবে তাঁহার ফুৎকারে এই রক্তমাংসময় দেহ আধ্যাত্মিক ভাব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সেবার আগুনে জ্বলিতে পারিবে। তবে আমাদের মনের শক্তি স্বার্থপরতা হইতে বিরত হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ।

সহায়গণের সমবেত উপাসনা—প্রতি সপ্তাহে সোমবার ব্রহ্মমন্দিরে সাধনমণ্ডলীর সহায়দিগকে লইয়া অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময় উপাসনা হইতেছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সহায়গণ উপস্থিত হইয়া যোগ দেন. প্রার্থনীয়। যাঁহারা এক এক বিভাগের কার্য্যের সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ উপাসনা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আলোচনার সময় স্বীয় স্বীয় কার্য্যবিবরণ ব্যক্ত করিবেন। এজন্য সম্পাদকদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

রেখাশব্দবিজ্ঞান শিক্ষা—(Phonography) রেখাশব্দ বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে, আপাততঃ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় সংক্ষিপ্ত লিখন প্রণালী শিক্ষা দিতেছেন। এদেশে সংক্ষিপ্ত লিখন প্রণালী শিক্ষার স্থান নাই। ইংরাজি বক্তৃতাদি লিখিবার জন্য কেহ কেহ শিক্ষা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালা বক্তৃতা লিখিবার উপায় কেহই অবলম্বন করেন নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবু দেশের এই অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে দুই-খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে অনেক ভাল ভাল বক্তা আছেন, কিন্তু লোকের অভাবে কোনও বক্তৃতাই অবিকল প্রকাশিত হয় না। আমরা আশা করি যে, ব্রাহ্মগণ অনেকে এই প্রণালী শিক্ষা করিয়া সমাজের উপকার সাধন করিবেন। যাঁহাদের নিয়ত কলিকাতায় অবস্থিতি করিবার সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা শিক্ষা করিলে, মন্দিরের উপদেশ ও বক্তৃতাগুলি প্রকাশ করিবার বড়ই সুবিধা হইবে।

বিবাহ—ইতিমধ্যে কলিকাতায় দুইটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ১ম বিবাহের পাত্রী শ্রীমতী সরোজিনী মুখোপাধ্যায় এবং পাত্র শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ সরকার। পাত্রীর বয়স ১৯, পাত্রের বয়স ২৭ বৎসর। শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

দ্বিতীয় বিবাহের পাত্রী শ্রীমতী গিরিবালা রায়, পাত্র শ্রীমান্ যোগীন্দ্র নাথ সরকার। পাত্রীর বয়স ১৮, পাত্রের বয়স ২৬ বৎসর। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। উভয় বিবাহই ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছে। পরমেশ্বর নবদম্পতিদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন। ইহাঁরা সংসারে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ সাধন করুন।

দান—যশোহরের শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার চৌধুরী মহাশয় বাগ আঁচড়া প্রচার তহবিলে ২৲ টাকা এবং সিরাজগঞ্জের বাবু ভগবান চন্দ্র গুহ, ১ম পুত্রের জাত কর্ম্ম উপলক্ষে প্রচার তহবিলে ১৲ টাকা ও সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা দাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ব্রাহ্ম মহিলার আমেরিকা যাত্রা—আমাদের শ্রদ্ধেয়া ভগ্নী শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া চিকাগো প্রদর্শনী উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন। এদেশের দুর্দ্দশাগ্রস্ত রমণীকূলের উন্নতির জন্য সেখানে কোনও উপায় করিতে পারেন কিনা এই মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি তথায় যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ড হইয়া আমেরিকা যাইবেন, কুমারী প্যাশ এবং তিনি এক সঙ্গে যাত্রা করিয়াছেন। যাত্রা উপলক্ষে এক দিন বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। পরমেশ্বর তাঁহার সাধু সংকল্পের সহায় হউন।

প্রচার—ভাই প্রকাশ দেব ও সুন্দর সিং সপ্তাহে ৩ দিন বিডন উদ্যানে এবং জলের পুষ্করিণীর মাঠে হিন্দিতে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পাল ও সময় সময় বাঙ্গালা বক্তৃতা করেন। পরমেশ্বর সত্য ধর্ম্মের দিকে নরনারীর মন আকৃষ্ট করুন।

দীক্ষা—জঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র সিংহ রায় এবং ময়মনসিংহের শ্রীমান্ রামচন্দ্র চৌধুরী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। হারাণ বাবু বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে উলুবেড়িয়ার অন্তঃর্গত বানীবনে থাকেন, শ্রীমান্ রামচন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন। পরমেশ্বর ইঁহাদিগকে সত্যধর্ম্মের পথে রক্ষা করুন।

শ্রাদ্ধ—আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু বাবু কেদারনাথ চৌধুরী ৫৮ বৎসর বয়সে সিমলা পাহাড়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৫৲ টাকা বেতনে প্রথমে কার্য্যে প্রবেশ করেন; স্বীয় যোগ্যতা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে ক্রমে অফিসের বড় কার্য্যে ১৬০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরোপকার এবং বিনয় তাঁহার হৃদয়ের বিশেষ সদ্‌গুণ ছিল। যিনি তাঁহার সংসর্গে গিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সরল ভালবাসায় বিমুগ্ধ হইয়াছেন। গত ১২ই মার্চ্চ রবিবার তাঁহার বিধবা পত্নী এবং পুত্র কন্যাগণ কলিকাতায় তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন এবং কেদার বাবুর কন্যা তাঁহার "জীবনচরিত" পাঠ করেন। এই উপলক্ষে গরিবদিগকে দান করিবার জন্য কয়েক খণ্ড বস্ত্র ও চাউল দেওয়া হইয়াছে এবং ব্রাহ্মসমাজে ২০৲ টাকা দান করা হইয়াছে। পরমেশ্বর শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তি বিধান করুন।

নামকরণ—গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত কেশবদত্ত যোশী মহাশয়ের প্রথম পুত্রের নামকরণ হইয়াছে। পুত্রের নাম নিরঞ্জনদত্ত যোশী রাখা হইয়াছে।

জন্মদিন—মাণিকদহের শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার কলিকাতার বাসায় বিশেষ উপাসনা হয়। এতদুপলক্ষে বিপিন বাবু সাধনাশ্রমে মিষ্টান্ন ও কমলালেবু এবং নগদ ২৲ টাকা, ব্রাহ্মসমাজের তহবিলে ২৲ টাকা ও ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়ে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা শুনিতে পাইলাম, তিনি সংকল্প করিয়াছেন যে, প্রত্যেক পারিবারিক অনুষ্ঠানেই ব্রাহ্মসমাজে কিছু কিছু দান করিবেন। বিপিন বাবু ব্রাহ্মসমাজের সকল হিতকর কার্য্যেই মুক্তহস্তে দান করিতেছেন, পরমেশ্বর তাঁহার শুভ সংকল্প চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখুন।

বানীবন হইতে বাবু এককড়ি সিংহ লিখিয়াছেন;—

এবার আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু হরিমোহন ঘোষাল ও বাবু রামকুমার দাস এখানে আসিয়া কথকতা ও তৎসঙ্গে কীর্ত্তনাদির দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সকল ব্যাখ্যা করিয়া স্থানীয় অধিবাসী বৃন্দের হৃদয়ে অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের কয়েক দিনের কার্য্যবিবরণী নিম্নে লিখিত হইল।

৩রা মার্চ্চ—সন্ধ্যার সময় বানীবন ও বৃন্দাবনপুর গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী কোন স্থানে হরিমোহন বাবু জগাই মাধাই উদ্ধার বিষয়ে কথকতা করেন এবং মাঠে কীর্ত্তন হয়। জগাই মাধাই উদ্ধারের বৃত্তান্ত এমনি সুন্দররূপে বর্ণনা করিলেন যে, তাহা শ্রবণে শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই মোহিত হইয়াছিলেন; বলা বাহুল্য কথকতার মধ্যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের ব্যাখ্যাচ্ছলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সমূহ বিবৃত করেন এবং জাতিভেদের অযৌক্তিকতা অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। ব্যাখ্যা করিবার কালে নানাপ্রকার সুর সংযোগে তাহা এমনি সুন্দর হইয়াছিল যে, শ্রোতাগণ মোহিত হইয়াছিলেন।

৪ঠা মার্চ্চ—রাত্রে বানীবন হইতে প্রায় ১ ক্রোশ দূরে বাসুদেবপুর গ্রামে ঐরূপ কথকতা হয়, এখানেও অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন, আজিকার বিষয়ও ঐ জগাই মাধাই উদ্ধার। একদিকে জগাই মাধাইয়ের পাপে কলঙ্কিত জীবনের বীভৎস ছবি, অপর দিকে প্রেমিক ভক্তচূড়ামণি নিতাই ও চৈতন্যের পবিত্র জীবন ও মানব-প্রেম এমনি সুন্দররূপে সুর ও কথকতার উপযোগী ভাবভঙ্গীর দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন, যে তাহা শুনিয়া অনেকে অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ জীবনের জঘন্যতার বিষয় ভাবিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, একজন সম্ভ্রান্ত ও নিষ্ঠাবান্ মুসলমান, অতি আগ্রহের সহিত এই ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন এবং এই দিনের আমাদের আয়োজনের সমস্ত ব্যয়ভার নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগ্রহের সহিত দান করেন।

এখানকার একজন প্রাচীন ভদ্রলোক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং কথকতা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হন, তাঁহাদের বাড়ীতে কথকতা ও কীর্ত্তনাদি করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরদিন ব্রাহ্ম-সাধনাশ্রমের জন্য ৪৲ টাকা দান করেন। এতদ্ভিন্ন বানীবন, বৃন্দাবনপুর ও বাসুদেবপুরের অধিবাসীরা উক্ত আশ্রমের সাহায্যের জন্য আশাতিরিক্ত দান করিয়াছেন।

৫ই মার্চ্চ—বানীবন হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরবর্ত্তী জোয়ারগড়ী গ্রামে সন্ধ্যার সময় নগরসংকীর্ত্তন করিতে করিতে জমিদারী কাছারীতে যাওয়া হয় এবং হরিমোহন বাবু "ধর্ম্ম বিনা মানবের সুখ ও শান্তি নাই" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এখানেও অনেক লোক উপস্থিত থাকিয়া, আগ্রহের সহিত কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করেন।

আবেদন পত্র।

পরমেশ্বরের কৃপায় প্রায় চারি বৎসর কাল আমি বিক্রমপুরে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছি। বিক্রমপুর বহু শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ লোকের জন্মস্থান। বিক্রমপুর নিবাসী বহু লোক নানাস্থানে বিবিধ সংকার্য্যে লিপ্ত আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের জন্মস্থানের অবস্থা আশানুরূপ নহে। আমি এই গুরুতর কার্য্যের পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত হইলেও বিক্রমপুরকে কার্য্যক্ষেত্র করিয়া প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সংকল্প করিয়াছি, এবং শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ

রায়, গুরুচরণ মহালানবিশ, বরদানাথ হালদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, পরেশনাথ সেন, জগদীশচন্দ্র বসু, পার্ব্বতীনাথ দত্ত, শ্রীনাথ দত্ত ও আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বিক্রমপুর নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ মহোদয়গণের অর্থ সাহায্যে ও প্রদত্ত উৎসাহে এতকাল ঐ কার্য্যে নিযুক্ত আছি। বিক্রমপুর আমার কার্য্য-ক্ষেত্র হইলেও, অল্পকাল হইল ব্রাহ্মসমাজের দলভুক্ত হইয়া তাঁহাদিগের যোগে কার্য্য করিতে সংকল্প করিয়াছি, তাঁহারাও আমাকে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। স্থায়ীরূপে বাস করিবার জন্য বাড়ী ও একটী উপাসনা মন্দিরের অভাবে বিক্রমপুরের প্রচার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না। ভগবানের কৃপায় আমি পরিবার সহ ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইয়াছি। পরিবার লইয়া স্থায়ীরূপে কোন স্থানে না থাকিলে, কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে লোকের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে না। আর ব্রাহ্মধর্ম্ম যে পরিবারে সাধন করিবার জিনিস তাহাও লোকে বুঝিতে পারে না। এইজন্য মনে করিয়াছি, বিক্রমপুরে একটী উপাসনা মন্দির এবং তৎসহ প্রচারক নিবাস স্থাপন করিব। এইরূপ করিতে পারিলে যে কেবল আমার কার্য্যেরই সুবিধা হইবে তাহা নহে. ভিন্ন স্থান হইতে কোন প্রচারক প্রচার জন্য বিক্রমপুরে উপস্থিত হইলেও প্রচারক নিবাসে অবস্থান করিতে পারিবেন। আর ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করা হেতু সমাজের অত্যাচারে নিপীড়িত ব্যক্তিদিগকেও উহাতে আপাততঃ আশ্রয় দেওয়া যাইতে পারিবে। এরূপ উপাসনা-মন্দির ও প্রচারক-নিবাসের আবশ্যকতা ও উপকারিতার বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঐ কার্য্যে বিলক্ষণ অর্থের প্রয়োজন। জমি খরিদ, মন্দির ও প্রচারক-নিবাস নির্ম্মাণ করিতে এক হাজার টাকার কমে কিছুতেই হইতে পারে না। এই অর্থের জন্য আমি বিক্রমপুর-নিবাসী ও অপরাপর ব্রাহ্ম এবং সাধারণ হিতকর কার্য্যে উৎসাহী মহোদয়গণের নিকট ভিক্ষার্থী হইলাম। আমি আশা করি, আমার আবেদন বিফল হইবে না এবং ভগবানের কৃপায় ও সদাশয় মহোদয়গণের আনুকূল্যে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। এজন্য আমি লোকের ঘরে ঘরে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা করিব। যাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইতে পারিব না, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন এই, তাঁহারা যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা দয়া করিয়া ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহালানবিশ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ভিক্ষার্থী

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিক্রমপুরের প্রচারক।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিগত চারি বৎসর কাল যেরূপ একাগ্রতা ও অনুরাগের সহিত বিক্রম-পুরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। শারীরিক রোগ, আর্থিক ক্লেশ ও লোকের প্রতি-কূলতা প্রভৃতি সকল প্রকার প্রতিবন্ধকের মধ্যে তাঁহার উৎসাহ এক দিনের জন্যও মন্দীভূত হয় নাই। এক্ষণে তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের বিশেষ সাহায্য ব্যতীত আপনার কার্য্যকে স্থায়ী ভিত্তির উপরে স্থাপন করিতে অক্ষম। আশা করি, তাঁহার এই প্রার্থনা পত্র ব্রাহ্ম-সাধারণের অনুরাগ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ প্রয়োজন বোধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের উপা-সনালয় প্রভৃতি সম্পত্তির ট্রষ্টডিড্ আছে, তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেই সমস্ত ট্রষ্টডিড্ অথবা তাহার নকল আনিয়া এক ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হয়; এবং এই মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় তাঁহাদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এই নির্দ্ধারণানুসারে আমরা ব্রাহ্মসমাজ সমূহের সম্পাদক মহাশয়গণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহাদিগের সমাজের ট্রষ্টডিড্ এবং তাহা মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় স্বরূপ কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিবেন এই সংবাদ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
নং ২১১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১৮ই মার্চ্চ, ১৮৯৩

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

আগামী ১০ই এপ্রেল সোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটি কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যক্ষ সভার প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১ম। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২য়। অধ্যক্ষ সভার সভ্য বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পদ পরিত্যাগ হেতু শূন্যপদ পূরণ।

৩য়। অডিটর নিয়োগ।

৪র্থ। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
কলিকাতা ১৬ই মার্চ্চ ১৮৯৩

মহালানবিশ
সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর ১৪ ধারাপ্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতানুসারে এবং প্রচার কমিটীর অনুরোধ ক্রমে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আগামী বৈশাখ মাসে (১৩০০ সালে) শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীগুরুচরণ মহালানবিশ
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২৪শ সংখ্যা।
১৫ ভাগ।

১৬ই চৈত্র মঙ্গলবার, ১৮১৪ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸৹
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় দেবতা, এ জীবনের দৃষ্টি ও নির্ভর তোমার উপরে সর্ব্বদা রক্ষা করা বড় কঠিন। তোমার সত্যালোকে বাস করিব, তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া তোমারই মঙ্গল প্রেরণার অধীন হইয়া এই জীবন পরিচালিত করিব, এই আকাঙ্ক্ষা এই সঙ্কল্প লইয়াই ত তোমার চরণে আসিয়াছি। প্রভো, পৃথিবীর কোলাহলে, প্রবৃত্তির তাড়নায়, অনেক সময় যে এই আকাঙ্ক্ষা, এই সঙ্কল্প শিথিল হইয়া পড়ে। যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা ভাল করিয়া তোমার নাম করিতে জানে না, যাহারা ভক্তি বিশ্বাসে হীন, তাহারা কি চিরদিনের জন্য তোমার প্রেমজ্যোতি ও সত্য-জ্যোতি হইতে বঞ্চিত থাকিবে? এই দুর্ব্বলদিগকে তুমিই ডাকিয়া আনিয়াছ; তোমারই মধুর ডাক শুনিয়া তোমার হাতে জীবন মন দিবার জন্য আসিয়াছি। হে মঙ্গলময় পিতা, কৃপা কর, আমরা যেন আমাদের দৃষ্টি ও নির্ভর সর্ব্বদা তোমার উপর রাখিতে পারি, যেন এই পৃথিবীতে আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার হইয়া বাস করিতে পারি। যাঁহারা বিশ্বাসী, ভক্ত, তাঁহাদিগকে তুমিই তোমার চিহ্নিত দাস কর। এই মলিন দুর্ব্বল সন্তানেরাও যে তোমার দাস, তোমার ভৃত্য হইতে বাসনা করে। তুমি এই আশা দিয়াছ—আমাদিগকে তুমি তোমার ঘরের দাস করিবে, তোমার চিহ্নিত ভৃত্য করিবে। প্রভো, আশীর্ব্বাদ কর, বল দাও, সম্পূর্ণরূপে তোমার করিয়া লও।

প্রভো, আমাদের অপরাধের ত সীমা নাই। তোমার সেবা করিতে আসিয়াও আপনাকে ভুলিতে পারিলাম না। প্রভো, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আপনাকে ভুলিয়া, তোমার প্রেমে সকলে এক হইয়া যাইতে পারি। তোমার ঘরেও কি তোমার দাস, তোমার ভৃত্যগণ এক প্রাণ হইতে পারিবে না? তোমার প্রতি প্রেমের অভাবে, পরস্পরের প্রতি প্রেমের অভাবে, আমাদের কত দুর্দ্দশা হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ যে কত ম্লান ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহা তুমি জান। প্রভো, সকলকে এক প্রাণ করিয়া তোমার কার্য্যে, তোমার সেবাতে নিযুক্ত কর, তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

শ্রম-বিমুখতা—শ্রম-বিমুখতা নিবন্ধন লৌকিক জ্ঞান লাভ বিষয়ে মানুষে মানুষে কত তারতম্য ঘটিতেছে! কোনও গৃহস্থের গৃহে দুইটী বালক বাস করিত। দুই জনে একই বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে পাঠ করিত। মনে করা যাউক তাহাদের একজনের নাম রাম ও অপরের নাম হরি। রাম প্রতিদিন প্রায় ২।৩ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া অভিধান দেখিয়া ইংরাজী শব্দ সকলের অর্থ নির্ণয় করিয়া পাঠাভ্যাস করিত। হরি ততক্ষণ অসার আমোদে, হাস্য পরিহাসে, ক্রীড়াতে সময় যাপন করিত। রামের পড়া প্রস্তুত হইলে সে রামের খাতা দেখিয়া অর্থগুলি লিখিয়া লইত; এবং তাহার মুখে পঠিতব্য বিষয়টীর অর্থ মোটামুটি বুঝিয়া লইত। হরি নিশ্চয় ভাবিত, আমি কি বুদ্ধিমান্—বিনা শ্রমে কার্য্যটা উদ্ধার করিয়া লইতেছি। কিন্তু ক্রমে ইহাদের উভয়ের তারতম্য সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। শ্রমশীলতার গুণে রাম অচিরকালের মধ্যে ইংরাজী ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদায় পরীক্ষাতে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া জনসমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হইলেন। হরি প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বারেই আঘাত পাইয়া দুই এক বৎসর সেই দ্বারে অপেক্ষা করিলেন, পরে অসমাপ্ত শিক্ষা লইয়া উমেদারের দল বৃদ্ধি করিতে ও দুঃখের বোঝা উঠাইতে গেলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শ্রম-বিমুখতার অনিষ্ট ফলও এই প্রকার ঘটিয়া থাকে। অলস ছাত্র যেরূপ অভিধান না দেখিয়া বিদ্বান হইতে চায়, শ্রম-বিমুখ সাধকও তেমনি সাধনের কঠিন পথ পরিত্যাগ করিয়া সহজ পথ অবলম্বনে প্রয়াসী হয়। উত্থান ও পতন, সংশয় ও বিশ্বাস, আশা ও নিরাশার ভিতর দিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া অতিশয় ক্লেশকর, এই জন্য ঐ সকল শ্রম-বিমুখ ব্যক্তি সর্ব্বদাই মুক্তির সহজ পথ অন্বেষণ করিতেছে। যখনই কোনও নূতন সন্ন্যাসী বা ফকির দেশে উপস্থিত হন, তখনই দেখি এক শ্রেণীর লোক তাঁহাদের নিকট

গতায়াত করিতেছে এবং সর্ব্বদাই এই অনুসন্ধান করিতেছে, যে তাঁহারা তাম্রকে স্বর্ণ করিবার উপযোগী কোনও প্রক্রিয়া জানেন কি না। লোকে সচরাচর যে সকল উপায়ে গুরুতর শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, ঐ সকল শ্রম-কাতর ব্যক্তি তাহা করিতে প্রস্তুত নহে। ধনাগমের কোনও সহজ উপায় যদি কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে বড় ভাল হয়। এই জন্যই তাহারা সাধু, সন্ন্যাসী, ফকীর দিগের নিকট গমন করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিকশ্রম-কাতর ব্যক্তিদিগের গতিও ঐ প্রকার। তাঁহারাও যখন সাধুদিগকে আশ্রয় করেন, তখন তাহাদের মনের মধ্যে এইভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, যদি এমন কোনও একটা প্রক্রিয়া জানা যায়, যদ্দ্বারা তাম্রকে সুবর্ণ করার ন্যায় ধর্ম্মকে সহজে পাওয়া যাইতে পারে। এরূপ শ্রম-কাতর ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম নহে। উপনিষদ বলিতেছেন;—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

অর্থ—বলহীন ব্যক্তিগণ এই পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না। তৎপরে বলিতেছেন;—

"সত্যেন লভ্য স্তপসাহ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন।"

অর্থ—এই পরমাত্মাকে সত্যের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা ও সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা লাভ করিতে হয়। চিন্তা, ভাব, বাক্য ও কার্য্যগত সত্যতা সাধনের ভিত্তি, তপস্যাতে সাধনের বিকাশ এবং বিমল জ্ঞানোদয়ে সাধনের পূর্ণতা। এই পথ পরিত্যাগ করিয়া অলসের উপযোগী অন্য পথ নাই। ধর্ম্ম প্রক্রিয়া দ্বারা লভ্য নহে, ইহা সমগ্র চরিত্রের বিকাশ ও পূর্ণতা। শ্রম-বিমুখ ব্যক্তির জন্য ইহা নহে।

একনিষ্ঠ প্রেম—ঈশ্বর-গুণানুকীর্ত্তনে পুণ্য হয়। তাঁহার ভক্ত ও বিশ্বাসী সন্তানদের পুণ্য কাহিনী কীর্ত্তনেও মানব আত্মা উন্নত হয়—জীবন পবিত্র হয়। পরমেশ্বরের নামে ক্ষুদ্র দুর্ব্বলা বালিকা কত শক্তির পরিচয় দিতে পারে, তাহা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা এগ্নিসের জীবনে আমরা দেখিতে পাই।

এগ্নিস রোমদেশে মধ্যবিৎ লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্য জীবনের ঘটনা অজ্ঞাত। দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় হইতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজবংশধরেরাও পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া তাঁহার নিকট গমন করে। তিনি প্রথমে কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু যখন বহু লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বিবাহের জন্য উৎপীড়ন করিতে লাগিল, তখন তিনি সকলকে এই কথা বলিলেন, "আমার বিবাহ হইয়াছে—এমন একজনের সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়াছে, যাঁহাকে তোমরা দেখিতে পাইবে না, তিনি ভিন্ন আমার স্বামী ও সহচর আর নাই, তাঁহাকে আমার প্রাণ মন সব দিয়াছি।"

বিবাহার্থীগণ এগ্নিসের এই উত্তরে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। তাহারা এগ্নিসের পাণিগ্রহণে নিরাশ হইয়া তাঁহার শত্রুতা করিতে লাগিল। রাজসমীপে এগ্নিসকে বিধর্ম্মী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট উৎপীড়ন করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তিনি ভীত হইলেন না এবং বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিলেন না। অত্যাচারীদিগকে এই মাত্র বলিলেন,—"আমার পরম স্বামী আমাকে রক্ষা করিবেন।"

এগ্নিসের পাণিগ্রহণেচ্ছু সম্ভ্রান্ত যুবকগণ নিরাশ হইয়া দিন দিন ভয়ানক বিদ্বেষ পরায়ণ হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা বালিকার জীবন নাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজসমীপে অভিযোগ হইল। এগ্নিস সাধুতা, পবিত্রতা ও সতীত্বকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। কিন্তু রাজ আদেশে এ হেন বালিকাকে কুলটার গৃহে নিক্ষেপ করা হইল; এবং ঘোষণা করা হইল যে, যে কোন যুবক তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারে, রাজদণ্ড পাইবার ভয় নাই। এই ঘোষণা শুনিয়া পিশাচ প্রকৃতির যুবকগণ দলে দলে সেই গৃহে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার গাত্রে অঙ্গুলী স্পর্শ করে, এমন সাহস কাহারও হইল না। পবিত্র চরিত্রা নারীর সম্মুখে সকলে নিস্তব্ধ ও অপ্রতিভ হইল। এগ্নিস তাঁহার স্বর্গস্থ স্বামীকে শত শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

রাজপুরুষগণ এই সামান্য বালিকাকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া ভীষণ ক্রোধপরায়ণ হইল এবং বালিকার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিল। বালিকা আপনার স্বর্গস্থ স্বামীর মুখ চাহিয়া প্রফুল্ল মনে আপনার জীবন অর্পণ করিলেন।

যিনি সেই পরম স্বামীর আশ্রয় প্রাপ্ত হন, তাঁহার এই প্রকারই ব্যবহার। "ভয় করিলে যাঁরে, না থাকে অন্যের ভয়।" যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন, এ কথা তাঁহাদের মুখেই শোভা পায় যে,—"আমি পৃথিবীর কাহারও সঙ্গে বিবাহিত নই—আমার স্বামী, (spouse) আমার প্রভু স্বর্গের দেবতা।" আমাদের দেশে ভক্তচূড়ামণি মীরাবাই বলিয়াছেন;—"মেরে তো এক গিরিধর গোপাল, দুসরা ন কোই।", "গিরিধারি গোপাল আমার একমাত্র আছেন, আর কেহ নাই।" ঈশ্বর করুন এই একাগ্রপ্রেম আমরা প্রাপ্ত হই।

ধর্ম্ম সাধনের বস্তু—লজ্জাবতী লতা যেমন মনুষ্যের অঙ্গুলিস্পর্শে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাহার বিস্তৃতি ও স্ফূর্ত্তি যেমন একবারে চলিয়া যায়, ধর্ম্মজীবন ও সেইরূপ সংসারের স্পর্শে শুষ্ক হয়, তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য, তাহার স্বাভাবিক ভাব বিনষ্ট হয়। এই জন্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই ধর্ম্মের বাহিরের ভাব, ধর্ম্ম ভাবের প্রকাশ এবং লোককে জানিতে দেওয়ার ভাবকে অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্ম সাধনকে সাধুরা অতি সংগোপনে রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচার করা সহজ, সাধন করা বড়ই কঠিন, কারণ ধর্ম্ম সাধন ত অন্যের জন্য নহে, নিজের জন্য, সুতরাং তাহার মধ্যে অজ্ঞাতসারে, অলক্ষিত ভাবে যদি লোককে জানাইবার ভাব, নিজের সাধুতা ও ধর্ম্মজীবনের পরিচয় দিবার ভাব, মনের মধ্যে স্থান পায়

তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ হইল। এই সুকঠিন পরীক্ষাপূর্ণ ভূমির উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনার্থী নরনারী দণ্ডায়মান। কেহ যদি ধর্ম্মসাধন করা ও প্রচার করা একই কার্য্য করিয়া ফেলেন তাহা হইলে, তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে না। ধর্ম্মজীবন গঠিত হইলে, জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনে সিদ্ধ হইতে পারিলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবেই হইবে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যস্ত হন, তাহা হইলেই অচিরাৎ ব্রাহ্মজীবনের উচ্চ আদর্শ দিন দিন স্ফূর্ত্তি পাইবে। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের লোক সহজেই সে ধর্ম্মভাবের মধুরতা অনুভব করিয়া আকৃষ্ট হইবে। যাহারা নিজনিজ ধর্ম্মজীবনের সাধনে ব্যস্ত, এরূপ লোকের উপর আমাদের সমাজের শক্তি নির্ভর করিতেছে। নির্জ্জনে অন্তরের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক ব্রহ্ম প্রকাশ সম্ভোগ করিতে নিয়ত যত্নবান হওয়াই ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির লক্ষণ। দশ জনের সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা করা সহায়তা মাত্র, উপলক্ষমাত্র। সহায়তাও উপলক্ষকে এক মাত্র অবলম্বন মনে করিলে লক্ষ্যচ্যুত হইবার সম্ভাবনা। এজন্যই সজন উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে নির্জ্জনে উপসনার ব্যবস্থা আছে। অনেক সময় সজন উপাসনায় যে সকল স্বর্গীয় ভাব আমাদের প্রাণ মনকে অধিকার করে তাহা ধরিয়া রাখিবার এক মাত্র উপায় নির্জ্জন সাধন। নির্জ্জনে একাকী সেই প্রভুর চরণে না বসিলে বাহিরে প্রাপ্তধনে আত্মরক্ষা হয় না। আপনাকে প্রভুর চরণে রাখিতে হইলে একাকী সেই চরণে উপবেশন করা আবশ্যক। গোপনে তাঁহার সঙ্গে কথা বার্ত্তা চাই, তাঁর সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা শুনা কথা বার্ত্তা না হইলে কি দিন চলে? আহারে বসিয়া ক্ষুধা না মিটিলে কেহ কি উঠিয়া যান? পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি শীতলজল পান করিতে গিয়া অল্প জলে কি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন? পিপাসায় জল না হইলে চলে না, ক্ষুধায় আহার না হইলে চলে না, আর মনের সম্পূর্ণ ক্ষুধা মিটাইয়া উপাসনা না করিলে যদি দিন চলা সম্ভব হয়, তবে বুঝিতে হইবে, তাহা ভয়ানক অবনতির অবস্থা। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি বিশ্বাস কর, তবে তাহা সাধন কর; যদি সাধন না কর তবে বিশ্বাস কর বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেওয়াতে মিথ্যা বলা হয়, সুতরাং ব্রাহ্ম হইতে হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ভিন্ন উপায় নাই। ধর্ম্ম মানিলেই ধার্ম্মিক হয় না, ধর্ম্ম জানিলেও ধার্ম্মিক হয় না, ধর্ম্ম লাভ করিলে ধার্ম্মিক হয়। অনেকে ধর্ম্ম মানেন, অনেকে ধর্ম্ম জানেন কিন্তু কয়জনে লাভ করিতে চেষ্টা করেন? ধর্ম্ম লাভ করে সেই ব্যক্তি, যে অনুসন্ধান করে, যে তাহার জন্য লালায়িত হয়, যাহার সে ধন না হইলে চলে না। এইভাবটা যতদিন না জাগিবে, ততদিন কিছুই হইবে না। তাই বলি এক একবার সকলেরই ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য আমাদের আত্মা ধর্ম্মকে না পাইয়া অচল হইয়াছে কি না? ধর্ম্মকে না পাইয়া যদি দিন চলে, তবে আমাদের বুঝা উচিত যে, আমাদের মধ্যে কঠিন রোগ রহিয়াছে, এ রোগের প্রতিকারের জন্য ঠিক সেইরূপ ব্যগ্র হওয়া উচিত, যেরূপ শরীরের পীড়া হইলে আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়ি প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে ব্যাকুল করুন।

খাসিয়া-মিশন—প্রভু পরমেশ্বরের কৃপায় এ বৎসর, চারিদিকেই শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কলিকাতাতে যেমন কয়েকজন বন্ধু সাধনমণ্ডলীতে যোগ দিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, সেইরূপ দুইজন খাসিয়া বন্ধু তথাকার মিশনে যোগ দিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একব্যক্তি পত্র দ্বারা আপনার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইনি চাকুরী করিতেন, অল্পদিন হইল তাঁহা ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ধর্ম্মানুরাগী ও অতিশয় উৎসাহী যুবক। ইংরাজী ভাষায় কিছু জ্ঞান আছে। প্রচার কার্য্য করিবার শক্তি ইঁহার আছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি চেরাপুঞ্জীতে আমাদের প্রচারনিবাসে আসিয়া বিশ্বাসপূর্ণ অন্তরে আপনার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি খাসিয়া ভাষায় যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল;—"আমার ক্ষুদ্র জীবনে অতি অল্পদিনেই ঈশ্বরের মহিমা অনেক বুঝিয়াছি, কিন্তু এই খাসিয়া পাহাড়ে প্রায় সমস্ত লোকই এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সংবাদ জানে না। আমার প্রাণে বড় ইচ্ছা হইতেছে যে, আপনাদের সঙ্গে মিলিয়া প্রভুর সেবা করি। আমি অতি অনুপযুক্ত, কিন্তু আমি আশা করি, ঈশ্বর-কৃপায় আপনাদের সাহায্যে অতি সামান্যরূপেও সেবার সহায়তা করিতে পারিব" ইত্যাদি। এই কথা বলিবার সময় তাঁহার মুখে আশ্চর্য্যভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহার জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যখন আমাদের খাসিয়া পাহাড়স্থ প্রচারকের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয় তখন তিনি গাঁজা খাইতেন। তাঁহার স্নেহে এবং উপদেশে ক্রমশঃ খাসিয়া বন্ধুর প্রাণ ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়। তখন তিনি ভালরূপে পড়িতে জানিতেন না। কিন্তু পাঠ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হওয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক লইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। এখন তিনি বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার প্রতিবাসীগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। তিনি কয়লার খনিতে কাজ করেন। তথায় সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আপনার বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারই চেষ্টায় তাঁহার গ্রামে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিছুদিন হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া বলিতেন যে, তাঁহার আর কাজ কর্ম্ম করিতে ভাল লাগিতেছে না। এইরূপে তাঁহার প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হওয়াতে তিনি প্রচার কার্য্যে যোগ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

এইরূপে খাসিয়া মিশনের উপরে পরমেশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিতেছে। চারিটী স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। আরও দুই স্থানে উপাসনাদি চলিতেছে, শীঘ্রই তথায় দুইটী সমাজ স্থাপিত হইবে। একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে খাসিয়া বালকবালিকাদিগকে বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সম্ভবতঃ শীঘ্রই ইংরাজী ও খাসিয়া ভাষা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইবে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধও নিয়মিতরূপে বিতরিত হইতেছে।

খাসিয়া পাহাড়ে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা এক্ষণে প্রায় ৪০ জন, এবং যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত বিশেষরূপে সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং অনেক সময় ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া থাকে, তাহাদের সংখ্যা শতাধিক হইবে। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যে পরমেশ্বরের কৃপায় এই পাহাড়ে যাহা কিছু কার্য্য হইয়াছে, তাহা বিশেষ আশাজনক।

খৃষ্টীয়ান পাদ্রীগণ আপনাদের ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কত লোক নিয়োগ করিয়া কত অর্থব্যয় করিতেছেন। আমাদের বিশেষ আয়োজনের অভাব সত্ত্বেও যে কিছু কাজ হইয়াছে, তাহাতে কেবল পরমেশ্বরের কৃপাই প্রকাশ পায়। কিন্তু আমাদের নিজের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করাও নিতান্ত আবশ্যক। খৃষ্টীয়ানগণ অসভ্য অজ্ঞজাতির হিত সাধনের জন্য কত দূর দেশ হইতে আসিয়া আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, আর তাঁহাদের স্বদেশবাসীগণ অর্থদ্বারা কেমন তাঁহাদের সাহায্য করিতেছেন। আমাদের খাসিয়া মিশনের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ অসভ্যজাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা ও আয়োজন করিতেছেন। এই চেষ্টাতে অনেক সুফলও ফলিয়াছে, ইঁহার জন্য আমাদের বিশেষ সাহায্য করা কর্ত্তব্য। স্থানান্তরে একখানি আবেদন পত্র প্রকাশিত হইল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ খাসিয়া মিশনেরজন্য একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। সেই কমিটী খাসিয়া পাহাড়ে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির, ঔষধালয় এবং স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা অজ্ঞ খাসিয়াদিগকে জ্ঞান ও সভ্যতাতে উন্নত দেখিতে চান এবং খাসিয়া পাহাড়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিশান উড্ডীন দেখিতে ইচ্ছা করেন, আশা করা যায় যে, তাঁহারা এই শুভানুষ্ঠানের সাহায্যার্থ যথাসাধ্য অর্থদান করিবেন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

নিয়মের ধর্ম্ম ও প্রেমের ধর্ম্ম।

একদিন যীশুর নিকটে একজন যুবক আসিয়া ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু আমি পরিত্রাণ পাইব কিরূপে?" যীশু কহিলেন "তুমি শাস্ত্রের বিধি সকল প্রতিপালন কর; পিতামাতাকে ভক্তি কর, পরহিংসা ও পরদ্রব্য অপহরণ হইতে বিরত থাক, মিথ্যা কথা কহিও না, তবেই তুমি মুক্তি পাইবে।" তখন সেই যুবক কহিল "প্রভু আমি এ সকল নিয়ম পালন করিয়াছি, ইহাতে তো আমার চিত্তের তৃপ্তি হইল না।" যীশু তখন কহিলেন, "তবে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দীনদরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দাও, দিয়া আমার সঙ্গে আইস।" সেই যুবক ইহা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ দুঃখিত মনে বসিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

এই আখ্যায়িকাটী হইতে আমরা এই উপদেশ পাইতেছি—জগতে যত লোক ধর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত, তাহাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে। এক শ্রেণীর লোক কেবল শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ পালন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করে। শাস্ত্র অথবা লোকাচারের বিধি ও নিষেধ পালন করিয়াই তাহারা ভাবে যে,"আমি খুব ধর্ম্ম করিতেছি; বেশ তৃপ্তির সহিত তাহাদের দিন চলিতেছে। সে ভাবিতেছে বেশ আরামে ধর্ম্ম সাধনা করিতেছি; পরের দ্রোহ করি না, নীতির নিয়ম পালন করিয়া চলি; লোকের চক্ষে পড়ে, এমন কোন পাপ কাজ করি না।" ধর্ম্ম সমাজের নিয়ম সকল সে রীতিমত পালন করে; বার মাসে তের পার্ব্বণ, শ্রাদ্ধ শান্তি প্রভৃতি অনুষ্ঠান নিয়মপূর্ব্বক করিয়া থাকে; লোক সমাজে প্রশংসা লাভ করে; সকলেই বলে "বেশ লোক, ধার্ম্মিক লোক।" তাহারাও তৃপ্ত, জগতের লোকেও তৃপ্ত।

আর এক শ্রেণীর লোক শাস্ত্র এবং লোকাচারের নিয়ম সকল পালন করিয়াই তৃপ্ত থাকেন না। তাঁহাদের অন্তরে প্রেমের পিপাসা জাগিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে এমন কিছুর জন্য ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে, যাহাতে তাঁহারা বাহিরের নিয়মে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না; তাহাতে তাঁহাদের মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না; ইহার অতিরিক্ত কিছু চাহেন, ও তাহারই জন্য লালায়িত হইতেছেন। এই অতিরিক্ত জিনিসটী কি? ইহা প্রেম। ইহা সেই প্রেম যাহাতে মানুষ আত্ম সমর্পণ করে, যাহাতে হৃদয় একেবারে কিরাইয়া দেয়। ইঁহারা এই মৃত ধর্ম্মের সীমাকে অতিক্রম করিয়া প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এই রাজ্যে যাঁহারা প্রবেশ না করেন, তাঁহারা ধর্ম্মের ভিতরকার মিষ্টতা বোঝেন না। এক প্রকার পোষাকী ধর্ম্ম আছে—যাহা লোকসমাজের ধর্ম্ম, যাহা লোকসমাজের প্রশংসা ও অনুমোদন পাইলেই সন্তুষ্ট হয়; প্রেমেতে আত্ম সমর্পণ না করিলেও, প্রেমেরজন্য কাঙ্গালী না হইলেও,সে শ্রেণীর লোকের কিছু আসে যায় না। জগতের কাছে অতি সহজেই প্রিয় হওয়া যায়। জগতের অধিকাংশ লোকের ইচ্ছামত চলা তো সহজ ব্যাপার। জগৎকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে জীবনের দরকার হয় না। প্রেমের ধর্ম্ম ইহার উপরে সংস্থাপিত। যীশু তাই সেই যুবককে বুঝিবার জন্য প্রথম তাহাকে আদেশ করিলেন "শাস্ত্রসম্মত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হও;" তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেন ইহাতে সন্তুষ্ট হইলে না?" অর্থাৎ জানিতে চাহিলেন, তাহার মধ্যে প্রেম জাগিয়াছে কি না, তার পর তিনি প্রেমের ধর্ম্মের কথা উপস্থিত করিলেন। প্রেমের প্রধান পরীক্ষা আত্ম সমর্পণ ও স্বার্থনাশ। যীশু ইহা দ্বারা তাহাকে পরীক্ষা করিলেন। সাপের লেজে পা দিলেই যেমন সাপ ফোঁস করিয়া উঠে, তেমনি যাহার হৃদয়ে প্রেমের ধর্ম্ম জাগে নাই তাহার স্বার্থের উপর হাত দিলেই সে ফোঁস করিয়া উঠে। যেমন হাতের নাড়ী ধরিয়া বৈদ্য জ্বর পরীক্ষা করেন, তেমনি স্বার্থের নাড়ী ধরিয়া ধর্ম্মের পরীক্ষা করা যায়। ধর্ম্মের যদি কোন নাড়ী থাকে তবে তাহা এই। যদি জানিতে চাও কত ধর্ম্ম আছে তবে ঐ স্বার্থের নাড়ী টিপে ধর। যীশু একেবারে সাপের লেজে পা দিলেন। ধনীর সন্তান—তাহাকে বলিলেন, "যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর, পরে আমার

সঙ্গে এস। সে বিরস হইয়া চলিয়া গেল। অতটা ধর্ম্ম তখনও তার হয় নাই; অতটা প্রেম তখনও তার জাগে নাই।

স্বার্থনাশের ও প্রেমের ধর্ম্ম লৌকিক ধর্ম্মের উপরে স্থাপিত। প্রেমের ধর্ম্ম জীবন্ত জিনিস; তাহা না হইলে ধর্ম্ম হয় না। বাহিরে যতই কেন ভদ্রলোক হও না, যত মানুষের মনের মত থাকিতে পার, ততই সুখ্যাতি পাইবে। বরং বেশী ধর্ম্ম না হইলেই লোকের সুখ্যাতি পাওয়া সহজ হয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, চন্দ্রের যে জ্যোতি তাহা কিছুই নয়, তাহা সূর্য্যেরই ধার করা জ্যোতি। চন্দ্রে প্রাণী, বৃক্ষ, লতা কিছু নাই; চন্দ্র মৃত। সূর্য্য জীবন্ত। চন্দ্র মৃত হইলে কি হয়, চন্দ্র বড়ই স্নিগ্ধ, বড়ই ঠাণ্ডা, চাঁদের আলো বড়ই ভাল লাগে, চন্দ্রকে বড়ই ভাল বাসি। পূর্ণিমার রাত্রিতে চাঁদ দেখ্‌তে বড়ই ভাল বাসি। জগতের ব্যবস্থা এই রকম। যেমন এই দেশের লোক সূর্য্যকে ভাল বাসে না, চন্দ্রকেই ভাল বাসে, তেমনি লোকে জীবন্ত ধর্ম্ম ভাল বাসে না, মৃত ধর্ম্মকে ভাল বাসে। মৃত ধর্ম্ম ঠাণ্ডা, মনের মতন; মৃত ধর্ম্ম লোকের সঙ্গে চলে ভাল। কিন্তু জীবন্ত ধর্ম্ম,যাহাতে স্বার্থপরতা দূর করিতে হয়, যাহাতে বৈরাগ্যের অগ্নি জ্বালিতে হয়, তাহা বড় কড়া; তাহা জগতের লোক ভাল বাসে না। কিন্তু প্রেমের ধর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্মই হয় না। স্বার্থনাশ ভিন্ন ধর্ম্মই হয় না। বৈরাগ্য নাই যে ধর্ম্মে তাহা ধর্ম্মই নয়। যদি এই মন্দিরে বসিয়া দশ বৎসরকাল মিষ্ট মিষ্ট উপাসনা, মিষ্ট মিষ্ট সঙ্গীত করি, তাহা হইলেও সব মৃত, সব বাহিরের ব্যাপার থাকিতে পারে, যদি প্রেমের ও স্বার্থনাশের ধর্ম্ম হৃদয়ে না জাগে।

প্রেমের ধর্ম্ম কিসে জাগে? সত্যস্বরূপ সাধনা হইলে প্রেমের ধর্ম্ম জাগে। ধর্ম্মের সত্যতা, ঈশ্বরের সত্যতা হৃদয়ে জাগিলে প্রেমের ধর্ম্ম জাগে। আমরা অভ্রান্ত শাস্ত্র, অভ্রান্ত গুরু সব তুলিয়া দিয়া সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সন্নিধানে দাঁড়াইয়াছি। এখনও কি কেতাবের ধর্ম্ম, বাহিরের ধর্ম্ম লইয়া থাকিব? ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই আদেশ যে, জীবন্ত সত্যস্বরূপের সাধনা করিতে হইবে। ইহা কিছু কঠিন। লোকাচার ও বাহিরের রীতি নীতি পালন করা শক্ত নয়; কিন্তু এই সত্যস্বরূপের সাধনা অতি কঠিন। এই ধর্ম্মে পরমেশ্বর আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন। জীবন্ত সত্যস্বরূপের সাধনাও করিব, আবার পাপেও থাকিব? সত্য ধর্ম্মের সাধনাও করিব, পাপেরও সেবা করিব? পাপ পরাজয় না হইল যদি, তবে হইল কি? সাপের মুখে পড়িয়া ভেক যেমন চীৎকার করে, ব্রাহ্ম কি পাপের মুখে পড়িয়া চিরদিনই সেইরূপ চীৎকার করিবে? তবে আর সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের নাম লইয়া হইল কি? ইহাতে প্রয়োজন কি? পাপভয়ে ভীত আত্মাকে যাহাতে অভয় দিতে পারে না, সেরূপ ধর্ম্মে কি হইবে? ধর্ম্মরাজ্যে মিষ্টতা আছে, অনেক ভাল কথা আছে; কিন্তু পাপভয় না গেলে সেই মিষ্টতা অনুভব করে কে? পাড়ার ছেলেদের কাছে যে কুকুর রোজ রোজ প্রহার খায়, তাকে যদি একদিন আদর করিয়া একমুষ্টি অন্ন দেওয়া যায়, তবে তার যেমন ভয়ে ভয়ে খাওয়াই হয় না, তেমনি পাপভয়ে ভীত আত্মা ঈশ্বরের করুণার অন্ন ভাল করিয়া সম্ভোগ করিতে পারে না। হে ব্রাহ্ম, তুমি যদি পাপে চিরদিনই কলঙ্কিত থাকিবে, তবে ঈশ্বরের করুণা, ব্রহ্ম নামের শক্তি অনুভব করিবে কিরূপে? আমরা কি মৃত নিয়ম প্রতিপালন করি? আমরা কি মৃত ধর্ম্মের সাধনা করি? ঈশ্বর সত্য স্বরূপ ইহা যদি সত্য হয়; ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম, ইহা যদি সত্য হয়, তবে পাপকে পরাজয় করিব ইহাও সত্য; তবে প্রবৃত্তিকে দমন করিব ইহাও সত্য, তবে মুক্তিলাভ করিব ইহাও সত্য। এখনি মুক্তি পাইতে হইবে। অনেকে মনে করেন, মরিয়া গিয়া তাহার দুই লক্ষ বৎসর পরে মুক্তি হইবে। যেমন গ্রীষ্মকালে অল্পে অল্পে পুকুরের জল শুকায়, তেমনি অল্পে অল্পে পাপ শুকাইবে। না,—মুক্তির জন্য এত দেরী করিতে পারিব না— মুক্তি এখনই চাই; পাপ হইতে বাঁচা এখনই চাই; তবে তো সত্য স্বরূপের পূজা। এখনই চাই। যে ঔষধে আমাদের ব্যাধি যায় নাই, তাহা লোককে বলিতে আসিয়াছি? মিথ্যা ধর্ম্মের প্রচার করিতেছি? মিথ্যা কথা বলিতেছি? জগতের কাছে কি বলিতে পারিব না যে, ব্রহ্মনাম বলিয়া পাপ ব্যাধি গিয়াছে? ঈশ্বর করুন যেন তাহা বলিতে সমর্থ হই।

"ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকম্।"

এই প্রাচীন ঋষিবাক্যে যে কি গভীর অর্থ নিহিত রহিয়াছে, তাহা হৃদয়ে প্রতীতি করা এবং এই বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবনকে পরিচালিত করা বড় কঠিন। ভক্ত ও বিশ্বাসীদিগের মুখে আমরা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই "ভগবান্ ভক্তের ভার বহন করেন।" সাংসারিক উৎপীড়ন, দরিদ্রতার নিষ্পেষণ, পাপের প্রাবল্য দর্শনে মানবের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর রাজশক্তি যখন প্রতিকূল, সমাজ যখন বিরুদ্ধাচারী, বন্ধু বান্ধব স্বজন বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়, দুঃখ দারিদ্র্য যখন তীব্র কটাক্ষ করিতে থাকে, তখন চক্ষের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, ধর্ম্ম বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া মনকে নিশ্চিন্ত রাখা ভয়ানক পরীক্ষার বিষয়। যখন দেখিতে পাওয়া যায়, অসাধু ব্যক্তিও পাপাচরণ দ্বারা সুখী হইতেছে, তখন সাধুতা ও ধর্ম্মবিশ্বাসকে স্থির রাখিয়া শান্তিলাভ করা বড়ই কঠিন।

ধর্ম্ম, ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে রক্ষা করেন। কিরূপে রক্ষা করেন? ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি দরিদ্রতায় পতিত হন না? সাধু ব্যক্তি কি অর্থ ক্লেশ ভোগ করেন না? ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি দুঃখ বিপদ, রোগ শোকের আক্রমণ হইতে নিস্তার পান? ধর্ম্ম, ধার্ম্মিকদিগকে এই সকল পার্থিব সম্পদের মধ্যে সর্ব্বদা রক্ষা করেন কি? "ধর্ম্ম ধার্ম্মিকদিগকে রক্ষা করেন" এই বাক্যের তাৎপর্য্য সাধুগণ সাংসারিক ভাবে গ্রহণ করেন না। সাধুগণ কোন্ অবস্থাকে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ ও ঘৃণার অবস্থা মনে করেন? সাধুরা পাপকেই সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত বস্তু বলিয়া মনে করেন। ধর্ম্ম, ধার্ম্মিকদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করেন, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য। ধার্ম্মিকেরা দরিদ্রতাকে ভয় করেন না, রোগ শোক বিপদকে গ্রাহ্য করেন না; কিন্তু যে বিপদ রাশি মানব হৃদয়কে ঈশ্বরের সন্নিধান হইতে দূরে লইয়া যায়, যে পাপের কালি ঈশ্বরের প্রেম-

সুখ দর্শনের অন্তরায় হয়, সাধুগণ তাহাকেই নরক অপেক্ষা ভয় করেন। জীবনে সাধুতা রক্ষা করিতে কে পারে? কে ঈশ্বরের পথে, ধর্ম্মের পথে সাধুতার পথে, আপন বলে চলিতে পারে? পৃথিবীর লক্ষ প্রলোভন, বিপদ মানবকে সর্ব্বদা পুণ্যপথ হইতে, সাধুতার পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে। এই ধর্ম্মের পথে আত্মাকে রক্ষা করিতে কে পারে? প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রামে মানবের বন্ধু কে? ধর্ম্মই মানবের রক্ষক, ধর্ম্মই মানবাত্মার বর্ম্ম, ধর্ম্মই মানবের একমাত্র সহায়।

মানুষ যখন সত্যের পথে যায়, তখন অনেক বিঘ্ন আসিয়া তাহার চরণ বাঁধিতে চেষ্টা করে। যীশু যখন ঈশ্বরের নামের সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইলেন, তখন পাপ প্রলোভন, সমাজ ও রাজ শক্তি তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সয়তান পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য্য দেখাইয়া তাঁহাকে সেই পুণ্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কেবল ধর্ম্মই তাঁহাকে সেই পাপ প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম তাঁহার পার্থিব দরিদ্রতা মোচন করিয়া ধন দান করেন নাই, তাঁহাকে লোক নিন্দা হইতে মুক্ত করিয়া প্রশংসার অধিকারী করেন নাই; ধর্ম্ম তাঁহাকে সত্যপথে, পুণ্যের পথে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের মধ্যে সংগ্রাম।

যীশুর বিরুদ্ধে যখন সমাজশক্তি দণ্ডায়মান হইল, তখনও যীশুকে ধর্ম্মই রক্ষা করিলেন। এখানে অন্য কোন শক্তি যীশুর সহায়তা করে নাই। ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি, পুণ্যের আস্বাদন, ঈশ্বরের প্রেমই যীশুকে পুণ্য পথে রক্ষা করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া তিনি ভয়ানক শারীরিক ও মানসিক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই।

পরিশেষে রাজশক্তির নিকট যীশুকে ধর্ম্মবলের শেষ পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। এক দিকে প্রিয়বস্তু আপনার জীবন, অন্যদিকে ধর্ম্ম, ঈশ্বর। এখানে কোন্‌শক্তি তাঁহাকে রক্ষা করিল? পৃথিবীর বাসনা, সংসারবুদ্ধি, মানবীয় জ্ঞান তাঁহাকে বিপরীত উপদেশই প্রদান করিত। কোন্ আশায় বুক বাঁধিয়া, তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? স্থূলবুদ্ধি লোকে বলিতে পারে, ঈশ্বর ও ধর্ম্ম যীশুকে রক্ষা করিলেন কোথায়? যীশুর জীবন ত রক্ষা হইল না? অধর্ম্ম ও বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কথা, তাঁহাকে ক্রুশ হইতে রক্ষা করিতে পারিত।

সূক্ষ্মভাবে ও বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত কথা। ধর্ম্ম কি সংসারের সুখসুবিধার জন্য? যিনি ধর্ম্ম ও সাধনার দ্বারা পার্থিব বিপদ অতিক্রম করিবার আশা করেন, তিনি ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে নিতান্ত অক্ষম। ধর্ম্মই যীশুকে ধর্ম্ম পথে রক্ষা করিলেন, পাপ পথ হইতে উদ্ধার করিলেন। "প্রথমে স্বর্গরাজ্য অনুসন্ধান কর, পশ্চাতে তোমার সকল প্রয়োজনীয় বস্তু পাইবে" ইহার অর্থ এই নয় যে, ধার্ম্মিক হও, তবেই পৃথিবীর সুখ সম্পদ পাইবে; ইহার অর্থ এই ধর্ম্মই তোমার সকল সম্পদ—ধর্ম্মসম্পদ প্রাপ্ত হইলে আর তোমার কোন বস্তুর প্রয়োজন হইবে না। ধর্ম্মাবহ ঈশ্বর, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই তোমাকে প্রদান করিবেন। সুখও চাহিবে না, দুঃখের জন্যও লালায়িত হইবে না; কারণ ধর্ম্মকে প্রতিপালন করিতে যাহা ঘটে, তাহাই তোমার মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য।

ধর্ম্মই ধর্ম্মের পুরস্কার। যশ মান ধন জন ধর্ম্মের পুরস্কার নহে। ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রাণের প্রার্থনা এই,—তিনি যেন পাপে নিপতিত না হন, তিনি যেন সর্ব্বদা ঈশ্বর-সহবাস-সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সহায় কে? পার্থিব বল কি তাঁহার সহায়তা করিতে পারে? ধন মান কি পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারে? কেবল ধর্ম্মবলই সাধুতার পথে মানবাত্মাকে রক্ষা করিয়া থাকে। ঈশ্বরই মানবের সহায়, ঈশ্বরই মানবের পরিত্রাতা।

ক্ষুদ্র সাংসারিক বিষয়ে যাহাদের মতি, সংসার সম্পদ লাভই যাহাদের জীবনের লক্ষ্য, তাহারাই সম্পদের ক্ষতি দেখিলে, ধর্ম্মকে, ধার্ম্মিকতাকে উপহাস করিয়া থাকে। য়িহুদি দিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহারাই চীৎকার করিয়া বলে—"তিনি (যীশু) অন্যের ত্রাণ করিতে পারেন, কিন্তু নিজের ত্রাণ করিতে সমর্থ নহেন।"

অল্পবিশ্বাসী মানবের অন্ধ চক্ষু দেখিতে পায় না, যীশুকে ধর্ম্ম কি প্রকারে রক্ষা করিয়াছেন। পরমেশ্বরের অযাচিত করুণা ভিন্ন ধর্ম্মকে ধরিয়া রাখিতে কে পারে? ধর্ম্মই ধর্ম্ম পথের সহায় ও পরম সম্পদ। তাঁহার কৃপাই মানবকে পাপ হইতে রক্ষা করিয়া পুণ্য পথে পরিচালিত করে। পরমেশ্বর আমাদিগকে বিঘ্ন বিপদ সঙ্কুল সংসারে ধর্ম্ম পথে রক্ষা করুন।

পূর্ণাঙ্গ সাধনা।

(প্রাপ্ত)

সভ্য অসভ্য, পণ্ডিত মূর্খ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক প্রভৃতি পৃথিবীর সকল নরনারীই মহান্ অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যিনি উচ্চ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ তাঁহার আত্মার গতি যে দিকে, ঘোরতর পাষণ্ড নাস্তিকের আত্মার গতিও সেই দিকে। জ্ঞানের অনুবীক্ষণ সহযোগে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, সকল মানবাত্মাই সেই অনন্তের দিকে গমন করিতেছে। পার্থক্য কেবল এই যে, কেহ অগ্রে কেহ পশ্চাতে। যীশু, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি সাধু মহাত্মাগণ মানবজাতির অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর বিরোধী নাস্তিকগণের আত্মা ও সেই পথ পানে ছুটিয়াছে। নাস্তিক, অবিশ্বাসীকে তিনি অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করেন না। ব্রহ্মধন সকলের সাধারণ বস্তু। মোহাবরণ উন্মোচিত হইলে সকলেই তাঁহার প্রেমধামে উপনীত হইবে, পৃথিবীতে এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের কথা ব্রাহ্মসাধকই প্রচার করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ যেমন একদিকে এই উদার ধর্ম্মতত্ত্ব ঘোষণা করিতেছেন, তেমন অপর দিকে পরমেশ্বরের সমুদয় স্বরূপের সাধন করিতেছেন।

অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় এক একটী স্বরূপ সাধন করিয়া স্বীয় স্বীয় উজ্জ্বল বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। মহাত্মা

যীশু মঙ্গল স্বরূপ, মহম্মদ একমেবাদ্বিতীয়ং, বুদ্ধ শান্তি স্বরূপ, এবং চৈতন্য আনন্দ স্বরূপ সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরমেশ্বরের এক একটী দিক দর্শন করিয়াছিলেন। যীশু পিতা পুত্রের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া জগতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদ ভৃত্যভাবে, চৈতন্য স্বামীরূপে ভজনা করেন এবং ইঁহারা তদনুরূপ প্রচার করেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ সাধনে সকল মধুর সম্বন্ধই সম্মিলিত হইয়াছে। ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব দেখা যায়।

ভগবান্ ভক্তের অধীন। তাঁহাকে যিনি যেভাবে ডাকেন, সেইভাবেই দেখিতে পান। তিনি পিতা, মাতা, সখা, আমাদের সকলই। সম্বন্ধ শব্দের অর্থ প্রেম। স্বামীভাব, সখাভাব, পিতৃভাব ইত্যাদি সকল ভাবের ভিতরে একই প্রেম বিরাজ করিতেছে। সুতরাং যিনি যেভাবেই ডাকেন, ভগবান তাহাতেই প্রীত হন। এইজন্যই ভগবদ্গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলিয়াছেন ;—

যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।

"হে পার্থ, যাহারা যদ্রূপে আমার উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে তদ্রূপে অনুগ্রহ করি; কারণ সকলেই আমার সেবা-পথে অনুগমন করিতেছে।

ইহার ভাবার্থ এই যে, যিনি যে স্বরূপ ভজনা করেন, তাহাতেই মুক্তিলাভ হয়। বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাসও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, তিনিও ভগবানের মুখে বলাইয়াছেন ;—

"আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥"

এখন প্রশ্ন এই, যিনি যে ভাবে ডাকেন, তাহাতেই যদি ঈশ্বর লাভ হয়, তবে কেন ব্রাহ্ম সাধক ভগবানের সহিত সর্ব্ব প্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করিতে ইচ্ছুক—সকল স্বরূপ সাধন করিতে প্রবৃত্ত? ইহার কারণ এই যে, বর্ত্তমান যুগে মানবাত্মার সহিত পরমেশ্বর এমন উজ্জ্বলভাবে যুক্ত হইতেছেন যে, এখন আর সাধক কোনও একটি সম্বন্ধ স্থাপন, কোনও একটি স্বরূপ সাধন করিয়া পরিতৃপ্ত থাকেন না। পিতৃ ভাব, মাতৃ ভাব, বন্ধু ভাব ইত্যাদি সকল ভাবের স্রোত আসিয়া এ যুগের হৃদয় প্লাবিত করিতেছে, তাই সাধক সত্যং জ্ঞানমনন্তং প্রভৃতি সকল স্বরূপের ও সকল সম্বন্ধের সাধন করিতেছেন। স্বরূপ সাধনের এবম্বিধ সমন্বয় পরমেশ্বরের কৃপাতেই হইয়াছে।

এস্থলে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখনও সংস্কৃত টোলের শিক্ষা প্রণালীতে দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি ব্যাকরণ পড়েন তিনি চিরজীবন ব্যাকরণই অভ্যাস করেন, যিনি ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি ভূগোল ইতিহাসের চর্চ্চা করেন না অর্থাৎ ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যা উপার্জ্জন করা টোলের নিয়ম নহে। এই নিয়মের ফল এই দাঁড়াইয়াছে, নৈয়ায়িক বিজ্ঞানের একটি কথাও জানেন না, বৈজ্ঞানিক ন্যায়ের বিন্দু বিসর্গও বোঝেন না। কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষা ভিন্ন রূপ। এ শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষিত হইলে সর্ব্ব প্রকার বিদ্যা শিক্ষা হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালের সাধনও এইরূপ একদিকগামী ছিল। বর্ত্তমান যুগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সুন্দর সাধন অন্য যুগে অভ্যুদয় হয় নাই। এ সাধনে পূর্ব্বকালের সকল সাধনের মূলমন্ত্র একীভূত হইয়াছে। পূর্ব্বকালের সাধুগণ এক এক বিষয়ে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিলেন; এ যুগে সাধারণ ভাবে সমুদয় সাধন গৃহীত হইয়া সাধনের পূর্ণ মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। এই ঈশ্বর প্রদত্ত, বর্ত্তমান কালের উপযোগী সাধন প্রণালী উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ পূর্ব্বকালের কৃচ্ছ্র যোগ ইত্যাদি প্রণালীর অনুসরণ করেন, তবে তিনি সাধন রাজ্যে কখনও বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ফল লাভ করিতে পারিবেন না।

পূর্ণভাবে পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ, পূর্ণাঙ্গ সাধন দ্বারাই হইতে পারে। সকল স্বরূপ সাধন না করিলে ঈশ্বর সম্বন্ধে উন্নত উজ্জ্বল জ্ঞান অসম্ভব। নিরাকার ঈশ্বরের দর্শন, তাঁহার বাণী শ্রবণ, তাঁহার আদেশ অনুভব করা ইত্যাদি ব্যাপার এই পূর্ণ সাধনের প্রাণ। পরমেশ্বর করুন, আমরা দিন দিন এই আদর্শ সাধনপ্রণালীর দিকে অগ্রসর হই, এবং সর্ব্বপ্রকারে সকলভাবে তাঁহার আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হই। ভগবান দয়া করিয়া যে গভীর সাধনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাহা যেন আমরা অবরোধ না করি।

ব্যাখ্যান রত্নাবলী।

১০ই মার্চ্চ—সাধনাশ্রমের উপাসনাতে বিবৃত ;—

O God, thou hast taught me from my youth, and hitherto have I declared thy wondrous works. Now also when I am old and grey-headed, O God, forsake me not; until I have shewed thy strength unto this generation and thy power to every one that is to come. Ps.LXXI 17, 18.

"প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আমাকে যৌবনের প্রারম্ভ হইতে শিক্ষা দিয়াছ। অদ্যাবধি আমি তোমার মহাকীর্ত্তির বিষয় ঘোষণা করিয়াছি। এক্ষণে আমি বৃদ্ধ ও পলিতকেশ হইয়াছি। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না, যতদিন না আমি এই সকল মানুষের কাছে তোমার শক্তি ও করুণার বিষয় পরিচয় দিই এবং যাহারা আসিতেছে, তাহাদের নিকট তোমার করুণা ঘোষণা করি।"

প্রভু পরেশ্বরের মহিমা ও করুণার ঘোষণা, এবং স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বরের নিকট সত্য শিক্ষা, এই দুইটীর মধ্যে কি নিগূঢ় সম্বন্ধ! এই জীবনে মানুষ সেই সকল সত্যই সমুচিতরূপে প্রচার করিতে সমর্থ হয়, যাহা আপনার ধর্ম্মজীবনে সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের নিকট মানুষ প্রাপ্ত হয়। এই পৃথিবীতে সাধু মহাত্মারা যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহার সকলই কি নূতন? যীশুখ্রীষ্ট এমন সত্য কি বলিয়াছেন, যাহা ইহুদিদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে ছিল না? শাক্যসিংহ এমন কি সত্য প্রচার করিয়াছেন,

যাহা প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থে ছিল না? ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্য এমন কি বলিয়াছেন, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে এবং প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রে পাওয়া যায় না? তবে এই সকল মহাত্মাদিগের শক্তির মূল কোথায়? যীশু সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে যে, তাঁহার শ্রোতারা বলিতেন—He speaks as man never spake before—এ পর্য্যন্ত মানুষের নিকট এমন কথা শুনি নাই। মহাত্মারা পুরাতন কথাই বলিয়াছেন। যীশু পুরাতন সত্য সকল নিজের ধর্ম্মজীবনে সাক্ষাৎভাবে লাভ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে ও তাঁহার প্রকাশের জ্যোতিতে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সকল সত্য দর্শন করিয়াছিলেন; সেই সকল সত্যের গুরুত্ব হৃদয়ের গভীরতম স্থানে অনুভব করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই সকল সত্য তাঁহার প্রাণে জীবন্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সেই সকল পুরাতন কথা তাঁহাদিগের নিকট হইতে নূতন হইয়া জগতে আসিয়াছে। সত্য এইরূপেই জীবন্ত হয়। সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের সন্নিধানে শিক্ষা করিলেই, সত্য জীবন্ত হয়; অন্যথা তাহা মৃত। যতক্ষণ ব্রহ্মশক্তি সত্যকে স্পর্শ না করে, ততক্ষণ তাহা মৃত। সে মৃত কথা প্রচার করিলে, তাহা মৃতের মত হয়। এই জন্যই বিশ্বাসী লোকের প্রচারে এবং যাহারা পুস্তক হইতে সত্য শিক্ষা করিয়া প্রচার করে, তাহাদের প্রচারে এত পার্থক্য। তাঁহার সন্নিধানে না দেখিয়া বাহিরে যে সত্য পাওয়া যায়, তাহা মৃত। এই জন্যই দায়ুদ নরপতি বলিয়াছেন—"তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়াছ, সেই জন্যই আমি আজ পর্য্যন্ত তোমার মহাকীর্ত্তি প্রচার করিয়াছি।" তুমি নিজে শিক্ষা দিয়াছ, তাই বিশ্বাসের কথা জগৎকে বলিয়াছি। "তুমি এই দয়া কর, অবশিষ্ট জীবনে, যাহারা আসিতেছে, তাহাদের কাছে যেন সাক্ষ্য দিয়া যাইতে পারি। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিওনা।" ঈশ্বর যদি ছাড়েন, তবে আর প্রচার হয় না, তবে সাক্ষ্য দিবার ক্ষমতা লোপ হয়। তখন সাক্ষ্য দিলে তাহা মৃত সাক্ষ্য হয়। ব্রাহ্মসমাজ যে নূতন কথা কিছু বলিবেন, তাহা নহে। "ঈশ্বর এক" এই সত্য আমাদের উপনিষদে যথেষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে, এবং আমাদের পূর্ব্বে অন্য অন্য দেশেও ইহার যথেষ্ট প্রচার হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ নূতন সত্য কিছু দিতে আসেন নাই, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ইহা নহে যে আমরা নূতন সত্য শিক্ষা করিব; কিন্তু আমাদের আদর্শ এই যে সত্য সকল স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বরের নিকট হইতে শিক্ষা করিব। তাঁহার কাছে সত্য লাভ করিয়া, সেই সত্য জীবন্ত ভাবে প্রচার করিব। তাঁহার সংস্পর্শ ভিন্ন সত্যে শক্তি হয় না। নতুবা মৃত সত্য পুস্তকে যথেষ্ট লিখিত আছে; আজ যদি দুইজন পণ্ডিতকে নিযুক্ত করা হয়, তবে তাঁহারা অতি শীঘ্র সমুদায় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সারকথা সকল উদ্ধৃত করিয়া জগতের নিকট বলিতে পারেন। কিন্তু সেই সকল সত্য ততক্ষণ মৃত, যতক্ষণ তাহাদিগকে জীবন্তভাবে দর্শন করা না হয়। সত্য জীবন্তভাবে দর্শন না করিলে, তাহার প্রচারে লোককে জীবন দিতে পারেনা। তাঁহার শক্তি ভিন্ন সত্য প্রচার হয় না।

(১১ই মার্চ্চ বিবৃত)

"প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ"

ওঁকার ধনুঃ স্বরূপ, আমাদিগের আত্মা বাণ স্বরূপ এবং ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য। অসাবধানতা রহিত হইয়া ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে আত্মারূপ শরদ্বারা বিদ্ধ করিতে হইবে।

ওঁকার প্রাচীন ঋষিদিগের সাধনের একটী মন্ত্র ছিল। তাঁহারা ইহার সাহায্যে পরমাত্মার দর্শন লাভের জন্য যত্ন করিতেন। তাঁহারা এই ওঁকার দ্বারা সঙ্কল্প জাগ্রত করিতেন। মন্ত্র সাধনের অর্থ, মানবের ইচ্ছাশক্তিকে কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করা। চিত্তের একাগ্রতা সাধনের নিমিত্ত প্রাচীন সাধকগণ কেহ বা দীপশিখার অভ্যন্তরে যে কৃষ্ণ রেখা আছে, তাহাতে দৃষ্টি নিবেশ করিতেন, কেহ বা নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিতেন। ওঁকার আমাদের প্রাচীন ঋষিগণের একটী প্রিয় মন্ত্র ছিল। সুতরাং এই শ্লোকে প্রণব অর্থাৎ ওঁকারের অর্থ, সঙ্কল্প স্থাপন। ব্রহ্ম লক্ষ্য, তাঁহাকে এই আত্মারূপ বাণদ্বারা বিদ্ধ করিতে হইবে।

বাণের দ্বারা লক্ষ্য বিদ্ধ করার সহিত ব্রহ্মসাধনের অতি সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। বাণ দ্বারা যখন লক্ষ্য বেধ করা হয়, তখন এই দুইটী বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায়—(১) বাণ ধনুক হইতে নির্গত হইয়া সোজাপথে লক্ষ্য অভিমুখে গমন করে এবং যতক্ষণ লক্ষ্যকে বিদ্ধ না করে ততক্ষণ নিবৃত্ত হয় না। বাণের দুই পার্শ্বে যে পাখা আছে, তাহার সাহায্যে বায়ুর প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া সোজা একেবারে লক্ষ্যের দিকে চলিয়া যায়। (২) বাণের এইরূপ গঠন যে, তাহা অতি সহজে লক্ষ্যেতে প্রবেশ করে কিন্তু সহজে তাহা হইতে নির্গত হয় না।

যাঁহারা ব্রহ্মসাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহাদের এই বাণের ন্যায় সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে হয়। আত্মারূপ শরে এমন কিছু থাকা আবশ্যক যাহাতে জনসমাজের চতুর্দ্দিকের প্রতিবন্ধক সকল অতিক্রম করিতে পারে। সমুদয় প্রতিবন্ধকের মধ্যে তাঁহাদের সজাগ থাকিতে হইবে। ধর্ম্ম-সাধনের বাসনা প্রাণে উদয় হওয়া তত কঠিন নয়; সঙ্কল্প করাও তত কঠিন নয়; কিন্তু সঙ্কল্পকে নানা কোলাহল, নানা প্রলোভনের মধ্যে স্থির রাখা অতীব কঠিন। ব্রহ্মসাধক সহস্র কোলাহলের মধ্যে নির্জ্জন থাকিবেন; ব্রহ্মসাধক পাপ প্রলোভনের মধ্যে পথভ্রান্ত হইবেন না। ব্রহ্মসাধক কোনরূপে সঙ্কল্পকে পরিত্যাগ করিবেন না; বরং বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধক আসিতেছে দেখিয়া সঙ্কল্পকে অধিক দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া রাখিবেন। যাহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা নাই, তাহারা সামান্য কোলাহলে ছুটিয়া বেড়ায়। আজ এদিকে, কাল ওদিকে এইরূপে তাহারা ঈশ্বরের পুণ্যসহবাস হইতে পরিশেষে কোথায় গিয়া পড়ে। এইরূপ ব্রাহ্ম অনেক দেখিয়াছি, যাহারা সামান্য উত্তেজনার বাতাসের অগ্রের ধূলির মত উড়িতে উড়িতে চলিল, পরিশেষে পাপ প্রলোভনে পড়িয়া নরকে ডুবিল। ব্রাহ্মদিগের এইদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। কারণ তাহাদিগের ধর্ম্মসাধন জনসমাজে বসিয়া, জনসমাজের কোলাহলের মধ্যে বসিয়াই

করিতে হয়; বনে লুক্কায়িত থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করা ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশ্য নয়। আমরা জনসমাজে থাকিব বটে, কিন্তু জনসমাজের কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে লঘু জিনিসের মত যে উড়িয়া বেড়াইব, তাহা নয়। সাধনের সময় কঠিন প্রতিজ্ঞা চাই; সজনে থাকিয়া ও নির্জ্জনতা চাই।

ব্রহ্মসাধক মূল লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি চিরদিন রাখিবেন। অনেক সময় দেখিয়াছি ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন এক উদ্দেশ্য লইয়া কিন্তু হইয়া গিয়াছে আর এক। কেহ আসিলেন ব্রহ্মসেবা করিতে, সংসারের হাওয়াতে ঠেলিয়া লইয়া গেল বাণিজ্যে। কেহ আসিলেন মানবের সেবা করিতে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া করিতে লাগিলেন অর্থসেবা। ব্রহ্মসাধক সর্ব্বদা সাবধান হইবেন, যেন মূল লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগের ত্রুটি না হয়। বিশেষতঃ এই আশ্রমে যাঁহারা সম্মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই সত্য বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

এই সত্য কেবল যে আমাদের দেশীয় সাধুদের মুখে উচ্চারিত হইয়াছে তাহা নয়; কোরাণে মহম্মদের উক্তিতেও এক স্থানে আছে "কতকগুলি লোক সত্য ধর্ম্মের পথে দণ্ডায়মান হয়; কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চলভাবে ঈশ্বরের সেবা করে।" অতি সহজেই তাহারা সন্তুষ্ট, এবং অতি সহজেই অসন্তুষ্ট হয়। একটী ভাল ঘটনায় খুব সন্তুষ্ট হয়, ঈশ্বরের করুণার কত বর্ণনা করে; কিন্তু বিপদ হইলেই নিরুদ্দেশ। ইহাদের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়। তাহারা ঈশ্বরের প্রেমে ডুবিতে চায় না; আড়ালে থাকিয়া, দূর হইতে জল ছুঁইয়া বেড়াইতে চায়। দৃঢ়তা ও একাগ্রতার সহিত মন দিতে চায় না। যদি দেখে যে, বেশ আরাম, তবে তাহারা প্রভুর কৃপার প্রশংসা করে ও বলে "আমি চিরদিন প্রভু পরমেশ্বরেরই গৃহে বাস করিব।" তার পর বিপদ আসিলে, যখন ঈশ্বরের সেবা পরিত্যাগ করে, তখন আর ভাল করিয়া সংসারের সেবাও করিতে পারে না; ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়। এইরূপ পাতলা ভাবে, লঘুচিত্তে সেবার ক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত নয়। আমি দেখিয়াছি, আমাদের সাধনার দৃঢ়তা অতি অল্প; সামান্য কোলাহলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কোথায় গিয়া পড়ি। বিধাতা করুন আমাদের সাধনের দৃঢ়তা হউক। বাণের মত সহস্র প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া, অবিচলিত গতিতে তাঁহার সাধনায় নিযুক্ত থাকিতে পারি।

পঞ্জাব প্রচার যাত্রীদিগের পত্র।

২৩এ মার্চ্চ আমাদের পঞ্জাব যাত্রার দিন। এই দিনে সাধনাশ্রমে ও মন্দিরে এতদুপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। প্রাতে আশ্রমের উপাসনার গাম্ভীর্য্য, সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনার ধ্বনি, ও মধুর সঙ্গীতের সরসতা এখনও আমাদের প্রাণে জাগিতেছে। অদ্যকার উপাসনার বিশেষভাব,—প্রচার কার্য্যের গুরুত্ব ও তৎসাধনে আমাদিগের অক্ষমতা এবং তাহার জন্য ভগবানের নিকট বল ভিক্ষা। উপস্থিত বন্ধুগণের ব্যাকুলতা সহানুভূতি সূচক প্রার্থনাতে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইল। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রকাশ দেব ও সুন্দর সিংহের বিদায় গ্রহণ এবং তদুত্তরে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের সহানুভূতি ও প্রার্থনা, সকলের হৃদয়কে গলাইয়া দিল। আমাদের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ তো কিছুই নাই, কাহার বাসস্থান সুদূর পঞ্জাবের প্রান্তদেশে, কাহার গৃহ বঙ্গদেশে; ভাষা ভিন্ন, সামাজিক রীতিনীতিও অনেক পরিমাণে ভিন্ন; তবে আমাদের মধ্যে এত প্রাণের টান কেন? কেন আজ বন্ধুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে প্রাণ এত আকুল হইতেছে? এ লীলা তাঁহারই, তিনিই তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে এক আশ্চর্য্য যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। এ যোগের বন্ধনী সংসারের স্বার্থ নহে, তাঁহারই নিরাবিল স্বর্গীয় প্রেম। ধন্য তাঁহার করুণা।

সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা ও ব্যক্তিগত প্রার্থনাদি হয়। তৎপরে আমরা ভগবানের কৃপা ও বন্ধুগণের আশীর্ব্বাদ ও শুভ ইচ্ছা ভিক্ষা করিয়া যাত্রা করি। ২৪এ তারিখে বেলা প্রায় ১০½ ঘটিকার সময় দেওঘর উপস্থিত হই। এখানে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাস করেন; আমরা তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করি। রাজ নারায়ণ বাবু সকলেরই পরিচিত; তিনি একজন প্রাচীন ব্রাহ্মসাধক। তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছে, কেশ ও শ্মশ্রু সমস্ত শুক্ল হইয়াছে, দেহের বলও অধিক নাই। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ, স্বভাবের সরলতা, চিত্তের প্রসন্নতা দেখিলে উদ্যমশীল নবীন যুবককেও লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হয়। তিনি আমাদিগকে অতি যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। ইঁহাকে দেখিলে একজন ঋষি বলিয়া মনে হয়। ২।১টী কথার পরেই ভগবৎ প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। তিনি বলিলেন "সংযতেন্দ্রিয় না হইলে, চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে, কিছুই হইবে না। জীবনের এত বৎসর কাটিয়া গেল, দেখিলাম ইন্দ্রিয়সংযমের ন্যায় কঠিন কার্য্য আর কিছুই নাই, আর ইন্দ্রিয়সংযম সাধন না করিতে পারিলে সকলই বৃথা, ব্রহ্মদর্শন সুদূর পরাহত।" এবিষয়ে বেদ, বাইবেল, ও হাফেজ হইতে উদ্ধৃত করিয়া আরও অনেক গভীর কথা বলিলেন। তদনন্তর মধ্যাহ্নকালীন উপাসনা হয়। রাজ নারায়ণ বাবু উপাসনা করেন। তাঁহার গম্ভীর, জীবন্ত আরাধনায় যেন প্রাণে বিদ্যুৎ সঞ্চারণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তিত পূর্ণাঙ্গ উপাসনা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠার সহিত সাধন করিলে মানুষ যে আধ্যাত্মিক রাজ্যে অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারে, এই বৃদ্ধ সাধক তাহার দৃষ্টান্তস্থল। যাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়া এই উপাসনাকে পরিত্যাগ করতঃ অন্যবিধ প্রণালী অবলম্বন করিতে ব্যস্ত হয়েন, তাঁহাদের প্রতি অনুরোধ যে, তাঁহারা আসিয়া কিয়ৎদিন এই সাধুপুরুষের সহবাস করুন।

আমরা অপরাহ্নে প্রস্তাবিত কুষ্ঠাশ্রমের ভিত্তিভূমি দর্শন করিতে যাই। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু মহাশয় এই মহাকার্য্যের অনুষ্ঠাতা। তিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যে দেশের কি মহৎ মঙ্গল সাধনের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নিরাশ্রয় কুষ্ঠীগণ সকলের অস্পৃশ্য, পরিত্যক্ত অনাহারক্লিষ্ট; আশ্রয় দূরে থাকুক, এক

মুষ্টি অন্ন দিয়াও তাহাদের জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই। এ অবস্থায় এই আশ্রম যে শত শত লোকের যাতনা অনেক পরিমাণে হ্রাস করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কার্য্যে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই সাধ্যানুসারে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। যোগীন্দ্র বাবু ও স্থানীয় আর কয়েকটী ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে এখানে মিলিত হন। তৎপরে শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় একটি প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে সেই স্থানটি অতি মনোহর ও নির্জ্জন হয়; এ সময়ে তাঁহার প্রার্থনাটী সময় উপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

প্রায় দুই বৎসর হইল এখানে "নির্গুণিয়া" নামে একটী মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। এই মণ্ডলীর অধিকাংশ লোকই নিরাশ্রয় শ্রমজীবী ও কৃষক, সংখ্যা প্রায় একশত। রাজনারায়ণ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্র নাথ বসু ইহাদিগকে যত্নের সহিত ধর্ম্মোপদেশ ও শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহারই যত্নে এই মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। "নির্গুণিয়া বলিতে নিরাকার এক ঈশ্বর বুঝায়। ইহারা অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস করে না; ইহাদের মধ্যে জাতি ভেদ নাই। এই কয়টি বিষয় ইহাদের মধ্যে প্রচার করা হইয়াছে—নিরাকার এক ঈশ্বরের পূজা, সর্ব্বজীবে দয়া, চরিত্রগঠন ও পরোপকার। এই মণ্ডলীভুক্ত হইয়া অনেকে মিথ্যাব্যবহার, সুরা ও গাঁজা ইত্যাদি মাদক সেবন পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহারা অতি সরল বিশ্বাসী, একবার যাহা সত্য বলিয়া ইহাদের ধারণা হয়, তাহা অতি যত্নের সহিত পালন করে। ইহাদের দুইটী আখড়া (ভজনের স্থান) আছে। তাহার একটীতে প্রত্যহ নিয়মিত রূপে সঙ্গীত কীর্ত্তন সহকারে ভজন হইয়া থাকে। এই ভজন কখন কখন এরূপ জমাট হয় যে, সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যায়। সায়ংকালে রাজ নারায়ণ বাবুর গৃহে তাহাদের ভজন হয়। এই ভজন উচ্চ অঙ্গেরও সুমধুর। আমাদের ভজন ও সঙ্গীতের সহিত ইহার কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। ফণীন্দ্রনাথ যে প্রণালীতে ইহাদের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন, সাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের ইহা একটী প্রকৃষ্ট উপায়। পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কেবল শিক্ষিত জ্ঞানীদিগের জন্য নহে, কিন্তু নিরক্ষর কৃষক, শ্রমজীবী প্রভৃতি অপরাপর সর্ব্ব সাধারণেরই মুক্তির জন্য, এই "নির্গুণিয়া" মণ্ডলী দেখিলে সহজেই তাহা প্রতীয়মান হয়। এ স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এখন অন্ততঃ একজন অনুরাগী প্রচারক প্রতি নিয়ত এখানে থাকিয়া কার্য্য করিলে অচিরে অতি সুন্দর ফল ফলিবে।

২৫এ মার্চ্চ—অদ্য আমরা বাঁকীপুর যাত্রা করিব, তাহার উদ্যোগ করিতেছি। এ সময় রাজনারায়ণ বাবু আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "সাধনাশ্রমের জন্য তোমাদিগকে তিনটী কথা বলিব—(১) চিত্ত যাহাতে শান্ত হয় তাহা করিবে, (২) রোমান্ ক্যাথলিকগণ যেমন ফাদারদের নিকট পাপ স্বীকার করে, হে সাধকগণ, তোমরা সেইরূপ মণ্ডলীর নিকট আপন আপন ভাব ব্যক্ত করিবে, (৩) যাহাতে পরোপকার বৃত্তির স্ফূরণ হয় ও কর্ম্মেতে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকে, তাহা করিবে এইভাবে সাধন না করিলে কৃতকার্য্য হইবে না।" তৎপরে তিনি তাঁহার দৈনিক লিপি হইতে অনেক অমূল্য কথা পড়িয়া শুনাইলেন। প্রভুর প্রেরণাতে আবার যাত্রা করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

পঞ্জাবে প্রচার-যাত্রা—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ভাই প্রকাশ দেব, ভাই সুন্দর সিং এবং বাবু হরিমোহন ঘোষাল প্রচারার্থ লাহোর গমন করিয়াছেন। যাতায়াতকালে তাঁহারা রাস্তায় স্থানে স্থানে প্রচার করিবেন। আমাদের লাহোরের বন্ধু শ্রীযুক্ত সরদার দয়াল সিংহ ইঁহাদের পাথের ব্যয় স্বরূপ ৬০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং মন্দিরে ১৪।১৫৲ টাকা ভিক্ষা সংগৃহীত হইয়াছে। পরমেশ্বর প্রচারযাত্রীদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

স্থানীয় প্রচার—নবগঠিত স্থানীয় প্রচারক দল ওয়েলিংটন ও বিডন স্কোয়ারে সপ্তাহে দুই দিন বক্তৃতা ও সঙ্গীতাদি করিতেছেন। বিডন-উদ্যানে বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তনে বহুলোক আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

দান—গত ২৬শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুরের পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। বড়ুয়া মহাশয় তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন;—প্রচার বিভাগে ২৲ সাধনাশ্রমে ২৲ ছাত্রীনিবাসে ২৲ দাতব্য বিভাগে ২৲ এবং দাসাশ্রমে ২৲ টাকা। ঈশ্বর পরলোকগতা মহিলার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

সংশোধন—আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে গত ১লা চৈত্রের তত্ত্বকৌমুদীতে "হৃদয় পরিবর্ত্তন" শীর্ষক মন্তব্যে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তদুপলক্ষে নানাজনে নানাকথা বলিতেছেন। চণ্ডী বাবুর সহিত আলাপ করিয়া আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। তিনি বলিলেন "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম্ম সাধনের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের পূর্ব্ব হইতে যোগ রহিয়াছে। নববিধান সমাজের বিশেষ যে সকল মত আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, তাহাতে তিনি পূর্ব্বেও বিশ্বাস করিতেন না এখনও করেন না। (যেমন কেশব বাবুকে মধ্যবিন্দু বলিয়া না মানিলে পরিত্রাণ হইবে না ইত্যাদি) তাঁহার হৃদয় একটি বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তিনি পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে ছিলেন, এই সমাজের ঈশ্বর-ভক্তি, সাধন ভজন ইত্যাদিতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। এখানে ঈশ্বরের হস্ত কার্য্য করিতেছে, তাহা তিনি বুঝিতে

পারেন নাই, এবং এই সমাজের লোকদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু আশ্রমে এক সঙ্গে বাস ও সাধন ভজন দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের এই ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই সমাজে অনেক ঈশ্বর বিশ্বাসী ও ভক্তলোক বাস করেন দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল সাধু লোকের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অনুতপ্ত হইয়াছেন ও এই মণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরের করুণা দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন এবং সাধনাশ্রমে যোগদান করিয়া এই মণ্ডলীর সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছেন।"

উৎসব—টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে বাবু শশিভূষণ বসু, বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারি ও বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ৩রা মার্চ্চ হইতে ৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত কার্য্য চলিয়াছিল। ৪ঠা মার্চ্চ শশী বাবু "ধর্ম্মের লক্ষণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৫ই মার্চ্চ নগরসংকীর্ত্তন হয় এবং শশি বাবু বাজারে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। ৬ই মার্চ্চ স্থানীয় ইংরাজি স্কুল-গৃহে ছাত্রদিগকে নীতি সম্বন্ধে শশী বাবু, চণ্ডী বাবু এবং বাবু অমৃতলাল গুপ্ত উপদেশ দান করেন। ঐ দিবস সায়ংকালে একটী খৃষ্টীয়ান বন্ধুর অনুরোধে তাঁহার বাটীতে উপাসনা হয়। শশি বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৭ই মার্চ্চ, প্রাতে সমাজের সম্পাদক বাবু মথুরানাথ গুহ মহাশয়ের বাটীতে মহিলাদিগের জন্য উপদেশ প্রদত্ত হয়। বাবু শশিভূষণ বসু সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার পর এই মর্ম্মে উপদেশ দেন যে, ব্রহ্ম-প্রীতি, পবিত্রতা ও সেবার ভাব রমণীদের থাকা নিতান্ত আবশ্যক এবং ইহাই তাহাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্য।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আর্থিক অবস্থা বড় মন্দ। ইহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছে। কি প্রকারে কিছু আয় বৃদ্ধি হয়, আমরা সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছি। ইহার সভ্য মহোদয়গণ যদি কিছু কিছু চাঁদা বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার করা হয়। কিন্তু সমাজের চাঁদা, এবং তত্ত্বকৌমুদী, মেসেঞ্জার ও পুস্তক হিসাবে এত টাকা বাকি পড়িয়া রহিয়াছে যে, সেই সকল বাকি আদায় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অতএব আমাদিগের বিনীত নিবেদন এই যে, সভ্য ও গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র পারেন এই সমস্ত বাকি শোধ করিয়া এবং সমাজের আয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিয়া বাধিত করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ২৮শে মার্চ্চ, ১৮৯৩ } শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়,
সহকারী সম্পাদক
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

কলিকাতা অথবা মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ও ছাত্রাবাসে যে সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, তাহার অনেক সংবাদ তত্ত্বকৌমুদী বা মেসেঞ্জার পত্রিকায় যথা সময়ে এমন কি কোন কোন অনুষ্ঠান আদৌ প্রকাশিত হয় না। এ নিমিত্ত আমাদিগের বিনীত নিবেদন এই যে, ব্রাহ্ম সমাজ স্তম্ভে প্রকাশযোগ্য প্রত্যেক অনুষ্ঠান অথবা অন্যান্য সংবাদাদি আমাদিগের প্রচারক, পরিচারক, ও সেবক মহোদয়গণ, এবং মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুগণ যথাসময়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ২৮শে মার্চ্চ, ১৮৯৩ } শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়,
সহকারী সম্পাদক
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

বিশেষ প্রয়োজন বোধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় প্রভৃতি সম্পত্তির ট্রষ্টডিড্ আছে, তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেই সমস্ত ট্রষ্টডিড্ অথবা তাহার নকল আনিয়া এক ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হয়; এবং এই মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় তাঁহাদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এই নির্দ্ধারণানুসারে আমরা ব্রাহ্মসমাজ সমূহের সম্পাদক মহাশয়গণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহাদিগের সমাজের ট্রষ্টডিড্, এবং তাহা মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় স্বরূপ কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিবেন, এই সংবাদ, আগামী ১৫ই মে (১৮৯৩) তারিখের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১৮ই মার্চ্চ, ১৮৯৩ — শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

আগামী ৩রা এপ্রেল সোমবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে সেবাকমিটির সভা, সহায় এবং ভ্রাতৃ মণ্ডলীরসভ্যদিগের প্রথম ত্রৈমাসিক সভার অধিবেশন হইবে উক্ত অধিবেশনে সমিতির কার্য্য কলাপ আলোচিত এবং উপস্থিত সভ্যদিগের প্রস্তাবাদি (suggestions) লিপিবদ্ধ করা হইবে।

সাধনাশ্রম
২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট } শ্রীগুরুদাস চক্রবর্ত্তী
সেবা কমিটির সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর ১৪ ধারা প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতানুসারে এবং প্রচার কমিটীর অনুরোধ ক্রমে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আগামী বৈশাখ মাসে (১৩০০ সালে) শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীগুরুচরণ মহালানবিশ
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

আগামী ১০ই এপ্রেল সোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটি কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১ম। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২য়। অধ্যক্ষ সভার সভ্য বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পদ পরিত্যাগ হেতু শূন্যপদ পূরণ।

৩য়। অডিটর নিয়োগ।

৪র্থ। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় কলিকাতা ১৬ই মার্চ্চ ১৮৯৩ } শ্রীগুরুচরণ মহালানবিশ সম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অনেক দিন হইল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা, দরিদ্র ছাত্র, নিঃসম্বল পরিবার, ও অন্ধ আতুরদিগের সাহায্যার্থে একটী দাতব্য ফণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। এই ফণ্ড হইতে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর অসহায় ব্যক্তিদিগের সাহায্য করা হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, এই ফণ্ডের আয় অতি অল্প। অর্থাভাবে অনেক প্রার্থীকে ফিরাইয়া দিতে হয়। এই ফণ্ডের কার্য্য ভালরূপ চলিলে ইহা দ্বারা সাধারণের সহিত একটী ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইতে পারে, এবং অনেক দুঃখী লোকের সাহায্য হইতে পারে। অতএব আমার বিনীত অনুরোধ যে, প্রত্যেক পারিবারিক (জাতকর্ম্ম, নামকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি) অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই ফণ্ডে কিছু কিছু দান করিয়া বাধিত করেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয় ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা,২৬শে মার্চ্চ, ১৮৯৩ } নিবেদক শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ, সম্পাদক। সাঃ ব্রাঃ সমাজের দাতব্য বিভাগ।

নিবেদন।

আসাম প্রদেশের অন্তর্গত খাসিয়া পাহাড়ে অসভ্য খাসিয়া জাতির বাস। জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি এবং সভ্যতাতে তাহারা সভ্য জগতের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। সুদূরস্থ ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ প্রদেশ হইতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ আসিয়া তাহাদের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রচার করিবার উদ্দেশে গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া প্রাণপণে খাটিতেছেন। এই কার্য্যে সম্ভবতঃ তাঁহাদের দশ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। খাসিয়া প্রদেশ ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত, খাসিয়াগণ আমাদেরই স্বদেশবাসী, আমাদেরই ভাই। ইউরোপবাসী খৃষ্টীয়ানগণ যদি তাহাদের জন্ম আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তবে কি তাহাদের প্রতি আমাদের কোনও কর্ত্তব্য নাই? খাসিয়ারা খৃষ্টীয়ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতে পারে না; কিন্তু সকলের স্রষ্টা ও পালনকর্ত্তা যিনি, সকল জাতির একমাত্র উপাস্য যিনি, সেই মহান্ অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ব্যতীত মানবের যে আর গতি নাই, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে। সেই জন্ম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন খাসিয়া পত্রদ্বারা ব্যাকুলভাবে আমাদের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে আমরা তাঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষা দিবার কোনও রূপ সুব্যবস্থা করি।

তদনুসারে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মপ্রচারের ভার গ্রহণ করিয়া প্রায় চারি বৎসর হইল তাহাদের মধ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় কয়েক স্থানে পরমেশ্বরের নাম প্রচারের আয়োজন হইয়াছে, খাসিয়া ভাষায় কয়েক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, চেরাপুঞ্জী নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া খাসিয়াদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং একটী ক্ষুদ্র ঔষধালয় খুলিয়া তাহা হইতে নিয়মিতরূপে রোগীদিগের জন্ম ঔষধ বিতরিত হইতেছে। শত শত লোক এই ঔষধের সাহায্যে উপকৃত হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত গৃহের অভাবে এই স্থানে সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে না। একটী ঔষধালয় এবং একটী স্কুলগৃহ ও উপাসনামন্দির নির্ম্মাণের নিতান্ত প্রয়োজন। এই গৃহের জন্ম কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে এবং গৃহের কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ করিবার জন্ম আরও সহস্রাধিক টাকার প্রয়োজন। ক্রমে ক্রমে আরও দুই তিন স্থানে এইরূপ বিদ্যালয় ও ঔষধালয় খোলা হইবে। এতদিন এই পাহাড়ে উক্ত বন্ধু একাকী কার্য্য করিতেন; তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়াতে আর এক ব্যক্তি বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। দুইজন খাসিয়াও এই কার্য্যে শীঘ্র যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। পরমেশ্বরের কৃপায় খাটিবার লোকের অভাব হইবে না, কিন্তু সাধারণের সহানুভূতি ব্যতীত অর্থাভাব দূর হইবার সম্ভাবনা নাই।

অজ্ঞ অসভ্য লোকদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া অতি মহৎকার্য্য, ধর্ম্মহীন জাতিকে ধর্ম্মের মধুর রস আস্বাদন করিতে শিক্ষা দেওয়া আরও উচ্চতর কার্য্য এবং ঔষধদানে নিরাশ্রয়, চিকিৎসার উপায় বিহীন লোকদিগের জীবনরক্ষাও সামান্য কাজ নহে। যাঁহারা পরমেশ্বরের কৃপায় সভ্য জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, বাল্যকাল হইতে জ্ঞান ও ধর্ম্মের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কি আপনাদের স্বদেশবাসী এই অজ্ঞ দরিদ্র জাতির অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া, তাহাদের জন্ম কিছু সাহায্য করিবেন না? আশা করি সর্ব্বসাধারণ এই শুভানুষ্ঠানে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। সংবাদপত্রের স্তম্ভে যথারীতি দানের প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। অর্থাদি খাসিয়া মিশন কমিটীর সম্পাদকের নামে কলিকাতা ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে পাঠাইলে চলিবে।

নিবেদক।

শ্রীআনন্দমোহন বসু, এম্, এ, বারিষ্টার এট-ল,
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম্, এ, প্রচারক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ,
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, প্রিন্সিপাল, সিটি-কলেজ,
শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়, ডি, এস্, সি, প্রফেসার প্রেসিডেন্সি কলেজ,
শ্রীরজনীনাথ রায়, এম্, এ, ডেপুটী একাউন্টাণ্ট জেনারেল বেঙ্গল,
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এল্, আর, সি, পি, লণ্ডন,
শ্রীমধুসূদন সেন,
শ্রীকালীশঙ্কর সুকুল, এম্, এ, সম্পাদক, খাসিয়া মিশন কমিটী।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৮ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।